ছহীহ্ নূরানী

কোরআন শরীফ

মূল আরবী, বাংলা উচ্চারণ, সহজ-সরল বঙ্গানুবাদ, শানেনুযূল ও প্রয়োজনীয় টীকাসহ

১ —৩০পারা

মূল - উর্দ্দু তরজমা
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

সহায়ক গ্রন্থ

মাওঃ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর নূরুল কুলুব, মাওঃ মুফতি মোহাম্মদ শফি (রঃ)-এর তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ড. মুজিবর রহমান (দাঃ বাঃ)-এর বঙ্গানুবাদ তাফসীরে ইব্নে কাছীর; মাওঃ আমিনুল ইসলাম (দাঃ বাঃ)-এর নূরুল কোরআন, কোরআনুল কারীম ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ফযীলত

- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে কোরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বোখারী)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, (ফরয এবাদতের পর) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাই সর্বোত্তম এবাদত। (কানযুল উম্মাল)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যারা অন্তরে কোরআনের কিছু অংশও নেই, সে যেন একটি বিরান গৃহ। (তিরমিযী)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তোমরা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে থাক। কারণ, যারা সদাসর্বদা কোরআন তেলাওয়াত করে, কেয়ামতের দিন কোরআন তাদের জন্য সুপারিশ করবে। (মুসলিম)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে কোরআন শরীফের এক অক্ষর তেলাওয়াত করে সে একটি নেকী পায়। এই এক নেকী দশ নেকীর সমান। আমি বলি না যে, = একটি হরফ, বরং = (আলিফ) একটি হরফ, = (লাম) একটি হরফ, = (মীম) একটি হরফ। এ হিসাবে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী পাবে। (তিরমিযী)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে কোরআন শিক্ষা করেছে ও তদানুযায়ী আমল করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার পিতা মাতাকে এমন একটি নূরের মুকুট পরাবেন, যার আলো সূর্যের আলো হতেও অধিকতর উজ্জ্বল হবে। তোমাদের দুনিয়ার ঘরে সূর্যের আলো পড়লে যেরূপ আলোকিত হয়, তার আলো তদপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং কোরআনের শিক্ষার্থী এবং তদানুযায়ী আমলকারীর পিতামাতারই যদি এ মর্যাদা হয়, তবে বল দেখি সে ব্যক্তি সম্পর্কে (তোমাদের কি ধারণা)। (আহমদ, আবু দাউদ)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত এবং মুখস্থ করবে, আর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন এবং তার নিকটাত্মীয়দের এমন দশ জন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম সাব্যস্ত হয়েছিল। (তিরমিযী)
- রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে কোরআন শিক্ষা করবে, কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার চেহারা বৃহৎ আকারের হবে, কিন্তু তাতে মোটেই গোশত থাকবে না। তাকে দেখে লোকেরা চিনে ফেলবে যে, এ পাপের কারণেই তার এ অবস্থা হয়েছে। (বায়হাকী-শোআবুল ঈমান)
- হযরত ওকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে চামড়ায় কালামে পাক অর্থাৎ কোরআন শরীফ আছে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হলেও তা জ্বলবে না। অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াতকারী জাহান্নামের অগ্নি হতে সুরক্ষিত থাকবে। (দারেমী)

কোরআন শরীফের হরফ সংখ্যার বিবরণ

(আবুল লাইছ-এর 'বুস্তান' হতে আবদুল আযীয আবদুল্লাহ্‌র অভিমত অনুসারে)

আলিফ - ৪৮,৮৭১	যাল - ৪১৯৭	জোয়া - ৮৪২	নূন - ২৬, ৫৬০
বা - ১১,৪২৮	রা - ১১,৭৯৩	আইন - ১৪,১০০	ওয়াও - ২৬,৫৩৬
তা - ১,১৯৯	যা - ১,৫৯০	গাইন - ২,২০৮	হা - ১৯,০৭০
ছা - ১,২৭৬	সীন - ৫,৮৫১	ফা - ৪,৪৯৯	লাম-আলিফ - ৩,৭২০
জ্বীম - ৩,২৭২	শীন - ৩,২৫৩	ক্বাফ - ৬,৮১৩	ইয়া - ৩৫,৯১৯
হা - ৯৭৩	ছোয়াদ - ২,০১৩	কাফ - ৯,৫২৩	
খা - ২,৪১৬	দ্বোয়াদ - ১,৬০৭	লাম - ৩,৪১২	
দাল - ৫,৬৪২	ত্বোয়া - ১,২৭৪	মীম - ২৬,৫৩৫	

এ কোরআন মাজীদে ব্যবহৃত বাংলা উচ্চারণ যেভাবে আমরা করেছি

ا অ	ب ব	ت ত	ث ছ	ج জ্ব	ح হ	خ খ
د দ	ذ য	ر র	ز য	س স	ش শ	ص ছ
ض দ্ব	ط ত্ব	ظ জ	ع অ/'অ	غ গ	ف ফ	ق ক্ব
ك ক	ل ল	م ম	ن ন	و অ, ওয়া,উ	ه হ	অ/য়

خَ 'খা'-এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – 'খ'

ص ছোয়াদ -এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – (ছোয়া) এবং (ছ)

ض দ্বোয়াদ -এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – (দ্বোয়া) এবং (দ্ব)

ط ত্বোয়া -এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – (ত্বোয়া) এবং (ত্ব)

ظ জোয়া -এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – (জোয়া) এবং (জ)

ع 'আইন -এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – ('আ)

ع 'আইন -এর নিচে ــِـ যের যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – ('ই)

ع 'আইন -এর নিচে ــِـ যের এর সাথে يْ (ইয়া) সাকীন যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – ('ঈ)

ع 'আইন -এর উপর ــُـ পেশ যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – ('উ)

ع 'আইন -এর উপর ــُـ পেশ এর সাথে وْ (ওয়াও) সাকীন যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – ('ঊ)

ق ক্বাফ -এর উপর ــَـ যবর যুক্ত হলে তার উচ্চারণ – (ক্ব)

এক আলিফ টানের ক্ষেত্রে হাইফেন ' – ' চিহ্ন এবং ী, ূ, উ ।

তিন আলিফ ও চার আলিফ টানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ও ।

কোরআন শরীফের সূরা, রুকূ, আয়াত, শব্দ, হরফ এবং যের, যবর, পেশ ও অন্যান্য হরকতের পরিসংখ্যান

◆ পারা- ৩০ ; ◆ সূরা- ১১৪টি ; ◆ মঞ্জিল - ৭টি ; ◆ রুকূ - ৫৫৮টি ; ◆ আয়াত - ৬,৬৬৬টি মতান্তরে- ৬,২৩৬টি ; ◆ সিজ্দাহ - ১৪টি (মতান্তরসহ ১৫টি); ◆ মাক্কী সূরা- ৮৬টি ; ◆ মাদানী সূরা - ২৮টি ; ◆ ওয়াক্ফুন্নবী (ছঃ)- ১৫টি ; ◆ ওয়াক্ফে জিবরাঈল- ১টি ; ◆ ওয়াক্ফে গোফরান - ৯টি; ◆ ওয়াক্ফে লাযেম- ৮৭টি; ◆ শব্দ - ৮৬,৪৩০টি ; ◆ হরফ বা বর্ণ - ৩,৩৩,৮৬০টি ; ◆ নোকতা - ১,০৫,৬৮৪টি ; ◆ সমগ্র কোরআনে বিসমিল্লাহ'র বর্ণ - ২,৩৭৩টি ; ◆ যবর- ৫২,২৩৪টি (মতবিরোধে ৪৫,৩৪৩টি); ◆ যের - ৩৯,৫৮২টি ; ◆ পেশ - ৮,৮০৪টি; ◆ জযম-১,৭৭১টি ◆ তাশদীদ - ১,৪৫৩টি। ◆ মদ্দ- ১৭৭১টি ; ◆ মু'আনাকা- ১৮টি ; ◆ সাক্তাহ - ৪টি ; ◆ অতিরিক্ত আলিফ - ৮৮টি; ◆ এক হরফে দশ নেকী হিসাবে নেকী - ৩৩,৮৬,০৬০টি ;

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, রুকূ ঃ ১, আয়াত ঃ ৭

(১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (২) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ★

১। আল্হামদু লিল্লা-হি রব্বিল্ ‘আ-লামীন্। আর্রহ্মা-নির্ রহীম্।
(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব। (২) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(৩) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (৪) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ★

৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দীন্। ৪। ইয়্যা-কা না’বুদু অইয়্যা-কা নাস্‌তা’ঈন্।
(৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল তোমারই গোলামী করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

(৫) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (৬) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

৫। ইহ্‌দিনাছ্ ছির-ত্বোয়াল্ মুস্‌তাক্বীম্। ৬। ছির-ত্বোয়াল্লাযীনা আন্‘আম্‌তা
(৫) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। (৬) ঐ সমস্ত লোকদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান

عَلَيْهِمْ (৭) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ★ ع

‘আলাইহিম্। ৭। গইরিল্ মাগ্‌দ্বূবি ‘আলাইহিম্ অলাদ্দ্বোয়া — ল্লীন্।
করেছ। (৭) যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্ট নয় তাদের পথ আমাদেরকে প্রদর্শন কর।

নামকরণ ঃ এ সূরা কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা। এ কারণেই এর নাম দেয়া হয়েছে ফাতিহাতুল কোরআন। অর্থাৎ কোরআনের প্রারম্ভিক। এছাড়া আরও বহুনাম আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম হল – ১। ফাতিহা, ২। উম্মুল কোরআন, ৩। ফাতিহাতুল কিতাব, ৪। শাফিয়াহ্, ৫। সার’ই মাছামী, ৬। হাম্‌দ, ৭। তা’লিমুল্ মাসআলাহ্, ৮। মুনাজাত, ৯। কোরআনে আযীম, ১০। উম্মুল কিতাব।

ফযীলত ঃ হাদীছ শরীফে বর্ণিত- সর্বাপেক্ষা উত্তম যিক্‌র্ ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া সূরা ফাতিহা। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, সূরা ফাতিহার দৃষ্টান্ত, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী গ্রন্থে তা নেই-ই এমন কি পবিত্র কোরআনেও এর সমতুল্য অন্য কোন সূরা অবতীর্ণ হয়নি। -(মা’রিফুল কোরআন)

★ সূরা শেষে (آمِيْن) আ-মীন্ বলা সুন্নাত কিন্তু আমীন্ সূরার অংশ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির্ রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা বাক্বারাহ্

মাদানী ঃ রুকূ ঃ ৪০, আয়াত ঃ ২৮৬

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۚ هُدًى

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্। ২। যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রইবা ফীহ্ ; হুদাল্
(১) আলিফ্ লাম্ মীম্। (২) এটা এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ঐ মুত্তাকীদের জন্য।

لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

লিল্ মুত্তাক্বীন্। ৩। আল্লাযীনা ইয়ু''মিনূনা বিল্গইবি অইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা
(৩) পথ প্রদর্শক যারা অদৃশ্য বস্তুসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা নামায কায়েম করে

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

অমিম্মা-রযাক্বনা-হুম্ ইয়ুন্ফিক্বূন্। ৪। অল্লাযীনা ইয়ু''মিনূনা বিমা ~ উন্যিলা
এবং আমার দেয়া রিযিক্ থেকে ব্যয় করে, (৪) আর তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে,

اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

ইলাইকা অমা ~ উন্যিলা মিন্ ক্বব্লিক্; অবিল্ আ-খিরতিহুম্ ইয়ূক্বিনূন্।
এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি, আর আখেরাতের প্রতি রাখে তারা দৃঢ় আস্থা।

মু'আনাকা ঃ ৮

পারা ১

মঞ্জিল ১

নামকরণ ঃ বাক্বারাহ্ অর্থ গাভী। এ সূরার একস্থানে বাক্বারার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিধায় এ সূরার নাম সূরা বাক্বারাহ্ রাখা হয়েছে।
শানেনুযূল ঃ ইহুদী মালেক ইবনে ছুহাইব কোরআন সম্পর্কে মু'মিনদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। এ সন্দেহ দূর করার জন্য প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।
টীকা-১ ঃ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার প্রথমে এরূপ বিচ্ছিন্ন অক্ষর আছে। এগুলোকে হরুফে মুকাত্তায়াত বলা হয়। এ গুলোর অর্থ জানা অপরিহার্য নয়, এর প্রতি ঈমানই যথেষ্ট। এগুলোর অর্থ ও রহস্য আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।
টীকা-২ ঃ দৃষ্টির অন্তরালে যা কিছু রয়েছে, তা সবই গায়েব যেমন ঃ আল্লাহ, ফেরেশ্তা, বেহেশ্ত দোযখ ইত্যাদি।

٥ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٦ إِنَّ

৫। উলা—য়িকা 'আলা- হুদাম্ মির্ রব্বিহিম্ অউলা—য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৬। ইন্নাল্
(৫) ওরাই তাদের রবের নিকট থেকে প্রাপ্ত হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৬) নিশ্চয়ই

الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *

লাযীনা কাফারূ সাও—উন্ 'আলাইহিম্ আ আন্যারতাহুম্ আম্ লাম্ তুন্যির্ হুম্ লা- ইয়ু"মিনূন্।
যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে আপনি সাবধান করুন বা নাই করুন, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।

٧ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ

৭। খতামাল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিহিম্ অ আলা ~সাম্'ইহিম্ ; অ'আলা~ আব্ছোয়া-রিহিম্ গিশা-অতুঁও অলাহুম্
(৭) আল্লাহ তাদের অন্তরে ও তাদের কানে মহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর ওপর পর্দা রয়েছে, তাদের জন্য আছে

عَذَابٌ عَظِيمٌ ٨ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

'আযা-বুন্ 'আজীম্। ৮। অমিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াক্বূলু আ- মান্না- বিল্লা-হি, অবিল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি
কঠোর শাস্তি। (৮) আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন

وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٩ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ

অমা-হুম্ বিমু"মিনীন্। ৯। ইয়ুখ-দি'ঊনাল্লা-হা অল্লাযীনা আ-মানূ অমা- ইয়াখ্দা'ঊনা
করেছি, আসলে তারা মোটেও ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের ধোঁকা দিতে চায়, আসলে তারা ধোকা দেয়

إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ

ইল্লা ~আন্ফুসাহুম্ অমা- ইয়াশ্'উরূন্। ১০। ফী ক্বুলূবিহিম্ মারদ্বুন্ ফাযা-দাহুমুল্লা-হু মারদ্বোয়া-,
নিজেদেরকেই, কিন্তু তারা তা বুঝে না। (১০) তাদের অন্তরে কঠিন রোগ রয়েছে, আর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا

অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীমুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্যিবূন্। ১১। অইযা- ক্বীলা লাহুম্ লা-তুফ্সিদূ
করে দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, মিথ্যা বলার কারণে। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, বিপর্যয়

فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٢ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

ফিল্ আর্দ্বি ক্বা-লূ ~ইন্নামা- নাহ্নু মুছ্লিহূন্। ১২। আলা ~ইন্নাহুম্ হুমুল্ মুফ্সিদূনা
সৃষ্টি করো না দুনিয়াতে। তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা তো কেবল শান্তি স্থাপনকারী।' (১২) সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী

১ ع ৭ ১ রুকু

ওয়াক্বফে লাযেম

শানেনুযূল ঃ আয়াত - ৮ ঃ হযরত আলী (রাঃ) মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুনাফেকী পরিত্যাগ কর, বাহ্যতঃ মুসলমান আর অন্তরে কুফরী, এটা অত্যন্ত জঘন্য। উত্তরে সে বলল, হে আবুল হাসান! আমাদের প্রতি আপনি এমন ধারণা পোষণ করেন! আমরা তো মুসলমান, আমরা তো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন। -(বয়ানুল কোরআন)

وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ

অলা–কিল্ লা-ইয়াশ্'উরূন্ । ১৩ । অইযা-ক্বীলা লাহুম্ আ-মিনূ কামা~ আ-মানান্ না-সু ক্বা-লূ~ আনু'’মিনু

কিন্তু তারা তা বোঝে না । (১৩) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরাও ঈমান আন অন্যান্য লোকদের ন্যায় তখন তারা বলে,

كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ اِذَا لَقُوا

কামা~ আ-মানাস্ সুফাহা—য়্; আলা~ ইন্নাহুম্ হুমুস্ সুফাহা—উ অলা-কিল্ লা- ইয়া'লামূন্ । ১৪ । অইযা-লাকু্ল

আমরাও কি ঈমান আনব? নির্বোধ লোকদের মত ? সাবধান! আসলে এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না । (১৪) যখন তারা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا

লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ~ আ-মান্না-, অইযা-খালাও ইলা- শাইয়া-ত্বীনিহিম্ ক্বা-লূ~ ইন্না- মা'আকুম্

মুমিনদের সঙ্গে দেখা করে, তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি । যখন শয়তানদের নিকট যায়, তখন বলে, আমরা তো

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٥﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ

ইন্নামা- নাহ্নু মুস্তাহ্যিয়ূন্ । ১৫ । আল্লা-হু ইয়াস্তাহ্যিয়ু বিহিম্ অইয়ামুদ্দুহুম্ ফী ত্বু্গ্ইয়া-নিহিম্

তোমাদের সাথেই আছি, ওদের সাথে তো তামাশা করেছি মাত্র । (১৫) আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং অবকাশ দেন,

يَعْمَهُوْنَ ﴿١٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ

ইয়া'মাহূন্ । ১৬ । উলা—য়িকাল্ লাযীনাশ্ তারা-য়ুদ্ব দ্বোয়ালা-লাতা বিল্ হুদা- ফামা- রাবিহাত্

ফলে তারা বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায় । (১৬) তারাই হেদায়েতের বদলে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে । কিন্তু তাদের এ ব্যবসা

تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٧﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ

তিজ্বা-রাতুহুম্ অমা- কা-নূ মুহ্তাদীন্ । ১৭ । মাছালুহুম্ কামাছালিল্ লাযিস্ তাওক্বাদা

লাভজনক হয়নি, আর সত্য পথেও পরিচালিত নয় । (১৭) তাদের উপমা, ঐ লোকের ন্যায় যে আগুন জ্বালাল;

نَارًا ج فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ

না-রান্ ফালাম্মা~ আদ্বোয়া—য়াত্ মা- হাওলাহূ যাহাবা ল্লা-হু বিনূরিহিম্ অতারাকাহুম্ ফী

তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল তখন আল্লাহ্ আলো নিভিয়ে দিলেন এবং ছেড়ে দিলেন ঘোর অন্ধকারে,

ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٩﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ

জুলুমা-তিল লা-ইয়ুব্ছিরূন্ । ১৮ । ছুম্মুম্ বুক্ মুন্ উ'ম্ইয়ুন্ ফাহুম্ লা-ইয়ারজ্বি'উন্ । ১৯ । আও কাছোয়াইয়িবিম্

ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না । (১৮) তারা বধির, মূক, অন্ধ, তারা ফিরবে না । (১৯) অথবা তাদের অবস্থা

শানে নুযূল ঃ আয়াত নং ১৩ ঃ ইহুদীরা নিজেদের প্রশংসা করে বলত যে, আমাদের অন্তঃকরণে পর্দা আছে, আমাদের দ্বীনের কথা ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের কথা আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না । আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে এদের ভ্রষ্টতার উপর লা'নত করেছেন । –তাফসীরে ইবনে কাসীর

একদা মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখের প্রশংসা সকলের সামনে পৃথক পৃথকভাবে করল । তারপর তাঁরা যখন সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আপন সাথীদেরকে বলল, দেখলে তো, এদেরকে কেমন সন্তুষ্ট করে দিলাম । যেন সে বুজর্গদের সঙ্গে ঠাট্টাই করল । তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয় । –লুবাবুন্ নুযূল

مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ

মিনাস্ সামা—য়ি ফীহি জুলুমা-তুওঁ অরা'দুওঁ অবারক্ব; ইয়াজ্'আলূনা আছোয়া-বি'আহুম্ ফী~ আ-যা-নিহিম্
সেই পথিকের ন্যায় যে আকাশের প্রবল-বৃষ্টিতে পথ চলে, যাতে আছে ঘোর আঁধার, বজ্র ও বিদ্যুৎ, তারা

مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٠﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ

মিনাছ্ ছওয়া-'ইক্বি হাযারাল্ মাওত্; অল্লা-হু মুহীত্বুম্ বিল্কা-ফিরীন্। ২০। ইয়াকা-দুল্ বারক্বু
বজ্রের ধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে স্ব-স্ব আঙ্গুল আপন কানে দেয়। আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন (২০) বিদ্যুৎ

يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ

ইয়াখত্বোয়াফু আব্ছোয়া-রাহুম্ ; কুল্লামা~ আদ্বোয়া—য়া লাহুম্ মাশাও ফীহি অইযা~ আজ্লামা 'আলাইহিম্
চমক যেন তাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেবে; বিদ্যুৎ চমকালে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাতে তারা হাঁটে, অন্ধকার

قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

ক্বা-মূ ; অলাও শা—য়া ল্লা-হু লাযাহাবা বিসাম্'ইহিম্ অআবছোয়া-রিহিম্ ; ইন্না ল্লা-হা 'আলা- কুল্লি
হলে থমকে দাঁড়ায়; আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ শক্তি ও দেখার শক্তি অবশ্যই কেড়ে নিতেন, আল্লাহ

شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ

(ع ২ ১৬ ২ রুকু)

শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২১। ইয়া~ আইয়্যুহান্ না-সু' বুদূ রব্বাকুমুল্ লাযী খালাক্বাকুম্ অল্লাযীনা
সর্বশক্তিমান। (২১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের ঐ রবের গোলামী কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢٢﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ

মিন্ ক্বাব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাত্তাকূন্। ২২। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আরদ্বোয়া ফিরা-শাওঁ অস্সামা—য়া
সৃষ্টি করেছেন; আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। (২২) যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা ও আকাশকে

بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ

বিনা—য়াওঁ অআন্যালা মিনাস্ সামা—য়ি মা—য়ান্ ফাআখ্রাজ্বা বিহী মিনাছ্ ছামারা-তি রিয্ক্বাল্লাকুম্,
ছাদ করেছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করিয়ে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য বিভিন্ন ফল ফলাদি উৎপাদন করেন।

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا

ফালা- তাজ্ব'আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাঁও অআন্তুম্ তা'লামূন্। ২৩। অইন্ কুন্তুম্ ফী রাইবিম্ মিম্মা-
কাজেই তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না। (২৩) যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর

শানে নুযূল ঃ আয়াত নং-১৯ঃ একদা মদীনার দু'জন মুনাফেক মক্কাভিমুখে পলায়নরত অবস্থায় পথে বৃষ্টি বাদল, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে পতিত হল, ঘোর অন্ধকারও হয়ে গেল। তারা উভয়েই স্ববিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকে উঠলে সে আলোতে দু এক পা করে চলত। আবার অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে থাকত। বজ্র ধ্বনির ভয়াবহতায় মৃত্যুভয়ে কানের ছিদ্রে অঙ্গুলি গুঁজে দিত। শেষ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে বলতে লাগল, প্রত্যুষে মেঘমুক্ত হলে আমরা হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এর দরবারে গিয়ে তাঁর সত্যিকার গোলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর ভোরে তারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হল। এ আয়াতে তাদের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। –লুবাবুন্ নুযূল

نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ

নায্যাল্না- 'আলা- 'আব্দিনা- ফা'তূ বিসূরাতিম্ মিম্ মিছ্লিহী অদ্'উ শুহাদা—য়াকুম্ মিন্ দূনি
আমার বান্দার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি তাতে, তবে অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের

اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ

ল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ২৪। ফাইল্লাম্ তাফ্'আলূ অলান্ তাফ্'আলূ ফাত্তাক্বু-ন্ না-রাল্লাতী
সাহায্যকারীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৪) আর যদি তোমরা তা করতে না পার, কোন দিন তা পারবেও না,

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অক্বূদুহান্ না-সু অল্ হিজ্বা-রাতু উ'ইদ্দাত্ লিল্ কা-ফিরীন্। ২৫। অবাশ্শিরিল লাযীনা আ-মানূ
তবে ঐ আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। (২৫) আর তাদেরকে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۖ كُلَّمَا

অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-র্; কুল্লামা-
সুসংবাদ দাও যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে

رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَأُتُوْا

রুযিক্বূ মিন্হা- মিন্ ছামারাতির্ রিয্ক্বান্ ক্বা-লূ হা-যাল্ লাযী রুযিক্ব্না- মিন্ ক্বাব্লু অউতূ
যখনই তাদেরকে ফল-মূল খেতে দেয়া হবে তখনই বলবে, এ রকম ফল তো ইতিপূর্বেও আমাদেরকে দেয়া হয়েছে; আর তাদেরকে

بِهٖ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيْهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ اللّٰهَ

বিহী মুতাশা-বিহা-, অলাহুম্ ফীহা~ আয্ওয়া-জুম্ মুত্বোয়াহ্হারাতুওঁ অহুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ২৬। ইন্নাল্লা-হা
তদ্রূপ ফলই দেয়া হবে এবং তথায় থাকবে তাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী। আর তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَسْتَحْيٖٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۖ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লা-ইয়াস্তাহ্য়ী~ আইঁ ইয়াদ্বরিবা মাছালাম্ মা- বা'উদ্বোয়াতান্ ফামা- ফাওক্বাহা-; ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ
লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তদপেক্ষা তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিতেও। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, এ

فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ

ফাইয়া'লামূনা আন্নাহুল্ হাক্ব্ক্বু মির্ রব্বিহিম্ অআম্মাল্ লাযীনা কাফারূ ফাইয়াক্বূলূনা মা-যা~
উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে সত্য; কিন্তু কাফেররা বলে যে, এ উপমা দিয়ে আল্লাহর কি উদ্দেশ্য

যোগসূত্র ও ব্যাখ্যা ঃ আয়াত নং ২১ঃ পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমান, কাফের ও মুনাফেক এ তিন সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করেন। এখন সাধারণভাবে সকলকে সম্বোধন করে তাঁর ইবাদতের আদেশ দিচ্ছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কুরআন মজীদ "হে মানুষ!" বলে মক্কাবাসীদেরকে এবং "হে ইমানদারেরা!" বলে মদীনাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়। এ পর্যন্ত যেন, এটাই বলা হল যে, কুরআন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং এটা দিয়ে কারা উপকৃত হবে, যেহেতু ইবাদতের মূল ভিত্তি দুটি- তৌহীদ ও রিসালত সেহেতু প্রথমে তৌহীদের বর্ণনা প্রদান করা হয়। –নূরুল কুলূব

ওয়াক্বফে লাযেম

أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا

আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা- মাছালা-; ইয়ুদ্বিল্লু বিহী কাছীরাওঁ অইয়াহ্দী বিহী কাছীরা-; অমা-
তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিপথগামী করেন এবং অনেককে সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি এরূপ উদাহরণ দিয়ে

يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

ইয়ুদ্বিল্লু বিহী~ ইল্লাল্ ফা-সিক্বীন্। ২৭। আল্লাযীনা ইয়ান্‌ক্বুদ্বূনা 'আহদা ল্লা-হি মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী
কাউকে বিপথগামী করেন না, অবাধ্য লোকদের ছাড়া। (২৭) যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকারের পর তা ভঙ্গ

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ

অইয়াক্ব্‌ত্বোয়া'ঊনা মা~ আমারা ল্লা-হু বিহী~ আইঁ ইয়ূছলা অইয়ুফ্‌সিদূনা ফিল্ আরদ্বি;
করে, এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে অশান্তির সৃষ্টি করে

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٨﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

উলা—য়িকা হুমুল্ খা-সিরূন্। ২৮। কাইফা তাক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি অকুন্‌তুম্ আম্‌ওয়া-তান্
তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) কেমন করে আল্লাহর কুফরী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের

فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٩﴾ هُوَ

ফাআহ্‌ইয়া-কুম্, ছুম্মা ইউমীতুকুম্ ছুম্মা ইউহ্‌য়ীকুম্ ছুম্মা ইলাইহি তুর্‌জা'ঊন্। ২৯। হুওয়াল্
প্রাণ দিয়েছেন, পুনরায় তিনিই মৃত্যু দেবেন, আবার জীবিত করবেন, অবশেষে তাঁর কাছেই যাবে। (২৯) তিনি

الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

লাযী খালাক্বা লাকুম্ মা- ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আন্ ছুম্মাস্ তাওয়া~ ইলাস্ সামা—য়ি
এমন যিনি সৃষ্টি করেছেন, যা কিছু আছে যমীনে তার সবই, তারপর তিনি দৃষ্টি দিলেন আকাশের দিকে

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

ফাসাওওয়া- হুন্না সাব্'আ সামা-ওয়া-ত্; অহুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৩০। অইয্ ক্বা-লা রব্বুকা
এবং তাকে বিন্যস্ত করেন সপ্তাকাশে আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৩০) আর যখন আপনার রব

রুকু ৩ ৯ ৩

لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ

লিল্ মালা—য়িকাতি ইন্নী জ্বা-'ইলুন্ ফিল্ আরদ্বি খালীফাহ্; ক্বা-লূ~ আতাজ্‌'আলু ফীহা- মাইঁ
ফেরেশ্‌তাদের বললেন, আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তারা বলল, আপনি কি তথায় এমন কাউকে সৃষ্টি

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সংলাপ ঃ আয়াত নং ২৯ঃ আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর পৃথিবীতে জিনদেরকে এবং আসমানে ফেরেশতাদেরকে আবাদ করলেন। দীর্ঘকাল ধরে ভূ-পৃষ্ঠে জিনদের বসবাস ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা ও বিদ্রোহ বিরাজ করতে থাকে এবং বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের থেকে ভূ-পৃষ্ঠকে মুক্ত করার জন্য এক দল ফেরেশতা পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের দলপতি ছিল ইবলীস। ইবলীস ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে যমীনে আসল এবং দানবকুলকে আক্রমন করে পর্বতমালা ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দিল। এতে ইবলীসের

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

ইয়ুফ্সিদু ফীহা- অইয়াস্ফিকুদ্ দিমা—য়া, অনাহ্নু নুসাব্বিহু বিহাম্দিকা অনুক্বাদ্দিসু
করতে চান যে অশান্তি ও রক্তপাত ঘটাবে আমরাই তো সর্বদা আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

لَكَ ط قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ

লাক্; ক্বা-লা ইন্নী~ আ'লামু মা-লা-তা'লামূন্। ৩১। অ'আল্লামা আ-দামাল্ আস্মা—য়া কুল্লাহা-ছুম্মা
তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (৩১) তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখালেন। পরে তাকে

عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ لا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ☆

'আরাদ্বোয়াহুম্ 'আলাল্ মালা—য়িকাতি ফাক্বা-লা আম্বিয়ূনী বিআস্মা —য়ি হা~ উলা—য়ি ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
ফেরেশ্তাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, এখন তোমরা আমাকে নামগুলো বলে দাও, যদি সত্যবাদী হও।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ ☆

৩২। ক্বা-লূ সুব্হা-নাকা লা-'ইল্মা লানা~ ইল্লা- মা- 'আল্লাম্তানা-; ইন্নাকা আন্তাল্ 'আলীমুল্ হাকীম্।
(৩২) বলল, আপনি পবিত্র। আমরা কিছুই জানি না আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে। নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানী।

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ج فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ لا قَالَ ﴿٣٣﴾

৩৩। ক্বা-লা ইয়া~ আ-দামু আম্বি'হুম্ বিআস্মা—য়িহিম্ ফালাম্মা~ আম্বায়াহুম্ বিআস্মা—য়িহিম্ ক্বা-লা
(৩৩) বলেন, হে আদম! বলে দাও, এদের নাম। যখন তিনি এদের নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ বললেন; আমি কি

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

আলাম্ আক্বুল্ লাকুম্ ইন্নী~ আ'লামু গাইবাস্ সামা–ওয়া-তি অল্আরদ্বি অআ'লামু মা-তুব্দূনা
বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য বিষয় জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর

وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

অমা- কুন্তুম্ তাক্তুমূন্। ৩৪। অইয্ ক্বুল্না- লিল্মালা—য়িকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজাদূ~
তাও আমি জানি। (৩৪) যখন ফেরেশ্তাদের বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত

إِلَّا إِبْلِيسَ ط أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ز وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ

ইল্লা~ ইব্লীস্; আবা-অস্তাক্বারা অকা-না মিনাল্ কা-ফিরীন্। ৩৫। অক্বুল্না- ইয়া~ আ-দামুস্
সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য ও অহংকার করল এবং কাফের হয়ে গেল।[১] (৩৫) বললাম, হে আদম! তুমি এবং

মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ফলে সে অহঙ্কার করতে লাগল। ফেরেশতারা যখন আদম সৃষ্টির কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা জিন জাতির উপর অনুমান করে, আর ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের মতে, আল্লাহ্র সংবাদ অনুসারে বলতে লাগলেন, এমন মাখলুক সৃষ্টি করা সমীচীন নয় যারা ফাসাদ ও রক্তপাত করবে আমরাইত আপনার আদেশ পালনের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাআ'লা আদম সৃষ্টির রহস্য প্রকাশের জন্য আদম (আঃ)-কে অনেক কিছু শিক্ষা দিলেন। – লুবাবুন্ নুযূল

اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا

কুন্ আন্তা অযাওজ্বুকাল্ জ্বান্নাতা অকুলা- মিনহা- রাগাদান্ হাইছু শি'তুমা- অলা-তাক্বরাবা-

তোমার স্ত্রী বেহেশতে বাস কর। আর যেখানে যা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এ গাছের কাছেও

هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا

হা-যিহিশ্ শাজ্বারাতা ফাতাকূনা- মিনাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৩৬। ফাআযাল্লাহুমাশ্ শাইত্বোয়া-নু 'আন্হা- ফাআখ্রাজ্বাহুমা-

যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা গণ্য হবে যালিমরূপে।[২] (৩৬) কিন্তু শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করল এবং আবাসস্থল

مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

মিম্মা-কা-না- ফীহি অক্বুল্নাহ্ বিত্বূ বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন্ 'আদুওয়্যুন্ অলাকুম্ ফিল্ আর্দ্বি

হতে বের করে দিল। বললাম, তোমরা নেমে পড় দুনিয়াতে। তোমরা পরস্পর শত্রু। তোমাদের[৩] জন্য রইল

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٧﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ

মুস্তাক্বাররুওঁ অমাতা-উ'ন্ ইলা-হীন্। ৩৭। ফাতালাক্ক্বা~ আ-দামু মির্ রব্বিহী কালিমা-তিন্ ফাতা-বা 'আলাইহ্;

দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য অবস্থান ও জীবিকা। (৩৭) আদম স্বীয় রব থেকে কিছু বাণী পেলেন। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٨﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي

ইন্নাহূ হুঅত তাওঅ-বুর রাহীম্। ৩৮। ক্বুল্নাহ্ বিত্বূ মিন্হা- জ্বামী'আন্, ফাইম্মা- ইয়া'তিইয়ান্নাকুম্ মিন্নী

নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (৩৮) বললাম, সকলেই নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে কোন উপদেশ

هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ

হুদান্ ফামান্ তাবি'আ হুদা-ইয়া ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্যানূন্। ৩৯। অল্লাযীনা

আসবে তখন যারা মানবে আমার উপদেশ তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না। (৩৯) আর যারা

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ★

ع ১০ 4 রুকু

কাফারূ অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা~ উলা—য়িকা আছ্হা-বুন্ না-রি, হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্।

কাফের এবং মিথ্যা মনে করবে আমার আয়াতকে, তারা জাহান্নামী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

﴿٤٠﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا

৪০। ইয়া-বানী~ ইস্রা—য়ীলায্ কুরূ নি'মাতিইয়াল্ লাতী~ আন্'আমতু 'আলাইকুম্ অআওফূ

(৪০) হে বনী ইসরাঈল![৪] আমার দেয়া নিয়ামত স্মরণ কর, আমার সাথে যে ওয়াদা করেছ তা পূরণ কর, তাহলে

টীকা ঃ (১) ইবলীস ফেরেশতা ছিল না, কিন্তু ফেরেশ্তাদের সাথে বসবাসের কারণে সে তাদেরই একজন হয়ে গেল। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ তার উপরও প্রযোজ্য ছিল। (২) অনেক তাফসীরকারের মতে ঐ গাছটি গম বা ধান গাছ ছিল। (৩) ইবলীস প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রথমে হযরত হাওয়াকে এবং পরে হযরত আদম (আঃ)-কে ঐ বৃক্ষের ফল খাওয়ায়। ফলে তাঁরা আর বেহেশতে থাকতে পারেননি। (৪) হযরত ইয়া'কূব (আঃ)-এর আর এক নাম ছিল ইসরাঈল, তাঁর বংশধররাই বনী ইসরাঈল। পরবর্তীকালে এরাই ইয়াহুদী নামে পরিচিত হয়।

بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ﴿٤١﴾ وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ

বি'আহ্দী~ ঊফি বি'আহ্দিকুম্, অইইয়া-ইয়া ফার্হাবূন্। ৪১। অআ-মিনূ বিমা~ আন্যাল্তু
আমিও তোমাদের সঙ্গে তা পূরণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর। (৪১) তোমরা ঈমান আন, তাতে, যা নাযিল

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى

মুছোয়াদ্দিক্বাল লিমা- মা'আকুম্ অলা- তাকূনূ~ আওওয়ালা কা-ফিরিম্ বিহী অলা-তাশ্তারূ বিআ-ইয়া-তী
করেছি আর তার সমর্থনে যা আছে, আর তোমরাই প্রথম তা অস্বীকারকারী হয়ো না আর সামান্য মূল্যে আমার আয়াত

ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤٢﴾ وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟

ছামানান্ ক্বালীলাওঁ অইইয়া-ইয়া ফাত্তাক্বূন্। ৪২। অলা- তাল্বিসুল্ হাক্ব্ক্বা বিল্বা-ত্বিলি অতাক্তুমুল্
বিক্রি করো না। কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর। (৪২) আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না, এবং

ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ

হাক্ব্ক্বা অআন্তুম্ তা'লামূন্। ৪৩। ওয়া আক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা অর্কা'উ মা'আর্
জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না। (৪৩) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ'

ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٤﴾ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ

রা-কি'ঈন্। ৪৪। আতা''মুরূনান্ না-সা বিল্বির্রি অতান্সাওনা আন্ফুসাকুম্ অআন্তুম্ তাত্লূনাল্
করো। (৪৪) তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে থাক? অথচ তোমরা কিতাব

ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ

কিতা-ব্; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৪৫। অস্তা'ঈনূ বিছ্ছোয়াব্রি অছ্ছলা-হ্; অইন্নাহা- লাকাবীরাতুন্
পাঠ কর; তবে কি বোঝ না? (৪৫) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, অবশ্য এটা অত্যন্ত কঠিন,

إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٦﴾ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ

ইল্লা- 'আলাল্ খা-শি'ঈন্। ৪৬। আল্লাযীনা ইয়াজুন্নূনা আন্নাহুম্ মুলা-ক্বূ রব্বিহিম্ অআন্নাহুম্ ইলাইহি
বিনয়ী লোকদের ছাড়া অন্যদের নিকট। (৪৬) যারা স্বীয় রবের সঙ্গে সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে আর তাঁরই কাছে

رَٰجِعُونَ ﴿٤٧﴾ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

রা-জ্বি'ঊন্। ৪৭। ইয়া-বানী~ ইস্রা—য়ীলায্ কুরূ নি'মাতিইয়াল্লাতী~ আন্'আম্তু 'আলাইকুম্
তাদের ফিরে যেতে হবে। (৪৭) হে বনী ইসরাঈল! আমার ঐ নিয়ামতকে স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং বিশ্ববাসীর

• এক চতুর্থাংশ ৫

ع ৫ রুকু

শানে নুযূল ঃ আয়াত নং ৪৪ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞ আলেমরা তাদের আত্মীয়-স্বজন হতে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদেরকে বলত, 'তোমরা এই ধর্মে স্থির থাক, যেহেতু এটা সত্য ধর্ম।' অথচ তারা নিজেরা তা গ্রহণ করছিল না। তাই তাদের উদ্দেশ্যে করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। যোগসূত্র ঃ অত্র আয়াতে ইসলামী ধারা উপধারা কার্যকরি করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে উৎসাহ প্রদান করা হয়। কিন্তু এতে একটি সন্দেহ ছিল যে, সম্ভবতঃ যাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তাদের নিকট রাসূল (ছঃ)-এর নবুওয়াত ও রিসালতের কোন জ্ঞানই নেই, অতএব, ঈমানের অবর্তমানে তারা অক্ষম সাব্যস্ত হয়ে থাকবে। তাই তাগিদ ও উৎসাহ প্রদানের পর এমন একটি বাক্য উল্লেখ করছেন যা দিয়ে এটা প্রতিভাত হয়ে যায় যে, রাসূল (ছঃ) স্বীয় রিসালতের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার জ্ঞান তাদের নিকট ছিল।

وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ

অআন্নী ফাদ্ব্ দ্বোয়াল্তুকুম্ 'আলাল্ 'আ- লামীন্। ৪৮। অত্তাকূ ইয়াওমাল্ লা-তাজ্ যী নাফ্সুন্ 'আন্ নাফ্সিন্
উপর তোমাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৪৮) ঐ দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে

شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

শাইয়াওঁ অলা-ইয়ুক্ব্ বালু মিন্হা-শাফা-'আতুওঁ অলা- ইয়ু''খাযু মিন্হা- 'আদ্লুওঁ অলা-হুম্ ইয়ুন্ছোয়ারূন্।
না; কারো পক্ষে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; কোন বিনিময়ও চলবে না এবং কেউ কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।

﴿٤٩﴾ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ

৪৯। অইয নাজ্জাইনা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আওনা ইয়াসূমূনাকুম্ সূ—য়াল্ 'আযা-বি ইয়ুযাব্বিহূনা
(৪৯) যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম [১] যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত,

اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ

আব্না—য়াকুম্ অইয়াস্তাহ্ইয়ূনা নিসা—য়াকুম্; অফী যা-লিকুম্ বালা—য়ুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আজীম্।
তারা পুত্র সন্তানদের হত্যা করে মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুত তাতে রবের পক্ষ হতে মহা পরীক্ষা ছিল।

﴿٥٠﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

৫০। অইয্ ফারাক্ব্না- বিকুমুল্ বাহ্রা ফাআন্জাইনা-কুম্ অআগ্রাক্ব্না~ আ-লা ফির্'আওনা অআন্তুম্ তান্জুরূন্।
(৫০) আর যখন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত [১] করে তোমাদেরকে রক্ষা করলাম আর ফেরাউনকে সঙ্গীসহ ডুবালাম, আর তোমরা তা দেখছিলে।

﴿٥١﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ

৫১। অইয্ অ-'আদ্না- মূসা~ আর্বা'ঈনা লাইলাতান্ ছুম্মাত্তাখায্তুমুল্ 'ইজ্ লা মিম্ বা'দিহী
(৫১) আর যখন মূসার সঙ্গে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম, আর তার প্রস্থানের পর তোমরা গো-বৎস [২]

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذْ

অআন্তুম্ জোয়া-লিমূন্। ৫২। ছুম্মা 'আফাওনা- 'আন্কুম্ মিম্ বা'দি যা-লিকা লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৫৩। অইয্
পূজা করলে; বস্তুত তোমরা ছিলে জালিম। (৫২) তথাপি আমি ক্ষমা করে দিলাম, যেন কৃতজ্ঞ হও। (৫৩) আর যখন

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা অল্ফুর্ক্বা-না লা'আল্লাকুম্ তাহ্তাদূন্। ৫৪। অইয্ ক্বা-লা মূসা-
মূসাকে কিতাব ও ফুরকান [৩] দিয়েছিলাম, যেন তোমরা সৎপথে চলতে পার। (৫৪) আর যখন মূসা স্বীয়

(১) যখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে মিসর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তখন ফিরাউন তার দলবলসহ তাদের পেছনে ধাওয়া করে। পথে সাগর ছিল, আল্লাহর আদেশে সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে পার হয়ে যায়, কিন্তু ফিরাউন তার দলবলসহ তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। (২) গো-বৎসটি সামিরী নামক এক ব্যক্তি বানিয়েছিল। তার প্ররোচনায় একটি অংশ গো-বৎস পূজা করেছিল। (৩) যা সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করে দেয় তাকে ফুরকান বলে।

لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا

লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি ইন্নাকুম্ জোয়ালাম্‌তুম্ আন্‌ফুসাকুম্ বিত্তিখা-যিকুমুল্ 'ইজ্‌ লা ফাতূবূ~
কাওমকে বলল, হে আমার কাওম! তোমরা গো-বৎস পূজা করে নিজেদের উপর জুলুম করেছ। সুতরাং

اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ

ইলা- বা-রিয়িকুম্ ফাক্ব্‌তুলূ~ আন্‌ফুসাকুম্; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্ 'ইন্দা বা-রিয়িকুম্; ফাতা-বা
তোমরা তওবা কর; অতঃপর নিজেদেরকে হত্যা কর; স্রষ্টার নিকট এটিই উত্তম; তিনি তাওবা কবূল করবেন;

عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٥﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ

'আলাইকুম্; ইন্নাহূ হুওয়াত্ তাও ওয়া-বুর রাহীম্। ৫৫। অইয কু্‌লতুম্ ইয়া-মূসা- লান্ নু''মিনা লাকা
তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৫) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, আল্লাহকে

حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ

হাত্তা- নারাল্লা-হা জ্বাহ্‌রাতান্ ফাআখাযাত্‌কুমুছ্ ছোয়া-'ইক্বাতু অআন্‌তুম্ তান্‌জুরূন্। ৫৬। ছুম্মা বা'আছ্‌না-কুম্
সরাসরি না দেখলে, তখন বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করল আর তোমরা সেদিকে তাকিয়ে রইলে (৫৬) তোমাদেরকে মৃত্যুর পর

مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

মিম্ বা'দি মাওতিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্। ৫৭। অজল্লাল্‌না- 'আলাইকুমুল গামা-মা অআন্‌যাল্‌না- 'আলাইকুমুল্
পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৭) আর মেঘ দিয়ে তোমাদের উপরে ছায়া দিলাম; খাওয়ার জন্য মান্না ও

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

মান্না অস্‌সাল্‌ওয়া-; কুলূ মিন্ ত্বইয়্যিবা-তি মা-রাযাক্ব্‌না-কুম্; অমা-জোয়ালামূনা- অলা-কিন্ কা-নূ-
সালওয়া পাঠালাম। রিযিক হিসাবে আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য খাও। তারা আমার প্রতি জুলুম করেনি বরং নিজেরাই নিজেদের

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ৫৮। অইয্ কু্‌লনাদ্ খুলূ হা-যিহিল্ ক্বার্‌ইয়াতা ফাকুলূ মিন্‌হা-হাইছু শি''তুম্
প্রতি জুলুম করেছে। (৫৮) আর যখন বললাম, প্রবেশ কর এ শহরে এবং যেখানে যত খুশি খাও; মস্তক অবনত করে দরজা

رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ

রাগাদাওঁ অদ্‌খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদাওঁ অক্বূলূ হিত্তাতুন নাগ্‌ফির্‌লাকুম্ খাত্বোয়া-ইয়া-কুম্; অসানাযীদুল্
দিয়ে প্রবেশ কর এবং বল যে ক্ষমা চাই। তা হলে আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদেরকে

শ্বেত মেঘের ছায়া ও মান্না-ছালওয়ার অবতরণ ঃ আয়াত- ৫৭ ঃ সিরিয়া রাজ্য হতে আমেলাকাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইসরাঈলীদের প্রতি তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ হয়েছিল। তারা আমালেকাদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তীহ্ প্রান্তরে শাস্তিস্বরূপ চল্লিশ বছর যাবত সন্তাপিত অবস্থায় ঘুরাতে থাকেন। যেহেতু প্রান্তরটি তৃণ লতাহীন ছায়া শূন্য একটি বিশাল মাঠ ছিল। তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে বললে মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা শ্বেত মেঘ দ্বারা তথায় ছায়াদান করলেন।

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا

মুহ্সিনীন্। ৫৯। ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা জোয়ালামূ ক্বাওলান্ গাইরাল্লাযী ক্বীলা লাহুম্ ফাআন্যাল্না-

আরও বেশি দেব। (৫৯) কিন্তু জালিমরা আমার বলে দেয়া বক্তব্যকে পরিবর্তন করে দিল। ফলে

عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِذِ اسْتَسْقَى

'আলাল্ লাযীনা জোয়ালামূ রিজ্য্যাম মিনাস্ সামা—য়ি বিমা- কা-নূ ইয়াফ্সুকূন্। ৬০। অইযিস তাস্ক্বা-

আমি জালিমদের উপর তাদের পাপের কারণে আসমানী গযব নাযীল করলাম। (৬০) স্মরণ কর, যখন

ع ৬ ১৭ ৬ রুকু

مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

মূসা- লিক্বাওমিহী ফাকু্লনাদ্ব্ রিব্ বি'আছোয়া-কাল্ হাজ্বার্; ফান্ফাজ্বারাত্ মিন্হুছ্ নাতা-

মূসা তার গোত্রের জন্য পানি চাইল, বললাম, হে মূসা! তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ফলে তখনই তা হতে বারটি

عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

'আশ্রাতা 'আইনা-; ক্বাদ্ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্রাবাহুম্; কুলূ অশ্রাবু মির্ রিয্ক্বিল্লা-হি

ঝরণা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ পানঘাট চিনে নিল। বললাম, খাও, আর পান কর। আল্লাহর রিযক থেকে।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦١﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ

অলা-তা''ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্। ৬১। অইয্ ক্বু্লতুম্ ইয়া-মূসা- লান্ নাছ্বিরা 'আলা- ত্বো'আ-মিওঁ

আর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৬১) আর যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাদ্যের উপর আর ধৈর্য রাখতে

وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا

ওয়া-হিদিন্ ফাদ্'উ লানা- রব্বাকা ইয়ুখ্রিজ্ব্ লানা- মিম্মা- তুম্বিতুল্ আর্দ্বু মিম্ বাক্ব্লিহা- অক্বিছ্ছা—য়িহা-

পারছি না, আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট চাও, যেন তিনি ভূমি থেকে শাক-সব্জী,

وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي

অফূমিহা- অ'আদাসিহা- অ বাছোয়ালিহা-; ক্বা-লা আতাস্তাব্দিলূনাল্ লাযী হুওয়া আদ্না-বিল্লাযী

শশা, গম, মসুর ও পিঁয়াজ উৎপন্ন করেন। তিনি বললেন, তোমরা কি উত্তম বস্তুর পরিবর্তে মন্দ বস্তু চাও?

هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

হুওয়া খাইর্; ইহ্বিত্বূ মিছ্রান্ ফাইন্না লাকুম্ মা-সায়াল্তুম্; অদ্বুরিবাত্ 'আলাইহিমুয্ যিল্লাতু

তাহলে এমন কোন শহরে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা যা চাও তা পাবে। আর তারা লাঞ্ছনা

আর ক্ষুধা নিবারণের জন্য বৃক্ষ হতে তরুঞ্জা বীন নামক এক ধরনের সুমিষ্ট বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে দেন, তারা ওগুলো একত্রিত করে রুটি পাচন করত, আর বটের নামক এক প্রকারের পাখিবিশেষ তাদের চতুস্পার্শ্বে সমবেত হয়ে যেত, তারা সেগুলোকে নির্বিঘ্নে ধরে নিত। এ সহজ সাধ্য খাদ্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গায়েবী ভাণ্ডার থেকে তাদেরকে প্রদান করেন। কিন্তু এ চিরন্তন দুর্ভাগাজাতী কেবলমাত্র একটি সহজ আদেশ অমান্য করার কারণে তাদের নিকট হতে এ নেয়ামত তুলে নেয়া হয়। আদেশটি ছিল– ঐ বস্তুগুলো যাকে যথাক্রমে মান্না ও ছালওয়া বলা হয়। এগুলো প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ কর এবং পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করও না। এ আদেশ অমান্য করায় তাদের সঞ্চিত গোশত পঁচতে লাগল।

وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ

অল্‌মাস্‌কানাতু অবা—য়ু বিগাদ্বোয়াবিম্ মিনাল্লা-হ্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তি
ও দারিদ্র্যতায় নিপতিত হয়ে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার

৭ ع ২ ৭ রুকু

اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۞

ল্লা-হি অইয়াক্ব্‌ তুলূনান্ নাবিইয়ীনা বিগাইরিল্ হাক্ব্‌; যা-লিকা বিমা- 'আছোয়াও অ কা-নূ ইয়া'তাদূন্।
করত আর নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। নাফরমানী ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি।

٦٢ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

৬২। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অল্লাযীনা হা-দূ অন্নাছোয়া-রা- অছ্‌ছোয়া-বিয়ীনা মান্ আ-মানা বিল্লা-হি
(৬২) নিশ্চয় যারা ঈমানদার, আর যারা ইহূদী এবং খ্রীস্টান ও সাবেঈন[১], যারাই আল্লাহ ও পরকালের

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ

অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্দা রব্বিহিম্ অলা-খাওফুন্
প্রতি বিশ্বাস রাখে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার। তাদের কোন ভয় নেই,

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٦٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ৬৩। অইয্ আখায্‌না- মীছা-ক্বাকুম্ অরাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্ব
আর তারা দুঃখিতও হবে না।(৬৩) আর যখন আমি ওয়াদা নিলাম এবং তুরকে তোমাদের উপর ধরলাম[২]।

الطُّوْرَ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ٦٤ ثُمَّ

ত্বূর্; খুযূ মা~ আ-তাইনা-কুম্ বিক্বু ওআতিওঁ অয্‌কুরূ মা-ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ৬৪। ছুম্মা
(বললাম) যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে, স্মরণ রাখ, যেন সতর্ক হতে পার। (৬৪) এর পরও

تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ

তাওয়াল্লাইতুম্ মিম্ বা'দি যা-লিকা ফালাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ অরাহ্‌মাতুহূ লাকুন্‌তুম্ মিনাল্
তোমরা তা থেকে ফিরে গেলে, যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত

الْخٰسِرِيْنَ ٦٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ

খা-সিরীন্। ৬৫। অলাক্বাদ্ 'আলিম্‌তুমুল্ লাযীনা' তাদাও মিন্‌কুম্ ফিস্ সাব্‌তি ফাক্বুল্‌না- লাহুম্
হতে। (৬৫) আর যারা শনিবারে সীমালংঘন করেছিল, তোমরা তাদের জানতে[৩]। আমি বললাম,

টিকা ঃ (১) সাবেঈনরা নক্ষত্র ও ফেরেশতাদের পূজারী। (২) বনী ইসরাঈল যখন তাওরাত মানতে অস্বীকার করল আল্লাহ তখন তাদের উপর পাহাড় ধরলেন তখন তারা ধ্বংস হওয়ার ভয়ে তা গ্রহণ করে নেয়। (৩) হযরত দাউদ (আঃ)-এর সময় এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তখন শনিবারে মাছ ধরাসহ দুনিয়াবী সকল কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর আদেশ লংঘন করে মাছ শিকার করেছিল, তাই আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করেন।

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝٦٦ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَ

কূনূ ক্বিরাদাতান্ খা-সিয়ীন্। ৬৬। ফাজ্বা'আল্না-হা- নাকা-লা ল্লিমা- বাইনা ইয়াদাইহা- অমা-খাল্ফাহা-অ

তোমরা ঘৃণিত বানর হও।' (৬৬) এটা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও

مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۝٦٧ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

মাও 'ইজোয়াতাল লিল্মুত্তাকীন্। ৬৭। অইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী~ ইন্নাল্লা-হা ইয়া''মুরুকুম্ আন্

মুত্তাকীদের জন্য উপদেশস্বরূপ করে দিলাম। (৬৭) যখন মূসা কাওমকে বলল, আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম

تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ

তায্বাহূ বাক্বারাহ্; ক্বালূ~ আতাত্তাখিযুনা- হুযুওয়া-; ক্বা-লা আ'ঊযুবিল্লা-হি আন্ আকূনা মিনাল্

দিচ্ছেন গাভী যবেহ করার। তারা বলল, তুমি কি ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আল্লাহর পানাহ্ চাই, মূর্খদের

الْجَاهِلِينَ ۝٦٨ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

জ্বা-হিলীন্। ৬৮। ক্বা-লুদ'উ লানা- রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্লানা- মা-হী; ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াকূ্লু ইন্নাহা-

দলভুক্ত হওয়া হতে। (৬৮) তারা বলল, রবকে বল, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে, তা কি? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন,

بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ

বাক্বারাতুল লা-ফা-রিদ্বুওঁ অলা-বিক্র্; 'আওয়া-নুম্ বাইনা যা-লিক্; ফাফ্'আলূ মা- তু''মারূন্।

তা এমন একটি গাভী যা না বৃদ্ধ আর না বাছুর বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি,সুতরাং নির্দেশমত যবেহ কর।

۝٦٩ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

৬৯। ক্বা-লুদ্'উলানা- রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল্লানা- মা-লাওনুহা-; ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াকূ্লু ইন্নাহা- বাক্বারাতুন্

(৬৯) তারা বলল, রবকে বল যেন স্পষ্ট করে বলে দেন তার কি রং? মূসা বলল, সেটা হলুদ বর্ণের গাভী,

صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۝٧٠ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ

ছোয়াফ্রা—য়ু ফা-ক্বি'উল্লাওনুহা- তাসুর্রুন না-জিরীন্। ৭০। ক্বা-লুদ্'উলানা-রব্বাকা ইয়ুবাইয়্যিল লানা- মা-হিয়া

রংটি উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়। (৭০) তারা বলল, তুমি রবকে বল, তিনি যেন বলে দেন সেটা কি?

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝٧١ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

ইন্নাল্ বাক্বারা তাশা-বাহা 'আলাইনা-; অইন্না~ ইন্শা—য়াল্লা-হু লামুহ্তাদূন্। ৭১। ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াকূ্লু

কেননা, গরুটি আমাদেরকে সন্দেহে ফেলল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই আমরা সুপথ পাব। (৭১) মূসা বলল, তিনি বলছেন,

যোগসূত্র ঃ আয়াত-৬৭ ঃ বনি ইসরাঈলের এক লোক অপর এক লোকের মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে প্রস্তাবকারী তাকে হত্যা করে। বনি ইসরাঈলীরা হত্যাকারীর সন্ধান না পেয়ে মূসা (আঃ)-এর নিকট উক্ত হত্যার তদন্ত দাবী করল। মূসা (আঃ) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী একটি গরু জবাই করতে বলেন,..... বাদবাকী ঘটনা কোরআনেই উল্লেখ আছে। এ ঘটনা উল্লেখ করে তাদের স্বভাবগত কূটতাত্ত্বিক হওয়ার কথা বর্ণনা করছেন। হাদীছ শরীফে আছে তারা এত বাড়াবাড়ি না করে যদি আদেশ মাত্র যে কোন একটি গরু জবাই করত, তবে এত কঠিন শর্তগুলো তাদের ওপর আরোপ করা হত না।

৮ ع ১০ ৮ রুকু

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا

ইন্নাহা-বাক্বারাতুল্ লা-যালূলুন্ তুছীরুল্ আরদ্বোয়া অলা-তাস্ক্বিল্ হার্‌ছা মুসাল্লামাতুল্ লা-শিয়াতা ফীহা-;

সেটা এমন গাভী যা জমি চাষে ও সেচে ব্যবহৃত হয়নি, এটি সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সঠিক তথ্য বলে দিলে,

قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِذْ

ক্বা-লুল্ আ-না জি্''তা বিল্‌হাক্ব; ফাযাবাহূহা- অমা- কা-দূ ইয়াফ্'আলূন্। ৭২। অইয্

অতঃপর তারা সেটিতাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও যবেহ্ করেছিল। (৭২) যখন এক লোককে

قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾ فَقُلْنَا

ক্বাতাল্‌তুম্ নাফ্‌সান্ ফাদ্দা-রা''তুম্ ফীহা-; অল্লা-হু মুখ্‌রিজুম্ মা- কুন্‌তুম্ তাক্‌তুমূন্। ৭৩। ফাক্বুল্‌নাদ্ব

হত্যা করে একে অপরের উপর দোষ চাপালে আল্লাহ গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইলেন। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম,

اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

রিবূহু বিবা'দ্বিহা-; কাযা-লিকা ইউহ্‌য়িল্লা-হুল্ মাওতা- অইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্।

এর একটুকরা দিয়ে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান, যাতে বুঝতে পার।

﴿٧٤﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

৭৪। ছুম্মা ক্বাসাত্ ক্বুলূবুকুম্ মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাহিয়া কাল্ হিজ্বা-রাতি আও আশাদ্দু কাস্‌ওয়াহ্;

(৭৪) এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল[১], যেন তা পাথর বা তার চেয়েও কঠিনতর;

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ

অইন্না মিনাল হিজ্বা-রাতি লামা- ইয়াতাফাজ্জ্বারু মিন্‌হুল্ আন্‌হা-র্ ; অইন্না মিন্‌হা- লামা-ইয়াশ্‌শাক্ক্বা-ক্বু

কতক পাথর এমন যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আবার কোন কোন পাথর ফেটে যায়

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

ফাইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুল্ মা—উ; অইন্না মিন্‌হা—লামা-ইয়াহ্‌বিত্বু মিন্ খাশ্‌ইয়াতিল্লা-হ্; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্

এবং তা থেকে পানি বের হয়; আর কতক আল্লাহর ভয়ে পতিত হয়। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ

'আম্মা—তা'মালূন। ৭৫। আফাতাত্বমা'উনা আইঁ ইয়ু'মিনূ লাকুম্ অক্বাদ্ কা-না ফারীক্বুম্ মিন্‌হুম্ ইয়াস্‌মা'উনা

বেখবর নন। (৭৫) তোমরা কি আশা কর যে, তারা (কাফেররা) তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল

টীকা-১ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের মনকে পাথর অপেক্ষাও কঠিন বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, এরূপ পাথরও আছে– যা থেকে সুশীতল পানি নির্গত হয় এবং কোন কোন পাথর হতে সুমিষ্ট পানি নির্গত হয়। কিন্তু কাফেরদের হৃদয় হতে জ্ঞান বা করুণার ধারা নির্গত হয় না এবং অন্য স্থান হতেও তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের হৃদয় হতে জ্ঞান ও করুণার ধারা নির্গত হয়ে জগদ্বাসীকে শান্তি ও স্নেহ-করুণা বিলায়।

كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِذَا لَقُوا

কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুহার্‌রিফূনাহূ মিম্ বা'দি মা-'আক্বালূহু অহুম ইয়া'লামূন্। ৭৬। অইযা-লাক্বু-ল

আল্লাহর বাণী শুনত এবং তা বুঝার পরও জেনে-শুনে তাকে পরিবর্তন করে দিত। (৭৬) আবার যখন মুমিনদের সঙ্গে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ

লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ~ আ-মান্না-;অইযা- খালা- বা'দুহুম্ ইলা- বা'দ্বিন্ ক্বালূ~ আতুহাদ্দিছূনাহুম্

মিলত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন একান্তে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আল্লাহর প্রকাশ

بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٧﴾ اَوَلَا

বিমা- ফাতাহাল্লা-হু 'আলাইকুম্ লিইয়ুহা—জ্জূকুম্ বিহী 'ইন্দা রব্বিকুম; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ৭৭। আওয়ালা-

করা বিষয় কি তাদের বলে দিচ্ছ, যাতে তারা তা দিয়ে রবের সামনে যুক্তি পেশ করবে, তোমরা কি বোঝ না? (৭৭) তারা কি

يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ইয়ুসিররূনা অমা-ইয়ু'লিনূন্। ৭৮। অমিন্‌হুম উম্মিয়্যূনা লা-ইয়া'লামূনাল্

জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু অবগত আছেন। (৭৮) আর এমন কিছু মূর্খ আছে যাদের মিথ্যা আশা ছাড়া

الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ

কিতা-বা ইল্লা~ আমা-নিয়্যা অইন্ হুম্ ইল্লা-ইয়াজুন্নূন্। ৭৯। ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা ইয়াক্‌তুবূনাল্

কিতাবের কোন জ্ঞান নেই,তারা কেবল অমূলক ধারণাই করে। (৭৯) তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে যারা নিজ হাতে

الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۙ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا

কিতা-বা বিআইদীহিম্ ছুম্মা ইয়াক্বূলূনা হা-যা-মিন্ 'ইনদিল্লা-হি লিইয়াশ্‌তারূ বিহী ছামানান্

কিতাব লিখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযীলকৃত। যেন তার বিনিময়ে তারা গ্রহণ করতে পারে তুচ্ছ

قَلِيْلًا ۭ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَ

ক্বালীলা-;ফাওয়াইলু ল্লাহুম্ মিম্মা-কাতাবাত্ আইদীহিম অওয়াইলু ল্লাহুম্ মিম্মা-ইয়াক্‌সিবূন্। ৮০। অ

মূল্য। হাতে রচনা করায় তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর উপার্জিত বস্তুর কারণেও তাদের সর্বনাশ ঘটবে। (৮০) তারা

قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۭ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا

ক্বা-লূ লান্ তামাস্‌সানা ন্না-রু ইল্লা~ আইয়্যা-মাম্ মা'দূদাহ; কু্ল্ আত্তাখায্‌তুম্ 'ইন্‌দাল্লা-হি 'আহ্‌দান্

বলে, কয়েকটি দিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। বলুন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে এ বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছ?

শানে নুযূল ঃ আয়াত-৭৯ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তওরাত গ্রন্থে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর এরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর নয়নযুগল হবে ডাগর, যেন সুরমা লাগানো রয়েছে, আর তাঁর উচ্চতা হবে মাঝারি। কেশরাশি হবে হালকা কোঁকড়ানো আর চেহারা মোবারক হবে সুন্দর। অথচ ইহুদী সম্প্রদায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর অত্র গুণসমূহ বিকৃত করে প্রচার করতে লাগল যে, আমাদের গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি লম্বা ও নীল চক্ষু বিশিষ্ট আর তাঁর চুল হবে সোজা। তাদের এহেন অসৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। – বয়ানুল কুরআন

অর্ধাংশ

فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾ بَلٰى مَنْ

ফালাই ইয়ুখ্লিফাল্লা-হু আহ্দাহূ~ আম্ তাক্বূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা-তা'লামূন্ । ৮১ । বালা- মান্

যাতে আল্লাহ স্বীয় ওয়াদার অন্যথা করবেন না; নাকি আল্লাহ সম্বন্ধে না জেনে এমন বলছ? (৮১) হ্যাঁ যে ব্যক্তি

كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ

কাসাবা সাইয়্যিয়াতাওঁ অআহা-ত্বোয়াত্ব্ বিহী খাত্বী—য়াতুহূ ফাউল—য়িকা আছ্হা-বুন্ না-রি হুম্

পাপ করেছে এবং তাকে পাপে ঘিরে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামবাসী। তারা তথায়

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ

ফীহা- খা-লিদূন্ । ৮২ । অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া- লিহা-তি উলা—য়িকা আছ্হা-বুল্ জ্বান্নাতি

অনন্তকাল থাকবে। (৮২) আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই জান্নাতবাসী।

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ

হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্ । ৮৩ । অইয্ আখায্না- মীছা-ক্বা বানী~ ইস্রা—য়ীলা লা- তা'বুদূনা

তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। (৮৩) আর যখন বনী ইসরাঈলের ওয়াদা নিলাম যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত

ع ৯ ১১ ৯ রুকু

اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

ইল্লাল্লা-হা অবিল ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নাওঁ অযিল্ ক্বুর্বা- অল্ইয়াতা-মা- অল্মাসা-কীনি

করো না, আর মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও দীন-দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো এবং

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا

অক্বূলূ লিন্না-সি হুস্নাওঁ অআক্বীমুছ্ ছলা-তা ওয়াআ-তুয্ যাকা-হ্; ছুম্মা তাওয়াল্লাইতুম্ ইল্লা-

মানুষের সঙ্গে সদালাপ করো, নামায প্রতিষ্ঠা করো, আর যাকাত দাও। অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা

قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ

ক্বালীলাম্ মিন্কুম্ অআন্তুম্ মু'রিদূন্ । ৮৪ । অইয্ আখায্না- মীছা-ক্বাকুম্ লা-তাস্ফিকূনা

অগ্রাহ্যকারী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (৮৪) যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, পরস্পর রক্তপাত

دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ

দিমা—য়াকুম্ অলা-তুখ্রিজূ্না আন্ফুসাকুম্ মিন্ দিইয়া-রিকুম্ ছুম্মা আক্ব্রার্তুম্ অআন্তুম্

করবে না, তোমাদের লোকদেরকে বাড়ি হতে তাড়াবে না, অতঃপর স্বীকৃতি দিলে, এ বিষয়ে তোমরাই

শানে নুযূল ঃ আয়াত –৮১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন, তখন ইহুদীরা বলেছিল যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর এবং এর এক হাজার বছর আখেরাতের এক দিনের সমান সুতরাং আমরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করলেও এক সপ্তাহকাল ভোগ করব। (কেননা অপরাধের সময় অনুপাতে শাস্তি হবে আর মোট অপরাধের সময় দুনিয়ার বয়সের সম-সাময়িক হলেও তা সাত দিনের বেশি হতে পারে না।) তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইহুদীরা বলত,

تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٥﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ

তাশ্‌হাদূন্। ৮৫। ছুম্মা আন্‌তুম হা~ উলা—য়ি তাক্ব্‌তুলূনা আন্‌ফুসাকুম্ অতুখ্‌রিজ্বূনা ফারীক্বাম্ মিন্‌কুম্

সাক্ষী। (৮৫) তারপর তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করেছ এবং বহিষ্কার করেছ দেশ থেকে তোমাদের

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ

মিন দিইয়া-রিহিম্ তাজোয়া-হারূনা 'আলাইহিম্ বিল্‌ইছ্‌মি অল্'উদ্‌ওয়া-ন্; অইঁইয়া''তূকুম্

এক দলকে; তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘনে একে অপরকে পৃষ্ঠপোষকতা করছ, বন্দী হয়ে আসলে বিনিময়

اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ

উসা-রা-তুফা-দূহুম্ অহুওয়া মুহার্‌রামুন্ 'আলাইকুম ইখ্‌রা-জুহুম্ ; আফাতু''মিনূনা বিবা'দ্বিল্

দিয়ে মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ, তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর

الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا

কিতা-বি অতাক্‌ফুরূনা বিবা'দ্বিন্ ফামা-জ্বাযা—য়ু মাইঁ ইয়াফ্'আলু যা-লিকা মিন্‌কুম্ ইল্লা-

আর কিছু অংশ কর অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের

خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط

খিয্‌ইয়ুন্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়ুরাদ্দূনা ইলা~ আশাদ্দিল্ 'আযা-ব্;

প্রতিফল এ জগতে অপমান আর আখেরাতে কঠিন শাস্তির প্রতি নিক্ষেপ।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ আম্মা-তা'মালূন্ । ৮৬। উলা—য়িকাল লাযী নাশ্‌তারাউল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া-

আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নন। (৮৬) তারাই পরকালের বিনিময়ে ইহকালকে

بِالْاٰخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا

১০ ع ৪ ১০ রুকু

বিল্‌আ-খিরাতি ফালা-ইয়ুখাফ্‌ফাফু 'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বু অলা-হুম ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্। ৮৭। অলাক্বাদ্ আ-তাইনা-

ক্রয় করে, তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না। আর না তারা সাহায্য পাবে। (৮৭) আমি মূসাকে কিতাব

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

মূসাল্ কিতা-বা অক্বাফ্‌ফাইনা- মিম্ বা'দিহী বির্‌রুসুলি অআ-তাইনা- 'ঈ-সাব্‌না মার্‌ইয়ামাল্

দিলাম, তারপর পর্যায়ক্রমে অনেক রাসূল পাঠালাম, আর মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রকাশ্য প্রমাণাদি দিলাম

আমরা কেবল চল্লিশ দিন শাস্তি ভোগ করব, কেননা, আমরা বাছুর-পূজা করেছি ততদিন। এই কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর তারা অনন্ত সুখ শান্তিতে বসবাস করার বিশ্বাস পোষণ করত। কেননা, তাদের ধারণা অনুযায়ী দ্বীনে মুসবী চিরস্থায়ী। এটা কখনও রহিত হবে না। তাই তারা এখন ঈমানদার আর ঈমানদারের শাস্তি চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল ও অবাস্তব। দ্বীনে মুহাম্মদী অন্যান্য সকল দ্বীনকে রহিত করে দিয়েছে সুতরাং যারা এ দ্বীনে ঈমান আনে তারা ঈমানদার; নতুবা কাফের। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলবে।– বয়ানুল কুরআন

الْبَيِّنٰتِ وَأَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا

বাইয়্যিনা-তি অআইয়্যাদ্‌না-হু বিরূহিল ক্বুদুস; আফাকুল্লামা- জ্বা—য়াকুম্ রাসূলুম্ বিমা- লা-

এবং রূহুল কুদুস[১] দিয়ে তাঁকে সাহায্য করলাম, তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের মনঃপূত নয় এমন বিধান নিয়ে

تَهْوٰىٓ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۫ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۞

তাহ্‌ওয়া~ আন্‌ফুসুকুমুস্ তাক্‌বার্‌তুম্ ফাফারীক্বান্ কায্‌যাব্‌তুম্ অফারীক্বান্ তাক্বতুলূন্।

আগমন করেছেন তখন তোমরা অহংকার করেছ, কতককে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর কতককে হত্যা করেছ?

(٨٧) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ۞

৮৮। অক্বা-লূ ক্বুলূবুনা- গুল্‌ফ্; বাল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্‌রিহিম্ ফাক্বালীলাম্ মা- ইয়ু''মিনূন্।

(৮৮) তারা বলল, আমাদের মন সংরক্ষিত বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ তাদের লা'নত করলেন। তাই সামান্য সংখ্যকই বিশ্বাস করে।

(٨٨) وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ

৮৯। অলাম্মা-জ্বা—য়াহুম্ কিতা-বুম্ মিন 'ইনদিল্লা-হি মুছোয়াদ্দিক্বুল্লিমা- মা'আহুম অকা-নূ মিন্ ক্বাব্‌লু

(৮৯) যখন কিতাব আসল যা তাদের কিতাবের সমর্থক; আর ইতোপূর্বে তারা কাফেরদের ওপর জয়ের আশাও করত

يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۫ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ

ইয়াস্‌তাফ্‌তিহূনা 'আলাল্ লাযীনা কাফারূ ফালাম্মা-জ্বা—য়াহুম্ মা- 'আরাফূ কাফারূ বিহী ফালা'নাতুল্লা-হি

কিন্তু যখন ঐ পরিচিত কিতাব আসল তখন তা অস্বীকার করল; আর অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا

'আলাল্ কা-ফিরীন্। ৯০। বি''সামাশ্ তারাও বিহী~ আন্‌ফুসাহুম্ আইঁ ইয়াক্‌ফুরূ বিমা~ আন্‌যালাল্লা-হু বাগ্‌ইয়ান্

লা'নত। (৯০) কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে বিক্রি করেছে তাদের আত্মাকে। আল্লাহ যা নাযীল করেছেন, হিংসায় তারা

أَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى

আইঁ ইয়ুনায্‌যিলাল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী 'আলা- মাইঁ ইয়াশা—য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী ফাবা—য়ূ বিগাদ্বোয়াবিন্ 'আলা-

তাকে অস্বীকার করত শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তাই তারা ক্রোধের

غَضَبٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٩٠) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ

গাদ্বোয়াব্; অলিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন্। ৯১। অইযা- ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ বিমা~ আন্‌যালাল্লা-হু

পাত্র হল। কাফেরদের জন্য রেখেছে অপমানকর আযাব। (৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাযীল করা সে বিষয়ে বিশ্বাস কর।

টীকা-১ঃ রুহুল কুদুস ঃ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে জিবরাঈল (আঃ)-কেই রুহুল কুদুস বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর তাঁর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কয়েক প্রকারে সাহায্য করা হয়। একঃ জন্মলগ্নে শয়তান হতে যেন মুক্ত থাকেন সে সাহায্য। দুইঃ তাঁরই ফুকে হযরত ঈসা (আঃ) মাতৃ উদরে আবির্ভূত হন। তিন ঃ অধিকাংশ ইহুদী তাঁর শত্রু ছিল, তাই হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঙ্গে থাকতেন এবং পরিশেষে তাঁর মাধ্যমেই আকাশে উত্তোলিত হন। আর ইহুদীরা বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এমনকি হযরত ঈসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে চেয়েছিল এবং হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে তো হত্যাই করে ফেলেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ছয়ীদ ইবনে জোবাইর (রাঃ) বলেন, রুহুল কুদুস অর্থ ইছমে আযম, যার দ্বারা তিনি মৃতদের জীবিত করতেন।

قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ

ক্বা-লূ নু''মিনু বিমা~ উন্‌যিলা 'আলাইনা- অইয়াক্‌ফুরূনা বিমা- অরা—য়াহ্ অহুওয়াল্ হাক্ব্‌ক্বু

তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি আমাদের উপর অবতীর্ণ বিষয়। এছাড়া সব কিছুই তারা অস্বীকার করে, অথচ তা সত্য

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আহুম; ক্বু্ল্ ফালিমা তাক্ব্‌তুলূনা আম্বিয়া—য়াল্লা-হি মিন্ ক্বাব্‌লু ইন্ কুন্‌তুম্

এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বলুন, ইতোপূর্বে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে? যদি তোমরা

مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

মু''মিনীন্। ৯২। অলাক্বাদ্ জ্বা—য়াকুম্ মূসা- বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ছুম্মাত্তাখায্‌তুমুল্ 'ইজ্‌লা

মু'মিন হও। (৯২) নিশ্চয়, মূসা প্রকাশ্য প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, অথচ তার অনুপস্থিতিতে গো-বৎসের পূজা করেছিলে।

مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ

মিম্ বা'দিহী অআনতুম্ জোয়া-লিমূন্। ৯৩। অইয্ আখায্‌না- মীছা-ক্বাকুম্ অরাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্‌ তূ্র;

তোমরা তো সীমা লংঘনকারী। (৯৩) যখন তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিলাম আর তূর-কে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম।

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي

খুযূ মা~ আতাইনা-কুম্ বিক্বু্ওয়্যাতিওঁ অস্‌মা'ঊ; ক্বা-লূ সামি'না- অ'আছোয়াইনা- অউশ্‌রিবূ ফী

যা তোমাদেরকে দিলাম, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং মান। তারা বলল, শুনলাম-অমান্য করলাম। কুফরীর কারণে তাদের

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم

ক্বু্লূবিহিমুল্ 'ইজ্‌লা বিকুফ্‌রিহিম; ক্বু্ল্ বি''সামা- ইয়া''মুরুকুম্ বিহী~ ঈমা-নুকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্

অন্তরে গো-ছানা প্রীতি সিঞ্চিত হল। আপনি বলে দিন, তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে খুবই নিন্দনীয় কাজের নির্দেশ

مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٤﴾ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن

মু''মিনীন্। ৯৪। ক্বু্ল্ ইন্ কা-নাত্ লাকুমুদ্ দা-রুল্ আ-খিরাতু 'ইন্‌দাল্লা-হি খা-লিছোয়াতাম্ মিন্

দিচ্ছে যদি তোমরা মু'মিন হও। (৯৪) বলুন, আল্লাহ আখেরাতের বাসস্থান শুধু তোমাদের জন্যই বরাদ্দ করে থাকলে

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا

দূনিন্ না-সি ফাতামান্নায়ুল্ মাওতা ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৯৫। অলাইঁ ইয়াতামান্নাওহু আবাদাম্

তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৯৫) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা

শানে নুযূল ঃ আয়াত- ৯৪ঃ ইহুদীরা বলত, জান্নাতে ইহুদীরা ছাড়া আর কেউই যেতে পারবে না। এর প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের এ অমূলক দাবিও বাতিল করে দিয়েছেন যে, জান্নাতের উপভোগ যদি তোমাদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে তোমরা জলদি মৃত্যু কেন কামনা করছ না? যাতে মৃত্যুর সাথে সাথে আখেরাতে নিজেদের আসনসমূহে পৌঁছতে পার। যারা আখেরাতের শান্তি ও পুরস্কারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে কেবল তারাই আখেরাতের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষিত হয়ে পড়ে এবং সত্বর মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু ইহুদীরা নিজেদের গর্হিত কাজের শাস্তির ভয়ে মৃত্যু হতে নিষ্কৃতি পেতে চায় এবং হাজার বছরের জীবন কামনা করে, তাদের অপকর্মের পরিণাম ফল যেন ভোগ করতে না হয়, অথচ তা ভোগ করতেই হবে। অতএব প্রমাণিত হল যে, তাদের দাবীতে বাস্তবতার লেশমাত্রও নেই।

بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٩٦ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ

বিমা- ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৯৬। অলাতাজ্বিদান্নাহুম্ আহ্‌রাছোয়ান
করবে না। আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৯৬) নিশ্চয় আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি

النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ

না-সি 'আলা-হাইয়া-তিন্, অমিনাল্ লাযীনা আশরাকূ ইয়াঅদ্দু আহাদুহুম লাও ইয়ু'আম্মারু আল্‌ফা
সমস্ত মানুষ এমন কি মুশরিকের চেয়ে অধিক লোভী পাবেন, তাদের প্রত্যেকেই হাজার বছর বাঁচার আশা করে;

سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا

সানাতিন্, অমা-হুওয়া বিমুযাহ্‌যিহিহী মিনাল্ 'আযা-বি আঁই ইয়ু'আম্মার্; অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-
কিন্তু সেই দীর্ঘ জীবনও তাকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না; আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম

يَعْمَلُوْنَ ۝٩٧ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

ইয়া'মালূন্। ৯৭। ক্বুল্ মান্ কা-না 'আদুওয়্যাল লিজ্বিব্‌রীলা ফাইন্নাহূ নায্‌যালাহূ 'আলা- ক্বাল্‌বিকা বিইয্‌নিল্লা-হি
দেখেন। (৯৭) বলুন, কেউ জিব্রীলের শত্রু এজন্য হয় যে, সে আল্লাহর হুকুমে আপনার অন্তরে তা অবতীর্ণ করে

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٩٨ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি অহুদাওঁ অবুশ্‌রা-লিল্‌মু'মিনীন্। ৯৮। মান্ কা-না 'আদুও ওয়াল লিল্লা-হি
যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ। (৯৮) যে আল্লাহর, ফেরেশতাদের,

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝٩٩ وَلَقَدْ

অমালা—য়িকাতিহী অরুসুলিহী অজ্বিব্‌রীলা অমীকা-লা ফাইন্নাল্লা-হা 'আদুওয়্যাল্লিল্ কা-ফিরীন্। ৯৯। অলাক্বাদ
রাসূলদের, জিব্রীলের ও মীকাঈলের শত্রু হয় (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ কাফেরদের শত্রু। (৯৯) নিশ্চয়

اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ۝١٠٠ اَوَكُلَّمَا

আন্‌যাল্‌না~ ইলাইকা আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিন্ অমা-ইয়াক্‌ফুরু বিহা~ ইল্লাল্ ফা-সিকূন। ১০০। আওয়া কুল্লামা-
আপনার কাছে প্রকাশ্য নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। ফাসিক ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না। (১০০) কি ব্যাপার! যখনই

عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٠١ وَلَمَّا

'আ-হাদূ' আহ্‌দান নাবাযাহূ ফারীক্বু-ম্ মিন্‌হুম্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্। ১০১। অলাম্মা-
অঙ্গীকার করে, তখনই একদল তা ভঙ্গ করে। বরং তাদের অধিকাংশ ঈমান আনবে না। (১০১) যখন তাদের কাছে

শানে নুযূল ঃ আয়াত-৯৮ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) নবী হওয়ার পর ইহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাদের একদল তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব, আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর অনুমতিক্রমে তারা বলল, তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে ইয়াক্ব্ব (আঃ) কোন বস্তু নিজের জন্য হারাম করেছিলেন? স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত শুক্র হতে কখনও ছেলে, কখনও বা মেয়ে কেন জন্মে? তাওরাতে শেষ নবীর পরিচয় কি লিখা আছে এবং কোন কোন ফেরেশতা তাঁর সঙ্গী হবে? রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সঠিকভাবে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিলেন। ইহুদীরা উত্তর মেনে নেয়ার পর বলল, জিব্রাঈল তো পূর্ব হতেই আমাদের শত্রু, তদস্থলে অন্য কেউ হলে আমরা ঈমান আনতাম। ফলে এ আয়াত নাযিল হয়। – ইবনে কাছীর

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ

জ্বা—য়াহুম্ রাসূলুম্ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি মুছোয়াদ্দিক্বু-ল লিমা- মা'আহুম্ নাবাযা ফারীক্বু-ম্ মিনাল্লাযীনা

কোন রাসূল আসলেন, যিনি তাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক, যখন তাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ পক্ষ

أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ঊতুল্ কিতা-বা কিতাবা ল্লা-হি অরা—য়া জুহূরিহিম কাআন্নাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্।

হতে, তখন একদল আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে দিল,যেন তারা কিছুই জানে না।

(١٠٢) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ

১০২। অত্তাবা'ঊ মা-তাত্লুশ্ শাইয়া-ত্বীনু 'আলা-মুল্কি সুলাইমা-না অমা-কাফারা সুলাইমা-নু অলা-কিন্নাশ্

(১০২) তারা তা অনুসরণ করল, আর সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা মানত। সুলাইমান

الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ

শাইয়া-ত্বীনা কাফারূ ইয়ু'আল্লিমূনান্ না-স্াস্ সিহ্রা অমা~ উন্যিলা 'আলাল্ মালাকাইনি বিবা-বিলা

তো কাফের নন। কিন্তু শয়তানরা কাফের। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিল শহরে[১],

هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

হা-রূতা অমা-রূত্; অমা-ইয়ু'আল্লিমা-নি মিন্ আহাদিন্ হাত্তা-ইয়াকূ্লা~ ইন্নামা-নাহ্নু ফিত্নাতুন্

হারূত ও মারূত[২] ফেরেশতাদ্বয়ের ওপর নাযিল হয়েছিল। তারা শিক্ষা দেয়ার সময় বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; তোমরা

فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ

ফালা-তাক্ফুর্ ; ফাইয়াতা'আল্লামূনা মিনহুমা- মা- ইয়ুফার্‌রিকূ্না বিহী বাইনাল্ মার্‌য়ি অযাওজ্বিহ্; অমা-হুম

কুফরী করো না তারা দুজনের নিকট এমন যাদু শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া

بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

বিদ্বোয়া—র্‌রীনা বিহী মিন্ আহাদিন্ ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ্; অইয়াতা'আল্লামূনা মা-ইয়াদ্বুর্‌রুহুম্ অলা-ইয়ান্ফা'উহুম্;

তারা কারও ক্ষতি করতে পারত না। যা ক্ষতি করে তাই তারা শিখত, কোন লাভ হয় না। আর তারা

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا

অলাক্বাদ্ 'আলিমূ লামানিশ্ তারা-হু মা-লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্ খালা-ক্ব্ ; অলাবি"সা মা-

নিশ্চিত জানে যে, যে তা অর্জন করে আখেরাতে তার কোন অংশ নেই। তা কতই না নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে বিক্রয়

টিকাঃ (১) বাবিল বা ব্যাবিলন শহরটি ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত। (২) আল্লাহ মানুষকে যাদুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এ ফেরেশতাদ্বয়কে প্রেরণ করেন।

শানে নুযূল ঃ আয়াত- ১০২ ঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে ইহুদীরা যাদুকর মনে করত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে সম্মানের সাথে স্মরণ করলেন, তখন ইহুদীরা বলল, কি আশ্চর্য ব্যাপার। মুহাম্মদ (ছঃ) সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলছে— সুলাইমানকেও নবীদের মধ্যে গণনা করেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন যাদুকর এবং সেই যাদু বলে তিনি শূন্যে বিচরণ করতেন' (নাউযু বিল্লাহ)। তখন এরই প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-১০২ ঃ উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহর

شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ

শারাও বিহী~ আন্‌ফুসাহুম্ ; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ১০৩। অলাও আন্নাহুম্ আ-মানূ অত্তাক্বাও লামাছূবাতুম্ মিন্
করেছে তাদের আত্মাকে; যদি তারা জানত। (১০৩) যদি তারা মু'মিন ও মুত্তাকী হত, তবে অবশ্যই এর প্রতিফল

১২ ع ৭ ১২ রুকু

عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا

'ইন্‌দিল্লা-হি খাইর্; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ১০৪। ইয়া~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাকূ্লূ রা-'ইনা-
আল্লাহর নিকট কল্যাণকর হত। যদি তারা বুঝত। (১০৪) হে ঈমানদাররা! 'রায়েনা'[১] বলো না,

وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অক্বূলুন্ জুর্‌না- অস্‌মা'উ; অলিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বুন্ আলীম্। ১০৫। মা-ইয়াঅদ্দুল্লাযীনা কাফারূ
'উন্‌যুরনা' বল, এবং ভালভাবে শুন আর কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে। (১০৫) কিতাবীদের ভেতর যারা কাফের

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ

মিন্ আহলিল্ কিতা-বি অলাল্ মুশরিকীনা আইঁ ইয়ুনায্‌যালা 'আলাইকুম্ মিন্ খাইরিম মির্ রব্বিকুম;
এবং যারা মুশরিক তারা পছন্দ করে না যে, রবের পক্ষ হতে তোমাদের কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٦﴾ مَا نَنْسَخْ

অল্লা-হু ইয়াখ্‌তাছ্ছু বিরাহ্‌মাতিহী মাইঁ ইয়াশা—য়ু অল্লা-হু যুল্‌ফাদ্বলিল্ 'আজীম্। ১০৬। মা-নান্‌সাখ্
আর আল্লাহ আপন অনুগ্রহ দিয়ে যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (১০৬) আমি যদি কোন

مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

মিন্ আ-ইয়াতিন আও নুন্‌সিহা- না''তি বিখাইরিম্ মিনহা~ আও মিছ্‌লিহা-; আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি
আয়াত রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই; তবে তা অপেক্ষা উত্তম বা সমতুল্য নিয়ে আসি। তুমি কি জান না

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٧﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

শাইয়িন ক্বাদীর্। ১০৭। আলাম্ তা'লাম আন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্ব;
যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (১০৭) তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনের শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর;

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٨﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا

অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা- নাছীর্। ১০৮। আম্ তুরীদূনা আন্ তাস্‌য়ালূ
আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন বন্ধুও নেই, সহায়ও নেই। (১০৮) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে

কিতাব পেছনের দিকে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়ার কথাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ তারা কিতাবুল্লাহ পরিত্যাগ করে কতেক অযথা ভণ্ড কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ল– সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বকালের শয়তানদের যাদুর প্রতি। আর তারা সেটা সুলাইমান (আঃ)-এর প্রতি আরোপ করল, অথচ তারা সেই কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল, যারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিখাত এবং এ ইহুদী ও অন্যান্য লোকেরা তার প্রতি অণুপ্রাণিত হয়ে অনুকরণ করল। যদি সন্দেহমূলক বাক্য হয়, যার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না, তবে কুফরীর সম্ভাবনা বশতঃ তা হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। টিকা-১ঃ 'রায়েনা'-অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইহুদীদের ভাষায় এর অর্থ "হে বোকা"। তাই আল্লাহ তায়ালা ঐ শব্দের স্থলে 'উন্‌যুরনা' ব্যবহারের নির্দেশ দেন। শানে নুযূল ঃ আয়াত-১০৮ঃ রাফে' ইবনে হারমালা ও ওয়াহাব ইবনে যাইদ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে

رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

রাসূলাকুম্ কামা- সুয়িলা মূসা- মিন্ কাব্‌ল্ ; অমাইঁ ইয়াতাবাদ্দালিল্ কুফ্‌রা বিল্ ঈমা-নি ফাক্বাদ্

ঐরূপ প্রশ্ন করবে যেমন- মূসাকে পূর্বে করা হয়েছিল? যে কুফরীকে ঈমানের পরিবর্তে গ্রহণ করে

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٩﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن

দ্বোয়াল্লা সাওয়া—য়াস্ সাবীল্। ১০৯। অদ্দা কাছীরুম্ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি লাও ইয়ারুদ্দূনাকুম্ মিম্

সে নিশ্চয়ই সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়ে। (১০৯) কিতাবের অনুসারীদের অনেকেই চায় যে,

بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

বা'দি ঈমা-নিকুম্ কুফ্‌ফা-রান্ হাসাদাম্ মিন্ 'ইনদি আন্‌ফুসিহিম মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুমুল্

ঈমান আনার পর বিদ্বেষবশতঃ তোমাদেরকে আবার কাফের করে দেয়, হক সুস্পষ্ট হওয়ার পর। ক্ষমা কর

الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

হাক্ব্ক্বু ফা'ফূ অছ্‌ফাহূ হাত্তা- ইয়া''তিয়াল্লা-হু বিআম্‌রিহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি

ও অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ কোন নির্দেশ প্রদান করেন; নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم

শাইয়িন্ ক্বাদী-র্। ১১০। অ আক্বী মুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা ; অমা- তুক্বাদ্দিমূ লিআন্‌ফুসিকুম্

উপরে মহা শক্তিমান। (১১০) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও; তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম কাজের যা আগে

مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١١﴾ وَقَالُوا لَن

মিন্ খাইরিন্ তাজ্বিদূহু 'ইন্‌দাল্লা-হ্ ; ইন্নাল্লা-হা বিমা- তা'মালূনা বাছীর। ১১১। অক্বা-লূ লাইঁ

প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে; আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (১১১) তারা বলে,

يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا

ইয়াদ্‌খুলাল্ জ্বান্নাতা ইল্লা- মান্ কা-না হূদান্ আও নাছোয়া-রা-; তিল্‌কা আমা-নিয়্যুহুম্; ক্বুল্ হা-তূ

ইহুদী বা **খৃষ্টান** ছাড়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের অলীক কল্পনা; আপনি বলুন, যদি

بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٢﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

বুরহা-নাকুম্ ইনকুনতুম ছোয়া-দিক্বীন্। ১১২। বালা- মান্ আস্‌লামা অজ্ব্‌হাহূ লিল্লা-হি অহুওয়া মুহ্‌সিনুন্

সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর। (১১২) হাঁ যে কেউ আল্লাহতে সমর্পিত এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তবে

তিন চতুর্থাংশ

বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি ও মূসা (আঃ)-এর ন্যায় এক সাথে সন্নিবেশিত অবস্থায় কিতাব এনে দাও, আর পাথর হতে ঝর্ণা নির্গত কর তখন আমরা তোমার উপর ঈমান আনব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যখন তারা হুযুর (ছঃ)-কে বলল, তুমি যদি আপন রবকে প্রকাশ্যে দেখাও তবে ঈমান আনব। ইহুদীরা যেমন বলেছিল আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখাও। আয়াত-১০৯ঃ ইহুদী আখতারের দুই ছেলে হাই ও আবু এয়াছের সম্বন্ধে উদ্ধৃত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তারা চরম হিংসুটে ছিল এবং মুসলমানদের ইসলাম হতে ফিরিয়ে মুরতাদ বানাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। শানে নুযূল ঃ আয়াত-১১১ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নজরানের আদিবাসী খৃষ্টান

১৩ ৯ ১৩ রুকু

فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَقَالَتِ

ফালাহূ~ আজ্‌রুহূ 'ইন্‌দা রব্বিহী অলা-খাওফুন 'আলাইহিম অলা-হুম ইয়াহ্‌যানূন্। ১১৩। অক্বা-লাতিল্

তার ফল রয়েছে তার রবের নিকট, আর তাদের নেই কোন ভয় আর না তারা দুঃখিত হবে। (১১৩) ইহুদীরা

اَلْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى

ইয়াহূদু লাইসাতিন্ নাছোয়া-রা-'আলা-শাইয়্যিওঁ অক্বা-লাতিন্ নাছোয়া-রা- লাইসাতিল্ ইয়াহূদু 'আলা-

বলে, খৃষ্টানরা সত্যের ওপর নেই; খৃষ্টানরাও বলে, ইহুদীরা সত্যের ওপর নেই অথচ

شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ

শাইয়্যিওঁ অহুম্ ইয়াত্‌লূ নাল্ কিতা-ব্; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা মিছ্‌লা

তারা সবাই কিতাব পাঠ করে; এমনি করেই যারা কিছু জানে না তারাও তাদের কথার অনুরূপ বলে,

قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ *

ক্বাওলিহিম্ ফাল্লা-হু ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন্।

তারা যা নিয়ে মতভেদ করছিল, আল্লাহই কেয়ামতের দিন সেসবের মীমাংসা করে দেবেন।

﴿١١٤﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ

১১৪। অমান্ আজ্‌লামু মিম্মাম্ মান'আ মাসা-জ্বিদাল্লা-হি আইঁ ইয়ুয্‌কারা ফীহাছ্‌মুহূ- অসা'আ-ফী

(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং তা বিনাশের চেষ্টা করে, তার চেয়ে

خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۵ لَهُمْ فِي

খারা-বিহা-; উলা—য়িকা মা-কানা লাহুম আইঁ ইয়াদ্‌খুলূহা~ ইল্লা-খা—য়িফীন্; লাহুম্ ফিদ্

বড় জালিম আর কে আছে? তাদের ওতে প্রবেশ করা উচিত ছিল না ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে। এরূপ লোকের জন্য

الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ

দুন্‌ইয়া-খিয্‌ইয়ুওঁ অলাহুম ফিল আ-খিরাতি 'আযা-বুন্ 'আজীম্।১১৫। অলিল্লা-হিল্ মাশ্‌রিক্বু অল্

আছে দুনিয়াতে অবমাননা আর আখেরাতে আছে কঠিন শাস্তি। (১১৫) আর পূর্ব ও

الْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٦﴾ وَقَالُوا

মাগ্‌রিবু ফাআইনামা-তুওয়াল্লূ ফাছাম্মা অজ্‌হুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ১১৬। অক্বা-লুত

পশ্চিম আল্লাহর; তুমি যেদিকে মুখ কর সেদিকে আল্লাহ আছেন, আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী।(১১৬) তারা বলল,

দল রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল, তথায় ইহুদীরাও ছিল। রাফে ইবনে খোজায়মা, 'ইহুদী আলেম ঈসায়ীদেরকে বলে, তোমাদের ধর্ম কোন ভিত্তির উপর নেই, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবী হওয়াও অস্বীকার করল। তখন জনৈক নাজরানী ঈসায়ী অনুরূপ উত্তর দিয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-১১৩ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাফে' ইবনে খোযাইমা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে বলল, আপনি যেমন বলছেন, আপনি আল্লাহর রাসূল, তবে আল্লাহকে বলুন, তিনি যেন স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন, আমরা যেন শুনি। এতে উদ্ধৃত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। **শানে নুযূল ঃ আয়াত-১১৫ ঃ** হযরত বরী'আ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। রাতে নামায পড়তে প্রস্তুত হলে কেবলার দিক নির্ণয় করা গেল না।

اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ

তাখাযাল্লা-হু অলাদান্ সুব্হা-নাহ্; বাল্ লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব ; কুল্লুল্ লাহূ
"আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" এসব থেকে তিনি পবিত্র, বরং আসমান যমীনের সবকিছু তাঁরই

قٰنِتُوْنَ ﴿١١٧﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ

ক্বা-নিতূন। ১১৭। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; অইযা-ক্বাদ্বোয়া~ আম্‌রান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু
অনুগত। (১১৭) আসমান ও যমীন তিনিই অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী স্রষ্টা; যখন তিনি কিছু করতে চান তখন বলেন,

لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ

লাহূ কুন্ ফাইয়া-কূন্। ১১৮। অক্বা-লাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা লাওলা-ইয়ুকাল্লিমুনাল্লা-হু আও তা"তীনা~
"হও", আর তা হয়ে যায়। (১১৮) আর যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা কেন বলেন না?

اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ

আ-ইয়াহ;কাযা-লিকা ক্বা-লাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্ মিছ্‌লা ক্বাওলিহিম্; তাশা-বাহাত্ ক্বুলূবুহুম্; ক্বাদ্
বা কোন নির্দেশ কেন আসে না ? পূর্বের লোকেরাও তাদের মত বলত, তাদের সকলের অন্তর একইরূপ। আমি

بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٩﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ

বাইয়্যান্নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়ূক্বিনূন্। ১১৯। ইন্না~ আরসাল্‌না-কা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি বাশীরাওঁ অনাযীরাওঁ
দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেছি। (১১৯) আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١٢٠﴾ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا

অলা-তুস্‌য়ালু 'আন্ আছ্‌হা-বিল্ জ্বাহীম। ১২০। অলান্ তার্‌দ্বোয়া-'আন্‌কাল্ ইয়াহূদু অলান্
আর জাহান্নামীদের বিষয় আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। (১২০) আপনার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না ইহুদী ও

النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

নাছোয়া-রা- হাত্তা- তাত্তাবি'আ মিল্লাতাহুম্; ক্বুল্ ইন্না হুদাল্লা-হি হুওয়াল্ হুদা-; অলায়িনিত তাবা'তা
খৃষ্টানরা যতক্ষণ না তাদের ধর্ম অনুসরণ করেন। বলুন, আল্লাহর পথ-নির্দেশই প্রকৃত পথ। জ্ঞান লাভের পর

اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ

আহ্‌ওয়া—য়াহুম্ বা'দাল্লাযী জ্বা—য়াকা মিনাল্ 'ইল্‌মি মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিওঁ অলিয়্যিওঁ
আপনি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হন, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার কোন উদ্ধারকারী বা

অবশেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা অনুসারে যে দিকে কেবলা মনে করল সে দিকেই নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট সকালে ঘটনাটি বর্ণনা করা হলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকই আল্লাহর, সর্বত্রই তাঁর ঝলক বিরাজমান; তাই এরূপ দুর্বিপাকে পশ্চিম দিকের কোন বিশেষত্ব থাকে না। কারো কারো মতে আয়াতটি পর্যটন সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ কেউ যদি সফরে নফল নামায সওয়ারীতে বসে পড়তে চায়, তবে কেবলামুখী হওয়া শর্ত নয়।

وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢١﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ

অলা-নাছীর্। ১২১। আল্লাযীনা আ-তাইনা হুমুল কিতা-বা ইয়াত্লূনাহূ হাক্ব্ক্বা তিলা-ওয়াতিহ ; উলা—য়িকা

সাহায্যকারী পাবেন না। (১২১) যাদেরকে কিতাব দিলাম তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে, তারাই

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ইয়ু'মিনূনা বিহ্; অমাই ইয়াক্ফুর বিহী ফাউলা—য়িকা হুমুল্ খা-সিরূন্। ১২২। ইয়া-বানী~ ইস্রা—য়ীলায্

ওতে বিশ্বাস করে, আর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী ইসরাইল!

اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

কুরূ নি'মাতিইয়াল্লাতী~ আন্'আম্তু 'আলাইকুম্ অআন্নী ফাদ্দ্বোয়াল্তুকুম্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্।

তোমাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছি তা স্মরণ কর এবং তোমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি বিশ্ববাসীর উপর।

﴿١٢٣﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

১২৩। অত্তাক্বূ ইয়াওমাল লা-তাজ্ব্যী নাফ্সুন্ 'আন নাফসিন্ শাইয়াওঁ অলা-ইয়ুক্ব্বালু মিন্হা-'আদ্লুওঁ

(১২৩) তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো না উপকারে আসবে, না কোন বিনিময় গৃহীত হবে, না সুপারিশ

وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ

অলা- তান্ফা'উহা-শাফা'আতুওঁ অলা-হুম্ ইয়ুন্ছরূন্। ১২৪। অইযিব্ তালা~ ইব্রা-হীমা রব্বুহূ- বিকালিমা-তিন্

কাজে আসবে, আর না সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (১২৪) আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কিছু বিষয়ে পরীক্ষা করলেন,

فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ

ফাআতাম্মাহুন্; ক্বা-লা ইন্নী জ্বা-'ইলুকা লিন্না-সি ইমা-মা-; ক্বা-লা অমিন্ যুর্রিইয়্যাতী;

তখন তিনি উত্তীর্ণ হলেন। বললেন, "তোমাকে মানুষের নেতা বানাব।" বলল, "আমার বংশ হতেও"?

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ

ক্বা-লা লা-ইয়ানা-লু 'আহ্দিজ্জোয়া-লিমীন্। ১২৫। অইয্ জ্বা'আল্নাল্ বাইতা মাছা-বাতাল লিন্না-সি অআম্না-;

বললেন, আমার ওয়াদা জালিমদের জন্য নয়। (১২৫) যখন কা'বাকে মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান করলাম মানুষের জন্য;

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ

অত্তাখিযূ মিম্ মাক্বা-মি ইব্রা-হীমা মুছোয়াল্লান্ অ'আহিদ্না~ ইলা~ ইব্রা-হীমা অইস্মা-'ঈলা আন্

এবং বললাম মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান কর; আর আমি আদেশ করলাম, ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে

طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿١٢٦﴾ وَاِذْ قَالَ

ত্বোয়াহ্হিরা-বাইতিয়া লিত্ত্বোয়া—য়িফীনা অল্'আ-কিফীনা অর্রুক্কা'ইস্ সুজ্বূদ। ১২৬। অইয্ ক্বা-লা

তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে। (১২৬) আর স্মরণ কর যখন

إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ ءَامَنَ

ইব্রা-হীমু রব্বিজ্ 'আল্ হা-যা- বালাদান্ আ-মিনাওঁ অর্‌যুক্ব্ আহ্‌লাহূ মিনাছ্ ছামারা-তি মান্ আ-মানা
ইবরাহীম বলল, হে আমার রব! একে নিরাপদ শহর করো, আর প্রদান করো আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসীকে

مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ

মিন্‌হুম্ বিল্লা-হি অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খির্ ; ক্বা-লা অমান্ কাফারা ফাউমাত্তি'উহূ ক্বালীলান্ ছুম্মা আদ্বত্বোয়ার্‌রুহূ~
ফলমূল হতে জীবিকা, আল্লাহ বললেন, কাফেরকেও উপভোগ করতে দেব কিছু কালের জন্য, তারপর তাকে

إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٧﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِۦمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

ইলা- 'আযা-বিন্না-রি অবি''সাল মাছীর্। ১২৭। অইয্ ইয়ার্‌ফা'উ ইব্রা-হীমুল্ ক্বাওয়া-'ইদা মিনাল্
দোযখের শাস্তির প্রতি বাধ্য করব, ওটি জঘন্য স্থান। (১২৭) আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তি গাঁথছিল

الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا

বাইতি অইস্‌মা-'ঈল্; রব্বানা-তাক্বাব্বাল্ মিন্না; ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ১২৮। রব্বানা-
তখন তারা দোয়া করছিল, হে রব! আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, জ্ঞানী। (১২৮) হে রব!

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

অজ্ 'আল্‌না- মুস্‌লিমাইনি লাকা অমিন্ যুর্‌রিয়্যাতিনা- উম্মাতাম্ মুস্‌লিমাতাল্লাকা অআরিনা-মানা-সিকানা-অতুব্
আমাদেরকে আপনার অনুগত বানান, আমাদের বংশেও একটি মুসলিম উম্মত করুন, শিখিয়ে দিন হজ্বের আহকাম এবং

عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٩﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

'আলাইনা-ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওয়্যা-বুর্ রাহীম্। ১২৯। রব্বানা-অব্'আছ্ ফীহিম রাসূলাম্ মিন্‌হুম্
ক্ষমা করে দিন। আপনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২৯) হে রব! তাদের মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করুন,

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ

ইয়াত্‌লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিকা অইয়ু'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা অল্ হিক্‌মাতা অইয়ুযাক্কী হিম্; ইন্নাকা আন্‌তাল্
যিনি আয়াত পড়বেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি

১৫ ع ৮ ১৫ রুকু

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرٰهِۦمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ

'আযীযুল্ হাকীম্। ১৩০। অমাইঁ ইয়ার্‌গাবু 'আম্মিল্লাতি ইব্রা-হীমা ইল্লা- মান্ সাফিহা নাফ্‌সাহ্; অলাক্বাদিছ্
পরাক্রমশালী, জ্ঞানী। (১৩০) যে নিজে নির্বোধ হয়েছে সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে কে বিমুখ হবে? আমি তাকে এ

اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى الْءَاخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٣١﴾ إِذْ قَالَ لَهُۥ

ত্বোয়াফাইনা-হু ফিদ্দুন্‌ইয়া- অইন্নাহূ ফিল্ আ-খিরাতি লামিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১৩১। ইয্‌ক্বা-লা লাহূ
জগতে মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩১) যখন রব বললেন, আত্মসমর্পণ

رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ

রব্বুহূ~ আস্‌লিম্ ক্বা-লা আস্‌লাম্‌তু লিরব্বিল্ 'আ-লামীন। ১৩২। অঅছ্‌ছোয়া–বিহা~ ইব্রা–হীমু বানীহি

কর", বলল, "আমি বিশ্ব-রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।" (১৩২) আর এরই অসিয়ত করেছে ইব্‌রাহীম ও

وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

অইয়া'ক্বূব্; ইয়া-বানিয়্যা ইন্নাল্লা-হাছ্ ত্বোয়াফা- লাকুমুদ্দীনা ফালা-তামূ তুন্না ইল্লা- অআন্‌তুম্

ইয়া'কূব তার পুত্রদেরকে, হে সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের দ্বীন মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মরো না,

---

مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا

মুস্‌লিমূন্। ১৩৩। আম্ কুন্‌তুম্ শুহাদা—য়া ইয্ হাদ্বোয়ারা ইয়া'ক্বূবাল্ মাওতু ইয্ ক্বা-লা লিবানীহি মা-

মুসলমান না হয়ে। (১৩৩) তোমরা কি ইয়া'কূবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার পুত্রদের বলেছিল,

---

تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ

তা'বুদূনা মিম বা'দী; ক্বা-লূ না'বুদু ইলা-হাকা অইলা-হা আ-বা—য়িকা ইব্রাহীমা অ

তোমরা আমার পরে কার ইবাদত করবে? বলল, যিনি আপনার ইলাহ, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম,

---

اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٤﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ

ইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্বা ইলা-হাওঁ অ-হিদা- ও অনাহ্‌নু লাহূ মুস্‌লিমূন্। ১৩৪। তিল্‌কা উম্মাতুন্ ক্বাদ্

ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্‌রই ইবাদত করব, আর তাঁরই আনুগত্য করব। (১৩৪) সে দল অতীত হয়েছে,

---

خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

খালাত্ , লাহা- মা- কাসাবাত্ অলাকুম্ মা-কাসাব্‌তুম্ অলা-তুস্‌য়ালূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।

তাদের কৃতকর্ম তাদের, আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের, তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

﴿١٣٥﴾ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا

১৩৫। অক্বা-লূ কূনূ হূদান্ আও নাছোয়া-রা- তাহ্‌তাদূ ; ক্বুল্ বাল্ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানীফা-; অমা-

(১৩৫) আর তারা বলে, "ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও" ঠিক পথ পাবে। বলুন, বরং ইবরাহীমের দ্বীনটিই খাঁটি; তিনি

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى

কা-না মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১৩৬। ক্বূলূ~ আ-মান্না-বিল্লা-হি অমা~ উন্‌যিলা ইলাইনা- অমা~ উন্‌যিলা ইলা~

মুশরিক ছিলেন না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযীল হয়েছে আমাদের

اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ

ইব্রা- হীমা অইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্বা অইয়া'ক্বূবা অল্ আস্‌বা-ত্বি অমা~ ঊতিয়া মূসা- অ

প্রতি; ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, ইয়া'কূব ও তাদের বংশধরদের প্রতি। আর যা রবের পক্ষ হতে মূসা,

عِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ

ঈসা- অমা~ উতিয়ান্ নাবিয়্যূনা মির্ রব্বিহিম্ লা-নুফার্‌রিক্বু বাইনা আহাদিম্ মিন্‌হুম্ অনাহ্‌নু

ঈসা ও অন্যান্য নবীদের দেয়া হয়েছে। আমরা পার্থক্য করি না তার, আমরা তাঁরই

لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٧﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۚ وَّإِن تَوَلَّوْا

লাহূ মুস্‌লিমূন্। ১৩৭। ফাইন্ আ-মানূ বিমিছ্‌লি মা~ আ-মান্‌তুম্ বিহী ফাক্বাদিহ্ তাদাও অইন্ তাওয়াল্লাও

অনুগত। (১৩৭) অতঃপর তারাও যদি ঈমান আনে তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তবে নিশ্চয়ই তারা সৎপথ পাবে;

فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ

ফাইন্নামা-হুম্ ফী শিক্বা-ক্বিন্ ফাসাইয়াক্‌ফীকা হুমুল্লা-হু অহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ১৩৮। ছিব্‌গাতাল্লা-হি

যদি ফিরে যায়, তবে তারা হঠকারিতায়ই রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমার আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি শুনেন, জানেন। (১৩৮) আল্লাহর

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ز وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٩﴾ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا

অমান্ আহসানু মিনাল্লা-হি ছিব্‌গাতাওঁ অনাহ্‌নু লাহূ 'আ-বিদূন। ১৩৯। ক্বুল্ আতুহা—জ্জূনানা-

রং এ রঞ্জিত। আল্লাহর রঙ অপেক্ষা উত্তম রঙের কে? আমরা তো তাঁরই ইবাদতকারী। (১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা

فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ

ফিল্লা-হি অহুঅ রব্বুনা- অরব্বুকুম্ অলানা~ আ'মা-লুনা- অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্ অনাহ্‌নু লাহূ

কি আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করতে চাও? অথচ তিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব, আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের

مُخْلِصُونَ ﴿١٤٠﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ

মুখ্‌লিছূন্। ১৪০। আম্ তাক্বূলূনা ইন্না ইব্রা-হীমা অইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্বা অইয়া'ক্বূবা অল্

কর্ম তোমাদের, আমরা একনিষ্ঠ। (১৪০) তোমরা কি বল, ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর

الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

আস্‌বা-ত্বোয়া কা-নূ হূদান্ আও নাছোয়া-রা-; ক্বুল্ আআন্‌তুম্ আ'লামু আমিল্লা-হ্; অমান্ আজ্‌লামু মিম্মান্

বংশধরেরা ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ছিল? বলুন, তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্? তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে গোপন করে

كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ

কাতামা শাহা-দাতান্ 'ইন্দাহূ মিনাল্লা-হ্; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা-তা'মালূন্। ১৪১। তিল্‌কা উম্মাতুন্ ক্বাদ

আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত প্রমাণ? তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ অবগত। (১৪১) সে একদল (যারা) অতীত হয়েছে।

خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ع

খালাত্, লাহা- মা- কাসাবাত্ অলাকুম্ মা- কাসাব্‌তুম্ অলা- তুস্‌য়ালূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।

তাদের কৃতকর্ম তাদের, তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের। তাদের কর্মের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

১৬ ع ১২ ১৬ রুকু

﴿١٤٢﴾ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ط

১৪২। সাইয়াকূ্লুস্ সুফাহা — য়ু মিনান্ না-সি মা-অল্লা-হুম 'আন্ ক্বিব্লাতিহিমুল্ লাতী কা-নূ 'আলাইহা-;
(১৪২) অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে, যে কিব্লার দিকে তারা ছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল।

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٣﴾ وَ

কু্ল্ লিল্লা-হিল্ মাশ্রিক্বু অল্মাগ্রিব্; ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ১৪৩। অ
বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। (১৪৩) এভাবে

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

কাযা-লিকা জ্বা'আল্না-কুম্ উম্মাতাওঁ অসাত্বোয়াল্ লিতাকূনূ শুহাদা — য়া 'আলান্ না-সি অ ইয়াকূনার্
আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি করেছি, যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষ্য দাতা হও। এবং

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

রাসূলু 'আলাইকুম্ শাহীদা-; অমা-জ্বা'আল্নাল্ ক্বিব্লাতাল্ লাতী কুন্তা 'আলাইহা — ইল্লা-
রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দাতা হন; আপনি এযাবৎ যে কিব্লার উপর ছিলেন, তাকে আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠা

لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ط وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً

লিনা'লামা মাইঁ ইয়াত্তাবি'উর্ রাসূলা মিম্মাইঁ ইয়ান্ক্বালিবু 'আলা-'আক্বিবাইহ্; অইন্ কা-নাত্ লাকাবীরাতান্
করেছি, তা দ্বারা কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে ফিরে যায় তা জানতে পারি; আল্লাহ যাদেরকে সৎপথ

إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ

ইল্লা-'আলাল্লাযীনা হাদাল্লা-হ্; অমা- কা-নাল্লা-হু লিইয়ুদ্বী'আ ঈমা-নাকুম্; ইন্নাল্লা-হা
দেখিয়েছেন; তারা ছাড়া অন্যের নিকট এটা সুকঠিন; আল্লাহ এমন নন যে, নষ্ট করবেন তোমাদের ঈমানকে [১]। আল্লাহ

بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٤﴾ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ج

বিন্না-সি লারাঊফুর্ রাহীম্। ১৪৪। ক্বাদ্ নারা-তাক্বাল্লু্বা অজ্ব্হিকা ফিস্ সামা — য়ি
মানুষের প্রতি করুণাময়, দয়ালু। (১৪৪) আপনার পুনঃপুনঃ আকাশ পানে মুখ উঠানো দেখেছি,

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَ

ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা ক্বিব্লাতান্ তারদ্বোয়া-হা-ফাওয়াল্লি অজ্ব্হাকা, শাত্ব্রাল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অ
তাই এমন কিবলামুখী করছি যা আপনি পছন্দ করেন, অতএব আপনি মসজিদে হারামের প্রতি

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৪৪ ঃ রাসূল করীম (ছঃ) মদীনায় অবস্থানকালে প্রথম ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দিসের দিকে তাকিয়ে নামায পড়তেন। এ সময় তিনি বাররার আকাশ পানে তাকাতেন। তারপর আল্লাহপাক মক্কার ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ নাযিল করেন, এতে বিধর্মীরা বিরূপ মন্তব্য করলে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।
টীকা-১ ঃ কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ঈমান ও নামায নষ্ট হবে না। (অনুবাদক)

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

হাইছু মা-কুনতুম্ ফাওয়াল্লূ উজ্বূহাকুম্ শাত্বরাহ্; অইন্নাল্লাযীনা ঊতুল্ কিতা-বা

আপনার মুখ ফেরান; তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাও; আর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে

لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٥﴾ وَلَئِنْ

লাইয়া'লামূনা আন্নাহুল্ হাক্বক্বু মিররব্বিহিম; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা- ইয়া'মালূন্। ১৪৫। অলাইন্

তারা জানে যে, এটি তাদের রবের প্রেরিত সত্য; সে সম্বন্ধে আল্লাহ গাফেল নন। (১৪৫) আপনি

اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ

আতাইতাল্ লাযীনা ঊতুল্ কিতা-বা বিকুল্লি আ-ইয়াতিম্ মা-তাবি'ঊ ক্বিব্লাতাকা' অমা~ আন্তা

কিতাবীদের নিকট যাবতীয় প্রমাণ উপস্থিত করলেও তারা কেবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনিও

بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ

বিতা-বি'ইন্ ক্বিব্লাতাহুম্ অমা-বা'দ্বুহুম্ বিতা-বি'ইন্ ক্বিবলাতা বা'দ্ব; অলাইনিত্তাবা'তা আহ্ওয়া — য়াহুম্

তাদের কেবলা মানতে পারেন না; তারা একে অপরের কেবলার অনুসরণ করে না; জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের

مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٦﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

মিম্ বা'দ্বি মা-জ্বা — য়াকা মিনাল্ 'ইল্মি ইন্নাকা ইযাল্ লামিনাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৪৬। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্

হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তখন আপনি অন্তর্ভুক্ত হবেন যালিমের। (১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব

الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ

কিতা-বা ইয়া'রিফূনাহূ কামা- ইয়া'রিফূনা আব্না — য়াহুম্; অইন্না ফারীক্বাম্ মিন্হুম লাইয়াক্তুমূনাল্

দিয়েছি তারা তাকে ঐরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদের চিনে। তবুও একদল জেনে বুঝে সত্যকে গোপন

الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٧﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلِكُلٍّ

হাক্ব্ক্বা অহুম্ ইয়া'লামূন্। ১৪৭। আল্হাক্বক্বু মির্ রব্বিকা ফালা-তাকূনান্না মিনাল্ মুম্তারীন্। ১৪৮। অলিকুল্লিওঁ

করে। (১৪৭) এ সত্য আপনার রবের পক্ষ হতে, অতএব, আপনি সংশয়ীদের দলভুক্ত হবেন না। (১৪৮) প্রত্যেকের

وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ

ওয়িজ্ব্হাতুন্ হুওয়া মুওয়াল্লীহা-ফাসতাবিক্বুল্ খাইরা-ত; আইনা মা-তাকূনূ ইয়া''তি বিকুমুল্

রয়েছে একটি কেবলা, যেদিকে সে মুখ করে; সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর। যেখানেই তোমরা

ওয়াক্ফে মনযিল ওয়াক্ফে লাযেম ১৭ ع ৬ ১ রুকু ওয়াক্ফুন্নবী (ছাঃ)

আয়াত -১৪৫ ঃ এ আয়াতে ক্বা'বা শরীফকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের ক্বিবলা নির্ধারিত করা হয়। এর মাধ্যমে ইয়াহুদী নাসারাদের এ বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা বলত, মুসলমানদের ক্বিবলার কোন স্থিতি নেই। ইতোপূর্বে তাদের ক্বিবলা ছিল ক্বা'বা, তারপর হল বায়তুল মুকাদ্দাস, এখন আবার ক্বা'বা শরীফ হল। পুনরায় হয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে ক্বিবলা বানাবে। (মাঃকোঃ)

আয়াত-১৪৮ ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হল, প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্ধারিত ক্বিবলা আছে। সে ক্বিবল হয় আল্লাহর পক্ষ হতে, অন্যথা তারা নিজেরাই ঠিক করেছে। মোটকথা, ই'বাদতের সময় প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাড়ায়। এক্ষেত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কোন বিশেষ দিককে নির্ধারণ করে দিলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

اللّٰهُ جَمِيْعًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

লা-হু জ্বামী'আ-; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ১৪৯। অমিন্ হাইছু খারাজ্ তা ফাওয়াল্লি অজ্ হাকা
অবস্থান কর না কেন, আল্লাহ্ সকলকে একত্র করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। (১৪৯) যেদিক হতে বের হন, আপনার

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

শাত্ব্ রাল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অইন্নাহূ লাল্হাক্ব্ক্বু মির্ রব্বিক্; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা-
মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরান অবশ্যই তা আপনার রবের পক্ষ হতে বাস্তব সত্য; তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَ

তা'মালূন্। ১৫০। অমিন্ হাইছু খারাজ্ তা ফাওয়াল্লি ওয়াজ্ হাকা শাত্বরাল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অ
বেখবর নন। (১৫০) আর আপনি যেদিক হতেই বের হন না কেন মসজিদে হারামের প্রতি মুখ ফেরান, আর তোমরা

حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

হাইছু মা-কুন্তুম্ ফাওয়াল্লূ উজ্ হাকুম্ শাত্ব্ রাহূ লিয়াল্লা-ইয়াকূনা লিন্না-সি 'আলাইকুম্
যে স্থানেই অবস্থান কর না কেন সেদিকে মুখ ফিরাও, যেন তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের কোন যুক্তি না থাকে যারা

حُجَّةٌ ۤ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۤ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۤ وَلِاُتِمَّ

হুজ্জ্বাতুন্ ইল্লাল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্হুম্ ফালা-তাখ্শাওহুম্ ওয়াখ্শাওনী অ লিউতিম্মা
অন্যায়কারী তারা ছাড়া, অতএব তাদের ভয় করো না, আমাকে ভয় কর, তোমাদের প্রতি যেন আমার নিয়ামত পূর্ণ করতে

نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥١﴾ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا

নি'মাতী 'আলাইকুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাহ্তাদূন্। ১৫১। কামা~ আর্সাল্না- ফীকুম্ রাসূলাম্
পারি, আর যেন তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পার। (১৫১) যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন

مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

মিন্কুম্ ইয়াত্লূ 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তিনা-অইয়ুযাক্কীকুম্ অইয়ু'আল্লিমুকুমুল্ কিতা-বা অল্হিক্মাতা
রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পাঠ করে শুনান, তোমাদের পবিত্র করেন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন

وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥٢﴾ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَ

অইয়ু'আল্লিমুকুম্ মা-লাম্ তাকূনূ তা'লামূন্। ১৫২। ফায্কুরূনী~ আয্কুর্কুম্ অশ্
এবং যা তোমরা জান না তা শিক্ষা প্রদান করেন। (১৫২) অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫১ ঃ ক্বা'বা নির্মাণের পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট এই জনপদ (মক্কা)-এর জন্য একজন রাসূল পাঠানোর জন্য দোয়া করেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) উক্ত দোয়ার ফলশ্রুতি। অতএব নবী করীম (ছঃ) ও তাঁর উম্মতের ক্বিবলা ক্বা'বা শরীফ হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (মাঃ কোঃ,সামান্য পরিবর্তিত)
আয়াত-১৫২ ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হল, তোমরা আমাকে আমার নির্দেশের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তা হলে আমি তোমাদেরকে সওয়াব ও মার্জনার মাধ্যমে স্মরণ করব। হাদীস্ শরীফে বর্ণিত আছে, মহানবী (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, তার নফল নামায ও রোযা কম হলেও, সে-ই

মো'আনাকা-৩

ع ١٨ ৫ ২ রুকু

اشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

কুরূলী অলা-তাক্‌ফুরূন্। ১৫৩। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুস্ তা'ঈনূ বিছ্‌ছব্‌রি

করব আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে মুমিনরা! সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য

وَالصَّلٰوةِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

অছ্‌ছলা-হ্; ইন্নাল্লা-হা মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ১৫৪। অলা-তাকূলূ লিমাই ইয়ুক্বতালু ফী সাবীলিল্লা-হি

ও নামাযের মাধ্যমে, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (১৫৪) আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত

أَمْوَاتٌ ؕ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ

আম্‌ওয়া-ত্; বাল্ আহ্‌ইয়া~ য়ুওঁ অলা-কিল্ লা-তাশ্'উরূন্। ১৫৫। অলানাব্‌লুওয়ান্নাকুম্ বিশাইয়িম্ মিনাল্ খাওফি

বলো না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝনা। (১৫৫) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, কিছুটা ভয়,

وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِينَ

অল্‌জূ'ই অনাকৃছিম্ মিনাল্ আম্‌ওয়া-লি অলআন্‌ফুসি অছ্‌ছামারা-ত্; অবাশ্‌শিরিছ্ ছোয়া-বিরীন্।

ক্ষুধা এবং ধন, প্রাণ ও ফল-ফলাদির ক্ষতি দিয়ে; আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।

﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ۙ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولٰئِكَ

১৫৬। আল্লাযীনা ইযা~ আছোয়া-বাত্‌হুম্ মুছীবাতুন্ ক্বা-লূ ~ ইন্না-লিল্লা-হি অইন্না- ইলাইহি রা-জ্বি'উন্। ১৫৭। উলা~ য়িকা

(১৫৬) তাদের উপর যখন বিপদ আপতিত হয় তখন বলে, আমরা আল্লাহ্‌রই এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। (১৫৭) ঐ সকল

عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ

'আলাইহিম্ ছলাওয়া-তুম্ মির্ রব্বিহিম্ অরাহ্‌মাহ; অউলা — য়িকা হুমুল্ মুহ্‌তাদূন্। ১৫৮। ইন্নাছ্

লোকদের প্রতিই রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা, আর তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত। (১৫৮) নিশ্চয়

الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

ছোয়াফা- অল্ মার্‌ওয়াতা মিন্ শা'আ — ইরিল্লা-হি ফামান্ হাজ্জুল্ বাইতা আওয়ি' তামারা ফালা-জু্না-হা 'আলাইহি

'ছাফা' ও 'মারওয়া' স্মৃতি নিদর্শনের অন্যতম, যে কা'বার হজ্জ বা ওমরা করে তার জন্য উক্ত দু'স্থানে তাওয়াফ করা

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ

আইঁ ইয়াত্ত্বোয়াও অফা বিহিমা-; অমান্ তাত্বোয়াও অ'আ খাইরান্ ফাইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন্ 'আলীম্। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা

দোষণীয় নয়, আর কেউ খুশী মনে সৎকাজ করলে, আল্লাহ তার পুরস্কার দাতা, অভিজ্ঞ। (১৫৯) নিশ্চয়

আল্লাহকে স্মরণ করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নামায-রোযা, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি বেশি করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না। (কুরতুবী মাঃ কোঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত -১৫৪ ঃ বদর যুদ্ধে ছয়জন মোহাজির এবং আটজন আনসার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। লোকেরা তখন তাদের নাম নিয়ে বলতে লাগল যে, অমুক অমুক মারা গিয়েছে, তারা পার্থিব নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে ইত্যাদি। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় (বয়ানুল কোরআন)

يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى

ইয়াক্তুমূনা মা~ আন্যাল্না-মিনাল্ বাইয়্যিনা-তি অল্হুদা-মিম্ বা'দি মা-বাইয়্যান্না-হু লিন্না-সি ফিল্

আমি যেসব নিদর্শন ও হেদায়েত নাযিল করেছি, তা স্পষ্টভাবে মানুষের জন্য কিতাবে বর্ণনা করার পরও যারা গোপন করে, আল্লাহ

الْكِتٰبِ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

কিতা-বি উলা — য়িকা ইয়াল্'আনুহুমুল্লা-হু অইয়াল্'আনুহুমুল্ লা-'ইনূন্। ১৬০। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ

তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও লা'নত করে। (১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেরা

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ج وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦١﴾ إِنَّ

অআছ্লাহূ অবাইয়্যানূ ফাউলা — য়িকা আতূবু 'আলাইহিম্, অ'আনাত্তাও ওয়া-বুর্ রাহীম্। ১৬১। ইন্নাল্

সংশোধিত হয় এবং গোপনকৃত সত্য বর্ণনা করে, তাদেরকে ক্ষমা করি, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১৬১) যারা

الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ

লাযীনা কাফারূ অমা-তূ অহুম্ কুফ্ফা-রুন্ উলা — য়িকা 'আলাইহিম্ লা'নাতুল্লা-হি অল্ মালা — য়িকাতি অন

কাফির এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ্র ফেরেশতাদের ও

النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾ خٰلِدِينَ فِيهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

না-সি আজ্ মা'ঈন্। ১৬২। খা-লিদীনা ফীহা-লা-ইয়ুখাফ্ফাফু 'আন্হুমুল্ 'আযা-বু অলা-হুম

সকল মানুষের লা'নত। (১৬২) তারা সেখানের চিরস্থায়ী। তাতে শাস্তি কখনও হাল্কা করা হবে না এবং অবকাশ

১৯ ع ১১ ৩ রুকু

يُنْظَرُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾ إِنَّ فِى

ইয়ুন্জোয়ারূন্। ১৬৩। অইলা-হুকুম্ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুন্ লা~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়ার্ রাহ্মা-নুর রাহীম্। ১৬৪। ইন্না ফী

হবে না। (১৬৩) তোমাদের ইলাহ এক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম দয়াময়, দয়ালু। (১৬৪) নিশ্চয়ই

خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِى

খাল্কিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অখ্তিলা-ফিল্লাইলি অন্নাহা-রি অল্ফুল্কিল্ লাতী

আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের কল্যাণের জন্য সাগরে বিচরণশীল

تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ

তাজ্রী ফিল্ বাহ্রি বিমা-ইয়ান্ফা'উন্ না-সা অমা~ আন্যালাল্লা-হু মিনাস্ সামা — য়ি মিম্ মা — য়িন্

যেসব জাহাজ চলাচল করে, আল্লাহ আকাশ হতে যে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্দারা মৃত

আয়াত-১৬৩ঃ নানাভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ সপ্রমাণিত রয়েছে। ১. তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে তিনিই অতুলনীয়, কোন তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। ২. উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক, তিনি ছাড়া আর কেউই ই'বাদতের যোগ্য নয়। ৩. সত্ত্বার দিক দিয়েও তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি শরীক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি হতে পারে না। ৪. তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন কিছুই ছিল না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যাকে এক বলা যেতে পারে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি হাজির করা হয়েছে, যা জ্ঞানী ও মূর্খ নির্বিশেষে সকলেই বুঝতে পারে। (মাঃ কোঃ)

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ

ফাআহ্ইয়া-বিহিল্ আরদ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-অবাছ্ছা ফীহা- মিন্ কুল্লি দা — ব্বা তিঁও অতাছ্রীফির্
ভূমিকে জীবিত করেন, আর তাতে যাবতীয় জীব জন্তু বিস্তার করেন ও বায়ুর দিক পরিবর্তনে

الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

রিয়া-হি অস্ সাহা-বিল্ মুসাখ্খারি বাইনাস্ সামা — য়ি অল্আরদ্বি লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্।
এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নিয়ন্ত্রিত মেঘ মালাতে জ্ঞানবানদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۝١٦٥

১৬৫। অমিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মিন্দূনিল্লা-হি আন্দা-দাইঁ ইয়ুহিব্বূনাহুম্ কাহুব্বিল্লা-হ্;
(১৬৫) আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ

অল্লাযীনা আ-মানূ ~ আশাদ্দু হুব্বাল্লিল্লা-হ্; অলাও ইয়ারাল্লাযীনা জোয়ালামূ ~ ইয্ ইয়ারাওনাল্ 'আযা-বা
এবং আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা মু'মিন তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়। জালিমরা শাস্তি

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝١٦٦ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا

আন্নাল্ ক্বু ও ওয়াতা লিল্লা-হি জ্বামী 'আওঁ অআন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'আযা-ব। ১৬৬। ইয্ তাবার্‌রা আল্লাযীনাত্ তুবি'উ
দেখলে বুঝবে, নিশ্চয় সকল শক্তি আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। (১৬৬) যাদের অনুসরণ করা হয়েছিল তারা যখন

مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝١٦٧ وَقَالَ

মিনাল্লাযীনাত্ তাবা'উ অরায়ায়ুল্ 'আযা-বা অতাক্বাত্ত্বোয়া'আত্ বিহিমুল্ আস্বা-ব্। ১৬৭। অক্বা-লাল্
তাদের অনুসরণকারীদের থেকে পৃথক হবে আর আযাব দেখবে এবং সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (১৬৭) তখন

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ

লাযীনাত্ তাবা'উ লাও আন্না লানা-কার্‌রাতান্ ফানাতাবার্‌রায়া মিনহুম্ কামা- তাবার্‌রায়ূ মিন্না-; কাযা-লিকা ইয়ুরীহিমুল
অনুসরণকারীরা বলবে, হায়! যদি পুনরায় যেতে পারতাম তবে তাদের মত আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। এভাবে

২০ ৪ ৪ রুকু

اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۝١٦٨ يٰٓاَيُّهَا

লা-হু আ'মা-লাহুম্ হাসারা-তিন্ 'আলাইহিম্; অমা-হুম্ বিখা-রিজ্বীনা মিনান্ না-র্। ১৬৮। ইয়া ~ আইয়্যুহান্
আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে পরিতাপরূপে দেখাবেন, তারা জাহান্নাম হতে বের হতে পারবে না। (১৬৮) হে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬৮ ঃ অত্র আয়াতটি বনী ছকীফ ও খোযা'আ. আমের ইবনে ছ'ছা'আ প্রভৃতি আরব্য কাফেরদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া ষাঁড়ের গোশ্‌ত হারাম মনে করত। আয়াত-১৬৯ ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার যেসব প্রকৃষ্ট হেদায়েত নাযিল হয়েছে, সেসব মানুষের কাছে গোপন করা এত শক্ত গুনাহ, যার জন্য আল্লাহ নিজেও লা'নত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও লা'নত করে। অবশ্য এর মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে যা কোরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা অবশ্য কতর্ব্য। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ الشَّيْطَٰنِ ۚ

না-সু কুলূ মিম্মা-ফিল্ আরদ্বি হালা-লান্ ত্বোয়াইয়্যিবাওঁ অলা-তাত্তাবি'উ খুত্বু ওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্;
লোকেরা! তোমরা দুনিয়ার হালাল, পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٩﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى

ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওউম্ মুবীন্। ১৬৯। ইন্নামা- ইয়া''মুরুকুম্ বিস্সূ — য়ি অল্ফাহ্শা — য়ি অআন্তাক্বূ লূ 'আলাল
নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে মন্দ ও অশ্লীলতা এবং আল্লাহ সম্বন্ধেএমন কথার নির্দেশ দেয় যা

اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ

ল-হি মা-লা-তা'লামূন্ ।১৭০। অইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাবি'ঊমা ~ আন্যালাল্লা-হু ক্বা-লূ বাল্ নাত্তাবি'উ
তোমরা জান না। (১৭০) যখন তাদের বলা হয় আল্লাহর অবতীর্ণ বস্তুর অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বাপ-

مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ٭

মা ~ আল্ফাইনা-'আলাইহি আ-বা — য়ানা-; আওয়ালাও কা-না আ-বা — য়ুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূনা শাইয়াওঁ অলা-ইয়াহ্তাদূন্।
দাদাকে যাতে পেয়েছি তা-ই অনুসরণ করব; এমন কি! যদিও বাপ-দাদা কিছুই বুঝত না এবং হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল না।

﴿١٧١﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ

১৭১। অমাছালুল্লাযীনা কাফারূ কামাছালিল্লাযী ইয়ান্'ইক্বু বিমা-লা-ইয়াস্মা'উ ইল্লা-দু'আ — য়াওঁ অনিদা — আ;
(১৭১) কাফেরদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে চিৎকার করে ডাকে, যা ডাকে তা চিৎকার ছাড়া কোন কিছুই শুনে না। তারা

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا

ছুম্মুম্ বুক্মুন্ 'উম্ইয়ুন ফাহুম লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১৭২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কুলূ মিন্ তোয়াইয়্যিবা-তি মা-
বধির, বোবা ও অন্ধ, তারা কিছুই বুঝে না। (১৭২) হে মু'মিনরা! আমার দেয়া পবিত্র বস্তু হতে আহার কর।

رَزَقْنَٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

রাযাক্ব্না-কুম্ অশ্কুরূ লিল্লা-হি ইন্কুন্তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন। ১৭৩। ইন্নামা-হার্রামা 'আলাইকুমুল্
আর যদি তোমরা আল্লাহ্র এবাদত গুজার হও, তবে তাঁরই শুকরিয়া আদায় কর। (১৭৩) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর

الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

মাইতাতা অদ্দামা অলাহ্মাল্ খিন্যীরি অমা ~ উহিল্লা বিহী লিগাইরিল্লা-হি ফামানিদ্ব্ ত্বুর্রা গাইরা বা-গিওঁ
হারাম করে দিয়েছেন মৃত, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয় এমন বস্তু। কিন্তু যে অবাধ্য বা সীমা লংঘনকারী

আয়াত-১৭০ ঃ এ আয়াতে যে পূর্ব পুরুষের অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার আসল মর্ম হল, ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের অনুসরণ। প্রকৃত বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভূক্ত নয়। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৭৩ ঃ ১."মৃত জানোয়ার" সম্বন্ধে আলেমরা বলেন, এর গোশত খাওয়া, ব্যবহার করা, কেনা-বেচা করা কিংবা অন্য কোন পন্থায় লাভবান হওয়া হারাম। (মাঃ কোঃ) ২. "রক্ত" রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোনভাবে ব্যবহারও হারাম। রক্তের কেনা-বেচা এবং তা দিয়ে অর্জিত লাভও হারাম। (মাঃ কোঃ) ৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা যবেহ করা হয়, যবেহের সময় আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করলেও হারাম হবে। (মাঃ কোঃ)

وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ

অলা-'আ-দিন্ ফালা ~ ইছ্মা 'আলাইহি; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ১৭৪। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্তুমূনা মা ~

না হয়ে অনন্যোপায় হয়ে পড়ে তার কোন পাপ হবে না; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (১৭৪) যারা গোপন করে, সেসব

اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَـمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰۗىِٕكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ

আন্যালাল্লা-হু মিনাল্ কিতা-বি অইয়াশ্তারূনা বিহী ছামানান্ ক্বালীলান্ উলা — য়িকা মা-ইয়া''কুলূনা ফী

বিষয় যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা তো শুধু পেট ভর্তি করে

بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ښ وَلَهُمْ

বুত্বূনিহিম্ ইল্লান্না-রা অলা-ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অলা-ইয়ুযাক্কী হিম্ অলাহুম্

আগুন দিয়ে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٥﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ

'আযা-বুন আলীম্। ১৭৫। উলা — য়িকাল্লাযীনাশ্ তারায়ুদ্দ্বোলা-লাতা বিল্হুদা-অল্'আযা-বা

বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৫) এরাই সত্যপথের পরিবর্তে অসৎ পথ এবং আযাব খরিদ করেছে

بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَھُمْ عَلَي النَّارِ ﴿١٧٦﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۭ

বিল্ মাগ্ফিরাতি ফামা-আছ্বারাহুম্ 'আলান না-র্। ১৭৬। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা নায্যালাল্ কিতা-বা বিল্হাক্ক্বি;

ক্ষমার পরিবর্তে আগুনের উপর তাদের কতই না ধৈর্য। (১৭৬) এটা এ কারণে যে, আল্লাহ হকসহ কিতাব নাযিল

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٧٧﴾ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ

অইন্নাল্লাযীনাখ্তালাফূ ফিল্ কিতা-বি লাফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ১৭৭। লাইসাল্ বির্রা আন্

করেছেন। আর যারা কিতাবে মতভেদ এনেছে তারা বিরোধিতায় সদূর প্রসারী। (১৭৭) সৎকর্ম কেবল এটাই

تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

তুওয়াল্লু উজূহাকুম্ ক্বিবালাল্ মাশ্রিক্বি অল্ মাগ্রিবি অলা-কিন্নাল্ বির্রা মান্ আ-মানা বিল্লা-হি

নয় যে, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরাবে; কিন্তু পুণ্য আছে ঈমান আনলে

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰي حُبِّهٖ

অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অল্মালা — য়িকাতি অল্কিতা-বি অন্নাবিয়্যীনা অ আ-তাল্ মা-লা 'আলা-হুব্বিহী

আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ; আর আল্লাহ্র মহব্বতে অর্থ খরচ করলে

২১ ع ৯ ৫ রুকু • এক চতুর্থাংশ

আয়াত-১৭৪ ঃ আজ কাফেরদের আচার-আচরণ দেখলে মনে হয় তারা জাহান্নামের কষ্ট ও শাস্তির পরোয়াই করে না, যেন তাদের ধৈর্যের চাপেই দোযখের তাপ দূর হয়ে যাবে, যেন দোযখ তাদের কত প্রিয়। দোযখের আগুনই তাদের কাম্য। তাই তারা তাদের মনের আনন্দে, সাগ্রহে তারই দিকে ছুটে চলেছে। নিজেদের কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণে অন্ততঃ তারই আয়োজন করছে। নতুবা দোযখ এবং ধৈর্য কোথায় কিসের কল্পনা। (তাফঃ তাহের) আয়াত-১৭৭ ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হল, আসল পুণ্য আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। যেদিকে রোখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, তাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায় দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই গুরুত্ব নেই। (মাঃ কোঃ)

ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى

যাওয়িল্ ক্বুরবা- অল্ইয়াতা-মা- অল্মাসা-কীনা অব্নাস্ সাবীলি অস্সা —য়িলীনা অফির্

আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, পথের কাঙ্গাল, ভিক্ষুক ও দাস মুক্তির জন্য, আর

الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا

রিক্বা-ব্; অআক্বা-মাছ্ ছলা-তা অআ-তায্ যাকা-তা অল্মূফূনা বি'আহ্দিহিম্ ইযা-

নামায প্রতিষ্ঠা করলে, যাকাত দিলে, ওয়াদা দিয়ে পালন করলে এবং

عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ

'আ-হাদূ অছ্ছোয়া-বিরীনা ফিল্বা'' সা —য়ি অদ্ব্দ্বোয়ার্রা ~ য়ি অহীনাল্ বা''স্; উলা —য়িকাল

ধৈর্য ধারণ করলে অভাবে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধে; এরাই সত্যপরায়ন

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ

লাযীনা ছদাক্বূ ; অউলা —য়িকা হুমুল্ মুত্তাক্বূন্। ১৭৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কুতিবা

এবং এরাই মুত্তাকী। (১৭৮) হে মু'মিনরা! নিহতদের ব্যাপারে কিছাছ ফরয

عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى

'আলাইকুমুল্ ক্বিছোয়া-ছু ফিল্ ক্বাত্লা-; আল্ হুর্রু বিল্হুররি অল্'আব্দু বিল্'আব্দি অল্ উন্ছা-

করা হল। স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী;

بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ

বিল্উন্ছা-; ফামান্'উফিয়া লাহূ মিন্ আখীহি শাইয়ুন্ ফাত্তিবা-'উম্ বিল্মা'রূফি অআদা —উন্

কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হলে যথাযথ বিধি পালন করা এবং সততার সাথে তার

اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ

ইলাইহি বিইহ্সা-ন্; যা-লিকা তাখ্ফীফুম্ মির্ রব্বিকুম্ অরাহ্মাহ্; ফামানি'তাদা- বা'দা

পাওনা আদায় করা বিধেয়; এটা রবের পক্ষ হতে লাঘব ও রহমতস্বরূপ। এর পরও যে সীমা লংঘন করে

ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ

যা-লিকা ফালাহূ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৭৯। অলাকুম্ ফিল্ক্বিছোয়া-ছি হাইয়া-তুঁই ইয়া ~ উলিল্ আল্আ-বি

তার জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (১৭৯) হে জ্ঞানবান! কিছাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন যেন তোমরা

শানেনুযূল ঃ আয়াত - ১৭৮ ঃ ইসলাম-এর আবির্ভাবের কিছু দিন পূর্বে আরবের দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বিজয়ী সম্প্রদায় বিজেতা সম্প্রদায়ের অনেক দাসদাসী ও নারীদের হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) রসূল হিসাবে প্রেরিত হলেন, তারা মুসলমান হয়ে গেল; কিন্তু পূর্ববর্তী যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ইসলাম গ্রহণের কারণে আসেনি, অধিকন্ত বিজেতা গোত্রটি একটি সম্মানিত উচ্চ নামী বংশের মধ্যে পরিগণিত হত। তাই তারা তাদের উপর বিজয়ী গোত্রকে বলল যে, আমরা আমাদের এক গোলামের পরিবর্তে তোমাদের একটি আজাদ ব্যক্তিকে এবং আমাদের একজন নারীর পরিবর্তে তোমাদের একজন পুরুষকে হত্যা করব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٠﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ

লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূ-ন্।১৮০। কুতিবা 'আলাইকুম্ ইযা-হাদ্বোয়ারা আহাদাকুমুল্ মাওতু ইন্ তারাকা

সাবধান হতে পার। (১৮০) তোমাদের কারও যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে

خَيْرًا ۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۞

খাইরা-নিল্ ওয়াছিয়্যাতু লিল্ওয়া-লিদাইনি অল্ আক্ব্‌রাবীনা বিল্মা'রূফি হাক্ব্‌ক্বান্ 'আলাল্ মুত্তাক্বীন।

ন্যায়সঙ্গতভাবে মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের জন্য ওছীয়ত করার বিধান দেয়া হল, এটা মুত্তাকীদের জন্য কর্তব্য।

﴿١٨١﴾ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

১৮১। ফামাম্বাদ্দা লাহূ বা'দা মা-সামি'আহূ ফাইন্নামা~ ইছ্মুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়ুবাদ্দিলূনাহ্; ইন্নাল্লা-হা

(১৮১) শুনবার পর যদি কেউ এটাকে বদলায় তবে এর পাপ পরিবর্তনকারীদের উপরই বর্তাবে, আল্লাহ মহাশ্রবণকারী,

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨٢﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ

সামী'উন্ 'আলীম্।১৮২। ফামান্ খা-ফা মিম্ মূছিন্ জ্বানাফান্ আও ইছ্মান্ ফাআছ্লাহা বাইনাহুম্ ফালা~ ইছ্মা

মহাজ্ঞানী। (১৮২) কেউ অছীয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশঙ্কা করলে যদি এদের মাঝে মিটমাট করে দিলে,

عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

'আলাইহি; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্।১৮৩। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুছ্ ছিয়া-মু

তাতে কোন পাপ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৮৩) হে মু'মিনরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল যেমন

২২ ع ৬ ৬ রুকু

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ

কামা-কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূ-ন্। ১৮৪। আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত;

তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (১৮৪) (রোযা) কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য;

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ

ফামান্ কা-না মিন্কুম্ মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা- সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখার্; অ'আলাল্লাযীনা

তবে যদি তোমাদের কেউ পীড়িত থাকে বা সফরে থাকে, তবে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা

يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ

ইয়ুত্বীক্বূনাহূ ফিদ্ইয়াতুন্ ত্বোয়া'আ-মু মিস্কীন্; ফামান্ তাত্বোয়াও য়্যা'আ খাইরান্ ফাহুওয়া খাইরুল্লাহূ; অআন্

রাখতে অক্ষম তারা ফিদিয়া হিসাবে খাদ্য দেবে মিসকীনদের, যদি কেউ স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে এটা তার জন্য উত্তম।

আয়াত-১৮২ ঃ ব্যাখ্যা হল, সামঞ্জস্যের বিধান এ উদ্দেশ্যে যে, কিসাস অনুসারে প্রত্যেক আযাদ ব্যক্তির পরিবর্তে কেবল ঐ এক আযাদ ব্যক্তিকেই হত্যা করতে হবে। এ উদ্দেশে নয় যে, একজনের বদলে এক-এর বেশি ব্যক্তিকে হত্যা করবে। (তাফঃ মাহঃ হাসাঃ) আয়াত-১৮৪ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুস্থ সবল লোকদের জন্য রোযা না রেখে ফিদইয়া দান করার সুযোগ ছিল। পরবর্তীতে এ নির্দেশ রহিত করা হয়েছে। কিন্তু যে সব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম বা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশটি এখনও কার্যকর। সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত অভিমত এটাই। (মাঃ কোঃ)

تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿১৮৫﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ

তাছূমূ খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ১৮৫। শাহ্রু রামাদ্বোয়া-নাল্ লাযী~ উন্যিলা ফীহিল্
রোযা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বোঝ। (১৮৫) রমযান মাস হল সেই মাস যাতে কোরআন অবতীর্ণ

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ

ক্বুর্আ-নু হুদাল্ লিন্না-সি অবাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ হুদা- অল্ ফুরক্বা-নি ফামান্ শাহিদা
হয়েছে মানুষের পথ প্রদর্শক, সত্যপথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। তোমাদের মধ্যে যে এই

مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

মিন্কুমুশ্ শাহ্রা ফাল্ইয়াছুম্হু অমান্ কা-না মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আই ইয়া-মিন্
মাস পায় সে যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে অন্য সময়ে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করবে।

أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

উখার; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্রা অলা-ইয়ুরীদু বিকুমুল্ 'উস্রা অলিতুক্মিলুল্ 'ইদ্দাতা-
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন চান না; যেন তোমরা দিন সংখ্যা পূর্ণ করতে পার। আর সৎপথে চালানোর

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿১৮৬﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

অলিতুকাব্বিরুল্লা-হা 'আলা- মা-হাদা-কুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ১৮৬। অইযা-সায়ালাকা 'ইবা-দী
কারণে তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা করতে পার এবং শুকর করতে পার। (১৮৬) যখন বান্দারা আমার ব্যাপারে

عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

'আন্নী ফাইন্নী ক্বারীব্; উজ্বীবু দা'ওয়াতাদ্দা-'ই ইযা-দা'আ-নি ফাল্ইয়াস্তাজ্বীবূ লী
প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই রয়েছি। আমি সাড়া দেই, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায়; তাদেরও উচিত আমার ডাকে

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿১৮৭﴾ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ

অল্ইয়ু" মিনূ বী লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্শুদূন্। ১৮৭। উহিল্লা লাকুম্ লাইলাতাছ্ ছিয়া-মির্ রাফাছু ইলা-
সাড়া দেয়া ও আমাকে বিশ্বাস করা যেন তারা সুপথ পায়। (১৮৭) তোমাদের জন্য রোযার রাতে আপন স্ত্রী সহবাস

نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

নিসা—য়িকুম্; হুন্না লিবা-সুল্ লাকুম্ অআন্তুম্ লিবা-সুল্ লাহুন্; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্
হালাল করা হল। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন, তোমরা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৬ ঃ এক গ্রাম্য লোক একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পালনকর্তা কি আমাদের নিকটে, যাতে আমরা চুপি চুপি প্রার্থনা করতে পারি? নাকি দূরে যাতে আমাদেরকে চীৎকার করে প্রার্থনা করতে হবে? তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। (বয়ানুল কোরআন)

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৭ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে নিদ্রা যাওয়ার পর হতে রোযা শুরু হয়ে যেত এবং তখন হতেই পানাহার ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি হারাম হয়ে যেত। একবার কায়েস ইবনে ছিরমা আনছারী সারাদিন পরিশ্রমের পর ইফতারের সময় ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট খাবার চাইলে তিনি বললেন যে, ঘরে তো কিছুই নেই; আপনি বসুন, আমি অন্যের ঘর হতে চেয়ে আনছি, এ বলে তিনি চলে

كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْـَٔـٰنَ

কুন্তুম্ তাখ্তা-নূনা আন্ফুসাকুম্ ফাতা-বা 'আলাইকুম্ অ'আফা- 'আন্কুম্ ফাল্‌য়া-না

নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছ। তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হলেন এবং ক্ষমা করলেন। সুতরাং তোমরা

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ

বা-শিরূহুন্না অব্তাগূ-মা-কাতাবাল্লা-হু লাকুম্ অকুলূ অশ্‌রাবূ হাত্তা- ইয়াতাবাইয়্যানা

এখন সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বস্তু তালাস কর। রাতের কালরেখা হতে প্রভাতের সাদারেখা স্পষ্ট

لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ

লাকুমুল্ খাইত্বু্ল্ আব্‌ইয়াদ্বু মিনাল্ খাইত্বিল্ আস্‌ওয়াদি মিনাল্ ফাজ্‌রি ছুম্মা আতিম্মুছ্ ছিয়া-মা

হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার কর। তারপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণকর। মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায়

إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ

ইলাল্ লাইলি অলা-তুবা-শিরূহুন্না অআন্তুম্ 'আ-কিফূনা ফিল্ মাসা-জিদ্; তিল্‌কা হুদূদুল্

স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করবে না। এটাই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, সুতরাং এর নিকটেও যেয়ো না, এমনিভাবে

اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾ وَلَا

লা- হি ফালা- তাক্বরাবূহা-; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়িনুল্লা-হু আ-ইয়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াত্তাকূ্ন। ১৮৮। অলা-

আল্লাহ স্বীয় নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য ব্যাখ্যা করেন, যেন তারা মোত্তাকী হয়। (১৮৮) তোমরা

تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

তা''কুলূ~ আম্‌ওয়া-লাকুম্ বাইনাকুম্ বিল্‌বা-ত্বিলি অতুদ্‌লূ বিহা~ইলাল্ হুক্কা-মি লিতা''কুলূ

পরস্পরের সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং অন্যায়ভাবে গ্রাস করার জন্য বিচারকের নিকট

২৩ ع ৬ ৭ রুকু

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

ফারীক্বাম্ মিন্ আম্‌ওয়া-লিন্ না-সি বিল্ ইছ্‌মি অআন্তুম তা'লামূন্।১৮৯। ইয়াস্‌আলূনাকা 'আনিল্

এটা উপস্থিত করো না, অথচ এ বিষয়ে তোমরা অবগত আছ। (১৮৯) লোকেরা আপনাকে নতুন

الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا

আহিল্লাহ্; ক্বুল্ হিয়া মাওয়া-ক্বীতু লিন্না-সি অল্ হাজ্জ্; অলাইসাল্ বির্‌রু বি আন্ তা''তুল্

চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন ওটা সময় নির্দেশক মানুষ ও হজ্জের জন্য; ঘরের

গেলেন। এদিকে তিনি শুয়ে পড়তেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। অনুরূপ হযরত ওমর (রাঃ) নিদ্রার পর আপন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলেন এবং ভোর বেলায় রাসূল (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনার বর্ণনা দেন। তখনই আয়াতটি নাযিল হয়। (বয়ানুল কোরআন) **শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৯ ঃ** আরবদের জাহেলী ধারণা ছিল যে, ইহ্‌রাম বাঁধার পর ঘরের সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মহাপাপ আর পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা পুণ্যের কাজ। উক্ত ধারণার অপনোদনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ

বুইয়ূতা মিন্ জুহূরিহা- অলা-কিন্নাল্ বির্‌রা মানিত্তাক্বা- অ''তুল্ বুইয়ূতা মিন্ আব্ওয়া-বিহা-

পিছন দিয়ে প্রবেশের মধ্যে পুণ্য নেই। বরং তাক্ওয়ার মধ্যে পুণ্য। ঘরের দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, আর

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٠﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

অত্তাকুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ১৯০। অক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হিল্ লাযীনা

আল্লাহকে ভয় কর, যেন কৃতকার্য হতে পার। (১৯০) তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তাদের

يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾ وَاقْتُلُوهُمْ

ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ অলা-তা'তাদূ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্। ১৯১। অক্বতুলূহুম্

বিরুদ্ধে তোমরাও যুদ্ধ কর, সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (১৯১) যেখানে পাও

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

হাইছু ছাক্বিফতুমূহুম্ অআখ্‌রিজূহুম্ মিন্ হাইছু আখ্‌রাজূকুম্ অল্ ফিত্‌নাতু আশাদ্দু মিনাল্

হত্যা কর, তাদেরকে ঐস্থান হতে বের করে দাও যেস্থান হতে তোমাদের বের করে, ফিতনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক।

الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ

ক্বাত্‌লি অলা-তুক্বা-তিলূহুম্ 'ইন্‌দাল্ মাস্‌জিদিল্ হারা-মি হাত্তা-ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ফীহি'

মসজিদে হারামে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তারা হত্যা করলে,

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩٢﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

ফাইন্ ক্বা-তালূকুম্ ফাক্‌তুলূহুম্; কাযা-লিকা জ্বাযা — উল্ কা-ফিরীন্। ১৯২। ফাইনিন্ তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা

তোমরাও কর। এটাই কাফেরদের প্রতিফল। (১৯২) যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٣﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ

গাফূরুর্ রাহীম্। ১৯৩। অক্বা-তিলূহুম্ হাত্তা- লা-তাকূনা ফিত্‌নাতুওঁ অইয়াকূনাদ্দীনু লিল্লা-হ;

ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯৩) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়,

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٤﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

ফাইনিন্ তাহাও ফালা-'উদ্‌ওয়া-না ইল্লা-'আলাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৯৪। আশ্‌শাহ্‌রুল্ হারা-মু বিশ্‌শাহ্‌রিল্ হারা-মি

যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিম ছাড়া কারো প্রতি শত্রুতা নেই। (১৯৪) সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯১ ঃ বর্বর যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরববাসীরা যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম ও রজব এ চার মাসকে সম্মানিত মনে করত এবং এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম জানত। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে যাকে হোদায়বিয়ার সন বলা হয়' যখন মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে ওমরা করতে দিল না এবং পরবর্তী বছর কাজা ওমরা আদায় করার উপর পরস্পর চুক্তি সম্পাদিত হল। তখন পরবর্তী বছর যিলকদ মাসে সাহাবায়ে কেরাম সন্দিগ্ধ হলেন যে, 'আরবের মুশরিকরা যদি চুক্তিনামার অনুকূলে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করে, তবে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে আর সম্মানিত মাসে আমরা যুদ্ধ করব না, তখন অনেক বিপদই হবে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত মাসে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে অত্র আয়াত নাযিল করেন।

وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى

অল্ হুরুমা-তু ক্বিছোয়া-ছ্; ফামানি' তাদা-'আলাইকুম্ ফা'তাদূ 'আলাইহি বিমিছ্লি মা' তাদা-
সম্মানিত বস্তুর বিনিময় কিসাস আছে। যে তোমাদের উপর জবরদস্তি করে তোমরাও তার উপর অনুরূপ

عَلَيْكُمْ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا

'আলাইকুম্ অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মা'আল্‌মুত্তাক্বীন্। ১৯৫। অ
জবরদস্তি করবে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। (১৯৫) আর

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ

আন্‌ফিক্বূ ফী সাবীলিল্লা-হি অলা-তুল্‌ক্বূ বিআইদীকুম্ ইলাত্ তাহ্‌লুকাতি অআহ্‌সিনূ;
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর নিজ হাতে। নিজেকে তোমরা ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ

ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্‌সিনীন্। ১৯৬। অআতিম্মুল্ হাজ্জ্বা অল্ 'উম্‌রাতা লিল্লা-হ্; ফাইন্ উহ্‌ছিরতুম্
নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের আল্লাহ ভালবাসেন। (১৯৬) আর আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ্ব ও ওমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাপ্রাপ্ত হও

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ

ফামাস্ তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌য়ি অলা-তাহ্‌লিক্বূ রুউসাকুম্ হাত্তা- ইয়াব্‌লুগাল্ হাদ্‌ইয়ু
তবে সহজলভ্য কোরবানী কর। কোরবানীর পশু নির্দিষ্ট স্থানে না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো

مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ

মাহিল্লা-হ্; ফামান্ কা-না মিন্‌কুম্ মারীদ্বোয়ান্ আওবিহী~ আযাম্ মির্ রা''সিহী ফাফিদ্‌ইয়াতুম্ মিন্
না। তোমাদের মধ্যে যে রুগ্ন অথবা যার মাথায় রোগ থাকে। তার জন্য রোযা বা ছদাকা

صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ٚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى

সিয়া-মিন্ আও ছোয়াদাক্বাতিন্ আও নুসুকিন্ ফাইযা ~ আমিন্‌তুম্ ফামান্ তামাত্তা'আ বিল্'উম্‌রাতি ইলাল্
অথবা কোরবানী ফিদিয়া হবে। যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন হজ্জের সঙ্গে ওমরাহও পালন

الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ

হাজ্জ্বি ফামাস্ তাইসারা মিনাল্ হাদ্‌ই ফামাল্‌লাম্ ইয়াজ্বিদ্ ফাছিয়া-মু ছালা-ছাতি আইয়্যা-মিন্ ফিল্ হাজ্জ্বি
করতে আগ্রহী হলে সহজলভ্য কোরবানী করবে। যে তা না পায় সে হজ্জের সময় তিন রোযা

মান্‌যিল-১

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৫ ঃ হযরত আবূ আইঊব আনসারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমারা আপন গৃহে থেকে বিষয় সম্পত্তির দেখাশুনা করব। এ প্রসঙ্গেই অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে ধ্বংসের দ্বারা জিহাদ পরিহার করাকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসের কারণ। এজন্যই হযরত আবূ আইঊব আনসারী (রাঃ) সারাজীবনই জিহাদ করে শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শাহাদতবরণ করে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, পাপের জন্য আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা হতে নিরাশ হওয়াও ধ্বংসেরই নামান্তর। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম। (মাঃ কোঃ)

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

অসাব্'আতিন্ ইযা-রাজ্বা'তুম্; তিল্কা আশারাতুন্ কা-মিলাহ্; যা-লিকা লিমাল্ লাম্ ইয়াকুন্ আহ্লুহূ

এবং ঘরে ফিরে সাত রোযা; মোট দশটি রোযা রাখবে। এ নির্দেশ তার জন্য যার পরিবার

حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

হা-দ্বিরিল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-ম্; অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা শাদীদুল্

মসজিদে হারামের নিকট বাস করে না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখো, আল্লাহ শাস্তি দানে

২৪ ৪ রুকু ওয়াক্বফুন্নাবী (ছাঃ)

الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

'ইক্বা-ব্। ১৯৭। আল্হাজ্জু আশ্হুরুম্ মা'লূমা-তুন্ ফামান্ ফারাদ্বোয়া ফীহিন্নাল্ হাজ্জ্বা ফালা-রাফাছা

কঠোর। (১৯৭) কয়েকটি জানা মাসে হজ্জ্ব হয়। যে এ মাসগুলোতে হজ্জ্ব করা স্থির করে তার জন্য হজ্জ্বের সময়

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ

অলা-ফুসূক্বা অলা-জ্বিদা-লা ফিল্ হাজ্জ্ব; অমা- তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিঁই ইয়া'লাম্হুল্লা-হ্;

স্ত্রী-সহবাস, পাপ ও ঝগড়া-বিবাদ করা বৈধ নয়, আর তোমরা যে ভাল কাজই কর আল্লাহ তা জানেন,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

অতাযাওওয়াদূ ফাইন্না খাইরায্ যা-দিত্ তাক্ব ওয়া-অত্তাকূনি ইয়া ~ উলিল্ আল্বা-ব্।

পাথেয় সংগ্রহ কর, তাকওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়, হে জ্ঞানীরা! আমাকেই তোমরা ভয় কর।

﴿١٩٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

১৯৮। লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্ তাব্তাগূ ফাদ্বলাম্ মির্ রব্বিকুম্; ফাইযা ~ আফাদ্বতুম্ মিন্

(১৯৮) তোমাদের রবের নিকট থেকে জীবিকা অন্বেষণ করলে কোন গুনাহ হবে না। যখন আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন

عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ

'আরাফা-তিন্ ফায্কুরুল্লা-হা 'ইন্দাল্ মাশ্'আরিল্ হারা-ম্; অয্কুরুহু কামা-হাদা-কুম্

করবে তখন মাশয়ারুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে। যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে মতই তাঁকে

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٩﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

অইন্ কুন্তুম্ মিন্ ক্বাব্লিহী লামিনাদ্ব দ্বোয়া —ল্লীন্। ১৯৯। ছুম্মা আফীদ্বূ মিন্ হাইছু আফা-দ্বোয়ান্

স্মরণ করবে, যদিও তোমরা ইতোপূর্বে বিভ্রান্ত ছিলে। (১৯৯) তারপর মানুষ যেখান হতে ফিরে তোমরাও সেখান হতে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৮ ঃ ওক্কায্, যুল্ মজ্বিন্না এবং যুল্ মজ্বায এ তিনটি বাজারই মক্কায় ছিল, কিন্তু হজ্জ্বের সময় লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করা গুনাহ্ মনে করত বিধায় এটা বৈধ বলে অনুমতি প্রদানপূর্বক অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৯ ঃ আরবের অধিবাসীরা আরাফাতের ময়দানে ওকুফ করত, কিন্তু কুরাইশরা নিজেদেরকে বড় মনে করে কিছু দূরে মুযদালেফা নামক স্থানে অবস্থান করত এবং সে স্থান হতেই মক্কায় ফিরে আসত। কুরাইশদের এ অহমিকামূলক কর্ম নিষেধার্থে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ

না-সু অস্তাগ্ফিরুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর রাহীম্। ২০০। ফাইযা-ক্বাদ্বোয়াইতুম্

ফিরে আস। আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালূ। (২০০) আর যখন হজ্জ্ব

مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۗ

মানা-সিকাকুম্ ফায্কুরুল্লা-হা কাযিক্রিকুম্ আ-বা —আকুম্ আও আশাদ্দা যিক্রা-;

অনুষ্ঠান সমাধা কর, তখন বাপ-দাদাকে যেরূপ স্মরণ করতে সেরূপ বা ততোধিক আল্লাহ্কে স্মরণ কর বরং

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ

ফামিনান্না-সি মাইঁইয়াক্বূলু রব্বানা~ আ-তিনা- ফিদ্ দুন্ইয়া-অমা-লাহূ ফিল্ আ-খিরাতি মিন্

তার চেয়েও অধিক তবে মানুষের মধ্যে যারা বলে, "হে রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দাও," এদের জন্য পরকালে

خَلَاقٍ ﴿٢٠١﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ

খালা-ক্ব্। ২০১। অমিন্হুম্ মাইঁইয়াক্বূ লু রব্বানা~ আ-তিনা-ফিদ্ দুন্ইয়া-হাসানাতাওঁ অফিল্ আ-খিরাতি

কোন অংশ নেই। (২০১) আর যারা বলে, হে রব! দুনিয়াতে আমাদের জন্য কল্যাণ কর এবং পরকালেও

حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ

হাসানাতাওঁ অক্বিনা-'আযা-বান্না-র। ২০২। উলা —য়িকা লাহুম্ নাছীবুম্ মিম্মা- কাসাবূ; অল্লা-হু

কল্যাণ দাও, আর দোযখের শাস্তি হতে বাঁচাও। (২০২) এদের জন্যই কাজের প্রাপ্য আছে। আল্লাহ তো

রুকু

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٣﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ فَمَنْ تَعَجَّلَ

সারী'উল্ হিসা-ব্। ২০৩। অয্কুরুল্লা-হা ফী~ আইয়্যা-মিম্ মা'দূদা-ত্; ফামান্ তা'আজ্জালা

হিসাবে অত্যন্ত তৎপর। (২০৩) নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তবে যদি তাড়াতাড়ি, কেউ

فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۗ

ফী ইয়াওমাইনি ফালা~ ইছ্মা 'আলাইহি' অমান্ তায়াখ্খারা ফালা~ ইছ্মা 'আলাইহি লিমানিত্ তাক্বা-;

দু'দিনে, কেউ দেরীতে সম্পন্ন করে আসে, তবে কোন পাপ নেই। এটা মুত্তাকীর জন্য। আল্লাহ্কে

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٠٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ

অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাকুম্ ইলাইহি তুহ্শারূন্। ২০৪। অমিনান্না-সি মাইঁ ইয়ু' জ্বিবুকা

ভয় কর। জেনে রাখ যে, তাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২০০ ঃ আরবের অধিবাসীরা বর্বর যুগের ন্যায় হজ্জ্ব সমাপণের পর পাথর নিক্ষেপ করার স্থানে সমবেত হয়ে নিজেদের বাপ-দাদার কৃতিত্ব বর্ণনা করতে থাকে, এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আয়াত-২০১ ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । ১. কাফের– এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে–দুনিয়া। ২. মু'মিন– আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণের সাথে সাথে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। উল্লেখ্য যে, মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা এমন এক দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যাতে মানুষের ইহ-পরকালীন সমস্ত

قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ *

ক্বাওলুহূ ফিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-অইয়ুশ্হিদুল্লা-হা 'আলা-মা-ফী ক্বাল্বিহী অহুওয়া আলাদ্দুল্ খি-ছোয়াম্।
পার্থিব কথা আপনাকে মোহিত করে, সে অন্তরের বিষয়ে আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখে, মূলতঃ সে মহা বিরোধী।

۝٢٠٥ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ

২০৫। অইযা-তাওয়াল্লা-সা'আ-ফিল্ আরদ্বি লিইয়ুফ্সিদা ফীহা-অইয়ুহ্লিকাল্ হার্ছা অন্নাস্লা
(২০৫) যখন সে প্রস্থান করে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় এবং শস্য-ক্ষেত ও জীব-বংশ ধ্বংসের চেষ্টা

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝٢٠٦ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ

অল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুল্ ফাসা-দ্। ২০৬। অইযা-ক্বীলা লাহুত্তাক্বি ল্লা-হা আখাযাত্ হুল্ 'ইয্যাতু
করে, আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (২০৬) যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাকে পাপে

بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝٢٠٧ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ

বিল্ইছ্মি ফাহাস্বুহূ জ্বাহান্নাম্; অলাবি''সাল্ মিহা-দ্। ২০৭। অমিনান্না-সি মাইঁইয়াশ্রী
উদ্বুদ্ধ করে; জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট, এটা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান। (২০৭) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্র

نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٢٠٨ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

নাফ্সাহুব্তিগা — য়া মার্দ্বোয়া-তিল্লা-হ্; অল্লা-হু রাউফুম্ বিল্'ইবা-দ। ২০৮। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুদ্
সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে বিক্রয় করে। আল্লাহ বান্দাহদের ব্যাপারে বড়ই করুণাময়। (২০৮) হে মু'মিনরা! পরিপূর্ণভাবে

ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

খুলূ-ফিস্ সিল্মি কা — ফ্ফাহ্; অলা-তাত্তাবি'উ খুত্বু ওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুউয়্যু'ম্
ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পাদাংক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য

مُّبِيْنٌ ۝٢٠٩ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ

মুবীন্। ২০৯। ফাইন্ যালাল্তুম্ মিম্ বা'দি মা-জ্বা — আত্কুমুল্ বাইয়্যিনা-তু ফা'লামূ~ আন্নাল লা-হা
শত্রু। (২০৯) স্পষ্ট নিদর্শন আসবার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٢١٠ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

'আযীযুন্ হাকীম্। ২১০। হাল্ ইয়ান্জুরূনা ইল্লা~ আইঁ ইয়া''তিয়াহুমুল্লা-হু ফী জুলালিম্ মিনাল্ গামা-মি
মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (২১০) তারা কেবল প্রতীক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়ায় আল্লাহ ও ফেরেশতারা তাদের কাছে আসুক,

কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দোয়ার শেষাংশে জাহান্নাম হতে মুক্তির আবেদন রয়েছে। মহানবী (ছঃ) এ দোয়াটি বেশি বেশি করতেন। কতিপয় অজ্ঞ দরবেশ পার্থিব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না, তারা কেবল আখেরাতের কল্যাণ কামানায় দোয়াকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। অথচ এটি আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থি। (মাঃ কোঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২০৮ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ছালাম, ছা'লবা ইবনে এয়ামীন, আছাদ প্রমুখ ইহুদী হতে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু পুরাতন ধারণার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট বললেন, আমরা ইহুদী থাকা অবস্থায় শনিবারের দিনকে সম্মান করতাম,

২৫ ع ১৪ ৯ রুকু

وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١١﴾ سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ

অল্‌মালা — য়িকাতু অক্বুদ্বিয়াল্ আম্‌রু; অইলাল্লা-হি তুর্‌জ্বা'উল্ উমূর্। ২১১। সাল্ বানী~ ইস্‌রা — ঈলা
আর সবকিছুর নিষ্পত্তি হোক। সকল ব্যাপারই আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত। (২১১) আপনি জিজ্ঞেস করুন বনী ইসরাঈলকে,

كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ۭ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُ

কাম্ আ-তাইনা-হুম্ মিন্ আ-ইয়াতিম্ বাইয়্যিনা-হ্; অমাইঁ ইয়ুবাদ্দিল নি'মাতাল্লা-হি মিম্ বা'দি মা-জ্বা — আত্‌হু
আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসবার পর যদি কেউ এটা বদল করে,

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٢﴾ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ

ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ২১২। যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-অ
তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর। (২১২) কাফেরদের জন্য দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হয়েছে এবং

يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَاللّٰهُ

ইয়াস্‌খারূনা মিনাল্ লাযীনা আ-মানূ। অল্লাযীনাত্ তাক্বাও ফাওক্বাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; অল্লা-হু
তারা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। কিন্তু তাক্‌ওয়ার অধিকারীরা পরকালে তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আর আল্লাহ

يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٣﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۣ فَبَعَثَ اللّٰهُ

ইয়ার্‌যুক্বু মাইঁ ইয়াশা — উ বিগাইরি হিসা-ব্। ২১৩। কা-নান্না-সু উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাবা'আছাল্লা-হুন্
যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ একই দলভুক্ত ছিল, তারপর আল্লাহ

النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۠ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ

নাবিয়্যীনা মুবাশ্‌শিরীনা অমুন্‌যিরীনা অআন্‌যালা মা'আহুমুল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্বক্বি লিইয়াহ্‌কুমা বাইনান্
নবীদেরকে প্রেরণ করলেন সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে, আর সাথে সত্য কিতাবও দিলেন, যেন মতভেদযুক্ত

النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ

না-সি ফীমাখ্‌তালাফূ ফীহ্; অমাখ্‌তালাফা ফীহি ইল্লাল্লাযীনা উতূহু মিম্ বা'দি
বিষয়গুলোর মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতবিরোধ করেনি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী

مَا جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا

মা-জ্বা — আত্ হুমুল্ বাইয়্যিনা-তু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্ ফাহাদাল্লা-হুল্ লাযী-না আ-মানূ লিমাখ্‌তালাফূ
আসার পর। শুধুমাত্র কিতাবধারীরা নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশতঃ এটাতে মতভেদ করেছিল, আল্লাহ মু'মিনদেরকে

এখন মুসলমান হওয়ার পরও আমাদেরকে শনিবার দিনকে সম্মান করার অনুমতি দিন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (বয়ানুল কোরআন) শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১২ ঃ আরবের মুশরিকরা দুঃস্থ গরীব সাহাবাদের, যথা- হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির প্রমুখকে দেখে বিদ্রূপ করত এবং এ বলতো যে, মুহাম্মদ কি কেবল এ সমস্ত লোকের অনুগামীত্বেই গর্বিত? তাঁর ধর্ম সত্য হলে, ধনবানরাই তাঁর অনুগামী হত। এই গরীবদের অনুগামীত্বে তাঁর কি কাজই চলতে পারে? তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٤﴾ أَمْ

ফীহি মিনাল্ হাক্ব্ক্বি বিইয্নিহ্; অল্লা-হু ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা — উ ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ২১৪। আম্

স্বীয় ইচ্ছায় মতভেদযুক্ত বিষয়ে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন সরল পথে। (২১৪) তোমরা

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ

হাসিব্তুম্ আন্ তাদ্খুলুল্ জ্বান্নাতা অলাম্মা- ইয়া''তিকুম্ মাছালুল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বাব্লিকুম্;

কি বেহেশ্তে যাবে বলে ধারণা কর, যদিও এখনও তোমাদের অবস্থা তাদের মত হয়নি যারা গত হয়েছে তোমাদের পূর্বে।

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

মাস্সাত্হুমুল্বা''সা — উ অদ্বদ্বোয়ার্ রা — উ অযুল্যিলূ হাত্তা-ইয়াক্বূলার্ রাসূলু অল্লাযীনা

তাদের উপর বিপদ-আপদ আপতিত হয়েছিল এবং তারা এমন বিচলিত হল যে, রাসূল ও তাঁর সঙ্গী

آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٥﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا

আ-মানূ মা'আহূ মাতা- নাছ্রুল্লা-হ্; আলা ~ ইন্না নাছ্রাল্লা-হি ক্বারীব্। ২১৫। ইয়াস্আলূনাকা মা-যা-

মু'মিনরা বলেছিল, "আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে?" ওহে! আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। (২১৫) তারা তোমার নিকট জিজ্ঞেস

يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

ইয়ুন্ফিক্বূন্; ক্বুল্ মা ~ আন্ফাক্ব্তুম্ মিন্ খাইরিন্ ফালিল্ওয়া-লিদাইনি অল্ আক্ব্রাবীনা অল্ ইয়াতা-মা-

করে, কি ব্যয় করবে, আপনি বলুন, তোমরা উত্তম যা কিছু দান কর, তা হবে তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন,

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ☆

অল্ মাসা-কীনি অব্নিস্ সাবীল্; অমা-তাফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা বিহী'আলীম্।

ইয়াতীম, মিছকীন এবং পথচারীদের জন্য। তোমরা যেই ভাল কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন।

﴿٢١٦﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

২১৬। কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু অহুওয়া কুর্হুল্লাকুম্ অ'আসা ~ আন্ তাক্রাহূ শাইআওঁ

(২১৬) তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, যদিও এটা তোমাদের কাছে অপ্রিয়, সম্ভবতঃ তোমরা যা খারাপ মনে কর,

وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

অহুওয়া খাইরুল্লাকুম্ অ'আসা ~ আন্ তুহিব্বূ শাইআওঁ অহুওয়া শার্রুল্লাকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু অআন্তুম্

তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আর যা তোমরা ভাল মনে কর তা-ই তাদের জন্য অকল্যাণকর আল্লাহ্ই জানেন কিন্তু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১৪ ঃ হযরত আতা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সাহাবাদের অনেক ক্লেশ হল, মালামাল, ধন-সম্পদ ও বাগান ইত্যাদি সমস্ত কিছুই মক্কাতে মুশরিকরা করায়ত্তে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সান্ত্বনা দানের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। আয়াত-২১৫ ঃ হযরত আমর ইবনে জমুহ্ যিনি জঙ্গে ওহুদে শহীদ হয়েছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় কোন প্রকারের বস্তু খরচ করতে পারি? তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।

২৬ ع ৬ ১০ রুকু

لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٧﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ

লা-তা'লামূন্। ২১৭। ইয়াস্আলূ-নাকা 'আনিশ্ শাহ্ রিল্ হারা-মি ক্বিতা-লিন্ ফীহ্; ক্বুল্ ক্বিতা-লুন্ ফীহি
তোমরা জান না। (২১৭) হারাম মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাকে তারা প্রশ্ন করে, বলূন, তাতে যুদ্ধ করা

كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ

কাবীর; অছোয়াদ্দুন্ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অকুফ্রুম্ বিহী অল্মাস্জ্বিদিল্ হারা-মি অইখ্রা-জু
অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান, তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদে হারামে বাধা দান এবং বাসিন্দাকে

اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ

আহ্লিহী মিন্হু আক্বারু 'ইন্দাল্লা-হি অল্ফিত্নাতু আক্বারু মিনাল্ ক্বাত্ল্; অলা-ইয়াযা-লূনা
এটা হতে বের করা আল্লাহ্র কাছে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও মারাত্মক। তারা যে

يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ

ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ হাত্তা- ইয়ারুদ্দূকুম্ 'আন্ দীনিকুম্ ইনিস্তাত্বোয়া-'উ; অমাইঁ
পর্যন্ত তোমাদেরকে দ্বীন হতে ফিরাতে না পারে সাধ্যানুসারে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।

يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

ইয়ার্তাদিদ্ মিন্কুম্ 'আন্ দীনিহী ফাইয়ামুত্ অহুওয়া কা-ফিরুন্ ফাউলা — য়িকা হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্
তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন ত্যাগ করবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٨﴾ اِنَّ

ফিদ্দুন্ইয়া অল্ আ-খিরাহ্; অউলা — য়িকা আছ্হা-বুন্না-রি হুম্ ফীহা- খা-লিদূন। ২১৮। ইন্নাল
ইহ-পরকালের সমুদয় কার্য; এরাই দোযখবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২১৮) যারা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ

লাযীনা আ-মানূ অল্লাযীনা হা-জ্বারূ অজা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি উলা — য়িকা
ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে; তারাই আল্লাহর

يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٩﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ

ইয়ার্জ্বূনা রাহ্মাতাল্লা-হ্; অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্। ২১৯। ইয়াস্ আলূনাকা 'আনিল্ খামরি অল্মাইসির্;
করুণার প্রত্যাশা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (২১৯) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১৭ ঃ জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে একটি সেনাদল কাফেরদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। সাহাবারা ইবনে খজরমীকে হত্যা করেছিলেন। তখন ১লা রজব না ৩০ শে জমাদিউছ্ছানী তার কোন তত্ত্ব তাদের নিকট ছিল না। কিন্তু মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলল যে তোমরা কি মাহে হারাম বা সম্মানিত মাসের প্রতিও কোন লক্ষ্য না রেখে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হলে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২১৮ ঃ অত্র আয়াত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে তাঁরা বলছিল যে, মাহে হারামে যুদ্ধ করার কারণে আমরা গুনাহ্গার সাব্যস্ত না হলেও অন্ততঃপক্ষে আমরা এ জিহাদের ছওয়াব হতে বঞ্চিত থাকব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَ

ক্বুল্ ফীহিমা~ ইছ্মুন্ ক্বাবীরাওঁ অমানা-ফি'উ লিন্না-সি অইছ্মুহুমা~ আক্বারু মিন্ নাফ্'ইহিমা-; অ

বলুন, দুটোতেই মানুষের জন্য পাপ ও উপকার আছে। তবে পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি। তারা এটাও জিজ্ঞেস

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ

ইয়াস্আলূনাকা মা-যা-ইয়ুন্ফিক্বূ-ন্; ক্বূলিল্ 'আফ্ওয়া-কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি

করে কি ব্যয় করবে, বলুন, যা উদ্বৃত্ত আছে তাই। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন যেন তোমরা

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ

লা'আল্লাকুম্ তাতাফাক্কারূন্। ২২০। ফিদ্দুইয়া-অল্আ-খিরাহ্; অইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ ইয়াতা-মা-;

ভেবে দেখ। (২২০) তারা আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাত ও ইয়াতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, তাদের ব্যবস্থা

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ

ক্বুল্.ইছ্লা-হুল্ লাহুম্ খাইর্; অইন্ তুখা-লিত্বূ হুম্.ফাইখ্ওয়া-নুকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামুল্ মুফ্সিদা

করা উত্তম। যদি তাদেরকে মিশিয়ে লও, তবে মনে কর তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ জানেন কে অনিষ্টকারী, আর কে

مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢١﴾ وَلَا

মিনাল্ মুছ্লিহ্; অলাও শা—আল্লা-হু লাআ'নাতাকুম্; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্। ২২১। অলা-

হিতকারী; আল্লাহ্ চাইলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (২২১) মুশরিক

تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ

তান্কিহুল্ মুশ্রিকা-তি হাত্তা-ইয়ু"মিন্; অলাআমাতুম্ মু"মিনাতুন্ খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকাতিওঁ

নারীদের বিবাহ করো না, ঈমান না আনা পর্যন্ত। মু'মিন দাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তোমাদের কাছে

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

অলাও আ'জ্বাবাত্কুম্ অলাতুন্কিহুল্ মুশ্রিকীনা হাত্তা-ইয়ু"মিনূ; অ লা'আব্দুম্ মু"মিনুন্

তারা মনোহারিণী হয় তোমরা বিবাহ দিও না মুশরিকদের কাছে ঈমান না আনা পর্যন্ত। মু'মিন দাস

خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ

খাইরুম্ মিম্ মুশ্রিকিওঁ অলাও 'আজ্বাবাকুম্; উলা—য়িকা ইয়াদ্'উনা ইলান্না-রি অল্লা-হু

মুশরিক থেকে উত্তম, যদিও সে তোমাদের মনপূত হয়। তারা তো দোযখের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২১৯ ঃ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মু'আয্ ইব্নে জবল (রাঃ) এবং আনসারের এক দল লোক রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছঃ)! মদ্যপানে তো জ্ঞান লোপ পেতে থাকে এবং জুয়ায় সম্পদ ধ্বংস হয়; অতএব এ সম্বন্ধে আমরা কি করব, তার আদেশ দেন। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২২০ ঃ এতীমের মাল খাওয়া হতে যখন কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়, তখন যারা তাদের লালন-পালন আর দেখাশুনা করত তারা ভীত হল, আর এতীমদের খাওয়া-দাওয়া সমস্ত কিছুই পৃথক করে দিল। এতে অনেক অসুবিধা ও বহু অপচয় হত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

ইয়াদ্'উ ইলাল্ জ্বান্নাতি অল্মাগ্ফিরাতি বিইয্নিহী অইয়ুবাইয়্যিনু আ-ইয়া-তিহী লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্

স্বেচ্ছায় তোমাদেরকে ক্ষমা ও বেহেশতের প্রতি ডাকেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় আয়াত বর্ণনা করেন, যেন তারা

২৭ ع ৫ ১১ রুকু

يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا

ইয়াতাযাক্কারূন্। ২২২। অইয়াস্আলূনাকা 'আনিল্ মাহীদ্ব; ক্বুল্ হুওয়া আযান্ ফা'তাযিলুন

উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) তারা আপনাকে হায়েয সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলুন, "তা অশুচি।" তাই হায়েযের সময়

النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ

নিসা—আ ফিল্ মাহীদ্বি অলা-তাক্ব্রাবূহুন্না হাত্তা-ইয়াত্ব্হুর্না ফাইযা-তাত্বোয়াহ্হার্না

তোমরা স্ত্রী হতে দূরে থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত নিকটে যাবে না। যখন উত্তমরূপে পবিত্র হবে তখন আল্লাহ্র

فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ

ফা''তূ হুন্না মিন্ হাইছু আমারাকুমুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুত্ তাওয়া-বীনা অইয়ুহিব্বুল্

নির্দেশ অনুসারে তোমরা তাদের নিকট যাও। আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও

الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫

মুতাত্বোয়াহ্হিরীন্। ২২৩। নিসা—উ কুম্ হারছুল্লাকুম্ ফা''তূ হারছাকুম্ আন্না-শি''তুম্

ভালবাসেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তোমাদের ক্ষেতে ইচ্ছামত যেতে পার, নিজেদের জন্য

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ

অক্বাদ্দিমূ লিআন্ফুসিকুম্; অত্তাক্বুল্লা-হা অ'লামূ~ আন্নাকুম্ মুলা-ক্বূহ্; অবাশ্শিরিল্

আগেই কিছু ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো। আর জেনে রাখ, তাঁর সামনে তোমাদেরকে যেতে হবে; মু'মিনদেরকে

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَ

মু''মিনীন্। ২২৪। অলা-তাজ্ব'আলুল্লা-হা 'উরদ্বোয়াতাল লিআইমা-নিকুম্ আন্ তাবাররূ অতাত্তাক্বূ অ

সু-সংবাদ দাও। (২২৪) শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে লক্ষ্যবস্তু করো না পরহেজগারী এবং মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন হতে

تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ

তুছ্লিহূ বাইনান্না-স্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ২২৫। লা-ইয়ুআ-খিযুকুমুল্লা-হু বিল্লাগ্ওয়ি ফী~

বিরত থাকার জন্য। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন। (২২৫) আল্লাহ অযথা কসমের জন্য তোমাদেরকে ধরবেন না

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২২২ ঃ ইহুদীরা নিজ স্ত্রীদের হতে ঋতুস্রাবকালে সম্পূর্ণ পৃথক থাকত, এমনকি তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা বলা এবং উঠা-বসা হতেও বিরত থাকত। আর খৃষ্টানরা ছিল বিপরীত, সে অবস্থায় তারা সঙ্গম পর্যন্ত করত। একদা ছাবেত ইবনে দাহ্দাহ্ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুস্রাবের সময় আমরা স্ত্রীদের সাথে কিরূপ আচরণ করব, ইসলামী নীতি অনুসারে আমাদেরকে অবহিত করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত-২২৩ ঃ ইহুদীরা বলছিল যে, যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে এরূপে সঙ্গম করে যে, স্ত্রীর পৃষ্ঠ পুরুষের সম্মুখভাগে থাকে, তবে সন্তান বক্র চোখা জন্ম হয়। একদা হযরত ওমর (রাঃ), হযরত (ছঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

আইমা-নিকুম্ অলা-কিইঁ ইয়ুআ-খিযুকুম্ বিমা-কাসাবাত্ ক্বুলূবুকুম্; অল্লা-হু গাফূরুন্
বরং তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য ধরবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল,

حَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُو

হালীম্। ২২৬। লিল্লাযীনা ইয়ু''লূনা মিন্ নিসা — য়িহিম্ তারাব্বুছু আর্বা'আতি আশ্হুরিন্ ফাইন্ ফা — উ
ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তাদের চারমাস অবকাশ আছে, অতঃপর যদি মিলে যায়,

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম। ২২৭। অইন্ 'আযামুত্ত্বোয়ালা-ক্বা ফাইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম্।
তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২২৭) আর যদি তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আল্লাহ শুনেন, জানেন।

﴿٢٢٨﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن

২২৮। অল্মুত্বোয়াল্লাক্বা-তু ইয়াতারাব্বাছ্না বিআন্ফুসিহিন্না ছালা-ছাতা কুরূ — য়িন্; অলা-ইয়াহিল্লু লাহুন্না আইঁ
(২২৮) তালাক প্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তাদের জন্য বৈধ নয় গোপন

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ইয়াক্তুম্না মা-খালাক্বাল্লা-হু ফী ~ আর্হা-মিহিন্না ইন্ কুন্না ইউ''মিন্না বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খির্;
করা যা আল্লাহ তাদের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়। যদি তারা মীমাংসা

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ

অবু'উলাতুহুন্না আহাক্ব্ক্বু বিরাদ্দিহিন্না ফী যা-লিকা ইন্ আরাদূ ~ ইছ্লা-হা-; অলাহুন্না মিছ্লুল্
করতে চায় তবে ঐ সময়ে ফিরিয়ে আনার অধিকার স্বামীর আছে। নারীদের তেমনি ন্যায্য অধিকার আছে

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

লাযী 'আলাইহিন্না বিল্ মা'রূফি অলির্রিজ্বা-লি 'আলাইহিন্না দারাজ্বাহ্; অল্লা-হু'আযীযুন্
যেমন আছে তাদের উপর স্বামীদের, তবে নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত,

২৮
১২
রুকু

حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

হাকীম্। ২২৯। আত্ত্বোয়ালা-ক্বু মার্রাতা-নি ফাইম্সা-কুম্ বিমা'রূফিন্ আও তাস্রীহুম্ বিইহ্সা-ন্;
মহাজ্ঞানী। (২২৯) তালাক দুবার। তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে অথবা সদ্ভাবে বিদায় করবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২২৮ ঃ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর যুগেই আমি তালাক প্রাপ্তা হই, তখন তালাকের কোন ইদ্দত ছিল না, তাই এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত-২২৯ ঃ ইসলামের প্রথমাবস্থায় লোকেরা স্ত্রীদেরকে অসংখ্য তালাক দিত ও তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য যখন ইদ্দত পূর্ণ হয়ে আসত তখন শীঘ্রই ফিরিয়ে আনত; এভাবে স্ত্রীদের সঙ্গে না স্বামীওয়ালা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করা হত, না তারা পতিহীনা নারীর ন্যায় স্বাধীন হত যে, যেখানে ইচ্ছা বিবাহ করে নেবে। জনৈকা রমণী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এ অভিযোগ করলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর গোচরীভূত করলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا

অলা-ইয়াহিল্লু লাকুম্ আন্ তা''খুযূ মিম্মা- আ-তাইতুমূহুন্না শাইয়ান্ ইল্লা~ আইঁ ইয়াখা-ফা~ আল্লা-

তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু ফেরত নেয়া বৈধ নয়। তবে যদি দুজনই আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

ইয়ুক্বীমা- হুদূদা ল্লা-হ্; ফাইন্ খিফ্তুম্ আল্লা-ইয়ুক্বীমা-হুদূদাল্লা-হি ফালা-জু্না-হা 'আলাইহিমা-ফীমাফ্

করতে পারবে না, আর তোমরাও ভয় কর যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে না, তবে স্ত্রী কিছুর বিনিময়ে মুক্ত

افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

তাদাত্ বিহ্; তিল্কা হুদূদাল্লা-হি ফালা- তা'তাদূহা-অমাইঁ ইয়াতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি

হলে কারো কোন পাপ হবে না, এটা আল্লাহ্র সীমা, সুতরাং তা লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্র সীমা লংঘন

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ

ফাউলা — য়িকা হুমুজ্জোয়া-লিমূন। ২৩০। ফাইন তোয়াল্লাক্বাহা-ফালা- তাহিল্লূ লাহূ মিম্ বা'দু হাত্তা-তান্কিহা

করে তারাই জালিম। (২৩০) তারপর যদি সে তাকে তৃতীয়বার তালাক দেয়, অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ না হওয়া

زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ

যাওজ্বান্ গাইরাহ্; ফাইন্ ত্বোয়াল্লাক্বাহা-ফালা- জুনা-হা 'আলাইহিমা~ আইঁ ইয়া তারা-জ্বা'আ~ ইন্ জোয়ান্না~ আইঁ

পর্যন্ত স্বামী তার জন্য হালাল নয়, পরে যদি তালাক দেয় এবং উভয়ে আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করে

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا

ইয়ুক্বীমা-হুদূদাল্লা-হ্; অতিল্কা হুদূদুল্লা-হি ইয়ুবাইয়্যিনুহা-লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন্। ২৩১। অইযা-

তবে প্রত্যাবর্তনে কোন পাপ নেই। এটাই আল্লাহ্র সীমা, যা জ্ঞানীদের জন্য বর্ণনা করেন। (২৩১) আর যখন

طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

ত্বোয়াল্লাক্ব্তুমুন নিসা — য়া ফাবালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফাআম্সিকূহুন্না বিমা'রূফিন্ আওসাররিহূ হুন্না

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে এবং তারা ইদ্দত পূর্ণ করে; তখন হয় তাদেরকে বিধিমত রাখ, না হয়

بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ

বিমা'রূফিন্ অলা- তুম্সিকূহুন্না দ্বিরা-রাল্ লিতা'তাদূ অমাইঁ ইয়াফ্আল্ যা-লিকা ফাক্বাদ্

সদ্ভাবে বিদায় দাও, জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক রেখো না। যে এরূপ করে সে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩১ঃ ১. ছাবেত ইবনে ইয়াছির স্বীয় স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে ইদ্দত পার হওয়ার তিন দিন পূর্বে তাকে পুনরায় গ্রহণ করে নেয়, অতঃপর দ্বিতীয় তালাক দিয়ে এবং পুনরায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পুর্বে আবার গ্রহণ করলেন এবং অপর তালাক দিয়ে দিলেন, তিন মাস পর্যন্ত এইরূপ করলেন যার ফলে তার স্ত্রী অনেক হয়রানীর শিকার হল। তখন এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত করনার্থে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়। ২. হযরত আবুদ দরদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কতিপয় লোক স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে বলত যে, 'আমরা এটা অনর্থক করেছিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য তালাক দেয়া ছিল না বরং ক্রীড়া কৌতুক হিসেবেই করেছিলাম, এমনিভাবে গোলাম আজাদ করেও বলত যে,' আমরা তো কেবল কৌতুক করেছিলাম।' তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ

জোয়ালামা নাফ্স্াহ্; অলা-তাত্তাখিযূ ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হি হুযুওয়াওঁ অয্কুরূ নি'মাতাল্লা -হি

নিজের প্রতি জুলুম করে আল্লাহর আয়াতকে হাসি-তামাশার বস্তু করো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত,

عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ

'আলাইকুম্ অমা ~ আন্‌যালা 'আলাইকুম্ মিনাল্ কিতা-বি অল্‌হিক্‌মাতি ইয়া'ইজুকুম্ বিহ্;

নাযিল করা কিতাব ও হিকমত, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, স্মরণ কর,

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣٢﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ

অত্তাক্ব্‌ল্লা-হা অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ২৩২। অইযা-ত্বোয়াললাক্ব্‌তুমুন্

আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানী। (২৩২) যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও

النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا

নিসা —আ ফাবালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফালা-তা'দ্বুলূহুন্না আইঁ ইয়ান্‌কিহ্‌না আয্‌ওয়া-জ্বাহুন্না ইযা-

আর তারা ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে নিজেদের স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিও না, যখন তারা

تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ

তারাদ্বোয়াও বাইনাহুম্ বিল্‌মা'রূফ্; যা-লিকা ইয়ূ'আজু বিহী মান্ কা-না মিন্‌কুম্ ইয়ু''মিনু

বৈধভাবে আপোসে সম্মত হয়। এর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ

বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খির্; যা-লিকুম্ আয্‌কা-লাকুম্ ওয়াআত্ব্‌হার্; অল্লা-হু ইয়া'লামু অ

তাকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্রতম। আল্লাহ্ই জানেন,

اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٣﴾ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

আন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্। ২৩৩। অল্‌ওয়া-লিদা-তু ইয়ুরদ্বি'না আওলা-দাহুন্না হাওলাইনি কা-মিলাইনি

তোমরা জান না। (২৩৩) মায়েরা আপন সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধপান করাবে;

لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

লিমান্ আরা-দা আইঁইয়ুতিম্মার্ রাদ্বোয়া-'আহ্; অ'আলাল্ মাওলূদি লাহূ রিয্‌ক্ব্‌হুন্না অকিস্‌ওয়া তুহুন্না

যদি দুধপান করাবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়,তবে পিতার কর্তব্য যথানিয়মে তাদের ভরণ

শানেনুযূলঃ আয়াত-২৩৩ ঃ অর্থাৎ মায়েদের উচিত স্বীয় সন্তানদের পূর্ণ দুবছর দুধপান করানো এবং এ সময় পিতার অবশ্য কর্তব্য হল মায়ের অন্ন-বস্ত্র-, নগদ ভাতা ধার্য্য করে দেয়া। মায়েদেরকে সন্তানের কারণে যেন কোন কষ্ট দেয়া না হয়। যেমন; তার নিকট থেকে সন্তানকে আলাদা করে লওয়া, অন্ন-বস্ত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম দেয়া এবং পিতাকেও যেন কষ্ট দেয়া না হয়। যেমন, তার নিকট হতে প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ চাওয়া বা সন্তানকে তার উপর ছেড়ে চলে যাওয়া। আর যদি সন্তান পিতৃহীন হয়ে পড়ে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের উপর উত্তমরূপেই অন্ন-বস্ত্র ওয়াজিব। আর পিতা-মাতা পরষ্পর মতামতের ভিত্তিতে কোন কল্যাণার্থে দু'বছরের পূর্বেই দুধপান ছাড়ালে তাতেও কোন দোষ নেই। আর অন্য কোন নারীর নিকট দুধপান করালেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ভাতা ইত্যাদি যা ধার্য করা হয় তা থেকে হ্রাস করা ঠিক নয়।

তৃতীয় চতুর্থাংশ

২৯ ع ৩ ১৩ রুকু

بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

বিল্মা'রূফ; লা-তুকাল্লাফু নাফ্সুন্ ইল্লা-উস্'আহা-লা-তুদ্বোয়া — র্‌রা ওয়া- লিদাতুম্ বিঅলাদিহা-
পোষণ করা, সাধ্যাতীত কাকেও কার্যভার দেয়া হয় না, কোন মাতাকে সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং

وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا

অলা-মাওলূদুল্লাহূ বিঅলাদিহী অ'আলাল্ ওয়া-রিছি মিছ্লু যা-লিকা ফাইন্ আরা-দা ফিছোয়া-লান্
পিতাকেও সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। উত্তরাধিকারীর দায়িত্বও অনুরূপ। তবে সম্মতি ও পরামর্শক্রমে

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا

'আন তারা-দ্বিম্ মিন্হুমা-অতাশা-উরিন্ ফালা-জু্না-হা 'আলাইহিমা-; অইন্ আরাত্তুম্ আন্ তাস্তারদ্বিঊ'~
স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চাইলে তাদের কারো পাপ হবে না। আর সন্তানকে ধাত্রী দ্বারা দুধপান করাতে

اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

আওলা-দাকুম্ ফালা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ইযা-সাল্লাম্তুম্ মা~আ-তাইতুম্ বিল্মা-রূফ; অত্তাকু্ল্লা-হা
চাইলেও কোন দোষ নেই; যদি তাকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছিলে তা বিধিমত দিয়ে দাও। আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ

অ'লামূ~আন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ২৩৪। অল্লাযীনা ইয়ুতাওয়াফ্ফাওনা মিন্কুম্ অইয়াযারূনা
জেনেরাখ যে, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মরে যায়,

اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا

আয্‌ওয়া-জ্বাই ইয়াতারাব্বাছ্না বিআন্ফুসিহিন্না আর্‌বা'আতা আশ্‌হুরিওঁ অ'আশ্‌রান্ ফাইযা-বালাগ্না আজ্বালাহুন্না ফালা-
তাদের স্ত্রীরা চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, তারপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে প্রচলিত

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

জু্না-হা 'আলাইকুম্ ফী মা-ফা'আল্না ফী~ 'আন্ফুসিহিন্না বিল্মা'রূফ; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা
নিয়মানুসারে তারা যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে আল্লাহ

خَبِيْرٌ ﴿٢٣٥﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ

খাবীর্। ২৩৫। অলা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ফীমা- 'আর্ রাদ্বতুম্ বিহী মিন্ খিত্ববাতিন নিসা — য়ি আও
অবহিত। (২৩৫) আর যদি সে নারীদেরকে ইংগিতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় বা অন্তরে গোপন রাখে, তাতে তোমাদের

তাৎপর্যঃ মা যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বা তালাকের ইদ্দতে থাকে এবং কোন কারণে অক্ষম না হলে সন্তানকে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই দুধপান করানো আল্লাহর পক্ষ হতে তার দায়িত্বে ওয়াজিব। আর তালাকের পর ইদ্দতও শেষ হয়ে গেলে পারিশ্রমিক ছাড়া দুধ দেয়া মায়ের উপর ওয়াজিব নয়। মাসয়ালা– মা দুধপানে অস্বীকৃতি জানালে তাতে বুঝতে হবে মূলত দুধপান করাতে সে অক্ষম, তখন তাকে বাধ্য করা অবৈধ; অবশ্য সন্তান অন্য কারোর দুধপান না করলে তখন মাকে বাধ্য করা যাবে। মাসয়ালা– মা দুধপান করাতে প্রস্তুত থাকলে এবং তার দুধে কোন অপকারও না হলে সন্তানকে অন্য ধাত্রির নিকট দুধপান করানো পিতার জন্য না জায়েয, কিন্তু অপকার হলে মাকে দুধপান করাতে না দেয়া এবং অন্য রমনীর নিকট দুধপান করাতে দেয়া পিতার জন্য বৈধ হবে।

أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا

আক্‌নান্‌তুম্ ফী ~ আন্‌ফুসিকুম্; 'আলিমাল্লা-হু আন্নাকুম্ সাতায্‌কুরূনাহুন্না অলা-কিল্লা-
কোন পাপ হবে না। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করবে, তোমরা বৈধভাবে

تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ

তুওয়া-'ই দূহুন্না সির্‌রান্ ইল্লা ~ আন্‌তাকু্ূলূ ক্বাওলাম্ মা'রূফা-; অলা-তা'যিমূ'উক্ব্‌দাতান
আলোচনা করতে পার কিন্তু গোপনে কোন প্রতিশ্রুতি দিও না; ইদ্দতপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে

ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ

নিকা-হি হাত্তা- ইয়াব্‌লুগাল্ কিতা-বু আজ্বালাহূ; ওয়া'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফী ~ আন্‌ফুসিকুম্
আবদ্ধ হবার সংকল্প করো না। জেনেরাখ যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের সবকিছু জানেন;

৩০ ع ৪ ১৪ রুকু

فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٦﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن

ফাহ্‌যারূহু ওয়া'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা গাফূরুন্ হালীম্। ২৩৬। লা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ইন্
সুতরাং তোমরা ভয় কর, জেনেরাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। (২৩৬) যদি সহবাস করবার পূর্বে অথবা

طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى

ত্বোয়াল্লাক্ব্‌তুমুন্নিসা — য়া মা-লাম্ তামাস্‌সূহুন্না আও তাফ্‌রিদ্বূ লাহুন্না ফারীদ্বোয়াতাওঁ অমাত্তি'উ হুন্না 'আলাল
মোহ্‌র ধার্য করার পূর্বেই স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না। তোমরা তাদের কিছু খরচ দেবে। আর

ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى

মূসি'ই ক্বাদারুহূ অ'আলাল্ মুক্বতিরি ক্বাদারুহূ, মাতা-'আম্ বিল্ মা'রূফি, হাক্ব্‌ক্বান্ 'আলাল্
সম্পদশালীরা তাদের সামর্থ্যানুযায়ী দেবে এবং অসচ্ছল ব্যক্তির সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে কিছু উপহার দেবে; এটি পুণ্যবানদের ওপর

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٧﴾ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

মুহসিনীন্। ২৩৭। অইন্ ত্বোয়াল্লাক্ব্‌তুমূহুন্না মিন্‌ক্বাব্‌লি আন্ তামাস্‌সূ হুন্না অক্বাদ্ ফারাদ্ব্‌তুম্ লাহুন্না
কর্তব্য। (২৩৭) আর যদি তাদেরকে মিলনের পূর্বেই তালাক দাও আর মোহর নির্ধারিত করে থাক,

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى

ফারী দ্বোয়াতান্ ফানিছ্‌ফু মা-ফারাদ্ব্‌তুম্ ইল্লা ~ আইঁ ইয়া'ফূনা আও ইয়া'ফুওয়াল্লাযী
তবে অর্ধেক দিয়ে দাও; অবশ্য যদি স্ত্রীরা দাবি ছেড়ে দেয় বা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে যদি সে ছেড়ে দেয়

মাসায়ালা- রমণী বিবাহিত থাকলে বা তালাকপ্রাপ্তা কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়নি, এ অবস্থায় দুধপান করানোর জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ অবৈধ। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে গ্রহণ করা বৈধ। মাসয়ালা- ইদ্দত শেষ হলে এবং মা দুধপান করাতে পারিশ্রমিক চাইলে আর পিতা সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক দিয়ে অন্যকে দুধপান করাতে দিতে চাইলে মা সেজন্য অগ্রগণ্য হবে। অবশ্য মাতা অধিক পারিশ্রমিক চাইলে পিতার জন্য বৈধ হবে, অন্যকে দিয়ে কম পারিশ্রমিকে দুধপান করানো; কিন্তু মাতা চাইলে এতটুকু দাবী করতে পারবে যে, অন্য রমণীকে তার নিকট রেখে দুধপান করান হোক, যাতে সে সন্তান হতে পৃথক না হয়।

بَيْنِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ

বিয়াদিহী 'উক্ব্‌দাতুন্নিকা-হ্; অআন্ তা'ফূ~ আক্ব্‌রাবু লিত্তাক্ব্‌ওয়া-;অলা-তান্‌সাউল্ ফাদ্বলা
তবে মাফ করে দেয়াই তাক্‌ওয়ার নিকটবর্তী। তোমরা পরস্পর উদারতা প্রদর্শনে ভুলো না।

بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٨﴾ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ

বাইনাকুম্; ইন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ২৩৮। হা-ফিজূ 'আলাছ্ ছলাওয়া-তি ওয়াছালা-তিল্
আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (২৩৮) তোমরা সকল নামায ও মধ্যবর্তী নামাযকে সংরক্ষণ কর।

الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٩﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ

উসত্বোয়া-'অক্ব্‌মূ লিল্লা-হি ক্বা-নিতীন্। ২৩৯। ফাইন খিফ্‌তুম্ ফারিজ্বা-লান্ আও রুক্‌বা-নান্, ফাইযা~
আর আল্লাহর উদ্দেশে একান্ত বিনীতভাবে দাঁড়াও। (২৩৯) যদি ভয় কর তবে পদাচারী অথবা আরোহী হয়ে; যখন

اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٤٠﴾ وَالَّذِيْنَ

আমিন্‌তুম্ ফায্‌কুরুল্লা-হা কামা-'আল্লামাকুম্ মা-লাম তাকূনূ তা'লামূন্। ২৪০। অল্লাযীনা
নিরাপদবোধ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর। যেভাবে আল্লাহ শিখিয়েছেন যা তোমরা জানতে না। (২৪০) আর তোমাদের

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى

ইয়ুতাওয়াফ্‌ফাওনা মিন্‌কুম্ অইয়াযারূনা আয্‌ওয়াজ্বাওঁ, অছিয়্যাতাল লিআয্‌ওয়া-জ্বিহিম্ মাতা-'আন্ ইলাল্
মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা যেন স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-

الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ

হাওলি গাইরা ইখ্‌রা-জ্বিন, ফাইন্ খারাজ্ব্‌না ফালা-জু্না-হা 'আলাইকুম্ ফী মা- ফা'আল্‌না
পোষণের ওছীয়ত করে। যদি তারা বের হয়ে যায় আর বিধিমত নিজেদের জন্য কিছু করে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই

فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤١﴾ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ

ফী~ আন্‌ফুসিহিন্না মিম্ মা'রূফ; 'অল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ২৪১। অলিল্ মুত্বোয়াল্লাক্বা-তি মাতা-'উম্
আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। (২৪১) তালাক প্রাপ্তা নারীদের জন্য বিধিমত ভরণ-পোষণ

بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤٢﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

বিল্‌মা'রূফ; হাক্ব্‌ক্বান্ 'আলাল মুত্তাক্বীন্। ২৪২। কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া- তিহী লা'আল্লাকুম্
দেয়া মুত্তাকীদের ওপর ফরয। (২৪২) এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যেন তোমরা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩৮ ঃ আসরের সময়টা সাধারণতঃ কার্যকলাপের সময় হওয়াতে লোকেরা আসরের নামাযে বিলম্ব করত এবং সূর্যাস্তের সময় সন্নিকট হলে কাজ বন্ধ করে পড়ে লইত। এতে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) যোহরের নামায প্রথম সময়ে পড়ে নিতেন, এটা সাহাবাদের জন্য কঠিন ছিল। তাই অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতএব প্রথম রিওয়ায়েত মতে, 'মধ্যম নামায' এর অর্থ আছরের নামায, আর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে, যোহরের নামায; কেননা, এই নামায দিনের মধ্যভাগে পড়তে হয়, তাই একে মধ্যম নামায বলা হয়। আর নামাযের ওয়াক্ত হিসেবে আসরের ওয়াক্ত মধ্যভাগে হয়, সে হিসেবে তাকে মধ্যম নামায বলা হয়। ওয়াক্ত হিসেবে যে কোন ওয়াক্তের নামাযই মধ্যম নামায হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে বৃত্তাকারে যখন ধরা যায়। তাই প্রতি ওয়াক্তের নামাযকে পাবন্দি সহকারে পড়া দরকার।

তা'ক্বিলূন্। ২৪৩। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা খারাজ্বূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ অ হুম উলূফুন্ হাযারাল্
বুঝতে পার। (২৪৩) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা হাজারে হাজারে দেশ থেকে মৃত্যুভয়ে বের হয়েছিল।

মাওতি ফাক্বা-লা লাহুমুল্লা-হু মূতূ ছুম্মা আহ্ইয়া-হুম্; ইন্নাল্লা-হা লাযূফাদ্বলিন্ 'আলান
আল্লাহ তাদের বললেন, "মৃত্যুবরণ কর"; তারপর তাদেরকে জীবিত করলেন; নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের

না-সি অলা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইয়াশ্কুরূন্। ২৪৪। অক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি
প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (২৪৪) আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর

অ'লামূ~ আন্নাল্লা-হা সামী'উন 'আলীম্। ২৪৫। মান্যাল্লাযী ইউক্বরিদ্বুল্লা-হা ক্বার্দ্বোয়ান্ হাসানান্
এবং জেনে রেখ, আল্লাহ মহা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২৪৫) এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান

ফাইয়ুদ্বোয়া-'ইফাহূ লাহূ~ আদ্ব'আ-ফান্ কাছীরাহ্; অল্লা-হু ইয়াক্ববিদ্বু অইয়াব্সুত্বু অইলাইহি
করবে? আর আল্লাহ তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আল্লাহ্ই সংকুচিত করেন এবং তিনিই সম্প্রসারিত করেন, তাঁরই দিকে

তুর্জ্বা'ঊন্। ২৪৬। আলাম্ তারা ইলাল্ মালায়ি মিম্ বানী ~ইস্রা —য়ীলা মিম্ বা'দি মূসা।
প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৪৬) মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল নেতাদের দেখেন নি? যখন তারা নবীকে বলল,

ইয্ ক্বা-লূ লিনাবিয়্যিল্ লা-হুমুব্'আছ লানা-মালিকান্ নুক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্; ক্বা-লা
আমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত কর, যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি, তখন নবী বলল,

হাল্ 'আসাইতুম্ ইন্ কুতিবা 'আলাইকুমুল্ ক্বিতা-লু; আল্লা-তুক্বা-তিলূ ; ক্বা-লূ অমা-লানা~
এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দিলে যুদ্ধ করবে না? বলল, আমাদের কি হয়েছে যে,

আল্লা-নুক্বা-তিলা ফী সাবীলিল্লা-হি অক্বাদ্ উখ্রিজ্বনা- মিন দিয়া-রিনা-অআব্না —য়িনা; ফালাম্মা-
আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না, অথচ আমরা ও সন্তানরা ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি? অতঃপর যুদ্ধের

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু তাওয়াল্লাও ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিন্হুম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্।
বিধান দেয়া হলে কিছু সংখ্যক ছাড়া সকলেই ফিরে গেল। আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا

২৪৭। অক্বা-লা লাহুম্ নাবিয়্যুহুম্ ইন্নাল্লা-হা ক্বাদ্ বা'আছা লাকুম্ ত্বোয়া-লূতা মালিকা-; ক্বা-লূ~
(২৪৭) নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। তারা বলল, আমাদের

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً

আন্না- ইয়াকূনু লাহুল্ মুল্কু 'আলাইনা- অনাহ্নু আহাক্কু বিল্মুল্কি মিন্হু অলাম্ ইয়ু''তা সা'আতাম্
ওপর তার আধিপত্য কিভাবে হতে পারে? অথচ আমরাই তার চেয়ে বাদশাহীর জন্য বেশি উপযুক্ত। তার প্রচুর সম্পদও

مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ

মিনাল্ মা-ল্; ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হাছ্ ত্বোয়াফা-হু 'আলাইকুম্ অযা-দাহূ বাস্ত্বোয়াতান্ ফিল 'ইলমি অল্জিস্‌ম্;
নেই; নবী বললেন, আল্লাহ তাকেই মনোনীত করেছেন এবং তাকে অনেক জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٨﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

অল্লা-হু ইয়ু''তী মুল্কাহূ মাইঁ ইয়াশা —উ; অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ২৪৮। অক্বা-লা লাহুম্ নাবিয়্যুহুম্ ইন্না আ-ইয়াতা
যাকে চান তাকে রাজত্ব দান করেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। (২৪৮) তাদের নবী আরও বললেন, তার রাজত্বের

مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

মুল্কিহী~ আইঁ ইয়া''তিয়াকুমুত্ তা-বূতু ফীহি সাকীনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্ অবাক্বিয়্যাতুম্ মিম্মা- তারাকা
নিদর্শন হলো তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে, যাতে আছে রবের পক্ষ হতে শান্তি এবং

آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ

আ-লু মূসা-ওয়াআ-লু হা-রূনা তাহ্মিলুহুল্ মালা —য়িকাহ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্লাকুম্
মূসা ও হারূনের বংশধরদের পরিত্যক্ত বস্তু, ফেরেশতারা তা বহন করবে, এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন

৩২ ع ৬ ১৬ রুকু

إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٩﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم

ইন্ কুনতুম্ মু''মিনীন্। ২৪৯। ফালাম্মা-ফাছোয়ালা ত্বোয়া-লূতু বিল্জুনূ দি ক্বা-লা ইন্নাল্লা-হা মুব্তালীকুম্
আছে যদি তোমরা মু'মিন হও। (২৪৯) যখন তালূত সৈন্য নিয়ে বের হলেন; তখন তিনি বললেন, আল্লাহ নদী দিয়ে

بِنَهَرٍ ۚ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ

বিনাহারিন্ ফামান্ শারিবা মিন্হু ফালাইসা মিন্নী, অমাল্লাম্ ইয়াত্ব্'আম্হু ফাইন্নাহূ মিন্নী~ ইল্লা-মানিগ্
পরীক্ষা করবেন, যে তা হতে পানি পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। যে পান করবে না সে দলভুক্ত;

اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِينَ

তারাফা গুর্‌ফাতাম্ বিয়াদিহী, ফাশারিবূ মিন্‌হু ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম্ ; ফালাম্মা-জ্বা-ওয়াযাহূ হুওয়া অল্লাযীনা
তবে নিজ হাতের এক অঞ্জলি ভরে সামান্য পান করলে তার কোন দোষ হবে না। অল্পসংখ্যক ছাড়া সকলেই পান

آمَنُوا مَعَهٗ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

আ-মানূ মা'আহূ ক্বা-লূ লা-ত্বোয়া-ক্বাতা লানাল্ ইয়াওমা বিজ্বা-লূতা অজ্বু-নূ দিহ্; ক্বা-লাল্লাযীনা ইয়াজুন্নূ-না
করল। পরে মুমিনরা নদী পার হলেন; তারা বলল, আজ জালূত ও তার সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তি আমাদের

أَنَّهُمْ مُّلَاقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ

আন্নাহুম্ মুলা-ক্বু-ল্লা-হি কাম্ মিন্ ফিয়াতিন্ ক্বালী লাতিন্ গালাবাত্ ফিয়াতান্ কাছীরাতাম্ বিইয্‌নিল্লা-হ্;
নেই। যারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বাসী তারা বলল, আল্লাহর নির্দেশে কত ক্ষুদ্রদল কত বড় দলকে পরাজিত করেছে।

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ

অল্লা-হু মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ২৫০। অলাম্মা-বারাযূ লিজ্বা-লূতা অজ্বু-নূদিহী ক্বা-লূ রব্বানা~ আফ্‌রিগ্
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (২৫০) তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে বলল; হে আমাদের রব!

عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ۞

'আলাইনা-ছোয়াব্‌রাওঁ অছাব্বিত্ আক্বু-দা-মানা-অন্‌ছুর্‌না-'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্।
আমাদেরকে ধৈর্য দিন, পা অটল রাখুন আর কাফেরের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

﴿٢٥١﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوتَ وَآتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

২৫১। ফাহাযামূ হুম্ বিইয্‌নিল্লা-হি অক্বাতালা দা-উদু জ্বা-লূতা অআ-তা-হুল্লাহুল্ মুল্‌কা
(২৫১) তারপর আল্লাহর হুকুমে তাঁরা তাদের পরাজিত করলেন; এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন,

وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

অল্ হিক্‌মাতা অআল্লামাহূ মিম্মা-ইয়াশা —উ; অলাও লা- দাফ্'উল্লা-হিন্ না-সা বা'দ্বোয়াহুম্
আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন; এবং ইচ্ছামত তাঁকে শিখালেন, আল্লাহ যদি দমন না করতেন

بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِينَ ۞

বিবা'দ্বিল্ লা ফাস্‌সাদাতিল্ আর্‌দ্বু অলা-কিন্নাল্লা-হা যূ ফাদ্বলিন্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্।
মানুষের একদলকে দিয়ে অন্যদল তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ করুণাময় বিশ্ববাসীর জন্য।

﴿٢٥٢﴾ تِلْكَ آيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞

২৫২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা-'আলাইকা বিল্‌হাক্বি ; অইন্নাকা লামিনাল্ মুর্‌সালীন্।
(২৫২) এটি আল্লাহর আয়াত, যা যথাযথভাবে আবৃত্তি করেছি, আপনি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।

পারা ৩

﴿٢٥٣﴾ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ

২৫৩। তিল্‌কার্ রুসুলু ফাদ্দোয়াল্‌না-বা'দ্বোয়াহুম্ 'আলা-বা'দ্ব । মিন্‌হুম্ মান্ কাল্লামাল্লা-হু অরাফা'আ

(২৫৩) এ রাসূলদের কাউকে কারোও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাকেও উচ্চ

بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ

বা'দ্বোয়া-হুম্ দারাজ্বা-ত্; অ আ-তাইনা-'ঈসাব্‌না মার্‌ইয়ামাল্ বাইয়্যিনা-তি অআইইয়াদ্‌না-হু বিরূহিল্

মর্যাদা দিয়েছেন। আর ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য

ওয়াক্‌ফে লাযেম

الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

ক্বুদুস্; অলাও শা — আল্লা-হু মাক্ব্‌তাতালাল্ লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্ মিম্ বা'দি মা- জ্বা — আত্‌হুমুল্

করেছি আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে পরে যারা এসেছে তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তারা

الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ

বাইয়্যিনা-তু অলা-কিনিখ্ তালাফূ ফামিন্‌হুম্ মান্ আ-মানা অমিন্‌হুম্ মান্ কাফার্;

যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কিন্তু তারা মতভেদ করল, ফলে কেউ ঈমান আনল, কেউ কাফের হয়ে গেল,

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ع

অলাও শা — আল্লা-হু মাক্ব্‌তাতালূ অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াফ্'আলু মা-ইয়ুরীদ্।

আল্লাহ চাইলে তারা যুদ্ধ করত না; কিন্তু আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামতই করে থাকেন।

৩৩ ع ৫ ১ রুকু

﴿٢٥٤﴾ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

২৫৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আন্‌ফিক্বূ মিম্মা-রাযাক্ব্‌না-কুম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আইঁ ইয়া'তিয়া

(২৫৪) হে মু'মিনরা! ব্যয় কর, আমি যা দিয়েছি তা হতে, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

ইয়াওমুল্লা-বাই'উন্ ফীহি অলা-খুল্লাতুওঁ অলা-শাফা-'আহ্; অল্‌কা-ফিরূনা হুমুজ জোয়া-লিমূন্।

বেচা-কেনা চলবে না, চলবে না কোন বন্ধুত্ব আর সুপারিশ। মূলতঃ অবিশ্বাসীরাই জালিম।

﴿٢٥٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي

২৫৫। আল্লা-হু লা ~ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যূ-ম্; লা-তা'খুযুহূসিনাতুওঁ অলা-নাওম্; লাহূ মা-ফিস্

(২৫৫) আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী; তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা। আকাশ ও

টীকা ঃ আয়াত ঃ ২৫৪ ঃ এ আয়াতটিই আয়াতুল কুরসী। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফায়দা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে করীম (ছঃ) একে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) উবাই ইব্‌নে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইব্‌নে কা'ব (রাঃ) আরজ করলেন, তা হলো আয়াতুল কুরসী। রাসূলুল্লা (ছঃ) তা সমর্থন করে বলেন, হে আবুল মানযার! তোমাকে তোমার উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। নবী করীম (ছঃ) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুর্‌সী নিয়মিত পাঠ করে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন বাধা থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর পরপরই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ ভোগ করতে আরম্ভ করবে। (মাঃ কোঃ)

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ

সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্বি; মান্ যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইন্‌দাহূ ~ ইল্লা-বিইয়্‌নিহ্; ইয়া'লামু
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাঁর অনুমতি ছাড়া, তিনি

مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

মা-বাইনা আইদী হিম্ অমা-খাল্‌ফাহুম্ অলা-ইয়ুহীত্বূনা বিশাইয়িম্ মিন্ 'ইলমিহী ~ ইল্লা-বিমা-শা — আ,
তাদের অগ্র-পশ্চাতের সবকিছু জানেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞

অসি'আ কুর্‌সি ইয়্যু হুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বোয়া, অলা-ইয়ায়ূদুহূ হিফ্‌জুহুমা-, অহুআল্ 'আলিয়্যুল্ 'আজীম্।
তাঁর আসন আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত। এদের হেফাজতে তাঁর কোন কষ্ট হয় না। তিনি সমুন্নত, মহামহিম।

﴿٢٥٦﴾ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ

২৫৬। লা ~ ইকরা-হা ফিদ্দীনি ক্বাত্ তাবাইয়্যানার রুশ্‌দু মিনাল্ গাইয়্যি, ফামাইঁ ইয়াক্‌ফুর্
(২৫৬) দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই। অবশ্যই-সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি

بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ

বিত্ত্বোয়াগূতি অইয়ু'"মিম্ বিল্লা-হি ফাক্বাদিস্ তাম্‌সাকা বিল্ 'উর্‌ওয়াতিল্ উছ্‌ক্বা-লান্‌ফিছোয়া-মা লাহা-;
তাগুতকে বিশ্বাস না করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে ব্যক্তি এমন এক শক্ত রশি ধারণ করে; যা ছিন্ন হয় না,

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٧﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى

অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ২৫৭। আল্লা-হু অলিয়্যুল্লাযীনা আ-মানূ ইয়ুখ্‌রিজু্‌হুম্ মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (২৫৭) আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকার হতে

النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى

নূর; অল্লাযীনা কাফার্‌ূ ~ আওলিয়া — উহুমুত্ব ত্বোয়া-গূতু ইয়ুখ্‌রিজূ্‌নাহুম্ মিনান্ নূরি ইলাজ্
আলোর দিকে। আর তাগুত হল কাফেরদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে বের করে অন্ধকারের দিকে

৩৪
ع
৪
২
রুকু

الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ

জুলুমা-ত্; উলা— য়িকা আছ্‌হা-বুন্ না-রি, হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ২৫৮। আলাম্ তারা ইলাল্লাযী
নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৫৮) ঐ ব্যক্তিকে কি দেখেন নি, যে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৫৬ঃ জাহেলিয়াতের যুগে বন্ধ্যা নারীরা এরূপ মানত করত, "যদি আমার কোন পুত্র সন্তান জন্মে, তবে তাকে ইহুদী বানিয়ে দেব।" বনি নজীবের ইহুদীদেরকে যখন দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়, তখন আনছার মুসলমানদের কতিপয় ছেলে-যারা উক্ত মানত প্রথা অনুসারে ইহুদী হয়ে তথায় বিদ্যমান ছিল, তাদের মাতা-পিতা জোরপূর্বক তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে রেখে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অন্য বর্ণনা মতে, হযরত হোসাইন আনসারীর দুপুত্র ছিল খ্রিস্টান; কিন্তু তিনি ছিলেন মুসলমান। পুত্রদ্বয়কে জোরপূর্বক মুসলমান বানিয়ে নিয়ে যেতে পারে কি না, এ মর্মে তিনি হুযূর (ছঃ)-এর নিকট জানতে চাইলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ওয়াক্‌ফে লাযেম

حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ

হা — জ্জা ইব্রা-হীমা ফী রাব্বিহী ~ আন্ আ-তা-হুল্লা-হুল্ মুল্‌ক্; ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রব্বিয়াল্লাযী

ইব্রাহীমের সাথে রবের ব্যাপারে তর্ক করেছিল? এ কারণে যে, আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব দিলেন, যখন ইব্রাহীম বলল, আমার রব তিনি

يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ۗ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ

ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীতু ক্বা-লা আনা উহ্য়ী অউমীত্; ক্বা-লা ইব্রা-হীমু ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'’তী

যিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। সে বলল, আমিও জীবন-মৃত্যু দেই। ইব্রাহীম বলল, আল্লাহ তো সূর্যকে

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ

বিশ্‌শাম্‌সি মিনাল্ মাশ্‌রিক্বি ফা”তি বিহা-মিনাল্ মাগরিবি ফাবুহিতাল্লাযী কাফার্; অল্লা-হু

পূর্বদিকে উদিত করেন, তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও। কাফের হতভম্ব হয়ে গেল[১]। আল্লাহ

لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى

লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ২৫৯। আওকাল্লাযী মার্‌রা 'আলা-ক্বার্‌ইয়াতিওঁ অহিয়া খা-ওয়িইয়াতুন্ 'আলা-

যালিমদেরকে সুপথ দেখান না। (২৫৯) অথবা তুমি কি দেখনি যে সে ব্যক্তি এক গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল, যার ঘরগুলো

عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ

'উরূশিহা-,ক্বা-লা আন্না-ইয়ুহ্য়ী হা-যিহিল্লা-হু বা'দা মাওতিহা-, ফাআমা-তাহুল্লা-হু মিআতা 'আ-মিন্

ছাদসমূহের ওপর পড়েছিল; বলল, আল্লাহ কিভাবে একে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন? আল্লাহ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন,

ثُمَّ بَعَثَهٗ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ

ছুম্মা বা'আছাহূ; ক্বা-লা কাম্ লাবিছ্‌ত্; ক্বা-লা লাবিছ্‌তু ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া ইয়াওম্; ক্বা-লা বাল্ লাবিছ্‌তা

তারপর জীবিত করলেন; বললেন, "কতদিন ছিলে?" সে বলল, "একদিন বা এক দিনের কিছু অংশ।" বললেন, বরং

مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَ

মিআতা 'আ-মিন্ ফান্‌জুর্ ইলা-ত্বোয়া'আ-মিকা অশারা-বিকা লাম্ ইয়াতাসান্নাহ্; ওয়ান্‌জুর্ ইলা-হিমা-রিকা অ

একশ' বছর ছিলে। তুমি তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুর প্রতি তাকাও তা অবিকৃতই আছে। তোমার গাধা দেখ, তোমাকে

لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۗ

লিনাজ্‌'আলাকা আ-ইয়াতাল লিন্না-সি ওয়ান্‌জুর্ ইলাল্ 'ইজোয়া-মি কাইফা নুন্‌শিযুহা-ছুম্মা নাক্‌সূহা-লাহ্‌মা;

মানব জাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব আর হাড়গুলোর দিকে দেখ, কিভাবে সেগুলোকে জোড়া লাগাই এবং গোস্ত দিয়ে আবৃত করি;

আয়াত-২৫৮ ঃ টীকা-১। এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরূদের পারস্পরিক বিতর্কের যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। নমরূদকে ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার রব জীবন ও মৃত্যুর মালিক। উত্তরে নমরূদ দুজন হাজতীকে বুদ্ধি এনে একজনকে হত্যা এবং অপরজনকে মুক্তি দিয়ে বলল, দেখ আমিও তা পারি। ইব্রাহীম (আঃ) নমরূদের স্থূল দেখে তার উপযোগী একটি প্রমাণ পেশ করলেন। বললেন, আমার রব পূর্ব দিকে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিকে উদিত করে দেখাও। নমরূদ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অবশ্য সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করতে পারত যে, তোমার রবকেই বরং পশ্চিম দিক হতে সূর্যকে উদিত করে দেখাতে বল। কিন্তু সে তা এজন্য বলেনি যে, জবাবে যদি ইব্রাহীম (আঃ) তাই দেখাতেন, তবে নমরূদের সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে যেত। (বঃ কোঃ)

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦٠﴾ وَاِذْ قَالَ

ফালাম্মা-তাবাইয়্যানা লাহূ ক্বা-লা আ'লামু 'আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২৬০। অইয্ ক্বা-লা

যখন তার সামনে স্পষ্ট হল, তখন সে বলল, বুঝলাম নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (২৬০) যখন ইব্রাহীম বললেন,

اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى

ইব্রা-হীমু রব্বি আরিনী কাইফা তুহ্য়িল মাওতা; ক্বা-লা আওয়ালাম্ তু''মিন্; ক্বা-লা বালা-

হে রব! কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, একটু দেখান। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? (ইব্রাহীম) বললেন, অবশ্যই,

وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ

অলা-কিল্ লিইয়াত্ব্মায়িন্না ক্বাল্‌বী; ক্বা-লা ফাখুয্ আরবা'আতাম্ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইরি ফাছুরহুন্না ইলাইকা ছুম্মাজ্

তবে মনের প্রশান্তির জন্য। বললেন, চারটি পাখি ধরে আন এবং সেগুলোকে পোষ মানাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের

اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ

'আল্ 'আলা-কুল্লি জ্বাবালিম্ মিন্‌হুন্না জু্য্‌য়ান্ ছুম্মাদ্'উহুন্না ইয়া'তীনাকা সা'ইয়া-; অ'লাম্ আন্নাল্লা-হা'

এক একটি অংশ এক এক পাহাড়ে রাখ, অতঃপর ডাক তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

৩৫ ع ৩ ৩ রুকু

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

আযীযুন্ হাকীম্। ২৬১। মাছালুল্লাযীনা ইয়ুন্‌ফিক্বূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি কামাছালি হাব্বাতিন্

পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২৬১) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন ব্যয় করে, তাদের উপমা এমন একটি বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে

اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ

আম্‌বাতাত্ সাব্'আ সানা-বিলা ফী কুল্লি সুম্‌বুলাতিম্ মিয়াতু হাববাহ্; অল্লা-হু ইয়ুদ্বোয়া-'ইফু লিমাই ইয়াশা — উ

এবং প্রত্যেক শীষে একশ' শস্য বীজ হয়, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়,

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ

অল্লা-হু ওয়া-সি'উন 'আলীম্। ২৬২। আল্লাযীনা ইয়ুন্‌ফিক্বূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা লা-ইয়ুত্‌বি'ঊনা

মহাজ্ঞানী। (২৬২) যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে, তারপর ঐ ব্যয়ের কথা বলে বেড়ায় না

مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

মা~ আন্‌ফাক্বূ মান্নাওঁ অলা~ আযাল্লাহুম্ আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রব্বিহিম্, অলা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্

ও কষ্ট দেয় না, তাদের জন্য রয়েছে রবের নিকট হতে পুরস্কার; তাদের কোন ভয় নেই, আর নেই

আয়াত ঃ ২৬১ ঃ যারা আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের উপমা এমন যেমন কেউ গমের একটি দানা উর্বর ভূমিতে বপন করল। ঐ দান হতে একটি চারাগাছ গজাল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অর্থাৎ একটি দানা হতে সাতশ দানা জন্মিল। তবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উক্ত ব্যয় হতে কাঙ্খিত ফল লাভ করতে হলে নিম্নের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে। (১) সম্পদ হালাল হতে হবে। (২) যে দান করবে তার উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। (৩) খরচের খাত যোগ্য হতে হবে। (৪) দান করার পর অনুগ্রহ করেছে এমন ধারণা পোষণ করতে পারবে না এবং (৫) গ্রহীতাকে ঘৃণা করা যাবে না। উল্লিখিত শর্তাবলী পুরণে ব্যর্থ হলে দানের সুফল আশা করা যায় না। (মাঃ কোঃ)

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٣﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ

ইয়াহ্‌যানূন্। ২৬৩। ক্বাওলুম্ মা'রূফুওঁ অ মাগ্‌ফিরাতুন্ খাইরুম্ মিন্ ছদাক্বাতিইঁ ইয়াত্‌বা'উহা~ আযান্ অল্লা-হু
কোন চিন্তা। (২৬৩) ভাল কথা বলে দেয়া, ক্ষমা চাওয়া, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তদপেক্ষা উত্তম; আল্লাহ

غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

গানিয়্যুন্ হালীম্। ২৬৪। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তুব্‌ত্বিলূ ছদাক্বা-তিকুম্ বিল্‌মান্নি অল্‌আযা-
সম্পদশালী, সহনশীল। (২৬৪) হে মুমিনরা! তোমরা দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে দানকে ধ্বংস করো না-

كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ

কাল্লাযী ইয়ুন্‌ফিক্বু মা-লাহূ রিয়া — আন না-সি অলা-ইয়ু"মিনু বিল্লা-হি অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খির; ফামাছালুহূ
ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না।

كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

কামাছালি ছোয়াফ্‌ওয়া-নিন্ 'আলাইহি তুরা-বুন্ ফাআছোয়া-বাহূ ওয়া-বিলুন্ ফাতারাকাহূ ছোয়াল্‌দা-; লা-ইয়াক্ব্‌দিরূনা 'আলা-
যার উপমা একটি মসৃণ পাথরের ন্যায় যার ওপর সামান্য মাটি ছিল, তারপর প্রবল বৃষ্টি হল; ফলে তা পরিষ্কার হয়ে গেল;

شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٥﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ

শাইয়িম্ মিম্মা-কাসাবূ; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন্। ২৬৫। অমাছালুল্ লাযীনা
এরা তাদের উপার্জিত ধন দ্বারা কিছুই করতে পারবে না; আল্লাহ কাফেরদেরকে সুপথ দেখান না। (২৬৫) যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি

يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ

ইয়ুন্‌ফিক্বূ না আম্‌ওয়া-লাহুমুব্ তিগা — আ মার্‌দ্বোয়া-তিল্লা-হি অতাছ্‌বীতাম মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ কামাছালি জ্বান্নাতিম্
কামনায় ও স্বীয় মনকে দৃঢ় করার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উঁচু ভূমির বাগানের ন্যায়

بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ

বিরাব্‌ওয়াতিন্ আছোয়া-বাহা-ওয়া-বিলুন্ ফাআ-তাত্ উকুলাহা-দ্বি'ফাইনি, ফাইল্ লাম্ ইয়ুছিব্‌হা-ওয়া-বিলুন্ ফাত্বোয়াল্;
যাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে ফসল দ্বিগুণ ফলে; আর প্রবল বৃষ্টি না হলেও শিশির পাতই যথেষ্ট;

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٦﴾ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَ

অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ২৬৬। আইয়াঅদ্দু আহাদুকুম্ আন্ তাকূনা লাহূ জ্বান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিওঁ অ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (২৬৬) তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও

আয়াত-২৬৩ ঃ আর্থিক অক্ষমতা ও ওযরের সময় যাঞ্ছাকারীর জবাবে কোন সংগত কারণ বলে দেওয়া এবং যাঞ্ছাকারী খারাপ আচরণ করলে বা রাগান্বিত হলে তাকে মাপ করা সেই দানকারীর চেয়ে উত্তম যে গ্রহীতাকে দানের পর কষ্ট দেয়। আল্লাহ তাআ'লা সম্পদশালী ও ধৈর্যশীল। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি ব্যয় করে সে স্বীয় উপকারের জন্যই করে। সুতরাং ব্যয় করার সময় প্রত্যেক লোকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারো প্রতি তার অনুগ্রহ নেই। স্বীয় উপকারের জন্যই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার নিকট থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা বুঝা গেলেও তাকে আল্লাহর রীতির অনুসারী হয়ে মাফ করা প্রয়োজন। (মাঃ কোঃ)

اَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ

আ'না-বিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা- রু লাহূ ফীহা-মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-তি অআছোয়া-বাহুল্
আঙ্গুর বাগান হোক, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত এবং ওতে সব ধরনের ফল থাকে, আর সে বার্ধক্যে পৌছে আর তার

الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ

কিবারু অলাহূ যুররিইয়্যাতুন্ দ্বু'আফা — উ ফাআছোয়া-বাহা ~ ই'ছোয়া-রুন্ ফীহি না-রুন্ ফাহ্‌তারাক্বাত্; কাযা-লিকা
থাকবে সন্তানাদি, সে থাকবে অক্ষম, অতঃপর ঐ বাগানে প্রবল অগ্নিঝড় বয়ে সব ভস্মীভূত হয়ে যায়? আল্লাহ এভাবে

৩৬ ع ৬ 4 রুকু

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا

ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ তা তাফাক্কারূন্ ।২৬৭। ইয়া~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ আন্‌ফিকূ
তোমাদের জন্য নিদর্শনাদি ব্যাখ্যা করেন, যেন ভাবতে পার। (২৬৭) হে মুমিনরা! তোমরা ব্যয় কর উৎকৃষ্ট বস্তু

مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ

মিন্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা-কাসাব্‌তুম্ অমিম্মা ~ আখ্‌রাজ্‌না-লাকুম্ মিনাল্ আরদ্বি অলা-তাইয়াম্মামুল্ খাবীছা
ব্যয়ের ইচ্ছা তোমাদের সম্পদ হতে যা উপার্জন কর আর যা আমি ভূমি হতে উৎপন্ন করে দেই তা হতে। মন্দ জিনিস

مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ

মিন্‌হু তুন্‌ফিকূ্‌না অলাস্‌তুম্ বিআ-খিযীহি ইল্লা~ আন্ তুগ্‌মিদ্বূ ফীহ্; অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা গানিইয়্যুন্
ব্যয় করো না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নয় যদি না চক্ষু বন্ধ কর। জেনে রাখ, আল্লাহ ধনবান

حَمِيْدٌ ﴿٢٦٨﴾ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً

হামীদ্ ।২৬৮। আশ্ শাইত্বোয়া-নু ইয়া'ইদুকুমুল্ ফাক্ব্‌রা অইয়া"মুরুকুম্ বিল্‌ফাহ্‌শা ~ 'ই অল্লা-হু ইয়া'ইদুকুম্ মাগ্‌ফিরাতাম্
প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে গরীবির ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা

مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٩﴾ يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ

মিন্‌হু অফাদ্বলা-; অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ২৬৯। ইয়ু"তিল্ হিক্‌মাতা মাইঁ ইয়াশা — উ, অমাইঁ ইয়ু"তাল্
ও করুণার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন [২] আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। (২৬৯) যাকে ইচ্ছা হিকমাত দান করেন, যে হিকমাত প্রাপ্ত হয়,

الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٧٠﴾ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ

হিক্‌মাতা ফাক্বাদ্ ঊতিয়া খাইরান্ কাছীরা-; অমা-ইয়ায্‌যাক্কারু ইল্লা~উলুল্ আল্‌বা-ব্। ২৭০। অমা~ আন্‌ফাক্‌তুম্
সে তো প্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত হয়; আর জ্ঞানী ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (২৭০) আর তোমরা যা

আয়াত ঃ ২৬৭ ঃ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে দান-খয়রাত কবূল হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যায়। (১) সম্পদ হালাল হওয়া, (২) সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করা, (৩) ছহীহ্ খাতে ব্যয় করা, (৪) দানে করে অনুগ্রহ প্রকাশ না করা, (৫) গ্রহীতাকে হেয়-প্রতিপন্ন না করা এবং অন্য কোনভাবে কষ্ট না দেয়া ও (৬) বিশুদ্ধ নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। (মাঃ কোঃ) টীকা-২। আয়াত-১৬৮ঃ যখন কারো মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, দান খয়রাত করলে গরীব হয়ে যাব, তখন বুঝতে হবে যে, এ প্ররোচনা শয়তানের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দান-খয়রাতে গুনাহ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদও বেড়ে যাবে এবং বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে এটি আল্লাহর পক্ষ হতে। (মাঃ (কোঃ)

مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

মিন্‌ নাফাক্বাতিন্‌ আও নাযার্‌তুম্‌ মিন্‌ নায্‌রিন্‌ ফাইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামুহূ; অমা-লিজজোয়া-লিমীনা মিন্‌ আন্‌ছোয়া-র্‌।
কিছু দান কর বা যা কিছু মান্নত কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

۝٢٧١ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ

২৭১। ইন্‌ তুব্‌দুছ ছদাক্বা-তি ফানি'ইম্মা-হিয়া ,অইন্‌ তুখ্‌ফূহা-অতু''তূ হাল্‌ ফুক্বারা — আ ফাহুওয়া
(২৭১) তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তা-ও ভাল, যদি গোপনে কর এবং গরীবকে প্রদান কর, তবে তোমাদের

خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٧٢ لَيْسَ عَلَيْكَ

খাইরুল্লাকুম্‌; অইয়ুকাফ্‌ফিরু 'আনকুম্‌ মিন্‌ সাইয়্যিআ-তিকুম্‌; অল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর্‌। ২৭২। লাইসা 'আলাইকা
জন্য উত্তম; আর তোমাদের পাপ মোচন করবেন; আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (২৭২) তাদেরকে

هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ

হুদা-হুম্‌ অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা — উ; অমা-তুন্‌ফিক্বূ মিন্‌ খাইরিন্‌ ফালিআন্‌ফুসিকুম্‌;
সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব নয়,বরং আল্লাহ যাকে চান সৎপথ দেখান। তোমাদের দান তোমাদের জন্যই;

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ

অমা-তুন্‌ফিক্বূনা ইল্লাব্‌তিগা — আ অজ্‌হিল্লা-হ্‌; অমা-তুন্‌ফিক্বূ মিন্‌ খাইরিইঁ ইয়ুঅফ্‌ফা ইলাইকুম্‌ অআন্‌তুম্‌
উপকারার্থেই এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই দান কর। আর যা কিছু তোমরা দান কর, পূর্ণ ফল পাবে;

لَا تُظْلَمُوْنَ ۝٢٧٣ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا

লা-তুজ্‌লামূন্‌। ২৭৩। লিল্‌ ফুক্বারা — য়িল্লাযীনা উহ্‌ছিরূ ফী সাবীলিল্লা-হি লা-ইয়াস্‌তাত্বী'উনা দ্বোয়ার্‌বান্‌
তোমাদের উপর অবিচার করা হবে না। (২৭৩) (এ দান) আল্লাহর পথে নিযুক্ত দরিদ্রদের জন্য, যারা জীবিকার সন্ধানে চলতে পারে

فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ

ফিল্‌ আর্‌দ্বি ইয়াহ্‌সাবুহুমুল্‌ জ্বা-হিলু আগ্‌নিয়া — আ মিনাত তা'আফ্‌ফুফি, তা'রিফুহুম্‌ বিসীমা-হুম্‌,
না[১], যমীনে তারা হাত পাতে না বলে অজ্ঞরা তাদেরকে ধনী মনে করে; আপনি তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবেন;

لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝٢٧٤ اَلَّذِيْنَ

লা-ইয়াস্‌আলূনান্না-সা ইল্‌হা-ফা-; অমা-তুন্‌ফিক্বূ মিন্‌ খাইরিন ফাইন্নাল্লা-হা বিহী 'আলীম্‌। ২৭৪। আল্লাযীনা
তারা ব্যাকুলভাবে স্বীয় অবস্থা মানুষের কাছে বর্ণনা করে না। তোমাদের ব্যয় সম্বন্ধে আল্লাহ ভাল জানেন। (২৭৪) যারা

এক চতুর্থাংশ ● ৩৭
ع ৯ ৫ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৭২ ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে বিনতে ওমাইজ যখন পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন তখন তাঁর মা ও দাদী যারা তখনও মুশরিক ছিলেন, তারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট হতে কিছু দানস্বরূপ ভাতার প্রার্থী হলেন। তখন তিনি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্তকারীদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়; অর্থাৎ অভাবীদেরকে সাহায্য করা যে কোন অবস্থায় হোক না কেন ছওয়াবের কাজই হবে, যাঞ্চাকারী যে ধর্মাবলম্বীই হোক না কেন। টীকা - ১। এখানে মসজিদে নবুবীতে অবস্থানরত গরীব সাহাবীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে; তাদেরকে 'আছহাবে ছোফ্‌ফা' বলা হত, সুদ যে খায়, যে দেয়, যে লেখে এবং যে সাক্ষী ও জিম্মাদদার সকলেই জাহান্নামী।

يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

ইয়ুন্‌ফিক্বূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্ বিল্লাইলি অন্নাহা-রি সির্‌রাওঁ অ'আলা-নিয়াতান্ ফালাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্‌দা
আপন ধন সম্পদ রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার,

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٥﴾ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا

রব্বিহিম, অলা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ২৭৫। আল্লাযীনা ইয়া'কুলূনার্ রিবা-লা
তাদের কোন ভয় নেই, নেই কোন চিন্তা। (২৭৫) যারা সুদ খায় তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাকে

يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ইয়াক্বূমূনা ইল্লা-কামা-ইয়াক্বূমুল্ লাযী ইয়াতাখাব্বাত্বুহুশ্ শাইত্বোয়া-নু মিনাল্ মাস্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্
শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দেয়। তা এজন্য যে, তারা বলে-"ক্রয়-বিক্রয় সুদের মত,

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن

ক্বা-লূ~ ইন্নামাল্ বাই'উ মিছ্‌লুর্ রিবা-। অআহাল্লাল্লা-হুল্ বাই'আ অহার্‌রামার্ রিবা-; ফামান্
অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে রবের পক্ষ হতে নির্দেশ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

জ্বা—আহূ মাও'ই জোয়াতুম্ মির রব্বিহী ফান্‌তাহা-ফালাহূ মা-সালাফ্; অআম্‌রুহূ~ ইলাল্লা-হ্; অমান্ 'আ-দা
আসার পর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে, তবে অতীতের সব তারই। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যস্ত, যারা পুনরায়

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي

ফাউলা—য়িকা আছ্‌হা-বুন না-রি হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ২৭৬। ইয়াম্‌হাক্বুল্লা-হুর রিবা-অইয়ুর্‌বিছ্
সুদ গ্রহণ করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২৭৬) আল্লাহ সুদকে ধ্বংস ও দানকে বর্ধিত

الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ছাদাক্বা-তি; অল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বু কুল্লা কাফ্‌ফা-রিন্ আছীম্। ২৭৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্
করেন। আল্লাহ কোন পাপী কাফেরকে পছন্দ করেন না। (২৭৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে

الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا

ছোয়া-লিহা-তি অআক্বা-মুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা লাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্ অলা-
ও নামায কায়েম করে আর যাকাত দেয়, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার আছে; তাদের নাই

ওয়াক্‌ফে মন্‌যিল

ওয়াক্‌ফে গায়েব

টীকা-১। শানেনুযূল, ঃ আয়াত- ২৭৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর নিকট চারটি দিরহাম ছিল; তার মধ্যে তিনি একটি দিরহাম দিনে, একটি দিরহাম রাতে আর একটি দিরহাম প্রকাশ্যে ও একটি দিরহাম গোপনে দান করেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী)

অপর এক বর্ণনায় আছে, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দশ হাজার দেরহাম দিনে, দশ হাজার দেরহাম রাতে, দশ হাজার দেরহাম প্রকাশ্যে আর দশ হাজার দেরহাম গোপনে মোট চল্লিশ হাজার দেরহাম দান করেন। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হল। (মাঃ কোঃ)

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا

খাওফুন্ 'আলাইহিম্, অলা-হুম ইয়াহ্‌যানূন্। ২৭৮। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাক্বু ল্লা-হা অযারূ
কোন ভয়, নেই কোন চিন্তা। (২৭৮) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর,

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ

মা-বাক্বিয়া মিনার্ রিবা~ ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ২৭৯। ফাইল্লাম্ তাফ্‌আলূ ফা''যানূ বিহার্‌বিম্ মিনাল্লা-হি
বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও যদি মু'মিন হও। (২৭৯) অন্যথা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের

وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

অরাসূলিহী, অইন্ তুব্‌তুম্ ফালাকুম্ রুয়ূসু আম্‌ওয়া-লিকুম্, লা-তাজ্‌লিমূনা অলা-তুজ্‌লামূন্।
বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা জেনে রাখ, যদি তওবা কর, তবে মূলধন পাবে। তোমরা অত্যাচার করবে না, আর অত্যাচারিত হয়ো না।

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

২৮০। অইন্ কা-না যূ'উস্‌রাতিন্ ফানাজিরাতুন্ ইলা-মাইসারাহ্; অআন্ তাছোয়াদ্দাক্বূ খাইরুল্লাকুম্ ইন্
(২৮০) আর সে অভাবী হলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, মাফ করা হলে আরো উত্তম হবে, যদি

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ

কুন্‌তুম্ তা'লামূন্। ২৮১। অত্তাক্বূ ইয়াওমান্ তুর্‌জা'উনা ফীহি ইলাল্লা-হি ছুম্মা তুওয়াফ্‌ফা-কুল্লু
তোমরা বুঝ। (২৮১) আর সেদিনের ভয় কর, যেদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তখন প্রত্যেকের

نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ

নাফ্‌সিম্ মা-কাসাবাত্ অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন। ২৮২। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~ ইযা-তাদা-ইয়ান্‌তুম্
কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে, জুলুম করা হবে না। (২৮২) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট

৩৮ ع ৮ ৬ রুকু

بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

বিদাইনিন্ ইলা~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান ফাক্‌তুবূহ্; অল্‌ইয়াক্‌তুব্ বাইনাকুম্ কা-তিবুম্ বিল্'আদ্‌লি
সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন লিখে রাখ। অথবা কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয়।

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي

অলা-ইয়া''বা কা-তিবুন্ আই ইয়াক্‌তুবা কামা-'আল্লামাহুল্লা-হু ফাল্‌ইয়াক্‌তুব্, অল্‌ইয়ুম্‌লিলিল্লাযী
লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে; আল্লাহ যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তেমন লিখবে; দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যেন

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৭৮ ঃ বর্বর যুগে ধনী আমর ছকফী বনী মুগীরা মখযুমীর সাথে সুদী কারবার করত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন সুদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তখন বনী আমর এ শর্তে চুক্তি করল যে, তাদের অতীত প্রাপ্য সুদ পূর্ব প্রথা অনুযায়ী আদায় করতে হবে। আর তাদের নিকট অন্যের প্রাপ্য সুদ মাপ হয় যাবে। অতঃপর তারা বনী মুগীরা হতে তাদের অতীত প্রাপ্য সুদ আদায় করে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। তখন বনী মুগীরার লোকেরা উদ্বিগ্নতা সহকারে মক্কার তখনকার শাসক এতাব ইবনে উছাইদের সমীপে এ মর্মে মামলা দায়ের করল যে, বড়ই অবিচারের বিষয়, সমগ্র মক্কাবাসী সুদী কর্জ

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ

'আলাইহিল্ হাক্বু-ক্বু অল্‌ইয়াত্তাক্বিল লা-হা রব্বাহূ অলা-ইয়াব্‌খাস্ মিন্‌হু শাইয়া-; ফাইন্ কা-নাল্লাযী

লেখার সময় ভয় করে, তার রব আল্লাহকে; আর কিছু যেন না কমায়। তবে যে ঋণ গ্রহণ করে,

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ

'আলাইহিল্ হাক্বু-ক্বু সাফীহান্ আও দ্বোয়া'ঈফান্ আওলা- ইয়াস্‌তাত্বী'উ আইঁ ইয়ুমিল্লা হুওয়া ফাল্‌ইয়ুম্‌লিল্

সে যদি বোকা বা দুর্বল হয় বা লেখার বিষয় বলে দিতে সক্ষম না হয়; তবে অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখায়।

وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ

অলিয়্যুহূ বিল্'আদল্; অস্‌তাশ্‌হিদূ শাহীদাইনি মির্ রিজ্বা-লিকুম্, ফাইল্লাম্ ইয়াকূনা-রাজ্বু-লাইনি

আর দুজন সাক্ষী রাখবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে, যদি দুজন পুরুষ না থাকে

فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ

ফারাজ্বুলুওঁ অম্‌রায়াতা-নি মিম্মান তারদ্বোয়াওনা মিনাশ্ শুহাদা —য়ি আন্ তাদ্বিল্লা ইহ্‌দা-হুমা-ফাতুযাক্কিরা

তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারীর ভেতর থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর। যেন একজন ভুলে গেলে অন্যজন

اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۚ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ

ইহ্‌দা-হুমাল্ উখ্‌রা– অলা-ইয়া''বাশ্ শুহাদা —উ ইযা- মা-দু'উ; অলা- তাস্‌আমূ ~ আন্

স্মরণ করাতে পারে। যখন ডাকা হবে তখন সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে। ঋণ ছোট হোক বা

تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ

তাক্‌তুবূহু ছোয়াগীরান্ আও কাবীরান্ ইলা~ আজ্বালিহ্; যা-লিকুম্ আক্ব্‌সাত্বু 'ইন্দাল্লা-হি অআক্ব্‌ওয়ামু

বড় হোক মেয়াদসহ লিখতে শৈথিল্য করো না; এ লিখে রাখার কাজ আল্লাহর কাছে বিচারসম্মত,

لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا

লিশ্ শাহা-দাতি অআদ্‌না~ আল্লা-তার্‌তা-বূ~ ইল্লা~ আন্ তাকূনা তিজ্বা-রাতান্ হা-দ্বিরাতান্ তুদ্বীরূনাহা-

সাক্ষ্যের জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তর এবং সন্দেহমুক্ত হওয়া; কিন্তু যদি ব্যবসায় নগদ হয় আর হাতে হাতে লেনদেন কর,

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

বাইনাকুম্ ফালাইসা 'আলাইকুম্ জ্বু-না-হুন্ আল্লা–তাক্‌তুবূহা-; অআশ্‌হিদূ ~ ইযা- তাবা-ইয়া'তুম্

তবে যদি তোমরা তা না লিখ, তবে তোমাদের কোন দোষ নেই; পরস্পর কেনা-বেচার সাক্ষী রেখো,

হতে মুক্তি পেল। কিন্তু আমরা এখনও সে আপদের বেড়াজালে আবদ্ধ রয়ে গেলাম। তখন তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিখে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট পাঠালে এ আয়াত নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) শানেনুযুল ঃ আয়াত-২৮৫ঃ যখন মনের কল্পনার হিসেব গ্রহণের কথা বর্ণিত হল, তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে হতভম্ব হয়ে উপস্থিত হলেন এবং উক্ত অবস্থায় নিষ্কৃতির কোন উপায় না থাকার কথা বললেনঃ কেননা , মন কারও আয়ত্তে থাকে না, ওতে মনে অনেক কু-ধারণার সৃষ্টি হয়। হুযূর (ছঃ) তখন

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

অলা-ইয়ুদ্বোয়া — র্‌রা কা-তিবুওঁ অলা-শাহীদ্; অইন্ তাফ্'আলূ ফাইন্নাহূ ফুসূক্বুম্ বিকুম্; অত্তাক্বুল্লা-হা
কোন লেখক আর সাক্ষীর ক্ষতি করা যাবে না; করলে তোমাদের পাপ হবে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনিই

وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا

অইয়ু'আল্লিমুকুমুল্লা-হ্; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ২৮৩। অইন্ কুন্তুম্ 'আলা-সাফারিওঁ অলাম্ তাজ্বিদূ
তোমাদের শিক্ষা দেন, আর আল্লাহ্ই সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (২৮৩) আর সফরে থাকলে যদি কোন লেখক না পাও,

كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ

কা-তিবান্ ফারিহা-নুম্ মাক্ব্‌বূদ্বোয়াহ্; ফাইন্ আমিনা বা'দ্বুকুম্ বা'দ্বোয়ান্ ফাল্ইয়ুআদ্ দিল্লাযি"তুমিনা
তবে বন্ধক হিসেবে কোন বস্তু রাখা বিধেয়; যদি পরস্পরকে বিশ্বাস কর, বিশ্বাস্য ব্যক্তি যেন আমানত ফেরত দেয়,

اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ

আমা-নাতাহূ অল্ ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা রব্বাহ্; অলা–তাক্তুমুশ্ শাহা-দাহ্; অমাইঁ ইয়াক্তুম্‌হা-ফাইন্নাহূ~
আর যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে, আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না; যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর

৩৯ ع ২ ৭ রুকু

اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۴﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ

আ-ছিমুন্ ক্বাল্‌বুহ্; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা 'আলীম্। ২৮৪। লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি;
পাপী। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম জানেন। (২৮৪) আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহরই।

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ

অইন্ তুব্‌দূ মা-ফী~ আন্‌ফুসিকুম্ আও তুখ্‌ফূহু ইয়ুহা-সিব্‌কুম্ বিহিল্লা-হ্; ফাইয়াগ্‌ফিরু লিমাইঁ
তোমাদের মনের বিষয়সমূহ প্রকাশ কর আর গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব নেবেন;

يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۵﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ

ইয়াশা — উ অইয়ু'আয্‌যিবু মাইঁ ইয়াশা — উ অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২৮৫। আ-মানার্ রাসূলু
যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (২৮৫) রাসূল ও মু'মিনরা

بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

বিমা~ উন্‌যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী অল্ মু''মিনূন্; কুল্লুন আ-মানা বিল্লা-হি অমালা — য়িকাতিহী অকুতুবিহী
রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সকল কিছু বিশ্বাস করেন; তাঁরা সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের বিশ্বাস

ইহুদীদের ন্যায় তাঁদেরকে হুজ্জত করতে বারণ করলেন এবং মনিবের হুকুম মেনে নিতে উপদেশ দিলেন। ফলে তাঁরা মেনে নিলেন। তাঁদের এ আনুগত্যের প্রশংসা করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।
টিকা ঃ ঋণকে এখানে আমানত বলা হয়েছে। কেননা, ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার প্রতি চরম বিশ্বাসেই ঋণদান করেছে।
আয়াত ঃ ২৮৬ ঃ সাহাবীরা যখন এ আদেশ মেনে নিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা অনুকম্পা সূচক এ আয়াত অবতীর্ণ করে ঘোষণা করেন যে, অন্তরের কল্পনাসমূহ ক্ষমাযোগ্য কেননা, তাতে মানুষের ক্ষমতা চলে না। আর এরূপ অক্ষম বিষয়ে ধর-পাকড় করা জুলুম হবে। আল্লাহ আপন বান্দাদের প্রতি অবিচারী নন।

وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

অরুসুলিহী, লা-নুফার্‌রিক্বু বাইনা আহাদিম মির্ রুসুলিহী অক্বা-লূ সামি'না- অআত্বোয়া'না-
করেন। আমরা পার্থক্য করি না তাঁর রাসূলদের মাঝে; আর বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম,

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٦﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا

গুফ্‌রা-নাকা রব্বানা- অইলাইকাল্ মাছীর্। ২৮৬। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা-হু নাফসান্ ইল্লা-উস্'আহা-; লাহা-
হে আমাদের প্রতিপালক। ক্ষমা চাই, আর আপনার কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল। (২৮৬) আল্লাহ সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না,

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

মা- কাসাবাত অ'আলাইহা- মাক্‌তাসাবাত; রব্বানা- লা-তুআ-খিয্‌না ~ ইন্নাসী ~ না-আও আখ্‌ত্বোয়া''না-,
সে কাজের প্রতিদান আর পাপের শাস্তি পাবে, হে আমাদের রব, ভুল বা ত্রুটির জন্য পাকড়াও করবেন না;

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا

রব্বানা- অলা-তাহ্‌মিল্ 'আলাইনা~ ইছ্‌রান কামা-হামাল্‌তাহূ 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিনা-,
হে রব! আমাদের ওপর বোঝা দেবেন না পূর্ববর্তীদের ন্যায়; হে আমাদের রব! ক্ষমতার বাইরে

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا

রব্বানা- অলা-তুহাম্মিল্‌না- মা-লা-ত্বোয়া-ক্বাতা লানা-বিহ্‌;অ'ফু 'আন্না-অগ্‌ফির্ লানা-
কোন গুরুভার আমাদের উপর দেবেন না। আমাদের পাপ মোচন করুন, ক্ষমা করুন,

৪০ ع ৭ ৮ রুকু

وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্‌হাম্‌না- আন্‌তা মাওলা-না- ফান্‌ছুরনা- 'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্।
দয়া করুন, আপনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, কাফেরদের ওপর আমাদেরকে বিজয়ী করুন।

সূরা আলে ইমরান মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ২০০ রুকূ ঃ ২০

﴿١﴾ الٓمّٓ ﴿٢﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٣﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্ ২। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুঅল হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যূম্। ৩। নায্‌যালা 'আলাইকাল্ কিতা-বা
(১) আলিফ্ লা-ম্ মী-ম। (২) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। (৩) তিনি আপনার কাছে কিতাব নাযীল করেছেন

নামকরণ ঃ হযরত মারইয়ামের আব্বা ইমরানের পরিবার সম্পর্কীয় আলোচনা এ সূরায় থাকার কারণে এ সূরার নামকরণ আলে ইমরান করা হয়েছে।
শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১ ঃ একদা একদল খ্রিস্টান রাসূলে করীম (ছঃ)এর নিকট এসে বিতর্কের সুরে বলতে লাগল, "হে মুহাম্মদ! ঈসা (আঃ) যদি আল্লাহর জাত পুত্র না হয়ে থাকেন তবে বলুন, তাঁর পিতা কে?" তিনি (রাসূল সাঃ) বললেন, হে মূর্খের দল! তোমাদের মতেও তো আল্লাহ অবিনশ্বর সত্তা, নশ্বর নন। আর ঈসা (আঃ) নশ্বর, তাঁর মৃত্যু আছে তিনি পানাহার করতেন, নিদ্রা যেতেন, পেশাব-পায়খানা করতেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু হতে পুতঃপবিত্র। কিন্তু এটি সর্বজনবিদিত যে জাত হয় জাতকের ন্যায়। সুতরাং

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ

বিল্‌হাক্ক্বি মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি অআন্‌যালাত তাওরা–তা অল্ ইন্‌জীল্। ৪। মিন্ ক্বাব্‌লু
সত্যসহ যা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আর তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন। (৪) ইতোপূর্বে

هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

হুদাল লিন্না-সি অআন্‌যালাল্ ফুর্‌ক্বা-ন্; ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি
মানুষের হিদায়েতের জন্য; আর ফুরকান নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ

লাহুম 'আযা-বুন্ শাদীদ্; অল্লা-হু 'আযীযুন্ যুন্‌তিক্বা-ম্। ৫। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াখ্‌ফা-'আলাইহি শাইয়ুন্
রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন যে যমীন ও আকাশের

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ

ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ফিস্ সামা — ই। ৬। হুওয়াল্লাযী ইয়ুছোয়াওয়্যিরুকুম্ ফিল্ আর্‌হা-মি কাইফা
কোন কিছু আল্লাহর নিকট অপ্রকাশ্য নয়। (৬) তিনিই মাতৃগর্ভে ইচ্ছামত তোমাদের আকৃতি গড়েন,

يَشَاءُ ۗ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦﴾ هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

ইয়া শা — উ; লা~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ ৭। হুওয়াল্লাযী ~ আন্‌যালা 'আলাইকাল্ কিতা-বা
তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৭) তিনি আপনার কাছে নাযিল করেছেন কিতাব;

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۗ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ

মিন্‌হু আ-ইয়া-তুম্ মুহ্‌কামা-তুন্ হুন্না উম্মুল্ কিতা-বি অউখারু মুতাশা-বিহা-ত্; ফাআম্মাল লাযীনা ফী
এর কিছু আয়াত সুস্পষ্ট; যা কিতাবের মূল; অন্য অংশ বিবিধ অর্থবোধক। কাজেই যাদের মনে কুটিলতা[১]

قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهٖ ۚ

কুলূবিহিম্ যাইগুন্ ফাইয়াত্তাবি'ঊ না মা-তাশা-বাহা মিন্‌হুব্‌তিগা — য়াল্ ফিত্‌নাতি অব্‌তিগা — য়া তা''ওয়ীলিহী,
আছে, তারা ফিতনা, ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিবিধ অর্থবোধক অংশের অনুসরণ করে, অথচ এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗ إِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ

অমা-ইয়া'লামু তা''ওয়ীলাহূ ~ ইল্লাল্লা-হ্। অর্‌রা-সিখূনা ফিল্'ইল্‌মি ইয়াকূ্‌লূনা আ-মান্না-বিহী
আর কেউ অবগত নয়। গভীর জ্ঞানের অধিকারী যারা [২] তারা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি এসব আমাদের

ওয়াকুফে লাযেম মনযিল ওয়াক্‌ফুন্নবী (ছঃ)

ঈসা (আঃ) যদি আল্লাহর জাত পুত্র হতেন তবে তিনিও আল্লাহর ন্যায় পাক পবিত্র ও বেপরোয়া থাকবেন। রাসূল (ছঃ)-এর এ বক্তব্য শুনে খ্রিষ্টানরা চুপ হয়ে গেল। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহর সত্তার পরিচয় প্রদান পূর্বক এ সূরায় প্রথম দশটিরও অধিক আয়াত নাযিল করেন।

আয়াত-৭ ঃ ১। যাদের অন্তর বক্র তারা সুস্পষ্ট আয়াত পরিত্যাগ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করে তা হতে নিজ উদ্দেশ্যের অনুকূলে অর্থ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াস চালায়। এদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। (মাঃ কোঃ) ২। তারা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস হতে উৎসারিত। সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্য উপকারী ও জরুরী ছিল, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখেন নি। আর অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে বর্ণনা করেন নি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্য জরুরী নয়। বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট। (তাফঃ মাযঃ)

كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٨﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا

কুল্লুম্ মিন্ 'ইন্দি রব্বিনা-, অমা-ইয়ায্‌যাক্কারু ইল্লা~ উ-লুল্ আল্‌বা-ব্। ৮। রব্বানা-লা-তুযিগ্ কুলূবানা-
প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত; জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (৮) হে আমাদের রব! হিদায়েত দানের পর আমাদের অন্তরকে

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٩﴾ رَبَّنَا

বা'দা ইয্ হাদাইতানা-অহাবলানা-মিল্ লাদুন্‌কা রহ্‌মাতান্ ,ইন্নাকা আন্‌তাল্ অহ্‌হা-ব্। ৯। রব্বানা~
বাঁকা করবেন না; আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, আপনিই তো দাতা। (৯) হে আমাদের রব!

ع ৯ ৯ রুকু

إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٠﴾ إِنَّ

ইন্নাকা জ্বা-মি'উন্ না-সি লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা ফীহ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখ্‌লিফুল্ মী'আ-দ্। ১০। ইন্নাল
আপনি সন্দেহাতীতভাবে একদিন মানব জাতিকে সমবেত করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। (১০) যারা

الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَ

লাযীনা কাফারূ লান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌হুম্ আম্‌ওয়া-লুহুম্ অলা~ আওলাদুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইয়া-; অ
কাফের তাদের সম্পদ ও সন্তানরা আল্লাহর নিকট কোন কাজে আসবে না;

أُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١١﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

উলা—য়িকা হুম অকূদুন না-র্। ১১। কাদা''বি আ-লি ফির্'আওনা অল্লাযী না মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্;
এরাই জাহান্নামের ইন্ধন। (১১) ফেরাউনী সম্প্রদায় ও পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ধারার ন্যায় আমার আয়াতসমূহকে তারা

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾ قُل

কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ফাআখাযাহুমুল্লা-হু বিযুনূবিহিম্; অল্লা-হু শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ১২। ক্বুল্
অস্বীকার করেছিল; ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন; আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (১২) কাফেরদের বলে দিন,

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٣﴾ قَدْ كَانَ

লিল্লাযীনা কাফারূ সাতুগ্‌লাবূনা অতুহ্‌শারূনা ইলা-জ্বাহান্নাম্; অবি''সাল্ মিহা-দ্। ১৩। ক্বাদ্ কা-না
তোমরা শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং জাহান্নামে একত্রিত হবে, তা জঘন্য স্থান। (১৩) দু দলের পরস্পর

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ

লাকুম্ আ-ইয়াতুন্ ফী ফিয়াতাইনিল্ তাক্বাতা-; ফিয়াতুন্ তুক্বা-তিলু ফী সাবীলিল্লা-হি অ উখ্‌রা- কা-ফিরাতুঁই
মুকাবিলায় অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে; একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, অন্যদল ছিল

টীকা ঃ যার দ্বারা হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝা যায় তা-ই 'ফুরকান'। শানেনুযূলঃ আয়াত-১২ ঃ রসূলুল্লাহ (ছঃ) কোরেশী কাফেরদের পরাজিত করে বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করার পর বনী-কায়নোকা বাজারে ইহুদীদরকে সমবেত করে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করলেন। নতুবা কোরেশীদের ন্যায় তাদেরকেও পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দিলেন। জবাবে ইহুদী দম্ভের সাথে বলল, "আমরা যে কেমন বীর এবং পারদর্শী যোদ্ধা আমাদের সাথে যুদ্ধ অবতীর্ণ হলে বুঝতে পারবে, হে মুহাম্মদ! আমরা কোরেশদের ন্যায় অনভিজ্ঞ যোদ্ধা নয়। তাদের দাম্ভিক ও অহঙ্কারী উক্তির প্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি নাযিল হয়। বায়জাবী শরীফে "লিল্লাযীনা কাফারু" হতে মক্কার মুশরিকদেরকে বুঝান হয়েছে। যোগসূত্রঃ আয়াত-১৩ ঃ ২ আয়াতে কারীমায় কাফেরদের পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে। এখানে উপমাস্বরূপ একটি প্রমাণ বর্ণনা করছেন।

يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

ইয়ারাওনাহুম্ মিছ্লাইহিম্ রা'ইয়াল্ 'আইন্; অল্লা-হু ইয়ুআইয়্যিদু বিনাছ্রিহী মাইঁ ইয়াশা — উ; ইন্না ফী যা-লিকা

কাফের, তারা তাদেরকে স্বীয় চোখের নজরে দ্বিগুণ দেখছিল, আল্লাহ যাকে চান সাহায্য করেন, এতে অন্তর্দৃষ্টি

لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٤﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ

লা'ইব্রাতাল্ লিউলিল্ আব্ছোয়া-র। ১৪। যুইয়্যিনা লিন্না-সি হুব্বুশ্ শাহাওয়া-তি মিনা ন্নিসা — য়ি অল্বানীনা

সম্পন্নদের জন্য শিক্ষা আছে। (১৪) মানবজাতিকে মোহগ্রস্ত করেছে আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী, নারী;

وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ

অল্ ক্বানা-ত্বীরিল্ মুক্বান্ত্বোয়ারাতি মিনায্ যাহাবি অল্ ফিদ্বদ্বোয়াতি অল্ খাইলিল্ মুসাওয়্যামাতি অল আন্'আ-মি

সন্তান, এবং পছন্দনীয় ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামার, এসবই হল পার্থিব

وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٥﴾ قُلْ

অল্ হারছ্; যা-লিকা মাতা-'উল্ হাইয়া-তিদ দুন্ইয়া-, অল্লা-হু 'ইন্দাহূ হুস্নুল্ মাআ-ব। ১৫। ক্বুল

জীবনের ভোগ্যসামগ্রী, আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (১৫) আপনি বলুন,

اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ

আউনাব্বিউ কুম্ বিখাইরিম্ মিন্ যা-লিকুম্ লিল্লাযীনাত্ তাক্বাও 'ইন্দা রব্বিহিম জান্না-তুন্ তাজ্রী

এতদপেক্ষা উত্তম বস্তুর খবর দেব কি? মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে এমন জান্নাত যার

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ

মিন তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- অ আজ্ওয়া-জুম্ মুত্বোয়াহ্ হারাতুওঁ অ রিদ্বওয়া-নুম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু

নিচ দিয়ে ঝরণা প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, তথায় পবিত্র রমণীগণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকবে, আল্লাহ

بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٦﴾ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا

বাছীরুম্ বিল্'ইবা-দ্। ১৬। আল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রব্বানা~ ইন্নানা~ আ-মান্না-ফাগ্ফির্লানা- যুনূবানা- অক্বিনা-

বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে রব! আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করুন, অগ্নির শাস্তি

عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَ

'আযা-বান্ না-র্। ১৭। আছ্ছোয়া-বিরীনা অছ্ছোয়া-দিক্বীনা অল্ ক্বা-নিতীনা অল্ মুন্ফিক্বীনা অল্

হতে রক্ষা করুন। (১৭) তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী অনুগত, দানকারী ও

আয়াত-১৪ঃ সাতটি বিষয় মানুষকে মায়া-মমতায়, বিবাদ বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে ফেলে। এর প্রথমটি হল নারী। নারী মোহ মানুষকে ধ্বংস করা সত্ত্বেও নারী পুরুষের মাঝে একটা চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ বিদ্যমান। দ্বিতীয়টি হল সন্তান। যাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ভেবে নিজের চেয়েও বেশি দিতে চায় তার জন্য। তৃতীয়টি হল ধন-সম্পদ সোনা-রূপা। যার কারণে মানুষ অহংকারী হয়। চতুর্থটি হল গরু-মহিষ, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি। এরপর ক্ষেত-খামার। আল্লাহ এরশাদ করেন, পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ ক্ষতি মিশানো, কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুস্বাধু ও চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অথচ মানুষ মানবীয়

• অর্ধাংশ

الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ⑰ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ

মুছ্‌তাগ্‌ফিরীনা বিল্‌ আস্‌হা-র্‌ ১৮। শাহিদাল্লা-হু আন্নাহূ লা~ ইলাহা ইল্লা-হুঅ অল্‌মালা — য়িকাতু অ
শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই ফেরেশতা ও

اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًاۢ بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑲ اِنَّ الدِّيْنَ

উলুল্‌ 'ইল্‌মি ক্বা—য়িমাম্‌ বিল্‌ ক্বিস্‌ত্ব; লা~ ইলা-হা ইল্লা-হুঅল্‌ 'আযীযুল্‌ হাকীম্‌। ১৯। ইন্নাদ্দীনা
জীনরা সাক্ষ্য দেয় তিনি ন্যায়-নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ ভিন্ন মা'বুদ নেই। (১৯) ইসলামই আল্লাহর

عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ

'ইন্‌দাল্লা-হিল্‌ ইস্‌লা-ম্‌; অ মাখ্‌তালাফাল্লাযীনা উতুল্‌ কিতা-বা ইল্লা-মিম্‌ বা'দি
নিকট একমাত্র দ্বীন; যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও শুধু নিজেদের

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ

মা-জ্বা — য়া হুমুল্‌ 'ইল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্‌ বাইনাহুম্‌; অমাইঁ ইয়াক্‌ফুর্‌ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাইন্নাল্লা-হা সারী'উল
হিংসায় পড়ে তারা বিরোধিতা করেছে; কেউ আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণে

الْحِسَابِ ⑳ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ

হিসা-ব্‌ ২০। ফাইন্‌ হা — জ্জূকা ফাক্বুল্‌ আস্‌লাম্‌তু অজ্‌হিয়া লিল্লা-হি অ মানিত্তাবা'আন; অ ক্বুল্‌
তৎপর। (২০) যদি তারা তর্ক করে; তবে বলুন, আমি ও আমার অনুসারীরা একমাত্র আল্লাহতে সমর্পিত। যারা

لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ

লিল্লাযীনা উতুল্‌ কিতা-বা অল্‌ উম্মিয়্যীনা আআস্‌লাম্‌তুম্‌; ফাইন্‌ আস্‌লামূ ফাক্বাদিহ্‌ তাদাও,
কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে ও মূর্খদেরকে বলুন, তোমরা কি মেনে নিয়েছ? যদি মেনে নেয়, তবে তারাও সরল পথ পেল,

২ ع ১১ ১০ রুকু

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ㉑ اِنَّ الَّذِيْنَ

অ ইন্‌ তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-'আলাইকাল্‌ বালা-গ্‌; অল্লা-হু বাছীরুম্‌ বিল্‌ 'ইবা-দ্‌। ২১। ইন্নাল্লাযীনা
যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কাজ শুধু পৌঁছানো। (২১) নিশ্চয়ই যারা

يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ

ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অইয়াক্‌তুলূনান্‌ নাবিয়্যীনা বিগাইরি হাক্ব্‌ক্বিওঁ অইয়াক্ব্‌তুলূনাল্লাযীনা
আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং অহেতুক নবীদেরকে হত্যা করে আর হত্যা করে সঠিক

স্বভাবসুলব এসব বস্তুসমূহের প্রতিই ধাবিত হতে থাকে এবং তাকেই উত্তম মনে করে। অথচ পরকালের নিয়ামতের তুলনায় পার্থিব ভোগ বিলাস একেবারেই মূল্যহীন। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮ ঃ ১ ইমাম বগভী (রঃ) বলেন, সিরিয়া থেকে দুজন বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত একবার মদীনায় উপনীত হয়ে মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে ধরনের লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাত কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলে মনে হয়। এর পর তারা জানতে পারলেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে।

يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

ইয়া'মুরূনা বিল্ ক্বিস্‌ত্বি মিনান্না-সি ফাবাশ্‌শিরহুম্ বি'আযা-বিন্ আলীম্। ২২। উলা — য়িকাল্লাযীনা

কাজের নির্দেশ দাতাদেরকেও, তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২২) এরাই সেই লোক যাদের কার্যাবলী

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى

হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফিদ্দুন্‌ইয়া-অল্ আ-খিরাতি অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ২৩। আলাম্ তারা ইলাল্

দুনিয়া ও আখেরাতে নষ্ট হয়েছে; তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (২৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি

الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

লাযীনা উতূ নাছীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি ইয়ুদ'আওনা ইলা- কিতা-বিল্লা-হি লিইয়াহ্‌কুমা বাইনাহুম্ ছুম্মা

কিতাবের একাংশ প্রাপ্তদের প্রতি? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ডাকা হয়েছে যেন তা তাদের মাঝে মীমাংসা করে;

يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا

ইয়াতাওয়াল্লা- ফারীকুম্ মিন্‌হুম্ অহুম্ মু'রিদ্বূন্। ২৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লান্ তামাস্‌সানান্না-রু ইল্লা~

কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারাই অমান্যকারী। (২৪) কারণ, তারা বলে যে, কয়েকদিন ছাড়া আমরা

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَكَيْفَ إِذَا

আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-তিওঁ অগার্‌রাহুম্ ফী দীনিহিম্ মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন্। ২৫। ফাকাইফা ইযা-

জাহান্নামে থাকব না; দ্বীনের ব্যাপারে এ মিথ্যা ধারণাই তাদের প্রতারিত করেছে। (২৫) সন্দেহমুক্ত সে

جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

জ্বামা'না-হুম্ লিইয়াওমিল্ লা-রাইবা ফীহি অউফ্‌ফিয়াত্ কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা- কাসাবাত্ অহুম্ লা-

একত্রিত হবার দিনে তাদের কি অবস্থা হবে, যেদিন প্রত্যেকের কর্মফল প্রদান করা হবে তাদের প্রতি কোন জুলুম

يُظْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

ইয়ুজ্‌লামূন্। ২৬। ক্বুলিল্লা-হুম্মা মা-লিকাল্ মুল্‌কি তু''তিল্ মুল্‌কা মান্ তাশা — উ অ তান্‌যি'উল্ মুল্‌কা

করা হবে না। (২৬) বলুন, হে আল্লাহ! রাজ্যের মালিক তো আপনিই; যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন আর যার কাছ থেকে

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ

মিম্মান্ তাশা — উ অ তু'ইয্‌যু মান্ তাশা — উ অতুযিল্লু মান্ তাশা — উ; বিইয়াদিকাল্ খাইর্; ইন্নাকা

ইচ্ছা কেড়ে নেন; ইচ্ছামত সম্মান দেন আর ইচ্ছেমত লাঞ্ছিত করেন; আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত,

তারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন, আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আহমদ? তিনি বললেন, হাঁ। তারা আরও বললেন, আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, জিজ্ঞাসা করুন। তারা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান। (তফসীরে মাআরেফুল কুরআন)।

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٧﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز

'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২৭। তূলিজু্ল লাইলা ফিন্নাহা-রি অতূলিজু্ন নাহা-রা ফিল্লাইলি

নিশ্চয়ই আপনিই সর্বশক্তিমান। (২৭) নিশ্চয়ই আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান,

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ

অতুখ্রিজু্ল্ হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি অতুখ্রিজু্ল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি অতার্জু্ক্বু্ মান্

আপনিই মৃত হতে জীবিত এবং জীবিত হতে মৃত বের করেন; আপনি যাকে ইচ্ছা

تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ

তাশা — উ বিগাইরি হিসা-ব্। ২৮। লা-ইয়াত্তাখিযিল্ মু''মিনূনাল্ কা-ফিরীনা আওলিয়া — য়া মিন্ দূনিল্

অগণিত রুযী দান করেন। (২৮) মুমিনরা যেন কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে মু'মিনদের বাদ দিয়ে, যে এরূপ

الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ

মু''মিনীন; অমাইঁ ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা ফালাইসা মিনাল্লা-হি ফী শাইয়িন্ ইল্লা~ আন্ তাত্তাক্বূ মিন্হুম্

করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে যদি তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর, তবে ব্যতিক্রম;

تُقٰىةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٩﴾ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ

তুক্বা-হ্; অইয়ুহায্যিরুকুমুল্লা-হু নাফ্সাহ্; অ ইলাল্লা-হিল্ মাছীর। ২৯। ক্বুল্ ইন্ তুখ্ফূ মা-ফী

আল্লাহ নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন; আল্লাহর নিকটেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে (২৯) বলুন, তোমরা

صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

ছুদূরিকুম্ আও তুব্দূহু ইয়া'লাম্হুল্লা-হ্; অইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্ব্;

অন্তরের বিষয় গোপন কর কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন; আসমান যমীনের সবকিছু তিনিই জানেন;

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৩০। ইয়াওমা তাজিদু কুল্লু নাফ্সিম্ মা-'আমিলাত্ মিন্ খাইরিম্

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৩০) যেদিন প্রত্যেকেই স্বীয় সৎ ও অসৎকর্ম সামনে পাবে;

مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ج تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ط

মুহ্দ্বোয়ারা; অমা-'আমিলাত্ মিন্ সূ — য়িন্ তাওয়াদ্দু লাও আন্না বাইনাহা-, অবাইনাহূ ~ আমাদাম্ বা'ঈদা-;

আরজু করবে যে তার ও ওর মাঝে যদি সুদূর ব্যবধান হত! আল্লাহ নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন;

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৮ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কা'আব ইবনে আশরাফের সাথে চুক্তিবদ্ধ হাজ্জাজ ইবনে আমর ও কাইছ ইবনে যায়েদের কতিপয় আনছারীর সাথে গোপন আঁতাত করে, যেন তাঁদেরকে ধর্মান্তর করা যায়। তখন রিফা'আ ইবনে মুনযের এবং আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর ও ছা'আদ ইবনে খায়ছমা (রাঃ) ঐ আনছারীদেরকে ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ও গোপন আঁতাত পরিহার করার জন্য উপদেশ দিলে আনছারী দল তা প্রত্যাখ্যান করে, এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৩ ع ১০ ১১ রুকু

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝٣١ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

অইয়ুহায্ যিরুকুমুল্লা-হু নাফ্সাহ্; অল্লা-হু রাঊফুম্ বিল্ 'ইবা-দ্। ৩১। ক্বূল্ ইন্ কুনতুম্ তুহিব্ব্নাল্লা-হা

আর আল্লাহ বান্দার ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ার্দ্র। (৩১) আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার

فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝٣٢ قُلْ

ফাত্তাবি'ঊনী ইয়ুহ্বিব্কুমুল্লা-হু অইয়াগ্ফির্ লাকুম্ যুনূবাকুম্; অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্। ৩২। ক্বূল্

অনুকরণ কর; আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন আর পাপ ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৩২) বলুন,

اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْكٰفِرِیْنَ ۝٣٣ اِنَّ اللّٰهَ

আত্বী'উল্লা-হা অর্রাসূলা, ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লাহা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ কা-ফিরীন্। ৩৩। ইন্নাল্লা-হাছ্

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর; যদি অবাধ্য হও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ কাফেরদের ভালবাসেন না। (৩৩) আল্লাহ আদম,

اصْطَفٰۤی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِیْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝٣٤ ذُرِّیَّةً

ত্বোয়াফা ~ আ-দামা অ নূহাওঁ অ আ-লা ইব্রা-হীমা অ আ-লা 'ইম্রা-না 'আলাল্ 'আ-লামীন্। ৩৪। যুর্রিয়্যাতাম্

নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশকে মনোনীত করেছেন বিশ্বাসীদের জন্য। (৩৪) তারা পরস্পর

بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝٣٥ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ

বা'দ্বুহা- মিম্বা'দ্ব; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ৩৫। ইয্ ক্বা-লাতিম্ রাআতু 'ইম্রা-না রব্বি ইন্নী

বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৫) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে রব! আমার গর্ভে যা আছে,

نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ☆

নাযার্তু লাকা মা- ফী বাত্ব্নী মুহার্রারান্ ফাতাক্বাব্বাল্ মিন্নী, ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল্ 'আলীম্।

তা আপনার জন্য একান্ত উৎসর্গ করলাম; আমার পক্ষ হতে তা কবূল করুন; আপনিই শুনেন, জানেন।

۝٣٦ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ

৩৬। ফালাম্মা-অদ্বোয়া 'আত্হা- ক্বা-লাত্ রব্বি ইন্নী অ দ্বোয়া'তুহা ~ উন্ছা-;অল্লা-হু আ'লামু বিমা-অদ্বোয়া'আত্;

(৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে আমার রব! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি! তার প্রসব সম্পর্কে

وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی ۚ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا

অ লাইসায্ যাকারু কাল্উন্ছা- অ ইন্নী সাম্মাইতুহা-মারইয়ামা অইন্নী ~ উ'ঈযুহা-বিকা অযুর্রিয়্যাতাহা-

আল্লাহ ভাল জানেন, 'ছেলে তো কন্যার মত নয়" আর আমি তার নাম মারইয়াম রাখলাম। তাকে ও তার সন্তানকে

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ৩১ ঃ কতিপয় লোক আঁ হযরত (ছঃ)-এর নিকট বলল, তারা আল্লাহকে ভালবাসে। তখন ভালবাসার প্রতীক কি হবে, তাহার বিবরণ দিয়ে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

আয়াত-৩২ ঃ যারা আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে এবং আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভালবাসার সম্পর্কটি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুনিয়াতে যদি কেউ মহান রব আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার দাবী করে, তবে হযরত নবী করীম (ছঃ)-এর অনুসরণের কষ্টি পাথরে তা পরখ করে দেখা অত্যাবশ্যক। তাতে কে আসল ও কে নকল

مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٧﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا

মিনাশ্ শাইত্বোয়া-নির্ রাজীম্। ৩৭। ফাতাক্বাব্বালাহা-রব্বুহা-বিক্বাবূলিন্ হাসানিওঁ অআম্বাতাহা- নাবা-তান্
বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে দিলাম। (৩৭) অতঃপর তাঁর রব তাঁকে সুন্দরভাবে কবূল

حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا

হাসানাওঁ অকাফ্‌ফালাহা-যাকারিয়্যা-; কুল্লামা-দাখালা 'আলাইহা-যাকারিয়্যাল্ মিহ্‌রা-বা অজ্বাদা 'ইন্দাহা-
করলেন, আর সুন্দরভাবে বাড়ালেন ও যাকারিয়ার হাতে সোপর্দ করলেন। যখন যাকারিয়া তাঁর কক্ষে যেতেন, কিছু

رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ

রিয্‌ক্বান্, ক্বা-লা ইয়া-মার্‌ইয়ামু আন্না লাকি হা-যা-;ক্বা-লাত্ হুঅ মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ার যুক্বু
খাবার দেখতেন; বলতেন, হে মারইয়াম! তোমার কাছে এসব কোত্থেকে আসে? বলতেন, তা আল্লাহর পক্ষ হতে আসে; আল্লাহ

مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ

মাইঁ ইয়াশা—উ বিগাইরি হিসা-ব্। ৩৮। হুনা-লিকা দা'আ-যাকারিয়্যা-রব্বাহূ ,ক্বা-লা রব্বি হাব্‌লী
যাকে ইচ্ছা অগণিত রিযিক দান করেন? (৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর রবকে ডেকে বললেন, হে আমার রব! নিজের

مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ

মিল্লাদুন্‌কা যুর্‌রিয়্যাতান্ ত্বোয়াইয়িবাতান্, ইন্নাকা সামী 'উদ্ দু'আ—য়্।৩৯। ফানা-দাত্‌হুল্ মালা—য়িকাতু অহুঅ
নিকট হতে আমাকে একটি সন্তান দান করুন। আপনি তো প্রার্থনা শুনেন। (৩৯) কক্ষে যখন সে নামাযরত অবস্থায়

قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ

ক্বা—য়িমুঁই ইয়ুছোয়াল্লী ফিল্ মিহ্‌রা-বি আন্নাল্লা-হা ইয়ুবাশ্‌শিরুকা বিইয়াহ্‌ইয়া- মুছোয়াদ্দিক্বাম্ বিকালিমাতিম্
তখন তাকে ফেরেশতারা ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহ্‌ইয়ার, যে হবে

مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ

মিনাল্লা-হি অসাইয়্যিদাওঁ অ হাছূরাওঁ অনাবিয়্যাম্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৪০। ক্বা-লা রব্বি আন্না-ইয়াকূনুলী
আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, সংযমী ও নবী নেককারদের মধ্য থেকে। (৪০) যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব!

غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ☆

গুলা-মুঁও অক্বাদ্ বালাগানিয়াল কিবারু অম্‌রায়াতী 'আ-ক্বির্; ক্বা-লা কাযা-লিকাল্লা-হু ইয়াফ্'আলু মা-ইয়াশা—য়্।
কিভাবে আমার পুত্র হবে? আমি তো বৃদ্ধ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; বললেন, এভাবেই আল্লাহ ইচ্ছামত কাজ করেন।

ধরা পড়বে। যার দাবি যতটুকু সত্য হবে, সে হযরত নবী করীম (ছঃ)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং নবী করীম (ছঃ)-এর শিক্ষার আলো- কে পথের মশাল রূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, হযরত নবী করীম (ছঃ)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সে পরিমাণ পরিলক্ষিত হবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৪০ ঃ যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন মারইয়াম (আঃ)-এর খালু এবং একজন নবী। মারইয়াম (আঃ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করার পর যাকারিয়া (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বায়তুল মুককাদ্দাস সংলগ্ন একটি কক্ষে মারইয়াম (আঃ) থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) প্রায়ই সেখানে যেতেন। তিনি মরইয়াম (আঃ)-এর সামনে বিভিন্ন ফলফলাদি দেখতে পেতেন।

﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا

৪১। ক্বা-লা রব্বিজ্'আল্ লী ~ আ-ইয়াহ্; ক্বা-লা আ-ইয়াতুকা আল্লা-তুকাল্লিমান্না-সা ছালা-ছাতা আইয়্যা-মিন্ ইল্লা-

(৪১) বললেন, হে রব! আমাকে নিদর্শন দিন। আল্লাহ বললেন, নিদর্শন হল, তিনদিন ইশারা ছাড়া লোকজনের সাথে

৪ ع ১১ ১২ রুকু

رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ

রাম্যা-;অয্কুর রব্বাকা কাছীরাওঁ অসাব্বিহ্ বিল্'আশিয়্যি অল্ইব্কা-র্। ৪২। অইয্ ক্বা-লাতিল্

কথা বলবে না, বেশি বেশি রবের যিকির করবে, সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পড়বে। (৪২) যখন ফেরেশতারা বলল,

الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ

মালা — য়িকাতু ইয়া-মার্ইয়ামু ইন্নাল্লা-হাছ ত্বোয়াফা-কি অ ত্বোয়াহ্হারাকি অছ্ত্বোয়াফা-কি 'আলা-নিসা — য়িল্

হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত

الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ

'আ-লামীন্। ৪৩। ইয়া-মার্ইয়ামুক্বনুতী লিরব্বিকি অস্জুদী অর্কা'ঈ মা'আর্ রা-কি'ঈন্। ৪৪। যা-লিকা

করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! অনুগত হও তোমার রবের, আর সিজদা কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর। (৪৪) (হে নবী)

مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ

মিন্ আম্বা — য়িল গাইবি নূহীহি ইলাইক্; অমা-কুন্তা লাদাইহিম্ ইয্ ইয়ুল্ক্বূনা আক্বলা-মাহুম্

এসব অদৃশ্য সংবাদ যা আপনার কাছে ওহী করেছি। আপনি তো তখন ছিলেন না যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল

أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ

আইয়্যুহুম্ ইয়াক্ফুলু মারইয়ামা অমা-কুন্তা লাদাইহিম্ ইয্ ইয়াখ্তাছিমূন্। ৪৫। ইয্ ক্বা-লাতিল্ মালা — য়িকাতু

যে, কে মারইয়ামের লালনের ভার নেবে? আর তাদের বিতর্কের সময়ও আপনি ছিলেন না। (৪৫) যখন ফেরেশতারা বলল,

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

ইয়া-মার্ইয়ামু ইন্নাল্লা-হা ইউবাশ্শিরুকি বিকালিমাতিম্ মিন্হুস মুহুল্ মাসীহু 'ঈসাব্নু মারইয়ামা

হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে কালেমার সুখবর দিচ্ছেন, যার নাম-মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম;

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ

অজ্বীহান্ ফিদ্দুনইয়াঅল্ আ-খিরাতি অমিনাল্ মুক্বার্রাবীন্। ৪৬। অইয়ুকাল্লিমুন না-সা ফিল্ মাহ্দি

সে সম্মানিত দুনিয়া ও আখেরাতে এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম। (৪৬) আর সে মানুষের সঙ্গে দোলনায় ও বৃদ্ধাবস্থায়

তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, হে মারইয়াম! এ খাবার তোমার নিকট কোথা হতে আসে? তিনি বললেন, আল্লাহর পক্ষ হতে আমার জন্য জান্নাতী খাবার আসে। এদিকে যাকারিয়া (আঃ)-এরও কোন সন্তান ছিল না। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত। সন্তান লাভের প্রচণ্ড আগ্রহে তাঁরা আল্লাহর সমীপে একটি পুণ্যবান সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ হযরত ইয়াহ্ইয়াহ (আঃ)-কে তাদের দান করেন। আয়াত-৪৫ ঃ ১। বর্ণিত আছে যে, মারইয়াম (আঃ) একবার হায়েযের পর গোসল করে পবিত্র হলে জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর আস্তিনে একটি ফুঁ দিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে একটি পুত্র সন্তান দিবেন। তিনি নবী এবং বহু মু'জিযার অধিকারী হবেন। মারইয়াম (আঃ) বললেন, আমার না বিয়ে হয়েছে আর না কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেছে-কিভাবে আমার সন্তান হবে?

وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٧﴾ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ

অক্বাহ্‌লাওঁ অ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৪৭। ক্বা-লাত্ রব্বি আন্না- ইয়াকূনু লী অলাদুওঁ অলাম্ ইয়াম্‌সাস্‌নী

কথা বলবে, সে হবে নেককারদের একজন। (৪৭) বলল, হে আমার রব! কিভাবে আমার পুত্র হবে? আমাকে তো কোন

بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ

বাশার; ক্বা-লা কাযা-লিকিল্লা-হু ইয়াখ্‌লুকু মা-ইয়াশা —য়্; ইযা-ক্বাদ্বোয়া~ আমরান্ ফাইন্নামা- ইয়াকূলু লাহূ

পুরুষ স্পর্শ করে নি। বললেন, এভাবেই আল্লাহ ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন কেবল বলেন,

كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٨﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٩﴾ وَ

কুন্ ফাইয়াকূন্। ৪৮। অইয়ু'আল্লিমুহুল্ কিতা-বা অল্‌হিকমাতা অত্তাওরা-তা অল্‌ইনজ্বীল্। ৪৯। অ

'হও' (আর তখনই) তা হয়ে যায়। (৪৮) তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইন্‌জীল। (৪৯) আর

رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ

রাসূলান্ ইলা-বানী ~ ইসরা —য়ীলা আন্নী ক্বাদ্ জ্বি''তুকুম্ বিআ-ইয়া-তিম্ মির্ রব্বিকুম্ আন্নী ~ আখ্‌লাক্বু

রাসূলরূপে মনোনীত হবেন বনী ইস্রাঈলের প্রতি, সে বলবে, আমি তোমাদের রবের নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি।

لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ

লাকুম্ মিনাত্ত্বীনি কাহাইয়াতিত্ত্বোয়াইরি ফাআন্‌ফুখু ফীহি ফাইয়াকূনু ত্বোয়াইরাম্ বিইয্‌নিল্লা-হি, অ

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানিয়ে তাতে ফুঁক দেব; আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাবে,

اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا

উব্‌রিয়ুল্ আক্‌মাহা অল্ আব্‌রাছোয়া অ উহ্‌য়িল মাওতা- বিইয্‌নিল্লা-হি, অ উনাব্বিউকুম্ বিমা-

আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী আরোগ্য করব এবং মৃতকে জীবন্ত করব; আর আমি তোমাদের বলে দেব যা

تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

তা''কুলূনা অমা- তাদ্দাখিরূনা ফী বুইয়ূতিকুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্

তোমরা খাও এবং যা তোমরা ঘরে জমা কর। এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে যদি তোমরা

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ

মু'মিনীন্। ৫০। অ মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত্ তাওরা-তি অ লিউহিল্লা লাকুম্ বা'দ্বোয়াল্

মুমিন হও। (৫০) আমার সামনে তাওরাতের যা আছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য হারামকৃত কিছু বস্তু হালাল

জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে। মরইয়াম (আঃ) সন্তান সম্ভবা হলেন। অতঃপর যখন সন্তান হল তখন লোকেরা জড় হয়ে সমালোচনা করতে লাগল। তিনি নবজাতকের প্রতি ইশারায় বললেন, আপনারা তাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন নবজাতক বলল, আমি আল্লাহর রাসূল, পিতা ছাড়াই আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আয়াত-৪৯ ঃ 'আদেশ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের হুকুমের কথা না বললে হযরত ঈসা (আঃ) কোন দিনই পাখি তৈরি করতে ক্ষম হতেন না। আল্লাহপাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে এই শক্তি দেওয়ার কারণেই তিনি মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে তাতে ফুঁ দিলেই পাখি উড়ে যেত। এর দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহপাকই সৃষ্টিকর্তা, ঈসা (আঃ) নয়। পাখির আকৃতি গঠন

الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥١﴾ اِنَّ

লাযী হুররিমা 'আলাইকুম্ অ জি'তুকুম্ বিআ-ইয়াতিম্ মির্ রব্বিকুম্ ফাত্তাকুল্লা-হা অআত্বী'উন্। ৫১। ইন্নাল
করার জন্য। আর আমি তোমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি, আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে অনুসরণ কর। (৫১) আল্লাহ

اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥٢﴾ فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِيْسٰى

লা-হা রব্বী অরব্বুকুম্ ফা'বুদূহ্; হা-যা- ছিরা-ত্বুম্ মুস্তাক্বীম ৫২। ফালাম্মা~ আহাস্সা ঈসা-
আমার ও তোমাদের রব; তাঁরই দাসত্ব কর; এটাই সরল পথ। (৫২) অতঃপর ঈসা যখন অনুভব করলেন

مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ

মিন্হুমুল্ কুফ্রা ক্বা-লা মান্ আন্ছোয়া-রী ~ ইলাল্লা-হ্; ক্বা-লাল্ হাওয়া-রিয়্যূনা নাহ্নু
তাদের কুফরী সম্পর্কে, তখন বললেন, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে? সঙ্গীরা বলল, আমরা আল্লাহর

اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ

আন্ছোয়া-রুল্লা-হি, আ-মান্না- বিল্লা-হি, অশ্হাদ্ বিআন্না- মুসলিমূন্। ৫৩। রব্বানা~ আ-মান্না-বিমা~ আন্যাল্তা
সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী; সাক্ষী থাকুন আমরা মুসলমান। (৫৩) হে রব! যা নাযিল করেছেন

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٤﴾ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ

অত্তাবা'নার্ রাসূলা ফাক্তুব্না- মা'আশ্ শা-হিদীন্। ৫৪। অমাকারূ অমাকারাল্লা-হ্; অল্লা-হু
তা বিশ্বাস করি; রাসূলের কথা মানি; সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৫৪) তারা চক্রান্ত করল,

خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٥﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَ

খাইরুল্ মা-কিরীন্ ৫৫। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-ঈসা~ ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা অরা-ফি'উকা ইলাইয়্যা অ
আল্লাহ্ও কৌশল করলেন; আর আল্লাহ সেরা কৌশলী। (৫৫) আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! তোমার সময় পূর্ণ করব,

ع ١٣ — ৫ ১৩ রুকু

مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا

মুত্বোয়াহ্হিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারূ অ জা'ইলুল্ লাযীনাত্ তাবাউ'কা ফাওক্বাল্লাযীনা কাফারূ~
আমার নিকট তুলে নেব আর কাফের হতে পবিত্র রাখব [১] আর তোমার প্রকৃত অনুসারীদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের

তিন চতুর্থাংশ

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ

ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি, ছুম্মা ইলাইয়্যা মার্জি'উকুম্ ফাহ্কুম্ বাইনাকুম্ ফী মা-কুনতুম্ ফীহি
ওপর প্রাধান্য দেব; [২] তারপর আমার কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল, তখন বিতর্কমূলক বিষয়ের

করা তথা ছবি আঁকা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে ছবি আঁকা নাজায়েয। (ফতঃ বয়াঃ, মাঃ কোঃ)
২। হযরত ঈসা (আঃ)এর যুগে তাওরাতের যে সকল হুকুম পালন কঠিন ছিল তা রহিত হয়ে যায়। হযরত ঈসা (আঃ) সে হুকুমসমূহ সহজ করার জন্যই এসেছিলেন। (মুঃ কোঃ) টীকা ঃ (১) ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা বলে তাঁকে হত্যা করেছে এটা তাদের ভুল ধারণা। (২) মূলতঃ হযরত ঈসার অনুসারী বর্তমান খৃষ্টানরা নয়, বরং মুসলিমরাই তাঁর অনুসারী।
আয়াত-৫২ ঃ বনী ইসরাঈলের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করে ঈসা (আঃ) তাঁর সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন। এর পূর্বে তিনি

تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا

তাখ্তালিফূন্। ৫৬। ফাআম্মাল্লাযীনা কাফারূ ফাউ'আয্যিবুহুম্ 'আযা-বান্ শাদীদান্ ফিদ্দুনইয়া-
ফয়সালা করব। (৫৬) সুতরাং যারা কাফের, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেব দুনিয়াতে ও পরকালে;

وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অল্ আ-খিরাতি অমা- লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ৫৭। অআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি
তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৫৭) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে

فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ

ফাইয়ুঅফ্ফীহিম উজ্রূ রাহুম্; অল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুজ্জোয়া-লিমীন্ ৫৮। যা-লিকা নাত্লূহু 'আলাইকা মিনাল্
তিনি পূর্ণ পারিশ্রমিক দেবেন, আল্লাহ জালিমদের ভালবাসেন না। (৫৮) যা আপনার কাছে বিবৃত করছি তা

الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٩﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ

আ-ইয়া-তি অয্যিক্রিল্ হাকীম্। ৫৯। ইন্না মাছালা 'ঈসা- 'ইন্দাল্লা-হি কামাছালি আ-দাম্; খালাক্বাহূ
নিদর্শন ও বিজ্ঞানময় বাণী হতে। (৫৯) নিশ্চয় আল্লাহর নিকট ঈসার উপমা আদমের উপমার মত; তিনি

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٠﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ

মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা ক্বা-লা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৬০। আল্ হাক্বু ক্বু মির্ রব্বিকা ফালা-তাকুম্ মিনাল্
তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বললেন, হও, তখন হয়ে গেল। (৬০) এ সত্য আপনার রবের নিকট হতে; তাই সন্দেহকারী

الْمُمْتَرِينَ ﴿٦١﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ

মুম্তারীন্ ৬১। ফামান্ হা — জ্ জ্বাকা ফীহি মিম্ বা'দি মা- জ্বা — আকা মিনাল্ 'ইল্মি ফাকুল্ তা'আ -লাও নাদ্'উ
হবেন না। (৬১) আপনার নিকট জ্ঞান আসার পরেও যে তর্ক করে, তাকে বলে দিন এস আমরা

أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

আব্না— আনা- অ আব্না— আকুম্ অনিসা— আনা- অনিসা— আকুম্ অ আন্ফুসানা- অ আন্ফুসাকুম্ ছুম্মা নাব্তাহিল্
আমাদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের, স্বয়ং আমরা ও তোমরা উপস্থিত হই,

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ

ফানাজ্'আল্ লা'নাতাল্লা-হি 'আলাল্ কা-যিবীন্। ৬২। ইন্না হা-যা- লাহুওয়াল্ ক্বাছোয়াছুল্ হাক্বু ক্বু, অমা-মিন্
তারপর প্রার্থনা করি যে, আর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত। (৬২) নিশ্চয়ই এ বর্ণনা অতীব সত্য বিবরণ; আল্লাহ ছাড়া

একাই নবুয়তের দায়িত্ব পালন করছিলেন। হাওয়ারী শব্দের ধাতুগত অর্থ হল দেয়ালে চুন কাম করার চুন বা ধবধবে সাদা। হযরত ঈসা (আঃ)এর শিষ্যদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এজন্য তাহাদেরকে হাওয়ারী বলা হত। (মাঃ কোঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬১ ঃ মুবাহালার আয়াতঃ আলোচ্য আয়াতের পটভূমি হল, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) নাজরানের খৃষ্টানদের কাছে একটি ফরমান পাঠান। ওতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ ছিল ঃ (১) ইসলাম কবুল কর, (২) অথবা জিযিয়া দাও, (৩) অন্যথা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খৃষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্বীল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে শোরাহ্বিল ও জিবার ইবনে ফয়েযকে নবী

إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿৬৩﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ

ইলা-হিন্ ইল্লাল্লা-হু; অইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬৩। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্
কোন মা'বূদ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (৬৩) এরপরও যদি ফিরে যায়, তবে আল্লাহ ফাসাদকারীদের

بِالْمُفْسِدِينَ ﴿৬৪﴾ قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

ع ৬ ৯ ১৪ রুকু

বিল মুফ্‌সিদীন্। ৬৪। কু্ল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি তা'আ-লাও ইলা- কালিমাতিন্ সাওয়া — য়িম্ বাইনানা- অ বাইনাকুম্
সম্পর্কে যথাযথ অবহিত। (৬৪) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা! আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে বিষয়টি

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ

আল্লা- না'বুদা ইল্লাল্লা-হা অলা-নুশ্‌রিকা বিহী- শাইয়াওঁ অলা- ইয়াত্তাখিযা বা'দ্বু না— বা'দ্বোয়ান্ আরবা-বাম্ মিন্
একই এর দিকে আস, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করব না; শরীক করব না, পরস্পর কাকেও রব বানাব না, যদি তারা

دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿৬৫﴾ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ

দূনিল্লা-হ্; ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাকূলুশ্ হাদূ বিআন্না- মুসলিমূন্। ৬৫। ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি
না মানে, বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। (৬৫) হে কিতাবের অনুসারীরা!

لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ ۚ

লিমা তুহা — জ্জূ্না ফী ~ ইব্রা-হীমা অমা ~ উন্‌যিলাতিত্ তাওরা-তু অল্ ইন্‌জ্বীলু ইল্লা-মিম্ বা'দিহ্;
কেন ইব্রাহীমকে নিয়া তর্ক করছ? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তার উপরেই নাযিল হয়েছে, তবুও কি

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿৬৬﴾ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا

আফালা- তা'ক্বিলূন্। ৬৬। হা ~ আন্‌তুম্ হা ~ উ লা — য়ি হা-জ্বাতুম্ ফীমা- লাকুম্ বিহ 'ইলমুন্ ফালিমা তুহা — জ্জূ্না ফীমা-
তোমরা বুঝ না? (৬৬) হ্যাঁ, তোমরা ইতোপূর্বে সে ব্যাপারেও তর্ক করেছ, যে ব্যাপারে কিছু জ্ঞান ছিল। কিন্তু যে ব্যাপারে

لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿৬৭﴾ مَا كَانَ إِبْرٰهِيمُ يَهُودِيًّا

লাইসা লাকুম্ বিহী 'ইল্‌ম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু অআন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্। ৬৭। মা-কা-না ইব্রা-হীমু ইয়াহূদিইয়্যাওঁ
কোন জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম না ইহুদী ছিলেন

وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿৬৮﴾ إِنَّ

অলা-নাছ্‌রা-নিয়্যাওঁ অলা-কিন্ কা-না হানীফাম্ মুস্‌লিমা-; অমা- কা-না মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ৬৮। ইন্না
আর না খৃষ্টান, বরং একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন; তিনি তো মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) নিশ্চয়ই

(ছঃ)-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে দ্বীনের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদ শুরু করে। ইতোমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। এতে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহ্বান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান-হোসাইনকে সাথে নিয়ে মুবাহালার জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকে, তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করার অর্থ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির জন্য ভিন্ন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বলল, তোমার মতে মুক্তি কি? সে বলল, আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম। অতঃপর এতেই প্রতিনিধি দল সম্মত হয় এবং মহানবী (ছঃ) তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। (ইবনে কাসীর)

أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا ط

আওলান্না-সি বিইব্রা-হীমা লাল্লাযীনাত্ তাবা'উহু অহা-যান্ নাবিয়্যু অল্লাযীনা আ-মানূ;
মানুষের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসারী তারা, এ নবী এবং মুমিনরা ইব্রাহীমের অনুসারী।

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ط وَمَا

অল্লা-হু অলিয়্যুল্ মু'মিনীন্। ৬৯। অদ্দাত্বত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি লাওইয়ুদ্বিল্লূনাকুম্; অমা-
আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু। (৬৯) আহলে কিতাবের একদল তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, কিন্তু তারা নিজেদেরকেই

يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

ইয়ুদ্বিল্লূনা ইল্লা~ আন্ফুসাহুম্ অমা-ইয়াশ্'উরূন।৭০। ইয়া~ আহ্লাল্ কিতা-বি লিমা- তাক্ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি
ভ্রান্ত করছে অথচ তারা তা বুঝেই না। (৭০) হে কিতাবের অনুসারীরা আল্লাহর আয়াতকে কেন অস্বীকার করছ?

وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ

অআন্তুম্ তাশ্হাদূন্। ৭১। ইয়া~ আহ্লাল্ কিতা-বি লিমা তাল্বিসূনাল্ হাক্ব্ক্বা বিল্বা-ত্বিলি অতাক্তুমূনাল্
অথচ তোমরাই তার স্বাক্ষী। ৭(১) হে কিতাবীরা! কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলাও আর গোপন করছ।

৭
ع
৮
১৫
রুকু

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوا بِالَّذِي

হাক্ব্ক্বা অ আন্তুম্ তা'লামূন্। ৭২। অক্বা-লাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি আ-মিনূ বিল্লাযী ~
সত্যকে, অথচ তোমার জান। (৭২) কিতাবের অনুসারীদের এক দল বলে, মু'মিনদের উপর অবতীর্ণ

أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا اٰخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ج

উন্যিলা 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ অজ্ব্‌হা ন্নাহা-রি অক্ফুরূ ~ আ-খিরাহূ লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'ঊন্।
বিষয়কে দিনের শুরুতে বিশ্বাস কর আর শেষে প্রত্যাখ্যান কর। হয়ত তারা (ইসলাম থেকে) ফিরবে।

﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ط قُلْ إِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ لا أَنْ يُؤْتٰى

৭৩। অলা-তু'মিনূ~ ইল্লা-লিমান্ তাবি'আ দীনাকুম্ ক্বুল্ ইন্নাল্ হুদা-হুদাল্লা-হি আইঁ ইয়ু"তা~
(৭৩) তোমাদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া কাকেও বিশ্বাস করো না। আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই প্রকৃত পথ, আল্লাহর পথ; এজন্য যে,

أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج

আহাদুম্ মিছ্লা মা~ ঊতীতুম্ আও ইয়ুহা — জ্জূকুম্ 'ইন্দা রব্বিকুম্; ক্বুল্ ইন্নাল্ ফাদ্বলা বিইয়াদিল্লা-হি,
তোমাদের ন্যায় তাদেরকে দেয়া হবে; অথবা রবের নিকট তারা তর্ক করবে। বলুন, নিশ্চয়ই যাবতীয় দয়া আল্লাহর হাতে,

শানেনুযূলঃ আয়াত-৭২ ঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে ছাইফ, আদী ইবনে যাইদ এবং হারেস ইবনে আউফ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, সকালে মুহাম্মদ (ছঃ) এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর সন্ধ্যায় মোর্তাদ বা ধর্মান্তর হয়ে যাবে এবং এটাই বলে দেব যে, আমাদের তৌরাত কিতাবে পাঠ করে এবং আমাদের আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে যে সকল নিদর্শন জানতে পারলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মদ (ছঃ) নবী নন। আমাদের এই চালের মাধ্যমে মুসলমানরাও হয়তো স্বধর্ম ত্যাগ করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে মুসলমানেরা এ ধোঁকা হতে সাবধান হয়।

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٤﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

ইয়ু'তীহি মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ৭৪। ইয়াখ্‌তাছ্‌ছু বিরহ্‌মাতিহী মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু
যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, জ্ঞানী। (৭৪) যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত দ্বারা খাছ করে বেছে নেন; আল্লাহ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ

যুল্‌ফাদ্ব্‌লিল্ 'আজীম্। ৭৫। অমিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি মান্ ইন্ তা''মান্‌হু বিক্বিন্‌ত্বোয়া-রিইঁ ইয়ুআদ্দিহী ~
মহা অনুগ্রহশীল। (৭৫) আর কিতাবের অনুসারীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে রাশি রাশি মাল আমানত রাখলে

إِلَيْكَ ج وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ

ইলাইকা, অমিন্‌হুম্ মান্ ইন্ তা''মান্‌হু বিদীনা- রিল্ লা-ইয়ুআদ্দিহী ~ ইলাইকা ইল্লা- মা-দুম্‌তা 'আলাইহি
সে ফেরত দেবে; আবার এমনও আছে- আপনি একটি দীনার আমানত রাখলে যতক্ষণ না দাঁড়িয়ে থাকবেন

قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ج وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

ক্বা — য়িমা-; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লাইসা 'আলাইনা- ফিল্ উম্মিয়্যীনা সাবীলুন্, অইয়াকূলূনা 'আলাল্লা-হিল্
ফেরত দেবে না,। কেননা, তারা বলে, অশিক্ষিতদের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব নেই। মূলতঃ তারা জেনেশুনে

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

কাযিবা অহুম্ ইয়া'লামূন্। ৭৬। বালা-মান্ আওফা- বি'আহ্‌দিহী অত্তাক্বা- ফাইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্
আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। (৭৬) হ্যাঁ, অবশ্যই যে ওয়াদা পালন করে মুত্তাকী হয়, তবে আল্লাহ্ মুত্তাকীদের পছন্দ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

মুত্তাক্বীন্।৭৭। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াশ্‌তারূনা বি'আহ্‌দিল্লা-হি অ আইমা-নিহিম্ ছামানান্ ক্বালীলান উলা — য়িকা
করেন। (৭৭) যারা আল্লাহর সঙ্গেকার ওয়াদা ও নিজেদের শপথকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে

لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

লা-খালাক্বা লাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি অলা-ইয়ুকাল্লিমুহুমুল্লা-হু অলা-ইয়ান্‌জুরু ইলাইহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
এদের কোন অংশ নেই। আল্লাহ তাদের সঙ্গে কিয়ামতে না কথা বলবেন, না সুদৃষ্টি দেবেন, আর না পবিত্র

وَلَا يُزَكِّيهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ

অলা-ইয়ুযাক্কীহিম্ অ লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৭৮। অইন্না মিন্‌হুম্ লাফারীক্বাইঁ ইয়াল্‌য়ূনা আল্ সিনাতাহুম
করবেন, তাদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব আছে। (৭৮) তাদের মধ্যে একশ্রেণী মুখ বাঁকা করে কিতাব পড়ে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট একজন কোরেশ বংশীয় লোক দু'হাজার দু'শ আশরাফী বা স্বর্ণ মুদ্রা আমানত রেখেছিল। আমানতদাতা ওগুলো পরে ফেরৎ তলব করার সাথে সাথে তিনি সত্বর ওগুলো উপস্থিত করে দিলেন। আর একজন কোরেশী লোক ফখ্‌খাছ ইবনে আযুরা নামক ইহুদীর নিকট একটি দিনার আমানত রেখেছিল। লোকটি যখন পরে তা ফেরৎ চাইল তখন সে প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, যারা ইহুদী নয়, তারা মূর্খ, এবং মূর্খদের সম্পদ আত্মসাৎ করা আমাদের জন্য বৈধ এবং শরীয়তের বিধান মতে এতে আমরা দায়ী হব না। এ বিষয়ে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রুহুল-মাআনীতে ইবনে জুরাইজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আইয়ামে জাহিলিয়াতের সময় ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের ক্রয়-

بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ

বিল্ কিতা-বি লিতাহ্সাবূহু মিনাল্ কিতা-বি অমা-হুঅ মিনাল্ কিতা-বি, অইয়াকূ্লূনা হুঅ মিন্
যেন তাকে কিতাবই মনে কর; অথচ তা কিতাবের অংশ নয়; আর তারা বলে, এটা আল্লাহর

عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ٭

'ইনদিল্লা-হি অমা-হুঅ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি, অইয়াকূ্লূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা অ হুম্ ইয়া'লামূন্।
পক্ষ হতে অথচ ওটা আল্লাহর পক্ষ হতে নয়, তারা জেনে-শুনে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

﴿٧٩﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ

৭৯। মা-কা-না লিবাশারিন্ আইঁ ইয়ু''তিয়াহুল্লা-হুল্ কিতা-বা অল্ হুক্মা অ নুনুবুওঁয়্যাতা ছুম্মা ইয়াকূ্লা
(৭৯) কোন ব্যক্তির জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, বিধান ও নবুয়ত দেবেন, আর সে লোকদের বলবে,

لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ

লিন্না-সি কূনূ 'ইবাদা ল্লী মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-কিন্ কূনূ রব্বা-নিয়্যীনা বিমা-কুন্তুম্
আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হও বরং (বলবে) সকলেই আল্লাহওয়ালা হও যেহেতু তোমরা

تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا

তু'আল্লিমূনাল্ কিতা-বা অবিমা-কুন্তুম্ তাদ্রুসূন্। ৮০। অলা-ইয়া''মুরাকুম্ আন্ তাত্তাখিযুল্
কিতাব শিক্ষা দিচ্ছ এবং শিক্ষা করছ। (৮০) তিনি নির্দেশ দেবেন না যে, তোমরা ফেরেশ্তা ও নবীদেরকে

৮ ع ٩ ১৬ রুকু

الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ وَاِذْ

মালা — য়িকাতা অ ন্নাবিয়্যীনা আর্বা-বা-; আইয়া''মুরুকুম্ বিল্কুফ্রি বা'দা ইয্ আন্তুম্ মুসলিমূন্। ৮১। অইয্
রবরূপে গ্রহণ কর। সেকি তোমাদের নির্দেশ দেবে কুফরী করতে, এ অবস্থায় যে তোমরা মুসলমান? (৮১) (স্মরণ কর) যখন

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ

আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বান নাবিয়্যীনা লামা~ আ-তাইতুকুম্ মিন্ কিতা-বিওঁ অহিক্মাতিন্ ছুম্মা জ্বা — য়াকুম্
আল্লাহ নবীদের প্রতিজ্ঞা নিলেন যে, তোমাদেরকে আমি যে কিতাব ও হিকমত দেব, তারপর তোমাদের কাছে যা আছে

رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ

রাসূলুম্ মুছোয়াদ্দিকু্ল্ লিমা- মা'আকুম্ লাতু'মিনুন্না বিহী অ লাতান্ছুরুন্নাহ্; ক্বা-লা আআক্‌রার্তুম্ ওয়া আখায্তুম্
তার সমর্থকরূপে রাসূল আসবে, তখন তাকে বিশ্বাস ও সাহায্য করবে। বললেন, তোমরা স্বীকার করলে? আর এ ব্যাপারে

রাসূলুল্লাহ বিক্রয় সংক্রান্ত মু'আমালা চলতে ছিল। কিন্তু পরে কোরেশী কাফেরদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে যায়, তাঁরা যখন পূর্ব লেন-দেনের কথা উত্থাপন করেন তখন সে মহাজন ইহুদীরা বলে ওঠে, "আমাদের নিকট না তোমাদের কোন আমানত আছে, আর না আমরা তোমাদের প্রাপ্য শোধ করব; যেহেতু তোমরা স্ব-ধর্ম ত্যাগ করেছ" এবং আরও বলতে লাগল যে, এ আদেশ আমাদের তৌরাতে আছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, "তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। শানেনুযূল- আয়াতঃ ৭৯ঃ ঘটনা ইহুদী আলেমরা এবং নাজ্রানের ঈসায়ীরা নবী করীম (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন ইহুদীরা বলল, "হে মুহাম্মদ! তোমার আকাঙ্ক্ষা কি আমরা তোমার ইবাদত শুরু করি, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত

عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ۗ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞

'আলা- যা-লিকুম্ ইছ্‌রী; ক্বা-লূ ~ 'আক্ব্‌রার্‌না-; ক্বা-লা ফাশ্‌হাদূ অ আনা মা'আকুম্ মিনাশ্ শা-হিদীন্।

আমার ওয়াদা কি গ্রহণ করলে? তারা বলল, স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, সাক্ষী থাক তোমাদের সঙ্গে আমিও সাক্ষী রইলাম।

۝٨٢ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٨٣ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

৮২। ফামান্ তাওয়াল্লা-বা'দা যা-লিকা ফাউলা — য়িকা হুমুল্ ফা-সিকূন্। ৮৩। আফাগাইরা দীনিল্লা-হি ইয়াব্‌গূনা

(৮২) এর পরেও যারা অমান্য করবে তারাই ফাসেক। (৮৩) আল্লাহর দ্বীন ছাড়া তারা কি অন্য দ্বীন চায়? অথচ তাকেই

وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝٨٤ قُلْ

অলাহূ ~ আস্‌লামা মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি ত্বোয়াও'আওঁ অ কারহাওঁ অইলাইহি ইয়ুর্‌জ্বা'উন্। ৮৪। ক্বুল্

মানছে আসমান যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় অনিচ্ছায়; তাঁর সমীপে সবাই ফিরবে। (৮৪) বলুন,

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ

আ-মান্না- বিল্লা-হি অমা ~ উন্‌যিলা 'আলাইনা- অমা ~ উন্‌যিলা 'আলা ~ ইব্‌রা-হী-মা অ ইসমা-ঈলা অ ইসহা-ক্বা অ

আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও আমাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় এবং যা কিছু নাযিল হয়েছে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا

ইয়া'ক্বূবা অল্ আসবা-ত্বি অমা ~ উতিয়া মূসা- অ'ঈসা- অন্নাবিয়্যূনা মির্ রব্বিহিম্ লা-

ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় আর যা মূসা, ঈসা ও নবীদেরকে রবের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে-

نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝٨٥ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ

নুফার্‌রিক্বু বাইনা আহাদিম্ মিন্‌হুম্ অনাহ্‌নু লাহূ মুসলিমূন্। ৮৫। অমাইঁ ইয়াব্‌তাগি গাইরাল্ ইসলা-মি

তাদের মাঝে পার্থক্য করি না; আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন অন্বেষণ করে

دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٨٦ كَيْفَ يَهْدِى

দীনান্ ফা লাইঁ ইয়ুক্ব্‌বালা মিন্‌হু, অহুঅ ফিল্ আ-খিরাতি মিনাল্ খা-সিরীন্। ৮৬। কাইফা ইয়াহ্‌দিল

তা কখনও কবূল করা হবে না, আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৮৬) আল্লাহ্ কিভাবে হেদায়েত

اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ

লা-হু ক্বাওমান্ কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম্ অশাহিদূ ~ আন্নার্ রাসূলা হাক্ব্‌ক্বুঁও অজ্বা — আহুমুল্

দেবেন এমন সম্প্রদায়কে যারা ঈমান গ্রহণ, রাসূলকে সত্যরূপে সাক্ষ্যদান এবং স্পষ্ট নিদর্শন আসবার

করে?(ছঃ) বললেন, তওবা নাউযু বিল্লাহ, আমি তো বলছি, তোমাদের মধ্যে যেরূপ দীনদারী ছিল, অর্থাৎ আসমানী কিতাব পাঠ করতে এবং শিক্ষা দিতে এবং তদনুযায়ী আমল করতে, এখন তোমরা আমার সংস্পর্শে থেকে পুনরায় সেই উৎকর্ষতা অর্জন কর; যাতে তোমাদের পরকালের অবস্থাও ঠিক হয়ে যেত। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত হাসান (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর সমীপে আবেদন করল, "আমরা তো কেবল আপনাকে সালামই করি, যেরূপ সালাম আমরা সচরাচর পরস্পরের মধ্যে করে থাকি, আমরা কি আপনাকে সেজদা করব না? যদ্দারা আপনি আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন।" রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এতে বাধা দিয়ে বললেন, কখনও না বরং তোমরা আপন নবীর সম্মান কর এবং হক্দারের হক্ নিরীক্ষণ করে লও। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও সেজদা করা দুরস্ত নয়। **শানেনুযূল-** আয়াত ৮৬ ঃ আনসারীদের এক ব্যক্তি মুতাদ হয়ে গিয়েছিল। আর

الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ

বাইয়্যিনাত, অল্লা-হু লা- ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমাজ্জোয়া-লিমীন্। ৮৭। উলা — য়িকা জ্বাযা — য়ুহুম্ আন্না
পরেও কুফ্রী করে। আল্লাহ্ জালিম কাওমকে কখনও হিদায়েত করেন না। (৮৭) এদের প্রতিদান হল, নিশ্চয়ই

عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ

'আলাইহিম্ লা'নাতাল্লা-হি অল্মালা — য়িকাতি অন্না-সি আজ্ মা'ঈন্। ৮৮। খা-লিদীনা ফীহা-, লা-ইয়ুখাফ্ফাফু
তাদের প্রতি আল্লাহর লানত আর ফেরেশতা ও সকল মানুষের। (৮৮) ওতে চিরকাল থাকবে; না তাদের আযাব

عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٩﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ

'আন্হুমুল্ 'আযা-বু অলা-হুম্ ইয়ুন্জোয়ারূন্। ৮৯। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ মিম্ বা'দি যা-লিকা
কমানো হবে, আর না তাদের অবকাশ দেয়া হবে। (৮৯) তবে তাদের ছাড়া যারা তাওবা করে

وَاَصْلَحُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ

অআছ্লাহূ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৯০। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বা'দা ঈমা-নিহিম্
এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (৯০) যারা ঈমানের পর কুফ্রী করে এবং

ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

ছুম্মায্দা-দূ কুফ্রাল্লান্ তুক্ব্ বালা তাওবাতুহুম্, অউলা — য়িকা হুমুদ্ব দ্বোয়া — ল্লূন্। ৯১। ইন্নাল্লাযীনা
কুফ্রীতে বাড়াবাড়ি করে, তাদের তাওবা কখনও কবূল হবে না, এরাই প্রকৃত পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চয়ই যারা

كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ

কাফারূ অমা-তূ অহুম্ কুফ্ফা-রুন্ ফালাইঁ ইয়ুক্ব্ বালা মিন্ আহাদিহিম্ মিল্উল্ আর্দ্বি
কাফের এবং কাফের অবস্থায় মারা যায়, মুক্তির জন্য কারোর নিকট থেকে বিনিময়ে দুনিয়া ভর সোনাও

ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۞ ع

যাহাবাওঁ অলাওয়িফ্ তাদা-বিহ্; উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীমুওঁ অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্।
গৃহীত হবে না,। এদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব এবং এদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

৯ ع ১১ ১৭ রুকু

অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত তোমা ও হারেছ নামক দু ব্যক্তি মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা লজ্জিত হয়ে আপন গোত্রের লোকদেরকে বলল, তোমরা হুযুর (ছঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে দেখ, আমাদের জন্য তওবা করার কোন পথ আছে কি না? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এ আয়াত লিপিবদ্ধ করে তাদের স্ব-গোত্রীয় লোকদের নিকট পাঠিয়ে দিলে তারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলেন।

শানেনুযূল ঃ আয়াত -৯০ ঃ হযরত ক্বাতাদাহ ও হযরত হাসান (রাঃ) বলেছেন, ইহুদী-নাসারারা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও চারিত্রিক আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু পরে অস্বীকার করে এবং কুফরীর উপর দৃঢ় হয়ে যায়, এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়।- ফতহুল বায়ান। উপলব্ধি ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিদইয়ার কথা উল্লেখ করে এরশাদ করেন যে, যারা কুফরীর উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারা যদি জমিনভর স্বর্ণও ফিদইয়া দেয়, তবু কোন লাভ হবে না, যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদআন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(ছঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সে মেহ্মানদারী করে, কয়েদীদের মুক্ত করে, অভাবীদের আহার করায়, এসব কি তার কোন কাজে আসবে না, রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) বললেন, না, যেহেতু সে একদিনও বলেনি যে, হে আল্লাহ্! আমাকে কেয়ামতের দিন মাফ করে দিও। এতে বুঝা গেল যে, কাফেররা দুনিয়ায় খয়রাত করুক আর আখেরাতে ফিদইয়া দিক, কোন কিছুই তাদের কোন কাজে আসবে না। আয়াত-৯১ ঃ টীকা ঃ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন জাহান্নামীকে কিয়ামতের দিন যখন বলা হবে, গোটা পৃথিবীটাই সামগ্রিকভাবে যদি তোমার আছে ধরে লওয়া হয়, তবে এই শাস্তি হতে নাজাত লাভের জন্য বিনিময়স্বরূপ তার সবই দিয়ে দিবে তো? তখন সে উত্তরে হ্যাঁ বলবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, পৃথিবীতে এরচেয়ে অনেক সহজ কাজই তোমার নিকট চেয়েছিলাম। তোমার পিতা আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করে তোমার নিকট হতে স্বীকৃতি নিয়েছিলাম? আমার সাথে কাকেও অংশিদার সাব্যস্ত না করার, কিন্তু তা তুমি রক্ষা করলে না এবং শরীক করা হতে বিরত থাকলে না।

পারা ৪

﴿٩٢﴾ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

৯২। লান্ তানা-লুল্ বির্‌রা হাত্তা- তুন্‌ফিকূ মিম্মা- তুহিব্বূন্; অমা-তুন্‌ফিক্বূ মিন্ শাইয়িন্ ফাইন্নাল্লা-হা

(৯২) প্রিয় বস্তু ব্যয় না করলে তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না, তোমাদের ব্যয় করা বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ

بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٣﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ

বিহী 'আলীম্। ৯৩। কুল্লুত্ত্বোয়া'আ-মি কা-না হিল্লাল্ লিবানী ~ ইসরা — য়ীলা ইল্লা-মা-হার্‌রামা ইস্‌রা — য়ীলু

ভাল জানেন। (৯৩) সকল খাদ্য বনী ইসরাঈলের জন্য বৈধ ছিল, শুধু সেসব বস্তু ছাড়া বনী ইসরাঈলরা যা হারাম

عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ

'আলা- নাফ্‌সিহী- মিন্ ক্বাব্‌লি আন্ তুনায্‌যালাত্ তাওরা-হ্; ক্বূল্ ফা''তূ বিত্তাওরা-তি ফাত্‌লূহা ~ ইন্

করেছিল তার নিজের উপর তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে; বলুন, তাওরাত আন এবং পড়ে দেখ যদি

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ

কুন্‌তুম্ ছোয়া-দ্বিকীন্। ৯৪। ফামানিফ্ তারা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাউলা — য়িকা

তোমরা সত্যবাদি হও। (৯৪) সুতরাং যারা আল্লাহর উপর এর পরও মিথ্যা আরোপ করবে, তারাই

ওয়াকুফে জিবরাঈল

هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٥﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ

হুমুজ্জোয়া-লিমূন্। ৯৫। ক্বূল্ ছদাক্বাল্লা-হু ফাত্তাবিউ' মিল্লাতা ইব্‌রা-হীমা হানীফা-; অমা- কা-না

জালিম। (৯৫) বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের সরল দ্বীন মেনে চল;

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٦﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ

মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ৯৬। ইন্না আওওয়ালা বাইতিওঁ উদ্বি'আ লিন্না-সি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবা- রাকাওঁ অ

তিনি তো মুশরিক নন। (৯৬) মানুষের জন্য সর্বাগ্রে যে ঘর তৈরি হয়েছিল তা বাক্কায়; এটা কল্যাণময় এবং

هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ

হুদাল্লিল্'আ-লামীন্। ৯৭। ফীহি আ-ইয়া-তুম্ বাইয়্যিনা-তুম্ মাক্বা-মু ইব্‌রা-হীমা অমান্ দাখালাহূ কা-না আ-মিনা-;

বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। (৯৭) এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিশানা[১] তন্মধ্যে মাকামে ইব্রাহীম অন্যতম। যে এতে আসবে

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ

অলিল্লা-হি 'আলান্না-সি হিজ্জুল্ বাইতি মানিস্ তাত্বোয়া-'আ ইলাইহি সাবীলা-; অমান্ কাফারা ফাইন্নাল্লা-হা

নিরাপদে থাকবে; সামর্থ্যবানদের উপর এ ঘরের হজ্জ করা কর্তব্য। যে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ

টীকাঃ (১) এ নিশানা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহর দরবারে গৃহীত এবং এ ঘরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত করেছেন ও মর্যাদা দিয়েছেন।

শানেনুযূল আয়াত ৯২ঃ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আনছারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তি হযরত আবু তাল্‌হা আনছারী (রাঃ) মসজিদে নবুবীর সম্মুখস্থ তাঁর ব্যারোহা' নামক প্রিয়তম বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করার কথা ঘোষণা করেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তা তাঁর চাচাত ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। উল্লেখ্য, বাগানটিতে সুমিষ্ট পানি ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তথা হতে পানি পান করতেন। আর এক সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীকে একজন বাঁদী ক্রয় করে আনতে বললে

غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ

গানিয়্যুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন্। ৯৮। কুল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি লিমা তাক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া তিল্লা-হি;

বিশ্ববাসী হতে বেপরোয়া। (৯৮) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা। কেন আল্লাহর আয়াতকে মান না? আল্লাহ তো

وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অ ল্লা-হু শাহীদুন্ 'আলা- মা- তা'মালূন্। ৯৯। কুল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি লিমা তাছুদ্দূনা আন্ সাবীলিল্লা-হি

তোমাদের সকল কর্মের সাক্ষী। (৯৯) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা! আল্লাহর পথে বিশ্বাসীদেরকে কেন বাধা দিচ্ছ। তোমরা

مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٭

মান্ আ-মানা তাবগূনাহা- 'ইওজ্বাওঁ অআন্‌তুম্ শুহাদা — উ; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা-তা'মালূন্।

তাদের দ্বীনে বক্রতা অনুপ্রবেশের পথ খোঁজ? অথচ তোমরাই সাক্ষী। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে বেখবর নন।

﴿١٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

১০০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্ তুত্বী'উ ফারীক্বাম্ মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা

(১০০) হে মু'মিনরা! তোমরা কিতাবী কোন দলের অনুকরণ করলে তারা তোমাদেরকে

يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى

ইয়ারুদ্দূকুম্ বা'দা ঈমা-নিকুম্ কা-ফিরীন্। ১০১। অকাইফা তাক্‌ফুরূনা অআন্‌তুম্ তুত্‌লা-

ঈমানের পর কুফরীতে ফিরিয়ে নেবে। (১০১) কেমন করে তোমরা কুফরী করছ? অথচ আল্লাহর আয়াত

عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ

'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তুল্লা-হি অফীকুম্ রাসূলুহূ; অমাইঁ ইয়া'তাছিম্ বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ হুদিয়া

তোমাদের মধ্যে পঠিত হয় আর তোমাদের মাঝে রাসূলও আছেন আর যে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আল্লাহকে, সে অবশ্যই

১০ ع ১০ ১ রুকূ

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ

ইলা- ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্ ১০২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাকুল্লা-হা হাক্ব্‌ক্বা তুক্বা- তিহী অলা-তামূতুন্না

সরল পথ প্রাপ্ত হবে। (১০২) হে লোকেরা, তোমরা যারা ঈমান এনেছ আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, আর মুসলমান

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

ইল্লা-অআন্‌তুম্ মুস্‌লিমূন্। ১০৩। অ'তাছিমূ বিহাব্‌লিল্লা-হি জ্বামীআওঁ অলা- তাফার্‌রাক্ব্‌

না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সবাই একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

তিনি ক্রয় করে আনলেন। হযরত ওমর তদ্দর্শনে মুগ্ধ হলেন এবং সাথে সাথে এ আয়াতের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র বাঁদীকে আজাদ করে দিলেন।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০০ঃ শম্মাছ ইবনে কায়েছ নামক এক ইহুদী মুসলমানদের কথা শুনলে সর্বদা হিংসায় জলে মরত। একদা আনছারদের আউছ ও খাজরাজ বিখ্যাত গোত্রদ্বয়ের লোকদেরকে এক সমাবেশ দেখে তার হিংসানল দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। তখন সে তাদের প্রাগৈতিহাসিক শত্রুতা জাগিয়ে তোলার পথ খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল যে, উভয় গোত্রের মধ্যে ইসলাম পূর্ব বছরের পর বছর ধরে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল এবং তৎসম্বন্ধে বীরত্ব ও উত্তেজনা ব্যঞ্জক যে সকল কবিতা তাদের এই ইসলামিক

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

অয্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ কুন্‌তুম্ আ'দা — য়ান্ ফাআল্লাফা বাইনা কু্লূবিকুম্

তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের মনে মায়া

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ

ফাআছ্‌বাহ্‌তুম্ বিনি'মাতিহী ~ ইখওয়া-নান্, অকুন্‌তুম্ 'আলা- শাফা- হুফ্‌রাতিম্ মিনান্না-রি ফায়ানক্বাযাকুম্

সৃষ্টি করেন, তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে দোযখের কিনারায়, আল্লাহ তা হতে

مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ

মিন্‌হা-; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন্। ১০৪। অল্ তাকুম্ মিনকুম্

উদ্ধার করলেন। এ ভাবেই আল্লাহ স্বীয় নিদর্শন বিবৃত করেন, যেন তোমরা পথ পাও। (১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন

اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ

উম্মাতুইঁ ইয়াদ্'ঊনা ইলাল্ খাইরি অ ইয়া''মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অ ইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ মুন্‌কার্; অ

একটি দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং আদেশ করবে সৎকাজের, এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ

উলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্। ১০৫। অলা-তাকূনূ কাল্লাযীনা তাফার্‌রাকু্ অখ্‌তালাফূ মিম্

এরাই সফলকাম। (১০৫) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট বিধান আসার পরেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে

بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ يَّوْمَ تَبْيَضُّ

বা'দি মা-জ্বা — য়াহুমুল্ বাইয়্যিনা-ত্'; অউলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১০৬। ইয়াওমা তাব্‌ইয়াদ্দ্বু

এবং পরস্পর মতভেদ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১০৬) সেদিন কতকের চেহারা

وُّجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ

উজ্বূহুওঁ অতাস্‌ওয়াদ্দু উজ্বূহুন্, ফাআম্মাল্ লাযী নাস্ ওয়াদ্দাত্ উজ্বূহুহুম্ আকাফার্‌তুম্ বা'দা

হবে উজ্জ্বল আর কতকের চেহারা হবে কালো। কালো চেহারার লোকদের বলা হবে, ঈমানের পর কি কুফরী করেছিলে?

اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ

ঈমা-নিকুম্ ফাযূক্বু-ল্ 'আযা-বা বিমা-কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ১০৭। অআম্মাল্ লাযীনাব্ ইয়াদ্ব্ দ্বোয়াত্

অতএব, এখন তোমরা শাস্তি ভোগ কর তোমাদের কুফরীর জন্য। (১০৭) উজ্জ্বল চেহারার লোকেরা

ভ্রাতৃত্বমূলক অধিবেশনে আবৃত্তি করে দেয়াই শ্রেয় হবে, যাতে তাদের পূর্ব শত্রুতামূলকভাব গজিয়ে উঠে। অতঃপর সেখানে উক্ত প্রকৃতির কবিতাবৃত্তি হওয়া মাত্রই তাদের প্রাচীন সুপ্ত হিংসানল ধূমায়িত হতে লাগল এবং পরস্পরের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও কর্কশালাপ শুরু হয়ে গেল, অবশেষে পরস্পর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল এবং দিন তারিখ ও স্থান ঠিক করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি দ্রুত তাদের নিকট গমনপূর্বক বললেন, এটা কেমন আক্রোশের বিষয় যে, আমি স্বয়ং তোমাদের মধ্য বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমরা সকলেই মুসলমানও হয়েছ এবং তোমাদের মধ্যে সুমধুর ঐক্যও সংঘটিত হয়েছে, অতঃপর তোমরা সেই জাহেলিয়্যাতের দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করছ? তৎক্ষণাৎ তাঁরা সম্বিত ফিরে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এ উত্তেজনাটি একটি শয়তানি চক্রান্ত ছিল। অতঃপর তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ক্রন্দন করতে করতে

وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٨﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

উজূহুহুম্‌ ফাফী রাহ্‌মাতিল্লা-হ্‌; হুম্‌ ফীহা- খা-লিদূন্‌। ১০৮। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা-

আল্লাহর রহমতে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (১০৮) এটা আল্লাহর আয়াত যা সঠিকভাবে তোমাদের নিকট

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

'আলাইকা বিল্‌হাক্ব্‌; অমাল্লা-হু ইয়ুরীদু জুল্‌মাল্‌ লিল্‌'আ-লামীন্‌। ১০৯। অলিল্লা-হি মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি

পাঠ করি, আর আল্লাহ চান না বিশ্ববাসীর প্রতি জুলুম করতে। (১০৯) আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু আছে

১১ ع ৮ ২ রুকু

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٠﴾ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

অমা-ফিল্‌ আরদ্ব্‌; অ ইলাল্লা-হি তুর্‌জ্বাউ'ল্‌ উমূর্‌। ১১০। কুন্‌তুম্‌ খাইরা উম্মাতিন্‌ উখ্‌রিজ্বাত্‌

সবই আল্লাহর। সকল ব্যাপার আল্লাহর কাছেই পেশ হবে। (১১০) তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের জন্য

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

লিন্না-সি তা''মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অতান্‌হাওনা 'আনিল্‌ মুন্‌কারি অতু''মিনূনা বিল্লা-হ্‌;

সৃষ্ট হলে। সৎকাজের আদেশ করবে, আর বাধা প্রদান করবে অসৎকাজে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ

অলাও আ-মানা আহ্‌লুল্‌ কিতা-বি লাকা-না খাইরাল্লাহুম্‌; মিন্‌হুমুল্‌ মু''মিনূনা অ আক্‌ছারুহুমুল্‌

যদি কিতাবীরা ঈমান আনত, তাদেরই কল্যাণ হত। তাদের মধ্যে কিছু মু'মিন আর অধিকাংশ

الْفَاسِقُونَ ﴿١١١﴾ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ

ফা-সিক্বূন্‌। ১১১। লাইঁ ইয়াদ্বুর্‌রূকুম্‌ ইল্লা ~ আযান্‌; অইঁ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্‌ ইয়ুঅল্লূকুমুল্‌ আদ্‌বা-রা

ফাসেক। (১১১) কষ্ট দান ছাড়া তারা ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তোমাদের বিপক্ষে লড়াই করে, তবে যারা পৃষ্ঠ

ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١٢﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ

ছুম্মা লা-ইয়ুনছোয়ারূন্‌। ১১২। দ্বুরিবাত্‌ 'আলাইহিমুয্‌ যিল্লাতু আইনা মা-ছুক্বিফূ ~ ইল্লা-বিহাব্‌লিম্‌ মিনাল্লা-হি

প্রদর্শন করে তারা কোন সাহায্য পাবে না। (১১২) তারা লাঞ্ছিত হয়েছে আল্লাহ ও মানুষের প্রতিশ্রুতি [১] ছাড়া যেখানেই

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ

অহাব্‌লিম্‌ মিনান্‌ না-সি অবা — উ বিগাদ্বোয়াবিম্‌ মিনাল্লা-হি অদ্বুরিবাত্‌ 'আলাইহিমুল্‌ মাস্‌কানাহ্‌;

তাদেরকে পাওয়া গেছে, সেখানেই তারা আল্লাহর গজবের পাত্র হয়েছে, তাদের উপর অভাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে,

তওবা করে নিল। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (১) নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও গীর্জার সাধুদের উপর আক্রমণ না করাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানই মানুষের ওয়াদা।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১১ ঃ মদীনার ইহুদীরা যখন ইসলামের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু– অবিশ্বাসী কোরাইশদের সাথে সম্মিলিত হয়ে ইসলাম ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে বললেন, তারা এরূপ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তা দিয়ে তোমাদেরকে সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। আর ইহুদীরা সম্মুখ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে এবং যার প্ররোচনায় তারা এরূপ অসম সাহসিকতার কার্যে লিপ্ত হবে, তারা কেউই তাদেরকে সাহায্য করবে না। (বঃ কোঃ)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ

যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অইয়াক্বতুলূনাল্ আম্‌বিয়া — য়া বিগাইরি হাক্ব;

তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ

যা-লিকা বিমা-'আছোয়াও অ কা-নূ ইয়া'তাদূন্। ১১৩। লাইসূ সাওয়া — আন্; মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি উম্মাতুন্

আর তা এজন্য যে, তারা সীমালংঘন করত। (১১৩) তারা সকলে সমান নয়, কিতাবের অনুসারীদের একদল ছিল

قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

ক্বা — য়িমাতুইঁ ইয়াত্‌লূনা আ-ইয়া-তিল্লা-হি আ-না — য়াল্ লাইলি অহুম্ ইয়াস্‌জুদূন্। ১১৪। ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি

অবিচলিত, তারা রাত জেগে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সেজদা করে। (১) (১১৪) তারা আল্লাহ্ ও

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى

অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অইয়া"মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ মুন্‌কারি অইয়ুসা-রি'ঊনা ফিল্

পারকালে ঈমান রাখে তারা সৎকাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজে বাধা দেয়; ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করে

الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ

খাইরা-ত্; অউলা — য়িকা মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১১৫। অমা- ইয়াফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফালাইঁ ইয়ুক্‌ফারূহু;

আর নেক কাজে তারাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। (১১৫) তাদেরকে ভাল কাজের প্রতিদান থেকে কখনও বঞ্চিত

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ

অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিল্‌মুত্তাক্বীন্। ১১৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ লান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌হুম্ আমওয়া-লুহুম্ অলা ~

ও অস্বীকার করা হবে না। আর আল্লাহ জানেন মুত্তাকীদের সম্পর্কে। (১১৬) যারা কাফের তাদের সম্পদ ও সন্তানাদি

اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ مَثَلُ

আওলা-দুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইয়া-; অউলা — য়িকা আছ্‌হা-বুন্না-রি, হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ১১৭। মাছালু

কোন কাজে আসবে না আল্লাহর নিকট; এরাই জাহান্নামী; তথায় তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। (১১৭) তাদের উপমা

مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ

মা- ইয়ুন্‌ফিক্বূনা ফী হা-যিহিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-কামাছালি রীহিন্ ফীহা-ছির্‌রুন্ আছোয়া-বাত্ হার্‌ছা

হচ্ছে তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তা ঐ হিমেল হাওয়ার ন্যায় যা আঘাত করল এমন লোকদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, ছা'লাবা, আছদ এবং উছাইদ (রাঃ) যখন ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবূল করেন এবং নাজরানের চল্লিশজন খৃষ্টান, বিরাশীজন হাবশী এবং অপরাপর আটজন লোক একই সাথে ইসলাম কবুল করেন, তখন ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের সমালোচনা আরম্ভ করল যে, এরা আমাদের মধ্যে ধর্মহীন নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। যদি তারা সম্ভ্রান্ত ও সৎলোক হত তবে স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম বর্জন করত না। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। নাসায়ী শরীফের বর্ণনা হতে বুঝা যায়, একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এশার নামাযে যেতে অনেক বিলম্ব করে ছিলেন, আর এ দিকে সাহাবারা মসজিদে সমবেত হয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় তাদের মধ্যে অস্থিরতা না আসা এবং অবিচলভাবে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করে থাকার উপর প্রশংসা করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ক্বাওমিন্ জোয়ালামূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ফাআহ্‌লাকাত্‌হু; অমা-জোয়ালামাহুমুল্লা-হু অলা-কিন্ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্।
শস্যক্ষেত্রকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। আল্লাহ জুলুম করেন নি বরং নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছে।

১১৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযূ বিত্বোয়া-নাতাম্ মিন্ দূনিকুম্ লা- ইয়া''লূনাকুম্ খাবা-লা-;
(১১৮) হে ঈমানদারেরা! নিজেদের ছাড়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা ক্রটি করবে না

অদ্দূ মা-'আনিত্তুম্, ক্বাদ্ বাদাতিল্ বাগ্‌দ্বোয়া —উ মিন্ আফ্‌ওয়া-হিহিম্, অমা-তুখ্‌ফী ছুদূরুহুম্
তোমাদের অনিষ্ট করতে, তোমাদের ক্ষতিই তারা চায়; শত্রুতা তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়; কিন্তু মনের গোপন

আক্‌বার্; ক্বাদ্ বাইয়্যান্না-লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি ইন্ কুন্‌তুম্ তা'ক্বিলূন্। ১১৯। হা ~ আন্‌তুম্ উলা —য়ি
বিষয়টি আরো ভয়াবহ, তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করলাম, যদি বুঝ। (১১৯) হ্যাঁ তোমরাই তাদেরকে ভালবাস,

তুহিবূনাহুম্ অলা-ইয়ুহিব্বূনাকুম্ অতু''মিনূনা বিল্‌কিতা-বি কুল্লিহী, অইযা- লাক্বূকুম্ ক্বা-লূ ~
তারা তোমাদের ভালবাসে না, অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাসী। আর যখন তারা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন বলে-

আ-মান্না-; অইযা- খালাও আদ্দ্বূ 'আলাইকুমুল্ আনা- মিলা মিনাল্ গাইজ্; ক্বুল্ মূতূ বিগাইজিকুম্;
আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন পৃথক হয় তখন ক্রোধে দাঁতে আঙ্গুল কাটে। বলুন, তোমাদের ক্রোধে তোমরাই মর;

ইন্নাল্লা-হা আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১২০। ইন্ তাম্‌সাস্‌কুম্ হাসানাতুন্ তাসু''হুম্
নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের সব কথা জানেন। (১২০) যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তবে তারা কষ্ট পায়,

অইন্ তুছিব্‌কুম্ সাইয়্যিয়াতুই ইয়াফ্‌রাহূ বিহা-; অইন্ তাছ্‌বিরূ অতাত্তাকূ লা-ইয়াদ্বুরুকুম্
আর তোমাদের কষ্টে তারা খুশী হয়। তোমরা ধৈর্য ধরলে আর সংযমী হলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের ক্ষতি করতে

আয়াত-১১৭ ঃ অর্থাৎ তদ্রূপ আখেরাতে কাফেরদের দানও বিফল হয়ে যাবে। কেননা, কুফর দান কবূল হওয়ার বিরোধী। তথাপি "যালিম কওমের শস্যক্ষেত্র" বলার কারণ হল, মুসলমানদের কোন পার্থিব ক্ষতি হলে আখেরাতে সে তার বিনিময়ে নেকী অর্জন করবে। অথচ কাফেরদের ভাগ্যে তা জুটবে না। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত -১১৮ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কতিপয় মুসলমান প্রাচীন প্রথা অনুসারে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফাসাদের ভয় প্রদর্শন পূর্বক এটা হতে নিষেধ করেন এবং এ আয়াতটি নাযিল করেন। অন্য বর্ণনায়, আয়াতটি মদীনার মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা যেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখে।

১২ ع ১১ ৩ রুকু

كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

কাইদুহুম্ শাইয়া-; ইন্নাল্লা-হা বিমা- ইয়া'মালূনা মুহীত্ব্। ১২১। অইয্ গাদাওতা মিন্ আহ্‌লিকা

পারবে না। আল্লাহ তাদের কর্ম বেষ্টন করে আছেন। (১২১) যখন প্রত্যুষে স্বীয় পরিবার হতে বের হয়ে মু'মিনদেরকে

تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٢﴾ إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ

তুবাও ওয়িউল্ মু''মিনীনা মাক্বা-'ইদা লিল্‌ক্বিতা-ল্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ১২২। ইয্ হাম্মাত্তোয়া — য়িফাতা-নি

যুদ্ধের ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন; আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দু দলের [১] সাহস

مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٣﴾ وَ

মিন্‌কুম্ আন্ তাফ্‌শালা-অল্লা-হু অলিয়্যুহুমা-; অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল মু''মিনূন্। ১২৩। অ

হারাবার উপক্রম হল; অথচ আল্লাহ উভয়ের সহায় ছিলেন; আল্লাহর উপরেই যেন মু'মিন নির্ভর করে। (১২৩) হীনবল

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ إِذْ

লাক্বাদ্ নাছোয়ারাকুমুল্লা-হু বিবাদ্‌রিওঁ অআন্‌তুম্ আযিল্লাহ্, ফাত্তাকু্ল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্। ১২৪। ইয্

থাকায় আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন; আল্লাহকে ভয় কর, যেন কৃতজ্ঞ হতে পার। (১২৪) যখন

تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ

তা 'ক্বূলু লিল্‌মু''মিনীনা আলাইঁ ইয়াক্‌ফিয়াকুম্ আই ইয়ুমিদ্দাকুম্ রব্বুকুম্ বিছালা-ছাতি আ-লা-ফিম্ মিনাল্ মালা — য়িকাতি

মু'মিনদের বলছিলেন যে, এটা কি যথেষ্ট নয় যে, যখন তোমাদের রবের নিকট থেকে প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা

مُنزَلِينَ ﴿١٢٥﴾ بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ

মুন্‌যালীন্। ১২৫। বালা ~ ইন্ তাছ্‌বিরূ অতাত্তাকূ অ ইয়া''তূকুম্ মিন্ ফাওরিহিম্ হা-যা- ইয়ুম্‌দিদ্‌কুম্

দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৫) হ্যাঁ, যদি ধৈর্য ধর, সংযমী হও আর তারা যদি তোমাদের উপর চড়াও হয়,

● এক চতুর্থাংশ

رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ

রব্বুকুম্ বিখাম্‌সাতি আ-লা-ফিম্ মিনাল্ মালা — য়িকাতি মুসাওয়্যিমীন্। ১২৬। অমা-জ্বা'আলাহুল্লা-হু ইল্লা-বুশ্‌রা-

তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) সুসংবাদ ও মনের প্রশান্তির

لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ

লাকুম্ অলিতাত্বমায়িন্না ক্বূলূবুকুম্ বিহ্; অমান্ নাছ্‌রু ইল্লা-মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হিল্ 'আযীযিল্

জন্যই আল্লাহ এটা করেছেন; আর সাহায্য তো কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, যিনি পরাক্রমশালী,

টীকাঃ (১) মুনাফিক বাহিনী চলে গেলে আনসারদের দুই গোত্র বনু হারিছা ও বনু সালমা ওহুদ যুদ্ধ পরিচালনায় ভিন্নমত পোষণ করেছিল। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাদের সাহস দিলেন। শানেনুযূলঃ আয়াত-১২১ঃ তৃতীয় হিজরীতে মক্কার কাফেররা তিন সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে যাত্রা করল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এ সংবাদ শ্রবণে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে মাঠে নেমে যুদ্ধ করাই ঠিক করলেন। মহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে এক সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে ওহুদ প্রান্তে যাত্রা করলেন। এই বাহিনীতে মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইও যোগ দিয়েছিল। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশে পথিমধ্যে সে তিনশ' লোক নিয়ে সরে পড়ল। অবশিষ্ট সাত শ' ছাহাবী নিয়ে হুযূর (ছঃ)

الْحَكِيْمُ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ

হাকীম্‌। ১২৭। লিইয়াক্বত্বোয়া'আ ত্বোয়ারাফাম্‌ মিনাল্লাযীনা কাফারূ ~ আও ইয়াক্‌বিতাহুম্‌ ফাইয়ান্‌ক্বালিবূ খা — য়িবীন্‌।

বিজ্ঞ। (১২৭) কাফেরদের একদলকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা তাদের লাঞ্ছিত করার জন্য; যেন তারা নিরাশ হয়ে যায়।

﴿١٢٨﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ

১২৮। লাইসা লাকা মিনাল্‌ আম্‌রি শাইয়ুন্‌ আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম্‌ আও ইয়ু'আয্‌যিবাহুম্‌ ফাইন্নাহুম্‌

(১২৮) আপনার করণীয় কিছু নেই, হয়ত তিনি তওবা গ্রহণ করবেন কিংবা শাস্তি দেবেন। কেননা, তারা

ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ

জোয়া-লিমূন্‌। ১২৯। অলিল্লা-হি মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্‌ আরদ্ব্‌, ইয়াগ্‌ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা — উ অইয়ু'আয্‌যিবু

জালিম। (১২৯) আসমান-যমীনের সব কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন;

১৩ ع ৯ ৪ রুকু

مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا

মাইঁ ইয়াশা — উ অল্লা-হু গাফূরুর্‌ রাহীম্‌। ১৩০। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তা''কুলুর্‌ রিবা ~

আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৩০) হে মু'মিনরা! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না;

اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ

আদ্ব'আ-ফাম্‌ মুদ্বোয়া-'আফাতাওঁ অত্তাক্বুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্‌ তুফ্‌লিহূন্‌। ১৩১। অত্তাক্বুন্‌ না-রাল্‌ লাতী ~

আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা নাযাত পাও। (১৩১) আগুনকে ভয় কর,

اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣٢﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

উ'ইদ্দাত্‌ লিল্‌কা-ফিরীন্‌। ১৩২। অআত্বী'উল্লা-হা অর্‌রাসূলা লা'আল্লাকুম্‌ তুর্‌হামূন্‌।

যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (১৩২) আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

﴿١٣٣﴾ وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا

১৩৩। অসা-রি'ঊ ~ ইলা- মাগ্‌ফিরাতিম্‌ মির্‌ রব্বিকুম্‌ অজ্বান্নাতিন্‌ 'আর্‌দ্বুহাস্‌ সামা-ওয়া-তু অল্‌ আরদ্বু

(১৩৩) রবের ক্ষমার প্রতি ধাবমান হও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ জান্নাতের প্রতি যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়,

اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ

উ'ইদ্দাত্‌ লিলমুত্তাক্বীন্‌। ১৩৪। আল্লাযীনা; ইয়ুন্‌ফিক্বূনা ফিস্‌ সার্‌রা — য়ি অদ্দোয়ার্‌রা — য়ি অল্‌কা-জিমীনাল্‌

তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত। (১৩৪) যারা ব্যয় করে, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আর তারা ক্রোধ দমন করে,

ওহুদ পর্বতকে পিছনে রেখে রণক্ষেত্রে দাঁড়ালেন। আল্লাহ তা'আলা এই সম্বন্ধে পরবর্তী আয়াতসমূহে অতীতের বদর যুদ্ধের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বর্তমান অবস্থার উপর মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক উৎসাহিত করছেন। (সংক্ষিপ্তকারে জালালাইন হতে গৃহীত) শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২৮ ঃ ওহুদের যুদ্ধে কাফেররা যখন পরাজিত হয়ে ময়দান থেকে পালাতে থাকে তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নির্দেশ উপেক্ষা করে গিরিপথ রক্ষী তীরন্দাজ সৈন্যরাও তদীয় প্রধান ইবনে যুবাইরের আদেশ লঙ্ঘন করে গিরিপথ শূন্য করে গণীমতের মাল আহরণে লিপ্ত হলেন। তখন গিরিপথ উন্মুক্ত দেখে খালিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে কাফেররা সেই পথে যে কজন তখনও পাহারায় লিপ্ত ছিল তাঁদেরকে শহীদ করে। মুসলমানদের উপর পিছন দিক হতে হামলা করে বসে। তখন পলায়নপর কাফেররা ও ঘুরে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় মুসলমানরা কাফেরদের মোকাবিলায় স্থির

الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٥﴾ وَالَّذِينَ

গাইজোয়া অল্ 'আ-ফীনা 'আনিন্ না-সি অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্‌সিনীন্। ১৩৫। অল্লাযীনা
আর ক্ষমা করে মানুষকে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (১৩৫) আর তারা যখন

إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ص

ইযা-ফা'আলূ ফা-হিশাতান্ আও জোয়ালামূ~ আন্‌ফুসাহুম্ যাকারুল্লা-হা ফাস্‌তাগ্‌ফারূ লিযুনূবিহিম্
কোন অন্যায় করে ফেলে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে ও স্বীয় পাপের জন্য

وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অমাইঁ ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লাল্লা-হ্; অলাম্ ইয়ুছির্‌রূ 'আলা-মা-ফা'আলূ অহুম্ ইয়া'লামূন্।
ক্ষমা চায়; আর ক্ষমাই বা কে করতে পারে আল্লাহ ছাড়া? তারা জেনে-শুনে কাজের উপর জিদ ধরে না।

﴿١٣٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

১৩৬। উলা — য়িকা জ্বাযা — উহুম্ মাগ্‌ফিরাতুম্ মির্ রব্বিহিম্ অজ্বান্না-তুন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু
(১৩৬) এরাই তারা, যাদের প্রতিদান হল রবের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং চির আবাসযোগ্য জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নহর

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٧﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ لا فَسِيرُوا

খা-লিদীনা ফীহা-; অনি'মা আজ্‌রুল্ 'আ-মিলীন্। ১৩৭। ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্‌লিকুম্ সুনানুন্ ফাসীরূ
প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; কর্মীদের প্রতিদান কতই না সুন্দর! (১৩৭) তোমাদের পূর্বে অনেক ঘটনা ঘটেছে,

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ

ফিল্ আরদ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুকায্‌যিবীন্। ১৩৮। হা-যা- বাইয়া-নুল্ লিন্না-সি
তাই পৃথিবীতে ঘুরে দেখ যে, মিথ্যাবাদীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে? (১৩৮) এটা মানব জাতির জন্য বিশদ বর্ণনা,

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٩﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ

অহুদাওঁ অমাওঁ 'ইজোয়াতুল্ লিল্‌মুত্তাক্বীন্। ১৩৯। অলা-তাহিনূ অলা-তাহ্‌যানূ অআন্‌তুমুল্ আ'লাওনা ইন্
আর হেদায়েত ও উপদেশ মুত্তাক্বীদের জন্য। (১৩৯) আর তোমরা শক্তিহারা ও দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে,

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤٠﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ

কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ১৪০। ইঁ ইয়াম্‌সাস্‌কুম্ ক্বার্‌হুন্ ফাক্বাদ্ মাস্‌সাল্ ক্বাওমা ক্বার্‌হুম্ মিছ্‌লুহ্; অতিল্‌কাল্
যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪০) তোমরা আঘাত পেয়ে থাকলে তারাও তেমনি আঘাত পেয়েছে, এদিনসমূহকে

স্থির থাকতে পারলেন না। ফলে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এবং তাঁর আপন বিশিষ্ট বন্ধু ও সহচর-হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর, হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীবৃন্দসহ সেনা বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয় পড়লেন। তখন হুযুর (ছঃ) কাফরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে উক্ত ছাহাবীরা রাসুল (ছঃ)কে রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিচের দন্তপাটি হতে সম্মুখস্থ দন্তদ্বয়ের ডান পার্শ্বস্থ দন্তটি শহীদ হয়ে যায় এবং মাথায়ও মারাত্মক আঘাত লাগে, যার রক্তে চেহারা মোবারক পর্যন্ত রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, "সেই জাতি কিরূপে সফলকাম হতে পারে যারা স্বীয় নবীর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে।" তখন রাসূল (ছঃ)-কে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের দীক্ষার উদ্দেশে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) শানেনুযুল ঃ আয়াত-১৪০ঃ ওহুদের যুদ্ধের খবর পেতে বিলম্ব হলে মদীনাবাসী মহিলারা

الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

আই ইয়া-মু নুদা-ওয়িলুহা-বাইনান্না-সি অলিইয়া'লামাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ অইয়াত্তাখিযা মিন্‌কুম্

আমি মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটাই; যেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং কতককে শহীদরূপে গ্রহণ

شُهَدَاۤءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ

শুহাদা — আ; অ ল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৪১। অলিইয়ুমাহ্‌হিছোয়াল্লা-হুল্লাযীনা আ-মানূ অইয়াম্‌হাক্বাল্

করতে পারেন; আল্লাহ জালেমদের ভালবাসেন না। (১৪১) যেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে বিশুদ্ধ করতে পারেন এবং নির্মূল করতে

الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا

কা-ফিরীন্। ১৪২। আম্ হাসিব্‌তুম্ আন্ তাদ্‌খুলুল্ জান্নাতা অলাম্মা- ইয়া'লামিল্লা-হুল্লাযীনা জ্বা-হাদূ

পারেন কাফেরদেরকে। (১৪২) তোমরা কি জান্নাতে প্রবেশ করার ধারণা পোষণ করছ? অথচ আল্লাহ এখনো জানেন নি

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ

মিন্‌কুম্ অইয়া'লামাছ্ ছোয়া-বিরীন্। ১৪৩। অলাক্বাদ্ কুন্‌তুম্ তামান্নাওনাল্ মাওতা মিন্ ক্বাব্‌লি আন্

তোমাদের মধ্যে হতে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মরণ কামনা করেছিলে মৃত্যু

১৪ ع ১৪ ৫ রুকু

تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ

তাল্‌ক্বাওহু ফাক্বাদ্ রায়াইতুমূহু অআন্‌তুম্ তান্‌জুরূন্। ১৪৪। অমা- মুহাম্মাদুন্ ইল্লা-রাসূলুন্, ক্বাদ্

আসার পূর্বেই, এখন তোমরা তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছ। (১৪৪) আর মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র। ইতোপূর্বে

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ۗ

খালাত্ মিন্ ক্বাব্‌লিহির্ রুসুল্; আফায়িম্ মা-তা আও ক্বু-তিলান্ ক্বালাব্‌তুম্ 'আলা ~ আ'ক্বা-বিকুম্;

অনেক রাসূল গত হয়ে গেছেন, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পুনরায় পিছনে ফিরে যাবে?

وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ☆

অমাই ইয়ান্‌ক্বালিব্ 'আলা-'আক্বিবাইহি ফালাই ইয়াদ্দুর্‌রাল্লা-হা শাইয়া-; অসাইয়াজ্বযিল্লা-হুশ্ শা-কিরীন্।

আর যে ফিরে যায় সে আল্লাহর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আর আল্লাহ যারা কৃতজ্ঞ তাদের পুরস্কৃত করবেন।

﴿١٤٥﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ

১৪৫। অমা-কা-না লিনাফ্‌সিন্ আন্ তামূতা ইল্লা-বিইয্‌নিল্লা-হি কিতা-বাম্ মুওয়াজ্জালা-; অমাইঁ

(১৪৫) আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও মৃত্যু হতে পারে না; যেহেতু প্রত্যেকের মেয়াদ নির্ধারিত; আর যে দুনিয়ার

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং আগত দু ব্যক্তি হতে হুযুর (ছঃ) নিরাপদে আছেন শুনে একজন নারী বলে উঠলেন, তাঁর নিরাপদ থাকাই যথেষ্ট, অন্যান্য মুসলমানরা শহীদ হলেও কিছু আসে-যায় না। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১৪৩ঃ ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে যে সকল ছাহাবা শহীদ হয়েছেন তাঁদের ফযীলত শোনে ছাহাবীরা বদরের ন্যায় কোন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা কামনা করছিলেন যাতে তাঁরাও কাফেরদের সাথে অনুরূপ যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ এবং শহীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন অথবা জয়যুক্ত হয়ে গাজী হতে পরেন এবং গণীমতের মালের অধিকারী হতে পারেন। যা হোক, পরে যখন ওহুদ যুদ্ধ উপস্থিত হল, তখন মুষ্টিমেয় ছাহাবা ব্যতীত সকলের দৃঢ়তায় দোদুল্যমানতা দেখা দিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

ইয়ুরিদ্ ছাওয়া-বাদ্দুন্‌ইয়া-নু''তিহী মিন্‌হা-, ওমাইঁ ইয়ুরিদ্ ছাওয়া-বাল্ আ-খিরাতি নু''তিহী মিন্‌হা-;
সুযোগ চায়, তাকে সেখান থেকেই দিয়ে থাকি; আর যে পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তাকে তাই দেই;

وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا

অ সানাজ্‌যিশ্ শা-কিরীন্। ১৪৬। অকাআইয়্যিম্ মিন নাবিয়্যিন্ ক্বা-তালা মা'আহূ রিব্বিয়্যূনা কাছীরুন্, ফামা-
শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব। (১৪৬) কত নবীর সাথী হয়ে বহু আল্লাহ ওয়ালা যুদ্ধ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের

وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ

অহানূ লিমা ~ আছোয়া-বাহুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি অমা- দ্বোয়া'উফূ অমাস্‌তাকা-নূ; অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুছ্
প্রতি বিপদ আসায় তারা না হীনবল হয়েছে, না হয়েছে দুর্বল, আর না নত হয়েছে; আল্লাহ ধৈর্যশীলদের

الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا

ছোয়া-বিরীন্। ১৪৭। অমা- কা-না ক্বাওলাহুম্ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ রব্বানাগ্ ফির্‌লানা- যুনূবানা- অইস্‌রা-ফানা-
ভালবাসেন। (১৪৭) তাদের কথা ছিল শুধু- হে রব! আমাদের পাপরাশি ও কাজের সীমালংঘনকে

فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٨﴾ فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ

ফী ~ আম্‌রিনা-অছাব্বিত্ আক্ব্‌দা-মানা- অন্‌ছুর্‌না- 'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্। ১৪৮। ফাআ-তা-হুমুল্লা-হু
ক্ষমা করে দিন; পা দৃঢ় করুন ও সাহায্য করুন কাফেরদের মোকাবেলায়। (১৪৮) আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন

ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٩﴾ يٰٓاَيُّهَا

১৫ ع ৫ ৬ রুকু

ছাওয়া-বাদ্ দুন্‌ইয়া- অহুস্‌না ছাওয়া-বিল্ আ-খিরাহ্; অল্লা-হু ইয়ুহ্বিুল্ মুহ্‌সিনীন্। ১৪৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্
পার্থিব কল্যাণ আর উত্তম পুরস্কার রয়েছে আখেরাতে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (১৪৯) হে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্ তুত্বী'উল্লাযীনা কাফারূ ইয়ারুদ্দূকুম্ 'আলা ~ আ'ক্বা-বিকুম্
ঈমানদারেরা! তোমরা যদি কাফেরদের কথা মান, তবে তারা তোমাদেরকে উল্টা দিকে ফেরাবে;

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥١﴾ سَنُلْقِىْ فِىْ

ফাতান্‌কালিবূ খা-সিরীন্। ১৫০। বালিল্লা-হু মাওলা-কুম্ অহুওয়া খাইরুন্ না-ছিরীন্। ১৫১। সানুল্‌ক্বী ফী
ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১৫০) বরং আল্লাহই তোমাদের সহায়; তিনি উত্তম সাহায্যকারী। (১৫১) অতিশীঘ্রই কাফেরদের

ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-১৪৫ ঃ আখেরাতের প্রেরণা এবং জান্নাতের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান এবং জিহাদে পার্থিব কি উপকার রয়েছে তার বর্ণনা সমাপ্ত করার পর এখানে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের অসারতার ও নশ্বরতার বর্ণনা দিচ্ছেন। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে দুনিয়াতে অনেকেই অতীত হয়েছে, ফিরাউনের ন্যায় দাম্ভিকও গিয়াছে। কিন্তু সকলেই তলিয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হন যাঁরা নেককার ছিলেন। সুতরাং ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক ও আংশিক পরাজয় বরণ করলেও মুসলমানদের মনক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই। কেননা, তারা নিজেদের বিশৃঙ্খলাহেতু এই পরাজয় বরণ করেন। আগামীতে ঈমানের উপর মজবুত থাকলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে তাঁদের বিজয় সুনিশ্চিত।

قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطنا ج

ক্বু-লূবিল্লাযীনা কাফারূর্ রু'বা বিমা ~ আশ্‌রাকূ বিল্লা-হি মা-লাম্ ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী সুল্‌ত্বোয়া-না-;
অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করব; কেননা, তারা আল্লাহর শরীক করেছে, যার অনুকূলে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি; তাদের আবাস

ومأوىهم النار ط وبئس مثوى الظلمين ﴿١٥٢﴾ ولقد صدقكم الله وعده إذ

অমা''ওয়া-হুমুন্না-র্; অবি''সা মাছ্‌ওয়াজ্জোয়া-লিমীন্। ১৫২। অলাক্বাদ্ ছদাক্বাকুমুল্লা-হু অ'দাহূ ~ ইয্
আগুন; জালিমদের আবাস অতি নিকৃষ্ট। (১৫২) আল্লাহ তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন; যখন তাঁর

تحسونهم بإذنه ج حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من

তাহুস্‌সূনাহুম্ বিইয্‌নিহী হাত্তা ~ ইযা-ফাশিল্‌তুম্ অতানা-যা'তুম ফিল্ আম্‌রি অ 'আছোয়াইতুম্ মিম্
নির্দেশে হত্যা করেছিল তাদেরকে, যতক্ষণ না সাহস হারালে এবং আদেশ পালনে মতভেদ করলে; এবং তোমাদের

بعد ما أرىكم ما تحبون ط منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد

বা'দি মা ~ আরা-কুম্ মা-তুহিব্বূন্; মিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুরীদুদ্ দুন্‌ইয়া- অমিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুরীদুল্
মনঃপুত বস্তু দেখাবার পরও তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে; তোমাদের কেউ কেউ কামনা করছিলে ইহকাল, কতক পরকাল;

الآخرة ج ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ج ولقد عفا عنكم ط والله ذو

আ-খিরাহ, ছুম্মা ছরাফাকুম্ 'আনহুম্ লিইয়াব্‌তালিয়াকুম্, অলাক্বাদ্ 'আফা- 'আন্‌কুম্; অল্লা-হু যূ
তারপর তিনি পরীক্ষার জন্য তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন; অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন; আল্লাহ মু'মিনদের

فضل على المؤمنين ﴿١٥٣﴾ إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول

ফাদ্ব্ লিন্ 'আলাল্ মু''মিনীন্। ১৫৩। ইয্ তুছ্'ইদূনা অলা-তাল্‌ঊনা 'আলা ~ আহাদিওঁ অর্‌রাসূলু
প্রতি দয়াবান। (১৫৩) যখন কারও প্রতি না তাকিয়ে উপরের দিকে ছুটছিলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) পেছন হতে তোমাদের

يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم

ইয়াদ্'উকুম্ ফী ~ উখ্‌রা-কুম্ ফাআছা-বাকুম্ গাম্মাম্ বিগাম্মিল্ লিকাইলা- তাহ্‌যানূ 'আলা-মা-ফা-তাকুম্
ডাকছিলেন, ফলে তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন; যেন তোমরা বিমর্ষ না হও। হারানো বস্তু বা তোমাদের

ولا ما أصابكم ط والله خبير بما تعملون ﴿١٥٤﴾ ثم أنزل عليكم من بعد

অলা-মা ~ আছোয়া-বাকুম; অল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৫৪। ছুম্মা আন্‌যালা 'আলাইকুম্ মিম্ বা'দিল্
উপর অর্পিত বিপদের জন্য তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। (১৫৪) তারপর দুঃখের পর শান্তি-তন্দ্রা পাঠালেন,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫৩ ঃ নবী করীম (ছঃ) ওহুদ যুদ্ধে পর্বতের সুড়ঙ্গ পথ হেফাজত কল্পে যে সৈন্যদল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা যখন দেখল যে মুসলমানদের প্রবল আক্রমণে কাফের কোরাইশ-দল পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা শত্রুদের পরিত্যক্ত সমর-সম্ভার সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর নির্দেশ উপেক্ষা করে ঘাঁটি পরিত্যাগ পূর্বক উর্ধ্বশ্বাসে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। সুড়ঙ্গ পথ রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদের এই অনুপস্থিতির ফলে কোরাইশ সৈন্যদল পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে মুসলমানরা দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে যখন অনেকে ভীতি ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ

গাম্মি আমানাতান্ নু'আ-সাঈঁ ইয়াগ্‌শা-ত্বোয়া — য়িফাতাম মিন্‌কুম্ অত্বোয়া — য়িফাতুন্ ক্বাদ্ আহাম্মাত্‌হুম্ আন্‌ফুসুহুম্ ইয়াজুন্নুনা
যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করল, আর অন্য দল জাহেলী যুগের ন্যায় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে অলীক

بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ

বিল্লা-হি গাইরাল্ হাক্ব্‌ক্বি জোয়ান্নাল্ জ্বা-হিলিয়্যাহ্; ইয়াক্বূলূনা হাল্ লানা-মিনাল্ আম্‌রি মিন্ শাইয়িন্; ক্বুল্
ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করল, তারা বলে, এ ব্যাপারে "আমাদের কি কিছু করার আছে?" বলুন,

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ

ইন্নাল্ আম্‌রা কুল্লাহূ লিল্লা-হ; ইয়ুখ্‌ফূনা ফী ~ আন্‌ফুসিহিম্ মা-লা- ইয়ুব্‌দূনা লাক্; ইয়াক্বূলূনা লাও
সকল কিছুই তো একমাত্র আল্লাহর হাতে; তারা যা গোপনে করে আর যা প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি

كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ

কা-না লানা-মিনাল্ আম্‌রি শাইয়ুম্ মা-ক্বুতিল্‌না-হা-হুনা-; ক্বুল্ লাও কুন্‌তুম্ ফী বুইয়ূতিকুম্ লাবারাযাল্
আমাদের অধিকার থাকত, তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা স্বগৃহে থাকতে তবুও যাদের

الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ

লাযীনা কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বাত্‌লু ইলা-মাদ্বোয়া-জ্বি'ইহিম্, অলিইয়াব্‌তালিয়াল্লা-হু মা- ফী ছুদূরিকুম্
জন্য নিহত হওয়া অবধারিত ছিল তারা বেরিয়ে পড়ত নিজেদের মৃত্যুর স্থানের দিকে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

অলিইয়ুমাহ্‌হিছোয়া মা-ফী ক্বুলূবিকুম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১৫৫। ইন্নাল্লাযীনা
আর মনের বিষয় নির্মূল করার জন্যই এটা করেছেন; আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত অন্তরের গোপন বিষয়ে। (১৫৫) যেদিন

تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا

তাওয়াল্লাও মিন্‌কুম্ ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জ্বাম্'আ-নি ইন্নামাস্ তাযাল্লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু বিবা'দি মা-
উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিল, সেদিন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের কোন কাজের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন করেছিল;

كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

১৬ ع ৭ রুকু

কাসাবূ অলাক্বাদ্ 'আফাল্লা-হু 'আন্‌হুম্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুন্ হালীম্। ১৫৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-
অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন, আল্লাহই ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল। (১৫৬) হে মু'মিনরা! তোমরা তাদের মত

শানেনযূল ঃ আয়াত-১৫৪ ঃ এ যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হওয়ার তাঁরা শহীদ হয়ে যান। আর যারা পশ্চাদপসরণকারী ছিল তারা সরে যায় এবং যাঁরা ময়দানে বিদ্যমান ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁদের প্রতি তন্দ্রার আবির্ভাব হল, যেন তাঁদের অলসতা ও বিষণ্ণতা দূরীভূত হয়ে যেন সাহসের উদ্ভব হয়। এ তন্দ্রায় তাঁদের অবস্থা ছিল এইরূপ– তাঁদের মাথা ঝিমাতে ঝিমাতে বুক পর্যন্ত উপনীত হচ্ছিল। যুবাইর (রাঃ) বলেন, এই তন্দ্রাবস্থায় আমি মুতআব ইবনে কোশায়ইয়েলের কথা স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় শ্রবণ করতে ছিলাম। সে বলতে ছিল– অর্থাৎ আমাদের অধিকার কিছুই নেই। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ

তাকূনূ কাল্লাযীনা কাফারূ অক্বা-লূ লিইখ্‌ওয়া-নিহিম্ ইযা-দ্বোয়ারাবূ ফিল্ আর্‌দ্বি আও
হয়ো না যারা কুফুরী করেছে এবং নিজেদের ভাইয়েরা যখন যমীনে ভ্রমণ করে বা যুদ্ধ করে তখন

كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ج لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ

কা-নূ গুয্‌যাল্ লাও কা-নূ-'ইন্‌দানা-মা-মা-তূ অমা-ক্বুতিলূ লিইয়াজ্‌'আলাল্লা-হু যা-লিকা
তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তবে তারা না মরত, না নিহত হত [১]। আল্লাহ এভাবেই

حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ

হাস্‌রাতান্ ফী ক্বুলূবিহিম্; অল্লা-হু ইয়ুহ্‌য়ী অইয়ুমীত্; অল্লা-হু বিমা-তা'মা-লূনা বাছীর্। ১৫৭। অলায়িন্
তাদের মনে আক্ষেপ সৃষ্টি করেন; আল্লাহ্ই বাঁচান এবং মারেন, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (১৫৭) আর যদি

قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ *

ক্বুতিলতুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি আওমুত্‌তুম্ লামাগ্‌ফিরাতুম্ মিনাল্লা-হি অরাহ্‌মাতুন্ খাইরুম্ মিম্মা-ইয়াজ্‌মা'উন্।
তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও, অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও করুণা সঞ্চিত বস্তু হতে উত্তম।

﴿١٥٨﴾ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٩﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ج

১৫৮। অলায়িম্ মুত্তুম্ আওক্বুতিল্‌তুম্ লা ইলাল্লা-হি তুহ্‌শারূন্। ১৫৯। ফাবিমা-রাহ্‌মাতিম্ মিনাল্লা-হি লিন্‌তা লাহুম্
(১৫৮) যদি মারা যাও বা নিহত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে সমবেত হবে। (১৫৯) আর আল্লাহর করুণায় আপনি

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ

অলাও কুন্‌তা ফাজ্জোয়ান্ গালী জোয়াল্ ক্বাল্‌বি লান্‌ফাদ্বদ্বূ মিন্ হাওলিকা ফা'ফু 'আন্‌হুম্
কোমল অন্তরের হয়েছেন, যদি চিত্তে কর্কশ ও কঠোর হতেন, তবে তারা আপনার নিকট হতে চলে যেত,

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ج فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط

অস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুম্ অশা-ওয়ির্ হুম্ ফিল্ আম্‌রি ফাইযা- 'আযাম্‌তা ফাতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হ্;
সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَإِنْ

ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্‌বুল্ মুতাওয়াক্কিলীন্। ১৬০। ইঁ ইয়ান্‌ছুর্‌কুমুল্লা-হু ফালা-গা-লিবা লাকুম্ অইঁ
নিশ্চয়ই নির্ভরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। (১৬০) আল্লাহ সাহায্য করলে তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না;

টীকা-(১) ঃ আয়াত-১৫৭ ঃ তোমরা মনে কর যে, সফর অথবা জেহাদে বের না হয়ে এ মুহূর্তে মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পেল। কিন্তু তা তো নিশ্চিত যে তোমাদেরকে একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর অবশ্যই তোমাদের সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন তোমরা জানতে পারবে যারা শহীদ হয়েছে বা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ যে প্রতিদান দিবেন তা তোমাদের দুনিয়ায় সংগৃহীত ধন-সম্পদ হতে বহুগুণে বেশি। (ইবঃ কাঃ,) শানেনুযূল ঃ আয়াত ১৫৯ ঃ ওহুদ যুদ্ধে যারা আদেশ লঙ্গণ করে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কোন উচ্চ-বাচ্য কিছু না করে আগের মত নম্র ব্যবহার ও শালীনতা পূর্ণ আলাপ করছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাদের আত্ম-সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। এতে সম্মতি জ্ঞাপক ও প্রশংসা সূচক এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

ইয়াখ্‌যুল্‌কুম্ ফামান্ যাল্লাযী ইয়ান্‌ছুরুকুম্ মিম্ বা'দিহী; অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়া তাওয়াক্কালিল্

যদি তিনি সাহায্য না করেন, তবে কে আছে সাহায্য করার? শুধু আল্লাহতেই মু'মিনদের ভরসা

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦١﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ

মু'মিনূন্। ১৬১। অমা-কা-না লিনাবিয়্যিন্ আইঁ ইয়াগুল্; অমাইঁ ইয়াগ্‌লুল্ ইয়া''তি বিমা-গাল্ লা

করা উচিত। (১৬১) কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, কিছু গোপন করবেন; কেউ কিছু গোপন করলে ঐ বস্তুসহ কিয়ামতের

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ اَفَمَنِ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ছুম্মা তুওয়াফ্‌ফা- কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা-কাসাবাত্ অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্। ১৬২। আফামানিত

দিন উঠবে, তারপর প্রত্যেককেই কর্মফল পূর্ণভাবে দেয়া হবে, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। (১৬২) যে অনুবর্তী হয়

اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

তাবা'আ রিদ্বওয়া-নাল্লা-হি কামাম্ বা — য়া বিসাখাত্বিম্ মিনাল্লা-হি অমা'ওয়া-হু জ্বাহান্নাম্; অবি''সাল্ মাছী-র্।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির, সে কি তার মত, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে? তার আবাস তো দোযখে, যা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

﴿١٦٣﴾ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٤﴾ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى

১৬৩। হুম্ দারাজ্বা-তুন্ 'ইন্দাল্লা-হ;অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-ইয়া'মালূন্। ১৬৪। লাক্বাদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাল্

(১৬৩) তাদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন স্তরের; আল্লাহ তাদের কর্ম দেখেন। (১৬৪) আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি করুণা করেছেন,

الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

মু''মিনীনা ইয্ বা'আছা ফীহিম্ রাসূলাম্ মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ ইয়াত্‌লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিহী অইয়ুযাক্কীহিম্

তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি তাদেরকে আয়াত শুনান, পরিশুদ্ধ করেন

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٥﴾ اَوَ

অইয়ু'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা অল্ হিক্‌মাতা অইন্ কা-নূ মিন্ ক্বাব্‌লু লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ১৬৫। আওয়া

এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত, যদিও ইতোপূর্বে তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে ছিল। (১৬৫) কি ব্যাপার!

لَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

লাম্মা ~ আছোয়া-বাত্‌কুম্ মুছীবাতুন্ ক্বাদ্ আছোয়াব্‌তুম্ মিছ্‌লাইহা- কুলতুম্ আন্না- হা-যা-; কুল্ হুওয়া মিন্ ইন্দি

যখন তোমাদের বিপদ আসল, বললে এটা কিভাবে হল? অথচ এর দ্বিগুণ বিপদ তোমরা ঘটালে [১]; বলুন, এ বিপদ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬১ঃ বদর যুদ্ধে মালে গণীমতের একখানা লাল রং-এর চাদর হারানো গিয়েছিল। একজন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নাম দিয়েছিল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬৫ ঃ বদর যুদ্ধের বিপর্যয় দেখে মুসলমানরা বললেন, এ বিপদ কোথা হতে আসল? অথচ আল্লাহর সাহায্যের কথা ছিল। তখন আলোচ্য আয়াতটি এ মর্মে অবতীর্ণ হয় যে, এই পরাজয় তোমাদেরই ভুলের পরিণামস্বরূপ হয়েছে এবং তোমাদের জয়ের তুলনায় এ পরাজয় নগণ্য বিষয়। এতে তিরস্কার ও সান্ত্বনা উভয়ই রয়েছে। টীকা ঃ (১) ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন, কিন্তু এর দ্বিগুণ বিপদ কাফেরদের উপর বদর প্রান্তে হয়েছিল। ৭০ জন হয়েছিল নিহত আর ৭০ জন হয়েছিল বন্দী।

أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ

আন্‌ফুসিকুম্ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ১৬৬। অমা ~ আছোয়া-বাকুম্ ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জ্বাম্'আ-নি

তোমাদের পক্ষ থেকেই; আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (১৬৬) যেদিন দু দল মুখোমুখী হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মাঝে যা ঘটেছিল,

فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

ফাবিইয্‌নিল্লা-হি অলিইয়া'লামাল্ মু''মিনীন্। ১৬৭। অলিইয়া'লামাল্লাযীনা না-ফাক্বূ অক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও

তা আল্লাহর হুকুমেই ঘটেছিল যেন মু'মিনদের চিনা যায়। (১৬৭) আর মুনাফিকদের চিনার জন্য তাদের বলা হল, আস আল্লাহর

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ

ক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আওয়িদ্‌ফা'উ; ক্বা-লূ লাও না'লামু ক্বিতা-লাল্ লাত্তাবা'না-কুম্; হুম্

পথে যুদ্ধ কর কিংবা প্রতিরোধ কর; তারা বলল, যদি আমরা যুদ্ধ হবে জানতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম;

لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوٰهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي

লিল্‌কুফ্‌রি ইয়াওমায়িযিন্ আক্ব্‌রাবু মিন্‌হুম্ লিল্ ঈমা-নি ইয়াক্বূলূনা বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ মা-লাইসা ফী

তারা সেদিন ঈমান অপেক্ষা কুফুরীর নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই; আল্লাহ তাদের

قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٨﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوٰنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ

ক্বুলূবিহিম্; অল্লা-হু আ'লামু বিমা-ইয়াক্‌তুমূন্। ১৬৮। আল্লাযীনা ক্বা-লূ লিইখ্‌ওয়া-নিহিম্ অক্বা'আদূ লাও

গোপন বিষয় সম্যক অবহিত,। (১৬৮) আর যারা ঘরে বসে নিজেদের ভাইদের ব্যাপারে বলল, যদি আমাদের কথা মানত

أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ

আত্বোয়া-'উনা- মা-ক্বুতিলূ; ক্বুল্ ফাদ্‌রা'উ 'আন্ আন্‌ফুসিকুমুল্ মাওতা ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।

তবে নিহত হত না; বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে, নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও।

﴿١٦٩﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

১৬৯। অলা-তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা ক্বুতিলূ ফীসাবী লিল্লা-হি আম্‌ওয়া-তা-; বাল্ আহ্‌ইয়া — উন্ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্

(১৬৯) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের কখনও মৃত ভের না, বরং তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্‌ক

يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾ فَرِحِينَ بِمَآ آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۙ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ

ইয়ুর্‌যাক্বূন্। ১৭০। ফারিহীনা বিমা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী অইয়াস্‌তাব্‌শিরূনা বিল্লাযীনা লাম্

পাচ্ছে। (১৭০) তাতে তারা খুশী যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে; যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬৯ ঃ বদর যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলা এক প্রকারের সবুজ পাখির আকৃতিতে রূপান্তরিত করে বেহেশতের উদ্যানে ও ঝর্ণায় বিচরণ ক্ষমতা প্রদান করেন এবং আরও বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। তখন তাঁরা পৃথিবীতে তাঁদের এই প্রচুর আনন্দ বহুল জীবনযাপনের কথা জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। তখন তাদের এই স্পৃহা অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদত বরণকারীদের অবস্থা মু'মিনদের অবহিত করার উদ্দেশে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (বঃ কোঃ আংশিক সংযোজিত)

يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾ يَسْتَبْشِرُونَ

ইয়াল্‌হাক্ব্ বিহিম্ মিন্ খাল্‌ফিহিম্ আল্লা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ১৭১। ইয়াস্‌তাব্‌শিরূনা

পিছনে আছে, তাদের জন্য আনন্দ করে; তাদের নেই কোন ভয়, আর নেই কোন চিন্তা। (১৭১) তারা আল্লাহর নিয়ামত

بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ

বিনি'মাতিম্ মিনাল্লা-হি অফাদ্বলিওঁ অআন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উ আজ্‌রাল্ মু'মিনীন্। ১৭২। আল্লাযীনাস

ও করুণায় আনন্দিত; আর আল্লাহ তো মু'মিনদের পারিশ্রমিক নিষ্ফল করেন না। (১৭২) যারা আঘাতের

اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

তাজ্বা-বূ লিল্লা-হি অর্‌রাসূলি মিম্ বা'দি মা-আছোয়া-বাহুমুল্ ক্বার্‌হু লিল্লাযীনা আহ্‌সানূ

পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে ও তাকওয়ার অনুসারী

مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٣﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

মিন্‌হুম্ অত্তাক্বাও আজ্‌রুন্ 'আজীম্। ১৭৩। আল্লাযীনা ক্বা-লা লাহুমুন্না-সু ইন্নান্না-সা ক্বাদ্ জ্বামা'উ

তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান আছে। (১৭৩) তারা এমন মানুষ যে, লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক একত্রিত হয়েছে,

لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *

লাকুম্ ফাখ্‌শাওহুম্ ফাযা-দাহুম্ ঈমা-নাওঁ, অক্বা-লূ হাস্‌বুনাল্লা-হু অনি'মাল্ অকীল্।

কাজেই তোমরা তাদের ভয় কর; এতে তাদের ঈমান বাড়ল; তারা বলল, আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কার্য নির্বাহক।

﴿١٧٤﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ

১৭৪। ফান্‌ক্বালাবূ বিনি'মাতিম্ মিনাল্লা-হি অফাদ্বলিল্ লাম্ ইয়াম্‌সাস্‌হুম্‌সূ — উওঁ অত্তাবা'উ রিদ্বওয়া-নাল্লা-হ্;

(১৭৪) তারা ফিরে গেল আল্লাহর নিয়ামত ও করুণা নিয়ে কোন অসুবিধাই তাদের হয়নি; তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুবর্তী হয়েছিল;

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٥﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا

অল্লা-হু যূ ফাদ্বলিন্ 'আজীম্। ১৭৫। ইন্নামা-যা-লিকুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইয়ুখাও ওয়িফু আওলি ইয়া — আহূ ফালা-

আল্লাহ অসীম দয়ালু। (১৭৫) শয়তানই তার বন্ধুদের দিয়ে তোমাদের ভয় দেখায়; তোমরা তাদেরকে ভয়

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ

তাখা-ফূহুম্ অ খা-ফূনি ইন্ কুন্‌তুম্ মু'মিনীন্। ১৭৬। অলা-ইয়াহ্‌যুন্‌কাল্লাযীনা ইয়ুসা-রি'উনা

করো না আমাকে ভয় কর; যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৭৬) আপনাকে যেন চিন্তিত করতে না পারে ঐসব লোকেরা যারা

শানেনুযূল ঃ আয়াত ১৭২ ঃ ওহুদ যুদ্ধ শেষে নবী করীম (ছঃ)-এর ডাকে ছাহাবীরা আহত অবস্থায়ই কাফেরদের পিছু ধাওয়া করেছিলেন, উক্ত আয়াতে এ কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

আয়াত-১৭৪ ঃ ওহুদ প্রান্তর ত্যাগকালে আবূ সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, আগামী বছর আমরা পুনরায় তোমাদের বদর প্রান্তরে দেখে নেব। কিন্তু যথা সময়ে আসার সাহস তাদের হয়নি। নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে গোপনে এক লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। সে বলল, কাফেররা বিরাট বাহিনী সমর প্রস্তুতি নিয়ে আসছে, যার মুকাবিলা করার সাহস ও শক্তি কারও নেই।

فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا

ফিল্‌কুফ্‌রি ইন্নাহুম্ লাইঁ ইয়াদুর্‌রুল্লা-হা শাইয়া-; ইয়ুরীদুল্লা-হু আল্লা-ইয়াজ্‌'আলা লাহুম্ হাজ্‌জোয়ান্
ধাবিত হয় কুফুরীর দিকে, নিশ্চয়ই ওরা আল্লাহরও ক্ষতি করতে পারবে না; আল্লাহ তাদেরকে কোন অংশ দিতে

فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن

ফিল্‌আ-খিরাতি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আজীম্। ১৭৭। ইন্নাল্লাযীনাশ্ তারাউল্ কুফ্‌রা বিল্ ঈমা-নি লাইঁ
চান না আখেরাতে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরী গ্রহণ করেছে তারা

يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ইয়াদ্বুর্‌রুল্লা-হা শাইয়া-; অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৭৮। অলা-ইয়াহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা কাফারু ~
আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। (১৭৮) কাফেররা যেন কখনও মনে না করে যে,

أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ

আন্নামা-নুম্‌লী লাহুম্ খাইরুল্ লিআন্‌ফুসিহিম্; ইন্নামা- নুম্‌লী লাহুম্ লিইয়ায্‌দা-দূ ~ ইছ্‌মান্ অলাহুম্
আমি তাদের মঙ্গলের জন্য অবসর দেই; আমি তো পাপ বৃদ্ধির জন্য অবকাশ দেই, তাদের জন্য

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ

'আযা-বুম্ মুহীন। ১৭৯। মা-কা-নাল্লা-হু লিইয়াযারাল্ মু''মিনীনা 'আলা-মা ~ আন্‌তুম্ 'আলাইহি হাত্তা-
লাঞ্ছনাময় শাস্তি আছে। (১৭৯) যে অবস্থায় তোমরা আছ সে অবস্থায় আল্লাহ মু'মিনদেরকে ছাড়তে পারেন না; যতক্ষণ না

يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ

ইয়ামীযাল্ খাবীছা মিনাত্ত্বোইয়্যিব্; অমা-কা-নাল্লা-হু লিইয়ুত্‌লি'আকুম্ 'আলাল্ গাইবি অলা-কিন্নাল্
পবিত্র হতে অপবিত্রকে পৃথক করতে পারেন; আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে খবর দেবেন অদৃশ্যের; তবে

اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا

লা-হা ইয়াজ্‌তাবী মির্ রুসুলিহী মাইঁ ইয়াশা —উ ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অইন্ তু''মিনূ
আল্লাহ রাসূলদের মধ্য হতে ইচ্ছামত বেছে নেন, অতএব আল্লাহ ও রাসূলদের বিশ্বাস কর; যদি তোমরা ঈমান আন আর

وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

অতাত্তাকূ ফালাকুম আজ্‌রুন্ 'আজীম্। ১৮০। অলা-ইয়াহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা ইয়াব্‌খালূনা বিমা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু
ভয় কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান। (১৮০) আর যারা কৃপণতা করে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত বস্তুতে তারা

এ সংবাদে কোন কোন মুসলমানের মনে ভয়ের সঞ্চার হলেও রাসূল্ (ছঃ) যখন ঘোষণা করলেন যে, কেউ না গেলেও আমি একা তাদের মুকাবিলায় বের হব। এতে ১৫০০ শ' সাহাবীর এক বাহিনী তাঁর সঙ্গে বদরে উপস্থিত হন। আটদিন অপেক্ষা করে তারা ফিরে আসেন, কিন্তু আবূ সুফিয়ান ও তার বাহিনী আসেনি।

যোগসূত্র ঃ আয়াত-১৭৯ ঃ পৃথিবীতে কাফেরদের প্রতি কোন শাস্তি না আসায় যেমন এই মর্মে সন্দেহ হচ্ছিল যে, তারা মরদুদ ও বিতাড়িত নয়, যদি তাই হত তাদের প্রতি শাস্তি এসে যেত। পূর্ববর্তী আয়াত এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি দুনিয়াবী বিভিন্ন বিপদাপদের ফলে সন্দেহ হতে পারে যে মুসলমানরা হয়ত আল্লাহর মকবুল বান্দা নয়। তাই যদি হবে তবে

مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ

মিন্ ফাদ্বলিহী হুওয়া খাইরাল্লাহুম্; বাল্ হুওয়া শার্‌রুল্লাহুম্; সাইয়ুত্বোয়াওয়্যাক্বূনা মা- বাখিলূ বিহী ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্;
যেন একে কল্যাণ মনে না করে; বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর, কিয়ামতের দিন কৃপণতার বস্তু গলার বেড়ি হবে;

১৮ ع ৯ ৯ রুকু

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ

অলিল্লা-হি মীরা-ছুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব্; অল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর্। ১৮১। লাক্বাদ্ সামি'আল্লা-হু
আকাশ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। (১৮১) আল্লাহ তাদের

قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ

ক্বাওলাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা-হা ফাক্বীরুওঁ অনাহ্‌নু আগ্‌নিয়া — উ। সানাক্‌তুবু মা-ক্বা-লূ অক্বাত্‌লাহুমুল্
কথা শুনছেন, যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী[১], অবশ্যই আমি তাদের কথা ও অন্যায়ভাবে

الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

আম্বিয়া — য়া বিগাইরি হাক্ব্ক্বিওঁ অনাক্বূলু যূক্বূ 'আযা-বাল্ হারীক্ব্। ১৮২। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত্
নবী-হত্যা করার বিষয় লিখে রাখছি, আর আমি বলব, অগ্নির শাস্তি ভোগ কর। (১৮২) এটা সেই কাজের ফল যা

اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ

আইদীকুম্ অআন্নাল্লা-হা লাইসা বিজোয়াল্লা-মিল্‌লিল্'আবীদ্। ১৮৩। আল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা-হা 'আহিদা
তোমরা স্বহস্তে অর্জন করেছ; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (১৮৩) যারা বলে, আল্লাহ নির্দেশ করেছেন,

اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ

ইলাইনা ~ আল্লা-নু'মিনা লিরাসূলিন্ হাত্তা-ইয়া"তিয়ানা-বিকুর্‌বা নিন্ তা"কুলুহুন্ না-র্; কুল্ ক্বাদ্ জা — য়াকুম্
যেন আমরা বিশ্বাস না করি কোন রাসূলকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কোরবানী আগুন এসে খেয়ে ফেলে।[২]; বলুন, তোমাদের নিকট

رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

রুসুলুম্ মিন ক্বাব্‌লী বিল্‌বাইয়্যিনা-তি অবিল্লাযী ক্বুল্‌তুম্ ফালিমা ক্বাতাল্‌তুমূহুম ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
বহু রাসূল এসেছেন বহু প্রমাণ ও তোমাদের কথিত বক্তব্য নিয়ে আমার পূর্বে; তবে কেন তাদের হত্যা করলে? যদি সত্যবাদী হও।

﴿١٨٣﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ

১৮৪। ফাইন্ কায্‌যাবূকা ফাক্বাদ্ কুয্‌যিবা রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা জ্বা — উ বিল্‌বায়্যিনা-তি অয্‌যুবুরি অল্
(১৮৪) যদি আপনাকে মিথ্যা বলে, ইতোপূর্বেও তারা বহু রাসূলকে মিথ্যা বলেছে; যাঁরা এসেছিল নিদর্শন,

তাদের উপর এমন বিপদাপদ কেন পতিত হয়? আলোচ্য আয়াতে এর রহস্যাবলীর বিবরণ দিয়ে উক্ত সন্দেহের অপনোদন করা হচ্ছে। কাজেই তাদের মকবুল বান্দা হওয়াতে আর কোন সন্দেহ থাকল না। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮২ঃ একদা কা'ব ইবনে আশরফ, মালেক ইবনে ছাইফ, ওয়াহাব ইবনে ইহুদা, এবীদ ইবনে তাবুত, ফখাছ ইবনে আযুরা এবং হাই ইবনে আখতাব প্রমুখ ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলল, "আমাদের প্রতি তওরাতে এই আদেশ রয়েছে যে, আমরা যেন কোন নবীর উপর ঈমান না আনি যে পর্যন্ত আমরা নবীর নিকট এইরূপ মু'জিযা প্রত্যক্ষ না করি যে, তিনি আল্লাহর নামে কোন কোরবানী করলে তা আকাশ হতে অগ্নি এসে ভষ্মিভূত করে দেয়। অতএব তুমি এ মু'জিযা দেখাতে পারলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনব।" তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (১) পবিত্র কোরআনে যখন আল্লাহকে

الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝١٨٥ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ

কিতা-বিল্ মুনীর্। ১৮৫। কুল্লু নাফ্‌সিন্ যা—য়িকাতুল্ মাওত্; অইন্নামা- তুওয়াফ্‌ফাওনা উজূ্‌রাকুম্

গ্রন্থরাজি এবং উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে। (১৮৫) জীব মাত্রই মৃত্যুবরণ করবে; অবশ্যই কিয়ামতে তোমাদের পূর্ণ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ফামান্ যুহ্‌যিহা'আনিন্না-রি অউদ্‌খিলাল্ জ্বান্নাতা ফাক্বাদ্ ফা-য্; অমাল্ হাইয়া-তুদ্

পুরস্কার দেয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে নেয়া হবে, সে'ই সফলকাম। দুনিয়াবী জীবন

الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝١٨٦ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

দুন্‌ইয়া ~ ইল্লা–মাতা-'উল্ গুরূর্। ১৮৬। লাতুব্‌লাউন্না ফী ~ আম্‌ওয়া-লিকুম্ অআন্‌ফুসিকুম্

শুধুমাত্র ছলনাময়, ক্ষণিকের ভোগের সামগ্রী মাত্র। (১৮৬) তোমরা জান ও মাল দিয়ে আরও পরীক্ষিত হবে; অবশ্যই

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا

অলাতাস্‌মা'উন্না মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্‌লিকুম অমিনাল্লাযীনা আশ্‌রাকূ ~

তোমরা শুনবে পূর্বের কিতাবের অনুসারী ও মুশরিকদের পক্ষ হতে অনেক কষ্টদায়ক কথা;

اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝١٨٧ وَاِذْ

আযান্ কাছীরা-; অইন্ তাছ্‌বিরূ অতাত্তাকূ, ফাইন্না যা-লিকা মিন্ 'আয্‌মিল্ উমূর্। ১৮৭। অইয্

যদি ধৈর্য অবলম্বন কর ও পরহেজগার হও, তবে তা সাহসের কাজই হবে। (১৮৭) আর যখন

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز

আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা লাতুবাইয়্যিনুন্নাহূ লিন্না-সি অলা- তাক্‌তুমূনাহূ

আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছেন কিতাবীদের নিকট থেকে যে, তোমরা মানুষকে কিতাবের বর্ণনা দেবে তা গোপন করবে না;

فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ★

ফানাবাযূহু অরা—য়া জুহূরিহিম্ অশ্‌তারাও বিহী ছামানান্ ক্বালীলা-; ফাবি''সা মা-ইয়াশ্‌তারূন্।

কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে; সুতরাং বিনিময় হিসেবে তারা যা গ্রহণ করল তা কতই না নিকৃষ্ট।

۝١٨٨ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

১৮৮। লা-তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা ইয়াফ্‌রাহূনা বিমা ~ আতাও অইয়ুহিব্বূনা আইঁ ইয়ুহ্‌মাদূ বিমা-লাম্ ইয়াফ্'আলূ

(১৮৮) তুমি কখনও ধারণা করবে না যে, যারা স্বীয় কর্মে আনন্দিত; কাজ না করে প্রশংসা পাওয়ার দাবীদার;

ঋণ দেয়ার কথা বলা হল, তখন ইহুদীরা ঠাট্টা করে উক্ত কথা বলে (২) পূর্বে কোরবানীর এই নিয়ম ছিল যে, কারো কোরবানী কবূল হলে, আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। আর যার কোরবানী কবূল হত না তা পড়ে থাকত।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৮ঃ এ আয়াতটি ঐ সব মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা যুদ্ধে যাওয়ার সময় এখানে-সেখানে আত্মগোপন করে থাকত। আর এর উপরই তারা সন্তুষ্ট থাকত। অতঃপর হুযূর (ছঃ) যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলে তারা তাড়াহুড়া করে আসত এবং না যাওয়ার উপর বিভিন্ন কাল্পনিক কারণ দর্শাত এবং বলত আমাদের বাসনা ছিল আপনার সঙ্গে যাওয়ার কিন্তু কি করি? অমুক কাজে লিপ্ত থাকায় যাওয়া হয়নি। উদ্দেশ্য- না গিয়েও নাম অর্জন করা।

فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٩﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ

ফালা– তাহ্‌সাবান্নাহুম্‌ বিমাফা-যাতিম্‌ মিনাল্‌ 'আযা-বি অলাহুম্‌ 'আযা-বুন্‌ আলীম্‌। ১৮৯। অলিল্লা-হি মুল্‌কুস্‌

এরা আযাব হতে মুক্তি পাবে বলে মনে করে না, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (১৮৯) আকাশ ও

১৯ ع ৯ ১০ রুকু

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ

সামা-ওয়া-তি অল্‌ আরদ্ব্‌; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বাদীর্‌। ১৯০। ইন্না ফী খাল্‌ক্বিস্‌ সামা-ওয়া-তি

পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর; আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (১৯০) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে,

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩١﴾ الَّذِينَ

অল্‌ আরদ্বি অখ্‌তিলা-ফিল্‌ লাইলি অন্নাহা-রি লাআ-ইয়া-তিল্‌ লিউলিল্‌ আল্‌বা-ব্‌। ১৯১। আল্লাযীনা

রাত ও দিনের পার্থক্যে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য[১]। (১৯১) তারা

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ অক্বু'উদাওঁ অ'আলা–জু নূ বিহিম্‌ অইয়াতাফাক্‌কারূনা ফী খাল্‌ক্বিস্‌

আল্লাহকে স্মরণ করে, দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আর আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

সামা-ওয়া-তি অল্‌ আরদ্বি, রব্বানা- মা- খালাক্বতা হা-যা-বা-ত্বিলা-; সুব্‌হা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান্‌

চিন্তা করে; আর বলে, হে আমাদের রব! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; পবিত্রতা আপনার, আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে

النَّارِ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

না-র্‌। ১৯২। রব্বানা ~ ইন্নাকা মান্‌ তুদ্‌খিলিন্না-রা ফাক্বাদ্‌ আখ্‌যাইতাহূ অমা- লিজ্জোয়া-লিমীনা মিন্‌

বাঁচান। (১৯২) হে আমাদের রব! যাকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন, তাকে লাঞ্ছিত করলেন; আর জালিমদের কোন

أَنصَارٍ ﴿١٩٣﴾ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ

আনছোয়া-র্‌। ১৯৩। রব্বানা ~ ইন্নানা- সামি'না- মুনা দিয়াই ইয়ুনা-দী লিল্‌ঈমা-নি আন্‌ আ-মিনূ বিরব্বিকুম্‌

সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে রব! আমরা শুনেছি আহ্বায়ককে ঈমানের ডাক দিতে যে, তোমরা রবের প্রতি

فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ *

ফাআ-মান্না-, রব্বানা- ফাগ্‌ফির্‌লানা-যুনূবানা-অকাফ্‌ফির্‌ 'আন্না-সাইয়িআ-তিনা-অতাওয়াফ্‌ফানা- মা'আল্‌ আব্‌রা-র্‌।

ঈমান আন, আমরা ঈমান আনলাম, হে আমাদের রব! পাপ ক্ষমা করুন, দোষ মিটিয়ে দিন; নেককারদের সঙ্গে মৃত্যু দিন।

টীকা-(১) ঃ আয়াত-১৯১ ঃ মানুষের ইচ্ছে ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এ ব্যবস্থায় পরিচালক বলা চলে না। সে জন্যই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটি মাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তা হল আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর যিকর করা। যে এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য নয়। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৯২ঃ বিশ্বাসী মুসলমানেরা যেরূপভাবে স্বীয় রবের নিকট প্রার্থনা করে, এ আয়াত হতে তা বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে। প্রার্থনা প্রসঙ্গে এ কথাও পরিব্যক্ত হয়েছে যে, অবিশ্বাসী জাহান্নাম মুখী লোকেরা পরকালে কোনই সাহায্য পাবে না।

﴿١٩٤﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

১৯৪। রব্বানা- অআ-তিনা-মা-অ'আত্তানা- 'আলা-রুসুলিকা অলা-তুখ্‌যিনা-ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়া-মাহ্‌; ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল্‌
(১৯৪) হে রব্ব! রাসূলদের মাধ্যমে কৃতওয়াদা পালন করুন; আমাদেরকে অপমান করবেন না কিয়ামতের দিন; আপনি তো ওয়াদা

الْمِيْعَادَ ﴿١٩٥﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ

মী'আ-দ্‌। ১৯৫। ফাস্‌তাজ্বা-বা লাহুম্‌ রব্বুহুম্‌ আন্নী লা ~ উদ্বী'উ 'আমালা 'আ-মিলিম্‌ মিন্‌কুম্‌ মিন্‌
খেলাফ করেন না। (১৯৫) তাদের রব দোয়া কবূল করলেন; আমি নষ্ট করি না তোমাদের নারী-পুরুষের কোন কাজ,

ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

যাকারিন্‌ আও উন্‌ছা- বা'দ্বুকুম্‌ মিম্‌ বা'দ্বিন্‌ ফাল্লাযীনা হা-জ্বারূ অউখ্‌রিজ্বূ মিন দিয়া-রিহিম
তোমরা একে অন্যের অংশ; সুতরাং যারা হিজরত করল, আপনি বাড়ি ঘর হতে বিতাড়িত হয়েছেন,

وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ

অউযূ ফী সাবীলী অক্বা-তালূ অক্বুতিলূ লাউকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌হুম্‌ সাইয়িআ-তিহিম্‌ অলাউদ্‌খিলান্নাহুম্‌
আমার পথে যারা কষ্ট পেল, যুদ্ধ করল, শহীদ হল, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মিটিয়ে দেব; অবশ্যই জান্নাতে দাখিল

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ

জ্বান্না-তিন্‌ তাজ্‌রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল্‌ আন্‌হা-রু ছাওয়া- বাম্‌ মিন্‌ 'ইন্‌দিল্লা-হ্‌; অল্লা-হু 'ইন্‌দাহূ
করাব, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত; এটিই পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ হতে, আল্লাহর কাছেই রয়েছে

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٦﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ؕ ﴿١٩٧﴾ مَتَاعٌ

হুস্‌নুছ্‌ ছাওয়া-ব্‌। ১৯৬। লা-ইয়াগুর্‌রান্নাকা তাক্বাল্‌লুবুল্লাযীনা কাফারূ ফিল্‌বিলা-দ্‌। ১৯৭। মাতা-'উন্‌
উত্তম পুরস্কার। (১৯৬) আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে কাফেরদের দেশে দেশে অবাধ চলাফেরা। (১৯৭) এতো সামান্য

قَلِيْلٌ ۫ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

ক্বালীলুন্‌ ছুম্মা মা''ওয়া-হুম্‌ জ্বাহান্নাম্‌; অবি''সাল্‌ মিহা-দ্‌। ১৯৮। লা-কিনিল্‌ লাযী নাত্‌তাক্বাও রব্বাহুম্‌
ভোগ; অতঃপর জাহান্নাম হবে তাদের বাসস্থান; ওটা নিকৃষ্ট আবাস। (১৯৮) কিন্তু, যারা রবকে ভয় করে,

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

লাহুম্‌ জ্বান্না-তুন্‌ তাজ্‌রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল্‌ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- নুযুলাম্‌ মিন্‌ 'ইন্‌দিল্লা-হি
তাদের জন্য জান্নাত আছে যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত, এতে তারা সর্বদা থাকবে। তারা আল্লাহর অতিথি; সৎকর্মশীলদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৫ঃ একদা হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) নবী করীম (ছঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, মহান আল্লাহ হিজরত সম্পর্কে কেবলমাত্র পুরুষদের আলোচনা করেছেন, মহিলাদের কোন আলোচনা করেননি- এর কারণ কিঃ তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী, হাকেম-লুবাব)। আয়াত-১৯৯ ঃ আবিসিনিয়ার বাদশা 'নাজ্জাশীর' মৃত্যুর পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিলে নবীজী (ছঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ার জন্য ছাহাবাদেরকে মাঠে ডাকলেন, তখন কোন কোন ছাহাবা বললেন, আমরা একজন হাবশীর কি নামায পড়বঃ কেননা, তাঁরা তাঁকে খৃষ্টান মনে করত। কিন্তু আসলে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে গিয়েছেন যখন তিনি প্রথম মুসলিম মুহাজির দলকে মক্কার কাফেরদের হাতে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। নাজ্জাশী একজন পাকা মুসলমান হওয়ার উপর আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। যাতে তার ব্যাপারে সন্দেহ দূরীভূত হয়।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٩﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا

অমা-'ইন্‌দাল্লা-হি খাইরুল্ লিল্‌আব্‌রা-র্। ১৯৯। অইন্না মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি লামাইঁ ইয়ু"মিনু বিল্লা-হি অমা ~
জন্য আল্লাহর নিকটে যা আছে তা-ই উত্তম। (১৯৯) কিতাবীদের মধ্যে অবশ্যই একাংশ আল্লাহকে, তোমাদের প্রতি

اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا

উন্‌যিলা ইলাইকুম্ অমা ~ উন্‌যিলা ইলাইহিম্ খা-শি'ঈনা লিল্লা-হি লা-ইয়াশ্‌তারূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ছামানান্
যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে বিনয়ী হয়ে বিশ্বাস করে; তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ

قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا

ক্বালীলা-; উলা — য়িকা লাহুম্ আজ্‌রুহুম্ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্ ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্। ২০০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্
করে না, এরাই তারা যারা তাদের রবের নিকট হতে পূর্ণ বিনিময় পাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসেবকারী। (২০০) হে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

লাযীনা আ-মানুছ্ বিরূ অছোয়া-বিরূ অরা-বিতূ অত্তাক্বুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্।
মু'মিনরা! ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্য অবলম্বনে প্রতিযোগিতা কর ও সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর, যেন সফল হতে পার।

২০ ع ১১ ১১ রুকূ

তিন চতুর্থাংশ

সূরা নিসা
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ৪ ১৭৬
রুকূ ৪ ২৪

﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান না-সুত্তাকূ রব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্‌সিওঁ অ-হিদাতিওঁ অখালাক্বা
(১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি সৃষ্টি করেন

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ

মিন্‌হা-যাওজ্বাহা-অবাছ্ছা মিন্‌হুমা- রিজ্বা-লান্ কাছীরাওঁ অনিসা — আন্ অত্তাকুল্লা-হাল্লাযী তাসা — আলূনা
তার জোড়া, আর তা থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে একে অপরকে তাগাদা কর

بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿٢﴾ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ

বিহী অল্ আর্‌হা-ম্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলাইকুম্ রাক্বীবা-। ২। ওয়াআ-তুল্ ইয়াতা-মা ~ আম্‌ওয়া-লাহুম্
এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান। (২) এতীমদেরকে তাদের সম্পদ

নামকরণঃ 'নিসা' অর্থ স্ত্রীলোকেরা। এ সূরায় স্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা থাকায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'নিসা'।
শানেনযূল ঃ তখনকার সময় নারী ও এতীমরা অবহেলিত ছিল, তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্তে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়।
আয়াত-১ ঃ তখনকার লোকেরা অনাথ এতীমের ধন সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করত না এবং মহিলাদের সাথে আচার-ব্যবহারে ধীর নীতি অবলম্বন করত এবং তারা দারুণ অবহেলিত ছিল। তাই প্রত্যেকেই যে একই মূল হতে আগত এবং একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান হওয়ার কথা স্মরণ করে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৎভাব জাগিয়ে তোলার জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
আয়াত-২ ঃ গাতফান গোত্রে এক লোক তার আপন পিতৃহারা ভাতিজির অভিভাবক ছিল। ভাতিজি সাবালিকা হয়ে চাচার নিকট হতে সম্পদ ফেরত

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ

অলা-তাতাবাদ্দালুল্ খাবীছা বিত্ত্বোয়াইয়্যিবি অলা-তা''কুলূ ~ আম্ওয়া-লাহুম্ ইলা ~ আম্ওয়া-লিকুম্;
দিয়ে দাও; ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করো না; তাদের বস্তু তোমাদের বস্তুর সঙ্গে একত্রিত করে খেয়ো না;

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا

ইন্নাহূ কা-না হূবান্ কাবীরা-। ৩। অইন্ খিফ্তুম্ আল্লাতুক্ব্সিত্বূ ফিল্ ইয়াতা-মা- ফান্কিহূ
নিশ্চিয়ই এটা বড়ই অপরাধ। (৩) আর যদি ভয় হয় যে, মেয়ে এতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না;

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

মা-ত্বোয়া-বা লাকুম্ মিনান্নিসা — য়ি মাছ্না- অছুলা-ছা অরুবা-'আ ফাইন্ খিফ্তুম্ আল্লা- তা'দিলূ
তবে বিয়ে করে নাও তাদের মধ্য হতে দুই, তিন বা চারজন করে তোমাদের পছন্দ মত; যদি সুবিচারের ভয় হয়

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ وَآتُوا النِّسَاءَ

ফাওয়া-হিদাতান্ আও মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্; যা-লিকা আদ্না ~ আল্লা- তা'উলূ। ৪। অআ-তুন্ নিসা — য়া
তবে একজন অথবা অধিকারভুক্ত দাসীকে' এতে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (৪) আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের

صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

ছোয়াদুক্বা-তিহিন্না নিহ্লাহ্; ফাইন্ ত্বিব্নালাকুম্ 'আন্ শাইয়িম্ মিন্হু নাফ্সান্ ফাকুলূহু হানী — য়াম্ মারী — য়া-।
তাদের মহর খুশী মনে; যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মহরের অংশ বিশেষ ছেড়ে দেয়, তবে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ করতে পার।

۝ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ

৫। অলা-তু''তুস্ সুফাহা — য়া আম্ওয়া-লাকুমুল্ লাতী জ্বা'আলাল্লা-হু লাকুম্ ক্বিয়া-মাওঁ অরযুক্ব্হুম্
(৫) অবুঝদের হাতে সম্পত্তি দিও না, যা আল্লাহ জীবিকার জন্য তোমাদের দিয়েছেন, বরং তা হতে তাদেরকে

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا

ফীহা-অক্সূহুম্ অক্বূলূ লাহুম্ ক্বাওলাম্ মা'রূফা-। ৬। অব্তালুল্ ইয়াতা-মা-হাত্তা ~ ইয়া-
খেতে-পরতে দাও আর তাদেরকে ভাল কথা বল। (৬) আর এতীমদের পরীক্ষা করে নেবে বিয়ের বয়স হওয়া পর্যন্ত।

بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا

বালাগুন্নিকা-হা ফাইন্ আ-নাস্তুম্ মিন্হুম্ রুশ্দান্ ফাদ্ফা'উ ~ ইলাইহিম্ আম্ওয়া-লাহুম্ অলা-
তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দেবে; বড় হয়ে

চাইলে সে দিতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে পেশ করা হলে তখন মালামালসমূহ ফেরত দেয়ার আদেশ সম্বলিত এ আয়াত নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩ ঃ আয়াতটি একাধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। কারণ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকেই তা হালাল ছিল। রাসূল (ছঃ)-এর তখনও একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। মূলতঃ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের এতীম সন্তানদের একটি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থাই এর উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আয়াতটিতে স্ত্রীদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে একত্রে চার জনের বেশি স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ করে দেয়া হয়েছে।

تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج

তা''কুলূহা ~ ইস্‌রা-ফাওঁ অবিদা-রান্ আইঁ ইয়াক্‌বারূ; অমান্ কা-না গানিয়্যান্ ফাল্ ইয়াস্‌তা'ফিফ্

ফেরত নেবে ভেবে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি ওটা খেয়ো না। যে ধনী সে যেন এতীমের মাল খরচ করা

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

অমান্ কা-না ফাক্বীরান্ ফাল্‌ইয়া''কুল্ বিল্ মা'রূফি ফাইযা- দাফা'তুম্ ইলাইহিম্ আম্‌ওয়া-লাহুম্

থেকে দূরে থাকে, গরীব হলে সংগত পরিমাণ ভোগ করবে; তাদের সম্পদ ফেরত দেয়ার সময় সাক্ষী রেখ;

فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٧ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ

ফাশ্‌হিদূ 'আলাইহিম্ ; অকাফা- বিল্লা-হি হাসীবা- । ৭। লির্‌রিজ়া-লি নাছীবুম্ মিম্মা-তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি

অবশ্য হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৭) পুরুষদের জন্য অংশ আছে মাতা-পিতা ও ঘনিষ্ঠদের পরিত্যক্ত

وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ

অল্‌আক্ব্‌রাবূনা অলিন্নিসা —য়ি নাছীবুম্ মিম্মা- তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি অল্ আক্ব্‌রাবূনা মিম্মা ক্বাল্লা

সম্পদে ; নারীদের জন্যও অংশ আছে মাতা-পিতা ও ঘনিষ্ঠদের সম্পদে অল্প হোক

مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٨ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ

মিন্‌হু আও কাছুর্; নাছীবাম্ মাফ্‌রূদ্বোয়া- । ৮। অইযা- হাদ্বোয়ারাল্ ক্বিস্‌মাতা উলুল্ ক্বুর্‌বা- অল্

বা অধিক হোক; ওটা তাদের জন্য স্থিরিকৃত (৮) আর যদি সম্পত্তি বণ্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম ও

الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٩ وَلْيَخْشَ

ইয়াতা-মা-অল্ মাসা-কীনু ফার্‌যুক্বূহুম্ মিন্‌হু অক্বূলূ লাহুম্ ক্বাওলাম্ মা'রূফা- । ৯। অল্ ইয়াখ্‌শাল্

দরিদ্ররা উপস্থিত হয় তখন তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও; তাদেরকে সংগত কথা বল। (৯) আর তারা যেন

الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ

লাযীনা লাও তারাকূ মিন্ খাল্‌ফিহিম্ যুর্‌রিয়্যাতান্ দ্বি'আ-ফান্ খা-ফূ 'আলাইহিম্ ফাল্ ইয়াত্তাক্বুল্লা-হা

ভয় করে যে, আর তারা যদি দুর্বল সন্তান রেখে যেত, তবে তারাও তাদের ব্যাপারে ভাবত; অতএব তারা যেন

وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا

অল্‌ইয়াক্বূলূ ক্বাওলান্ সাদীদা। ১০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়া''কুলূনা আম্‌ওয়া-লাল্ ইয়াতা-মা-জুল্‌মান্ ইন্নামা-

আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সঙ্গে ন্যায্য কথা বলে। (১০) যারা এতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়; তারা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭ ঃ জাহিলিয়াতের যুগে নারী ও শিশুদেরকে মীরাসের কোন অংশ দেয়া হত না এবং বলা হত, 'যারা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় সক্ষম কেবল তারাই মীরাসের হকদার। ইসলামের আর্বিভাবের পর মুসলমানদের মধ্যে হযরত আউছ ইবনে সাবেতের ইন্তেকাল হলে তার সম্পদ তাঁর চাচাত ভাই- সুওয়াইদ, খালেদ ও আরফজা দখল করে নেয় এবং ইবনে সাবেতের ছোট ছোট দুই কন্যা, এক ছেলে এবং এক স্ত্রীর কাকেও কিছুই দিল না। তখন তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে কুহাহ্ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছঃ), আমার স্বামী ইবনে সাবেত জঙ্গে ওহুদে শহীদ হন। তাঁর তিনটি ছোট ছোট সন্তান আছে। এ দিকে তাঁর পরিত্যাজ্য সমুদয় সম্পদ তাঁর চাচাত ভাইয়েরা দখল করে নিয়েছে। এখন বলুন এ সন্তানদের লালন-পালন কি করে করি? তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)

১ ع ١٠ ১২ রুকু

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١١﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي

ইয়া'কুলূনা ফী বুত্বূনিহিম্ না-রা-; অসাইয়াছ্লাওনা সা'ঈরা- । ১১ । ইয়ূছীকুমুল্লা-হু ফী ~

তো কেবল আগুন দিয়ে পেট ভরে, আর শীঘ্রই তারা আগুনে জ্বলবে। (১১) আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের

أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

আওলা-দিকুম্ লিয্যাকারি মিছ্লু হাজ্জিল্ উন্‌ছাইয়াইনি, ফাইন্ কুন্না নিসা — য়ান্ ফাওক্বাছ্ নাতাইনি

ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র পাবে দু'কন্যার সমান; তবে যদি দু'য়ের অধিক কন্যা হয়

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

ফালাহুন্না ছুলুছা- মা-তারাকা, অইন্ কা-নাত্ ওয়া-হিদাতান্ ফালাহান নিছ্‌ফু অলিআবাওয়াইহি লিকুল্লি

তবে দু'-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি শুধু এক কন্যা হয়, তবে অর্ধেক পাবে। মৃতের সন্তান থাকলে

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

ওয়া-হিদিম্ মিন্‌হুমাস্ সুদুসু মিম্মা-তারাকা ইন্ কা-না লাহূ অলাদুন্ ফাইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহূ অলাদুওঁ

পিতা মাতা প্রত্যেকেই তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে; আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

অআরিছাহূ ~ আবাওয়া-হু ফালিউম্মিহিছ্ ছুলুছু ফাইন্ কা-না লাহূ ~ ইখ্‌ওয়াতুন্ ফালিউম্মিহিস্ সুদুসু মিম্

মাতা-পিতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে; যদি ভাই থাকে তবে মৃত ব্যক্তি যে অছিয়ত করে তা

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

বা'দি অছিয়্যাতিইঁ ইয়ূছীবিহা ~ আওদাইন্; আ-বা — উকুম্ অআবনা — য়ুকুম্, লা- তাদ্‌রূনা আইয়্যুহুম আক্বরাবু

পূর্ণ করার পর এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে; তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে বেশি উপকারী হবে তা

لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ

লাকুম্ নাফ্'আ-' ফারীদ্বোয়াতাম্ মিনাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীমা- । ১২ । অলাকুম নিছ্‌ফু

তোমরা জান না। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২) আর নিঃসন্তান

مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ

মা-তারাকা আয্‌ওয়া-জুকুম্ ইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহুন্না অলাদুন্ ফাইন্ কা-না লাহুন্না অলাদুন্ ফালাকুমুর্ রুবু'উ

স্ত্রী মারা গেলে তোমরা (পুরুষ) তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে; যদি তাদের সন্তান থাকে তবে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির

আরফজা ও ছুওয়াইদকে ডেকে ইবনে সাবেতের যাবতীয় সম্পদ যথাপূর্ব রেখে দিতে বললেন এবং এতে যে নারীদেরও অংশ আছে তা বলে দিলেন। কিন্তু পরিমাণ তখনও জানা ছিল না। পরে আয়াত দ্বারা পরিমাণ জানান হলে মীরাস সংক্রান্ত বিধান পূর্ণ হয়ে যায়। (বঃ কোঃ) আয়াত-১১ ঃ হযরত জাবের থেকে বর্ণিত, হযরত ছা'আদ ইবনে রুবীর পত্নী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ কন্যাদ্বয় ছা'আদের, তাঁদের পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। এদের চাচা ছা'আদের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ দখল করে নিয়েছে। এখন বলুন, আমি এ কন্যাদ্বয়কে নিয়ে কি করতে পারি এবং বিবাহ শাদীই বা কি করে দিতে পারি? তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

মিম্মা- তারাক্না মিম্ বা'দি অছিয়্যাতিইঁ ইয়ূছীনা বিহা ~ আও দাইন্; অলাহুন্নার্ রুবু'উ মিম্মা- তারাক্তুম্

এক চতুর্থাংশ পাবে, অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীরা তোমরা (পুঃ) নিঃসন্তান হয়ে মারা

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ

ইল্লাম্ ইয়াকুল্লাকুম্ অলাদুন্ ফাইন্ কা-না লাকুম্ অলাদুন্ ফালাহুন্নাছ্ ছুমুনু মিম্মা- তারাক্তুম্ মিম্

গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চুর্থাংশ পাবে; তবে যদি সন্তান থাকে, তবে পাবে এক অষ্টমাংশ অছিয়ত

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ

বা'দি অছিয়্যাতিন্ তূছূনা বিহা ~ আও দাইন; অইন্ কা-না রাজুলুইঁ ইয়ূরাছু কালা-লাতান্ আওয়িম্‌রায়াতুওঁ

পূর্ণ করার বা ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার পর। আর যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পদ, তার যদি পিতা-পুত্র বা স্ত্রী না

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

অলাহূ ~ আখুন্ আও উখ্তুন্ ফালিকুল্লি ওয়া-হিদিম্ মিন্‌হুমাস্ সুদুসু, ফাইন্ কা-নূ ~ আক্‌ছারা মিন্ যা-লিকা

থাকে এবং মৃতের এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু তারা দুয়ের অধিক হলে ত্যাজ্য

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَارٍّ ج

ফাহুম্ শুরাকা — উ ফিছ্ ছুলুছি মিম্ বা'দি অছিয়্যাতিইঁ ইয়ূছোয়া-বিহা ~ আও দাইনিন্ গাইরা মুদ্বোয়া — র্‌রিন্

সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। এটা হবে অছিয়ত ও ঋন আদায়ের পর। অসিয়ত যেন কারো ক্ষতি না করে। এটা

وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ط وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ

অছিয়্যাতাম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হালীম্। ১৩। তিল্‌কা হুদূদুল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়ুত্বি'ইল্লা-হা অ

আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (১৩) এটা আল্লাহর বিধান; আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ط وَذٰلِكَ

রাসূলাহূ ইয়ুদ্‌খিল্‌হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-; অযা-লিকাল্

করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

ফাওযুল্ 'আজীম্। ১৪। অমাইঁ ইয়া'ছিল্লা-হা অরাসূলাহূ অইয়াতা'আদ্দা হুদূদাহূ ইয়ুদ্‌খিল্‌হু না-রান্

বড় সাফল্য। (১৪) আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় ও বিধান লংঘন করে তাকে আগুনে প্রবেশ করানো

আয়াত-১৩ ঃ এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর পূর্বে যে দু স্থলে অসীয়ত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর উদ্দেশ্য হল, মৃত ব্যক্তির জন্য অসীয়ত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা বৈধ নয়। অসীয়ত করা কিংবা নিজের দায়িত্বে ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবীরা গুনাহ। (মাঃ কো, বঃ কোঃ)

২ ع ৪ ১৩ রুকু

خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٥﴾ وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن

খা-লিদান্ ফীহা-অলাহূ 'আযা-বুম্ মুহীন্ । ১৫ । অল্লা-তী ইয়া''তীনাল্ ফা-হিশাতা মিন্

হবে, যেখানে সে চিরদিন থাকবে; তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১৫) তোমাদের মধ্যে যদি কোন স্ত্রী

نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

নিসা—য়িকুম্ ফাস্তাশ্হিদূ 'আলাইহিন্না আর্বা'আতাম্ মিন্কুম্, ফাইন্ শাহিদূ ফাআম্সিকূহুন্না ফিল্

অপকর্ম কর, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নেবে, তারা সাক্ষ্য দিলে ঐ স্ত্রীদেরকে ঘরে

الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٦﴾ وَاللَّذَانِ

বুইয়ূতি হাত্তা-ইয়াতাওয়াফ্ফা-হুন্নাল্ মাওতু আও ইয়াজ্'আলাল্লা-হু লাহুন্না সাবীলা- । ১৬ । অল্লাযা-নি

আবদ্ধ [১] করে রাখ, যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন। (১৬) তোমাদের মধ্যে যে

يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

ইয়া''তিয়া-নিহা-মিন্কুম্ ফাআ-যূহুমা-ফাইন্ তা-বা-অআছ্লাহা- ফাআ'রিদ্বূ 'আন্হুমা-; ইন্নাল্লা-হা

দুজন কুকর্মে লিপ্ত হবে, তদেরকে শাস্তি দাও। অতঃপর তওবা করলে ও সংশোধিত হলে; ছেড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ

كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٧﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

কা-না তাও ওয়া-বার রাহীমা- । ১৭ । ইন্নামাত্তাওবাতু 'আলাল্লা-হিল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সূ—আ বিজ্বাহা-লাতিন্

তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু। (১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের তওবা গ্রহণ করেন যারা না জেনে অন্যায় করে;

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

ছুম্মা ইয়াতূবূনা মিন্ ক্বারীবিন্ ফাউলা—য়িকা ইয়াতূ-বুল্লা-হু 'আলাইহিম; অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্

আবার সাথে সাথে তওবা করে; এ ধরনের লোকদের তওবা আল্লাহ কবূল করেন [২]; আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

حَكِيمًا ﴿١٨﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ

হাকীমা- । ১৮ । অ লাইসাতিত্ তাওবাতু লিল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিয়া-তি হাত্তা ~ ইযা-হাদ্বোয়ারা

প্রজ্ঞাময়। (১৮) আর তওবা তাদের জন্য নেই যারা অন্যায় করতেই থাকে; এমন কি যখন উপস্থিত হয়

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ

আহাদাহুমুল্ মাওতু ক্বা-লা ইন্ নী তুব্তুল্ আ-না অলাল্ লাযীনা ইয়ামূতূনা অহুম্

তাদের কারও মৃত্যু তখন তারা বলে. এখন তওবা করলাম; আর তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুবরণ করে

টীকা-(১) ঃ আয়াত-১৫ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী ব্যভিচার করলে তাকে গৃহে আটক করে রাখত। আর পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে কর্তৃপক্ষ কিছু শাস্তি দিত। অতঃপর অবিবাহিতকে একশ' দোর্‌রা এবং বিবাহিতকে প্রস্তর মেরে হত্যা করার হুকুম নাযিল হয়। কাজেই পরবর্তী নির্দেশ দ্বারা এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। (বঃ কোঃ) (২) গুনাহের কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক অথবা ভূলক্রমে উভয় অবস্থাতেই তা মুর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই ছাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গুনাহ করে , তার তওবাও কবূল হতে পারে। (বাহরে মুহীত, মাঃ কোঃ)।

كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ

কুফ্ফা-র্; উলা — য়িকা 'আতাদ্না- লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-ইয়াহিল্লু

কাফের অবস্থায়। এদের জন্যই যন্ত্রণদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৯) হে মু'মিনরা! তোমাদের জন্য হালাল নয়

لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

লাকুম্ আন্ তারিছুন্নিসা — আ কারহা-; অলা- তা'দ্বুলূহুন্না লিতায্হাবূ বিবা'দ্বি মা ~ আ-তাইতুমূহুন্না

বল প্রয়োগে নারীদের ওয়ারিছ হওয়া, তাদের বলপূর্বক আটকিয়ে রেখ না, যাতে তাদেরকে দেয়া বস্তু ফিরিয়ে নিতে পার;

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

ইল্লা ~ আই ইয়া''তীনা বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিন্ অ'আ-শিরূহুন্না বিলমা'রূফি ফাইন্ কারিহ্তুমূহুন্না

হ্যাঁ, যদি তারা প্রকাশ্যে অন্যায় করে ফেলে; তবে সংগতভাবে তাদের সঙ্গে চল; যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে হয়ত

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٠﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمُ

ফা'আসা ~ আন্ তাক্রাহূ শাইয়াওঁ অইয়াজ্'আলাল্লা-হু ফীহি খাইরান্ কাছীরা-। ২০। অইন্ আরাত্তুমুস্

তোমরা এরূপ জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি এক স্ত্রীর স্থলে

اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

তিব্দা-লা যাওজিম্ মাকা-না যাওজিওঁ অ আ-তাইতুম্ ইহ্দা-হুন্না ক্বিনত্বোয়া-রান্ ফালা-তা''খুযূ মিন্হু

অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাদের কাকেও বহুসম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা হতে কিছু ফেরত নিও না;

شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢١﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ

শাইয়া-; আতা''খুযূনাহূ বুহ্তা-নাওঁ অইছ্মাম্ মুবীনা-। ২১। অকাইফা তা''খুযূনাহূ অক্বাদ্ আফ্দ্বোয়া-

তোমরা কি তা গ্রহণ করবে অন্যায় ও প্রকাশ্য পাপ দ্বারা! (২১) কিরূপে তা গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা পরস্পর

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

বা'দ্বুকুম্ ইলা-বা'দ্বিওঁ অআখায্না মিন্কুম্ মীছা-ক্বান্ গালীজোয়া-। ২২। অলা-তান্কিহূ মা- নাকাহা

মেলামেশা করেছ; আর নারীরা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছিল? (২২) আর

آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۞

আ-বা — উকুম্ মিনান্নিসা — য়ি ইল্লা-মা- ক্বাদ্ সালাফ্; ইন্নাহূ কা-না ফা-হিশাতাওঁ অমাক্ব্তান্ অসা — য়া সাবীলা-।

পিতার বিবাহিতা নারীদেরকে বিয়ে করো না; তবে পূর্বে যা হওয়ার হয়েছে; এটা অশ্লীল, ঘৃণ্য ও মন্দ পথ।

ع ৩ ৮ ১৪ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ ঃ জাহিলিয়াত যুগের প্রথা ছিল, কেউ মারা গেলে তার অন্য পরিবারের পুত্র বা কোন নিকটতম আত্মীয় তার স্ত্রীকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিত। এর মাধ্যমে সে তাকে আপন করায়ত্তে নিয়ে গেল– সে ইচ্ছা করলে মৃত স্বামীর মহরের উপর বিবাহ করতে পারত অথবা অন্যের নিকট বিবাহ দিতে পারত, অথবা এমনিতে বন্দী করে রাখত। এ প্রথা অনুসারে হযরত আবু কুবাইছের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী কুবাইসাহ্ বিনতে মা'আনকে তাঁর প্রথম পরিবারের ছেলে কুবাইস তাদের চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। তৎপর সে তার কোন খোঁজ খবর নেয় না। তখন আবু কুবাইসের স্ত্রী হুযূর (ছঃ)-এর নিকট এ ফরিয়াদ নিয়ে গেলেন। হুযূর (ছঃ) তাঁকে আল্লাহর কি আদেশ হয় তার প্রতীক্ষায় থাকতে আদেশ দিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২২ ঃ হযরত আবু

(২৩) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

২৩। হুর্‌রিমাত্ 'আলাইকুম্ উম্মাহা-তুকুম্ অবানা-তুকুম্ অআখাওয়া-তুকুম্ অ'আম্মা-তুকুম্ অখা-লা-তুকুম্ অবানা-তুল্
(২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হল তোমাদের মা ১, কন্যা, ২, বোন ৩ ফুফু, তোমাদের খালা

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

আখি অবানা-তুল্ উখ্‌তি অউম্মাহা-তুকুমুল্ লা-তী ~ আর্‌দ্বোয়া'নাকুম্ অআখাওয়া-তুকুম্ মিনার্ রাদ্বোয়া-'আতি
এবং তোমাদের, ভাই ও ভগ্নির কন্যা দুধ-মা, দুই-বোন, শাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসে

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ

অউম্মাহা-তু নিসা —য়িকুম্ অ রাবা —য়িবুকুমুল্ লা-তী ফী হুজূ্রিকুম্ মিন্‌নিসা —য়িকুমুল্
তার গর্ভের কন্যা যারা তোমাদের অধিকারে আছে, যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের

الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

লা-তী দাখাল্‌তুম্ বিহিন্না ফাইল্ লাম্ তাকূনূ দাখাল্‌তুম্ বিহিন্না ফালা-জু্না-হা 'আলাইকুম্
সাথে মিলন করে থাক। কিন্তু যদি মেলা- মেশা না করে থাক তবে তোমাদের কোন দোষ নেই;

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

অহালা —য়িলু আব্‌না —য়িকুমুল্ লাযীনা মিন্ আছ্‌লা-বিকুম্ অআন্ তাজ্‌মা'উ বাইনাল উখ্‌তাইনি
তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু'বোনকে একত্রে ৪ বিয়ে করা;

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

ইল্লা-মা-ক্বাদ সালাফ; ইন্নাল্লা-হা কা-না গাফূরাব্ রাহীমা-।
পূর্বে যা হওয়ার হয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

কুবাইসের মৃত্যুর পর বর্বর যুগের নিয়মানুসারে তার প্রথম পরিবারের ছেলে মুহসেন যখন আপন বিমাতা, কুবাইসের স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইল, তখন বিমাতা বলল, হে মুহসেন! আমি তোমাকে পুত্রবৎ মনে করি, তবে কি তুমি মাতুল্য রমণীর সঙ্গে এরূপ করতে চাও, এটি তো খুবই অসঙ্গত। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এই ঘটনার বিবরণ শুনালেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

টিকাঃ (১) মা বলতে আপন ও সৎ মা উভয়ই। তদুপরি পিতার মা, মায়ের মাও এর মধ্যে শামিল। (২) কন্যা বলে নাতনীদেরও শামিল করা হয়েছে। (৩) বোন বলতে বৈপিতৃয় ও বৈমাতৃয় বোনও শামিল। (৪) এমনকি খালা, ভাগ্নী এবং ফুফু ও ভাইঝিকেও একই সঙ্গে বিবাহ করা হারাম। মূলনীতিঃ এমন দুজন মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজনকে পুরুষ ধরলে অন্যজনকে বিয়ে করা হারাম– অর্থাৎ পরস্পর বিয়ে বৈধ না হলে একত্র করা যাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-২৩ ঃ টীকা- (১) অর্থাৎ যিনি তাকে শৈশবে দুগ্ধ পান করিয়েছেন তিনিও মাতৃ সমতুল্য সুতরাং সেই মাতার মা, নানী, দাদী ও এজমা হিসাবে বা সকলের ঐকমত্য হিসেবে মা পরিগণিত হয়। "রাদ্বোয়া'আ" শব্দটির অর্থ দুগ্ধপান করা। এ দুগ্ধ পানের পরিমাণ ও সময়কাল সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে কোথাও উল্লেখ নেই যে, কত পরিমাণ ও কোন সময়ে দুগ্ধপান করলে এ হারাম হওয়ার সম্পর্কটা সাব্যস্ত করা হবে। তাই হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, এমন এক চুমুক দুগ্ধ পানে উক্ত সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে যদ্দ্বারা দুগ্ধ পেটে পৌছে। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ঐ সার্বিক আদেশকে হাদীস অনুকূলে ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে পাঁচ চুমুকের পরিমাণের-ই উপর সাব্যস্ত করেন এবং অপেক্ষা কম হলে তাঁর মতে ঐ সম্বন্ধ সাব্যস্ত হবে না। আর মেয়াদ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, জন্ম হতে প্রথম আড়াই বছর। আর ইমাম শাফেয়ী বলেন প্রথম দু বছর। টীকা-(২) দুধপানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে বালক বা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়, সেই স্ত্রীলোকের আপন পুত্র কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়, বোন তাদের খালা; দেবররা তাদের চাচা এবং স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের পরস্পর বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়। বংশগত কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয় দুধপানের কারণেও অনুরূপ বিয়ে হারাম। (মাঃ কেঃ)

পারা ৫

۞ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ (٢٤)

২৪। অল্ মুহ্ছনা- তু মিনান্ নিসা —য়ি ইল্লা-মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্, কিতা-বাল্লা-হি 'আলাইকুম্,
(২৪) তোমাদের অধিকার ভুক্ত ছাড়া অন্য সকল সধবাও হারাম। এ ছাড়া অন্য সকল নারী বৈধ; এটা তোমাদের উপর

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ

অউহিল্লা লাকুম্ মা-অরা —য়া যা-লিকুম্ আন্ তাব্তাগূ বিআম্ওয়া-লিকুম্ মুহ্ছিনীনা গাইরা
আল্লাহর বিধান। এ ছাড়া অন্য সব মহিলা তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, তবে মোহরের মাধ্যমে, নিষ্পাপ থাকার

مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ

মূসা-ফিহীন্; ফামাস্তাম্তা'তুম্ বিহী মিন্হুন্না ফাআ-তূহুন্না উজূ্রাহুন্না ফারীদ্বোয়াহ্; অলা-জু্না-হা
জন্যে, অপকর্মের জন্য নয়; যাদেরকে বিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করতে চাও নির্ধারিত মোহর তাদের দিয়ে দাও, আর তোমাদের

عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ☆

'আলাইকুম্ ফীমা- তারা-দ্বোয়াইতুম্ বিহী মিম্ বা'দিল্ ফারীদ্বোয়াহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীম।
কোন গুনাহ হবে না যদি মোহর নির্ধারণের পর কোন ব্যাপারে পরস্পর সম্মত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ (٢٥)

২৫। অমাল্লাম্ ইয়াস্তাতি' মিনকুম্ ত্বোয়াওলান্ আইঁ ইয়ান্কিহাল্ মুহ্ছনা-তিল্ মু''মিনা-তি ফামিম্
(২৫) মু'মিন স্বাধীন নারী বিয়ে করার সামর্থ যদি তোমাদের মধ্যে কারোর না থাকে, তবে

مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ

মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ মিন্ ফাতাইয়া-তিকুমুল্ মু''মিনা-ত্; অল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিকুম্;
সে তার অধিকারভুক্ত মু'মিন দাসী বিয়ে করবে; আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অবহিত;

بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

বা'দ্বু কুম্ মিম্ বা'দ্বি ফান্কিহূ হুন্না বিইয্নি আহ্লিহিন্না অ আ-তূহুন্না উজূ্রা হুন্না
তোমরা একে অপরের সমান; অভিভাবকদের অনুমতি নিয়েই তাদের বিয়ে করবে এবং যথাযোগ্য মোহর প্রদান করবে;

بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ

বিল্মা'রূফি মুহ্ছনা-তিন্ গাইরা মুসা-ফিহা-তিওঁ অলা-মুত্তাখিযা-তি আখ্দা-নিন্ ফাইযা ~ উহ্ছিন্না
নিয়মানুযায়ী তারা হবে সচ্চরিত্রা অব্যভিচারিণী ও উপ-পতি অগ্রাহ্যকারীনি। অতঃপর যদি বিবাহিতা

টিকা ঃ (১) অর্থাৎ যে সকল সাধ্বী দাসী কারও অধিকারে থাকে তাদের পূর্ব বিবাহ বাদ হয়ে যায়। তাই তাকে বিবাহ করা যায়।
শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৪ঃ ১। তাওতাছ যুদ্ধে কাফেরদের স্ত্রী-মেয়েদের যখন মুসলমানদের নিকট হাযির করা হল, তখন মুসলমানরা তাদের সাথে মিলনের বৈধতার ব্যাপারে সন্দেহ করতে লাগল। সন্দেহের কারণ হল, যেহেতু তারা পর স্ত্রী এবং পতিবত্নি বা সধবা। উক্ত সন্দেহ অপনোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং পতিবত্নি উক্তরূপ যুদ্ধবন্দিদের সাথে মিলন করা বৈধ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। ২. হযরত আবু মা'মর হাযরমী হতে বর্ণনা করেন, অনেকে মোহর নির্ধারণ করত বটে, কিন্তু পরে অভাব অনটনে পড়লে তা শোধ করার ক্ষমতা রাখত না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

ফাইন্ আতাইনা বিফা-হিশাতিন্ ফা'আলাইহিন্না নিছ্ফু মা-'আলাল্ মুহ্ছনা-তি মিনাল্ 'আযা-ব্;
হওয়ার পর তারা ব্যভিচার করে, তবে তারা স্বাধীন নারীর [১] অর্ধেক শাস্তি পাবে;

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ط وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ

যা-লিকা লিমান্ খাশিয়াল্ 'আনাতা মিন্কুম্; অ আন্ তাছ্বিরূ খাইরুল্লাকুম্ অল্লা-হু গাফূরুর্
যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এটা তাদের জন্য; তবে ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল,

4 ع ৩ ১ রুকু

رَّحِيْمٌ ﴿٢٦﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ

রাহীম। ২৬। ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ুবাইয়্যিনা লাকুম্ অইয়াহ্দিয়াকুম্ সুনানাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিকুম্ অইয়াতূবা
দয়ালু। (২৬) আর আল্লাহ চান তোমাদের নিকট সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বুঝিয়ে

عَلَيْكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَ

'আলাইকুম্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ২৭। অল্লা-হু ইয়ুরীদু আইঁ ইয়াতূবা 'আলাইকুম্' অ
দিতে এবং ক্ষমা করতে; আল্লাহ মহাজ্ঞানী,প্রজ্ঞাময়। (২৭) আর আল্লাহ তো ক্ষমা করতে চান, কিন্তু

يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٨﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

ইয়ুরীদুল্লাযীনা ইয়াত্তাবি'উনাশ্ শাহাওয়া-তি আন্ তামীলূ মাইলান্ 'আজীমা-। ২৮। ইয়ুরীদুল্লা-হু আইঁ
যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী তারা চায় তোমাদেরকে গুরুতর বিপদগামী করতে। (২৮) আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা

يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا

ইয়ুখাফ্ফিফা 'আন্কুম্ অখুলিক্বাল্ ইন্সা-নু দ্বোয়া'ঈফা-।২৯।ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তা''কুলূ ~
করতে চান, মানুষ সৃষ্টিগত ভাবেই দুর্বল। (২৯) হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অন্যের সম্পদ

اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف

আম্ওয়া-লাকুম্ বাইনাকুম্ বিল্বা-ত্বিলি ইল্লা ~ আন্ তাকূনা তিজ্বা-রাতান্ আন্ তারা-দ্বিম্ মিন্কুম্
অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসা করা বৈধ; আর তোমরা একে অন্যকে

وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

অলা-তাক্ব্তুলূ ~ আন্ফুসাকুম্; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুম্ রাহীমা-। ৩০। অমাইঁ ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা
হত্যা করো না; [২] নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৩০) আর যে ব্যক্তি সীমালংঘন ও জুলুম করে এটা

(১) এখানে 'মুহ্ছানাত' শব্দটি কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে। যার দু'টি অর্থ দেখা যায়। ক) বিবাহিত স্ত্রীলোক যারা স্বামীর হেফাজতে আছে। খ) বংশীয় মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা, যারা পারিবারিক ও বংশীয় হেফাজতে আছে, ২৪ নং আয়াতে অবিবাহিত বংশীয় রমণীদের বুঝান হয়েছে। (২) এটা পৃথক বাক্য হলে অর্থ দাঁড়াবে– তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না অথবা আত্মাহত্যা করো না। আর যদি পেছনের আয়াতের অংশ হয়, তবে অর্থ হবে একজন আর একজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা নিজেকে হত্যা করার পর্যায়।

عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣١﴾ اِنْ

উদ্ওয়া-নাওঁ অজুল্মান্ ফাসাওফা নুছ্লীহি না-রা-; অকা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীরা-। ৩১। ইন্

করবে, শীঘ্রই আমি তাকে আগুনে জ্বালাব, আর এটা আল্লাহর পক্ষে বড়ই সহজ। (৩১) গুরুতর

تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

তাজ্ব্ তানিবূ কাবা —য়িরা মা- তুন্হাওনা 'আন্হু নুকাফ্ফির্ 'আন্কুম্ সাইয়্যিয়া-তিকুম্ অ নুদ্খিল্কুম্

নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকলে লঘুতর পাপগুলো আমি মোচন করে দেব; আর সম্মানিত

مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ

মুদ্খালান্ কারীমা-। ৩২। অলা-তাতামান্নাও মা-ফাদ্দ্বোয়ালাল্লা-হু বিহী বা'দ্বোয়াকুম্ 'আলা-বা'দ্ব; লির্রিজ্বা-লি

স্থানে দাখিল করব। (৩২) আর এমন কিছু আশা করোনা যা দিয়ে আল্লাহ কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কারও উপর, পুরুষদের

نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ

নাছীবুম্ মিম্মাক্ তাসাবূ; অলিন্নিসা —য়ি নাছীবুম্ মিম্মাক্ তাসাব্না; অস্আলুল্লা-হা মিন্

জন্য ঐ অংশ যা তাদের উপার্জন, আর নারীদের জন্যও ঐ অংশ যা তাদের উপার্জন। আল্লাহর কাছে করুণা

فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٣﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ

ফাদ্বলিহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীমা-। ৩৩। অলিকুল্লিন্ জ্বা'আল্না- মাওয়া-লিয়া মিম্মা-তারাকাল্

চাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (৩৩) আর প্রত্যেকের জন্য আমি মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত

الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ

ওয়া-লিদা-নি অল্আক্ব্ রাবূন্; অল্লাযীনা 'আক্বাদাত্ আইমা-নুকুম্ ফাআ-তূ হুম্ নাছীবাহুম্;

সম্পত্তির হকদার নিযুক্ত করেছি; অঙ্গীকারকৃতদের প্রাপ্য অংশ তাদের দিয়ে দাও,

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٤﴾ اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ

ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদা-। ৩৪। আর্রিজ্বা-লু ক্বাও ওয়ামূনা 'আলান্নিসা — য়ি বিমা-ফাদ্দ্বোয়ালাল্

নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সাক্ষী আছেন। (৩৪) আর পুরুষরা নারীদের কর্তা, কেননা, আল্লাহ একজনকে

(ع ৫ ৮ ২ রুকু)

اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ

লা-হু বাদ্বোয়াহুম্ 'আলা- বা'দ্বিওঁ অবিমা ~ আন্ফাক্বূ মিন্ আমওয়ালিহিম্ ফাছ্ছোয়া-লিহা-তু ক্বা-নিতা-তুন্

অন্যজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আর তারাই তো ব্যয় করে সম্পদ; সুতরাং সতী নারী অনুগত, আল্লাহর হিফাজতে

আয়াত-৩২ঃ একদা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর খেদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষদের মধ্যে মীরাছী সম্পদ বন্টনে এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে যে বৈষম্য রয়েছে তা রহিত করে সমতার বিধান করা হলে ভাল হত। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। অন্য রিওয়াতে আছে যে, একদা এক নারী হুযুর (ছঃ)-এর নিকট বললেন, নারীরা মীরাছী সম্পদে যেমন অর্ধেক সম্পদের মালিক হয় আমলের ক্ষেত্রেও কি তারা অর্ধেক ছওয়াবের অধিকারী হবে? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। উভয় শানেনুযূলের সমন্বয় হল- "আর তোমরা এমন কোন বিষয় কামনা করও না" বলে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। অর্থাৎ ঐসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন, সেখানে অন্য কারও কোন ক্ষমতা চলবে না।

حَفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۚ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

হা-ফিজোয়া-তুল্ লিল্গাইবি বিমা- হাফিজোয়াল্লা-হ্ ; অল্লা-তী তাখা-ফূনা নুশূযাহুন্না ফা'ইজূ্হুন্না

তারা (স্বামীর) অবর্তমানে (সংসার) রক্ষা করে; যখন তাদের অবাধ্যতার ভয় কর, তখন তাদের উপদেশ দাও, তারপর

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

অহ্জু্রূহুন্না ফিল্ মাদ্বোয়া-জ্বি'ই অদ্বরিবূ হুন্না, ফাইন্ আত্বোয়া'নাকুম্ ফালা-তাব্গূ

তাদের শয্যাবস্থান বর্জন কর, শেষে তাদের প্রহার কর; যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের

عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٥﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا

'আলাইহিন্না সাবীলা-; ইন্নাল্লা- হা কা-না 'আ-লিয়্যান্ কাবীরা-। ৩৫। অইন্ খিফ্তুম্ শিক্বা-ক্বা বাইনিহিমা-ফাব্'আছূ

ব্যাপারে আর বাহানা খোঁজ করো না; আল্লাহ মহামর্যাদাবান। (৩৫) উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে পুরুষ

حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ

হাকামাম্ মিন্ আহ্লিহী অহাকামাম্ মিন্ আহ্লিহা-, ইঁইয়ুরীদা ~ ইছ্লাহাইঁ ইয়ুওয়াফ্ফিক্বিল্লা-হু বাইনাহুমা-;

ও মহিলার বংশ হতে একজন করে সালিস নিযুক্ত করবে; উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সম্প্রীতি সৃষ্টি করে

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٦﴾ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ

ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান খাবীরা-। ৩৬। অ'বুদুল্লা-হা অলা- তুশ্রিকূ বিহী শাইয়াওঁ অ

দেবেন; আল্লাহ জ্ঞানী, অবহিত। (৩৬) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কোন কিছু তাঁর সাথে শরীক করো না; আর

بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي

বিল ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নাওঁ অবিযিল্ ক্বু্রবা- অল্ ইয়াতা-মা-অল্ মাসা-কীনি অল্ জ্বা-রি যিল্

সদ্ব্যবহার কর তোমাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম, গরীব, নিকটবর্তী প্রতিবেশী,

الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا

ক্বু্রবা-অল্জ্বা-রিল জু্নুবি অছ্ছোয়া-হিবি বিল্ জ্বাম্বি অব্নিস্ সাবীলি অমা-

দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথে, নিকট সঙ্গী, পথিক এবং তোমাদের অধিকারভুক্তদের (দাস দাসীর) সাথে;

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

মালাকাত্ আইমা-নুকুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বু্ মান্ কা-না মুখ্তা-লান্ ফাখূরা-

নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন না অহংকারী ও দাম্ভিকদের।

আয়াত-৩৬ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল আদম সন্তানকে এটাই বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কেবমলমাত্র পার্থিব। পারলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব যখন মূল বিষয় তখন এতে ভিন্ন রূপও ধারণ করার সম্ভাবনা আছে, যাতে মুনিব থেকে চাকর, স্বামী থেকে স্ত্রী, আমীর থেকে গরীব আপন আপন কর্মফলের ভিত্তিতে অগ্রগামী হয়ে যাবে। তাই এখানে পারলৌকিক ফায়দার কথা বর্ণনা করেছেন, যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও আসল শ্রেষ্ঠত্ব! এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা দুটি শক্তির সংশোধনের উপর নির্ভর করে- প্রথমটি হল দৃঢ় বিশ্বাস ভিত্তিক আর দ্বিতীয়টি হল আমলী বা কর্ম ভিত্তিক। প্রথমটির সংশোধনের জন্য বলা হয়েছে- আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদতে রত থাকার কথা। আর দ্বিতীয়টির সংশোধনের নিমিত্ত নয়টি আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম- মা-বাবার প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়া এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

﴿٣٧﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

৩৭। নিল্লাযীনা ইয়াব্‌খালূনা অইয়া''মুরূনান্ না-সা বিল্‌বুখ্‌লি অইয়াক্‌তুমূনা মা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু

(৩৭) যারা নিজেরা কৃপণ এবং অন্য মানুষকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহর করুণার দানকে গোপন

مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

মিন্ ফাদ্বলিহ্ অআ'তাদ্‌না-লিল্‌কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্ মুহীনা-। ৩৮। অল্লাযীনা ইয়ুন্‌ফিকূনা আম্‌ওয়া-লাহুম্

করে; আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমাননাকর শাস্তি। (৩৮) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ লোক দেখানোর

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ

রিয়া — য়ান্না-সি অলা-ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অলা-বিল্‌ইয়াওমিল্ আ-খির্; অমাইঁ ইয়াকুনিশ্ শাইত্বোয়ানু

জন্য ব্যয় করে এবং যারা ঈমান আনে না আল্লাহ ও পরকালের প্রতি; আর শয়তান যার সঙ্গী

لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٩﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

লাহূ ক্বারীনান্ ফাসা — য়া ক্বারীনা-। ৩৯। অমা-যা-'আলাইহিম্ লাও আ-মানূ বিল্লা-হি অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ

সে সাথী কতই না জঘন্য। (৩৯) আর কিইবা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ

আন্‌ফাকূ মিম্মা-রাযাক্বা হুমুল্লা-হ্; অকা-নাল্লা-হু বিহিম্ 'আলীমা-। ৪০। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াজ্‌লিমু মিছ্‌ক্বা-লা

এবং আল্লাহর দেয়া বস্তু ব্যয় করত; আল্লাহ্ এদেরকে ভালভাবে জানেন। (৪০) আল্লাহ বিন্দু পরিমাণও জুলুম

ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ فَكَيْفَ

যার্‌রাতিন্ অইন্ তাকু হাসানাতাইঁ ইয়ুদ্বোয়া-'ইফ্‌হা অইয়ু''তি মিল্লাদুন্‌হু আজ্‌রান্ 'আজীমা-। ৪১। ফাকাইফা

করেন না; আর একটি নেক হলে দ্বিগুণ করে দেন; নিজ তরফ হতে মহা বিনিময় দেবেন। (৪১) আর তখন কিরূপ

إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤٢﴾ يَوْمَئِذٍ

ইযা-জ্বি'না-মিন্ কুল্লি উম্মাতিম্ বিশাহীদিঁও অজ্বি'না বিকা'আলা- হা ~ উলা — য়ি শাহীদা-। ৪২। ইয়াওমায়িযিঁ

হবে? যখন প্রত্যেক উম্মত হতে এক একজন সাক্ষী আনব এবং আপনাকেও তাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে আনব। (৪২) যারা

يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

ইয়াঅদ্দুল্লাযীনা কাফারূ অআছোয়াউর্ রাসূলা লাও তুসাওওয়া বিহিমুল্ আরদ্ব; অলা-ইয়াক্‌তুমূনাল্

কাফের ও রাসূলের অবাধ্য, তারা সেদিন কামনা করবে যে, যদি তারা মাটিতে মিশে যেত; আর তারা আল্লাহর নিকট কোন

ওয়াকফুন নবী (ছাঃ)

দ্বিতীয় সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে মর্যাদানুসারে বৈষম্যহীন আচরণ করা। তৃতীয়- অনাথ ও এতীমদের স্বার্থে কাজ করা। চতুর্থ- দরিদ্র ও দুঃস্থ মানবের কল্যাণ করা। পঞ্চম- নিকটতম প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করা। ষষ্ঠ- দূরের প্রতিবেশীদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করা। সপ্তম-সঙ্গী সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অষ্টম- পথিক ও মুসাফিরদেরকে সঙ্গত ও রুচি সম্মত আপ্যায়ণ করা। নবম- নিজের দাস -দাসীদের সাথে কল্যাণজনক আচরণ করা। শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৭ঃ হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যাইদ, হাই ইবনে আখতাব, রেফা'আ ইবনে যাইদ, ইবনে তাবুত, উছামা ইবনে হাবীব, নাফে এবং বাহার ইবনে আমর ইত্যাদি কতিপয় ইহুদী সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। তারা জনৈক আনসারীর নিকট আসা যাওয়া করত এবং বলত-"এভাবে তোমার ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলও না, পাছে তুমি দরিদ্র হয়ে যাও, এ আশঙ্কা হয়। তখন যে অবস্থার

৬ ৯ ৩ রুকু

اللّٰهَ حَدِيثًا ﴿٤٣﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى

লা-হা হাদীছা। ৪৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্ব্রাবুছ্ ছলা-তা অআন্তুম্ সুকা-রা-হাত্তা-

কথাই গোপন করতে পারবে না। (৪৩) হে মু'মিনরা! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়ো না,

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ

তা'লামূ মা -তাক্বূলূনা অলা-জুনুবান্ ইল্লা-'আ-বিরী সাবীলিন্ হাত্তা- তাগ্তাসিলূ; অইন্ কুন্তুম্

যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার,আর নাপাক অবস্থায়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে মুসাফির হলে অন্য কথা;

مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

মারদ্বোয়া ~ আও 'আলা-সাফারিন্ আও জ্বা — য়া আহাদুম্ মিন্কুম্ মিনাল্ গা — য়িত্বি আও লা-মাস্তুমুন্ নিসা —য়া ফালাম্

আর যদি তোমরা রুগী হও সফরে থাক বা কেউ শৌচাগার হতে আস বা স্ত্রী সহবাস কর, আর পানি না পাও,

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ

তাজ্বিদূ মা —য়ান্ ফাতাইয়াম্মামূ ছোয়া'ঈদান্ ত্বোয়াইয়্যিবান্ ফাম্সাহূ বিউজূহিকুম্ অআইদীকুম্; ইন্নাল্

তবে তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর; আর মাসেহ কর চেহারা ও হাত; নিশ্চয়ই

اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتٰبِ

লা-হা কা-না 'আফুওওয়ান্ গাফূরা-। ৪৪। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা উতূ নাছীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি

আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুনাহ্ মার্জনাকারী। (৪৪) কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্তদের প্রতি কি আপনি তাকাননি? অথচ তারা

يَشْتَرُونَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٥﴾ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ

ইয়াশ্তারূনাদ্ব্ দ্বোয়ালা-লাতা অইয়ুরীদূনা আন্ তাদ্বিল্লুস্ সাবীল্। ৪৫। অল্লা-হু আ'লামু বিআ'দা — য়িকুম্;

ক্রয় করে গোমরাহী; তারা চায় যে, তোমরাও যেন পথ-ভ্রষ্ট হও। (৪৫) আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবেই চিনেন;

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ﴿٤٦﴾ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ

অকাফা- বিল্লা-হি অলিয়্যাওঁ অকাফা- বিল্লা-হি নাছীরা-। ৪৬। মিনাল্লাযীনা হা-দূ ইয়ুহার্রিফূনাল্

আল্লাহ উপযুক্ত বন্ধু; আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাহায্যকারী। (৪৬) ইহুদীদের একটি অংশ হের-ফের করে

الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا

কালিমা 'আম্ মাওয়া-দ্বি'ইহী অইয়াকূলূনা সামি'না- ওয়া'আছোয়াইনা- অস্মা' গাইরা মুস্মা'ইওঁ অরা-'ইনা-

কথা নিয়ে, আর বলে, আমরা শুনলাম, অমান্য করলাম, তাদের শুনা না শুনার মত; তারা জিহ্বা

সম্মুখীন হবে তা তুমি খণ্ডাতে পারবে না। আর কারও মতে আয়াতটি সেসব ইহুদী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর গুণাবলী ও পরিচয় বর্ণনায় বখিল অর্থাৎ তা গোপন করার চেষ্টা করত। আর হযরত সায়ীদ ইবনে যাইদ (রাঃ) বললেন, আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহর হুকুম গোপন করার উপর ভর্ৎসনার্থে নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৩ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তার গৃহে হযরত আলী (রাঃ)-সহ কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর মদ পান শুরু করল, কেননা, তখনও শরাব পান হারাম ছিল না। তাঁরা নেশায় থাকা অবস্থায় মাগরিবের আযান হল এবং হযরত আলী (রাঃ) কে ইমাম দাঁড় করালেন। তিনি নেশার মধ্যে সূরাটি পাঠ করতে তথাকার কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েই শেষ পর্যন্ত পাঠ করার ফলে তৌহীদের বিপরীত অর্থই হয়ে যায়। এ ব্যাপারেই উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ

লাইয়্যাম্ বিআল্সিনাতিহিম্ অত্বোয়া'নান্ ফিদ্দীন্; অলাও আন্নাহুম্ ক্বা-লূ সামি'না- অআত্বোয়া'না অস্মা'
ঘুরিয়ে এবং দ্বীনকে বিদ্রূপ করে বলে"রা-ইনা"; যদি তারা বলত, আমরা শুনলাম, মান্য করলাম, শুনুন

وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا

ওয়ান্জুর্না- লাকা-না খাইরাল্লাহুম্ অআক্ব্ ওয়ামা অলা-কিল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্রিহিম্ ফালা-
আর আমাদেরকে দেখুন, তবে তাদেরই কল্যাণ হত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিশপ্ত করেছেন, তাদের কুফরীর কারণে,

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

ইয়ু''মিনূনা ইল্লা-ক্বালীলা-।৪৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা আ-মিনূ বিমা- নায্যাল্না-মুছোয়াদ্দিক্বাল্
অল্পসংখ্যকই ঈমান আনবে। (৪৭) হে কিতাবীরা! তোমরা ঈমান আন তাতে যা নাযিল করেছি আর যা আছে তার সমর্থকরূপে।

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا

লিমা-মা'আকুম্ মিন্ ক্বাব্লি আন্ নাত্ব্মিসা উজ্হান্ ফানারুদ্দাহা-'আলা ~ আদ্বা-রিহা ~ আও নাল্আ'নাহুম্ কামা-
এরপূর্বে যে, আমি তোমাদের মুখ বিকৃত করে দেব, তারপর সেগুলোকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেব বা শনিবার

لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٨﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

লা'আন্না~ আছ্হা-বাস্ সাব্ত; অকা-না আম্রুল্লা-হি মাফ্'উলা-৪৮। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াগ্ফিরু আইঁ ইয়ুশ্রাকা
ওয়ালাদের লা'নতের মত লা'নত করব। আল্লাহর আদেশই কার্যকরী হয়ে থাকে। (৪৮) আল্লাহর সাথে শরীক করলে

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا

বিহী অইয়াগ্ফিরু মা- দূনা যা-লিকা লিমাইঁ ইয়াশা — উ অমাইঁ ইয়ুশ্রিক্ বিল্লা- হি ফাক্বাদিফ্ তারা ~ ইছ্মান্
আল্লাহ ক্ষমা করেন না, আর অন্য সব অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন; আর যে, আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মহা

عَظِيمًا ﴿٤٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

'আজীমা-।৪৯। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা ইয়ুযাক্কূনা আন্ফুসাহুম্ ; বালিল্লা-হু ইয়ুযাক্কী মাইঁ ইয়াশা —উ
পাপ করে। (৪৯) আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা পবিত্র মনে করে নিজেদের ? বরং আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত পবিত্র করেন;

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٥٠﴾ انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ

অলা-ইয়ুজ্লামূনা ফাতীলা-।৫০। উন্জুর্ কাইফা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিব্ ; অকাফা-
বিন্দু পরিমাণ অবিচারও হবে না। (৫০) দেখুন, তারা আল্লাহর প্রতি কিরূপ অপবাদ দিচ্ছে? সুস্পষ্ট অপরাধী

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৮ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ইহুদী আলেম সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম কবূল কর। কেননা, তোমরা সম্যক অবগত আছ যে, পবিত্র-এ কোরআন ও বিধানাবলী মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের হেদায়েতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতেও আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইহুদীরা হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর গুণাবলী ও পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অবহিত নয় বলে জানিয়ে দেয়। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। সময় থাকতে আত্মরক্ষার সুযোগ গ্রহণ কর, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আন এবং তাওরাতে বর্ণিত নির্দেশাদির সত্যতা ঘোষণা কর। -(ইযাহুল কোরআন)।

৭ ع ৮ 4 রুকু

بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥١﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ

বিহী ~ ইছ্‌মাম্ মুবীনা-। ৫১। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা ঊতূ নাছীবাম্ মিনাল্ কিতা-বি ইয়ু’’মিনূনা

হিসেবে এটাই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে? তারা প্রতিমা

بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ

বিল্ জ্বিব্‌তি অত্ত্বোয়া-গূতি অইয়াকূ্‌লূনা লিল্লাযীনা কাফারূ হা ~ উলা — য়ি আহ্‌দা-মিনাল্লাযীনা

ও তাগুতে শয়তানের পথে বিশ্বাসী; আর তারা কাফেরদের বলে, এরা মু’মিনদের চেয়ে অধিকতর

اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ

আ-মানূ সাবীলা-। ৫২। উলা — য়িকাল্লাযীনা লা’আনাহুমুল্লা-হ্ ; অমাই ইয়াল্’আনিল্লা-হু ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ

সুপথগামী। (৫২) তাদের প্রতি এ জন্যই আল্লাহর লা’নত, যারা আল্লাহর অভিশপ্ত, তাদের সাহায্যকারী পাবেন

نَصِيْرًا ﴿٥٣﴾ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٤﴾ اَمْ

নাছীরা-। ৫৩। আম্ লাহুম্ নাছীবুম্ মিনাল্ মুল্‌কি ফাইযাল্ লা-ইয়ু’’তূনান্না-সা নাক্বীরা-। ৫৪। আম্

না। (৫৩) তবে কি তাদের রাজত্বে অংশ আছে? এক্ষেত্রে তারা কাকেও তিল পরিমাণ কিছু দেবে না। (৫৪) তারা কি

يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ

ইয়াহ্‌সুদূনান্ না-সা ‘আলা-মা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী ফাক্বাদ্ আ-তাইনা ~ আ-লা ইব্‌রা-হীমাল্

মানুষকে হিংসা করে আল্লাহ স্বীয় করুণায় লোকদের যা দিয়েছেন তার প্রতি? আমি তো ইব্রাহীমের

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٥﴾ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ

কিতা-বা অল্ হিক্‌মাতা অআ-তাইনা-হুম্ মুল্‌কান্ আজীমা-। ৫৫। ফামিন্‌হুম্ মান্ আ-মানা বিহী অমিন্‌হুম্ মান্

বংশকে কিতাব ও হিকমত দিয়েছি, আর দিয়েছি বিশাল সাম্রাজ্য। (৫৫) তারপর তাদের কেউ বিশ্বাস করেছে

صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ

ছোয়াদ্দা ‘আন্‌হু; অকাফা-বিজ্বাহান্নামা সা’ঈরা-। ৫৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা- সাওফা

আর কেউ রয়েছে বিরত। তাদের জ্বালানোর জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। (৫৬) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতের অস্বীকারকারী

نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا

নুছ্‌লীহিম্ না-রা-; কুল্লামা- নাদ্বিজ্বাত্ জ্বু্‌লূদুহুম্ বাদ্দাল্‌না-হুম্ জ্বু্‌লূদান্ গাইরাহা- লিইয়াযূক্বূ্‌ল্

তাদেরকে শীঘ্রই আগুনে প্রবেশ করাব যখনই তাদের চামড়া জ্বলবে, তখনই অন্য চামড়া দিয়ে দেব; যেন

শানেনুযূল ৪ আয়াত-৫১ ৪ ওহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী নেতা কা’আব ইবনে আশরাফ ৭০ জন সঙ্গীসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদেরকে যুদ্ধের জন্য খেঁপিয়ে তোলার মানসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করল। কা’আব আবুসুফিয়ানের গৃহে আর অন্যান্য ইহুদীরা অন্যান্য কোরাইশদের গৃহে অবস্থান নিল। কোরাইশরা ইহুদীদের বলল, তোমারাও কিতাবী এবং মুহাম্মদও কিতাবী। অতএব, বিচিত্র নয় যে, তোমরা উভয়ে মিলে একটি ছল-চাতুরী করছ। সুতরাং তোমরা যদি চাও যে, আমরাও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হই। তবে তোমরা প্রথমে আমাদের প্রতিমাকে সেজদা কর। কা’আব বলল, তোমরা তো

الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

'আযা-ব্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আযীযান্ হাকীমা-। ৫৭। অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্
আযাব ভুগতে পারে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (৫৭) আর যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল, অবশ্যই আমি

الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ছোয়া- লিহা-তি সানুদ্খিলুহুম্ জান্না-তিন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা -লিদীনা ফীহা ~
তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; তথায় তারা চিরদিন থাকবে,

أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ

আবাদা-; লাহুম্ ফীহা ~ আয্ওয়া-জুম্ মুত্বোয়াহ্ হারাতুওঁ অনুদ্খিলুহুম্ জিল্লান্ জোয়ালীলা-। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা
তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্র স্ত্রী, আর ঘন ছায়াতলে তাদেরকে আশ্রায় দেব। (৫৮) আল্লাহ্ই

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

ইয়া''মুরুকুম্ আন্ তুওয়াদ্দুল্ আমা-না-তি ইলা ~ আহ্লিহা-অইযা-হাকাম্তুম্ বাইনান্না-সি আন্
তোমাদেরকে আমানত ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন প্রাপকের কাছে। মানুষের মাঝে যখন মীমাংসা কর তখন

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

তাহ্কুমূ বিল্আদ্ল্; ইন্না ল্লা-হা নি'ইম্মা-ইয়া'ইজুকুম্ বিহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না সামী'আম্ বাছীরা-।
ইনছাফ ভিত্তিক মিমাংসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

৫৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আত্বী'উ ল্লা-হা অআত্বী'উর্ রাসূলা অউলিল্ আম্রি মিন্কুম্
(৫৯) হে মু'মিনরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তোমাদের মাঝে যে মীমাংসাকারী তার,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

ফাইন্ তানা-যা'তুম্ ফী শাইয়িন্ ফারুদ্দূহু ইলাল্লা-হি অর্রা-সূলি ইন্ কুন্তুম্ তু''মিনূনা
তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তা সোপর্দ কর, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খির্; যা-লিকা খাইরুওঁ অ'আহ্সানু তা''ওয়ীলা-। ৬০। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা
পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক ; এটাই উত্তম এবং পরিণামে চমৎকার । (৬০) আপনি কি তাদেরকে

নিজেদের আত্ম-সান্ত্বনা দিলে, আমরাও তোমাদের প্রতি তখনই পরিতুষ্ট হব যখন আমাদের ৩০ জন এবং তোমাদের ৩০ জন সম্মিলিতভাবে এ কা'বা গৃহের প্রাচীর ধরে তার মালিকের নামে শপথ করবে যে, আমরা সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব। কোরাইশরা কা'আবের এ প্রস্তাব গ্রহণ করল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে কোরাইশ কাফেররা ইহুদীদের জিজ্ঞেস করল যে, কারাই বা হিদায়েতের উপর আছে? কা'আব বলল, তোমাদের ধর্মের পরিচয় দাও। আবু সুফিয়ান নিজেদের ধর্মের কিছু ব্যাখ্যা দান করে বলল, মুহাম্মদ স্বীয় পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে কা'বা হতে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তখন কা'আব বলল, তোমরাই উত্তম। এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এক চতুর্থাংশ

৮ ع ৯ ৫ রুকু

يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ

ইয়ায্‌'উমূনা আন্নাহুম্ আ-মানূ বিমা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা অমা ~ উন্‌যিলা মিন্ ক্বাব্‌লিকা ইয়ুরীদূনা

দেখেন নি? যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং পূর্ববর্তীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা তা বিশ্বাস করে,

أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكْفُرُوا بِهِۦ وَيُرِيدُ

আইঁ ইয়াতাহা-কামূ ~ ইলাত্ব ত্বোয়া-গূতি অক্বাদ্ উমিরূ ~ আইঁ ইয়াক্‌ফুরূ বিহ্; অইয়ুরীদুশ্

অথচ তারা বিচার চায় তাগুতের নিকট যদিও তা অমান্য করার জন্য তারা আদেশপ্রাপ্ত, আর শয়তান

ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦١﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ

শাইত্বোয়া-নু আইঁ ইয়ুদ্বিল্লাহুম্ দ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা- ।৬১। অইযা-ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও ইলা-মা ~ আন্‌যালাল্

তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর অবতীর্ণ বস্তু

ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦٢﴾ فَكَيْفَ

লা-হু অইলার্ রাসূলি রাআইতাল্ মুনা-ফিক্বীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন্‌কা ছুদূদা-।৬২। ফাকাইফা

ও রাসূলের দিকে, তখন আপনার নিকট হতে মুনাফিকদের চলে যেতে দেখবেন। (৬২) তাদের কৃতকর্মের

إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ

ইযা ~ আছোয়া-বাত্‌হুম্ মুছীবাতুম্ বিমা -ক্বাদ্দামাত্ আইদীহিম ছুম্মা জ্বা — উক্বা ইয়াহ্‌লিফূন্; বিল্লা-হি

জন্য মুছীবত আসলে অবস্থা কিরূপ হয়? তারা তো আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে আপনার নিকট আগমন করে বলে

إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ

ইন্ আরাদ্‌না ~ ইল্লা ~ ইহ্‌সা-নাওঁ অতাওফীক্বা-।৬৩। উলা — য়িকাল্লাযীনা ইয়া'লামুল্লা-হু মা-ফী কুলূবিহিম্

আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছু চাই না। (৬৩) আল্লাহ তাদের অন্তরের সবকিছু সম্যক অবগত; তাই

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٤﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا

ফাআরিদ্ব্ 'আন্‌হুম্ অ'ইজ্‌হুম্ অকুল্ লাহুম্ ফী ~ আন্‌ফুসিহিম্ ক্বাওলাম্ বালীগা-।৬৪। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-

তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। এবং তাদের সদুপদেশ দিন ও হৃদয়গ্রাহী কথা বলুন। (৬৪) আমি তো রাসূল এ কারণেই

مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ

মির্ রাসূলিন্ ইল্লা-লিইয়ুত্বোয়া-'আ বিইয্‌নিল্লা-হ্;অলাও আন্নাহুম্ ইয্ জোয়ালামূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ জ্বা — উকা

পাঠিয়েছি, যেন আল্লাহর আদেশে তাঁর আনুগত্য করে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর যদি আপনার কাছে

আয়াত-৬৩ ঃ শরীয়তের বিধান তো ঠিকই আছে। আমরা তাকে না-হক ভেবে অন্যত্র যাই নি। বরং আসল কথা হল, এই আইনানুগ বিচারের মধ্যে বিচারক কোন প্রকার সমঝোতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু পারস্পরিক আপোষ মীমাংসায় সেই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। এ কারণেই আমরা অন্যত্র অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম। হত্যা সংক্রান্ত ঘটনার এই বিবরণটি হয় তো নিহত ব্যক্তিকে নিরপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য হবে, অথবা হযরত ওমর (রাঃ) প্রতি হত্যার অভিযোগ আনয়নের জন্য হবে। এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত বিবরণ রদ করেছেন। (বঃ কোঃ)

فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٥﴾ فَلَا

ফাস্তাগ্ফারুল্লা-হা অস্তাগ্ফারা লাহুমুর্ রাসূলু লাওয়াজ্বাদুল্লা-হা তাওয়্যা-বার্ রাহীমা-। ৬৫। ফালা-
এসে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পেত। (৬৫) কিন্তু না,

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

অরব্বিকা, লা-ইয়ু''মিনূনা হাত্তা-ইয়ুহাক্কিমূকা ফীমা -শাজ্বারা বাইনাহুম্ ছুম্মা লা-ইয়াজ্বিদূ
আপনার রবের কসম! এরা মু'মিন নয় যতক্ষণ না তারা বিবাদ মিমাংসার জন্য আপনার কাছে আসে, অতঃপর তারা

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٦﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ

ফী ~ আন্ফুসিহিম্ হারাজ্বাম্ মিম্মা-ক্বাদ্বোয়াইতা অইয়ুসাল্লিমূ তাস্লীমা-। ৬৬। অলাও আন্না-কাতাব্না-'আলাইহিম্
নিজেদের মনে কোন দ্বিধা করে না এবং আপনার রায় পুরোপুরি মেনে নেয়। (৬৬) যদি তাদের উপর ফরজ করতাম যে,

أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ

আনিক্বতুলূ ~ আন্ফুসাকুম্ আওয়িখ্রুজ্বু মিন্ দিয়া-রিকুম্ মা-ফা'আলূহু ইল্লা-ক্বালীলুম্ মিন্হুম্; অলাও
আত্মহত্যা কর বা দেশান্তর হও, তবে কিছুলোক ছাড়া কেউ তা করত না; যদি তারা তা করত, যা করতে তাদের

أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٧﴾ وَإِذًا

আন্নাহুম্ ফা'আলূ মা-ইয়ু'আজূনা বিহী লাকা-না খাইরাল্ লাহুম্ অআশাদ্দা তাছ্বীতা-। ৬৭। অইযাল্
উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা পালন করলে তাদেরই কল্যাণ এবং দৃঢ়তার কারণ হত। (৬৭) তখন আমি

لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾ وَمَنْ يُطِعِ

লা আ-তাইনা হুম্ মিল্লাদুন্না ~ আজ্ব্রান্ 'আজীমা-। ৬৮। অলাহাদাইনা-হুম্ ছিরা-ত্বোয়াম্ মুস্তাক্বীমা-। ৬৯। অমাই ইয়ুত্বিই' ল্
নিজেও তাদেরকে মহাপুরস্কার দিতাম। (৬৮) আর আমিই সরল পথ দেখাতাম। (৬৯) আর যারা

اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

লা-হা অর্রাসূলা ফাউলা — য়িকা মা'আল্লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম্ মিনান্নাবিয়্যীনা অছ্ছিদ্দিক্বীনা
আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত যেমন- নবী, সত্যবাদী

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ

অশ্শুহাদা — য়ি অছ্ছোয়া-লিহীনা অ হাসুনা উলা — য়িকা রাফীক্বা-।৭০। যা-লিকাল্ ফাদ্ব্লু মিনাল্লা-হ্;
শহীদ ও নেককারদের সাথে অবস্থান করবে। (৭০) এটা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ;

শানেনুযূলঃ আয়াত-৬৯ ঃ একদা কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন, মৃত্যুর পর জান্নাতের মধ্যে আপনার যে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আসন হবে সেখান পর্যন্ত পৌছা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে? তখন আমরা আপনার সাথে কেমন করে সাক্ষাত করে ধন্য হতে পারব। আর যদি সাক্ষাতই না হয়, তবে বিরহ যাতনায় সান্ত্বনাই বা কিরূপে লাভ করব। এমনকি এ চিন্তা ভাবনায় রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত ছৌবান (রাঃ) এর চেহারা বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন তাঁর এই বিষণ্ণাবস্থা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি তাঁর কোন রোগ-শোক হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে হযরত ছৌবান (রাঃ) উক্ত চিন্তা-ভাবনার কথা পেশ করলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ع ١١ ৯ ৬ রুকু

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ

অকাফা- বিল্লা-হি 'আলীমা- ।৭১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ খুযূ হিয্‌রাকুম ফান্‌ফিরূ ছুবা-তিন

আল্লাহই যথেষ্ট জ্ঞানী। (৭১) হে ঈমানদাররা! সাবধানতা অবলম্বন কর; তারপর বেরিয়ে পড় পৃথক হয়ে অথবা

أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ

আওয়িন্‌ফিরূ জ্বামী'আ- ।৭২। অইন্না মিন্‌কুম্ লামাল্ লাইয়ুবাত্তিয়ান্না ফাইন্ আছোয়া-বাত্‌কুম্ মুছীবাতুন্

একযোগে। (৭২) তোমাদের কেউ এমনও আছে, যে গড়িমসি করেই; যদি তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে,

قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٣﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ

ক্বা-লা ক্বাদ্ আন'আমাল্লা-হু 'আলাইয়্যা ইয্ লাম্ আকুম্ মা'আহুম্ শাহীদা- ।৭৩। অলায়িন্ আছোয়া-বাকুম ফাদ্বলুম্

তখন বলে, আল্লাহ আমার প্রতি সদয়, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না। (৭৩) আর যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়

مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ

মিনাল্লা-হি লাইয়াকূলান্না কাআল্লাম্ তাকুম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহূ মাওয়াদ্দাতুইঁ ইয়া-লাইতানী কুন্‌তু মা'আহুম্

আল্লাহর পক্ষ থেকে, তখন এমন ভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মাঝে কোন সম্পর্কই নেই, হায়! আমি যদি সঙ্গে

فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

ফাআফূযা ফাওযান্ 'আজীমা- ।৭৪। ফাল্‌ইয়ুক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হিল্ লাযীনা ইয়াশ্‌রূনাল্ হাইয়া-তাদ্দুন্‌ইয়া-

থাকতাম; তবে মহালাভে লাভবান হতাম। (৭৪) অতঃপর তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যারা দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয়

بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

বিল্ আ-খিরাহ্; অমাইঁ ইয়ুক্বা-তিল ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইয়ুক্ব্‌তাল্ আও ইয়াগ্‌লিব্ ফাসাওফা নু'তীহি আজ্‌রান্

করে পরকালের বিনিময়ে সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে যে কেউ নিহত হোক বা বিজয়ী হোক তাকে মহা প্রতিদান

عَظِيمًا ﴿٧٥﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

'আজীমা- । ৭৫। অমা-লাকুম্ লা-তুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি অল্‌মুস্‌তাদ্ব'আফীনা মিনার্ রিজ্বা-লি

প্রদান করব। (৭৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর না? সেসব অসহায় নর-নারী

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

অন্নিসা — য়ি অল্ ওয়িল্‌দা-নিল্লাযীনা ইয়াকূলূনা রব্বানা ~ আখ্‌রিজ্‌না-মিন্ হা-যিহিল্ ক্বার্‌ইয়াতিজ্জোয়া-লিমি

ও শিশুদের জন্য যারা বলে, হে আমাদের রব! এ জনপদ হতে আমাদের বের করুন- যার অধিবাসী ভয়ানক জালিম।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭১ঃ মুজাহিদরা জেহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলে মুনাফিকরা বিভিন্ন অজুহাতে সরে পড়ত এবং যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তারা বলত আমরা তো যাওয়ার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম কিন্তু অমুক কাজে নিয়োজিত থাকায় একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, এদিকে আপনারা চলে গিয়েছেন। অনন্তর মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে বলত আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা যুদ্ধে যাই নি। আর মুসলমানরা বিজয়ী বেশে গণীমতের মাল নিয়ে ফিরলে তারা এ মর্মে পরিতাপ করতে থাকত যে, হায়। আমরাও এদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে গণীমতের মালের ভাগী হতে পারতাম। সাধারণতঃ উল্লেখিত অবস্থা মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়েরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতটি তার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়। (রঃ কোঃ)

أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٦﴾ الَّذِينَ

আহ্লুহা- অজ্ব্ 'আল্ লানা- মিল্লাদুন্কা অলিয়্যাওঁ অজ্ব্ 'আল্ লানা-মিল্লাদুন্কা নাছীরা- । ৭৬। আল্লাযীনা
আমাদের জন্য আপনার নিকট হতে বন্ধু পাঠান, আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠান। (৭৬) যারা

آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

'আ-মানূ ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি অল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী-সাবীলিত্ব ত্বোয়া-গূতি
মু'মিন তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে,

১০ ع ৬ ৯ রুকু

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى

ফাক্বা-তিলূ ~আওলিয়া — য়াশ্ শাইত্বোয়া-নি ইন্না কাইদাশ্ শাইত্বোয়া-নি কা-না দ্বোয়া'ঈফা- ।৭৭। আলাম্ তারা ইলাল্
অতএব শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শয়তানের প্রচেষ্টা অতি দুর্বল। (৭৭) তুমি কি তাদেরকে দেখ নি?

الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا

লাযীনা ক্বীলা লাহুম্ কুফ্ফূ ~ আইদিয়াকুম্ অ 'আক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা ফালাম্মা-
যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংযত রাখ, আর কায়েম কর নামায এবং যাকাত দাও? তাদেরকে যখন

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ

কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বিতা-লু ইযা-ফারীক্বুম্ মিন্হুম্ ইয়াখ্শাওনান্ না-সা কাখাশ্ইতিল্লা-হি আও
যুদ্ধের বিধান দেয়া হল তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত মানুষকে ভয় করছিল অথবা

أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ

আশাদ্দা খাশ্ইয়াতান্ অক্বা-লূ রব্বানা-লিমা কাতাব্তা 'আলাইনাল্ ক্বিতা-লা লাওলা ~ আখ্খারতানা ~ ইলা ~
তদপেক্ষা বেশি, আর বলল, হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর যুদ্ধের বিধান দিলে? যদি আরো কিছু দিনের অবকাশ

أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ

আজ্বালিন্ ক্বারীব; ক্বুল্ মাত্বা-'উদ্দুন্ইয়া-ক্বালীলুন্ অল্ আ-খিরাতু খাইরুল্লিমানিত্ তাক্বা-অলা-তুয্লামূনা
আমাদের দিতে! বলুন, পার্থিব ভোগ কিঞ্চিৎ, মুত্তাকীর জন্য পরকালই উত্তম, আর তোমরা সূতা পরিমাণও অবিচার

فَتِيلًا ﴿٧٨﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

ফাতীলা- ।৭৮। আইনা মা-তাকূনূ ইয়ুদ্‌রিক্ কুমুল্ মাওতু অলাও কুন্তুম্ ফী বুরূজিম্ মুশাইয়্যাদাহ্;
পাবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু অবধারিত, যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে থাক তবুও।

শানেনুযূল ৪ আয়াত-৭৭ ৪ কাফেররা মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, মিক্বদাদ ইবনে আছওয়াদ, সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং কুদামা ইবনে মযউন (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সকলেই আমাদের সম্মান করত, কেউ আমাদের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাতে পারত না। আর এখন মুসলমান হওয়ায় সকলেই আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, অধঃপতিত মনে করছে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, আমার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি ধৈর্যের আদেশ রয়েছে, সুতরাং তোমরা নামায পড়তে থাক এবং সবর করতে থাক।" অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর যখন জিহাদের আদেশ হল, তখন ধর্মে দুর্বল এমন অনেক ব্যক্তি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাই তাঁদেরকে উৎসাহ প্রদান কল্পে আলোচ্য আয়াতটি গঞ্জনার সূরে নাযিল হয়। অপর

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا

অইন্ তুছিব্হুম্ হাসানাতুহঁ ইয়াকূলূ হা-যিহী মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ্; অইন্ তুছিব্হুম্ সাইয়্যিয়াতুহঁ ইয়াকূলূ
আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয় তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে; আর যদি মন্দ হয়, তবে বলে, এটা

هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

হা-যিহী মিন্ 'ইন্দিক্; ক্বুল্ কুল্লুম্ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হ্; ফামা-লি হা ~ উলা — য়িল্ ক্বাওমি লা-ইয়াকা-দূনা
আপনার কারণে, বলে দিন সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়; এসব লোকের কি হল যে, কথা বুঝতেই

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٩﴾ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ

ইয়াফ্ক্বাহূনা হাদীছা-। ৭৯। মা ~ আছোয়া-বাকা মিন্ হাসানাতিন্ ফামিনাল্লা-হি অমা ~ আছোয়া-বাকা মিন্ সাইয়্যিয়াতিন্
চায় না। (৭৯) তোমার প্রতি যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয় এবং যে অকল্যাণ হয় তা নিজের

فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٨٠﴾ مَّن يُطِعِ

ফামিন্ নাফ্সিক্; অ আর্সাল্না-কা লিন্না-সি রাসূলা- ; অকাফা-বিল্লা-হি শাহীদা -। ৮০। মাইঁ ইয়ুত্বি'ইর্
কারণে হয়। সকল মানুষের জন্য আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি; আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। (৮০) রাসূলের আনুগত্য

ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨١﴾ وَيَقُولُونَ

রাসূলা ফাক্বাদ্ আত্বোয়া-'আল্লা-হা অমান্ তাওয়াল্লা-ফামা ~ আর্সাল্না-কা 'আলাইহিম্ হাফীজোয়া-। ৮১। অইয়াকূলূনা
করলে আল্লাহ্র আনুগত্য হয়। কেউ মুখ ফেরালে -আপনাকে তাদের উপর পর্যবেক্ষক করি নি। (৮১) তারা বলে,

طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ

ত্বোয়া-'আতুন্ ফাইযা-বারাযূ মিন্ 'ইন্দিকা বাইয়্যাতা ত্বোয়া —য়িফাতুম্ মিন্হুম্ গাইরাল্লাযী তাকূল্ ;
আনুগত্য করি; যখন আপনার নিকট হতে চলে যায়, তখন একদল মুখে বলার বিপরীতে রাতে গোপনে বসে পরামর্শ করে;

وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

অল্লা-হু ইয়াক্তুবু মা- ইয়ুবায়্যিতূনা ফা'আ-রিদ্ব 'আনহুম্ অতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হ্; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-।
আল্লাহ তা লিখে রাখছেন, আপনি এদের উপেক্ষা করুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, আল্লাহই যথেষ্ট কার্যোদ্ধারকারী।

﴿٨٢﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

৮২। আফালা-ইয়াতাদাব্বারূনাল্ ক্বুর্আ-ন; অলাও কা-না মিন্ 'ইন্দি গাইরিল্লা-হি লাওয়াজাদূ ফীহিখ্
(৮২) তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত হলে এতে তাদের

বর্ণনায় মক্কায় মুসলমানেরা অত্যাচারিত হতে থাকলে কিছু সংখ্যক সাহাবী জিহাদের জন্য তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; এ সময় তাদের প্রতি ক্ষমার আদেশই ছিল। মদীনায় হিজরতের পর জিহাদের আদেশ প্রদত্ত হলে কতিপয় ব্যক্তির নিকট তা অপ্রীতিকর মনে হল। তাই অভিযোগ স্বরূপ এই আয়াতটি নাযিল হয়। উদ্ধৃত আয়াতের উক্তি মুসলমানদের প্রতি কোন ভর্ৎসনা নয়। কেননা, জিহাদের এ নির্দেশের প্রতি তাঁদের কোন প্রতিবাদ ছিল না; বরং তাঁদের তরফ থেকে অবকাশের প্রত্যাশা করা হয়েছিল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের উৎস হল, মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করা। যা মক্কায় অত্যাচারিত অবস্থায় তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং হিজরতের পর তা লুপ্ত হওয়ায় এবং সম্যক নিরাপত্তা লাভের পর তাদের পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এই আয়াত নসীহত হিসাবে বর্ণনা করা হয়। **শানেনুযূল ৪ আয়াত-৮২ ৪** একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)

اختلافا كثيرا ﴿٨٣﴾ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

তিলা-ফান্ কাছীরা- । ৮৩ । অ ইযা-জ্বা ~ য়াহুম্ আম্‌রুম্ মিনাল্ আম্‌নি আওয়িল্ খাওফি আযা-'উ বিহ্;
মতভেদ পাওয়া যেত । (৮৩) আর যখন কোন শান্তি বা ভয়ের সংবাদ আসে তখন তারা তা প্রচার করে; যদি তারা

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه

অলাও রাদ্দূহু ইলার্ রাসূলি অ ইলা ~ উলিল্ আম্‌রি মিন্‌হুম্ লা'আলিমাহুল্ লাযীনা ইয়াস্‌তাম্‌বিতূ্‌নাহূ
এটি রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের কাছে পৌঁছাত, তবে তথ্য অনুসন্ধানকারীরা তার যথার্থতা বুঝত ।

منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

মিন্‌হুম্; অলাওলা-ফাদ্বলুল্লা-হি'আলাইকুম্ অরহ্‌মাতুহূ লাত্তাবা'তুমুশ্ শাইত্বোয়া-না ইল্লা-ক্বালীলা- ।
যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই শয়তানের আনুগত্য করত ।

﴿٨٤﴾ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى

৮৪ । ফাক্বা-তিল্ ফী সাবীলিল্লা-হ্; লা-তুকাল্লাফু ইল্লা-নাফসাকা অহার্‌রিদ্বিল্ মু''মিনীনা, আসাল্
(৮৪) সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুন, আপনাকে কেবল নিজের জন্যই দায়ী করা হবে; মু'মিনদেরকে

الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا

লা-হু আইঁ ইয়াকুফ্‌ফা বা''সাল্লাযীনা কাফারূ; অল্লা-হু আশাদ্দু বা''সাওঁ অ আশাদ্দু তান্‌কীলা- ।
উৎসাহিত করুন, হয়ত আল্লাহ কাফেরদের শক্তি প্রতিরোধ করবেন [১] আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবল ও কঠোর ।

﴿٨٥﴾ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة

৮৫ । মাইঁ ইয়াশ্‌ফা' শাফা-'আতান্ হাসানাতাইঁ ইয়াকুল্লা-হূ নাছীবুম্ মিন্‌হা-অমাইঁ ইয়াশ্‌ফা' শাফা-'আতান্
(৮৫) যে ভাল কাজের সুপারিশ করে, তাতে অংশ পায়; আর কেউ মন্দ কাজের

سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ﴿٨٦﴾ وإذا حييتم

সাইয়্যিয়াতাইঁ ইয়াকুল্লাহূ কিফ্‌লুম্ মিন্‌হা-; অকা-নাল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িম্ মুক্বীতা- । ৮৬ । অইযা-হুইয়্যীতুম্
সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ নির্ধারিত; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান । (৮৬) আর তোমরা যদি সালাম

بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا

বিতাহিয়্যাতিন্ ফাহাইয়্যূ বিআহ্‌সানা মিনহা ~ আও রুদ্দূহা -; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইয়িন হাসীবা- ।
পাও, তবে তোমরাও তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম বা সেটাই পুনরায় বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী ।

অর্ধাংশ

জনৈক ছাহাবীকে যাকাত আদায়ের জন্য কোথাও পাঠিয়েছিলেন । স্থানীয় লোকেরা তাঁর সংবর্ধনার্থে একত্রে বের হয়ে পড়ল । তিনি তদ্দর্শনে তাঁকে মারপিট করতে এসেছেন মনে করে মদীনায় ফেরত আসলেন এবং বললেন, "সেখানকার লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছে ।" সংবাদটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর কানে-আসার পূর্বেই শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল । এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কোথাও সৈন্য পাঠিয়ে দিলে এবং তাঁদের জয় পরাজয়ের কোন কথা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর পক্ষ হতে ঘোষণার পূর্বেই কতিপয় দুর্বলমনা মুসলমান তা প্রচার করে দিত । যার পরিণাম হত খারাপ । তাই এরূপ গুজব রটনা এবং গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা হতে বারণ করার উদ্দেশে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ।

টীকা -১ঃ ছাহাবীরা মুনাফিকদের কেন্দ্র করে তাদের ব্যাপারে কঠিন বা নরম হওয়া নিয়ে মতবিরোধ করছিল ।

٨٧ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ

৮৭। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হূ; লাইয়াজ্‌মা'আন্নাকুম্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রইবা ফীহ্; অমান্

(৮৭) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তিনি যে কেয়ামতের দিন জড় করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই; আল্লাহর

১১ ع ১১ ৮ রুকু

أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ٨٨ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ

আছ্দাক্বু মিনাল্লা-হি হাদীছা-। ৮৮। ফামা-লাকুম্ ফিল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিয়াতাইনি অল্লা-হু আর্কাসাহুম্

চেয়ে কে বেশি সত্যবাদী? (৮৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু দল হয়ে গেলে; অথচ আল্লাহ

بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ

বিমা-কাসাবূ; আতুরীদূনা আন্ তাহ্দূ মান্ আদ্বোয়াল্লাল্লা-হ্; অমাই ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু

তাদেরকে আমলের দরুণ উল্টো ফিরিয়ে দিলেন, আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তোমরা কি তাকে পথে আনতে চাও? আল্লাহ

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ٨٩ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা-। ৮৯। অদ্দূ লাও তাক্ফুরূনা কামা-কাফারূ ফাতাকূনূনা সাওয়া — য়ান্ ফালা-

গোমরাহ করলে আপনি সুপথ দিতে পারবেন না। (৮৯) তারা চায়, তাদের মত তোমরাও কুফুরী কর; তাদের

تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا

তাত্তাখিযূ মিন্হুম্ আওলিয়া — য়া হাত্তা-ইয়ুহা-জ্বিরূ ফী সাবীলিল্লা-হ্; ফাইন্ তাওয়াল্লাও

সমান হও ; সুতরাং তাদের কাকেও বন্ধু মনে করো না যতক্ষণ না আল্লাহর পথে হিজরত করে; যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়,

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا

ফাখুযূহুম্ অক্বতুলূহুম্ হাইছু অজ্বাত্তুমূহুম্ অলা-তাত্তাখিযূ মিন্হুম্ অলিয়্যাওঁ অলা-

তবে যেখানে পাও তাদেরকে ধর এবং হত্যা কর; তাদের কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ

نَصِيرًا ٩٠ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ

নাছীরা-। ৯০। ইল্লাল্লাযীনা ইয়াছিলূনা ইলা-ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহুম্ মীছা-ক্বুন্ আও জ্বা — য়ূকুম্

করো না। (৯০) কিন্তু যারা তোমাদের চুক্তিবদ্ধ কওমের সাথে মিলিত হয় তাদেরকে নয়। অথবা যারা এমনভাবে

حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

হাছিরাত্ ছুদূরুহুম্ আইঁ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ আও ইয়ুক্বা-তিলূ ক্বাওমাহুম্; অলাও শা — য়াল্লা-হু

আসে যে, তাদের মন তোমাদের সঙ্গে বা তাদের গোত্রের সংগে যুদ্ধ করতে বাধা দেয়; আল্লাহ চাইলে তাদেরকে

শানেনুযূল ৪ আয়াত-৮৭ ৪ ওহুদ যুদ্ধে যাত্রা করার পর রাস্তা থেকে যারা কেটে পড়েছিল, তাদের সম্বন্ধে ছাহাবারা দু দল হয়ে গিয়েছিলেন- এক দল বললেন, তারা মুনাফিক, তাদের শিরোচ্ছেদ করা হোক এবং অপর দল এর বিপক্ষে মত দিলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল, ঐ মুনাফিকরা হয় তো মুসলমানদের সাথে একত্রে থাকলে ধীরে ধীরে হিদায়তের পথে চলে আসতে পারে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। মুজাহিদ-এর বর্ণনা মক্কার কতিপয় মুশরিক মদীনায় এসে নিজেরা মুসলমান হয়ে হিজরত করে চলে এসেছে- এ মর্মে আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর ব্যবসার ভান করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গেল। এদের সম্বন্ধে মুসলমানরা দ্বিমত হয়ে তাদের ধর্মান্তর হওয়ার প্রমাণসমূহে বিভিন্ন হেরফের ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক দল তাদেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করল। তখন এ বিবাদ নিরসনার্থে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ج فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا

লাসাল্লাত্বোয়াহুম্ 'আলাইকুম্ ফালাক্বা-তালূকুম্ ফাইনি'তাযালূকুম্ ফালাম্ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ অআল্ক্বাও

তোমাদের উপর যুদ্ধ করার শক্তি দিতেন, তবে তারা তোমাদের থেকে সরে থেকে এবং যুদ্ধ না করে আপোসের

اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩١﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ

ইলাইকুমুস্ সালামা ফামা-জ্বা'আলাল্লা-হু লাকুম্ 'আলাইহিম্ সাবীলা- । ৯১ । সাতাজ্বিদূনা আ-খারীনা

প্রস্তাব দিলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যুদ্ধের কোন পথ রাখেন নি। (৯১) এ ছাড়া এমন কিছু লোক পাবে যারা

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ط كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ

ইয়ুরীদূনা আঁই ইয়া''মানূকুম্ অইয়া''মানূ ক্বাওমাহুম্;কুল্লামা-রুদ্দূ ~ ইলাল্ ফিত্নাতি

তোমাদের সঙ্গে ও নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তি চায়, যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ডাকা হয়, তখনই

اُرْكِسُوْا فِيْهَا ج فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا

উর্কিসূ ফীহা-ফাইল্ লাম্ ইয়া'তাযিলূকুম্ অইয়ুল্ক্বূ ~ ইলাইকুমুস্ সালামা অইয়াকুফ্ফূ ~

তারা ওতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি এ ধরনের লোকবল তোমাদের সাথে মোকাবেলা হতে বিরত না থাকে

اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ط وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ

আইদিয়াহুম্ ফাখুযূহুম্ অক্ব্তুলূহুম্ হাইছু ছাক্বিফ্তুমূহুম্ অউলা — য়িকুম্ জ্বা'আল্না-লাকুম্

এবং শান্তি প্রস্তাব না করে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত না হয়, তবে তাদেরকে যেখানেই পাও ধর, মার

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩٢﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ج

১২ ع ৪ ৯ রুকু

'আলাইহিম্ সুলত্বোয়া-নাম্ মুবীনা- । ৯২ । অমা-কা-না লিমু''মিনিন্ আঁই ইয়্যাক্ব্তুলা মু''মিনান্ ইল্লা-খাত্বোয়ায়ান্,

এবং এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকার দিয়েছে। (৯২) ভুলবশতঃ ছাড়া এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে হত্যা করতে

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ

অমান্ ক্বাতালা মু''মিনান্ খাত্বোয়ায়ান্ ফাতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মু''মিনাতিওঁ অদিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্ ইলা ~ আহ্লিহী ~ ইল্লা-আঁই

পারে না। যদি ভুলে কোউ মু'মিন হত্যা করে, তবে একটি মু'মিন দাস মুক্ত করবে এবং তার পরিবারকে

يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

ইয়াছ্ছদ্দাক্বূ; ফাইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিন্ 'আদুওয়িল্লাকুম্ অহুঅ মু''মিনুন্ ফাতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্

মুক্তিপণ দিবে, তবে ক্ষমা করলে অন্য কথা, যদি সে শত্রুপক্ষের মু'মিন লোক হয়, তবে একটি মু'মিন দাস মুক্ত করবে;

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক বলার কারণ হল, তারা নিজেদেরকে মু'মিন বলে দাবী করেছিল কিন্তু হৃদয়ে লালিত কুফরীকে তখনও গোপন করে রেখেছিল। আর বিশেষ কারণে তাদেরকে হত্যা করাও ঠিক হচ্ছিল না, যে পর্যন্ত তাদের কুফুরী ও মুরতাদ হওয়ার কথা সকলের নিকট পরিষ্কার হয়ে না যায়। হযরত হাসানের বর্ণনানুযায়ী, ছোরাক্বা ইবনে মালেক মুদলজী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে বদর ওহুদের পর এসে বর্ণ মুদলজীর সাথে সন্ধির আবেদন জানিয়ে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সন্ধিনামা প্রণয়ন করার জন্য হযরত খালিদকে সেখানে পাঠালেন এবং এ মর্মে সন্ধিনামা প্রণয়ন করা হল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর বিপক্ষ কোন শক্তিকে কোন প্রকার সাহায্য করবে না এবং কোরাইশরা যখন মুসলমান হবে তারাও তখন মুসলমান হবে। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ

মু''মিনাহ্; অইন্ কা-না মিন্ ক্বাওমিম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহুম্ মীছা-ক্বুন্ ফাদিয়াতুম্ মুসাল্লামাতুন্

আর যদি অংগীকারাবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক হয়, তবে তার পরিবারকে মুক্তিপণ দেবে, এবং একটি

إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ইলা ~ আহ্লিহী অতাহ্রীরু রাক্বাবাতিম্ মু''মিনাতিন্ ফামাল্লাম্ ইয়াজিদ্ ফাছিয়া-মু শাহ্রাইনি মুতাতা-বি'আইনি

মু'মিন দাস মুক্ত করবে; যদি ক্ষমতা না থাকে তবে ক্রমাগত দুমাস রোযা রাখবে; আল্লাহ্র

تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٣﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

তাওবাতাম্ মিনাল্লা-হ্; অ কা-নাল্লা-হু 'আলী-মান্ হাকীমা- । ৯৩ । অমাই ইয়াক্ব্তুল্ মু''মিনাম্ মুতা'আম্মিদান্

তরফ থেকে এটাই তাওবা; আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যদি কেউ ইচ্ছাপূর্বক মু'মিনকে হত্যা করে, তবে তার

فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

ফাজ্বাযা — উহূ জ্বাহান্নামু খা-লিদান্ ফীহা-অগাদ্বিবাল্লা-হু 'আলাইহি অলা'আনাহূ অ আ'আদ্দালাহূ 'আযা-বান

শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন ও লা'নত করবেন; প্রস্তুত রাখবেন

عَظِيمًا ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا

'আজীমা- । ৯৪ । ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-দ্বোয়ারাব্তুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি ফাতাবাইয়্যানূ অলা-

মহাশাস্তি। (৯৪) হে মু'মিনরা! আল্লাহর রাস্তায় ভ্রমণের সময় পরীক্ষা করে নিও; তোমাদেরকে

تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ

তাক্বূলূ লিমান্ আল্ক্বা ~ ইলাইকুমুস্ সালা-মা লাস্তা মু''মিনান্ তাব্তাগূনা 'আরাদ্বোয়াল্ হাইয়া-তিদ্

কেউ সালাম দিলে ''তুমি মু'মিন নও'' বলো না; তোমরা তো পার্থিব সম্পদ অন্বেষন কর।

الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ

দুন্ইয়া-ফা'ইন্দাল্লা-হি মাগা-নিমু কাছীরাহ্; কাযা-লিকা কুন্তুম্ মিন্ ক্বাব্লু ফামান্নাল্লা-হু

আল্লাহর কাছে প্রচুর সম্পদ আছে; ইতোপূর্বে তোমরা এরূপ ছিলে; আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন; সুতরাং যাছাই

عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٥﴾ لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ

'আলাইকুম্ ফাতাবাইয়্যানূ; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা -তা'মালূনা খাবীরা- । ৯৫ । লা-ইয়াস্তাওয়িল্ ক্বা-'ইদূনা

করে নেবে; আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্যক অবহিত। (৯৫) মু'মিনদের মধ্যে যারা বিনা ওজরে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৩ ঃ কিন্দী বংশীয় মুক্কীয় ইবনে খোবাব্ আপন ভাই হিশামের সঙ্গে মুসলমান হয়েছিল। কিছু দিন পরে হিশামের লাশ বনী নাজ্জারের বস্তিতে সে খুঁজে পেল। ঘটনাটি সে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে পেশ করলে তিনি বনী ফিহেরের এক ব্যক্তিকে তার সঙ্গে দিয়ে বনী নাজ্জারের নিকট এ মর্মে সংবাদ পাঠালেন, তোমাদের কেউ হেশামের হন্তা জানলে তাকে মুক্কীছের হাওয়ালা কর। সে যেন তাকে প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করে দেয়। নতুবা তাঁর রক্তপণ শোধ কর। বনী নাজ্জারের লোকেরা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা তাঁর হন্তা কে তা জানি না। তাই রক্তপণ আদায় করতে প্রস্তত আছি। তৎপর তার রক্তপণ বাবদ একশ'টি উট মুক্কীছকে দিল। মুক্কীছ বণী ফিহেরের লোকটিসহ মদীনার দিকে রওয়ানা হল। পথে ফিহের বংশীয় সঙ্গীকে শহীদ করে সে উটসহ মক্কায় চলে গেল। এতে আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-৯৪ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) লাইছ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ

মিনাল্ মু''মিনীনা গাইরু উলিদ্ব্ দ্বোয়ারারি অল্মুজা-হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্ওয়া-লিহিম্
ঘরে বসে থাকে এবং যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা উভয়ে

وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِينَ

অ আন্ফুসিহিম্; ফাদ্বদ্বোলাল্লা-হুল্ মুজা-হিদীনা বিআম্ওয়া-লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্ 'আলাল্ ক্বা-'ইদীনা
সমান নয়; ঘরে বসা ব্যক্তিদের উপর আল্লাহ জান-মাল দিয়ে যুদ্ধকারীদের মর্যাদা দিয়েছেন। সকলকেই

دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ عَلَى الْقٰعِدِينَ

দারাজ্বাহ্; অকুল্লাওঁ অ'আদাল্লা-হুল্ হুস্না-; অফাদ্বদ্বোয়ালাল্লা-হুল্ মুজা-হিদীনা 'আলাল্-ক্বা 'ইদীনা আজ্ব্রান্
আল্লাহ্র কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন; তিনি মুজাহিদদেরকে প্রতিদানের ক্ষেত্রে ঘরে অবস্থানকারীদের

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٦﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

আজীমা-। ৯৬। দারাজ্বা-তিম্ মিন্হু অমাগ্ফিরাতাওঁ অরাহ্মাহ্; অ কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা-।
উপর মর্যাদা দিয়েছেন। (৯৬) এসব তাঁর পক্ষ হতে মর্যাদা, পরম ক্ষমা ও করুণা, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১৩ ع ৫ ১০ রুকু

﴿٩٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا

৯৭। ইন্নাল্লাযীনা তাওয়াফ্ফা-হুমুল্ মালা — য়িকাতু জোয়া-লিমী ~ আন্ফুসিহিম্ ক্বা-লূ ফী মা-কুন্তুম্; ক্বা-লূ কুন্না-
(৯৭) নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, ফেরেশতারা তাদের মৃত্যুর সময় বলবে, তোমরা কি কাজে ছিলে? তারা

مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ

মুস্তাদ্ব'আফীনা ফিল্ আর্দ্ব; ক্বা-লূ ~ আলাম্ তাকুন্ আর্দ্বুল্লা-হি ওয়া-সি'আতান্ ফাতুহা-জ্বিরূ ফীহা-;
বলবে, আমরা যমীনে অসহায় ছিলাম, তারা বলবে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা সেখানে হিজরত করে

فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٨﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

ফাউলা — য়িকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অসা — য়াত্ মাছীরা-। ৯৮। ইল্লাল্ মুস্তাদ্ব'আফীনা মিনার্
চলে যেতে, জাহান্নাম এদের আবাস; তা কতই না মন্দ আবাস ! (৯৮) কিন্তু যেসব দুর্বল পুরুষ,

الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

রিজ্বা-লি অন্নিসা — য়ি অল্ ওয়িল্দা-নি লা-ইয়াস্তাত্বী'উনা হীলাতাওঁ অলা-ইয়াহ্তাদূনা সাবীলা-।
নারী ও শিশু যাদের কোন অবলম্বন নেই, আর নেই তাদের পথঘাট জানা।

বংশীয় গালেব ইবনে ফুজালার অধিনায়কত্বে ফেদকবাসীর নিকট একদল সৈন্য পাঠালেন। তথাকার সকলেই মুসলিম বাহিনীকে দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমের ইবনে আযবতে আশজায়ী নামক এক ব্যক্তি, যিনি প্রথম হতেই মুসলমান ছিলেন এবং নিজে মুসলমান হওয়ায় থেকে গেলেন; পরে অন্য কোন সৈন্য সন্দেহে নিজের ছাগ পাল নিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করলেন। অতঃপর অশ্বারোহী সৈন্যরা নিকটে এসে তাকবীর ধ্বনি তুললে ঐ ব্যক্তি ইসলামী সৈন্য হিসাবে পরিচয় পেয়ে উচ্চ শব্দে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পড়তে পড়তে আস্সালামু আলাইকুম বলে তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন। হযরত উসামা (রাঃ) তাঁর এই কালেমা পাঠ জীবণ রক্ষার্থে বলে মনে করে লোকটিকে হত্যা করলেন এবং তাঁর ছাগ পাল স্বীয় দখলে আনলেন। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়।

﴿٩٩﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿١٠٠﴾ وَمَنْ

৯৯। ফাউলা — য়িকা 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া'ফূ 'আনহুম্; অকা- নাল্লা-হু 'আফুওয়্যান্ গাফূরা- ।১০০। অমাই
(৯৯) এদের ব্যাপারে আশা যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কেননা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। (১০০) যে কেউ

يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ

ইয়ূহা-জ্বির্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়াজ্বিদ্ ফিল্ আর্দ্বি মুরা-গামান্ কাছীরাওঁ অসা'আহ্; অমাইঁ ইয়াখ্রুজ্ব্
আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে যমীনে বহু আশ্রয় স্থান ও প্রাচুর্য লাভ করবে;

مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

মিম্ বাইতিহী মুহা-জ্বিরান্ ইলাল্লা-হি অরাসূলিহী ছুম্মা ইয়ুদ্রিক্হুল্ মাওতু ফাক্বাদ্ অক্বা'আ
যে ঘর বাড়ি ত্যাগ করে, আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে হিজরত করে, পরে সে মৃত্যুবরণ করে, তার

১৪
ع
4
১১
রুকু

أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

আজ্ব্রুহূ 'আলাল্লা-হ্; অকা-নাল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীমা-। ১০১। অইযা- দ্বোয়ারাব্তুম্ ফিল্ আরদ্বি
পুরস্কারারের ভার আল্লাহর উপর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০১) আর যখন তোমরা যমীনে সফর কর,

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ

ফালাইসা 'আলাইকুম্ জ্বুনা-হুন্ আন্ তাক্বছুরূ মিনাছ্ ছলা-তি ইন্ খিফ্তুম্ আইঁ ইয়াফ্তিনাকুমুল্
তখন নামায সংক্ষেপ করলে কোন দোষ নেই। এ ভয়ে যে, কাফেররা

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ

লাযীনা কাফারূ; ইন্নাল্ কা-ফিরীনা কা-নূ লাকুম্ 'আদুওয়্যাম্ মুবীনা- ।১০২। অইযা- কুন্তা ফীহিম্
তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করবে, কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) আর যখন আপনি

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

ফা'আক্বাম্তা লাহুমুছ্ ছলা-তা ফাল্তাকুম্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্হুম্ মা'আকা অল্ইয়া"খুযূ ~ আস্লিহাতাহুম্
তাদের মাঝে থাকেন ও নামায কায়েম করেন, তখন তাদের একদল যেন আপনার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তারা যেন

فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا

ফাইযা-সাজ্বাদূ ফাল্ইয়াকূনূ মিওঁ অরা — য়িকুম্ অল্তা"তি ত্বোয়া — য়িফাতুন্ উখ্রা-লাম্ ইয়ুছোল্লূ
সশস্ত্র থাকে, অতঃপর সিজদা শেষে তারা যেন পিছনে সরে যায়, আর অন্য দল যারা নামাযে শরীক হয় নি

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১০১ ঃ ওহুদের যুদ্ধের পর রাসূল (ছঃ) ছাহাবীদের নিয়ে কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করার জন্য হামরাউল আসাদ এ উপস্থিত হন শত্রুরা ভয়ে পলায়ন করে। এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

আয়াত -১০২ ঃ অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে জামাআতে নামায পড়াতে চান, আর তখন যদি এ আশঙ্কা হয় যে, সকলে একত্রে জামাতে নামায আদায় করলে কোন শত্রু সুযোগ পেয়ে হয়ত আক্রমণ করে বসতে পারে। তখন এই প্রক্রিয়ায় নামায পড় একদল, একদল করে।

فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ফাল্ইয়ুছোয়াল্লু মা'আকা অল্ইয়া''খুযূ হিয্রাহুম্ অআস্লিহাতাহুম্ অদ্দাল্লাযীনা কাফারূ
তারা আপনার সঙ্গে নামাযে শরীক হবে, তারাও যেন সতর্ক এবং সশস্ত্র থাকে, কাফেররা চায় যে,

لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۗ

লাও তাগ্ফুলূনা 'আন্ আস্লিহাতিকুম্ অআম্তি'আতিকুম্ ফাইয়ামীলূনা 'আলাইকুম্ মাইলাতাওঁ ওয়া-হিদাহ্;
তোমরা স্ব-স্ব অস্ত্র-শস্ত্র ও দ্রব্যাদি হতে অসতর্ক হয়ে গেলে একযোগে তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا

অলা-জুনা-হা 'আলাইকুম্ ইন্ কা-না বিকুম্ আযাম্ মিম্ মাত্বোয়ারিন্ আও কুন্তুম মার্দ্বোয়া ~ আন্ তাদ্বোয়া'উ ~
যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা রুগী হও, তবে অস্ত্র রেখে দিলে কোন দোষ

اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۞

আস্লিহাতাকুম্ অখুযূ হিয্রাকুম্; ইন্নাল্লা-হা আ'আদ্দা লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্ মুহীনা-।
নেই; কিন্তু সতর্ক থাকবে; আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

﴿١٠٣﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ

১০৩। ফাইযা-ক্বাদ্বোয়াইতুমুছ ছলা-তা ফায্কুরুল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ অক্বু'উদাওঁ অ'আলা-জুনূবিকুম্
(১০৩) নামায শেষ হওয়ার পর তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে; যখন

فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا

ফাইযাত্ব্মা-নান্তুম্ ফাআক্বীমুছ ছলা-তা ইন্নাছ্ ছলা-তা কা-নাত্ 'আলাল্ মু''মিনীনা কিতা-বাম্
তোমরা বিপদমুক্ত হবে তখন নামায আদায় করবে; মু'মিনদের উপর নামায নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা

مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۗ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ

মাওক্বূতা-। ১০৪। অলা-তাহিনূ ফিব্তিগা—য়িল্ ক্বাওম্; ইন্ তাকূনূ তা'লামূনা ফাইন্নাহুম্
ফরয। (১০৪) শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা সাহস হারাবে না তোমরা ব্যথা পেলে তারাও তো তোমাদের মত

يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

ইয়া'লামূনা কামা-তা'লামূনা অতারজূনা মিনাল্লা-হি মা-লা-ইয়ারজূনা; অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্
ব্যথা পায়; আল্লাহর কাছে তোমরা যা চাও তারা চায় না; আল্লাহ জ্ঞানী,

আয়াত-১০৩ ঃ আলোচ্য আয়াত ভয়ঙ্কর অবস্থায় নামাযের মধ্যে বিভিন্ন আচরণ ও গতিবিধির অনুমতি ও তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নামায যথাযথ ও সঠিকভাবে পড়তে হবে, তার বর্ণনাপূর্বক আল্লাহপাক এরশাদ করেন, অতঃপর যখন তোমরা এ নামায সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাক দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়ও। অতঃপর যখন তোমরা নিশ্চিত হও, তখন যথানিয়মে নামায পড়তে থাক। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে। অর্থাৎ সময়ের মধ্যে কেবল নামাযই সীমাবদ্ধ। যিকির প্রত্যেক অবস্থায়ই চলতে পারে। আয়াত-১০৪ ঃ অত্র আয়াতে কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবনে মুসলমানরা যেন সাহস না হারায় তার ইঙ্গীত প্রদানপূর্বক আল্লাহপাক এরশাদ করেন, কাফেরদের পশ্চাপদ্ধাবনে সাহস হারা হয়ো না। তোমরা যদি কষ্টপাও, তবে তারাও তোমাদের

১৫ ع 4 ১২ রুকু

حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ

হাকীমা-। ১০৫। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকাল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি লিতাহ্‌কুমা বাইনান্না-সি বিমা ~
বিজ্ঞ। (১০৫) নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি আল্লাহর শিখানো ওহী দ্বারা

أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

আরা-কাল্লা-হ্; অলা-তাকুল্ লিল্‌খা — য়িনীনা খাছীমা-। ১০৬। অস্‌তাগ্‌ফিরিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না
মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন; আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে তর্ক করবেন না। (১০৬) আল্লাহর নিকট ক্ষমা

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٧﴾ وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

গাফূরার্ রাহীমা-। ১০৭। অলা-তুজা-দিল্ 'আনিল্লাযীনা ইয়াখ্‌তা-নূনা আন্‌ফুসাহুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-
চান, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১০৭) যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের সঙ্গে তর্ক করবেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ

يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٨﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ

ইয়ুহিব্বু মান্ কা-না খাওয়্যা-নান্ আছীমা-। ১০৮। ইয়াস্‌তাখ্‌ফূনা মিনান্না-সি অলা-ইয়াস্‌তাখ্‌ফূনা
ভালবাসেন না বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে, পাপিষ্ঠকে। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জা করে, আল্লাহর কাছে লজ্জা করে না,

مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا

মিনাল্লা-হি অহুঅ মা'আহুম্ ইয্ ইয়ুবাইয়্যিতূনা মা- লা- ইয়ার্‌দ্বোয়া মিনাল্ ক্বাওল্; অকা-নাল্লা-হু বিমা-
অথচ তিনি তাদের সঙ্গে আছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয় পরামর্শ করে যা আল্লাহর অপছন্দ, আল্লাহ

يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٩﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

ইয়া'মালূনা মুহীত্বোয়া-। ১০৯। হা ~ আন্‌তুম্ হা ~ উলা — য়ি জ্বা-দাল্‌তুম্ 'আন্‌হুম্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-
তাদের কর্মকাণ্ড ঘিরে রাখেন। (১০৯) হাঁ তোমরা না হয় ইহজীবনে তাদের পক্ষে তর্ক করলে, কিন্তু

فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١١٠﴾ وَ

ফামাইঁ ইয়ুজ্বা-দিলুল্লা-হা 'আন্‌হুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি আম্ মাইঁ ইয়াকূনু 'আলাইহিম্ অকীলা-। ১১০। অ
পরকালে আল্লাহর সামনে তাদের পক্ষে কে তর্ক করবে? বা কেইবা হবে তাদের উকিল? (১১০) যে ব্যক্তি

مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا *

মাইঁ ইয়া'মাল্ সূ — য়ান্ আও ইয়াজ্‌লিম্ নাফ্‌সাহূ ছুম্মা ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরিল্লা-হা ইয়াজ্বিদিল্লা-হা গাফূরার্ রাহীমা-।
অন্যায় করে বা নিজের প্রতি জুলুম করে পরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালূ পাবে।

মত কষ্ট পাচ্ছে। অথচ আল্লাহর নিকট তোমাদের সওয়াবের আশা আছে আর তাদের সে আশাও নেই। আল্লাহ সব কিছু জানেন, বিচার বিবেচনা রাখেন। অতএব তাঁর নির্দেশ পালনকে নিজেদের পরম ও চরম সৌভাগ্য মনে করো।

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১০৫ ঃ হযরত রেফায়ার (রাঃ)-এর কিছু মাল বশীর নামক দুর্বল মু'মিন চুরি করে জনৈক ইহুদীর নিকট জমা রাখে। পরে ধরা পড়লে সে মক্কায় কাফিরদের কাছে আশ্রায় নেয়। এই প্রসংগে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আয়াত-১০৬ঃ একবার জনৈক মুসলমান রাতেরবেলা অন্য এক মুসলমানের ঘরে ঢুকে এক বস্তা আটা ও কিছু অস্ত্র-শস্ত্র চুরি করল। বস্তার মধ্যে ছিদ্র ছিল। পথিমধ্যে আটা পড়ে গিয়েছিল। চোর ঐ চুরির মাল নিজের ঘরে না রেখে এক ইহুদীর বাড়ীতে রাখল। মালিক সন্ধান করে ইহুদীর

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَ

১১১। অমাইঁ ইয়াক্‌সিব্ ইছ্‌মান্ ফাইন্নামা-ইয়াক্‌সিবুহূ 'আলা-নাফ্‌সিহী অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-। ১১২। অ
(১১১) আর যে পাপ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (১১২) আর

مَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا

মাইঁ ইয়াক্‌সিব্ খাত্বী — য়াতান্ আও ইছ্‌মান্ ছুম্মা ইয়ার্‌মি বিহী বারী — য়ান্ ফাক্বাদিহ্ তামালা বুহ্‌তা-নাওঁ অ-ইছ্‌মাম্
কোন পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ সে নিজের উপরেই

مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ

মুবীনা-। ১১৩। অলাওলা-ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকা অরাহ্‌মাতুহূ লাহাম্মাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিনহুম্ আইঁ ইয়ুদ্বিল্লূক;
চাপাল। (১১৩) আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হলে, একদল আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চাইত; তারা

১৬ ع ৮ ১৩ রুকু

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ

অমা-ইয়ুদ্বিল্লূনা ইল্লা ~ 'আনফুসাহুম্ অমা-ইয়াদ্বুর্‌রূনাকা মিন্ শাইয়িন্ অআন্‌যালাল্লা-হু 'আলাইকাল্ কিতা-বা
নিজেদের ছাড়া কাকেও ভ্রান্ত করতে পারবে না; তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব

وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ لَا

অল্‌হিকমাতা অ'আল্লামাকা মা-লাম্ তাকুন্ তা'লাম্; অকা-না ফাদ্ব্‌লুল্লা-হি 'আলাইকা 'আজীমা-। ১১৪। লা-
ও হিকমত নাযিল করেছেন; তিনি আপনাকে জানিয়েছেন অজানাকে, আপনার প্রতি আল্লাহর মহানুগ্রহ আছে। (১১৪) তাদের

● তিন চতুর্থাংশ

خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـٰحٍۭ

খাইরা ফী কাছীরিম মিন্ নাজ্‌ওয়া-হুম্ ইল্লা-মান্ আমারা বিছদাক্বাতিন্ আও মা'রূফিন্ আও ইছ্‌লা-হিম্
বহু গুপ্ত পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে দান খয়রাত করতে বা সৎকাজ বা মানুষের মধ্যে সন্ধি

بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

বাইনান্না-স্; অমাইঁ ইয়াফ্'আল্ যা-লিকাব্ তিগা — য়া মার্‌দ্বোয়া-তিল্লা-হি ফাসাওফা নু''তীহি আজ্‌রান্
স্থাপনের উৎসাহ দেয় তাতে কল্যাণ রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র রাজির জন্য এরূপ করে তাকে শীঘ্রই মহাপুরস্কার

عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

'আজীমা-। ১১৫। অমাইঁ ইয়ুশা-ক্বিক্বির্ রাসূলা মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুল্ হুদা- অইয়াত্তাবি' গাইরা
দেব। (১১৫) প্রকাশ্য হিদায়েত আসার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধী হয় এবং মু'মিনদের পথের বিপরীত পথ গ্রহণ করে,

বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। উক্ত ইহুদী মালের কথা স্বীকার করল এবং বলল যে, অমুক মুসলমান আমার বাড়িতে এই মাল রেখে গিয়েছে। ইত্যবসরে চোরের গোত্রের লোকেরা ষড়যন্ত্র করে উক্ত ইহুদীকে চোর সাব্যস্ত করে নবী করীম (ছঃ) এর নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য পেশ করল। নবী করীম (ছঃ) ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ এবং হস্ত কর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে উক্ত মুসলমানটি চোর সাব্যস্ত হয় এবং ইহুদী দোষমুক্ত হয়। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১১৩ঃ অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর জ্ঞান আল্লাহ পাকের জ্ঞানের ন্যায় সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। তবে এ কথা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যেই জ্ঞান লাভ করেছেন তা সমগ্র সৃষ্টি জীবের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি। (মাঃ কোঃ)

১৭ ع ১৪ রুকু

سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٦﴾ اِنَّ اللّٰهَ

সাবীলিল্ মু''মিনীনা নুঅল্লিহী মা- তাঅল্লা-অনুছ্লিহী জ্বাহান্নাম; অসা — য়াত্ মাছীরা- । ১১৬ । ইন্নাল্লা-হা

সে যেদিকে ফিরে আমি সেদিকেই তাকে ফেরাব; তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব; আর কতই না নিকৃষ্ট আবাস। (১১৬) নিশ্চয়ই

لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ

লা-ইয়াগ্ফিরু আইঁ ইয়ুশ্রাকা বিহী অইয়াগ্ফিরু মা-দূনা যা-লিকা লিমাইঁ ইয়াশা — উ; অমাইঁ ইয়ুশ্রিক্

আল্লাহ্ শরীক করার অপরাধ মাফ করবেন না, এছাড়া বাকী সব অপরাধ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন;

بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٧﴾ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ

বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ দ্বোয়াল্লাদ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা- । ১১৭ । ইঁ ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী~ ইল্লা ~ ইনা-ছান্ অইঁ

আল্লাহর সঙ্গে শরীককারী ভীষণ ভ্রষ্ট। (১১৭) এরা আল্লাহ ছাড়া শুধু নারী (মূর্তি) পূজা করে, আর

يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٨﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ

ইয়াদ্'উনা ইল্লা-শাইত্বোয়া-নাম্ মারীদা- । ১১৮ । লা'আনাহুল্লা-হ্ । অ ক্বা-লা লাআত্তাখিযান্না মিন্'ইবা-দিকা

তারা পূজা করে অবাধ্য শয়তানের [১]। (১১৮) তাকে আল্লাহর লা'নত। আর সে বলে, তোমার বান্দাহ্দের এক

نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٩﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ

নাছীবাম্ মাফ্রূদ্বোয়া- ।১১৯। অলাউদ্বিল্লান্নাহুম্ অলাউমান্নিয়্যান্নাহুম্ অলাআ-মুরান্নাহুম্ ফালাইয়ুবাত্তিকুন্না আ-যা-নাল্ আন্'আ-মি

নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করব। (১১৯) আর আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করবই; বৃথা আশ্বাস দেবই, নির্দেশ দেবই,

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অলা আ-মুরান্নাহুম্ ফালাইয়ুগাইয়্যিরুন্না খাল্ক্বাল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়াত্তাখিযিশ্ শাইত্বোয়া-না অলিয়্যাম্ মিন্ দূনিল্লা-হি

যেন তারা পশুর কান কাটে, নির্দেশ দেব যেন আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করে, আল্লাহ ছাড়া শয়াতানকে বন্ধু বানায়। সে স্পষ্ট

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١٢٠﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ☆

ফাক্বাদ্ খাসিরা খুস্রা-নাম্ মুবীনা- ।১২০। ইয়া'ইদুহুম্ অইয়ুমান্নীহিম্; অমা -ইয়া'ইদুহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইল্লা-গুরূরা- ।

ক্ষতিতে নিমজ্জিত। (১২০) সে তাদের ওয়াদা দেয়, বৃথা আশ্বাস দেয়, শয়তানের দেয়া প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই ধোঁকা।

﴿١٢١﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১২১। উলা — য়িকা মা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু অলা-ইয়াজ্বিদূনা 'আনহা-মাহীছোয়া- । ১২২। অল্লাযীনা আ-মানূ

(১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নামে, তা থেকে নিস্কৃতির কোন পথ তারা আদৌ পাবে না।(১২২) আর যারা মু'মিন

ওয়াক্বফে গোফরান

শানেনুযূলঃ আয়াত-১১৭ঃ অত্র আয়াতটি মক্কায় মুশরিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা আলাদা আলাদাভাবে নারী রূপী কতিপয় প্রতিমা বানিয়ে রেখেছিল এবং এদের নামও নারীর ন্যায়-লাত, মানাত, ওজ্জা ইত্যাদি রেখেছিল এবং তারা এদেরকেই সেজদা করত এবং এদেরই উপাসনা করত। আয়াত-১১৯ঃ আল্লাহর সৃষ্ট রূপ-রেখাকে পরিবর্তন করা দু প্রকারের হতে পারে- "খালক" শব্দের অর্থ যখন দ্বীন হবে তখন এর অর্থ হবে দ্বীনে বিবর্তন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির লাগাম শয়তানের হাতে সমর্পণ এবং শয়তান যেদিকে পরিচালনা করে সেদিকে চালিত হওয়াই এখানে পূজা।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ

অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি সানুদ্‌খিলুহুম্ জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা ~

ও সৎকর্মশীল, অচিরেই আমি তাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ, যেখানে

اَبَدًا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٣﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ

আবাদা-; অ'দাল্লা-হি হাক্বক্বা-; অমান্ আছ্‌দাক্বু মিনাল্লা-হি ক্বীলা- ।১২৩। লাইসা বিআমানিয়্যিকুম্ অলা ~

তারা চিরদিন অবস্থান করবে;আল্লাহর ওয়াদা সত্য ; আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? (১২৩) কোন কাজ না তাদের

اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আমানিয়্যি আহ্‌লিল্ কিতা-ব্;মাইঁ ইয়া'মাল্ সূ — য়াইঁ ইয়ুজ্‌যা বিহী অলা-ইয়াজ্বিদ্ লাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি

ইচ্ছায় হবে আর না কিতাবীদের। কেউ অসৎ কাজ করলে তার শাস্তি সে পাবে। সে তো আল্লাহ ছাড়া কোন

وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ

অলিয়্যাওঁ অলা-নাছীরা- ।১২৪। অমাইঁ ইয়া'মাল্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহা-তি মিন্ যাকারিন্ আও উন্‌ছা-অহুঅ

অভিভাবক ও সহায়ক পাবে না। (১২৪) যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ বা নারী

مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٥﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا

মু'মিনুন্ ফাউলা — য়িকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা অলা-ইয়ুজ্‌লামূনা নাক্বীরা- ।১২৫। অমান্ আহ্‌সানু দীনাম্

মু'মিন হলে তারা জান্নাতে যাবে, তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। (১২৫) তার অপেক্ষা ধার্মিক কে,

مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ

মিম্মান্ আস্‌লামা অজ্‌হাহূ লিল্লা-হি অহুঅ মুহ্‌সিনুওঁ অত্তাবা'আ মিল্লাতা ইব্‌রা-হীমা হানিফা-; অত্তাখাযাল্লা-হু

যে নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পিত এবং নিষ্ঠার সাথে ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুসারী; আল্লাহ

اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٦﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ

ইব্রাহীমা খালীলা- । ১২৬। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্ব; অকা-নাল্লা-হু বিকুল্লি

ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) আসমান যমীনের সব কিছুই আল্লাহর জন্য; আর আল্লাহ সবকিছুই বেষ্টন

شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٧﴾ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاۗءِ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا

শাইয়িম মুহীত্বোয়া- । ১২৭। অ ইয়াস্‌তাফ্‌তূনাকা ফিন্নিসা — ই; ক্বুলিল্লা-হু ইয়ুফ্‌তীকুম্ ফীহিন্না অমা-

করে আছেন। (১২৭) আর তারা মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চায়, আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে জানাচ্ছেন যে,

১৮ ع ১১ ১৫ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২৩ঃ কতিপয় ইহুদী ও খৃষ্টান এবং মুসলমান এক জায়গায় সমবেত ছিল। ইহুদীরা বলল, আমরা নবীর সন্তান। জান্নাতে আমরা প্রবেশ করব। খৃস্টানেরা বলল, আমরাই জান্নাতের অধিকারী, যেহেতু আল্লাহ্‌র জাত-পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের পাপ মোচনের জন্য তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছেন। ফলে আমরা নিষ্পাপ হয়ে গিয়েছি। (মূলতঃ তাদের এই ধারণা ছিল অলীক, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন)। মুসলমানেরা বলল, নবীকুল সরদার আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এরই উম্মত আমরা, তাই জান্নাতের হকদার আমরা। অতঃপর এরূপ দম্ভ-গর্ব হতে বিরত থাকার জন্য আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয় এবং বলা হয়, জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত অথবা জাহান্নামের শাস্তি সবই ব্যক্তির কর্মফলের উপর নির্ভর করে যদি সে নবীর ছেলেও হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২৪ ঃ এই আয়াতে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর পরকালীন পুরস্কার প্রাপ্তির সুসংবাদ

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى النِّسَآءِ الَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ

ইয়ুত্‌লা-'আলাইকুম্ ফিল্ কিতা-বি ফী ইয়াতা-মান্নিসা — য়িল লা-তী লা-তু''তূনাহুন্না মা-কুতিবা

সেই আয়াতসমূহ যা কিতাবে পঠিত তা ঐসব এাতিম নারী সম্বন্ধে যাদের পাওনা তোমরা দিচ্ছ না অথচ

لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَٰنِ وَأَنْ

লাহুন্না অতার্‌গাবূনা আন্ তান্‌কিহূহুন্না অল্‌মুস্‌তাদ্ব্‌'আফীনা মিনাল্ ওয়িল্‌দা-নি অ 'আন্

তোমরা তাদের বিয়ে করতে চাও, আর অসহায় শিশুদের ও এতীমদের ব্যাপারে ইনসাফের

تَقُومُوا لِلْيَتَٰمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٨﴾ وَ

তাকূমূ লিল্‌ইয়াতা-মা- বিল্‌ক্বিস্‌ত্ব্.; অমা-তাফ্‌'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফাইন্নাল্লা-হা 'কা-না বিহী 'আলীমা-। ১২৮। অ

সাথে কার্য সম্পাদন করবে, আর তোমাদের যে কোন কল্যাণ কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। (১২৮) আর

إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ

ইনিম্‌রায়াতুন্ খা-ফাত্ মিম্ বা'লিহা- নুশূযান্ আও'ইরা-দ্বোয়ান্ ফালা-জু্না-হা 'আলাইহিমা ~ আইঁ

যদি কোন স্ত্রী স্বামীর দুর্ব্যবহার বা অবহেলার ভয় করে, তবে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করা দোষণীয় নয়,

يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ

ইয়ুছ্‌লিহা - বাইনাহুমা-ছুল্‌হা-; অছ্‌ছুল্‌হু খাইর্; অ উহ্‌দ্বিরাতিল্ আন্‌ফুসুশ্ শুহ্‌হা; অইন্

মীমাংসাই সর্বোত্তম পন্থা আর মানুষ তো লালসার প্রতি আসক্ত; যদি ভাল কর

تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٩﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ

তুহ্‌সিনূ অতাত্তাকু্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা- তা'মালূনা খাবীরা-।১২৯। অলান্ তাস্‌তাত্বী'উ' ~ আন্

আর মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (১২৯) স্ত্রীদের ব্যাপারে সমান ব্যবহার করতে

تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ

তা'দিলূ বাইনান্নিসা — য়ি অলাও হারাছ্‌তুম্ ফালা-তামীলূ কুল্লাল্ মাইলি ফাতাযারূহা- কাল্ মু'আল্লাক্বাহ্; অইন্

যতই তোমরা চাও, পারবে না; তবে সম্পূর্ণভাবে এক দিকে ঝুকবে না আর অন্য কে ঝুলিয়ে রাখবে না, যদি আপোষ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ

তুছ্‌লিহূ অতাত্তাকু্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না গাফূরার রাহীমা-। ১৩০। অইঁইয়াতাফার্‌রাক্বা-ইয়ুগ্‌নিল্লা-হু কুল্লাম্ মিন্

কর ও মুত্তাকী হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ,দয়ালু। (১৩০) উভয়ে পৃথক হলে আল্লাহ প্রত্যেককে অভাবমুক্ত

ঘোষিত হয়েছে। যে সকল অজ্ঞ অদূরদর্শী বিদ্বেষ-পরায়ণ খৃষ্টান ও পৌত্তলিক লেখক "ইসলামে নারীর আত্মা মর্যাদা নেই" বলে অসাধারণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আমরা তাদেরকে পবিত্র কোরআন পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি এবং সাথে সাথে একথাও মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে পবিত্র ইসলাম নারী-জাতির স্বাধীনতা, অধিকার, গৌরব ও মর্যাদার যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছে, জগতের অন্য কোন ধর্মেই তার তুলনা নেই।
আয়াত-১২৮ঃ কোন স্ত্রী স্বামীর তরফ থেকে উপেক্ষার আশংকায় শর্ত সাপেক্ষে তার অধিকার হতে কিছু ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে খুশি করার চেষ্টা করতে পারে। এটা সম্পূর্ণ জায়েয। (মাঃ কোঃ, মুঃ কোঃ) আয়াত-১২৯ঃ অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখার অর্থ হল, যে স্ত্রীর প্রতি মনের আকর্ষণ কম থাকে তার দাবীও পূর্ণ করে দেয়া হয় না এবং পরিত্যাগও করা হয় না। (মাঃ কোঃ)

سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ

সা-'আতিহ্; অকা-নাল্লা-হু অ-সি'আন্ হাকীমা-। ১৩১। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্ব;
করবেন স্বীয় প্রাচুর্যে, আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় (১৩১) আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহ্‌র,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ

অলাক্বাদ্ অছ্‌ছোয়াইনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্‌লিকুম্ অইয়্যা-কুম্ আনিত্তাকু্ল্লা-হ্; অ
আমি তোমাদের পূর্বের কিতাবীদেরকে ও তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আর

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا

ইন্ তাক্‌ফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি-অমা- ফিল্ আর্‌দ্ব; অকা-নাল্লা-হু গানিয়্যান্
যদি কুফুরী কর, তবে আসমান ও যমীনের সব কিছু আল্লাহরই করায়াত্তে, আর আল্লাহ অভাবহীন,

حَمِيْدًا ﴿١٣٢﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٣﴾ اِنْ

হামীদা-। ১৩২। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্ব; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-। ১৩৩। ইঁ
প্রশংসিত। (১৩২) আসমান ও যমীনের সবকিছু আল্লাহর; সে সবের পরিচালনায় আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (১৩৩) হে লোক

يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ☆

ইয়াশা' ইয়ুয্‌হিব্‌কুম্ আইয়্যুহান্না-সু অইয়া''তি বিআ-খারীন্; অকা-নাল্লা-হু 'আলা-যা-লিকা ক্বাদীরা-।
সকল! তিনি চাইলে তোমাদের অপসারণ করে অন্যকে আনতে পারেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ক্ষমতাবান

﴿١٣٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ

১৩৪। মান্ কা-না ইয়ুরীদু ছাওয়া-বাদ্দুন্‌ইয়া-ফা'ইন্‌দাল্লা-হি ছাওয়া বুদ্দুন্‌ইয়া-অল্‌আ-খিরাহ্; অ কা-নাল্
(১৩৪) যে পার্থিব সুবিধা চায় (জানা দরকার) আল্লাহ্‌র কাছে ইহ-পরকালের কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্

اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ

১৯ ع ৮ ১৬ রুকু

লা-হু সামী'আম্ বাছীরা-। ১৩৫। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ কূনূ ক্বাওয়্যা-মীনা বিল্‌ক্বিস্‌তি শুহাদা — য়া
সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১৩৫) হে মু'মিনরা। আল্লাহর স্বাক্ষীস্বরূপ ন্যায় বিচারে দৃঢ় হও, যদিও তা তোমাদের

لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا

লিল্লা-হি অলাও 'আলা ~ 'আন্‌ফুসিকুম্ আওয়িল্‌অ-লিদাইনি অল্‌আক্ব্‌রাবীনা ইঁ ইয়াকুন্ গানিয়্যান্ আও ফাক্বীরান্,
নিজেদের অথবা মাতা-পিতা ও নিকটবর্তী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়; যদি সে ধনী বা গরীব হয়, তবে

আয়াত-১৩১ঃ যদি স্বামী-স্ত্রী খোলা বা তালাক দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে যারই ত্রুটি হোক সে যেন মনে না করে যে, আমাকে ব্যতীত তার কাজ অচল থাকবে। (বঃ কোঃ)
আয়াত-১৩২ঃ 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআ'লার"। এখানে এই উক্তিটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বুঝানো হয়েছে, আল্লাহর স্বচ্ছলতা, অভাবহীনতা ও প্রাচুর্য। দ্বিতীয়বার বুঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহর অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য কর, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন এবং তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। (মাঃ কোঃ)

فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا

ফাল্লা-হু আওলা-বিহিমা- ফালা-তাত্তবি'উল্ হাওয়া ~ আন্ তা'দিলূ অইন্ তাল্উ ~ আও তু'রিদ্বূ,
আল্লাহ উভয়ের প্রতিই দয়াবান, সুতরাং ন্যায় বিচারের সময় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না; আর যদি তোমরা কর

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ

ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা-তা'মালূনা খাবীরা- ।১৩৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আ-মিনূ বিল্লা-হি অ
বা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন । (১৩৬) হে মু'মিনরা! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র উপর ,

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ

রাসূলিহী অল্ কিতাবিল্লাযী নায্যালা 'আলা-রাসূলিহী অল্কিতা-বিল্লাযী ~ আন্যালা মিন্
তাঁর রাসূল ও রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও তার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের উপর। আর যে ব্যক্তি

قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

ক্বাব্ল; অমাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিল্লা-হি অমালা — য়িকাতিহী অকুতুবিহী অ রুসুলিহী অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি ফাক্বাদ্ দ্বোয়াল্লা
আল্লাহ, ফিরিশ্তা. কিতাব, রাসূল ও পরকালকে অস্বীকার করে সে চির ভ্রান্তির মধ্যে

ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٣٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا

দ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা- । ১৩৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ছুম্মা আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ছুম্মায্ দা-দূ
নিমজ্জিত। (১৩৭) যারা ঈমান আনল, তারপর কুফ্রী করল, আবার ঈমান আনল, আবার কুফ্রী করল, তারপর

كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٨﴾ بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ

কুফ্রাল্লাম্ ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্ফিরা লাহুম্ অলা-লিইয়াহ্দিয়াহুম্ সাবীলা- ।১৩৮। বাশ্শিরিল্ মুনা-ফিক্বীনা বিআন্না লাহুম্
কুফ্রী বাড়াল, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না, সুপথ দেখাবেন না। (১৩৮) সুসংবাদ দিন মুনাফিকদেরকে তাদের জন্য

عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣٩﴾ نِ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

'আযা-বান্ আলীমা- ১৩৯। নিল্লাযীনা ইয়াত্তাখিযূনাল্ কা-ফিরীনা আওলিয়া — য়া মিন্ দূনিল্ মু''মিনীন্;
রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (১৩৯) যারা কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় মুমিনদের বাদ দিয়ে। তারা কি তাদের নিকটে

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٤٠﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى

আইয়াব্তাগূনা 'ইন্দাহুমুল্ 'ইয্যাতা ফাইন্নাল্ 'ইয্যাতা লিল্লা-হি জ্বামী'আ- । ১৪০। অক্বাদ্ নায্যালা আলাইকুম্ ফিল্
সম্মানিত থাকতে চায়? অথচ সকল সম্মান তো আল্লাহ্রই। (১৪০) অথচ আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করছেন যে,

শানেনুযূল- ১৩৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামসহ কতিপয় আহলে কিতাবের অনুসারী মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা রাসূল (ছঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা আপনার প্রতি ও কোরআনের প্রতি এবং হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ওযাইর (আঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছি; এত্যদ্বতীত অন্য কাউকে মানি না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

শানেনুযূল - ১৪০ঃ মক্কা শরীফে মুসলমানদের প্রতি কাফের মুশরিকদের যে সমাবেশে কোরআনের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হত সে সমাবেশে না যাওয়ার আদেশ ছিল। আর পূর্ব হতে যদি তথায় উপস্থিত থাকে তখন তথা হতে উঠে আসার আদেশ ছিল।

الْكِتٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ

কিতা-বি আন্ ইযা-সামি'তুম্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইয়ুক্ফারু বিহা -অইয়ুস্‌তাহ্‌যাউবিহা- ফালা-তাক্ব্'উদূ মা'আহুম্

আল্লাহর আয়াতের সঙ্গে কুফুরী ও উপহাস হতে শুনলে যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়; তোমরা

حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ

হাত্তা-ইয়াখূদ্বূ ফী হাদীছিন্ গাইরিহী ~ ইন্নাকুম্ ইযাম্ মিছ্লুহুম্; ইন্নাল্লা-হা জ্বা-মি'উল্

তাদের সাথে বসবে না, নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে অবশ্যই

الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿١٤١﴾ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَإِنْ كَانَ

মুনা-ফিক্বীনা অল্‌কাফিরীনা ফী জ্বাহান্নামা জ্বামী'আ- ।১৪১। নিল্লাযীনা ইয়াতারাব্বাছূনা বিকুম্ ফাইন্ কা-না

জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (১৪১) তারা তোমাদের ব্যাপারে প্রতীক্ষা করে; তোমাদের প্রতি কোন বিপদ আসার।

لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ

লাকুম্ ফাত্‌হুম্ মিনাল্লা- হি ক্বা-লূ ~ আলাম্ নাকুম্ মা'আকুম্, অইন্ কা-না লিল্‌কা-ফিরীনা নাছীবুন্

আল্লাহর রহমতে বিজয় হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? যদি ভাগ্য ভাল হয় কাফেরদের পক্ষে তখন

قَالُوْٓا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ

ক্বা-লূ ~ আলাম্ নাস্‌তাহ্‌ওয়িয্ 'আলাইকুম্ অনাম্‌না'কুম্ মিনাল্ মু''মিনীন্; ফাল্লা-হু ইয়াহ্‌কুমু

বলে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম না? মু'মিনদের, থেকে আমরা কি তোমাদেরকে রক্ষা করি নি ?

بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ☆

বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্ ; অলাই ইয়াজ্ব্'আলাল্লা-হু লিল্‌কা-ফিরীনা 'আলাল্ মু''মিনীনা সাবীলা-।

আল্লাহ পরকালে তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন; আল্লাহ্, মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন সুযোগ রাখবেন না।

২০ ع ৯ ১৭ রুকু

﴿١٤٢﴾ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ

১৪২। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ইয়ুখা-দি'ঊনাল্লা-হা অহুঅ খা-দি'উহুম্ অইযা-ক্বা-মূ ~ ইলাছ্ ছলা-তি

(১৪২) মুনাফিকরা প্রতারিত করতে চায় আল্লাহকে, অথচ তিনি তার জবাব দেন;

قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ☆

ক্বা-মূ কুসা -লা-, ইয়ুরা —ঊনান্না-সা অলা- ইয়ায্‌কুরূনাল্লা-হা ইল্লা-ক্বালীলা-।

নামাযে দাঁড়ালে শৈথিল্যতা দেখায়; শুধু লোক দেখানোর জন্য; খুব কমই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে।

অতঃপর মদীনায় হিজরতের পর যখন ইহুদী বেদুঈনের পক্ষ হতে সে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলতে লাগল , তখন পূর্ব আদেশটি পূনঃ জারী করা হয় এবং বলা হয়, এ আদেশ লঙ্ঘনে তাদেরকেও সেই উপহাসকারীদের মধ্যে পরিগণিত করা হবে। অবশ্য যারা দুর্বল উঠে আসতে সাহস রাখে না তাদেরকে আপনার গণ্য করা হবে, কিন্তু অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে।

আয়াত-১৪১ ঃ এই আয়াতে কপট-বিশ্বাসীদের আর এক অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় দেয়া হয়েছে; এটি হল; কপটেরা সর্বদাই স্বীয়স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ সন্ধান করে থাকে। যখন মুসলমানদের সাথে অবিশ্বাসী কাফেরদের কোনরূপ সংঘর্ষ হয় তখন তারা নির্লিপ্তভাবে কোন পক্ষ জয়ী হবে তার "প্রতীক্ষা" করে। অনন্তর মুসলমানরা জয়ী হলে বলে যে, আমরা তো তোমাদেরই সাথী ছিলাম; সুতরাং এ জয়ের-গৌরবে আমাদেরও অংশ আছে।

(১৪৩) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ

১৪৩। মুযাব্যাবীনা বাইনা যা-লিক্;লা ~ ইলা- হা ~ উলা — য়ি অ লা ~ ইলা-হা ~ উলা — য়্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু

(১৪৩) মধ্যস্থলে দোদুল্যমান, না এদিকে আর না ওদিকে; আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন আপনি তার জন্য

فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا (১৪৪) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ সাবীলা-। ১৪৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল্ কা-ফিরীনা আওলিয়া — য়া

পথ পাবেন না (১) (১৪৪) ওহে যারা ঈমান এনেছ, কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না মু'মিনদের

مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ٭

মিন্ দূনিল্ মু''মিনীন্;আতুরীদূনা আন্ তাজ্ব'আলূ লিল্লা-হি 'আলাইকুম্ সুল্ত্বোয়া-নাম্ মুবীনা-।

বাদ দিয়ে, তোমরা কি নিজেদের উপর আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাও?

(১৪৫) إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ٭

১৪৫। ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা ফিদ্দার্কিল্ আস্ফালি মিনান না-র্; অলান্ তাজ্বিদা লাহুম্ নাছীরা-।

(১৪৫) নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আপনি তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না ।

(১৪৬) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ

১৪৬। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ অআস্লাহূ অ'তাছোয়ামূ বিল্লা-হি অ 'আখ্লাছূ দীনাহুম্ লিল্লা-হি ফাউলা — য়িকা

(১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে, সংশোধন হয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে, দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে, এরাই

مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (১৪৭) مَّا

মা'আল্ মু''মিনীন্; অসাওফা ইয়ু''তিল্লা-হুল্ মু''মিনীনা আজ্ব্রান্ 'আজীমা-।১৪৭। মা-

মুমিনদের সাথে আছে। আর আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনদেরকে মহা-পুরুস্কার দেবেন। (১৪৭) আল্লাহর কি কাজ

يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ٭

ইয়াফ্'আলুল্লা-হু বি'আযা-বিকুম্ ইন্ শাকার্তুম্ অআ-মান্তুম্ ; অকা-নাল্লা-হু শা-কিরান্ 'আলীমা-।

তোমাদের শাস্তি দেয়া। যদি তোমরা শোকর কর আর বিশ্বাস কর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের মূল্যদানকারী, মহাজ্ঞানী।

আবার যখন কাফেররা কোন বিষয়ে লাভবান হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা তোমাদের সাহায্যের জন্য মুসলমানদেরকে নানাভাবে প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্থ করেছি বলে তোমরা এই সুফল লাভে সমর্থ হয়েছে; সুতরাং, তোমাদের লব্ধ বিষয়ে আমরাও আছি। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, পুনরুত্থান দিবসে তারা এই কপটচারীতার সমুচিত প্রতিফল পাবে এবং ঈমানদারদের উপর কাফেররা কখনই জয়যুক্ত হবে না।

আয়াত-১৪৪ঃ হে ঈমানদাররা! তোমরা না কাফেরদের বন্ধু বানাবে আর না মুনাফিকদের সাথে হাত মিলাবে। কারণ, তারা আল্লাহকে সাথে রাখে না। সুতরাং তাদের সংশ্রব তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হতে বিস্মৃত করে দিবে এবং পার্থিব কামনার প্রতি আসক্ত করবে। কেননা, এক অন্তরে দুটি ভিন্ন স্তরের জিনিস একই সাথে অবস্থান করতে পারে না। আয়াত-১৪৫ ঃ অর্থাৎ মুনাফিকরা যন্ত্রনাদায়ক আযাব ভোগ করবে। কারণ কাফেররা প্রকাশ্য শত্রু হওয়ার কারণে ইসলামের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে নি, যে ক্ষতি এ মুনাফিকদের দিয়ে হয়েছে। বর্তমানেও এমন ধৃষ্ট ও কুটিল লোক রয়েছেন, যারা কাফের ও মনের দিক দিয়ে বেদ্বীন, কিন্তু বাহ্যতঃ ইসলামের মুখোশ পরিধান করে ইসলামের ক্ষতি করে, শত সহস্র বিদআত পয়দা করে এমনকি দুর্বল ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার দ্বারা কোরআনের মধ্যে বিবর্তন আনার চেষ্টা করে। অতঃপর ক্যোরআনের চিরাচরিত নিয়মানুসারে ভয় প্রদর্শনের পর উৎসাহিত করার জন্য " অবশ্য যারা তওবা করবে" বলে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কিন্তু চারটি শর্ত সাপেক্ষ; প্রথম– আন্তরিকতার সাথে তওবা করা। দ্বিতীয়– সৎ চরিত্রের মাধ্যমে ইলম ও আমলের বৈষম্যমুলক দোষ-ত্রুটি সংশোধন করা। তৃতীয়– আল্লাহ বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রতিই নির্ভরশীল হওয়া। চতুর্থ– স্বীয় আমলে নিষ্ঠাবান হওয়া।

পারা ৬

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا ﴿١٤٨﴾

১৪৮। লা -ইয়ুহিব্বুল্লা-হুল্ জ্বাহ্রা বিস্সূ—য়ি মিনাল্ ক্বাওলি ইল্লা-মান্ জুলিম্; অকা-নাল্লা-হু সামী'আন্

(১৪৮) আল্লাহ অত্যাচারিত ব্যক্তি ছাড়া কারও মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না, আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা

عَلِيْمًا ﴿١٤٩﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

'আলীমা- ।১৪৯। ইন্ তুব্দূ খাইরান্ আও তুখ্ফূহু 'আও তা'ফূ 'আন্ সূ — য়িন্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না 'আফুওওয়ান্

ও সর্বদ্রষ্টা। (১৪৯) তোমরা যদি নেককাজ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কর কিংবা অপরাধ ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্

قَدِيْرًا ﴿١٥٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ

ক্বাদীরা- ।১৫০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্ফুরূনা বিল্লা-হি অরুসুলিহী অইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুফার্রিক্বূ বাইনাল্লা-হি

ও ক্ষমাশীল, শক্তিশালী। (১৫০) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্ ও রাসূলদের মধ্যে

وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ

অরুসুলিহী অইয়াক্বূলূনা নু''মিনু বিবা'দ্বিওঁ অনাক্ফুরু বিবা'দ্বিওঁ অইয়ুরীদূনা আঁই ইয়াত্তাখিযূ বাইনা

পার্থক্য করতে চায় এবং বলে কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে করি অবিশ্বাস: এর মাঝেই তারা, একপথ

ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥١﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا

যা-লিকা সাবীলা- ।১৫১। উলা — য়িকা হুমুল্ কা-ফিরূনা হাক্ব্ক্বান্ অআ'তাদ্না-লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্

উদ্ভাবন করতে চায়। (১৫১) এরাই কাফের, কাফেরদের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাকর

مُّهِيْنًا ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ

মুহীনা- । ১৫২। অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অলাম্ ইয়ুফাররিক্বূ বাইনা আহাদিম্ মিনহুম্ উলা — য়িকা

শাস্তি। (১৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি;

২১ ع ১১ ১ রুকু

سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٣﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ

সাওফা ইয়ু'তীহিম্ উজূ্রাহুম্ অকা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা- । ১৫৩। ইয়াস্আলুকা আহ্লুল্ কিতা-বি

শ্রীঘ্রই দেয়া হবে তাদের প্রতিদান; আল্লাহ ক্ষমাশীল , দয়ালূ। (১৫৩) কিতাবীরা আপনার কাছে আবেদন করে ,

اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا

আন্ তুনায্যিলা 'আলাইহিম্ কিতা-বাম্ মিনাস্ সামা — য়ি ফাক্বাদ্ সায়ালূ মূসা ~ আক্বারা মিন্ যা-লিকা ফাক্বা-লূ ~

তাদের জন্য আকাশ হতে কিতাব আনতে। কিন্তু এরা মূসার কাছে এর চেয়ে গুরুতর দাবী করেছিল, তারা

আয়াত-১৪৮ ঃ এই আয়াতে মযলুমকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। তবে শর্ত হল, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করা যাবে না। এ আয়াত হতে আরও বুঝা গেল যে, মযলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে, তবে তা হারাম ও গীবতের আওতায় পড়বে না। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৪৯ ঃ এখানে অপরাধ মার্জনাকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৫১ ঃ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অথচ তাঁরা রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে কুফ্রী করে, তারাই জাহান্নামী। অথবা রাসূলদের কাউকে মান্য করে এবং কাউকে মান্য করে না। আল্লাহ সমীপে সে ঈমানদার নয় বরং প্রকাশ্য কাফের। (মাঃ কোঃ)

أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا

আরিনাল্লা-হা জ্বাহ্‌রাতান্ ফাআখাযাত্‌হুমুছ্ ছোয়া-'ইক্বাতু বিজুল্‌মিহিম্ ছুম্মাত্ 'তাখাযুল্ 'ইজ্‌লা মিম্ বা'দি মা-

বলেছিল, প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও। এ জুলুমের ফলে তারা বজ্রাহত হয়েছিল; প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও

جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوسٰى سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٤﴾ وَرَفَعْنَا

জ্বা — য়াত্‌হুমুল্ বাইয়িনা-তু ফা'আফাওনা 'আন্ যা-লিকা অ আ-তাইনা মূসা-সুলতোয়া-নাম্ মুবীনা- ।১৫৪। অ রাফা'না

তারা গো বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল। এটাও ক্ষমা করেছিলাম, মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। (১৫৪) আর তাদের

فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا

ফাওক্বাহুমুত্ব্ ত্বূরা বিমীছা-ক্বিহিম্ অক্বুল্‌না- লাহুমুদ্ খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদাওঁ অক্বুল্‌না-লাহুম্ লা-তা'দূ

উপর তুলে ধরেছিলাম তুর, প্রতিশ্রুতি নেয়ার জন্য, বললাম, নত শিরে দ্বারে ঢুক, আরও বললাম, শনিবারে সীমালংঘন করো না।

فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٥﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ

ফিস্ সাব্‌তি অ 'আখাযয্‌না- মিন্‌হুম্ মীছা-ক্বান্ গালীজোয়া- ।১৫৫। ফাবিমা-নাক্বদ্বিহিম্ মীছা-ক্বাহুম্

এ ভাবে আমি তাদের নিকট থেকে পাকা পোক্ত ওয়াদা নিয়েছি। (১৫৫) তারা অভিশপ্ত হয়েছিল অঙ্গীকার ভেঙ্গে আর আল্লাহর

وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ

অকুফ্‌রিহিম বিআ-ইয়া -তিল্লা-হি অক্বাত্‌লিহিমুল্ আম্বিয়া — য়া বিগাইরি হাক্বক্বিওঁ অক্বাওলিহিম্ কুলূবুনা গুল্‌ফ্;

আয়াতের অস্বীকার, অন্যায়ভাবে নবী হত্যা আর তারা বলে যে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, আসলে আল্লাহ অন্তরে মহর মেরে

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٦﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ

বাল্ ত্বোয়াবা'আল্লা-হু আলাইহা-বিকুফ্‌রিহিম্ ফালা- ইয়ু'মিনূনা ইল্লা-ক্বালীলা- । ১৫৬। অবিকুফ্‌রিহিম্ অক্বাওলিহিম্

দিয়েছেন, কুফুরীর কারণে ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছে। (১৫৬) আর কুফুরীর কারণে ও মরিয়মের প্রতি গুরুতর

عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٧﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ

'আলা-মারাইয়ামা বুহ্‌তানান্ 'আজীমা- । ১৫৭। অক্বাওলিহিম্ ইন্না-ক্বাতাল্‌নাল্ মাসীহা'ঈসাব্‌না মারইয়ামা রাসলাল

অপবাদের কারণে। (১৫৭) এবং এ উক্তির জন্যে যে, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা মাসীহ্‌কে হত্যা করেছি; অথচ তারা না তাকে

اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

লা-হি অমা-ক্বাতালূহু অমা-ছলাবূহু অলা-কিন্ শুব্বিহা লাহুম্; অইন্নাল্লাযীনাখ্ তালাফূ ফীহি

হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে বরং তাদের কাছে এরূপই মনে হয়েছিল; আর যারা তাঁকে নিয়ে মতভেদ করেছিল

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞

লাফী শাক্কিম্ মিন্‌হু;মা-লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্‌মিন্ ইল্লাত্তিবা-'আজ্ জোয়ান্নি অমা-ক্বাতালূহু ইয়াক্বীনা- ।

তারা, এ ব্যাপারে সন্দেহে ছিল; অনুমান ব্যতীত কোন সঠিক জ্ঞানই তাদের ছিল না; তবে নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করে নি।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ

১৫৮। বার্ রাফা'আহুল্লা-হু ইলাইহ্; অকা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-। ১৫৯। অইম্মিন্ আহ্লিল্

(১৫৮) বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ পরাক্রমশীল,জ্ঞানী। (১৫৯) প্রত্যেক কিতাবী,

الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

কিতা-বি ইল্লা- লাইয়ু'মিনান্না বিহী ক্বাব্লা মাওতিহী অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াকূনু 'আলাইহিম্ শাহীদা-।

মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

﴿١٦٠﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ

১৬০। ফাবিজুল্মিম্ মিনাল্লাযীনা হা-দূ হার্‌রাম্না- 'আলাইহিম্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তিন্ উহিল্লাত্ লাহুম্ অবিছোয়াদ্দিহিম্

(১৬০) ইহুদীদের জন্য পূর্বে ভাল ভাল যা বৈধ ছিল তা অবৈধ করা হয়েছে তাদের অত্যাচার ও আল্লাহ্‌র পথে অন্যকে বাধা

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦١﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ

'আন সাবীলিল্লা-হি কাছীরা-। ১৬১। অআখ্‌যিহিমুর্ রিবা-অক্বাদ্ নুহূ'আন্হু অআক্লিহিম্ আম্ওয়া-লান্ না-সি

দানের কারণে। (১৬১) আর সুদ গ্রহণের কারণে; যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকজনের

بِالْبَاطِلِ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦٢﴾ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى

বিল্‌বা-ত্বিল্; অআ'তাদ্‌না-লিল্‌কা-ফিরীনা মিন্‌হুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৬২। লা-কিনির্ র-সিখূনা ফিল্'

বিষয় সম্প্রতি ভোগ করার কারণে; কাফেরদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে

الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

'ইল্‌মি মিন্‌হুম্ অল্ মু''মিনূনা ইয়ু''মিনূনা বিমা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা অমা ~ উন্‌যিলা মিন্ ক্বব্‌লিকা

গভীর জ্ঞানীরা আপনার প্রতি ও পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তৎসমুদয়ের প্রতি ঈমান আনে আর কায়েম

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ

অল্ মুক্বীমীনাছ্ ছলা -তা অল্ মু''তূনায্ যাকা-তা অলমু''মিনূনা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খির্;

করে নামায, যাকাত দেয়, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে

اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾ اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى

উলা — য়িকা, সানু'তীহিম্ 'আজ্‌রান্ 'আজীমা-১৬৩। ইন্না ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা কামা ~ আওহাইনা ~ ইলা-

মহা পুরস্কার দান করব। (১৬৩) নূহ্ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের মত আপনার কাছেও অহী অবতীর্ণ

২২ ع ২০ ২ রুকু

আয়াত-১৬১ ঃ এস্থলে জ্ঞানে পরিপক্ক বলতে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), সা'লাবা (রাঃ) এবং তাঁদের অনুরূপ সত্য অন্বেষণকারীদেরকে বুঝান হয়েছে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১৬২ঃ শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সংবলিত নবীদের আগমন হযরত নূহ (আঃ) হতে শুরু হয়েছিল। তা ছাড়া অহী অস্বীকারকারীদের উপর সর্ব প্রথম আ'যাব ও হযরত নূহ (আঃ) এর যুগেই শুরু হয়। আর এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর উপর নাযিলকৃত অহীকে নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তী নবীদের অহীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) সু-দীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর জীবিত ছিলেন, ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দৈহিক শক্তি সামান্যতম হ্রাস পায় নি। একটি দাঁতও পড়ে নি, এক গাছি চুলও পাকে নি। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ)

نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ

নূহিওঁ অন্নাবিয়্যীনা মিম্ বা'দিহী অ আওহাইনা ~ ইলা ~ ইব্রা-হীমা অইস্মা-'ঈলা অইস্হা-ক্বা অ
করেছি; আর ওহী নাযিল করেছি ইব্রাহীম , ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়া'কূব ও

يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا

ইয়া'ক্বূবা অল্ আসবা-ত্বি অ'ঈসা-অআইয়্যূবা অইয়ূনুসা অহা-রূনা অসুলাইমা-না অ আ-তাইনা-
তার বংশধরদের প্রতি, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন, সোলাইমানের প্রতি এবং দাউদকে যাবূর

دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٤﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

দা-ঊদা যাবূর-।১৬৪। অরুসুলান্ ক্বাদ্ ক্বাছোয়াছ্না-হুম্ 'আলাইকা মিন্ ক্ববলু অরুসুলাল্লাম্ নাক্বছুছ্হুম্
দিয়েছি; (১৬৪) আরও অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বিবরণ আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল যাদের বিবরণ

عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٥﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا

'আলাইক্ ; অকাল্লামাল্লা-হু মূসা-তাক্লীমা-।১৬৫। রুসুলাম্ মুবাশ্শিরীনা অমুন্যিরীনা লিআল্লা-
দেই নি; আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। (১৬৫) আরও কতক রাসূলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

ইয়াকূনা লিন্না-সি 'আলাল্লা-হি হুজ্জাতুম্ বা'দার্ রুসুল্; অকা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-।
হিসেবে এ জন্য পাঠিয়েছি যেন রাসূলদের পর আল্লাহ্র উপর মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

﴿١٦٦﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ

১৬৬। লা-কিনিল্লা-হু ইয়াশ্হাদু বিমা ~ আন্যালা ইলাইকা আন্যালাহূ বি'ইল্মিহী অল্ মালা — য়িকাতু ইয়াশ্হাদূন্;
(১৬৬) কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি আপনার কাছে তা নাযিল করেছেন সজ্ঞানে, যার সাক্ষী

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ

অকাফা-বিল্লা-হি শাহীদা-।১৬৭। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ক্বদ্
ফেরেশ্তারাও, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) নিঃসন্দেহে যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথে বাধা প্রদান করে,

ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

দ্বোয়াল্লূ দ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা-।১৬৮। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অজোয়ালামূ লাম্ ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্ফিরা লাহুম্
তারা মারাত্মক পথভ্রষ্ট। (১৬৮) যারা কাফের অত্যাচারী ; আল্লাহ্ তাদেরকে না ক্ষমা করবেন আর না তাদেরকে

وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٩﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ

অলা-লিইয়াহ্দিয়াহুম্ ত্বোয়ারীক্ব-।১৬৯। ইল্লা-ত্বোয়ারীক্বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; অকা-না যা -লিকা
দেখাবেন সৎপথ। (১৬৯) হ্যাঁ জাহান্নামের পথ; সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে; এটা আল্লাহ্র

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ

আলাল্লা-হি ইয়াসীর-। ১৭০। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুমুর্ রাসূলু বিল্ হাক্বক্বি মির্ রব্বিকুম্

পক্ষে খুব সহজ। (১৭০) হে মানুষ! রবের পক্ষ থেকে সতর্কবাণী নিয়ে রাসূল এসেছেন; যদি তোমরা ঈমান আন,

فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ফাআ-মিনূ খাইরল্লাকুম্; অইন্ তাক্‌ফুরূ ফাইন্না লিল্লা-হিঁ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব্;

তবে তোমাদের জন্য কল্যাণ। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে জেনে রাখ আসমান ও যমীনের সব কিছুই

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧١﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا

অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-। ১৭১। ইয়া ~ আহলাল্ কিতা-বি লা-তাগ্‌লূ ফী দীনিকুম্ অলা-তাক্বূলূ

আল্লাহ্‌র, আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ, (১৭১) হে কিতাবধারীরা! তোমরা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না; আল্লাহ্‌র

عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ

'আলাল্লা-হি ইল্লাল্ হাক্ব; ইন্নামাল্ মাসীহু 'ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়ামা রাসূলুল্লা-হি অকালিমাতুহূ

ব্যাপারে সত্যই বলবে; মাসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁর বাণী- যা মরিয়মের প্রতি

اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ قف وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ

আল্‌ক্বা-হা ~ ইলা-মার্‌ইয়ামা অরূহুম্ মিন্‌হু ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অলা-তাক্বূলূ ছালা-ছাহ্;

তাঁর পক্ষ হতে নিক্ষেপিত একটি রূহ্। অতএব আল্লাহ্ ও রাসূলদের বিশ্বাস কর, তিন বলো না,

اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ

ইন্‌তাহূ খাইরল্লাকুম্; ইন্নামাল্লা-হু ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ্; সুবহা-নাহূ ~ আইঁ ইয়াকূনা লাহূ অলাদ্।

ফিরে থাক, কল্যাণ হবে; একমাত্র আল্লাহ্ই ইলাহ্; তিনি সন্তান হতে পবিত্র। সব তাঁরই যা কিছু আছে

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧٢﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ

লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব্; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-। ১৭২। লাইঁ ইয়াস্‌তান্‌কিফাল্

আসমানে যা কিছু আছে যমীনে, আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধায়নই যথেষ্ট। (১৭২) মাসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দাহ

الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ

মাসীহু আইঁ ইয়াকূনা 'আব্‌দাল্ লিল্লা-হি অলাল্ মালা — য়িকাতুল্ মুক্বার্‌রাবূন্; অমাইঁ ইয়াস্‌তান্‌কিফ্

হওয়াতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, না নিকটতম ফেরেশ্‌তারা লজ্জাবোধ করে, তাঁর বান্দাহ হতে কুণ্ঠিত

عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٣﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আন্ 'ইবা-দাতিহী অইয়াস্ তাক্‌বির্ ফাসাইয়াহ্‌শুরুহুম্ ইলাইহি জ্বামী'আ-।১৭৩। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ

এবং অহংকার করলে তিনি সবাইকে তাঁর কাছে জমা করবেন। (১৭৩) আর যারা মুমিন ও

ওয়াকফে লাযেম

ع ২৩ ৯ ৩ রুকু

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ج وَاَمَّا الَّذِينَ

অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফাইয়ুওয়াফ্‌ফীহিম্ উজূ্রাহুম্ অইয়াযীদুহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী অআম্মাল্লাযীনাস্
সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে, স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আরও বৃদ্ধি করে দিবেন; যারা কুণ্ঠিত হয় ও

اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۵ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ

তান্‌কাফূ অস্‌তাক্‌বারূ ফাইয়ু'আয্‌যিবুহুম্ 'আযা-বান্ আলীমাওঁ অলা-ইয়াজিদূনা লাহুম্ মিন্
অংহকার করে, তিনি তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের জন্য

دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ

দূনিল্লা-হি অলিয়্যাওঁ অলা-নাছীরা- ।১৭৪। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ বুরহা-নুম্ মির্
কোন বন্ধু ও সাহায্য পাবে না। (১৭৪) হে মানুষ! রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রামাণ এসেছে

رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٥﴾ فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا

রব্বিকুম্ অআন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকুম্ নূরাম্ মুবীনা- । ১৭৫। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অ'তাছোয়ামূ
আর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আলো নাযিল করেছি। (১৭৫) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি আর তা শক্তভাবে

بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ لا وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ط ☆

বিহী ফাসাইয়ুদ্‌খিলুহুম্ ফী রহ্‌মাতিম্ মিন্‌হু অফাদ্বলিওঁ অইয়াহ্‌দীহিম্ ইলাইহি ছিরা-ত্বোয়াম্ মুস্‌তাক্বীমা-
ধারণ করে, তিনি তাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে দাখিল করবেন এবং নিজের দিকে হেদায়েতের পথ দেখাবেন।

﴿١٧٦﴾ يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ

১৭৬। ইয়াস্‌তাফ্‌তূনাক;কু্লিল্লা-হু ইয়ুফ্‌তীকুম্ ফিল্ কালা-লাহ্;ইনিম্‌রুউন্ হালাকা লাইসা লাহূ
(১৭৬) তারা ফতোয়া চায়; বলুন; আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন, মাতা পিতাহীন নিঃসন্তানের ব্যাপারে, কেউ মারা গেলে,

وَلَدٌ وَلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ

অলাদুওঁ অলাহূ ~ উখ্‌তুন্, ফালাহা-নিছ্‌ফু মা-তারাকা অহুওয়া ইয়ারিছুহা ~ ইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহা-অলাদ্ ;ফাইন্
নিঃসন্তান, আছে এক বোন; সে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে; বোন নিঃসন্তান হলে তার ভাই একমাত্র ওয়ারিছ হবে।

كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوٓا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ

কা-নাতাছ্ নাতাইনি ফালাহুমাছ্ ছুলুছা-নি মিম্মা- তারাক্; অইন্ কা-নূ ~ ইখ্‌ওয়াতার্ রিজ্বা-লাওঁ অনিসা — য়ান্ ফালিয্ যাকারি,
যদি দুবোন থাকে। তবে দু তৃতীয়াংশ পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির। আর কয়েকজন ভাই বোন হলে, পুরুষ দুই

২৪ ع ৫ 4 রুকু

مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ☆

মিছ্‌লু হাজ্জিল উন্‌ছাইয়াইন্; ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আন্ তাদ্বিল্লূ ; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম।
নারীর সমান অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে অবহিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা মা-য়িদাহ্
মক্কাবতীর্ণ

আয়াত ঃ ১২০
রুকূ ঃ ১৬

মন্‌জিল ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا ①

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ–মানূ ~ আওফূ বিল্ 'উক্বূদ্; উহিল্লাত্ লাকুম্ বাহীমাতুল্ আন'আ–মি ইল্লা–

(১) হে মু'মিনরা! তোমরা ওয়াদা পূর্ণ কর; তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু; ঐগুলো ব্যতীত

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۞

মা–ইয়ুত্‌লা–'আলাইকুম্ গাইরা মুহিল্লিছ্ ছোয়াইদি অ আন্‌তুম্ হুরুম্; ইন্নাল্লা–হা ইয়াহ্‌কুমু মা–ইয়ুরীদ্।

যার বর্ণনা সম্মুখে এসেছে, কিন্তু এহরাম অবস্থায় শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ ②

২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল লাযীনা আ–মানূ লা–তুহিল্লু শা'আ — য়িরাল্লা-হি অলাশ্ শাহ্‌রাল্ হারা–মা অলাল্ হাদ্‌ইয়া

(২) হে মু'মিনরা! হালাল মনে করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি, পবিত্র মাসের উৎসর্গীকৃত জন্তুর, গলায় চিহ্ন পরাণ

وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ

অলাল্ ক্বালা — য়িদা অলা ~ আ — ম্মীনাল্ বাইতাল্ হার–মা ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্‌লাম্ মির্ রব্বিহিম্ অরিদ্বওয়ানা–;

জন্তুর এবং রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বাইতুল্লাহ অভিমুখীদের সম্মানের অবমাননা করবে না।

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ

অইযা–হালাল্‌তুম্ ফাছ্‌ত্বোয়া–দূ; অলা–ইয়াজ্‌রিমান্নাকুম্ শানায়া–নু ক্বাওমিন্ আন্ ছোয়াদ্দূকুম্ 'আনিল্

ইহ্‌রাম মুক্ত হলে শিকার করতে পার; মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ায় কোন কাওমের প্রতি শক্রতা যেন

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا

মাস্‌জ্বিদিল্ হারা-মি আন্ তা'তাদূ। অতা'আ–অনূ 'আলাল্ বির্‌রি অত্তাক্ব্‌ওয়া– অলা– তা'আ–অনূ

সীমা লংঘনে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ না করে; নেককাজ ও তাকওয়ায় পরস্পর সাহায্য করবে; পাপ ও সীমালংঘনে একে

عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ③ حُرِّمَتْ

'আলাল্ ইছ্‌মি অল্ উদ্‌ওয়া–নি অত্তাকু্‌ল্লা–হ্; ইন্নাল্লা–হা শাদী দুল্ 'ইক্বা–ব্। ৩। হুর্‌রিমাত্

অন্যকে সাহায্য করবে না; আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৩) তোমাদের জন্য

● এক চতুর্থাংশ ওয়াকফে লাযেম

নামকরণ ঃ মায়িদাহ অর্থ খাওয়ার পাত্র, টেবিল ক্লথ, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি, এ সূরার একস্থানে 'মায়িদাহ' শব্দের উল্লেখ আছে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ অনুগ্রহ ও জীবিকার কথা এই সূরায় আছে। সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে মায়িদাহ।
শানেনুযূল ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) খাদ্য দ্রব্যের বৈধাবৈধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। আরব দেশে তখন হারামে কোরবাণীর উদ্দেশে প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু লটকানোর নিয়ম ছিল, যেন সবাই তা চিনতে পারে। আয়াত-২ ঃ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমাননা তিনভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণরূপে পালন করা। তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালংঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। এ তিন প্রকারের অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

'আলাইকুমুল্ মাইতাতু অদ্দামু অলাহ্মুল্ খিন্যীরি অমা ~ উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী অল্ মুন্খানিক্বাতু

হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু, শ্বাসরোধে মৃত,

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

অল্ মাওক্বূযাতু অল্ মুতারদ্দিয়াতু অন্নাত্বীহাতু অমা ~ আকালাস্ সাবু'উ ইল্লা-মা-যাক্কাইতুম্;

আঘাতে মৃত, উঁচু স্থান হতে পড়ে মৃত, শিংয়ের গুতায় মৃত ও হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু, তবে জবেহ করলে হালাল,

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ

অমা-যুবিহা 'আলান্ নুছুবি অআন্ তাস্তাক্বসিমূ বিল্ আয্লা-ম্; যা-লিকুম্ ফিস্ক্ব; আল্ ইয়াওমা ইয়াইসাল্

আর যা মূর্তির পূজার দেবীর উপর বলি দেয়া হয়। আর যা জুয়ার তীর কর্তৃক নির্ণয়কৃত হয়। এ সব সীমালংঘন; আজ কাফেররা

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

লাযীনা কাফারূ মিন্ দীনিকুম্ ফালা-তাখ্শাওহুম্ অখ্শাওন্; আল্ইয়াওমা আক্মাল্তু লাকুম্

নিরাশ হয়ে পড়েছে তোমাদের দ্বীন হতে, তাই তাদেরকে ভয় না করে আমাকে ভয় কর; আজ তোমাদের জন্য তোমাদের

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ

দীনাকুম্ অআত্মাম্তু 'আলাইকুম্ নি'মাতী অরাদ্বীতু লাকুমুল্ ইস্লা-মা দীনা-; ফামানিদ্ব্

দ্বীন পূর্ণ করলাম; আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি ; ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম; কেউ

اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤﴾ يَسْأَلُونَكَ

তু্ব্ররা ফী মাখ্ মাছোয়াতিন্ গাইরা মুতাজ্বা-নিফিল্ লিইছ্মিন্ ফাইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৪। ইয়াস্আলূনাকা

যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে পড়ে পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল দায়ালু। (৪) আপনাকে জিজ্ঞেস করে,

مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

মা- যা ~ উহিল্লা লাহুম্; ক্বুল্ উহিল্লা লাকুমুত্ত্বোয়াইয়্যিবা-তু অমা- 'আল্লাম্তুম্ মিনাল্ জ্বাওয়া-রিহি

তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, সকল পবিত্র বস্তু হালাল, এবং যে সব শিকারী পশু-পাখীকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ

مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا

মুকাল্লিবীনা তু'আল্লিমূনাহুন্না মিম্মা~'আল্লামাকুমুল্লা-হু ফাকুলূ মিম্মা ~ আম্সাক্না 'আলাইকুম্ অয্কুরুস্

শিকারের জন্য, আল্লাহ তোমাদেরকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদের জন্য যা ওরা ধরে আনে, তা খাও; আর তার

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ

মাল্লা-হি 'আলাইহি অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্। ৫। আল্ ইয়াওমা উহিল্লা লাকুমুত্ব্

উপর আল্লাহ্র নাম নেও; আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাবে তৎপর। (৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ

الطَّيِّبٰتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫

ত্বোয়াইয়্যিবা-ত্; অ ত্বোয়া'আ-মুল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা হিল্লুল্লাকুম্ অত্বোয়া'আ-মুকুম্ হিল্লুল্লাহুম্

করা হল; কিতাবীদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

অল্ মুহ্ছোয়ানা-তু মিনাল্ মু''মিনা-তি অল্ মুহ্ছোয়ানা-তু মিনাল্লাযীনা ঊতুল্ কিতা-বা

হালাল সতী সাধ্বী মুমিন নারী ও কিতাবীদের সতী নারী, যখন তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান কর.

مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ

মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ইযা ~ আ-তাইতুমূহুন্না উজ্বূরাহুন্না মুহ্ছিনীনা গাইরা মুসা-ফিহীনা অলা-মুত্তাখিযী ~

বিবাহের জন্য; ব্যভিচার বা কাম চরিতার্থের জন্য নয়, আর যে অস্বীকার করে ঈমান

اَخْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ

আখ্দা-ন্; অমাই ইয়াক্ফুর্ বিল্ঈমা-নি ফাক্বাদ্ হাবিত্বোয়া 'আমালুহূ অহুঅ ফিল্ আ-খিরাতি মিনাল্

আনতে। তার কার্যাদি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে; আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত

الْخٰسِرِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

১ ع ৫ ৫ রুকু

খা-সিরীন্। ৬। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ইযা- ক্বুম্তুম্ ইলাছ্ ছলা-তি ফাগ্সিলূ উজ্বূহাকুম্

হবে। (৬) হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ! যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন মুখমণ্ডল ও দু হাত কনুইসহ

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ

অআইদিয়াকুম্ ইলাল্ মারা-ফিক্বি অম্সাহূ বিরুঊসিকুম্ অআরজুলাকুম্ ইলাল্ কা'বাইন্;

ধৌত করবে, তারপর মাথা মুছেহ করবে, আর দু পা গিরা পর্যন্ত ধুবে। আর যদি তোমরা নাপাক থাক,

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۖ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ

অইন্ কুন্তুম জুনুবান্ ফাত্বোয়াহ্হারূ; অইন্ কুন্তুম্ মারদ্বোয়া ~ আও 'আলা-সাফারিন্ আও জা — য়া আহাদুম্ মিন্কুম্

তবে ভালভাবে পাক হও। আর রুগী হলে বা সফরে থাকলে অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসলে,

مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا

মিনাল্ গা — য়িত্বি আও লা-মাস্তুমু ন্নিসা — য়া ফালাম্ তাজ্বিদূ মা — য়ান্ ফাতাইয়াম্মামূ ছোয়া'ঈ দান্ ত্বোয়াইয়্যিবান্ ফাম্সাহূ

অথবা স্ত্রী সহবাস করলে, আর যদি পানি না পাও, তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, তা দ্বারা মুখমণ্ডল

আয়াত-৬ ঃ টীকা-১। আল্লাহ বিধান আরোপে কঠোরতা করতে চান না। সর্বত্রই তিনি সহজ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। (বঃ কোঃ) ২। এখানে পবিত্রতা লাভের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পানি পাওয়া না গেলে আর পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তবে এটি হল বাহ্যিক পবিত্রতা। এটির উপর এবাদত নির্ভরশীল। আর ইবাদত দিয়েই আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কাজেই এতে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের পবিত্রতাই অন্তর্ভুক্ত। (বঃ কোঃ) ৩। রাসূল (ছঃ) বলেন, সৎকর্ম ও হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী আ'মলকারীর সমান সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে অসৎকর্ম ও পথভ্রষ্টের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তি আমলকারী ব্যক্তির সমান পাপের অংশীদার হবে। তবে আমলকারীর গুনাহ ও সাওয়াবের পরিমান কমবে না। (মাঃ কোঃ)

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

বিউজূহিকুম্ অআইদীকুম্ মিন্হু মা-ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়াজ্'আলা 'আলাইকুম্ মিন্ হারাজিঁও

ও হাত দুটি মুছে নেবে; আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না ১, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান

وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

অলা-কিঁই ইয়ুরীদু লিইয়ুত্বোয়াহ্হিরাকুম্ অলিইয়ুতিম্মা নি'মাতাহূ 'আলাইকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্।

এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান ২, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। ৩

(৭) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا

৭। অয্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ অমীছা-ক্বাহুল্লাযী অ ছাক্বাকুম্ বিহী ~ ইয্ ক্বুল্তুম্ সামি'না-

(৭) তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন যখন তোমরা

وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

অআত্বোয়া'না- অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর। ৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ

বললে, শুনলাম, মানলাম; আল্লাহ্কে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন অন্তরের বিষয় সম্পর্কে। (৮) হে মু'মিনরা!

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا

কূনূ ক্বাওয়্যা-মীনা লিল্লা-হি শুহাদা — য়া বিল্ক্বিস্ত্বি অলা-ইয়াজ্রিমান্নাকুম্ শানায়া-নু ক্বাওমিন্ 'আলা ~ আল্লা-তা'দিলূ;

তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশে যথার্থ সাক্ষ্য দাতা হও; এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে ন্যায় বিচার বর্জন করবে না;

تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

ই'দিলূ হুঅ আক্ব্রাবু লিত্তাক্ব্ওয়া-অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন্।

সুবিচার করো; তা তাক্ওয়ার নিকটতম; আল্লাহ্কে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।

(৯) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞

৯। অ'আদাল্লা-হুল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অআজ্রুন্ 'আজীম্।

(৯) আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্য, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান।

(১০) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (১১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

১০। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ~ উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জ্বাহীম্। ১১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা

(১০) যারা কাফির ও মিথ্যা জানে আমার আয়াতকে, তারাই দোযখী। (১১) হে মু'মিনরা! তোমাদের প্রতি

آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

আ-মানুয্ কুরূ নি' মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ হাম্মা ক্বাওমুন্ আইঁ ইয়াব্সুত্বূ ~ ইলাইকুম্ আইদিয়াহুম্

আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন একদল তোমাদের প্রতি হাত বাড়াতে চাইল, তখন তিনি তাদের হাত

২ ع ৬ ৬ রুকু

فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ

ফাকাফ্ফা আইদিয়াহুম্ 'আন্কুম্ অত্তাকুল্লা-হা; অ 'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু''মিনূন্। ১২। অলাক্বাদ্

গুটিয়ে প্রতিহত করে দিলেন; আল্লাহ্‌কে ভয় কর; মু'মিনদের আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাই উচিৎ। (১২) আল্লাহ

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ

আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বা বানী ~ ইস্রা — ঈলা অবা'আছ্না-মিন্হুমুছ্নাই 'আশারা নাক্বীবা-; অক্ব-লাল্লা-হু

অঙ্গীকার নিয়েছেন, বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে এবং আমি তাদের ভেতর থেকে বারজন (নাকীব) নেতা [২] নিয়োগ

اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

ইন্নী মা'আকুম্; লায়িন্ আক্বাম্তুমুছ্ ছলা-তা অ আ-তাইতুমুয্ যাকা-তা অ আ-মান্তুম্ বিরুসুলী অ'আয্যার্তুমূহুম্

করেছিলাম; আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি তোমরা প্রতিষ্ঠা কর নামায, যাকাত আদায় কর, রাসূলদের

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ

অ আক্বরাদ্বতুমুল্লা-হা ক্বার্দ্বোয়ান্ হাসানাল্ লাউকাফ্ফিরান্না 'আন্কুম্ সাইয়িয়া-তিকুম্ অলাউদ্খিলান্নাকুম্ জান্না-তিন্

বিশ্বাস কর, তাদের সাহায্য কর ও আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসানা দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ দূর করব,

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ

তাজ্‌রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আনহা-র্; ফামান্ কাফারা বা'দা যা-লিকা মিন্কুম্ ফাক্বাদ্ দ্বোয়াল্লা সাওয়া — য়াস্

আর এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহর প্রবাহিত ; এরপরও যারা কুফুরী করবে, তারা

السَّبِيْلِ ﴿١٣﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ

সাবীল্। ১৩। ফাবিমা-নাক্বদ্বিহিম্ মীছা-ক্বাহুম্ লা'আন্না-হুম্ অজা'আল্না-কু্লূবাহুম্ ক্বা-সিয়াতান্ ইয়ুহার্‌রিফূনাল্

বিপথগামী। (১৩) সুতরাং তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদেরকে লা'নত এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করেছিলাম:

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى

কালিমা আম মাও-দ্বি'ইহী অনাসূ হাজ্জোয়াম্ মিম্মা- যুক্কিরূ বিহী অলা- তাযা-লু তাত্ত্বোয়ালি'উ 'আলা-

তারা কিতাবের শব্দকে যথাস্থান হতে পরিবর্তন করে; প্রাপ্ত উপদেশের একাংশ ভুলে গেছে; স্বল্প সংখ্যক ছাড়া অন্য সকলের

خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

খা — য়িনাতিম্ মিন্হুম্ ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিন্হুম্ ফা'ফু 'আন্হুম্ অছ্ফাহ্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্সিনীন্।

খিয়ানত সম্পর্কে সংবাদ পাবেন; তাদেরকে ক্ষমা করুন ও উপেক্ষা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদেরকে ভালবাসেন।

টীকা ঃ (১) ইহুদীদের একটি দল রাসূল (ছঃ) ও তাঁর বিশেষ কয়েকজন ছাহাবাকে দাওয়াত করেছিল, কিন্তু গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিক আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করবে এবং ইসলামকে এখানেই শেষ করে দেবে। কিন্তু যথা সময়ে এ ষড়যন্ত্র আল্লাহ্‌র রাসূল (ছঃ) অবগত হওয়ায় ঐ দাওয়াতে আর উপস্থিত হন নি। (২) নাকীব-অর্থ পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী। আল্লাহপাক বনী ইস্রাঈলের বার গোত্রের প্রত্যেকটির জন্য একজন করে তাদের মধ্য হতেই নাকীব নিয়োগ করার নির্দেশ দেন, যেন সে ঐ গোত্রের সকল খোঁজখবর রাখতে পারে। এবং দ্বীনী তা'লীম তরবিয়াত দিতে পারে।

(١٤) ومن الذين قالوا انا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا

১৪। অ মিনাল্লাযী–না ক্বা–লূ ~ ইন্না–নাছোয়া–রা ~ আখায্না– মীছা–ক্বাহুম্ ফানাসূ হাজ্জোয়াম্ মিম্মা– যুক্কিরূ
(১৪) এবং যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছি; কিন্তু প্রাপ্ত উপদেশের একাংশ তারা ভুলে

به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيمة ۚ وسوف

বিহী ফাআগ্‌রাইনা– বাইনাহুমুল্ 'আদা–ওয়াতা অল বাগ্‌দ্বোয়া — য়া ইলা–ইয়াওমিল্ ক্বিয়া–মাহ্; অসাওফা
গেছে, সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছি; আর অচিরেই আল্লাহ তাদের

ينبئهم الله بما كانوا يصنعون (١٥) يا اهل الكتب قد جاءكم رسولنا

ইয়ুনাব্বিউহুমুল্লা–হু বিমা–কা–নূ ইয়াছ্না'উ ন্। ১৫। ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা–বি ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ রসূলুনা–
জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। (১৫) হে কিতাবের অনুসারীরা! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন,

يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتب ويعفوا عن كثير ۚ

ইয়ুবাইয়্যিনু লাকুম্ কাছীরাম্ মিম্মা– কুন্‌তুম্ তুখ্‌ফূনা মিনাল্ কিতা–বি অইয়া'ফূ 'আন্ কাছীর্;
তিনি কিতাবের অধিকাংশ প্রকাশ করেন যা গোপন করতে এবং অনেক কিছু উপক্ষো করেন, (১) আল্লাহ্‌র

قد جاءكم من الله نور وكتب مبين (١٦) يهدى به الله من اتبع رضوانه

ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ মিনাল্লা–হি নূরুওঁ অকিতা–বুঁম্ মুবীন্। ১৬। ইয়াহ্‌দী বিহিল্লা–হু মানিত্তাবা'আ রিদ্ব্‌ওয়া–নাহূ
পক্ষ হতে তোমাদের কাছে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (১৬) এ দ্বারা আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশীদেরকে

سبل السلم ويخرجهم من الظلمت الى النور باذنه ويهديهم الى

সুবুলাস্ সালা–মি অইয়ুখ্‌রিজুহুম্ মিনাজ্জুলুমা–তি ইলান্ নূরি বিইয্‌নিহী অ ইয়াহ্‌দীহিম্ ইলা–
শান্তির পথে চালান তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার হতে আলোর দিকে স্বীয় অনুমতিতে; আর সরল

صراط مستقيم (١٧) لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ۚ قل

ছির–ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ১৭। লাক্বাদ্ কাফারাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা–হা হুঅল্ মাসীহুব্‌নু মার্‌ইয়াম্; ক্কুল্
পথে চালিত করেন। (১৭) নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহই মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম, আপনি বলে দিন

فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن

ফামাইঁ ইয়াম্‌লিকু মিনাল্লা–হি শাইয়ান্ ইন্ আরা–দা আইঁ ইয়ুহ্‌লিকাল্ মাসীহাব্‌না মার্‌ইয়ামা অ উম্মাহূ অ মান্
আল্লাহকে বাধা প্রদান করার শক্তি কার আছে? যদি তিনি মরিয়ম তনয় মাসীহকে, তাঁর মাতাকে ও পৃথিবীর সকলকে

في الارض جميعا ۗ ولله ملك السموت والارض وما بينهما ۚ يخلق ما

ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আ–; অলিল্লা–হি মুল্‌কুস্ সামা–ওয়া–তি অল্ আর্‌দ্বি অমা– বাইনাহুমা–; ইয়াখ্‌লুক্বু মা–
ধ্বংস করতে চান, আর আসমান, যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহ্‌র, তিনি ইচ্ছানুযায়ী

يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا

ইয়াশা —উ; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ১৮। অক্বা-লাতিল্ ইয়া-হূদু অন্নাছোয়া-রা- নাহ্নু আব্না — য়ুল

সৃষ্টি করেন; (১) আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান। (১৮) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র;

اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ

লা-হি অ আহিব্বা —উহ্; কুল্ ফালিমা ইয়ু 'আয্যিবুকুম্ বিযুনূ বিকুম্; বাল্ আনতুম্ বাশারুম মিম্মান্ খালাক্ব;

বলুন, তবে কেন তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেন তোমাদের গুনাহ্র জন্য? বরং তোমরা তাঁর সৃষ্ট মানুষ;

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা —উ অ ইয়ু'আযযিবু মাইঁইশা —উ; অলিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি

যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন; আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যকার সবকিছু আল্লাহ্রই; তাঁরই কাছে

وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ

অমা-বাইনাহুমা-অ ইলাইহিল্ মাছীর্ । ১৯। ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা-বি ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ রাসূলুনা-ইয়ুবাইয়্যিনু

প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে কিতাবীরা! রাসূল আগমনে বিরতির পর তোমাদের কাছে আমার রাসূল আসলেন,

لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ

লাকুম্ 'আলা-ফাত্রাতিম্ মিনার্ রুসুলি আন্ তাক্বূলূ মা-জ্বা — য়ানা-মিম্ বাশীরিওঁ অলা-নাযীরিন্ ফাক্বাদ্

তিনি তোমাদেরকে স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন বলতে না পার যে কোন সুসংবাদদাতা বা সাবধানকারী আসে নি, এখন তো

جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ

জ্বা — য়াকুম্ বাশীরুওঁ অনাযীর্; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২০। অইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী

সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসেছেন, আল্লাহই সর্ব শক্তিমান। (২০) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে

ع ৩ ৮ ৭ রুকু

يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ

ইয়া-ক্বাওমিয্ কুরূ নি'মাতাল্লা- হি'আলাইকুম্ ইয্ জ্বা'আলা ফীকুম্ আম্বিয়া — য়া অজ্বা'আলাকুম্ মুলূকাওঁ অ

কাওম, আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের মধ্যে নবী দিলেন এবং রাজ্যাধিপতি করলেন; আর

اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢١﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ

আ-তা-কুম্ মা-লাম্ ইয়ু"তি আহাদাম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্। ২১। ইয়া-ক্বাওমিদ্ খুলুল্ আরদ্বোয়াল্ মুক্বাদ্দাসাতাল্

তোমাদেরকে এমন জিনিস দিলেন, যা জগতে আর কাকেও দেন নি। (২১) হে আমার কওম! প্রবেশ কর

টিকাঃ (১) পিতাহীন জন্ম হওয়ায় তোমরা ঈসাকে আল্লাহ বানিয়েছ, কিন্তু আল্লাহ যাকে যেভাবে খুশি সেভাবেই সৃষ্টি করেন। অসাধারণভাবে কাউকে সৃষ্টি করলেই সে আল্লাহ হয়ে যায় না। বরং এটা আল্লাহ্র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১৮ঃ একদা তিন ব্যক্তি রাসূল (ছঃ)-এর নিকট এসে আলাপ আলোচনা করল। রাসূল (ছঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকলেন এবং আযাবের ভয় দেখালেন। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র বংশধর ও প্রিয় পাত্র নাসারাদের অনুরূপ। তাদের এ দাবীর প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٢﴾ قَالُوا

লাতী কাতাবাল্লা—হু লাকুম্ অলা—তার্তাদ্দূ 'আলা ~ আদ্বা—রিকুম্ ফাতান্ক্বালিবূ খা—সিরীন্। ২২। ক্বা-লূ

আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট পবিত্র ভূমিতে, পিছনে ফিরে যেয়ো না, অন্যথা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২২) তারা বলল,

يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا

ইয়া-মূসা ~ ইন্না ফীহা- ক্বাওমান্ জ্বাব্বা-রীন্; অইন্না—লান্ নাদ্খুলাহা-হাত্তা- ইয়াখ্রুজ্বূ মিন্হা- ফাই ইয়াখ্রুজ্বূ মিন্হা-;

হে মূসা! সেখানে দুর্ধর্ষ এক জাতি আছে, তারা বের হয়ে না গেলে আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করব না। তারা বের

فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ

ফাইন্না— দা—খিলূন্। ২৩। ক্বা—লা রাজ্বুলা—নি মিনাল্লাযীনা ইয়াখা—ফূনা আন্'আমাল্লা—হু

হলেই আমরা প্রবেশ করব। (২৩) যারা ভয় করছিল তাদের মধ্যে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত দুজন বলল, দরজা

عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ

'আলাইহিমাদ্খুলূ 'আলাইহিমুল্ বা—বা ফাইযা—দাখাল্তুমূহু ফাইন্নাকুম্ গা-লিবূনা অ 'আলাল্লা—হি

দিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ কর; আর যখনই প্রবেশ করবে তখনই তোমরা বিজয়ী হবে। যদি মু'মিন হও আল্লাহ্র

فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا

ফাতাওয়াক্কালূ ~ ইন্ কুন্তুম্ মু''মিনীন্। ২৪। ক্বা—লূ ইয়া—মূসা ~ ইন্না— লান্নাদ্খুলাহা ~ আবাদাম্মা— দা-মূ

উপরই ভরসা কর। (২৪) তারা বলল, হে মূসা! তারা সেখানে থাকলে আমরা কিছুতেই প্রবেশ করব না, সুতরাং তুমি

فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا

ফীহা—ফায্হাব্ আন্তা অরাব্বুকা ফাক্বা—তিলা ~ ইন্না— হা—হুনা— ক্বা-'ইদূন্। ২৫। ক্বা—লা রব্বি ইন্নী লা ~

আর তোমার রব যাও, যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসলাম। (২৫) মূসা বললেন, হে রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া

أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فَإِنَّهَا

আম্লিকু ইল্লা—নাফ্সী অআখী ফাফ্রুক্ব্ বাইনানা— অবাইনাল্ ক্বাওমিল্ ফা—সিক্বীন্। ২৬। ক্বা—লা ফাইন্নাহা—

কারও উপর আমার আধিপত্য নেই, তাই আমাদের ও অবাধ্য কাওমের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দাও। (২৬) আল্লাহ বললেন,

مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

মুহার্রামাতুন্ 'আলাইহিম্ আর্বা'ঈনা সানাতান্ ইয়াতীহুনা ফিল্ আর্দ্ব্; ফালা—তা''সা 'আলাল্ ক্বাওমিল্

চল্লিশ বছরের জন্য ঐ দেশ তাদের জন্য হারাম করা হল তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে; অবাধ্য কাওমের

৪ ع ৭ ৮ রুকু

الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ

ফা—সিক্বীন্। ২৭। অত্লু 'আলাইহিম্ নাবায়াব্নাই আ—দামা বিল্ হাক্ব্। ইয্ক্বার্রাবা—কু্র্বা—নান্ ফাতুকু্ব্বিলা মিন্

জন্য দুঃখ করবেন না। (২৭) তাদেরকে যথাযথভাবে শুনাও আদমের দু পুত্রের কাহিনী যখন উভয়ে কোরবানী

أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ

আহাদিহিমা-অলাম্ ইয়ুতাক্বাব্বাল্ মিনাল্ আ-খার্; ক্বা-লা লাআক্ তুলান্নাক্; ক্বা-লা ইন্নামা- ইয়াতাক্বাব্বালুল্লা-হু মিনাল্

করল, তখন একজনের কোরবানী কবুল হল, অন্য জনের হল না। একজন বলল তোমাকে আমি হত্যা করবই, অন্যজন বলল, আল্লাহ তো

الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٨﴾ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ

মুত্তাক্বীন্। ২৮। লায়িম্ বাসাত্‌তা ইলাইয়্যা ইয়াদাকা লিতাক্ তুলানী মা ~ আনা বিবা-সিত্বিঁই ইয়াদিয়া ইলাইকা

মুত্তাকীদের কোরবানীই কবূল করেন। (২৮) আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য

لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِيْ

লিআক্ তুলাকা, ইন্নী ~ আখা-ফুল্লা-হা রব্বাল্ 'আ-লামীন্। ২৯। ইন্নী ~ উরীদু আন্ তাবূ — য়া বিইছ্‌মী

হাত বাড়াব না; আমি বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (২৯) আমি চাই আমার ও তোমার পাপের জন্য তুমিই

وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَطَوَّعَتْ لَهٗ

অ ইছ্‌মিকা ফাতাকূনা মিন্ আছ্‌হা-বিন্না-রি অযা-লিকা জ্বাযা — উজ্জোয়া-লিমীন্। ৩০। ফা ত্বোয়াওয়্যা'আত্ লাহূ

দায়ী হও; অতঃপর জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই যালিমদের প্রাপ্য। (৩০) তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায়

نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣١﴾ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي

নাফ্‌সুহূ ক্বাত্‌লা আখীহি ফাক্বাতালাহূ ফা'আছ্‌বাহা মিনাল্ খা-সিরীন্। ৩১। ফাবা'আছাল্লা-হু গুরা-বাঁই ইয়াব্‌হাছু ফিল্

উদ্বুদ্ধ করল এবং হত্যা করল; ফলে সে দলভুক্ত হল ক্ষতিগ্রস্তদের। (৩১) অতঃপর আল্লাহ কাক পাঠালেন,

الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۗ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ

আরদ্বি লিইয়ুরিয়াহূ কাইফা ইয়ুওয়া-রী সাওয়াতা আখীহ্; ক্বা-লা ইয়া-অইলাতা ~ আ 'আজ্বায্‌তু আন্

সে মাটি খুঁড়তে লাগল, দেখাবার জন্য যে, সে ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে গোপন করবে, সে বলল, হায়! আমি কি

اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۛ*

আকূনা মিছ্‌লা হা-যাল্ গুরা-বি ফাউওয়া-রিয়া সাওয়াতা আখী, ফাআছ্‌বাহা মিনান্না-দিমীন্।

এ কাকের চেয়েও অক্ষম যাতে ভ্রাতার লাশ গোপন করতে পারি? এতে সে অনুতপ্ত হল।

﴿٣٢﴾ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ

৩২। মিন্ আজ্ লি যা-লিকা কাতাব্‌না- 'আলা-বানী ~ ইস্‌রা — ঈলা আন্নাহূ মান্ ক্বাতালা নাফ্‌সাম্ বিগাইরি নাফ্‌সিন্ আও

(৩২) এজন্যই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এ নির্দেশ দিলাম যে, নরহত্যা বা ধ্বংসাত্মক কার্য ছাড়া কেউ কাউকে

فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا

ফাসা-দিন্ ফিল্ আরদ্বি ফাকাআন্নামা- ক্বাতালান্ না-সা জ্বামী'আ-; অমান্ আহ্‌ইয়া-হা-ফাকাআন্নামা~ আহ্‌ইয়ান্

হত্যা করলে সে যেন হত্যা করল দুনিয়ার সকল মানুষকে, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলে সে যেন

ওয়াক্বফে লাযেম ● অর্ধাংশ

ওয়াক্বফুন্নবী (সাঃ) মো'আনাক্বা-৫

النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ

না-সা জ্বামী'আ-; অলাক্বাদ্ জ্বা — য়াত্হুম্ রুসুলুনা- বিল্বাইয়্যিনা-তি ছুম্মা ইন্না কাছীরাম্ মিন্হুম্ বা'দা যা-লিকা
সকলের জীবনই রক্ষা করল, তাদের কাছে তো রাসূলরা নিদর্শনসহ আগমন করেছিল; কিন্তু এর পরও অনেকেই

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝٣٣ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

ফিল্ আরদ্বি লামুস্রিফূন্। ৩৩। ইন্নামা-জ্বাযা — উল্লাযীনা ইয়ুহা-রিবূনাল্লা-হা অরাসূলাহূ অ ইয়াস'আওনা
দুনিয়ায় সীমালংঘন করে। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে;

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ

ফিল্ আরদ্বি ফাসা-দান্ আইঁ ইয়ুক্বাত্তালূ~ আও ইয়ুছল্লাবূ~ আও তুক্বাত্তা'আ আইদীহিম্ অ আরজু্লুহুম্ মিন্
তাদের শাস্তি হল,তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা হাত-পা বিপরীত দিক হতে কাটা হবে

خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

খিলা-ফিন্ আও ইয়ুন্ফাও মিনাল্ আরদ্ব; যা-লিকা লাহুম্ খিয্ইয়ুন্ ফিদ্দুন্ইয়া-অলাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি
অথবা নির্বাসিত করা হবে; দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٣٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا

'আযা-বুন 'আজীম্। ৩৪। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ মিন্ ক্বাব্লি আন্ তাক্বদিরূ 'আলাইহিম্ ফা'লামূ~
মহাশাস্তি। (৩৪) তবে তোমাদের করতলগত হওয়ার পূর্বে যারা তওবা করবে, (তাদের জন্য উক্ত শাস্তি নেই) জেনে

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

আন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৩৫। ইয়া~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্ তাকুল্লা-হা অব্তাগূ~ ইলাইহিল্ অসীলাতা
রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৫) হে মু'মিনরা! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজ, তাঁর

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٣٦ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي

অজ্বা-হিদূ ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৩৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ লাও আন্না লাহুম্ মা-ফিল্
পথে জিহাদ কর, যেন সফলকাম হও। (৩৬) যারা কুফরী গ্রহণ করেছে, তাদের নিকট যদি জগতের সব সম্পদ থাকে

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ

আরদ্বি জ্বামীআওঁ অমিছ্লাহূ মা'আহূ লিইয়াফ্তাদূ বিহী মিন্ 'আযা-বি ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মা- তুক্বুব্বিলা মিন্হুম্;
এবং সমপরিমাণ আরও তবুও তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না শাস্তির বিনিময়। তাদের জন্য রয়েছে

ع ৫ ৪ ৯ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৩ ঃ ষষ্ঠ হিজরীতে উ'কল ও উ'রাইনার গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করার পর মদীনার আবহাওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর নিকট গেলে, তিনি তাদেরকে, যাকাতের উটের দুগ্ধ ও মূত্র সেবন করতে বললেন। তারপর সুস্থ হয়ে তারা রাখাল ইয়াসারকে হাত, পা কেটে জিহ্বায় কাটা বিদ্ধ করে শহীদ করে। এ সংবাদ অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং কুরুয বিন্ খালেদ আল্ ফিহরী কিংবা কারও মতে হযরত ইবনে জাবেরের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহীকে পাঠান। তারা তাদেরকে নবীর দরবারে হাযির করেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুঃ কোঃ, আসাঃ সিয়ার)

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا

অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৩৭। ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়াখ্‌রুজু মিনান্না-রি অমা-হুম্ বিখা-রিজীনা মিন্‌হা-
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৩৭) তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু সেখান থেকে তারা বের হতে পারবে না, তাদের

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا

অ লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৩৮। অস্ সা-রিকু অস্‌সা-রিক্বাতু ফাকু্‌ত্বোয়াউ ~ আইদিয়াহুমা- জ্বাযা — য়াম্ বিমা-
জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (৩৮) পুরুষ ও নারী যে কেউ চুরি করলে কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দণ্ড হিসেবে হাত কেটে

كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

কাসাবা-নাকা- লাম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম। ৩৯। ফামান্ তা-বা মিম্বা'দি জুল্‌মিহী অ আছ্‌লাহা
দাও; এ হল আল্লাহর শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩৯) সীমালংঘনের পর যে তওবা করবে ও সংশোধন হবে আল্লাহ

فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

ফাইন্নাল্লা-হা ইয়াতূবু 'আলাইহ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্।৪০।আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি
তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনের মালিকানা

وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অল্ আরদ্বি; ইয়ু'আয্‌যিবু মাইঁ ইয়াশা —উ অইয়াগ্‌ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা —উ; অল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্।
আল্লাহ্‌রই; তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

﴿٤١﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا

৪১। ইয়া ~ আইয়্যুহার্ রাসূলু লা-ইয়াহ্‌যুন্‌কাল্লাযীনা ইয়ুসা-রি'ঊনা ফিল্ কুফ্‌রি মিনাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~
(৪১) হে রাসূল। আপনাকে যেন দুঃখিত না করে তারা যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয়, তাদের মধ্যে

آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ

আ-মান্না-বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ অলাম্ তু''মিন্ ক্বূলূবুহুম্ অমিনাল্লাযীনা হা-দূ সাম্মা-'ঊনা লিল্‌কাযিবি
যারা মুখে বলে ঈমান আনলাম অথচ তারা ঈমানে আন্তরিক নয়; ইহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত এবং

سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ

সাম্মা-'ঊনা লিক্বাওমিন্ আ-খারীনা লাম্ ইয়া''তূক্; ইয়ুহার্‌রিফূনাল্ কালিমা মিম্ বা'দি মাওয়া-দ্বি'ইহী, ইয়াকূলূনা
যারা কান পেতে শোনে এমন কওমের জন্য যারা আপনার কাছে আসে না; তারা প্রকৃত কথাকে বিকৃত করে তা যথাস্থানে

إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ

ইন্ উতীতুম্ হা-যা- ফাখুযূহু অইল্লাম্ তু''তাওহু ফাহ্‌যারূ; অমাইঁ ইয়ুরিদিল্লা-হু ফিত্‌নাতাহূ ফালান্
থাকার পরও; তারা বলে যদি এরূপ বিধান দেয়া হয়, তবে গ্রহণ কর, না দিলে বর্জন কর। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান;

تملك له من الله شيئا ۚ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ۚ لهم في

তাম্‌লিকা লাহূ মিনাল্লা–হি শাইয়া–, উলা — য়িকাল্লাযীনা লাম্ ইয়ুরিদিল্লা–হু আইঁ ইয়ুত্বোয়াহ্‌হিরা কুলূবাহুম্; লাহুম্ ফিদ
তার ব্যাপারে আপনি কিছুই করতে পারবেন না, এরা এমনই যে আল্লাহ চান না পবিত্র করতে এদের অন্তরকে;

الدنيا خزي ۖ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴿٤٢﴾ سماعون للكذب أكالون

দুন্‌ইয়া– খিয্‌ইয়ুঁও অলাহুম্ ফিল্ আ–খিরাতি 'আযা–বুন্ 'আজীম্। ৪২। সাম্মা–'ঊনা লিল্‌কাযিবি আক্কা–লূনা
তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, পরকালে মহাশাস্তি আছে। (৪২) এরা মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত, হারাম ভক্ষণে তৎপর;

للسحت ۚ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ۖ وإن تعرض عنهم فلن

লিস্‌সুহ্‌তি ফাইন্ জ্বা — উকা ফাহ্‌কুম্ বাইনাহুম্ আও আ'রিদ্ 'আন্‌হুম্ অইন্‌তু'রিদ্ব 'আন্‌হুম্ ফালাইঁ
সুতরাং তারা আসলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করবেন; উপেক্ষা করলে তারা

يضروك شيئا ۖ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ۚ إن الله يحب

ইয়াদুর্‌রূকা শাইয়া–; অইন্ হাকাম্‌তা ফাহ্‌কুম্ বাইনাহুম্ বিল্‌ক্বিস্‌ত্ব; ইন্নাল্লা–হা ইয়ুহিব্বুল্
আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে করবেন; আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের

المقسطين ﴿٤٣﴾ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم

মুক্বসিত্বীন্। ৪৩। অকাইফা ইয়ুহাক্কিমূনাকা অই'ন্‌দাহুমুত্ তাওরা–তু ফীহা–হুক্‌মুল্লা–হি ছুম্মা
পছন্দ করেন। (৪৩) তারা কেমন করে আপনার উপর বিচার ভার দেবে, অথচ তাদের কাছে আল্লাহ্‌র বিধান সম্বলিত

৬ ع ৯ ১০ রুকু

يتولون من بعد ذلك ۚ وما أولئك بالمؤمنين ﴿٤٤﴾ إنا أنزلنا التوراة فيها

ইয়াতা অল্লাওনা মিম্ বা'দি যা–লিক্; অমা ~ উলা — য়িকা বিল্‌মু''মিনীন্। ৪৪। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌নাত্ তাওরা–তা ফীহা–
তাওরাত থাকা অবস্থায়ও তারা মুখ ফিরায়, এরা তো মু'মিন নয়। (৪৪) নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি,

هدى ونور ۚ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون

হুদাওঁ অনূরূন্ ইয়াহ্‌কুমু বিহান্নাবিয়্যূনাল্ লাযীনা আস্‌লামূ লিল্লাযীনা হা–দূ অর্‌রব্বা–নিইয়্যূনা
এতে হেদোয়াত ও আলো রয়েছে, এ তাওরাতের মাধ্যমেই বিধান দিতেন আল্লাহর অনুগত নবীরা, দরবেশ ও আলেমরা।

والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ۚ فلا تخشوا

অল্ আহ্‌বা–রু বিমাস্‌তুহ্‌ফিজূ মিন্ কিতা–বিল্লা–হি অকা–নূ 'আলাইহি শুহাদা — য়া ফালা–তাখ্‌শাউন্
কেননা, তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক নিযুক্ত ছিল; আর ওরা ছিল তার সাক্ষ্যদাত; সুতরাাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না,

ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-৪৪ ঃ অর্থাৎ এটিই যখন সাব্যস্ত হল যে ইহুদী আলেমরা এবং তাদের আল্লাহওয়ালা ও নবীরা তাওরাতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তদনুসারে আমল করার আদেশ থাকার কারণে তারা নিজেরাও তার বিধান পালন করে আসতে ছিলেন এবং অন্যান্যদেরকেও তদনুসারে আদেশ দিতেন। সুতরাং তোমরা যারা বর্তমানে ইহুদী প্রধান ও শাস্ত্রজ্ঞ রয়েছ নিজেদের অতীত মহাপুরুষদের বিপরীত করোও না। আর রেসালতে মুহাম্মদী সম্বন্ধে তাওরাতে যে বর্ণনা আছে তৎপ্রকাশে তোমরা মানুষ কর্তৃক হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয় করও না; বরং আমাকেই ভয় করতে থাকবে যে, তোমরা যদি শেষ নবীর রেসালত সম্বন্ধে স্বীকৃতি না দাও, তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিব। আমার বিধান বিবর্তনের বিনিময়ে তোমাদের সর্বসাধারণ হতে সংগৃহীত পার্থিব সামান্যতম পূঁজি ক্রয় করও না।

النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ

না–সা অখ্‌শাওনি অলা–তাশ্‌তারূ বিআ–ইয়া–তী ছামানান্ ক্বালীলা–; অমাল্লাম্ ইয়াহ্‌কুম্ বিমা ~ আন্‌যালাল

আমাকে ভয় কর; আমার আয়াত ক্ষুদ্র মূল্যে কেনা-বেচা করো না। আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান দিয়ে যারা ফয়সালা

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

লা–হু ফায়ুলা — য়িকা হুমুল্ কা–ফিরূন্। ৪৫। অ কাতাব্‌না–'আলাইহিম্ ফীহা~ আন্নান্ নাফ্‌সা বিন্নাফ্‌সি

করে না তারা কাফের। (৪৫) আর আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিলাম যে, জীবনের বদলে জীবন, চোখের

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

অল্ 'আইনা বিল্'আইনি অল্ আন্‌ফা বিল্ আন্‌ফি অল্ উযুনা বিল্ উযুনি অস্‌সিন্না বিস্‌সিন্নি

বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং অনুরূপভাবে যখমের

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ

অল্‌জুরূহা ক্বিছোয়া–ছ্; ফামান্ তাছোয়াদ্দাক্বা বিহী ফাহুঅ কাফ্‌ফা–রাতুল্লাহ্; অমাল্লাম্ ইয়াহ্‌কুম্

বদলে যখম; কেউ মাফ করলে তারই গুনাহর কাফফারা হবে; আর যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

বিমা ~ আন্‌যালাল্লা–হু ফাউলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া–লিমূন্। ৪৬। অক্বাফ্‌ফাইনা– 'আলা ~ আ–ছা–রিহিম্ বি'ঈসাব্‌নি মার্‌ইয়ামা

ফয়সালা করে না তারাই জালিম। (৪৬) আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে পূর্বের তাওরাতের

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা–বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্তাওরা–তি অ আ–তাইনা–হুল্ ইন্‌জীলা ফীহি হুদাওঁ অনূরুওঁ অ

সমর্থকরূপে তাদের নিকট প্রেরণ করলাম, তাঁকে ইনজীল দিলাম, যাতে ছিল হিদায়েত ও আলো, যা ছিল

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্তাওরা-তি অহুদাওঁ অমাও 'ই জোয়াতাল লিল্‌মুত্তাক্বীন্। ৪৭। অল্ ইয়াহ্‌কুম্ আহ্‌লুল্

পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক, আর তাহা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। (৪৭) ইনজীলধারীরা যেন

الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

ইন্‌জীলি বিমা ~ আন্‌যালাল্লা–হু ফীহ্; অমাল্লাম্ ইয়াহ্‌কুম্ বিমা ~ আন্‌যালাল্লা–হু ফাউলা — য়িকা হুমুল্

বিধান দেয় তাতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না

الْفَاسِقُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

ফা–সিক্বূন্। ৪৮। অ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকাল্ কিতা–বা বিল্ হাক্ব্ক্বি মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা–বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল্

তারাই ফাসেক। (৪৮) আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্বের কিতাবের সমর্থক ও

الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

কিতা-বি অমুহাইমিনান্ 'আলাইহি ফাহ্‌কুম্ বাইনাহুম্ বিমা ~ আন্‌যালাল্লা-হু অলা-তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া — য়াহুম্

সংরক্ষক। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব দ্বারা আপনি ফয়সালা করবেন; আগত সত্য বাদ দিয়ে তাদের প্রবৃত্তির

عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

'আম্মা-জ্বা — য়াকা মিনাল্ হাক্ব; লিকুল্লিন্ জ্বা'আল্‌না-মিন্‌কুম্ শির'আতাওঁ অমিন্‌হা-জ্বা-; অলাও শা — আল্লা-হু

অনুসরণ করবেন না। প্রত্যেকের জন্য আমি বিধান ও চলার পথ দিয়েছি; আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে

لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ

লাজ্বা 'আলাকুম্ উম্মাতাওঁ অ-হিদাতাঁও অলা-কিল্ লি ইয়াব্‌লুওয়াকুম্ ফীমা ~ আ-তা-কুম্ ফাস্‌তাবিকুল্ খাইরা-ত্;

একজাতি করতেন। কিন্তু তিনি প্রদত্ত বস্তু দিয়ে পরীক্ষা করতে চান; অতএব, সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর;

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاَنِ احْكُمْ

ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম্ জ্বামী'আন্ ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্‌তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফূন্। ৪৯। অআনিহ্‌কুম্

আল্লাহ্‌র কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, বিরোধ মূলক বিষয়ে তিনি তখন ফয়সালা দেবেন। (৪৯) আর আপনি

بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ

বাইনাহুম্ বিমা ~ আন্‌যালাল্লা-হু অলা-তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া — য়া হুম্ অহ্‌যার্ হুম্ আইঁ ইয়াফ্‌তিনূকা 'আম্ বা'দ্বি

আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাদের মর্জির অনুসরণ করবেন না; সাবধান থাকুন, যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে। আল্লাহ্‌র

مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ

মা ~ আন্‌যালাল্লা-হু ইলাইক্; ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফা'লাম্ আন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু আইঁ ইয়ুছীবাহুম বিবা'দ্বি

নাযিলকৃত থেকে। না মানলে জেনে রাখুন যে, তাদের কোন পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে

ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٥٠﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ

যুনূবিহিম্; অইন্না কাছীরাম্ মিনান্না-সি লাফা-সিকূন্। ৫০। আফাহুক্‌মাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতি ইয়াব্‌গূন্; অমান্

চান, আর মানুষের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য। (৫০) তবে তারা কি জাহেলী যুগের বিধান চায়? আল্লাহর চেয়ে

اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا

আহ্‌সানু মিনাল্লা-হি হুক্‌মাল্লিক্বাওমিইঁ ইয়ুক্বিনূন্। ৫১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযুল্

উত্তম ব্যবস্থাপক কে খাঁটি বিশ্বাসী কাওমের জন্য? (৫১) হে মু'মিনরা! ইহুদী ও নাছারাকে

ع ৭ ৭ ১১ রুকু

শানেনুযুলঃ আয়াত- ৪৯ ঃ কা'আব ইবনে উসাইদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ছুরিয়া ও শাদ ইবনে কায়ছ রাসূল (ছঃ) - কে দিয়ে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতিকূলে কোন মীমাংসা করিয়ে বিপথগামী করতে পরামর্শ করল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা ইহুদীদের মধ্যে সম্মানিত ও গোত্র প্রধান। আমরা মুসলমান হলে সমস্ত ইহুদী একযোগে মুসলমান হবে। তাই আমাদের পরস্পরের মাঝে একটি বিবাদ মীমাংসার জন্য আপনার নিকট আসলে আপনি আমাদের অনুকূলে রায় দেবেন। রাসূল (ছঃ) এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তোমাদের কারও ঈমান আনা না আনায় কিছু আসে যায় না। আমি আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মীমাংসা করব॥ পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ইঃ কাঃ ইশত সংযোযিত)

الْيَهُودَ وَالنَّصٰرٰى أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ

ইয়াহূদা অ ন্নাছোয়া-রা ~ আওলিয়া — আ বা'দুহুম্ আওলিয়া — উ বা'দ্; অমাই ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্‌কুম্ ফাইন্নাহূ

গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে, তারাই পরস্পর বন্ধু; তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু করবে সে তাদের

مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

মিন্‌হুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৫২। ফাতারাল্লাযীনা ফী ক্বূলূবিহিম্ মারাদ্বুই

দলভুক্ত; নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম কাওমকে হিদায়েত দেন না। (৫২) যাদের মনে রোগ আছে, দেখবেন যে তারা

يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَ

ইয়ুছা-রি'উনা ফীহিম্ ইয়াক্বূলূনা নাখ্‌শা ~ আন্ তুছীবানা-দা — য়িরাহ্; ফা'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া''তিয়া

নিজেদের মধ্যে তৎপর তারা বলে, আমাদের ভয় হয় পাছে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, আল্লাহ হয়তো

بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلٰى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نٰدِمِينَ ﴿٥٣﴾ وَ

বিল্ ফাত্‌হি আও আম্‌রিম্মিন্ 'ইন্‌দিহী ফাইয়ুছ্‌বিহূ 'আলা-মা ~ আসাররূ-ফী ~ আন্‌ফুসিহিম্ না-দিমীন্। ৫৩। অ

শীগ্রই বিজয় দেবেন বা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা গোপনকৃত বিষয় নিয়ে অনুতপ্ত হবে। (৫৩) আর

يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ

ইয়াক্বূলুল্লাযীনা আ-মানূ ~ আহা ~ উলা — য়িল্লাযীনা আক্ব্‌সামূ বিল্লা-হি জাহ্‌দা আইমা-নিহিম্ ইন্নাহুম্

মু'মিনরা বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করত যে, তারা তোমাদের সঙ্গে

لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خٰسِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

লামা'আকুম্ হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফাআছ্‌বাহূ খা-সিরীন্। ৫৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ মাই ইয়ার্‌তাদ্দা

আছে? তাদের কার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (৫৪) হে মু'মিনরা! (ক) তোমাদের মধ্যে দ্বীনত্যাগী

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۙ أَذِلَّةٍ عَلَى

মিন্‌কুম্ 'আন্ দীনিহী ফাসাওফা ইয়া''তিল্লা-হু বিক্বাওমিইঁ ইয়ুহিব্বুহুম্ অ ইয়ুহিব্বূ নাহূ ~ আযিল্লাতিন্ 'আলাল্

হলে আল্লাহ এমন কাওম আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসে; তারা কোমল

الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ

মু''মিনীনা আ'ইয্‌যাতিন্ 'আলাল্ কা-ফিরীনা ইয়ুজ্বা-হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি অলা- ইয়াখা-ফূনা

মু'মিনদের প্রতি আর কঠোর কাফিরদের প্রতি, তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে, এবং নিন্দুকের নিন্দার

لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِنَّمَا

লাওমাতা লা — য়িম্; যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি ইয়ু'তীহি মাইঁ ইয়াশা — উ; অল্লা-হু অ-সি'উন্ 'আলীম্। ৫৫। ইন্নামা-

ভয় করবে না; এটা আল্লাহর করুণা যা তিনি ইচ্ছামত দেন, আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। (৫৫) নিশ্চয়ই

ওয়াক্বফে লাযেম
ওয়াক্বফে মনযিল
ওয়াক্বফে গোফরান
● তিন চতুর্থাংশ

وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ

অলিয়্যুকুমুল্লা-হু অরাসূলুহূ অল্লাযীনা আ-মানুল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা অইয়ু''তূনায্

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনরা-যারা কায়েম করে নামায আর যাকাত প্রদান করে, এ

الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ

যাকা-তা অহুম্ রা-কি'উ ন্। ৫৬। অমাইঁ ইয়াতাঅল্লা-হা অরাসূলাহূ অল্লাযীনা আ-মানূ ফাইন্না

অবস্থায় যে, তারা বিনীত ও নম্র। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে বন্ধু বানায়, তারাই

৮ ع ৬ ১২ রুকু

حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

হিয্বাল্লা-হি হুমুল্ গা-লিবূন্। ৫৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা- তাত্তাখিযুল্লাযী নাত্ তাখায়ূ

আল্লাহ্র দল, তারাই বিজয়ী হবে। (৫৭) হে মু'মিনরা! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমাদের পূর্বের কিতাবধারীদের

دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ

দীনাকুম্ হুযুওয়াওঁ অলা'ইবাম্ মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্লিকুম্ অল্ কুফ্ফা-রা আওলিয়া — য়া

মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়ারূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে। আল্লাহ্কেই

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا

অত্তাকুল্লা-হা ইন্ কুন্তুম্ মু''মিনীন্। ৫৮। অ ইযা- না-দাইতুম্ ইলাছ্ ছোয়ালা-তিত্ তাখাযূহা- হুযুওয়াওঁ

ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৫৮) আর যখন তোমরা তাদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান কর তখন তারা ওকে

وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ

অলা'ইবা-; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্লা- ইয়া'ক্বিলূন্। ৫৯। ক্বুল্ ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা-বি হাল্ তান্‌ক্বিমূনা মিন্না ~

হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া মনে করে, কেননা, তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। (৫৯) বলুন, হে কিতাবীরা! তোমাদের শত্রুতা পোষণ তো একমাত্র

اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ

ইল্লা ~ আন্ আ-মান্না- বিল্লা-হি অমা ~ উনযিলা ইলাইনা- অমা ~ উন্‌যিলা মিন্ ক্বাব্লু অ আন্না আক্ছারাকুম্

এ জন্য যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, আমাদের প্রতি নাযিলকৃত এবং পূর্বে নাযিলকৃত সব কিছুর উপর, তোমাদের

فٰسِقُوْنَ ﴿٦٠﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ

ফা-সিক্বূন্। ৬০। ক্বুল্ হাল্ উনাব্বিউকুম্ বিশার্‌রিম্ মিন্ যা-লিকা মাছুবাতান্ 'ইন্দাল্লা-হ্; মাল্লা'আনাহুল্লা-হু

অধিকাংশই অবাধ্য। (৬০) আপনি বলুন, আমি কি এটা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট শাস্তির সংবাদ তোমাদেরকে দেব যা আল্লাহ্র কাছে

শানেনুযুলঃ আয়াত- ৫৫ ঃ একদা হযরত আলী (রাঃ) নফল নামাযে রুকুতে থাকা অবস্থায় একজন ভিক্ষুক এসে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে। তিনি স্বীয় আংটি খুলে ভিক্ষুকের প্রতি ছুঁড়ে দিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে 'রুকু' অর্থ রুকুই থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে, হযরত উবাদা ইবনে ছামেত যখন ইহুদীদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং স্বীয় বন্ধুত্ব বিশেষতঃ আল্লাহ্ ও রাসুলের জন্য করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন শব্দের মর্মার্থ হবে হযরত উবাদা ইবনে ছামেত ও অন্যান্য ছাহাবীরা। হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ছালামকে তাঁর স্ব-গোত্রীয় লোকেরা সমাজচ্যুত করার প্রস্তাব করলে তিনি হুযুর (ছঃ)-কে এতদসম্বন্ধে অবহিত করেন। রসূলুল্লাহ্ (ছঃ) তখন এ আয়াত পাঠ করে শুনান।

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ

অগাদ্বিবা 'আলাইহি অজ্বা'আলা মিন্‌হুমুল্ ক্বিরাদাতা অল্‌খানা–যীরা অ'আবাদা ত্বোয়া-গূত্; উলা — য়িকা

আছে? কারও উপর গযব দিয়াছেন, কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করেছেন, আর কেউ তাগুতের দাসত্ব করে; এদের

شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ

শার্‌রুম্ মাকা-নাওঁ অ আদ্বোয়াল্লু 'আন্ সাওয়া — ইস্ সাবীল্। ৬১। অইযা-জ্বা — উ-কুম্ ক্বা-লূ ~ আ-মান্না- অক্বাদ্

আবাস নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত। (৬০) আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, বলে, 'আমরা ঈমান্ এনেছি,

دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾ وَتَرَىٰ

দাখালূ বিল্‌কুফ্‌রি অহুম্ ক্বাদ্ খারাজ্বূ বিহ্; অল্লা-হু আ'লামু বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌তুমূন্। ৬২। অতারা-

মূলত তারা কুফ্‌রী নিয়ে আসে আর তা নিয়ে বেরিয়ে যায়। তাদের গোপন বিষয় আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। (৬২) আপনি

كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ

কাছীরাঁম্ মিন্‌হুম্ ইয়ুসা–রি'ঊনা ফিল্ ইছ্‌মি অল্ 'উদ্‌ওয়া–নি অ আক্‌লিহিমুস্ সুহ্‌তা লাবি''সা

তাদের অধিকাংশকেই দেখবেন যারা দৌড়িয়ে পাপে, সীমালংঘনে ও হারাম ভক্ষণে পতিত হচ্ছে; তাদের

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ

মা–কা–নূ ইয়া'মালূন্। ৬৩। লাওলা- ইয়ান্‌হা–হুমুর্ রব্বা-নিইয়্যূনা অল্ আহ্‌বা-রু 'আন্ ক্বাওলিহিমুল্ ইছ্‌মা অ

কর্মকাণ্ড অত্যন্ত ভয়াবহ। (৬৩) কেন তাদেরকে নিষেধ করছে না তাদের ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা পাপ-বাক্য ও

أَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ

আক্‌লিহিমুস্ সুহ্‌তা; লাবি''সা মা- কা-নূ ইয়াছ্‌না'ঊন্। ৬৪। অ ক্বা-লাতিল্ ইয়াহূদু ইয়াদুল্লা-হি

হারামখুরী হওয়া হতে? অবশ্যই এদের কর্মকাণ্ড নিকৃষ্ট। (৬৪) ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে

مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۙ يُنْفِقُ

মাগ্‌লূলাতুন্; গুল্লাত্ আইদীহিম্ অলু'ইনূ বিমা-ক্বা-লূ। বাল্ ইয়াদা-হু মাব্‌সূত্বোয়াতা-নি ইয়ুন্‌ফিক্বু

গেছে; বন্ধ হোক তাদেরই হাত, তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত; এবং তাঁর দুহাতই প্রসারিত,

كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ

কাইফা ইয়াশা — উ; অলাইয়াযীদান্না কাছীরাঁম্ মিন্‌হুম্ মা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা মির্‌রব্বিকা তুগ্‌ইয়া-নাঁও অ

ইচ্ছামত খরচ করেন; আপনার প্রতি রবের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও

كُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا

কুফ্‌রা-; অ আল্‌ক্বাইনা- বাইনাহুমুল্ আ'দা-ওয়াতা অল্‌বাগ্‌দ্বোয়া — য়া ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাহ্; কুল্লামা ~ আও ক্বাদূ

কুফ্‌রীকে বাড়াবে; তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্থায়ী করেছি, যখনই তারা যুদ্ধানল

ওয়াক্‌ফে লাযেম

نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ

না-রাল লিল্‌হারবি আত্বফা আহাল্লা-হু অ ইয়াস্‌'আওনা ফিল্ আরদ্বি ফাসা-দা-; অল্লা-হু লা- ইয়ুহিব্বুল্

জ্বালায় তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ করে। আর আল্লাহ কখনও ভালবাসেন না

الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ

মুফ্‌সিদীন্। ৬৫। অলাও আন্না আহ্‌লাল্ কিতা-বি আ-মানূ অত্তাক্বাও লাকাফ্‌ফার্‌না- 'আন্‌হুম্ সাইয়্যিআ-তিহিম্

ফাসাদকারীদের। (৬৫) যদি কিতাবীরা ঈমান আনত আর ভয় করত, তবে অবশ্যই তাদের পাপ মুছে দিতাম;

وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ

অলাআদ্‌খাল্‌না-হুম্ জ্বান্না-তিন্ না'ঈম্। ৬৬। অলাও আন্নাহুম্ আক্বা-মুত তাওরা-তা অল্ ইন্‌জ্বীলা অমা ~ উন্‌যিলা

এবং নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। (৬৬) আর যদি তারা পালন করত তাওরাত, ইন্‌জীল

اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ

ইলাইহিম্ মির্ রব্বিহিম্ লাআকালূ মিন্ ফাওক্বিহিম্ অমিন্ তাহ্‌তি আর্‌জুলিহিম্; মিন্‌হুম্ উম্মাতুম্

ও রবের নাযিলকৃতকে, তবে তারা উপর (আসমান) ও পায়ের নিচ (ভূ-তল) হতে রিযিক পেত, তাদের মধ্যে একদল

مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ

মুক্‌তাছিদাহ্; অকাছীরুম্ মিন্‌হুম্ সা — য়া মা-ইয়া'মালূন। ৬৭। ইয়া ~ আইয়্যুহার্ রাসূলু বাল্লিগ্ মা ~ উন্‌যিলা

মধ্যপন্থী, কিন্তু তাদের অনেকেই খারাপ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রাসূল! আপনার রবের নিকট হতে যা অবতীর্ণ

৯ ع ১০ ১৩ রুকু

اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ

ইলাইকা মির্ রব্বিক্; অইল্ লাম্ তাফ্'আল্ ফামা-বাল্লাগ্‌তা রিসা-লাতাহ্; অল্লা-হু ইয়া'ছিমুকা মিনান্না-স্;

করা হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি না করেন, তবে রিসালাত পৌঁছালেন না; আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন;

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى

ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ কা-ফিরীন্। ৬৮। কুল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি লাস্‌তুম্ 'আলা-শাইয়িন্ হাত্তা-

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিদায়েত দেন না কাফিরদের। (৬৮) আপনি বলুন, হে কিতাবীরা। তোমরা কোন ভিত্তিতেই নেই, যতক্ষণ

تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ

তুক্বীমুত তাওরা-তা অল্ ইন্‌জ্বীলা অমা ~ উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্; অলাইয়াযীদান্না

পর্যন্ত না পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবে তাওরাত, ইন্‌জীল ও রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয়কে আপনার প্রতি আপনার রবের নিকট

আয়াত-৬৫ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা আপনার প্রতি নাযিলকৃত কোরআনী নির্দেশাবলী দিয়ে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট হতে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহস পায় না এবং তাদের কোন চক্রান্ত সফল হয় না। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৬৬ ঃ আয়াতের সারকথা হল, ইহুদীরা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস করে এবং সেগুলো পালন করে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়া'মতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। উল্লেখ যে, বর্তমান যুগের মুসলমানদের ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। (মাঃ কোঃ)

كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

কাছীরাম্ মিন্হুম্ মা ~ উন্যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকা তুগ্ইয়া-নাঁও অকুফ্রান্, ফালা-তা"সা 'আলাল্ ক্বাওমিল্

হতে নাযিলকৃত বিষয় তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে; তাই আপনি কাফেরদের জন্য দুঃখ

الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ

কা-ফিরীন্ । ৬৯ । ইন্না ল্লাযীনা আ-মানূ অল্লাযীনা হা-দূ অছ্ছোয়া-বিয়ূনা- অন্নাছোয়া-রা- মান্

করবেন না। (৬৯) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইহুদী, আর সাবী ও নাছারাদের কেউ আল্লাহ

آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ★

আ-মানা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্যানূন্।

ও পরকালের প্রতি ঈমান আনলে এবং ভাল কাজ করলে তাদের কোন ভয় নেই বা দুঃখিতও হবে না।

﴿٧٠﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ

৭০। লাক্বাদ আখায্না- মীছা-ক্বা বানী ~ ইসরা — য়ীলা অ আর্সাল্না ~ ইলাইহিম্ রুসুলা-; কুল্লামা- জ্বা — য়াহুম্

(৭০) আমি তো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে আর তাদের কাছে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদের

رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧١﴾ وَحَسِبُوا

রাসূলুম্ বিমা- লা- তাহ্ওয়া ~ আন্ফুসুহুম্ ফারীক্বান্ কায্যাবূ অফারীক্বাঁই ইয়াক্‌তুলূন্। ৭১। অ হাসিবূ ~

নিকট কোন রাসূল তাদের মনের বাইরে কিছু আনলেই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। (৭১) আর তাদের

أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ

আল্লা-তাকূনা ফিত্নাতুন্ ফা'আমূ অ ছোয়াম্মূ ছুম্মা তা-বাল্লা-হু 'আলাইহিম্ ছুম্মা 'আমূ অ ছোয়াম্মূ কাছীরুম্

ধারণা, তাদের কোন শাস্তি হবে না; এভাবেই তারা অন্ধ ও বধির হয়েছে; পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, তারপর তাদের অনেকেই

مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

মিন্হুম্ অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-ইয়া'মালূন্। ৭২। লাক্বাদ্ কাফারাল্লাযীনা ক্বা- লূ ~ ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ মাসীহুব্নু

অন্ধ ও বধির হয়ে থাকল। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম দেখেন। (৭২) নিঃসন্দেহে যারা বলে, আল্লাহ্ই মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম,

مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ

মার্ইয়াম্; অক্বা-লাল্ মাসীহু ইয়া-বানী ~ ইসরা —ঈলা'বুদুল্লা-হা রব্বী অরব্বাকুম্; ইন্নাহূ

তারা কাফের। অথচ মাসীহ্ বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। নিশ্চয়ই

مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

মাঁই ইয়ুশ্রিক্ বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ হার্রামাল্লা-হু 'আলাইহিল্ জান্নাতা অমা"ওয়া-হুন্না-র্; অমা-লিজ্জোয়া-লিমীনা

যে শরীক করবে আল্লাহর সাথে, আল্লাহ তার জন্য 'জান্নাত হারাম করবেন; তার আবাস আগুন; জালিমদের কোন

مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ

মিন্ আন্ছোয়া-র্। ৭৩। লাকাদ্ কাফারাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্না ল্লা-হা ছা-লিছু ছালা-ছাহ্। অমা-মিন্ ইলা-হিন্
সাহায্যকারী নেই। (৭৩) অবশ্যই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের ভেতর একজন। অথচ এক ইলাহ ব্যাতীত

إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

ইল্লা ~ ইলা-হুঁও ওয়া-হিদ্; অ ইল্লাম্ ইয়ান্তাহূ 'আম্মা- ইয়াকূলূনা লাইয়ামাস্সান্না ল্লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্
আর কোন ইলাহ নেই। তারা যদি এ বক্তব্য হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তিতে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আযা-বুন্ আলীম্। ৭৪। আফালা- ইয়াতূবূনা ইলাল্লা-হি অ ইয়াস্তাগ্ফিরূনাহ্; অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্।
ভুগতে হবে। (৭৪) তবে কি তারা আল্লাহ্র কাছে তাওবা করবে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ্ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

﴿٧٥﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَأُمُّهُ

৭৫। মাল্মাসীহুব্নু মার্ইয়ামা ইল্লা- রাসূলুন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লিহির্ রুসুল্; অ উম্মুহূ
(৭৫) মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম তো একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর পূর্বেও এমনিভাবে আরও বহু রাসূল গত

صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ

ছিদ্দীক্বাহ্; কা-না- ইয়া"কুলা-নি ত্বোয়া'আ-ম্; উন্জুর্ কাইফা নুবাইয়্যিনু লাহুমুল্ আ-ইয়া-তি ছুম্মান্জুর্
হয়েছেন[১], তার মা সত্যবাদীনী ২; উভয়েই খাদ্য খেত; দেখুন, কিরূপে তাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করি। আবার দেখুন,

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ

আন্না-ইয়ু"ফাকূন্। ৭৬। ক্বুল্ আতা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়াম্লিকু লাকুম্ দ্বোয়ার্রাঁও অলা-নাফ্'আ-;
তারা কোথায় যাচ্ছে? (৭৬) আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া তোমরা কি এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা না তোমাদের ক্ষতি করতে

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ

অল্লা-হু হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৭৭। ক্বুল্ ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা-বি লা- তাগ্লূ ফী দীনিকুম্ গাইরাল্
পারে না উপকার? আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন। (৭৭) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অযথা

الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ

হাক্ব্ক্বি অলা-তাত্তাবি'উ ~ আহ্ওয়া — য়া ক্বাওমিন্ ক্বাদ্ দ্বোয়াল্লূ মিন্ ক্বাব্লু অআদ্বোয়াল্লূ কাছীরাঁও অদ্বোয়াল্লূ 'আন্
বাড়াবাড়ি করো না; যারা ইতিপূর্বে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং সরল পথ যারা হারিয়েছে তাদের

আয়াত-৭৫ ঃ টীকা-১ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)ও অন্যান্য পয়গাম্বরদের ন্যায় পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছু দিন অবস্থান করে লোকান্তরিত হয়ে গিয়েছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেন নি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। (মাঃ কোঃ) ২. হযরত মরিয়ম পয়গাম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত হল, মহিলারা কখনও নবূওয়্যত লাভ করেন নি। এ পদ মর্যাদা পুরুষদের জন্য সুনির্ধারিত। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৭৭ ঃ বর্বর বনূ ইসরাঈলরা একদিকে আল্লাহর পয়গাম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়া-বাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করেছে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে তাদের এরূপ আচরণের নিন্দা করা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

১০ ع ১১ ১৪ রুকু

سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ

সাওয়া — য়িস্ সাবীল্। ৭৮। লু 'ইনাল্লাযীনা কাফারূ মিম্ বানী ~ ইসরা — ঈলা 'আলা-লিসা-নি দা-যূদা

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। (৭৮) যারা কুফুরী করেছে। বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে, তারা দাউদ ও ঈসা ইবনে

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ

অ'ঈসাব্নি মার্ইয়াম্; যা-লিকা বিমা-'আছোয়াও অকা-নূ ইয়া'তাদূন্। ৭৯। কা-নূ লা-ইয়াতানা-হাওনা

মরিয়মের দ্বারা অভিশপ্ত, এটা এ কারণে যে তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। (৭৯) তাদের কৃত গর্হিত

عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ

'আম্মুন্কারিন্ ফা'আলূহ্; লাবি"সা মা-কা-নূ ইয়াফ্'আলূন্। ৮০। তারা- কাছীরাঁম্ মিনহুম্ ইয়াতাঅল্লাওনাল্

কাজ হতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। কতই না খারাপ ছিল তাদের কাজ। (৮০) কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي

লাযীনা কাফারূ; লাবি"সা মা-ক্বাদ্দামাত্ লাহুম্ আন্ফুসুহুম্ আন্ সাখিত্বোয়াল্লা-হু 'আলাইহিম্ অফিল্

করতে তাদের অনেকেই দেখবেন, তাদের কৃতকর্ম কতই না খারাপ! যে জন্য আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত,

الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ

'আযা-বি হুম্ খা-লিদূন্। ৮১। অলাও কা-নূ ইয়ু"মিনূনা বিল্লা-হি অন্নাবিয়্যি অমা ~ উন্যিলা

আর শাস্তিতে তারা স্থায়ী হবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ, নবী ও নাযিল করা বিষয়ের প্রতি ঈমান আনত

إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ

ইলাইহি মাত্তাখাযূহুম্ আওলিয়া — য়া অলা-কিন্না কাছীরাঁম্ মিন্হুম্ ফা-সিকূন্। ৮২। লাতাজ্বিদান্না

তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসেক (৮২) আপনি সকল

أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ

আশাদ্দান্না-সি 'আদা-ওয়াতাল্লিল্লাযীনা আ-মানুল্ ইয়াহূদা অল্লাযীনা আশ্রাকূ

মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি তীব্র শত্রুতা করতে দেখবেন ইহুদী ও মুশরিকদের

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ۚ

অ লাতাজ্বিদান্না আক্ব্রাবাহুম্ মাওয়্যাদ্দাতাল্ লিল্লাযীনা আ-মানু ল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্না- নাছোয়া-রা-;

আর যারা বলে আমরা নাছারা' তাদেরকে মু'মিনদের নিকটতম বন্ধু পাবেন; তারা বলে, আমরা

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩

যা-লিকা বিআন্না মিন্হুম্ ক্বিস্সীসীনা অরুহ্বা-নাঁও অআন্নাহুম্ লা-ইয়াস্তাক্বিরূন্।

নাছারা কেননা, তাদের মধ্যে অনেক আলেম ও দরবেশ আছে এবং তারা অহংকার করে না।

وَاِذَا سَمِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰۤى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

৮৩। অইযা-সামি'উ মা ~ উন্যিলা ইলার্ রাসূলি তারা ~ আ'ইয়ুনাহুম্ তাফীদ্বু মিনাদ্ দাম্'ই'

(৮৩) আর যখন তারা শোনে, রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত দেখবেন; কেননা, তারা সত্যকে

مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٨٤ وَمَا لَنَا

মিম্মা-আ'রাফূ মিনাল্ হাক্বক্বি ইয়াকূলূনা রব্বানা ~ আ-মান্না- ফাক্তুব্না- মা'আশ্ শা-হিদীন্। ৮৪। অমা- লানা-

উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে, হে রব! ঈমান আনলাম, তাই আমাদেরকে সাক্ষ্যবাহীদের দলে লিখে রাখুন। (৮৪) আর আমাদের

لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ

লা-নু'মিনু বিল্লা-হি অমা-জ্বা — য়ানা-মিনাল্ হাক্ব্ক্বি অনাত্ব্মা'উ আঁই ইয়ুদ্খিলানা- রব্বুনা-মা'আল্ ক্বাওমিছ্

কি হল যে, আমরা আল্লাহ ও আগত সত্যে বিশ্বাস করি না? অথচ আমাদের আশা যে, আমাদেরকে নেককারদের

الصّٰلِحِيْنَ ۝٨٥ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ছোয়া-লিহীন্। ৮৫। ফাআছা-বাহুমুল্লা-হু বিমা- ক্বা-লূ জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু

দলভুক্ত করবেন। (৮৫) এ উক্তির কারণে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে পুরস্কার দেবেন, যার নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٦ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ

খা-লিদীনা ফীহা-; অযা-লিকা জ্বাযা — য়ুল্ মুহ্সিনীন্। ৮৬। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ~

তারা তথায় চিরকাল থাকবে। এটাই নেককারদের পাওনা। (৮৬) আর যারা কাফের এবং অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহ

১১ ع ৯ ১ রুকু

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝٨٧ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ

উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জ্বাহীম্। ৮৭। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তুহার্রিমূ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা ~

তারা জাহান্নামী। (৮৭) হে মু'মিনরা! তোমরা হারাম করো না সে সব উৎকৃষ্ট বস্তু, যা আল্লাহ হালাল

اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝٨٨ وَكُلُوْا مِمَّا

আহাল্লাল্লা-হু লাকুম্ অলা-তা'তাদূ; ইন্নাল্লা-হা লা- ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্। ৮৮। অকুলূ মিম্মা-

করেছেন। আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (৮৮) আর খাও

رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝٨٩ لَا

রাযাক্বাকুমুল্লা-হু হালা-লান্ ত্বোয়াইয়্যিবাওঁ অত্তাক্বুল্লা-হাল্লাযী ~ আন্তুম্ বিহী মু''মিনূন্। ৮৯। লা-

আল্লাহ্‌র দেয়া হালাল ও উত্তম জীবিকা হতে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার উপর বিশ্বাস রাখ। (৮৯) আল্লাহ

শানেনুযূলঃ আয়াত-৮৩ঃ নাসারাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়। তাঁদের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করেছিলেন। তেলাওয়াত শুনে তাঁরা কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন- এটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট যা নাযিল হত তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাফ ঃ জালালাইন) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮৭ ঃ কয়েকজন প্রধান ছাহাবী ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা শোনে হযরত ওসমান ইবনে মারওয়ানের গৃহে সমবেত হলেন এবং সংসার ত্যাগী হওয়ার জন্য শপথ গ্রহণ করলেন এবং আরো প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তাঁরা সারা দিন রোযা রাখবেন এবং সারা রাত নামায পড়বেন, গোশত ইত্যাদি খাবেন না, আর নারীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ পৃথক থাকবেন। তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ

ইয়ুয়া-খিযু কুমুল্লা-হু বিল্লাগ্ওয়ি ফী ~ আইমা-নিকুম্ অলা-কিইঁ ইয়ুয়া-খিযুকুম্ বিমা-'আক্কাত্তুমুল্
তোমাদের ধরবেন না, তোমাদের অযথা শপতের জন্য, তোমাদের পাকড়াও করবেন, তোমাদের পাকা

الْاَيْمَانَ ج فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ

আইমা- না ফাকাফ্ফা-রাতুহূ ~ ইত্ব্'আ-মু 'আশারাতি মাসা-কীনা মিন্ আওসাত্বি মা-তুত্ব্'ইমূনা আহ্লীকুম্
শপথের জন্য। এর কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম আহার দান, যা তোমরা পরিবারে খেয়ে থাক; বা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান;

اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ

আও-কিস্ অতুহুম্ আও তাহ্রীরু রাক্বাবাহ্; ফামা ল্লাম্ ইয়াজিদ্ ফাছিয়া-মু ছালা-ছাতি আইয়্যা-ম্; যা-লিকা কাফ্ফা-রাতু
বা এক দাসদাসী মুক্তি; যে অসমর্থ হবে তার জন্য তিনদিন রোযা রাখা। শপথ করলে এটাই শপথের কাফ্ফারা,

اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ

আইমা-নিকুম্ ইযা-হালাফ্তুম্; অহ্ফাজূ ~ আইমা-নাকুম্; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহী
তোমরা শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন বর্ণনা করেন যাতে শোকর গুজার হও।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٩٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ

লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৯০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্নামাল্ খাম্রু অল্মাইসিরু অল্ আন্ছোয়া-বু
(৯০) হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এসব নোংরা ও অপবিত্র, শয়তানের কাজ;

وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩١﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ

অল্ আয্লা-মু রিজ্সুম্ মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বোয়া-নি ফাজ্তানিবূহু লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৯১। ইন্নামা- ইয়ুরীদুশ্
ব্যতীত আর কিছুই নয়; সুতরাং তোমরা এসব বর্জন কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। (৯১) শয়তান

الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ

শাইত্বোয়া-নু আঁই ইয়ুক্বি'আ বাইনাকুমুল্ 'আদা-অতা অল্বাগ্দ্বোয়া — য়া ফিল্ খাম্রি অল্ মাইসিরি অ
মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করাতে চায় আর আল্লাহ্র স্মরণ থেকে

يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ

ইয়াছুদ্দাকুম্ 'আন্ যিক্রিল্লা-হি অ'আনিছ্ ছলা-তি ফাহাল্ আন্তুম্ মুন্তাহূন্। ৯২। অ আত্বী'উল্লা-হা
এবং নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। তোমরা কি এখনও বিরত হবে না? (৯২) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর

وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ

অআত্বী'উর্ রাসূলা অহ্যারূ ফাইন্ তাঅল্লাইতুম্ ফা'লামূ ~ আন্নামা- 'আলা-রাসূলিনাল্ বালা-গুল্
রাসূলের আনুগত্য কর, আর সতর্ক হও; কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিলে জেনে রেখ যে, রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট

الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا

মুবীন্। ৯৩। লাইসা 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি জুনা-হুন্ ফীমা- ত্বোয়া'ইমূ ~
প্রচার করা। (৯৩) মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্য কোন গুনাহ নেই পূর্বের খাদ্যের ব্যাপারে, যদি তারা সতর্ক হয়,

إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوا ط

ইযা-মাত্তাক্বাও অ আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ছুম্মাত্তাক্বাও অআ-মানূ ছুম্মাত্তাক্বাও অআহ্সানূ;
ঈমান আনয়ন করে ও ভাল কাজ করে; তারপর সতর্ক হয়, ঈমান আনে; আবার সাবধান হয়, সৎকাজ করে;

১২ ع ৭ ২ রুকু

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٤﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ

অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্সিনীন্। ৯৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লাইয়াব্লু অন্নাকুমুল্লা-হু বিশাইয়িম্ মিনাছ্
আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন। (৯৪) হে মুমিনরা! অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন শিকার দ্বারা

الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ ج

ছোয়াইদি তানা-লুহূ ~ আইদীকুম্ অরিমা-হুকুম্ লিইয়া'লামাল্লা-হু মাঁই ইয়্যাখা-ফুহূ বিল্গাইবি
যা তোমরা হাত অথবা তীর দ্বারা ধরতে পার, যেন আল্লাহ জানেন যে, কেউ তাকে না দেখে ভয় করে, অতএব

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٥﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا

ফামানি'তাদা- বা'দা যা-লিকা, ফালাহূ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৯৫। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাক্ব্তুলুছ্
এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (৯৫) হে মু'মিনরা! তোমরা ইহ্রাম

الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

ছোয়াইদা অআন্তুম্ হুরুম্; অমান্ ক্বাতালাহূ মিন্কুম্ মুতা'আম্মিদান্ ফাজ্বাযা — য়ুম্ মিছ্লু মা-ক্বাতালা মিনান্
অবস্থায় শিকার বধ করো না, তোমাদের কেউ ইচ্ছা করে হত্যা করলে তার বিনিময় হবে। গৃহপালিত পশু; তোমাদের

النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ

না'আমি ইয়াহ্কুমু বিহী যাও 'আদ্লিম্ মিন্কুম্ হাদ্ইয়াম বা-লিগাল্ কা'বাতি আও কাফ্ফা-রাতুন্ ত্বোয়া'আ-মু
দুজন ন্যায়বান যা ফয়সালা দেবে তা হাদিয়া হিসেবে কা'বাতে পৌছবেই অথবা গরীবকে খাদ্য দান হবে

مَسٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط

মাসা-কীনা আও 'আদ্লু যা-লিকা ছিয়া-মাল্লিইয়াযূক্বা অবা-লা আম্রিহ্; 'আফাল্লা-হু 'আম্মা-সালাফ্;
কাফ্ফারা অথবা কর্মফল ভোগ করার জন্য সমসংখ্যক রোজা রাখা; অতীতকে আল্লাহ ক্ষমা করছেন।

আয়াত-৯৪ ঃ শানেনুযূল ঃ পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা মদ পান ও জুয়া হারাম হয়ে যাবার পর কোন কোন ছাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যে অনেকেই তো (মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার পূর্বে) মদ পানকারী ছিল এবং জুয়ালব্ধ মালও ভক্ষণ করত আর এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তারপর এগুলো হারাম হয়েছে। সুতরাং তাদের কি অবস্থা হবে? তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৫ ঃ ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ এহরাম বাঁধা অবস্থায় বায়তুল্লাহ যিয়ারতে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে শিকার করার মত জন্তু তাদের একেবারে কাছেই আসত। কিন্তু তারা এহরাম বাঁধা থাকার কারণে শিকার করতেন না। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মুঃ কোঃ)

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٦﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

অমান্ 'আ-দা ফাইয়ান্তাক্বিমুল্লা-হু মিন্হু; অল্লা-হু 'আযীযুন যুনতিক্বা- ম। ৯৬। উহিল্লা লাকুম্ ছোয়াইদুল্ বাহ্‌রি
তা কেউ পুনরায় করলে শাস্তি দেবেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৯৬) তোমাদের জন্য বৈধ সমুদ্রে

وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ

অত্বোয়া'আ-মুহূ মাতা-'আল্লাকুম্ অলিস্‌সাইয়্যা-রাতি, অহুর্‌রিমা 'আলাইকুম্ ছোয়াইদুল্ বার্‌রি মা-দুম্‌তুম্ হুরুমা-;
শিকার ধরা ও তা খাওয়া, এটা তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য; স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে ইহ্‌রাম অবস্থায়;

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٧﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا

অত্তাক্বুল্লা-হাল্লাযী ~ ইলাইহি তুহ্‌শারূন্। ৯৭। জ্বা 'আলাল্লা-হুল্ ক্বা'বাতাল্ বাইতাল্ হারা-মা ক্বিয়া-মাল্
যে আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হবে তাঁকে ভয় কর । (৯৭) আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করছেন পবিত্র

لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَٰٓئِدَ ۚ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

লিন্না-সি অশ্‌শাহ্‌রাল্ হারা-মা অল্‌হাদ্‌ইয়া অল্‌ক্বালা — য়িদ্; যা-লিকা লিতা'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু
কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্তুকে ও চিহ্নিত (গলায় মালাপরিহিত) পশুকে যেন, তোমরা জান যে, আসমান

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾ اِعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ

মা -ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা- ফিল্ আরদ্বি অ আন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৯৮। ই'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা
যমীনের সবকিছু সম্বন্ধে আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন। (৯৮) তোমরা জান যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ

শাদীদুল্ 'ইক্বা-বি অআন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৯৯। মা- 'আলার্ রাসূলি ইল্লাল্ বালা-গ্; অল্লা-হু
কঠোর শাস্তি দাতা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯৯) রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌছান; তোমরা যা প্রকাশ কর,

يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ

ইয়া'লামু মা-তুব্‌দূনা অমা-তাক্‌তুমূন্। ১০০। কুল্ লা-ইয়াস্‌তাওয়িল্ খাবীছু অত্বোয়াইয়িবু অলাও
আর যা গোপন রাখ, সব কিছু আল্লাহ্ জানেন। (১০০) বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও মন্দের আধিক্য

১৩ ع ৭ ৩ রুকু

أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

আ'জ্বাবাকা কাছ্‌রাতুল্ খাবীছি, ফাত্তাক্বুল্লা-হা ইয়া ~ উলিল্ আল্‌বা-বি লা'আল্‌লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্।
আপনাকে বিস্মিত করে, সুতরাং হে জ্ঞানীরা তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ! যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।

﴿١٠١﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْـَٔلُوْا

১০১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাস্‌আলূ 'আন্ আশ্‌ইয়া — য়া ইন্ তুব্‌দালাকুম্ তাসু"কুম্ অইন্ তাস্‌আলূ
(১০১) হে মু'মিনরা! ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমরা দুঃখ পাবে। কোরআন

عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ قَدْ

'আন্হা- হীনা ইয়ুনায্যালুল্ কু্রআ-নু তুব্দা লাকুম্; 'আফাল্লা-হু 'আন্হা-; অল্লা-হু গাফূরুন্ হালীম্। ১০২। ক্বাদ্
নাযিলের সময় প্রশ্ন করলে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তা ক্ষমা করছেন , আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল। (১০২) ইতোপূর্বের

سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ

সাআলাহা-ক্বাওমুম্ মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ছুম্মা আছবাহূ বিহা- কা- ফিরীন্। ১০৩। মা- জ্বা'আলাল্লা-হু মিম্ বাহীরাতিঁও
সম্প্রদায় এ প্রশ্ন করেছিল, তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। (১০৩) বাহীরা, সাইবা, অছীলা

وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

অলা-সা — য়িবাতিঁও অলা-অছীলাতিঁও অলা-হা-মিঁও অলা-কিন্নালাযীনা কাফারূ ইয়াফ্তা রূনা আলাল্লা-হিল্
ও হাম কোনটাই আল্লাহ স্থির করেন নি কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করছে; তাদের

الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

কাযিব্; অআক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১০৪। অ ইযা- ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও ইলা- মা ~ আনযাল্লা-হু
অধিকাংশই কোন জ্ঞান রাখে না। (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আস, আল্লাহ্র নাযিলকৃতের দিকে ও

وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا

অইলার্ রাসূলি ক্বা-লূ হাস্বুনা-মা-অজ্বাদ্না-'আলাইহি আ-বা — আনা-; আঅলাও কা-না আ-বা — য়ুহুম্ লা-
রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে, পূর্ব-পুরুষকে যাতে পাচ্ছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষরা কিছুই

يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا

ইয়া'লামূনা শাইয়াওঁ অলা- ইয়াহ্তাদূন্। ১০৫। ইয়া ~ অইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ 'আলাইকুম্ আন্ফুসাকুম্ লা-
জানত না; তখন তারা হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল না। (১০৫) হে মু'মিনরা! নিজেদেরকে বাঁচাও, তোমরা হিদায়াত পেলে পথভ্রষ্ট

يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

ইয়াদ্বুর্রুকুম্ মান্ দ্বোয়াল্লা ইযাহ্ তাদাইতুম্; ইলাল্লা-হি মারজ্বি'উকুম্ জ্বামী'আন্ ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্তুম্
লোক তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ড

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

তা'মালূন্। ১০৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ শাহা-দাতু বাইনিকুম্ ইযা-হাদ্বোয়ারা আহাদা কুমুল্ মাওতু
তোমাদেরকে জানাবেন। (১০৬) হে মু'মিনরা! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অছিয়ত করার সময়

আয়াত-১০১ ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল, যার উত্তরে তারা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে বা কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কারণ হত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০৬ ঃ বনূ সাহম গোত্রের বুদাইল নামক একজন মুসলমান তামীমুদ্দারী ও আদী ইব্নে বারা নামক দুজন খৃষ্টান (পরে মুসলমান হয়েছে) এর সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেলে পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে মুমুর্ষ অবস্থায় পতিত হলে সঙ্গীদ্বয়কে পরিত্যক্ত স্বর্ণ খচিত পাত্রটিসহ সকল মালামাল ফেরত দেয়। অবশেষে তার ওয়ারিশরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট মুকাদ্দমা পেশ করলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কোঃ)

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ

হীনাল্ অছিয়্যাতিছ্ না-নি যাও-'আদ্লিম্ মিন্কুম্ আও আ-খারা-নি মিন্ গাইরিকুম্ ইন্ আন্তুম্ দ্বোয়ারাব্তুম্

দুজন ন্যায়বান লোককে সাক্ষী রাখবে; অথবা অন্য দুজন, যদি তোমরা সফরে থাকা অবস্থায় এবং তোমাদের উপর

فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ

ফিল্ আরদ্বি ফাআছোয়া-বাত্কুম্ মুছীবাতুল্ মাওত্; তাহ্বিসূনাহুমা-মিম্ বা'দিছ্ ছলা-তি

মৃত্যুর মছিবত উপস্থিত হয়, তবে তোমাদের ব্যতীত অন্য লোকদের মাঝ থেকে দু'জন সাক্ষী রাখবে। সন্দেহ হলে নামাযের পর

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ

ফাইয়ুক্ব্ সিমা-নি বিল্লা-হি ইনির্ তাব্তুম্ লা-নাশ্তারী বিহী ছামানাওঁ অলাও কা-না যা-ক্বু রবা-অলা-নাক্তুমু

খাড়া করাবে এবং উভয়ে আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে যে, এ ব্যাপারে কোন মূল্য চাই না। যদি আত্মীয়ও হও; আল্লাহ্র

شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٧﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ

শাহা-দাতাল্লা-হি ইন্না ~ ইযাল্ লামিনাল্ আ-ছিমীন্। ১০৭। ফাইন্ 'উছিরা 'আলা ~ আন্নাহুমাস্ তাহাক্ব্ ক্বা ~ ইছ্মান্ ফাআ-খারা-নি

সাক্ষ্য গোপন করাব না; করলে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব। (১০৭) তারা দুজন অপরাধী বলে প্রকাশিত হলে যাদের অধিকার হরণ

يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا

ইয়াক্বু মা-নি মাক্বা-মাহুমা-মিনাল্লাযীনাস্ তাহাক্ব্ ক্বা 'আলাইহিমুল্ আওলাইয়া-নি ফাইয়ুক্ব্ সিমা-নি বিল্লা-হি লাশাহা-দাতুনা ~

করা হচ্ছিল তাদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী দাঁড় করাবে, তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে যে, আমাদের সাক্ষ্য

أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٨﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

আহাক্ব্ কু মিন্ শাহা-দাতিহিমা- অমা' তাদাইনা ~ ইন্না ~ ইযাল্ লামিনাজ্জোয়া-লিমীন্। ১০৮। যা-লিকা আদ্না ~

তাদের সাক্ষ্য হতে বেশি নির্ভরযোগ্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নি; করলে যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হব। (১০৮) এটাই উত্তম

أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ

আইঁ ইয়া'তূ বিশ্শাহা-দাতি 'আলা- অজ্ব্ হিহা ~ আও ইয়াখা-ফূ ~ আন্ তুরাদ্দা আইমা-নুম্ বা'দা আইমা-নিহিম্;

নিয়ম যে, লোক সঠিক সাক্ষ্য দান করবে অথবা ভয় করবে যে, শপথ গ্রহণের পর আবার অন্য শপথ নেয়া হবে ; আল্লাহ্কে

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٩﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ

অত্তাক্বু ল্লা-হা অস্মা'উ; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ১০৯। ইয়াওমা ইয়াজ্ব মা'উ ল্লা-হুর্

ভয় কর, শুন (তাঁর কথা); আর আল্লাহ অবাধ্য লোকদের সৎপথ দেখান না। (১০৯) যেদিন আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করে

১৪ ع ৮ 8 রুকু

الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ☆

রুসুলা ফাইয়াক্বু লু মা- যা ~ উজিব্তুম্; ক্বা-লূ লা- 'ইল্মা লা-না-; ইন্নাকা আন্তা 'আল্লা-মুল্ গুইয়ূব্।

জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি উত্তর পেলে? তারা বলবে, আমাদের তো কিছুই জানা নেই; আপনি তো গায়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত

ওয়াক্ফে গোফরান

۝١١٠ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ

১১০। ইয্ ক্বা-লাল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্না মার্ইয়ামায্ কুর্ নি'মাতী 'আলাইকা অ 'আলা-ওয়া-লিদাতিক্

(১১০) যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! আমার নেয়ামতের কথা স্মরণ কর যা তোমার ও তোমার মাতার

إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ

ইয্ আইঁ ইয়াত্তুকা বিরূহিল্ ক্বুদুসি তুকাল্লিমুন্ না- সা ফিল্ মাহ্দি অকাহ্লান্ অইয্

প্রতি ছিল। জিব্রাঈল দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছি, তুমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত

عَلَّمْتُكَ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ

'আ ল্লাম্তুকাল্ কিতা-বা অল্হিক্মাতা অত্তাওরা-তা অল্ ইন্জ্বীলা অইয্ তাখ্লুক্বু মিনাত্ত্বীনি

বয়সে -- তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছি; আর আমার অনুমতিতে মাটি দিয়ে

كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ

কাহাইয়াতিত্ত্বোয়াইরি বিইয্নী ফাতান্ফুখু ফীহা-ফাতাকূনূ ত্বোয়াইরাম্ বিইয্নী অতুব্রিউল্ আক্মাহা

পাখির আকৃতি গঠন করে ফুঁক দিলে, তা আমার হুকুমে উড়ত। আমার অনুগ্রহে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রুগীকে

وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي

অল্ আব্রাছোয়া বিইয্নী অইয্ তুখ্রিজুল্ মাওতা- বিইয্নী অইয্ কাফাফ্তু বানী ~

ভাল করতে, আমার হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে আর যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার ক্ষতি হতে

إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا

ইসরা — ঈলা 'আন্কা ইয্জ্বি'তাহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-

বারণ রেখেছিলাম; তুমি তাদের সামনে প্রকাশ্য নিদর্শন আনলে, তখন কাফেররা বলল, এতো শুধু

سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝١١١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ

সিহ্রুম্ মুবীন্। ১১১। অইয্ আওহাইতু ইলাল্ হাওয়া-রিয়্যীনা আন্ আ-মিনূ বী অবিরাসূলী

যাদু। (১১১) আর স্মরণ কর যখন হাওয়ারীদের কাছে ওহী পাঠালাম যে, তোমরা বিশ্বাস কর আমাকে ও আমার রাসূলকে।

قَالُوٓا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ۝١١٢ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

ক্বা-লূ ~ আ-মান্না-অশ্হাদ্ বিআন্নানা- মুস্লিমূন্। ১১২। ইয্ ক্বা-লাল্ হাওয়ারিয়ূনা ইয়া-'ঈসাব্না মারইয়ামা

তারা বলল, বিশ্বাস করলাম, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল, হে ঈসা ইবনে মরিয়াম!

টিকা-১. আয়াত-১১০ ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) কে একটি বিশেষ মু'জিযা দেয়া হয়েছে তা হল তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন। জন্ম গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে বা দোলনায় কথা-বার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু ঈসা (আঃ) শিশু অবস্থায় কথা বলা তো স্পষ্টই মু'জিযা। আর তাঁর জন্য পরিণত বয়সেও কথা বলা মু'জিযা। কেননা, এতে বুঝা যায় যে, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন। কারণ পরিণত বয়সের পূর্বেই তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ

হাল্ ইয়াসতাত্বী'উ' রব্বুকা আইঁ ইয়ুনায্যিলা 'আলাইনা-মা — য়িদাতাম্ মিনাস্ সামা — ই; ক্বা-লাত্তাকুল্লা-হা-ইন্
আকাশ হতে খাবার পাঠাবার শক্তি কি তোমার প্রতিপালকের আছে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যদি

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ

কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্ ।১১৩। ক্বা-লূ নূরীদু আন্ না''কুলা মিন্‌হা- অতাত্ব্‌মায়িন্না ক্বু-লূবুনা- অনা'লামা
তুমি মু'মিন হও। (১১৩) বলল, তা হতে কিছু খেয়ে আন্তরিক পরিতৃপ্তি লাভ করতে চাই; আর জানতে চাই যে,

أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

আন্ ক্বাদ্ ছদাক্ব্‌তানা-অনাকূনা 'আলাইহা- মিনাশ্ শা-হিদীন্ । ১১৪ । ক্বা-লা 'ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়ামা
তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ এবং তার সাক্ষী থাকতে চাই। (১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا

ল্লা-হুম্মা রব্বানা ~ আন্‌যিল্ 'আলাইনা- মা — য়িদাতাম্ মিনাস্ সামা — য়ি তাকূনু লানা-'ঈদাল্ লিআওয়্যালিনা-অ আ-খিরিনা-
হে রব! আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য পাঠাও, যা আমাদের ও আমাদের পূর্বের ও পরের সবার জন্য আনন্দস্বরূপ,

وَآيَةً مِّنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ

অ আ-ইয়াতাম্ মিন্‌কা, অরযুক্ব্‌না-অ আন্‌তা খাইরুর্ রা-যিক্বীন্ । ১১৫ । ক্বা-লাল্লা-হু ইন্নী মুনায্যিলুহা-'আলাইকুম্
আর তোমার নিদর্শন হবে । আমাদেরকে রিযিক দাও; তুমি উত্তম রিযিকদাতা। (১১৫) আল্লাহ বললেন, অবশ্যই আমি তা

فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۞

ফামাইঁ ইয়াকফুর্ বা'দু মিন্‌কুম্ ফাইন্নী ~ উ'আয্যিবুহূ 'আযা-বাল্‌লা ~ উ'আয্যিবুহূ ~ আহাদাম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্।
তোমাদের কাছে পাঠাব, তবে এরপর কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বের কাকেও দেব না।

১৫ ৭ ৫ রুকু

﴿١١٦﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ

১১৬। অ ইয ক্বা-লা ল্লা-হু ইয়া-'ঈসাব্‌না মারইয়ামা আ-আনতা ক্বু-ল্‌তা লিন্না-সিত্ তাখিযূনী অ
(১১৬) যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও

أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ

উম্মিয়া ইলা-হাইনি মিন্ দূনিল্লা-হ্; ক্বা-লা সুব্‌হা-নাকা মা- ইয়াকূনু লী ~ আন্ আক্বূ-লা মা- লাইসা
আমার মাকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর? বলবে,পবিত্রতা আপনার, আমার পক্ষে মোটেও উচিৎ নয় যাহা আমার অধিকারে

لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي

লী বিহাক্ব্; ইন্ কুন্‌তু ক্বু-ল্‌তুহূ ফাক্বাদ্ 'আলিম্‌তাহ্; তা'লামু মা-ফী নাফ্‌সী অলা ~ আ'লামু মা-ফী
নেই তা বলা। আর বলে থাকলে আপনি তো তা জানতেন, আপনি তো মনের খবর জানেন, আপনার অন্তরের খবর আমি

এক চতুর্থাংশ • ওয়াকফুন্নবী (ছাঃ)

نَفْسِكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖ

নাফ্সিক্ ; ইন্নাকা আন্তা 'আল্লা-মূল্ গুইয়ূব্। ১১৭। মা-ক্বুল্তু লাহুম্ ইল্লা-মা ~ আমারতানী বিহী ~
জানি না' নিশ্চয়ই আপনি গায়েব সম্পর্কে অবহিত। (১১৭) আমি তো বলিনি, হ্যাঁ, শুধু যা আপনার নির্দেশ আমার

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا

আনি'বুদুল্লা-হা রব্বী অরব্বাকুম্ অকুন্তু 'আলাইহিম্ শাহীদাম্ মা-দুম্তু ফীহিম্ ফালাম্মা-
ও তোমাদের রব আল্লাহ্র এবাদাত কর; আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম ততদিন যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম; যখন

تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾ اِنْ

তাওয়াফ্ফাইতানী কুন্তা আন্তার রাক্বীবা 'আলাইহিম্; অআন্তা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ১১৮। ইন্
তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই তো তত্ত্বাবধায়ক, আর সর্ব বিষয়ে আপনিই সাক্ষী। (১১৮) যদি

تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ

তু'আয্যিব্হুম্ ফাইন্নাহুম্ 'ইবা-দুকা, অ ইন্ তাগ্ফির্ লাহুম্ ফাইন্নাকা আনতাল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ১১৯। ক্বা-লা
শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (১১৯) আল্লাহ্

اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

ল্লা-হু হা-যা- ইয়াওমু ইয়ান্ফা'উছ্ ছোয়া-দ্বিক্বীনা ছিদ্ক্বুহুম্; লাহুম্ জান্না-তুন্ তাজ্রী মিন্ তাহ্তিহাল
বলবেন, আজকের দিনে সত্যবাদীরা সততার জন্য উপকৃত হবে ; তাদের জন্য জান্নাত, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা।

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্হুম্ অরাদ্বূ 'আন্হু; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম।
আর সেখানে তারা চিরদিন থাকবে: আল্লাহ্ তাদের প্রতি এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই বড় সাফল্য।

১৬ ع ৫ ৬ রুকু

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾

১২০। লিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অমা- ফীহিন্না; অহুঅ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্।
(১২০) আসমান, যমীন ও এদের মধ্যকার সব কিছু আল্লাহর; আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সূরা আন্'আম
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৬৫
রুকূ ঃ ২০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ﴿١﴾

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বোয়া অ জ্বা'আলাজ্জুলুমা-তি অন্নূর্;
(১) সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্র, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করছেন তিনি আঁধার ও আলো সৃষ্টি করছেন ;

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝٢ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ

ছুম্মাল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্ ইয়া'দিলূন্। ২। হুঅল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ ত্বীনিন্ ছুম্মা
তারপরও কাফেররা রবের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে মৃত্যুর সময়

قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝٣ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ

ক্বাদ্বোয়া ~ আজ্বালা-; অআজ্বালুম্ মুসাম্মান্ 'ইন্দাহূ ছুম্মা আন্‌তুম্ তাম্‌তারূন্। ৩। অহুঅল্লা-হু ফিস্ সামা-ওয়া-তি
নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাঁর কাছে বস্তুর নির্দিষ্ট কাল আছে; তারপরও তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ আসমান ও

وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝٤ وَمَا تَأْتِيهِمْ

অ ফিল্ আরদ্ব্; ইয়া'লামু সিররাকুম্ অজ্বাহ্‌রাকুম্ অ ইয়া'লামু মা-তাক্‌সিবূন্। ৪। অ মা-তা''তীহিম্
যমীনে; তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন, তোমাদের অর্জিত সব কিছুও তিনি জানেন। (৪) আর রবের পক্ষ থেকে

مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝٥ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا

মিন্ আ-ইয়াতিম্ মিন্ আ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ ইল্লা- কানূ-'আন্‌হা- মু'রিদ্বীন্। ৫। ফাক্বাদ্ কায্‌যাবূ বিল্‌হাক্ব্ক্বি লাম্মা-
যে নিদর্শনই এসেছে, তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। (৫) অনন্তর তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে যখনই তাদের কাছে

جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝٦ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ

জ্বা — য়াহুম্; ফাসাওফা ইয়া''তীহিম্ আম্‌বা — উ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিউন্। ৬। আলাম্ ইয়ারাও কাম্
সত্য এসেছে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত। শীঘ্রই তার খবর তাদের কাছে পৌছবে। (৬) তারা কি দেখে না, ইতোপূর্বে

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا

আহ্‌লাক্‌না-মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ মিন্ ক্বার্‌নিম্ মাক্কান্না-হুম্ ফিল্ আরদ্বি মা-লাম্ নুমাক্কিল্ লাকুম্ অ আর্‌সাল্‌নাস্
কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তাদেরকে আমি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যা তোমাদেরকে করি নি। আর

السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

সামা — আ 'আলাইহিম্ মিদ্‌রা-রাওঁ অজ্বা'আল্‌নাল্ আন্‌হা-রা তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহিম্ ফাআহ্‌লাক্‌না-হুম্
আমি তাদের উপরে অঝোর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি আর তাদের নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত করেছি। অতঃপর তাদের পাপের

ফযীলত ঃ সূরা আনআমঃ সূরা আনআমই একমাত্র এমন একটি সূরা যা আদ্যপান্ত এক সাথে একই সময়ে নাযিল হয়। এটি রাতের বেলা নাযিল হয়। তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমানের প্রান্তভাগে সমবেত অবস্থায় নানান স্তুতি যপে লিপ্ত ছিলেন যার কলরবে চতুর্দিক মুখরিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও তাদের সঙ্গে দুবার উচ্চারণ করে সেজদায় পতিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করে তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা রাত-দিন দোয়া করতে থাকেন। শানেনুযূল ঃ এই পবিত্র সূরা মক্কায় নাযিল হয়। তফসীরকাররা মদিনায় অবতারিত সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার পূর্বে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (ছঃ)– এর মক্কা অবস্থানের শেষ বছরে এই সূরার অবতারণকাল নির্দেশ করেছেন। তাঁরা আরও নির্দেশ করেছেন যে, এই সূরার সমস্ত অংশ একবারে এবং একই সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। (তঃ ইবনে আব্বাস ও কবির)।
নামকরণ ঃ পৌত্তলিক কাফেররা মূর্তি-পূজার সাথে যে সকল অনুষ্ঠানে অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র শরীক নির্ধারণ করে থাকে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব-জন্তু তাদের কল্পিত দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ অথবা বলিদান করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এই সূরার 'আন'আম' নামকরণ যে বিশেষ উপযোগী হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সূরা ১৬৬ আয়াতে এবং ২০ রুকূতে বিভক্ত হয়েছে। কেউ কেউ এর আয়াত সংখ্যা ১৬৫ বলেও নির্দেশ করেছেন। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত- ৬ ঃ ইবনে হারেছ, নওফল ইবনে খোয়াইলিদ এবং ইবনে উমাইয়া মাখযুমী রাসূল (ছঃ) কে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা ঈমান আনব না যাবত তোমার নিকট প্রকাশ্যে কোন ফেরেশতা আগমন না করে, আর তাঁর নিকট এমর্মে কোন লিপিকারও থাকতে হবে যে, তুমি সত্যই আল্লাহর রাসূল এবং এ মর্মে তাদেরকে সাক্ষ্যও প্রদান করতে হবে। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝٧ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

বিযুনূবিহিম অআন্শা'না-মিম বা'দিহিম্ ক্বারনান্ আ-খারীন্। ৭। অলাও নাযযাল্না- 'আলাইকা কিতা-বান্ ফী
কারণে ধ্বংস করেছি; তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। (৭) আর যদি নাযিল করতাম আপনার কাছে

قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

ক্বির্ত্বোয়া-সিন্ ফালামাসূহু বিআইদীহিম্ লাক্ব-লাল্লাযীনা কাফারু ~ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-সিহ্রুম্ মুবীন।
কাগজে লিখিত কিতাব আর তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করত, তবুও কাফেররা অবশ্যই বলত, এতে সুস্পষ্ট যাদু।

۝٨ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ

৮। অক্বা-লূ লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি মালাক; অলাও আন্যাল্না- মালাকাল্ লাক্বুদ্বিয়াল্ আম্রু ছুম্ম লা- ইয়ুন্জোয়ারূন্।
(৮) বলে, ফেরেশতা আসে না কেন? ফেরেশ্তা পাঠালে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেতো তখন তারা অবকাশ পেত না।

۝٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝١٠ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

৯। অলাও জ্বা'আল্না-হু মালাকাল্ লাজ্বা'আল্না-হু রাজুলাওঁ অলালাবাস্না-'আলাইহিম্ মা-ইয়াল্বিসূন্ ।১০। অ লাক্বাদিস্ তুহ্যিয়া
(৯) ফেরেশতা রাসূল করে পাঠালে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং তাদেরকে এখনকারমত সন্দেহে ফেলতাম। (১০) নিশ্চয়ই

ع ১ ১০ ৭ রুকু

بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ফাহা-ক্বা বিল্লাযীনা সাখিরূ মিনহুম মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন্।
আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সাথেও উপহাস করেছে, যা নিয়ে তারা উপহাস করত তা তাদেরকে ঘিরে ধরেছিল।

۝١١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

১১। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আর্দ্বি ছুম্মান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-কিবাতুল্ মুকায্যিবীন।
(১১) বলুন, যমীনে ভ্রমণ কর, দেখ কিরূপ হয়েছে তাদের পরিণাম যারা অস্বীকার করেছে।

۝١٢ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

১২। ক্বুল্লিমাম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব ; ক্বুল্ লিল্লা-হ্; কাতাবা 'আলা-নাফ্সিহির্ রহ্মাহ্;
(১২) বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু কার? বলুন, আল্লাহ্র; তিনি নিজেই রহমতের দায়িত্ব নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا

লাইয়াজ্মা'আন্নাকুম্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রাইবা ফীহ্; আল্লাযীনা খাসিরূ আন্ফুসাহুম্ ফাহুম্ লা-
আখেরাতে তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন; যারা ক্ষতি করে তারা ঈমান •

যোগসূত্র ঃ আয়াত-৭ঃ পূর্বের আয়াতে কাফেরদের অস্বীকৃতিত এবং উপেক্ষার বর্ণনা ছিল যা তাওহীদের সাথে সম্পর্ক ছিল। অত্র আয়াতে তাদের সেই মিথ্যা আরোপ ও হঠধর্মীতে তাদের দৃঢ় থাকার বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণিত এই বিষয়দ্বয় মূলতঃই তাদের ক্রমপর্যায়ের অপরাধ তাই উক্ত ক্রমে উল্লেখ করা হয়। (বঃ কোঃ)
আয়াত-১০ঃ এতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের এরূপ চালচলন নতুন কিছু নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও তারা এরূপ চালচলনই করেছিল। (বঃ কোঃ)

يُؤْمِنُوْنَ ⑬ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑭ قُلْ

ইয়ু''মিনূন্ ।১৩। অলাহূ মা-সাকানা ফিল্লাইলি অন্নাহা-র্; অহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ১৪। ক্বুল্
আনবে না। ১৩। তাঁরই জন্য রাতে ও দিনে যারা অবস্থান করে; তিনি সর্বশ্রোতা, বিজ্ঞ। (১৪) বলুন,

أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ

আগাইরাল্লা-হি আত্তাখিযু অলিয়্যান্ ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অহুঅ ইয়ুত্ব্'ইমু অলা-ইয়ুত্ব্'আম্;
আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কি সহায় বানাব? তিনি আহার দেন, তাঁকে কেউ আহার দেয় না,

قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ক্বুল্ ইন্নী ~ উমির্তু আন্ আকূনা আওয়্যালা মান্ আস্লামা অলা- তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্।
বলুন, প্রথম মুসলিম হওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, আপনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন।

⑮ قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑯ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ

১৫। ক্বুল্ ইন্নী ~ আখা-ফু ইন্ 'আছোয়াইতু রব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ১৬। মাইঁ ইয়ুছ্রাফ 'আনহু
(১৫) বলুন, আমি যদি রবের নাফরমানি করি, তবে মহাদিনের শাস্তির ভয় করি। (১৬) সেদিন যাকে রক্ষা করা হবে

يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ⑰ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا

ইয়াওমায়িযিন্ ফাক্বাদ্ রহিমাহূ; অযা-লিকাল্ ফাওযুল্ মুবীন্। ১৭। অইঁ ইয়াম্সাস্কাল্লা-হু বিদ্বুররিন ফালা-
শাস্তি হতে, সে-ই তাঁর অনুগ্রহ পাবে; এটাই সুস্পষ্ট সফলতা। (১৭) আর আল্লাহ আপনাকে ক্ষতিতে ফেললে,

كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑱ وَهُوَ

কা-শিফা লাহূ ~ ইল্লা-হু অইঁ ইয়াম্সাস্কা বিখাইরিন ফাহুঅ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।১৮। অ হুঅল
তিনি ভিন্ন কেউ তা দূর করার নেই। তিনি যদি মঙ্গল করেন তবে তিনিই সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (১৮) আর তিনি

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ⑲ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ

ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহ্; অহুঅল হাকীমুল্ খাবীর্। ১৯। ক্বুল আইয়্যু শাইয়িন্ আক্বারু শাহা-দাহ্;
স্বীয় বান্দাহ্দের উপর পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞ, হেকমত ওয়ালা। (১৯) বলুন, সাক্ষ্য দানে বড় কে? বলে দিন.

قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ

ক্বুলিল্লা-হু শাহীদুম্ বাইনী অবাইনাকুম্ অ উহিয়া ইলাইয়্যা হা-যাল্ ক্বুর্আ-নু লিউন্যিরাকুম্
আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, এ কোরআন আমার প্রতি নাযিল হয়েছে যেন তা তোমাদেরকে ও যার

بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۗ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى ۗ قُلْ لَّآ أَشْهَدُ ۚ

বিহী অমাম্ বালাগ্; আয়িন্নাকুম্ লাতাশ্হাদূনা আন্না মা'আল্লা-হি আ-লিহাতান্ উখরা-; ক্বুল্ লা ~ আশ্হাদু,
কাছে পৌছে তাকে সাবধান করি; তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ আছে? বলুন, এমন সাক্ষ্য

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝٢٠ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

কু্ল্ ইন্নামা-হুঅ ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুওঁ অইন্নানী বারী — উম্ মিম্মা-তুশরিকূন্। ২০। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা
আমি দেই না; বলুন, তিনি একমাত্র ইলাহ্। তোমরা যে শরীক কর তা থেকে আমি মুক্ত। (২০) যাদেরকে কিতাব দিলাম

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ☆

ইয়া'রিফূনাহূ কামা-ইয়া'রিফূনা আব্না — আহুম্। আল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্ফুসাহুম ফাহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্।
তারা তাঁকে আপন সন্তানদের মত চিনে; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান আনবে না।

۝٢١ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

২১। অমান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্; ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুজ্
(২১) যে আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলে বা তাঁর আয়াতকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় যালিম কে? জালিমরা কখনও

الظّٰلِمُوْنَ ۝٢٢ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ

জোয়া-লিমূন্। ২২। অইয়াওমা নাহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন্ ছুম্মা নাকু্লু লিল্লাযীনা আশ্রাকূ ~ আইনা
সফল হবে না। (২২) স্মরণ কর, যেদিন তাদের সবাইকে একত্র করব, তারপর মুশরিকদের বলব, তোমাদের

شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝٢٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا

শুরাকা — উ কুমুল্লাযীনা কুন্তুম্ তায্'উমূন্। ২৩। ছুম্মা লাম্ তাকুন্ ফিত্নাতুহুম্ ইল্লা ~ আন্ কা-লূ
দাবী করা শরীকরা কোথায়? (২৩) তাদের কোন ওযর পেশ করার মত থাকবে না বরং বলবে, আমাদের রব আল্লাহর

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۝٢٤ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

অল্লা-হি রব্বিনা- মা- কুন্না- মুশ্রিকীন্। ২৪। উন্জুর্ কাইফা কাযাবূ 'আলা ~ আন্ফুসিহিম্ অদ্বোয়াল্লা 'আন্হুম্
কসম; আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখুন, নিজেদেরই বিরুদ্ধে তারা কেমন মিথ্যা বলছে। আর তাদের মিথ্যা

مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢٥ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً

মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্।২৫। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াস্তামি'উ ইলাইকা অজা'আল্না-'আলা- কু্লূবিহিম্ আকিন্নাতান্
রচনা নিস্ফল হল? (২৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান পাতে; আমি তাদের অন্তরে আবরণ ফেলে রেখেছি

اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ

আইঁ ইয়াফ্কাহূহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্ব্রা-; অইঁ ইয়ারাও কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইয়ু'মিনূ বিহা-;
যেন তারা বুঝতে না পারে, তাদের কানে আছে বধিরতা; যদি তারা সকল নিদর্শন দেখেও তারা তাতে ঈমান আনবে না;

আয়াত-২৪ ঃ কতিপয় মুফাসসিরের মতে যারা মিথ্যা কসম খেয়ে তাদের শিরক করাকে অস্বীকার করবে, তারা হল সেসব লোক যারা সরাসরি সৃষ্ট জীবকে আল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি করে নি। তবে তারা আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বন্টন করে দিয়েছে। (বাহারে মুহীত) শানেনুযূল ঃ আয়াত- ২৫ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, আবুসুফিয়ান ইবনে হরব, অলীদ ইবনে মুগীরা, নযর ইবনে হারছ, ওতবা ও শায়বা ইবনে রবীয়া এবং উমাইয়া ও উবাই ইবনে খলফ্ রাসূল (ছঃ)-এর কুরআন পাঠ শুনে সকলেই নযরকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি বুঝলে? সে বলল, এসব কিছুতে কেবল মুহাম্মদের ঠোঁট নাড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু বুঝা যায় না, মনে হয় পুরানো কিছু গল্প বলছে যেমন আমি বলে থাকি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ

হাত্তা ~ ইয়া- জ্বা — ঊ কা ইয়ুজ্বা-দিলূনাকা ইয়াকূ্লুল্লাযীনা কাফারূ ~ ইন্ হা ~ যা ~ ইল্লা আসা-ত্বীরুল্

এমন কি যখন আপনার কাছে এসে তর্ক করে, তখন যারা কাফের তারা বলে যে, এটা তো শুধু পুরান

الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ

আওয়্যালীন্। ২৬। অহুম্ ইয়ান্হাওনা ‘আন্হু অইয়ান্আওনা ‘আন্হু অইঁ ইয়ুহ্লিকূনা ইল্লা ~ আন্ফুসাহুম্

কাহিনী। (২৬) আর তারা তা থেকে অন্যকে বিরত রাখে আর নিজেরাও বিরত থাকে; তারা নিজেকেই ধ্বংস করে, অথচ বুঝেও

وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا

অমা- ইয়াশ্‘উরূন্। ২৭। অলাও তারা ~ ইয্ উক্বিফূ ‘আলান্না-রি ফাক্বা-লূ ইয়া-লাইতানা- নুরাদ্দু অলা-

তারা বুঝে না (২৭) দোযখের পাশে তাদের অবস্থান যদি দেখতেন। তখন তারা বলে, হায়! যদি পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরিত

نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٨﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ

নুকায্যিবা বিআ-ইয়া-তি রব্বিনা- অনাকূনা মিনাল্ মু’’মিনীন্। ২৮। বাল্ বাদা-লাহুম মা-কা-নূ ইয়ুখ্ফূনা

হতাম, তবে রবের আয়াতকে অস্বীকার করতাম না, মুমিন হয়ে যেতাম। (২৮) না, ইতোপূর্বে তারা যা গোপন করত

مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ

মিন্ ক্বাব্ল; অলাও রুদ্দূ লা ‘আ-দূ লিমা- নুহূ ‘আন্হু অইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ২৯। অক্বা-লূ ~ ইন্

এখন তা প্রকাশিত হয়েছে; তারা ফিরলে নিষিদ্ধ কাজ আবার করবে নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) আর তারা বলে,

هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ

হিয়া ইল্লা- হাইয়া-তুনাদ্দুন্ইয়া-অমা- নাহ্নু বিমাব্‌উ’ছীন্। ৩০। অলাও তারা ~ ইয্ উক্বিফূ ‘আলা-রব্বিহিম্;

পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩০) আর আল্লাহর সামনে তাদের অবস্থান যদি

قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا

ক্বা-লা আলাইসা হা-যা- বিল্হাক্ব্; ক্বা-লূ বালা-অরব্বিনা-; ক্বা-লা ফাযূকুল্ ‘আযা-বা বিমা-

আপনি দেখতেন? বলবেন, এটা কি সত্য নয় বলবে, হ্যাঁ রবের শপথ; বলবেন, কুফ্রীর কারণে

كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣١﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَتْهُمُ

ع ١٠ ৩ ৯ রুকু

কুন্তুম্ তাক্ফুরূন্। ৩১। ক্বাদ্ খাসিরাল্লাযীনা কায্যাবূ বিলিক্বা —য়িল্লা-হ্; হাত্তা ~ ইযা- জ্বা — য়াত্হুমুস্

শাস্তি ভোগ কর। (৩১) নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহর সাক্ষাতকে যারা মিথ্যা বলেছে, এমনকি হঠাৎ যখন তাদের

السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ

সা-‘আতু বাগ্তাতান্ ক্বা-লূ ইয়া-হাস্রাতানা-‘আলা-মা-ফার্‌রাত্ব্না-ফীহা- অহুম্ ইয়াহ্মিলূনা আওযা-রাহুম্

নিকটে কিয়ামত উপস্থিত হবে, তখন তারা বলবে হায়! কতই না অবহেলা করছি। আর তারা তাদের পাপের

عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ

'আলা-জুহূরিহিম্; আলা- সা — য়া মা- ইয়াযিরূন্। ৩২। অমাল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া ~ ইল্লা-লা'ইবুঁও অলাহ্‌উন্;

বোঝা বহন করবে; তাদের বোঝা কতই না নিকৃষ্ট। (৩২) পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা বৈ কিছু নয়;

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٣﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ

অলাদ্দা-রুল্ আ-খিরাতু খাইরুল্ লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূনা আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৩৩। ক্বাদ্ না'লামু ইন্নাহূ

মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম। (৩৩) আমি অবশ্যই বুঝি, তাদের উক্তিসমূহ

لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

লা-ইয়াহ্‌যুনুকাল্লাযী ইয়াক্বূলূনা ফাইন্নাহুম্ লা-ইয়ুকায্‌যিবূনাকা অলা-কিন্নাজ্জোয়া-লিমীনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি

আপনাকে চিন্তিত করে কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যা বলে না বরং যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতকে

يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا

ইয়াজ্‌হাদূন্। ৩৪। অলাক্বাদ্ কুয্‌যিবাত্ রুসুলুম্ মিন্ ক্বাব্‌লিকা ফাছোয়াবারূ 'আলা মা- কুয্‌যিবূ

অস্বীকার করে। (৩৪) আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল আপনার পূর্বে বহু রাসূলকে। মিথ্যা প্রচার ও কষ্ট সহ্য করছিলেন

وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ

অউযূ হাত্তা ~ আতা-হুম্ নাছরুনা-অলা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিল্লা-হি অলাক্বাদ্ জ্বা — য়াকা মিন্

আমার সাহায্য তাদের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত। আর আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন হয় না; রাসূলদের কিছু খবর তো

نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٥﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ

নাবায়িল্ মুর্‌সালীন্। ৩৫। অইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকা ই'রা-দুহুম্ ফাইনিস্‌তাত্বোয়া'তা

আপনার কাছে এসেছে। (৩৫) আর যদি তাদের উপেক্ষা আপনার কাছে অসহনীয় হয়, তবে শক্তি থাকলে অন্বেষণ

اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

আন্ তাব্‌তাগিয়া নাফাক্বান্ ফিল্ আর্‌দ্বি আও সুল্লামান্ ফিস্ সামা — য়ি ফাতা" তিয়াহুম্ বিআ-ইয়াহ্; অলাও শা — য়াল্লা-হু

করে নিন ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ কিংবা আকাশে কোন সিঁড়ি এবং তাদের জন্য নিদর্শন আনুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٦﴾ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ

লাজ্বামা'আহুম্ 'আলাল্ হুদা-ফালা-তাকূনান্না মিনাল্ জ্বা-হিলীন্। ৩৬। ইন্নামা-ইয়াস্‌তাজ্বীবুল্লাযীনা

সকলকে সৎপথে একত্র করতেন। অতএব, আমি দলভুক্ত হব না অজ্ঞ মূর্খদের। (৩৬) তারাই আহ্বানে সাড়া দেয় যারা

• অর্থাংশ ওয়াকফে গোফরান

আয়াত-৩১ ঃ হাদীসে আছে, ক্বিয়ামতের দিনে সৎ লোকদের আ'মল তাদের বাহন হবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজ-কর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৩২ ঃ এখানে পার্থিব জীবনকেই খেলা-ধূলার বস্তু বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং যে সকল কার্যকলাপ পরকালের সহায় নয় শুধু সেগুলোকেই খেলা-ধূলার বস্তু বলা হয়েছে। (বঃ কোঃ) আয়াত-৩৪ ঃ ইমাম সুদ্দী (রঃ) হতে বর্ণিত একবার দু'জন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবূ জাহেলের মধ্যে সাক্ষাত হলে আখনাস আবূ জাহেলকে জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা কি? আবূ জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, মুহাম্মদ (ছঃ) সত্যবাদী। কিন্তু কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই' এসব গৌরব ও মহত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হবে, একথা আমরা মেনে নিতে পারি না। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। (তাফঃ মাযঃ)

يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ

ইয়াস্মা'উন্; অল্মাওতা- ইয়াব্'আছুহুমুল্লা-হু ছুম্মা ইলাইহি ইয়ুরজা'উন্ ।৩৭। অক্বা-লূ লাওলা-নুযযিলা

আন্তরিকতার সাথে শোনে; আল্লাহ মৃতদের পুনর্জীবিত করবেন; পরে তাঁর দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন। (৩৭) তারা বলে, রবের

عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

'আলাইহি আ-ইয়াতুম্ মির্ রব্বিহ্; ক্বুল্ ইন্নাল্লা-হা ক্বা-দিরুন্ 'আলা ~ আঁই য়ুনায্যিলা আ-ইয়াতাওঁ অলা-কিন্না আক্ছারাহুম্ লা-

নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদর্শন নাযিলে সক্ষম, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা

يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

ইয়া'লামূন্। ৩৮। অমা-মিন্ দা —ব্বাতিন্ ফিল্ আরদ্বি অলা-ত্বোয়া — য়িরিই ইয়াত্বীরু বিজ্বানা-হাইহি ইল্লা ~ উমামুন্

বুঝে না। (৩৮) সমগ্র জগতে যত প্রকার বিচরণশীল জীব বা ডানার সাহায্যে উড়ন্ত পাখী তারা সকলে তোমাদের

أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَ

আম্ছা-লুকুম; মা-ফার্রাত্ব্না ফিল্ কিতা-বি মিন্ শাইয়িন্ ছুম্মা ইলা-রব্বিহিম্ ইয়ুহ্শারূন্। ৩৯। অল্

মত একটি উম্মত (২); কিতাবে কিছুই বাদ দেই নি; পরে সকলকে রবের কাছে একত্র করা হবে। (৩৯) যারা

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ

লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ছুম্মুওঁ অবুক্মুন্ ফিজ্জুলুমা-ত্; মাই ইয়াশায়িল্লা-হু ইয়ুদ্ব্লিল্হু

আমার আয়াতকে মিথ্যা জানে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী

وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ

অমাই ইয়াশাইয়াজ্ব্'আল্হু 'আলা- ছিরা-ত্বিম্ মুসতাক্বীম্। ৪০। ক্বুল্ আরায়াইতাকুম্ ইন্ আতা-কুম্ 'আযা-বু

করেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে রাখেন। (৪০) বলুন, বল তো দেখি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শাস্তি বা কিয়ামত

اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ

ল্লা-হি আও আতাত্কুমুস্ সা-'আতু আগাইরাল্লা-হি তাদ্'উনা ইন্ কুনতুম্ ছোয়া-দিক্বীন। ৪১। বাল্ ইয়্যা-হু

আসলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাকেও ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তখন কেবল

تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ وَ

তাদ্'উনা ফাইয়াক্শিফু মা- তাদ্'উনা ইলাইহি ইন্ শা —য়া অতানসাওনা মা-তুশরিকূন্। ৪২। অ

তাকেই ডাকবে; ইচ্ছে করলে দূর করতে পারেন; (ঐ সময়) তোমরা শরীকদের ভুলে যাবে। (৪২) আপনার

لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

লাক্বাদ আর্সাল্না ~ইলা ~ উমামিম্মিন্ ক্বাব্লিকা ফাআখায্না-হুম্ বিলবা"সা — য়ি অদ্দ্বোয়ারবা — য়ি লা'আল্লাহুম্

পূর্বেও জাতির কাছে রাসূল প্রেরণ করেছি ; তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, যেন তারা

ওয়াক্বেফে মানযিল

৪ ع ১১ ১০ রুকু

يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ

ইয়াতাদ্বোয়াররা'উন্। ৪৩। ফালাওলা ~ ইয্ জ্বা — য়াহুম্ বা''সুনা-তাদ্বোয়াররা'উ অলা-কিন্ ক্বাসাত্ কু্লূবুহুম্ অযাইয়্যানা
বিনীত হয়। (৪৩) অতঃপর যখন তাদের উপর আমার শাস্তি আসল তখন তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হল,

لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৪৪। ফালাম্মা-নাসূ মা-যুক্কিরূ বিহী ফাতাহ্না-'আলাইহিম্
আর শয়তান তাদের কৃতকর্মকে শোভন করে দেখাল। (৪৪) অতঃপর যখন তারা উপদেশ ভুলে গেল, সকল কিছুর দরজা

أَبْوٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰىٓ إِذَا فَرِحُوا بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ *

আব্ওয়া-বা কুল্লি শাইয়িন্ হাত্তা ~ ইযা-ফারিহূ বিমা ~ উতূ ~ আখায্না-হুম্ বাগ্তাতান্ ফাইযা-হুম্ মুব্লিসূন্।
খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সকল কিছু পেয়ে উল্লসিত, তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম, তখন তারা নিরাশ হল।

﴿٤٥﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ

৪৫। ফাক্বুত্বি'আ দা-বিরুল্ ক্বাওমিল্লাযীনা জোয়ালামূ; অল্হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৪৬। ক্বুল্ আরায়াইতুম্
(৪৫) পরিশেষে জালিম কাওমের মুলোৎপাটিত হল; সকল প্রশংসা সারা জাহানের রব আল্লাহ্র। (৪৬) বলুন, তোমরা ভেবে

إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

ইন্ আখাযাল্লা-হু সাম্'আকুম্ অ আব্ছোয়া-রাকুম্ অখাতামা 'আলা-ক্বুলূ বিকুম্ মান্ ইলা-হুন্ গাইরুল্লা-হি
দেখেছে কি? যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে সীল করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া

يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ

ইয়া''তীকুম্ বিহী; উন্জুর্ কাইফা নুছোয়াররিফুল্ আ-ইয়া-তি ছুম্মা হুম্ ইয়াছ্দিফূন্। ৪৭। ক্বুল্ আরায়াইতাকুম্
কোন্ ইলাহ্ তোমাদিগকে তা ফিরিয়ে দেয়; দেখ কিভাবে আয়াত বর্ণনা করি, তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) বলুন,

إِنْ أَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُونَ *

ইন্ আতা-কুম্ 'আযা-বুল্লা-হি বাগ্তাতান্ আও জ্বাহ্রাতান্ হাল্ ইয়ুহ্লাকু ইল্লাল্ ক্বাওমুজ্জোয়া-লিমূন্।
বল তো দেখি, আল্লাহর আযাব হঠাৎ বা প্রকাশ্যে আপতিত হলে জালিম কাওম ছাড়া অন্য কেউ ধ্বংস হবে কি?

﴿٤٨﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ فَمَنْ اٰمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا

৪৮। অমা-নুরসিলুল্ মুর্সালীনা ইল্লা-মুবাশ্শিরীনা অমুন্যিরীনা ফামান্ আ-মানা অআছ্লাহা ফালা-
(৪৮) আমি তো পাঠাচ্ছি রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই অতঃপর যে ঈমান আনে ও সংশোধিত হয়,

আয়াত-৪৫ ঃ হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে যখন টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তার মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন। এক ঃ প্রত্যেক কাজে মমতা ও মধ্যবর্তীতা। দুইঃ সাধুতা ও পবিত্রতা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তাদের জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নেয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নিবে যে, তাকে ঢিল দেয়া হয়েছে। তার এই ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। (ইবঃ কাঃ)

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ

খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম ইয়াহ্যানূন। ৪৯। অল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ইয়ামাস্সু হুমুল 'আযা-বু

তার নেই কোন ভয়, নেই কোন দুঃখ। (৪৯) আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের উপর আমার

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ

বিমা-কা-নূ ইয়াফ্সুকূন্। ৫০। কুল্ লা ~ আকূলু লাকুম্ 'ইনদী খাযা — ইনুল্লা -হি অলা~ আ'লামুল্

শাস্তি আপতিত হবে। (৫০) বলুন, আমি বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আছে; আমি অদৃশ্য বিষয়

الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ

গাইবা অলা ~ আকূলূ লাকুম্ ইন্নী মালাকুন্ ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা- মা- ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা; কুল্ হাল্

সম্বন্ধেও জানি না; আমি একথা বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমি শুধু অহীর অনুসরণ করি; যা আমার প্রতি নাযিল হয়;

يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ

ইয়াস্তাওয়িল্ আ'মা- অল্ বাছীর; আফালা- তাতাফাক্কারূন্। ৫১। অ আন্যির্ বিহিল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনা

বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না? (৫১) এটা (কোরআন) দ্বারা ঐসব লোককে সতর্ক করুন

৫ ع ৯ ১১ রুকু

أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

আইঁ ইয়ুহ্শারূ ~ ইলা-রব্বিহিম্ লাইসা লাহুম্ মিন্ দূনিহী অলিয়্যুওঁ অলা- শাফী'উল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াত্তাকূন্।

যারা ভয় করে রবের দরবারে সমবেত হওয়ার; তিনি ছাড়া কোন অবিভাবক ও সুপারিশকারী নেই; যেন মুত্তাকী হতে পারে।

﴿٥٢﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا

৫২। অলা তাত্‌রুদিল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা রব্বাহুম্ বিল্‌গাদা-তি অল্'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা অজ্‌হাহূ; মা-

(৫২) আর যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে ডাকে তাদেরকে তাড়াবেন না; তাদের

عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

'আলাইকা মিন্ হিসা-বিহিম্ মিন্ শাইয়িঁও অমা-মিন্ হিসা-বিকা 'আলাইহিম্ মিন্ শাইয়িন ফাতাত্‌রুদাহুম্

কোন কর্মের হিসাব আপনার দায়িত্বে নয়, আপনার কোন কর্মের হিসাবও তাদের উপর নয়; তাড়ালে জালিমদের

فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٣﴾ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ

ফাতাকূনা মিনাজোয়া-লিমীন্। ৫৩। অ কাযা-লিকা ফাতান্না- বা'দ্বোয়াহুম্ বিবা'দ্বিল্ লিইয়াকূলূ ~ আহা ~ উলা — য়ি মান্না

অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৫৩) আমি এভাবে একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করছি যেন তারা বলে- আল্লাহ কি আমাদের

اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ

ল্লা- হু 'আলাইহিম্ মিম্ বাইনিনা-; আলাইসাল্লা-হু বিআ'লামা বিশ্‌শা-কিরীন্। ৫৪। অইযা-জ্বা — য়াকাল্লাযীনা

মধ্যে এদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে জানেন না?(৫৪) আর যখন আমার আয়াতে বিশ্বাসীরা

يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ

ইয়ু"মিনূনা বিআ-ইয়া-তিনা-ফাক্বু-ল্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ কাতাবা রব্বুকুম্ 'আলা-নাফ্‌সিহির্ রহ্‌মাতা আন্নাহূ মান্ 'আমিলা
আপনার কাছে আসে, তখন বলুন, তোমাদের প্রতি তোমাদের রব রহমতকে স্বীয় দায়িত্বে নির্ধারণ করেছেন। তোমাদের

مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٥﴾ وَ

মিন্‌কুম্ সু — য়াম্ বিজাহা-লাতিন্ ছুম্মা তা-বা মিম্ বা'দিহী ওয়া আছ্‌লাহা ফাআন্নাহূ গাফূরুর্ রহীম। ৫৫। অ
কেউ অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ করে তারপর তওবা করলে ও সংশোধন হলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৫৫) এভাবে

৬ ع ৫ ১২ রুকু

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٦﴾ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ

কাযা-লিকা নুফাছ্‌ছিলুল্ আ-ইয়া-তি অ লিতাস্‌তাবীনা সাবীলুল্ মুজ্‌রিমীন্। ৫৬। ক্বু-ল্ ইন্নী নুহীতু আন্
আমি আয়াত বর্ণনা করি, যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়। (৫৬) বলুন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা

اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ

আ'বুদাল্লাযীনা তাদ্‌'ঊনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; ক্বু-ল্ লা ~ আত্তাবি'উ আহ্‌ওয়া — য়াকুম্ ক্বাদ্ দ্বোয়ালাল্‌তু
ডাক, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে; বলুন, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ আমি করি না; করলে আমি

اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ

ইযাওঁ অমা ~ আনা মিনাল্ মুহ্‌তাদীন্। ৫৭। ক্বু-ল্ ইন্নী 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রব্বী অকায্‌যাব্‌তুম্ বিহ্;
পথভ্রষ্ট হব; সৎপথপ্রাপ্ত হব না। (৫৭) বলুন, আমি রবের স্পষ্ট প্রমাণের উপর কায়েম আছি, অথচ তোমরা ওকে মিথ্যা

مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ

মা- 'ইন্‌দী মা- তাস্‌তা'জ্বিলূনা বিহ্; ইনিল্ হুক্‌মু ইল্লাল্লা-হ্; ইয়াক্বু-ছ্‌ছুল্ হাক্ব-ক্বা অহুঅ খাইরুল্
বলছ; যা সত্বর চাও তা আমার কাছে নেই, হুকুম তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই; তিনি সত্য বর্ণনা করেন আর উত্তম

الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَ

ফা-ছিলীন্। ৫৮। ক্বু-ল্ লাও আন্না 'ইনদী মা- তাস্‌তা'জ্বিলূনা বিহী লাক্বু-দ্বিয়াল আম্‌রু বাইনী অ
মীমাংসাকারী। (৫৮) বলুন, তোমরা যা সত্বর চাও, তা আমার কাছে থাকলে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে মীমাংসা

بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ

বাইনাকুম; অল্লা-হু আ'লামু বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৫৯। অ 'ইনদাহূ মাফা-তিহুল্ গাইবি লা-ইয়া'লামুহা ~ ইল্লা- হূ;
হয়ে যেত, আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে অবহিত। (৫৯) গায়েবের চাবি তো তাঁরই কাছে, তিনিই তা জানেন, জল-স্থলের সব কিছু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৪ ঃ একদা কতিপয় মুসলমান রাসূল (ছঃ) এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বড় গুনাহ্‌গার আমাদের তওবার উপায় কি বলুন। তখন রাসূল (ছঃ) কিছুক্ষণ অহীর অপেক্ষা করলেন এবং তৎপর আশার বাণী নিয়ে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৫৯ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সমস্ত গুপ্ত বিষয়ের ভাণ্ডার শব্দের ব্যাখ্যায় পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ১। ক্বিয়ামত কখন হবে। ২। বৃষ্টি কখন বর্ষিবে। ৩। গর্ভবতীর পেটে কি সন্তান আছে। ৪। মানুষ আগামীকাল কি অর্জন করবে এবং ৫। কোন মাটিতে সে মৃত্যুবরণ করবে। (সূরা লুকমান ৩৪ আয়াত) হাদীসে আছে গায়েবী ইলমের কোন কোন বিষয় আল্লাহ নবীদেরকে অহী দ্বারা এবং অলীদেরকে ইলহাম দ্বারা জানিয়ে দেন। যেমন নবীরা কবরের আযাব, হাশরের ভয়াবহ অবস্থা, দোযখের আযাব এবং

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي

অইয়া'লামু মা-ফিল্‌ বার্‌রি অল্‌বাহ্‌র্‌; অমা-তাস্‌কুতু মিওঁ অরাক্বাতিন্‌ ইল্লা- ইয়া'লামুহা- অলা- হাব্বাতিন্‌ ফী
তিনিই জানেন, একটি পাতাও ঝরে না তাঁর অজ্ঞাতে; মাটির ভেতর একটি দানা নেই,

ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الَّذِي

জুলুমা-তিল্‌ আর্‌দ্বি অলা-রাত্বিঁও অলা- ইয়া-বিসিন্‌ ইল্লা- ফী কিতা-বিম্‌ মুবীন্‌। ৬০। অহুঅল্লাযী
নেই রসযুক্ত ও শুষ্ক বস্তু, যা স্পষ্টভাবে নেই কিতাবে। (৬০) আর তিনিই তো রাতে

يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ

ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম্‌ বিল্লাইলি অ ইয়া'লামু মা জ্বারাহ্‌তুম্‌ বিন্নাহা- রি ছুম্মা ইয়াব্‌'আছুকুম ফীহি লিইয়ুক্ব্‌দ্বোয়া ~ আজ্বালুম্‌
তোমাদের প্রাণ নিয়ে যান; তোমাদের দিনের কাজ সম্পর্কে জানেন, পরের দিন জাগান যেন জীবনের নির্দিষ্ট সময়

৭ ع ৫ ১৩ রুকু

مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦١﴾ وَهُوَ

মুসাম্মান্‌, ছুম্মা ইলাইহি মার্‌জি'উকুম্‌ ছুম্মা ইয়ুনাব্বিউকুম্‌ বিমা- কুন্‌তুম্‌ তা'মালূন্‌। ৬১। অহুঅল্‌
পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনস্থল, পরে খবর দেবেন তোমাদের কৃতকর্মের। (৬১) তিনি স্বীয়

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

ক্বা-হিরু ফাওক্বা 'ইবা-দিহী অ ইয়ুর্‌সিলু 'আলাইকুম্‌ হাফাজোয়াহ্‌; হাত্তা ~ ইযা- জ্বা — য়া আহাদাকুমুল্‌ মাওতু
বান্দাদের ওপর মহাপরাক্রান্ত, তিনিই তোমাদের প্রতি ত্রাণকর্তা পাঠান; অবশেষে তোমাদের কারও মৃত্যু আসলে আমার

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ

তাওয়াফ্‌ফাত্‌হু রুসুলুনা- অহুম লা-ইয়ুফার্‌রিতূন্‌। ৬২। ছুম্মা রুদ্দু ~ ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল্‌ হাক্ব্‌; আলা-লাহুল্‌
প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নিয়ে নেয়, কোন ত্রুটি করে না। (৬২) পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে সত্য মাওলা আল্লাহ্‌র

الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ

হুকমু অহুঅ আস্‌রা'উল্‌ হা-সিবীন্‌। ৬৩। ক্বুল্‌ মাই ইয়ুনাজ্জীকুম্‌ মিন্‌ জুলুমা-তিল্‌ বার্‌রি
কাছে। ওহে, হুকুম তো তাঁরই; তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৬৩) বলুন, জল-স্থলের বিপদ হতে কে

وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ

অল্‌বাহ্‌রি তাদ্‌'উনাহূ তাদ্বোয়াররু'আওঁ অখুফ্‌ইয়াতান্‌, লায়িন্‌ আন্‌জ্বা-না-মিন্‌ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্‌
তোমাদেরকে মুক্তি দেবে যখন কাতরভাবে গোপনে তাঁকে এ বলে ডাক, আমাদিগকে মুক্তি দিলে অবশ্যই আমরা

الشَّاكِرِينَ ﴿٦٤﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ

শা-কিরীন্‌। ৬৪। ক্বুলিল্লা-হু ইয়ুনাজ্জীকুম্‌ মিন্‌হা -অমিন্‌ কুল্লি কার্‌বিন্‌ ছুম্মা আন্‌তুম্‌ তুশ্‌রিকূন্‌।
কৃতজ্ঞ হব? (৬৪) বলুন, আল্লাহ্‌ই তা হতে ও সকল কষ্ট হতে মুক্তি দেবেন; তারপরও তোমরা শরীক করে থাক।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

৬৫। কুল্‌ হুঅল্‌ ক্বা-দিরু 'আলা ~ আইঁ ইয়াব্‌'আছা 'আলাইকুম্‌ 'আযা-বাম্‌ মিন্‌ ফাওক্বিকুম্‌ আও মিন্‌ তাহ্‌তি

(৬৫) বলুন, তিনি উপর ও নিচ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انْظُرْ كَيْفَ

আরজুলিকুম্‌ আও ইয়াল্‌বিসাকুম্‌ শিয়া'আওঁ অইয়ুযীক্বা বা'দ্বোয়াকুম্‌ বা''সা বা'দ্ব; উন্‌জুর্‌ কাইফা

বিভক্ত করতে এবং পরস্পরকে যুদ্ধের স্বাদ দিতে সক্ষম। দেখুন, কিভাবে আমি বিভিন্ন প্রমানসমূহ বিভিন্ন

نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ

নুছোয়াররিফুল্‌ আ-ইয়া -তি লা'আল্লাহুম্‌ ইয়াফ্‌ক্বাহূন্‌। ৬৬। অকায্‌যাবা বিহী ক্বাওমুকা অহুঅল্‌ হাক্ব;

পদ্ধতিতে বর্ণনা করি, যেন তারা বুঝে। (৬৬) আর আপনার কাওম তাকে (শাস্তিকে) মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য; আপনি

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٧﴾ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَإِذَا

কুল লাস্‌তু 'আলাইকুম্‌ বিঅকীল্‌। ৬৭। লিকুল্লি নাবায়িম্‌ মুস্‌তাক্বাররুওঁ অসাওফা তা'লামূন্‌। ৬৮। অইয়া-

বলে দিন, আমি তোমাদের উকিল নই। (৬৭) সব বিষয়েরই নির্দিষ্ট সময় আছে, অচিরেই তোমরা জানবে। (৬৮) আর যখন

رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي

রায়াইতাল্লাযীনা ইয়াখূদ্বূনা ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-ফাআ'রিদ্ব 'আন্‌হুম্‌ হাত্তা-ইয়াখূদ্বূ ফী

তাদেরকে আমার আয়াতসমূহকে অযথা খুঁত অন্বেষণে মগ্ন দেখেন, তখন তাদের কাছ থেকে বিমুখ থাকুন যতক্ষণ না

حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ

হাদীছিন্‌ গাইরিহ্‌; অ ইম্মা- ইয়ুন্‌সিয়ান্নাকাশ্‌ শাইত্বোয়া-নু ফালা-তাক্ব্‌'উদ্‌ বা'দায্‌ যিক্‌রা- মা'আল্‌ ক্বাওমিজ্‌

তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়; আর শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দিলে স্মরণ হওয়ার পর আর যালিমদের সাথে

الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ

জোয়া-লিমীন্‌। ৬৯। অমা- 'আলাল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূনা মিন্‌ হিসা-বিহিম্‌ মিন্‌ শাইয়িওঁ অলা-কিন্‌ যিকরা-

বসবেন না। (৬৯) তাদের কোন কর্মের জবাবই মুত্তাকীদের যিম্মায় নয়; তবে তাদের দায়িত্ব হল উপদেশ দেয়া, যেন তারা

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ

লা'আল্লাহুম্‌ ইয়াত্তাক্বূন্‌। ৭০। অযারিল্লাযীনাত্তাখাযূ দীনাহুম্‌ লা'ইবাওঁ অলাহ্‌অওঁ অগার্‌রাত্‌ হুমুল্‌ হাইয়া-তুদ্‌

তাকওয়াধারী হতে পারে। (৭০) বর্জন করুন তাদের আর যারা দ্বীনকে খেল-তামাসা মনে করছে, পার্থিব জীবন তাদেরকে

জান্নাতের শান্তির বিষয় যা ইলমে গায়েবের পর্যায়ভূক্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। মুলকথা হল, কোরআনের পরিভাষায় যাকে গায়েব বলা হয় তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই জানে না। (ইবঃ কাঃ, মাঃ কোঃ) আয়াত- ৬৫ ঃ এখানে তিন প্রকারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ১। যা উপরের দিক হতে আসে, যেমন- প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, প্রস্তর বৃষ্টি ইত্যাদি। ২। যা নিচের দিক হতে আসে, যেমন- ভূমিকম্প, ভূমি ধসিয়ে দেয়া ইত্যাদি। ৩। জাতি বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হবে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। (মাঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬৮ ঃ কাফেররা মুসলমানদের মজলিসে বসে কুরআন ও ইসলামের

الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖق لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ

দুন্ইয়া-অযাক্কির্ বিহী ~ আন্ তুব্সালা নাফ্সুম্ বিমা-কাসাবাত্ লাইসা লাহা-মিন্ দূনিল্লা-হি অলিয়্যুঁও
ধোঁকায় রেখেছে; উপদেশ দিন যেন স্বীয় কৃতকর্মের জন্য কেউ ধ্বংস না হয় যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোন

وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ أُبْسِلُوْا

অলা- শাফী'উন্, অইন্ তা'দিল্ কুল্লা 'আদ্লিল্ লা-ইয়ু''খায্ মিন্হা-; উলা — য়িকাল্লাযীনা উব্সিলু
অবিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং স্বীয় কর্মের দরুন সবকিছু বিনিময় হিসাবে দিলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ

বিমা - কাসাবূ, লাহুম্ শারা-বুম্ মিন্ হামীমিঁও অ'আ-যা বুন্ আলীমুম্ বিমা-কা নূ ইয়াক্ফুরূন্। ৭১। কুল্
এরাই ধ্বংস হবে; যেহেতু তারা কুফুরী করত, এদের জন্য গরম পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। (৭১) বলুন,

أَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ

আনাদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়ান্ফা'উনা অলা-ইয়াদ্বুর্রুনা- অনুরাদ্দু 'আলা ~ আ'ক্বা-বিনা-বা'দা ইয্
আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে কি ডাকব, যা না কোন উপকার করে, আর না অপকার? আল্লাহ্র হেদায়েতের পর আমরা কি

هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْأَرْضِ حَيْرَانَ ۠ لَهٗٓ أَصْحٰبٌ

হাদা-নাল্লা-হু কাল্লাযিস্ তাহ্অত্হুশ্ শাইয়া-ত্বীনু ফিল্ আর্দ্বি হাইরা-না লাহূ ~ আছ্হা-বুইঁ
সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করছে; যদিও তার সহচররা

يَّدْعُوْنَهٗٓ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ

ইয়াদ্'উনাহূ ~ ইলাল্ হুদা'' তিনা-; কুল্ ইন্না হুদাল্লা-হি হুঅল্ হুদা-; অউমির্না- লিনুস্লিমা
তাকে সুপথে ডাকে- আমাদের কাছে আস। বলুন, আল্লাহ্র পথই পথ; আর আমরা বিশ্ব রবের কাছ হতে আদিষ্ট হয়েছি

لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

লিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৭২। অআন্ আক্বীমুছ্ ছলা-তা অত্তাকূহ্; অহুঅল্লাযী ~ ইলাইহি তুহ্শারূন্।
আত্মসমর্পণ করতে। (৭২) আর নামায কায়েম করতে, তাঁকে ভয় করতে ও তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্র করা হবে

﴿٧٣﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ

৭৩। অহুঅল্লাযী খালাক্বাস্ সামা- ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া বিল্হাক্ব্; অ ইয়াওমা ইয়াকূলু কুন্ ফাইয়াকূন্; ক্বাওলুহুল্
(৭৩) তিনিই যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী, যখন বলেন, 'হও' তখনই হয়ে যায়; তাঁর কথা ঠিক;

الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ

হাক্ব্; অলাহুল্ মুল্কু ইয়াওমা ইয়ুন্ফাখু ফিছ্ ছূর; 'আ-লিমুল্ গাইবি অশ্শাহা-দাহ্; অহুঅল্ হাকীমুল্
যেদিন ফুঁক দেয়া হবে শিঙ্গায়, সেদিন তাঁরই কর্তৃত্ব থাকবে; তিনি গায়েব ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত; তিনি প্রজ্ঞাশীল,

৮ ع ১০ ১৪ রুকু

তিন চতুর্থাংশ

الْخَبِيرُ ۝٧٤ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۚ إِنِّي أَرٰكَ

খাবীর। ৭৪। অইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি আ-যারা আতাত্তাখিযু আছ্না-মান্ আ-লিহাতান্ ইন্নী আরা-কা

অবহিত। (৭৪) (২) যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বললেন, মূর্তিকে কি আপনি ইলাহ্ মানেন? আপনাকে ও আপনার

وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝٧٥ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ

অক্বাওমাকা ফী দ্বোয়ালালিম্ মুবীন্। ৭৫। অকাযা-লিকা নুরী ~ ইব্রা-হীমা মালাকূতাস্ সামা-ওয়া-তি

কাওমকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় দেখছি। (৭৫) এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন কৌশল দেখাই;

وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝٧٦ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا

অল্‌আর্‌দ্বি অলিয়াকূনা মিনাল্ মূক্বিনীন্। ৭৬। ফালাম্মা-জান্না 'আলাইহিল্ লাইলু রায়া-কাওকাবান্, ক্বা-লা হা-যা-

যেন দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয় (৭৬) যখন রাত আসল, তখন তারকা দেখে বলল, এটিই আমার রব; যখন তা

رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْاٰفِلِينَ ۝٧٧ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّي ۚ

রাব্বী, ফালাম্মা ~ আফালা ক্বা-লা লা ~ উহিব্বুল্ আ-ফিলীন্। ৭৭। ফালাম্মা- রায়াল্ ক্বামারা বা-যিগান্ ক্ব-লা হা-যা- রব্বী

অস্তমিত হল তখন বলল, অস্তমিতকে পছন্দ করি না। (৭৭) যখন উজ্জ্বল চাঁদ দেখল, বলল এটাই রব; যখন অস্তমিত হল,

---

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝٧٨ فَلَمَّا رَاَ

ফালাম্মা ~ আফালা ক্বা-লা লায়িল্লাম ইয়াহ্‌দিনী রব্বী লাআকূনান্না মিনাল্ ক্বাওমিদ্ দ্বোয়া — ল্লীন্।৭৮। ফালাম্মা- রায়াশ্

তখন সে বলল, যদি আমার রব সৎপথ না দেখান তবে অবশ্যই আমি পথহারা হব। (৭৮) অতঃপর যখন

الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّي هٰذَا أَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ

শাম্‌সা বা-যিগাতান্ ক্ব-লা হা-যা-রব্বী হা-যা ~ আক্ বারু-ফালাম্মা ~ আফালাত্ ক্ব-লা ইয়া-কাওমী ইন্নী বারী — উম্

উজ্জ্বল সূর্যকে দেখল, বলল, এটাই রব; এটা বড়; যখন অস্তমিত হল, বলল, হে আমার জাতির লোকেরা! নিশ্চয় আমি

مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝٧٩ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا

মিম্মা-তুশ্‌রিকূন। ৭৯। ইন্নী- অজ্জাহ্‌তু অজ্ হিয়া লিল্লাযী ফাত্বোয়ারস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বোয়া হানীফাওঁ

শিরক হতে মুক্ত। (৭৯) নিশ্চয়ই আমি একান্ত তাঁরই প্রতি মুখ করলাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর

وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَآجُّوٓنِّي فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ۚ

অমা ~ আনা মিনাল্ মুশরিকীন্। ৮০। অহা — জ্জুহূ ক্বাওমুহ্; ক্ব-লা আতুহা — জ্জু — ন্নী ফিল্লা-হি অক্বাদ্ হাদা-ন্;

আমি মুশরিকদের দলে নেই। (৮০) তার কাওম বিতর্ক করলে বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তর্ক করবে? অথচ

সমালোচনা ও বিদ্রূপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, তাদেরকে এরূপ করতে দেখলে তোমরা মজলিস থেকে উঠে যাও। সাহাবীরা বললেন, কা'বার তাওয়াফ ও মসজিদে হারামে অবস্থান আমাদের জরুরী কাজ। তারা কোরআনের বিদ্রূপ করলেও আমরা এ সমস্ত ই'বাদত ত্যাগ করতে পারি না। আমরা কি এতে গুনাহ্‌গার হব? তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হল। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-৭৬ ঃ আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে একটি উচ্চ পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে আরশের কার্নিশ হতে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত আসমান-যমীন দেখালেন। এটি দেখে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাস স্থাপন করলেন (মুঃ কোঃ)

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشۡرِكُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ رَبِّىۡ شَيۡــًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىۡ كُلَّ شَىۡءٍ عِلۡمًا ؕ

অলা ~ আখা-ফু মা- তুশ্‌রিকূনা বিহী ~ ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়া রব্বী শাইয়া-; অসি'আ রব্বী কুল্লা শাইয়িন্ 'ইল্‌মা-;
তিনিই আমাকে পথ দেখালেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া তোমাদের শরীককে ভয় করি না; সবই তো আমার রবের জ্ঞানে

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ ﴿٨١﴾ وَكَيۡفَ اَخَافُ مَاۤ اَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُوۡنَ اَنَّكُمۡ اَشۡرَكۡتُمۡ

আফালা-তাতাযাক্কারূন্। ৮১। অকাইফা আখা-ফু মা ~ আশ্‌রাকতুম্ অলা-. তাখা-ফূনা আন্নাকুম্ আশ্‌রাকতুম্
পরিবেষ্টিত। তোমরা কি উপদেশ মান না? (৮১) তোমাদের শরীককে কিভাবে ভয় করব? অথচ আল্লাহর সাথে শরীক

بِاللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطٰنًا ؕ فَاَىُّ الۡفَرِيۡقَيۡنِ اَحَقُّ بِالۡاَمۡنِ ۚ اِنۡ كُنۡتُمۡ

বিল্লা-হি মা-লাম ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী 'আলাইকুম্ সুল্‌ত্বোয়া-না-; ফাআইয়্যুল ফারীক্বাইনি আহাক্কু, বিল্‌আম্‌নি ইন্ কুন্‌তুম
করতে, যে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রমাণ পাঠান নি; দু দলের কোনটি বেশি নিরাপদ, যদি

تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٨٢﴾ اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ يَلۡبِسُوۡۤا اِيۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ اُولٰۤـئِكَ لَهُمُ الۡاَمۡنُ وَهُمۡ

তা'লামূন্। ৮২। আল্লাযীনা আ -মানূ অলাম্ ইয়াল্‌বিসূ ~ ঈমা-নাহুম্ বিজুল্‌মিন্ উলা — য়িকা লাহুমুল্ আম্‌নু অহুম্
তোমরা জ্ঞানি হয়ে থাক। (৮২) যারা মু'মিন, ঈমানকে জুলুমের সঙ্গে মিলায়নি, তারাই নিরাপদ, ও সৎপথ

مُّهۡتَدُوۡنَ ﴿٨٣﴾ وَتِلۡكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيۡنٰهَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ عَلٰى قَوۡمِهٖ ؕ نَرۡفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنۡ نَّشَآءُ ؕ

মুহ্‌তাদূন্। ৮৩। অতিল্‌কা হুজ্জাতুনা ~ আ-তাইনা-হা ~ ইব্রা-হীমা 'আলা-কাওমিহ্; নার্‌ফা'উ দারাজা-তিম্ মান্নাশা — উ;
প্রাপ্ত। (৮৩) ওটাই আমার প্রমাণ যাহা ইব্রাহীমকে তার জাতির বিরুদ্ধে দিয়েছি। যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দেই; আপনার

اِنَّ رَبَّكَ حَكِيۡمٌ عَلِيۡمٌ ﴿٨٤﴾ وَوَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَيَعۡقُوۡبَ ؕ كُلًّا هَدَيۡنَا ۚ وَنُوۡحًا هَدَيۡنَا

ইন্না রব্বাকা হাকীমুন্ 'আলীম্। ৮৪। অ ওয়াহাব্‌না- লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্বা অইয়া'কূব; কুল্লান্ হাদাইনা-অনূহান্ হাদাইনা-
রবই বুঝেন, প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী(৮৪) আমি তাকে ইস'হাক ও ইয়াকূব দিয়েছি, প্রত্যেককে সৎপথ দেখিয়েছি, এর

مِنۡ قَبۡلُ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيۡمٰنَ وَاَيُّوۡبَ وَيُوۡسُفَ وَمُوۡسٰى وَهٰرُوۡنَ ؕ وَ

মিন্ ক্ববলু অমিন্‌যুর্‌রিয়্যাতিহী দা-ঊদা অসুলাইমা-না অআইয়্যূবা অইয়ূসুফা অমূসা অহা-রূন্; অ
পূর্বে নূহকে সৎপথ দেখিয়েছিলাম; তার বংশে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকেও; এভাবে আমি

كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿٨٥﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحۡيٰى وَعِيۡسٰى وَاِلۡيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ

কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্। ৮৫। অযাকারিয়্যা- অ ইয়াহ্‌ইয়া অ'ঈসা-অইল্‌ইয়া-স্; কুল্লুম্ মিনাছ্
সৎলোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আর যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও; (১) তারা প্রত্যেকেই ছিলেন

الصّٰلِحِيۡنَ ﴿٨٦﴾ وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَالۡيَسَعَ وَيُوۡنُسَ وَلُوۡطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلۡنَا عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٨٧﴾ وَمِنۡ

ছোয়া-লিহীন্। ৮৬। অইস্‌মা-'ঈলা অল্‌ইয়াসা'আ অইয়ূনুসা অলূত্বোয়া-; অকুল্লান্ ফাদ্‌দ্বোয়াল্‌না-'আলাল্ 'আ-লামীন্। ৮৭। অমিন্
সৎলোক। (৮৬) ইসমাঈল, আল-ইয়াসা; ইউনুস ও লুতকেও; প্রত্যেককে বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৮৭) তাদের

ওয়াকফে লাযেম ৯

ع ১২ ১৫ রুকু

اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٨﴾ ذٰلِكَ

আ-বা — য়িহিম্ অযুররিয়্যা-তিহিম্ অইখ্ওয়া-নিহিম্, অজ্ তাবাইনা-হুম্ অহাদাইনা-হুম্ ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম। (৮৮) যা-লিকা

পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের কতককেও তাদেরকে আমি মনোনীত করেছি, সোজা পথ দেখিয়েছি। (৮৮) এটাই

هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا

হুদাল্লা-হি ইয়াহ্দী বিহী মাইঁ ইয়াশা — উ মিন্ 'ইবা-দিহ্; অলাও আশ্রাকূ লাহাবিত্বোয়া 'আন্হুম্ মা-কা-নূ

আল্লাহর হেদায়েত। তিনি ইচ্ছামত এটা দ্বারা বান্দাহকে দান করেন হেদায়াত; যদি তারা শিরক করে, তবে তাদের

يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ج فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا

ইয়া'মালূন্। ৮৯। উলা — য়িকাল্লাযীনা আ-তাইনা- হুমুল্ কিতা-বা অল্হুক্মা অন্নুবুওয়্যাতা, ফাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিহা-

কৃতকর্ম নষ্ট হবে। (৮৯) তাদেরকে আমি দান করেছিলাম কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়ত; এটা প্রত্যাখ্যান করলে এমন

هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٩٠﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ

হা ~ উলা — য়ি ফাক্বাদ অক্কাল্না-বিহা-ক্বাওমাল্লাইসূ বিহা-বিকা-ফিরীন্। ৯০। উলা — য়িকাল্লাযীনা হাদাল্লা-হু

এক সম্প্রদায়কে তো এর ভার দিয়ে রেখেছি, যারা অস্বীকারকারী নয়। (৯০) তাদেরকেই আল্লাহ হেদায়েত করেছেন,তাই

১০ ع ৮ ১৬ রুকু

فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ط قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَمَا

ফাবিহুদা-হুমুক্ব্ তাদিহ্; ক্বু-ল্ লা ~ আস্আলুকুম্ 'আলাইহি আজ্ রা-; ইন্ হুঅ ইল্লা- যিক্রা- লিল্'আ-লামীন্। ৯১। অমা-

তাদের পথ অনুসরণ কর; বলুন এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, এটা বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ মাত্র। (৯১) আর তারা

قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ ط قُلْ مَنْ اَنْزَلَ

ক্বাদারুল্লা-হা হাক্বক্বা ক্বাদ্রিহী ~ ইয্ ক্বা-লূ মা ~ আন্যালাল্লা-হু 'আলা-বাশারিম্ মিন্ শাইয়িন্; ক্বু-ল্ মান্ আন্যালাল্

আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা দেয় নি, যখন তারা বলল, আল্লাহ মানুষের কাছে নাযিল করেন নি (১) বলুন, মানুষের জন্য

الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ

কিতা-বাল্লাযী জ্বা — য়া বিহী মূসা- নূরাওঁ অহুদাল্ লিন্না-সি তাজ্ 'আলূনাহূ ক্বারা-ত্বীসা

আলো ও হেদায়েতপূর্ণ মূসার আনীত কিতাব কে অবতীর্ণ করল? যা কাগজে লিখে কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক বিষয়

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৯১ ঃ ইহুদী মালেক ইবনে সাইফ হুযুর (ছঃ) এর নিকট এসে কিছু দ্বীনী আলোচনার এক ফাঁকে গর্বের সাথে বলল, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাযিল করেন নি। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। বর্ণিত আছে যে, এ ঔদ্ধত্য ও গর্ব দম্ভের হেতু হল, হুযুর (ছঃ) ঐ ইহুদীকে যখন বললেন, হে মালেক! তুমি ঐ রবের নামে শপথ করে বল যে, মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রেরিত তাওরাতে কি এটা উল্লেখ নেই যে, মোটা ও নাদুসনুদুস্ দেহধারী মানুষকে আল্লাহ ভালবাসেন না? তখন সে অগ্নিশর্মা হয়ে উক্ত মন্তব্যটি করছিল। মোটা দেহধারীর মর্মার্থ হল যাদের নিকট আখেরাতের কোন চিন্তা নেই তারা কেবল আপন শরীরের যত্ন নেয়, আত্মিক উন্নতির এবং পরকালীন কল্যাণের কোন তোয়াক্কা করে না। এটাও ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তৌরাতের মধ্যে নবী করীম (ছঃ) এর আগমন এবং তাঁর শরীয়ত সম্বন্ধীয় যে সব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তারা এবং তাদের পূর্ব-পুরুষরা তা সঠিকরূপে উপলব্ধি করতে পারে নি এবং পারত না, কিন্তু এখন রাসূল (ছঃ)-এর পবিত্র শুভাগমনের পর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বাস্তবতা তাদেরকে জানানো হল অথবা এও হতে পারে যে, এটা আরবদের বলা হয়েছে যে, তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদা সকলেই মূর্খ ছিল। অনন্তর এ শরীয়ত-জ্ঞান ও একত্ববাদ এবং হাশর নশরের জ্ঞান ইত্যাদি আল্লাহ্র পাঠানো কিতাব 'কোরআন মজীদ' অবতরণ হেতু তোমাদের জ্ঞাতব্য হল। এরপরও বলছ, আল্লাহ্ তা'আলা কিছুই অবতরণ করেন নি। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন কর নি।

تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ

তুব্দূনাহা- অতুখ্ফূনা কাছীরান্, অ'উল্লিম্তুম্ মা-লাম্ তা'লামূ ~ আন্তুম্ অলা ~ আ-বা — উকুম্; কুলিল্লা-হু ছুম্মা
গোপন কর; তোমাদেরকে শিখান হল যা না তোমরা জানতে আর না পিতৃপুরুষরা। আপনি বলুন, আল্লাহ্ই (নাযিল করেছিলেন),

ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ

যারহুম্ ফী খাওদ্বিহিম্ ইয়াল্'আবূন্। ৯২। অ হা-যা-কিতা-বুন্ আন্যাল্না-হু মুবা-রাকুম্ মুছোয়াদ্দিকুল্লাযী বাইনা
তারপর তাদেরকে অনর্থক কর্মে মগ্ন থাকতে দিন। (৯২) এটা এমন কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময়, পূর্ববর্তী

يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

ইয়াদাইহি অলিতুন্যিরা উম্মাল্ কুরা- অমান্ হাওলাহা-; অল্লাযীনা ইয়ু" মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি ইয়ু" মিনূনা বিহী
কিতাবের সমর্থক যেন মক্কা ও আশে-পাশের লোকদের সতর্ক করেন, যারা পরকালে বিশ্বাসী তারা এর প্রতি ঈমান আনে

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ

অহুম্ 'আলা- ছলা-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন্। ৯৩। অমান আজ্লামু মিম্মানিফ্ তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও কা-লা
এবং তারা নামাযের হিফাযত করে। (৯৩) ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, বা বলে

اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى

উহিয়া ইলাইয়্যা অলাম্ ইয়ুহা ইলাইহি শাইয়ুঁও অমান্ কা-লা সাউন্যিলু মিছ্লা মা ~ আন্যালাল্লা-হ্; অলাও তারা ~
"আমার কাছে অহী আসে" অথচ অহী আসে না, যে বলে, আমিও নাযিল করব, যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন?

اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ

ইযিজ্জোয়া-লিমূনা ফী গামারা-তিল্ মাওতি অল্মালা — য়িকাতু বা-ছিতূ ~ আইদীহিম্ আখ্রিজূ ~ আন্ফুসাকুম্;
আর যদি দেখতে পেতেন যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুগবে ও ফিরিশ্তারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ

আল্ইয়াওমা তুজ্যাওনা 'আযা-বাল্ হূনি বিমা-কুন্তুম্ তাকুলূনা 'আলাল্লা- হি গাইরাল্ হাক্কি অকুন্তুম্ 'আন্
বের কর; আজ তোমরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি পাবে, কেননা তোমরা আল্লাহ্র উপর অন্যায় বলতে, আর তাঁর আয়াতসমূহকে

اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا

আ-ইয়া-তিহী তাস্তাকবিরূন্। ৯৪। অলাক্বাদ্ জি"তুমূনা-ফুরা-দা- কামা-খালাক্ব্না-কুম্ আওয়্যালা মাররাতিওঁ অতারাক্তুম্ মা -
অবজ্ঞা করতে। (৯৪) আমার কাছে নিঃসঙ্গ আসলে, যেমন প্রথমে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি; যা দিয়েছি তা তোমরা

خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ

খাওয়্যাল্না-কুম্ অরা — য়া জুহূরিকুম্ অমা- নারা-মা'আকুম্ শুফা'আয়া — কুমুল্লাযীনা যা'আম্তুম্ আন্নাহুম্ ফীকুম্
পিছনে রেখে আসলে আর আমি তো তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে সঙ্গে দেখছি না যাদেরকে শরীক মনে

১১ ع ৪ ১৭ রুকু

شُرَكٰٓؤُا ۚ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ

গুরাকা — উ; লাক্বাদ্ তাক্বাত্তোয়া'আ বাইনাকুম্ অদ্বোয়াল্লা 'আনকুম্ মা-কুনতুম্ তায্'উমূন্। ৯৫। ইন্না ল্লা-হা ফা-লিক্বু-ল্ হাব্বি
করতে, তোমাদের সম্পর্ক (আজ) ছিন্ন, তোমাদের ধারণাও নিস্ফল হয়েছে। (৯৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বীজ ও আঁটি

وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

অন্নাওয়া-; ইয়ুখ্রিজু-ল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি অমুখ্রিজু-ল্ মাইয়্যিতি মিনাল্ হাইয়্যি; যা-লিকুমুল্লা-হু
অংকুরিত করেন, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত হতে এবং জীবিত হতে মৃতকে, তিনিই আল্লাহ, অতএব তোমরা

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٦﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

ফাআন্না- তু'ফাকূন্ । ৯৬। ফা-লিক্বু-ল্ ইছ্বা-হি, অজ্বা'আলাল্লাইলা সাকানাওঁ অশ্শাম্সা অল্ক্বামারা
কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ? (৯৬) তিনিই ভোর বিদীর্ণকারী, বিশ্রামের জন্য রাত, গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র তিনিই

حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ

হুস্বা-না-; যা-লিকা তাক্ব্দীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ৯৭। অহুঅল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুন্নু-জূ-মা
সৃষ্টি করেছেন, এ সবই প্রতাপশালী, জ্ঞানীর নির্ধারণী। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন

لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ

লিতাহ্তাদূ বিহা- ফী জুলুমা-তিল্ বার্রি অল্ বাহ্র; ক্বাদ্ ফাছ্ছোয়াল্নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন্। ৯৮। অহুঅল্
যেন জল-স্থলের অন্ধকারে পথের দিশা পাও; জ্ঞানীদের জন্য প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি। (৯৮) তিনি এক ব্যক্তি

الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

লাযী ~ আন্শায়াকুম্ মিন্ নাফ্সিও ওয়া-হিদাতিন্ ফামুস্তাক্বাররুওঁ অ মুস্তাওদা' ; ক্বাদ ফাছ্ ছোয়াল্নাল্ 'আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ
হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী আবাস দিয়েছেন; নিশ্চয়ই আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করি

يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

ইয়াফ্ক্বাহূনা। ৯৯। অ অল্লাযী ~ আন্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্, ফা'আখ্রাজ্‌না -বিহী নাবা-তা কুল্লি শাইয়িন্
জ্ঞানীদের জন্য প্রমাণসহ। (৯৯) আর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি দেন, তা দিয়ে নানান উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; তা

فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ

ফাআখ্রাজ্‌না- মিন্হু খাদ্বিরান্ নুখ্রিজু- মিন্হু হাব্বাম্ মুতারা-কিবান্ অমিনান নাখ্লি মিন্ ত্বোয়াল্'ইহা- ক্বিন্ওয়া-নুন্
হতে সবুজ পাতা উদ্গত করি; তা থেকে ঘন শস্য-দানা উৎপন্ন করি আর খেজুর গাছের মাথি হতে

টীকা-১. আয়াত-৯৭ ঃ আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। এদের কল-কব্জা মেরামতের কিংবা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় না। (মাঃ কোঃ)

دَانِيَةٌ وَجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ

দা-নিয়াতুওঁ অজ্বান্না-তিম্ মিন আ'না-বিওঁ অয্ যাইতূনা অর্রুম্মা-না মুশ্তাবিহাওঁ অগাইরা মুতাশা-বিহ্;
ঝুলন্ত গোছা বের করি, আঙ্গুরের বাগান, যাইতুন ও আনার, যাহা পরস্পর সদৃশযুক্ত ও অসদৃশ; বিভিন্ন গাছের

اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

উন্জুরূ ~ ইলা- ছামারিহী ~ ইযা ~ আছ্মারা অইয়ান্'ইহ; ইন্না ফী যা-লিকুম্ লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিইঁ ইয়ু''মিনূন্।
ফলের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন তা ফলবান হয় আর যখন পাকে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে মু'মিনদের জন্য ।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ ۢبِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ ﴿١٠٠﴾

১০০। অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি শুরাকা — য়াল্ জিন্না অখালাক্বাহুম্ অখারাক্ব লাহূ বানীনা অ বানা-তিম্ বিগাইরি 'ইল্ম্; সুবহা-নাহূ
(১০০) তারা জিন্‌কে আল্লাহর শরীক বানায়, অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর না জেনে তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা আরোপ করে;

وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠١﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ

অতা'আ-লা-'আম্মা-ইয়াছিফূন্। ১০১। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি অল আর্দ্ব; আন্না-ইয়াকূনু লাহূ অলাদুওঁ
তিনি পবিত্র, আর তারা যা বলে তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে (১০১) তিনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, কিভাবে তাঁর সন্তান হবে?

১২ ع ৬ ১৮ রুকু

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ

অলাম্ তাকুল্লাহূ ছোয়া-হিবাহ্; অখালাক্বা কুল্লা শাইয়িন্ অ হুআ বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ১০২। যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্,
অথচ তাঁর তো স্ত্রী নেই সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সব সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞ। (১০২) ঐ আল্লাহ্ইতো তোমাদের রব;

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٣﴾ لَا تُدْرِكُهُ

লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু অখা-লিক্বু কুল্লি শাইয়িন্ ফা'বুদূহু, অ হুঅ 'আলা-কুল্লি শাইয়িওঁ অকীল্। ১০৩। লা-তুদ্‌রিকুহুল্
তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর; তিনি সবকিছুর অধিকারী। (১০৩) তাঁকে প্রত্যক্ষ

الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ

আব্‌ছোয়া-রু অহুআ ইয়ুদ্‌রিকুল্ আব্‌ছোয়া-রা অহুঅল্ লাত্বীফুল্ খাবীর্। ১০৪। ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ বাছোয়া — য়িরু মির্
আর কোন করতে পারেনা দৃষ্টিসমূহ, তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করেন; তিনি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানময়। (১০৪) অবশ্য তোমার কাছে এসেছে

رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

রব্বিকুম্, ফামান্ আব্‌ছোয়ারা ফালিনাফ্‌সিহী অমান্ 'আমিয়া ফা'আলাইহা-; অমা ~ আনা 'আলাইকুম্ বিহাফীজ্।
রবের পক্ষ হতে জ্ঞান-চক্ষু। সুতরাং যে দেখে, কল্যাণ তারই; অন্ধ সাজলে তারই ক্ষতি আর আমি পর্যবেক্ষক নই।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِتَّبِعْ ﴿١٠٦﴾

১০৫। অকাযা-লিকা নুছোয়াররিফুল্ আ-ইয়া-তি অলিইয়াকূলূ দারাস্‌তা অলিনুবাইয়্যিনাহূ লিক্বাওমিইঁ ইয়া'লামূন্। ১০৬। ইত্তাবি'
(১০৫) এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, যেন তারা বলে, তুমি তো পড়ে নিয়েছ আর যেন আমি জ্ঞানীদের জন্য তা বিবৃত করি। (১০৬) রবের

مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

মা ~ উহিয়া ইলাইকা মির্ রব্বিকা লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুঅ অআ'রিদ্ব'আনিল্ মুশ্রিকীন্। ১০৭। অলাও শা — য়াল্লা-হু

পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অহীর অনুসরণ করুন, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; মুশরিককে এড়িয়ে চলুন। (১০৭) আল্লাহ্ চাইলে তারা শিরক

مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَلَا تَسُبُّوا

মা ~ আশ্রাকূ; অমা-জ্বা'আল্না-কা 'আলাইহিম্ হাফীজোয়ান্ অমা ~ আন্তা 'আলাইহিম্ বিঅকীল্। ১০৮। অলা-তাসুব্বুল্

করত না; আর আমি আপনাকে রক্ষক নিযুক্ত করি নি; আপনি তাদের অভিভাবকও নন। (১০৮) তোমরা তাদেরকে গালি দিও না;

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ

লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ফাইয়াসুব্বুল্লা-হা 'আদ্অম্ বিগাইরি 'ইল্ম্; কাযা-লিকা যাইয়্যান্না- লিকুল্লি

আল্লাহকে ছাড়া যাকে ডাকে। কেননা, তারা শত্রুতাবশতঃ না জেনে আল্লাহ্কে গালি দেবে; এভাবেই প্রত্যেক জাতির নিকট

أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ

উম্মাতিন 'আমালাহুম্ ছুম্মা ইলা-রব্বিহিম্ মারজ্বি'উহুম্ ফাইয়ুনাব্বিউহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১০৯। অ আক্ব্ সামূ বিল্লা-হি

সুশোভিত করেছি তাদের কার্যাদি। পরে রবের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তাদের কাজের খবর দেবেন। (১০৯) এবং

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ

জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ লাইন্ জ্বা — য়াত্হুম্ আ-ইয়াতুল্ লাইয়ু''মিনুন্না বিহা-; ক্বুল্ ইন্নামাল্ আ-ইয়া-তু 'ইনদাল্লা-হি

কসম করে তারা আল্লাহ্র নামে এবং বলে যদি তাদের নিকট নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই ঈমান আনত; বলুন, নিদর্শন

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ

অমা- ইয়ুশ্'ইরুকুম্ আন্নাহা ~ ইযা-জ্বা — য়াত্ লা-ইয়ু''মিনূন্। ১১০। অনুকাল্লিবু আফয়িদাতাহুম্ অ

তো আল্লাহ্র কাছে; তোমাদের তো বোধ নেই যে, নিদর্শন আসলেও এরা বিশ্বাস আনবে না। (১১০) আর আমি উলটিয়ে দেব

১৩ ع ১০ ১৯ রুকু

وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

আব্ছোয়া-রাহুম্ কামা-লাম্ ইয়ু''মিনূ বিহী ~ আওয়্যালা মাররাতিওঁ অনাযারুহুম্ ফী তুগ্ইয়া-নিহিম্ ইয়া'মাহূন্।

তাদের মন ও দৃষ্টি যেমন প্রথমে তারা ওতে ঈমান আনেনি, আর আমি তাদেরকে অবাধ্যতায় দিশেহারা অবসস্থায় ছেড়ে দেব।

টীকা-১. শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০৮ ঃ এক বর্ণনায় আছে যে, মুসলমানরা কাফেরদের সম্মুখে তাদের দেব-দেবীকে গালি দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা গালির যোগ্য তাদেরকেও গালি দিও না। (মুঃ কোঃ) ব্যাখ্যা ঃ এটা হতে এ আদেশই নিঃসৃত হয় যে, বৈধ কার্যকলাপ কোন হারাম কার্যের উপকরণ ঐ বৈধ কার্যও অবৈধ হয়ে যায়। কারণ মূর্তির সমালোচনা করা মূলতঃ বৈধ, কিন্তু যেহেতু তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শানে বে-আদবী হওয়ার উপাদান হল তখন তা হতে বিরত থাকতে বলা হল। বলা বাহুল্য যে, তাওহীদ ও রেসালতের বিবরণেও কাফেররা আল্লাহর শানে বে-আদবী করার কারণে এটির প্রচারণা ও প্রকাশনা কার্যে বারণ করা হবে না। এ বিষয়টি প্রতিমা গালির বিষয়ের উপর তুলনা করা ঠিক হবে না। কারণ তাওহীদ রিসালতের তবলীগ ও প্রচার কার্য হল ওয়াজিব; আর প্রতিমা সম্বন্ধে সমালোচনা করা হল একটি মোবাহ বিষয়। (বঃ কোঃ)
শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০৯ঃ ইবনে জারীরের বর্ণনানুযায়ী মুশরিক সর্দাররা রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে বলল যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করতে পারেন তবে আমরা আপনার নবুওয়্যত মেনে নিব এবং মুসলমান হয়ে যাব। এতে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করতে উদ্দত হলে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে বললেন, আপনার দোয়া অনুযায়ী সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হওয়ার পরও যদি তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এতে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দোয়া করা হতে বিরত রইলেন। এ মর্মে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)

﴿١١١﴾ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

১১১। অলাও আন্নানা-নায্‌যাল্‌না ~ ইলাইহিমুল্ মালা —য়িকাতা অকাল্লামাহুমুল্ মাওতা-অহাশার্‌না-'আলাইহিম্ কুল্লা

(১১১) আর আমি তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠালে, তাদের সঙ্গে মৃতেরা কথা বললে এবং সব বস্তু তাদের সামনে

شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوٓا إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ *

শাইয়িন্ কুবুলাম্ মা-কা-নূ লিইয়ু'মিনূ ~ ইল্লা ~ আঁই ইয়াশা — য়াল্লা-হু অলা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ ইয়াজ্‌হালূন্।

একত্র করলেও তারা ঈমান আনবে না, অবশ্য আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে অন্য কথা, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই অজ্ঞ।

﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ

১১২। অকাযা-লিকা জা'আল্‌না- লিকুল্লি নাবিয়্যিন্ 'আদুওয়্যান্ শাইয়া-ত্বীনাল্ ইন্‌সি অল্‌জ্বিন্নি ইয়ূহী বা'দ্বুহুম্

(১১২) এভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তানরূপী মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছি, একে অপরকে প্রতারণার জন্য

إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا

ইলা- বা'দ্বিন্ যুখ্‌রুফাল্ ক্বাওলি গুরূরা-; অলাও শা — য়া রব্বুকা মা-ফা'আলূহু ফাযার্‌হুম্ অমা-

চমকপ্রদ বাক্য ব্যয় করে. আপনার রব ইচ্ছা করলে এমন করতে পারত না; সুতরাং তাদের মিথ্যা রটনা

يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَلِتَصْغٰىٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

ইয়াফ্‌তারূন্। ১১৩। অলিতাছ্‌গা ~ ইলাইহি আফ্‌য়িদাতুল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি অলিইয়ার্‌দ্বোয়াওহু

বর্জন করুন। (১১৩) যারা পরকালে ঈমান রাখে না তাদের মন যেন তাদের প্রতি ঝুঁকে, যেন তারা রাযী হয় এবং যেন

وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيٓ أَنْزَلَ

অলিইয়াক্ব্‌তারিফূ মা- হুম্ মুক্ব্‌তারিফূন্। ১১৪। আফাগাইরাল্লা-হি আব্‌তাগী হাকামাওঁ অহুঅল্লাযী ~ আন্‌যালা

তাদের মত অপকর্ম করে।(১১৪) তবে কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিচারক খুঁজব? অথচ তিনি বিস্তারিত

إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ

ইলাইকুমুল্ কিতা-বা মুফাছ্‌ছলা-; অল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়া'লামূনা আন্নাহূ মুনায্‌যালুম্ মির্

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, তা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার

رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٥﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ

রব্বিকা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফালা-তাকূনান্না মিনাল্ মুম্‌তারীন্। ১১৫। অতাম্মাত্ কালিমাতু রব্বিকা ছিদ্‌ক্বাওঁ অ'আদ্‌লা-;

রবের পক্ষ থেকে সত্যসহ, আপনি সন্দিহান হবেন না। (১১৫) আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ সত্য ও ন্যায়ের

আয়াত-১১৫ ঃ এর দ্বারা কোরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু প্রকার। কোরআনের এ দু প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে দু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনে যেসব ঘটনা, ওয়াদা, অবস্থা, ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। আর খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর নির্ভরশীল। এতে কারো প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। না ভুল প্রমাণিত হওয়ার কারণে এর কোন পরিবর্তন হয়েছে আর না জোর করে কেউ এর কোন পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। এই কোরআন রহিত বা বিকৃত হওয়ার কোন আশংকা নেই। (মাঃ কোঃ)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٦﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ

লা–মুবাদ্দিলা লিকালিমা–তিহী অহুঅস্ সামী'উল 'আলীম্। ১১৬। অইন্ তুত্বি' আক্‌ছারা মান্ ফিল্ আরদ্বি

দিক দিয়ে তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১১৬) দুনিয়ার অধিকাংশের কথা মানলে তারা

يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٧﴾ اِنَّ

ইয়ুদ্বিল্লূকা 'আন্ সাবীলিল্লা–হ্; ইঁইয়াত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্জোয়ান্না অইন হুম্ ইল্লা–ইয়াখ্রুছূন্।১১৭। ইন্না

আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে; তারা তো কল্পনার অনুসারী, তারা মনগড়া কথা বলে। (১১৭) তাঁর

رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَكُلُوْا مِمَّا

রব্বাকা হুঅ 'আলামু মাইঁ ইয়াদ্বিল্লু আন্ সাবীলিহী অহুঅ আ'লামু বিল্‌মুহ্‌তাদীন্। ১১৮। ফাকুলূ মিম্মা–

পথ হতে কে বিচ্যুত হয়, আপনার রব তা ভাল জানেন, আর হিদায়াত প্রাপ্তদেরকেও জানেন। (১১৮) অতঃপর খাও

ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا

যুকিরাস্ মুল্লা-হি 'আলাইহি ইন্ কুন্‌তুম বিআ-ইয়া-তিহী মু''মিনীন্। ১১৯। অমা-লাকুম্ আল্লা- তা''কুলূ মিম্মা-

আল্লাহর নামে যবেহকৃত বস্তু। যদি তোমরা তাঁর আয়াতে বিশ্বাসী হও। (১১৯) কি হল যে, তোমরা খাবে না

ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ

যুকিরাস্‌মুল্লা-হি 'আলাইহি অক্বাদ্ ফাছ্‌ছলা লাকুম্ মা- হার্‌রামা 'আলাইকুম্ ইল্লা-মাদ্বতুরির্‌তুম্ ইলাইহ্';

আল্লাহ্‌র নামের বস্তু অথচ নিষিদ্ধ বিষয় তো তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তোমরা যদি নিরুপায় হও, তবে

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ *

অইন্না কাছীরাল্ লাইয়ুদ্বিল্লূনা বিআহ্‌ওয়া — য়িহিম্ বিগাইরি 'ইল্‌ম্; ইন্না রব্বাকা হুঅ আ'লামু বিল্ মু'তাদীন্

অন্য কথা; অনেকে না জেনে ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্যকে পথচ্যুত করে, আপনার রব সীমালংঘনকারীদের চিনেন।

﴿١٢٠﴾ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا

১২০। অযারূ জোয়াহিরাল্ ইছ্‌মি অবা-ত্বিনাহ্; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌ছিবূনাল্ ইছ্‌মা সাইয়ুজ্‌যাওনা বিমা-

(১২০) প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন কর; নিশ্চয়ই যারা পাপ করে শ্রীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তাদের

كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ

কা-নূ ইয়াক্বতারিফূন্। ১২১। অলা- তা''কুলূ মিম্মা- লাম্ ইয়ুয্‌কারিস্‌মুল্লা-হি 'আলাইহি অইন্নাহূ লাফিস্‌ক্ব;

কৃতকর্মের কারণে। (১২১) যে বস্তুতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় নি এমন বস্তু তোমরা খেয়ো না; অবশ্যই তা পাপ;

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ

অইন্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা লাইয়ূহূনা ইলা ~ আওলিয়া — য়িহিম্ লিইয়ুজা-দিলূকুম্ অইন্ আত্বোয়া'তুমূহুম্

আর শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে উস্কানী দেয়; তোমরা তাদের কথা মানলে

إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢٢﴾ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى

ইন্নাকুম্ লামুশ্‌রিকূন্। ১২২। আও মান্ কা-না মাইতান্ ফাআহ্ইয়াইনা-হু অজ্বা'আল্‌না-লাহূ নূরাই ইয়াম্‌শী
মুশরিক হয়ে যাবে। (১২২) যে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবিত করেছি, তাকে চলার জন্য আলো দিয়েছি, যা নিয়ে

بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ

বিহী ফিন্না-সি কামাম্ মাছালুহূ ফিজ্ জুলুমা-তি লাইসা বিখা-রিজ্বিম্ মিন্‌হা-; কাযা-লিকা যুইয়্যিনা
সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তথা থেকে বের হতে পারে না? এভাবেই

لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ

লিল্‌কা-ফিরীনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১২৩। অকাযা-লিকা জ্বা'আল্‌না- ফী কুল্লি ক্বারইয়াতিন্ আকা-বিরা
কাফিরদের কৃতকর্ম তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করা হয়েছে। (১২৩) এভাবে প্রত্যেক জনপদে বড় বড় অপরাধী রেখেছি,

مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَ

মুজ্‌রিমীহা-লিইয়াম্‌কুরু ফীহা-; অমা- ইয়াম্‌কুরূনা ইল্লা-বিআন্‌ফুসিহিম্ অমা- ইয়াশ্'উরূন্। ১২৪। অ
যেন চক্রান্ত করতে পারে, তবে তাদের চক্রান্ত নিজেদের বিরুদ্ধেই হয়, অথচ তারা বুঝেই না। (১২৪) আর

إِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ

ইযা- জ্বা— য়াত্‌হুম্ আ-ইয়াতুন্ ক্বা-লূ লান্ নু"মিনা হাত্তা-নু"তা-মিছ্‌লা মা ~ উতিয়া রুসুলুল্লা-হ্;
যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন বলে, আল্লাহর রাসূলদের মত আমাদেরকে নিদর্শন না দিলে আমরা

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ

আল্লা-হু আ'লামু হাইছু ইয়াজ্‌'আলু রিসা-লাতাহ্; সাইয়ুছীবুল্লাযীনা আজ্‌রামূ ছোয়াগা-রুন্ 'ইন্‌দাল্লা-হি
ঈমান আনব না। আর রিসালাত কাকে দেবেন তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন, অপরাধীদের জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা আছে,

وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٥﴾ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ

অ'আযা-বুন শাদীদুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াম্‌কুরূন্। ১২৫। ফামাই ইয়ুরিদিল্লা-হু আই ইয়াহ্‌দিয়াহূ ইয়াশ্‌রাহ্
আর আছে তাদের চক্রান্তের কারণে কঠোর শাস্তি। (১২৫) আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের

صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا

ছোয়াদ্‌রাহূ লিল্‌ইস্‌লা-মি অমাই ইয়ুরিদ্ আই ইয়ুদ্বিল্লাহূ ইয়াজ্‌'আল ছোয়াদ্‌রাহূ দ্বোয়াইয়্যিক্বান্ হারাজ্বান কাআন্নামা-
জন্য খুলে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার মনকে সংকীর্ণ করে দেন, মনে হয় সে যেন সবেগে

শানেনুযুল ঃ আয়াত- ১২২ ঃ একদা হুযুর (ছঃ) এর প্রতি আবুজাহেল গরুর মল নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ), তখনও মুসলমান হন নি; তাঁর এক দাসী তাকে আবূ জাহেলের উক্ত অসদাচরণের সংবাদ দিয়েছিল। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে আবূ জাহেলকে ধনুক দিয়ে মারলেন আবূ জাহেল তখন মিনতি করে বলতে লাগল, হে আবূ 'আলা আপনি জানেন, মুহাম্মদ কিরূপ আশ্চর্য কথা বলে, যদ্দারা আমাদের বিবেক পর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে যায় এবং সে আমাদের মা'বুদ সমূহের সমালোচনা করে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করে। তখন হযরত হামযা বলে উঠলেন, তোমাদের অপেক্ষা অথর্ব ও অধিক বোকা কে আছে?

১৪ ع ১১ ১ রুকু

ওয়াক্‌ফে লাযেম

ওয়াক্‌ফে মনযিল

يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ *

ইয়াছ্ ছোয়া'ইয়্যা'দু ফি সামা — য়ি; কাযা-লিকা ইয়াজ্'আলু ল্লা-হুর্ রিজ্ সা 'আলাল্লাযীনা লা-ইয়ু" মিনূন্।
আরোহণ করবে আকাশে, এভাবেই আল্লাহ্ যারা ঈমান আনে না তাদের উপর কলঙ্ক চাপিয়ে দেন।

﴿١٢٦﴾ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٧﴾ لَهُمْ دَارُ

১২৬। অ হা-যা-ছিরা-ত্বু রব্বিকা মুস্তাক্বীমা-;ক্বাদ্ ফাছ্ছোয়াল্নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিঁই ইয়ায্যাক্কারূন্। ১২৭। লাহুম্ দা-রুস্
(১২৬) আর এটাই আপনার রবের সঠিক পথ; উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্য

السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

সালা-মি 'ইন্দা রব্বিহিম্ ওয়া হুঅ অলিয়্যুহুম্ বিমা- কা-নূ- ইয়া'মালূন্। ১২৮। অ ইয়াওমা ইয়াহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন্
রয়েছে শান্তির আবাস রবের কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য তিনিই অভিভাবক। (১২৮) যে দিন সকলকে একত্রিত করবেন

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا

ইয়া-মা'শারাল্ জ্বিন্নি ক্বাদিস্তাক্সার্তুম্ মিনাল্ ইন্সি অক্বা-লা আওলিয়া — উ হুম্ মিনাল্ ইন্সি রব্বানাস্
সে দিন বলবেন, হে জিন জাতি! বহু মানুষকে তোমরা অনুগত করলে; তাদের মানুষ বন্ধুরা বলবে, হে রব! আমরা পরস্পরের

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ

তাম্তা'আ বা'দ্বুনা-বিবা'দ্বিওঁ অবালাগ্না ~ আজ্বালানা ল্লাযী ~ অজ্জ্বাল্তা লানা-; ক্বা-লান্না-রু মাছ্ওয়া-কুম
দ্বারা উপকৃত হয়েছি; তোমার নির্ধারিত সময়ে আমরা উপনীত হয়েছি। সে দিন আল্লাহ বলবেন, আগুন তোমাদের বাসস্থান,

خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ

খা-লিদীনা ফীহা ~ ইল্লা-মা-শা — য়াল্লা-হ্; ইন্না রব্বাকা হাকীমুন 'আলীম্। ১২৯। অকাযা-লিকা নুঅল্লী বা'দ্বোয়াজ্
সর্বদা সেখানে থাকবে, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই আপনার রব কৌশলী, জ্ঞানী। (১২৯) এভাবে আমি

১৫ ع ৮ ২ রুকু

الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣٠﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

জোয়া-লিমীনা বা'দ্বোয়াম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ১৩০। ইয়া-মা'শারাল্ জ্বিন্নি অল্ ইন্সি আলাম্ ইয়া"তিকুম্
যালিমদের পরস্পরের অভিভাবক করি তাদের কর্মের জন্য। (১৩০) হে জিন ও মানুষ। তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য

رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا

রুসুলুম্ মিন্কুম্ ইয়াক্বুছ্ছূনা 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তী অইয়ুন্যিরূনাকুম্ লিক্বা ~ য়া। ইয়াওমিকুম্ হা-যা-; ক্বা-লূ
থেকে রাসূল আসেন নি? যারা আয়াত বর্ণনা করতেন, আর এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতেন, তারা বলবে,

شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا

শাহিদ্না-'আলা ~ আন্ফুসিনা-অগার্রাত্হুমুল্ হাইয়া-তুদ্দুন্ইয়া- অশাহিদূ 'আলা ~ আন্ফুসিহিম্ আন্নাহুম্ কা-নূ
আমরা স্বীয় অপরাধ স্বীকার করলাম, পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল; তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে এ কথা স্বীকার

كٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ

কা–ফিরীন্। ১৩১। যা-লিকা আল্লাম্ ইয়াকুর্ রব্বুকা মুহ্লিকাল্ ক্বুরা- বিজুল্মিওঁ অআহ্লুহা- গা-ফিলূন।

করবে যে, তারা কাফির ছিল। (১৩১) কেননা, রব কোন জনপদকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না। যার অধিবাসী বেখবর থাকে।

﴿١٣٢﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٣﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ

১৩২। অলিকুল্লিন্ দারাজা-তুম্ মিম্মা- 'আমিলূ ; অমা-রব্বুকা বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা- ইয়া'মালূন্ ১৩৩। অ রব্বুকাল্ গানিয়্যু

(১৩২) কাজ অনুসারে মর্যাদা হয়, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আপনার রব গাফিল নন। (১৩৩) আপনার রব ধনী,

ذُو الرَّحْمَةِ ۗ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ

যুর্রহ্মাহ্; ইঁ ইয়াশা'' ইয়ুয্ হিব্কুম্ অ ইয়াস্তাখ্লিফ্ মিম্ বা'দিকুম্ মা-ইয়াশা — উ কামা ~ আন্শায়াকুম্

দয়ালু; ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে মনমত প্রতিনিধি রাখতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে

مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

মিন্ যুর্রিয়্যাতি ক্বাওমিন্ আ-খারীন্। ১৩৪। ইন্না মা- তূ'আদূনা লাআ-তিওঁ অমা ~ আন্তুম্ বিমু'জ্বিযীন্।

অন্য বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) তোমাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা ঘটবেই আর তোমরা তা ঠেকাতে পারবে না।

﴿١٣٥﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ

১৩৫। ক্বুল্ ইয়া- ক্বাওমি'মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী'আ-মিলূন্ ফাসাওফা তা'লামূনা মান্

(১৩৫) বলুন, হে কাওম! স্ব স্ব স্থানে কাজ করে যাও; আমিও করছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, কার

تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ

তাকূনু লাহূ 'আ-ক্বিবাতুদ্দা-র; ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহু জ্জোয়া-লিমূন্। ১৩৬। অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি মিম্মা- যারায়া মিনাল্

পরিণাম ভাল? তবে জালিমরা সফল হবে না। (১৩৬) আর তারা নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্র জন্য তাঁরই সৃষ্টি, শস্য

الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ

হার্ছি অল্ আন্'আ-মি নাছীবান্ ফাক্বা-লূ হা-যা-লিল্লা-হি বিযা'মিহিম্ অহা-যা-লিশুরাকা — য়িনা-ফামা- কা-না

ও পশুর একাংশ আর কল্পনা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্র অংশ এবং এটা আমাদের শরীকদের; শরীকদের

لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ

লিশুরাকা — য়িহিম্ ফালা-ইয়াছিলু ইলাল্লা- হি অমা- কা-না লিল্লা-হি ফাহুঅ ইয়াছিলু ইলা- শুরাকা — য়িহিম্;

অংশ আল্লাহ্র কাছে পৌছে না, কিন্তু আল্লাহ্র অংশ শরীকদের কাছে পৌছে [১], তাদের বিচার

তোমরা আল্লাহ্কে বর্জন করে পাথর পূজা কর। এই শোন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ছঃ) তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। যাহ্হাকের মন্তব্য হল, উল্লেখিত আয়াত হযরত ওমর (রাঃ) ও আবূ জাহেল সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। আর ইকরামা ও কালবীর মন্তব্য, এটা আম্মার বিন ইয়াছির ও আবূ জাহেল সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। টিকা ঃ ১. মুশরিকরা তাদের উৎপন্ন ফসল বা পশু আল্লাহ্ ও দেবতাদের নামে উৎসর্গ করত, ভাল অংশ নির্ধারণ করত দেবতার জন্য। দেবতাকে যে অংশ দেয়া হত তা নষ্ট হয়ে গেলে আল্লাহ্র অংশ নিয়ে বলত, আল্লাহ্ সম্পদশালী, তাদের এহেন মূর্খতা এবং অন্ধত্বকে তুলে ধরাই উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য।

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ

সা — য়া মা- ইয়াহ্কুমূন্ ।১৩৭। অ কাযা-লিকা যাইয়্যানা লিকাছীরিম্ মিনাল্ মুশ্রিকীনা ক্বাত্লা আওলা-দিহিম্

অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (১৩৭) এমনি করেই মুশরিকদের শরীকরা তাদের জন্য সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে

شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ

শুরাকা — উহুম্ লিইয়ুরদূ হুম্ অলিয়াল্বিসূ 'আলাইহিম্ দীনাহুম্; অ লাও শা — য়াল্লা- হু মা-ফা'আলূহু ফাযার্হুম্

যেন তারা ধ্বংস হয় এবং দ্বীনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা এটা করত না। অতএব,

وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ

অমা- ইয়াফ্তারূন্। ১৩৮। অক্বা-লূ হা-যিহী ~ আন্'আ-মুওঁ অহার্ছুন্ হিজ্রুল্ লা-ইয়াত্ব্'আমুহা ~ ইল্লা- মান্ নাশা — উ

তাদেরকে মিথ্যায় ছেড়ে দিন।(১৩৮) আর তারা বলে, সব পশু ও ফসল নিষিদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা ছাড়া কেউ খেত না।

بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً

বিযা'মিহিম্ অ আন্'আ-মুন্ হুর্রিমাত্ জুহূরুহা-অ আন্'আ-মু ল্লা- ইয়ায্কুরূনাস মাল্লা-হি 'আলাইহাফ্ তিরা — য়ান্

এটা তাদের ধারণা মতে; কিছু পশুর পিঠে আরোহণ হারাম;আর ক্তক পশু যবেহ কালে তারা আল্লহ্র নাম নেয় না।

عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ

'আলাইহ্; সাইয়াজ্যীহিম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ১৩৯। অক্বা-লূ মা-ফী বুত্বূনি হা-যিহিল্ আন্'আ-মি

এর দ্বারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপই উদ্দেশ্য। মিথ্যার প্রতিফল তিনি দেবেন। (১৩৯) তারা বলে এ পশুর গর্ভে যা আছে

خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ

খা-লিছোয়াতুল্লি যুকূরিনা- অমুহাররামুন্ 'আলা ~ আয্ওয়া-জ্বিনা- অইঁ ইয়াকুম্ মাইতাতান্ ফাহুম্ ফীহি

তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, নারীদের জন্য অবৈধ; যদি তা মৃত হয়, তবে সবাই সমান অংশীদার।

شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا

শুরাকা — উ; সাইয়াজ্যীহিম্ অছ্ফাহুম্; ইন্নাহূ হাকীমুন্ 'আলীম্। ১৪০। ক্বাদ্ খাসিরাল্লাযীনা ক্বাতালূ ~

শীঘ্রই তিনি তাদের এ বলার প্রতিফলন দেবেন, তিনি বিজ্ঞ, জ্ঞানী। (১৪০) অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা যারা

أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا

আওলা- দাহুম্ সাফাহাম্ বিগাইরি 'ইল্মিওঁ অহার্‌রামূ মা-রাযাক্বাহুমুল্লা-হুফ্ তিরা — য়ান্' আলাল্লা-হ্; ক্বাদ্ দ্বোয়াল্লূ

নির্বোধের মত না জেনে আপন সন্তান হত্যা করে, এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে তাদের উপর হারাম করে নিয়েছে

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤١﴾ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

অমা-কা-নূ মুহ্তাদীন্। ১৪১। অ হুঅল্লাযী ~ আনাশায়া জান্না-তিম্ মা'রূশা-তিওঁ অগাইরা মা'রূশা-তিওঁ

আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী, পথপ্রাপ্ত নয়। (১৪১) আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন লতা

● এক চতুর্থাংশ ১৬

ع ১১ ৩ রুকু

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

ওয়ান্ নাখ্লা অয্যার্'আ মুখ্তালিফান্ উকুলুহূ অয্যাইতূনা অররুম্মা-না মুতাশা-বিহাওঁ অগাইরা মুতাশা-বিহ্;
ও বৃক্ষ বাগান, খেজুর গাছ বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূল, যয়তূন ও আনার, যা একে অন্যের সদৃশ ও অসদৃশ;

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

কুলূ মিন্ ছামারিহী ~ ইযা ~ আছ্মারা অ আ-তূ হাক্ব্ক্বাহূ ইয়াওমা হাছোয়া- দিহী অলা- তুস্রিফূ; ইন্নাহূ লা-
ফল ধরলে খাও এবং কাটার দিন তার হক গরীবদের প্রদান কর, অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٢﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

ইউহিব্বুল্ মুস্রিফীন্। ১৪২। অমিনাল্ আন্'আ-মি হামূলাতাওঁ অফার্শা-; কুলূ মিম্মা রাযাক্বাকুমুল্লা-হু
ভালবাসেন না। (১৪২) কতক জন্তু ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার, আল্লাহ্র দেয়া রিযিক্ থেকে আহার কর।

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٣﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ

অলা-তাত্তাবি'উ খুত্বুওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ মুবীন্। ১৪৩। ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্বিন্ মিনাদ্ব
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরন করনা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আট জোড়া; ভেড়ার মধ্যে দুই

الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا

দ্বোয়া" নিছ্নাইনি ওয়া মিনাল মা'যিছ্নাইন্; ক্বুল্ আ — য্যাকারাইনি হার্রামা আমিল্ উন্ছাইয়াইনি আম্মাশ্
প্রকার এবং ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার; বলুন, তিনি কি নর দুটিকে কি অবৈধ করছেন, না মাদী দুটিকে ? কিংবা মাদীদের

اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَ

তামালাত্ 'আলাইহি আর্হা-মুল্ উন্ছাইয়াইন্; নাব্বিঊনী বি'ইল্মিন্ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৪৪। অ
গর্ভে যা আছে তা অবৈধ করেছেন? তোমরা প্রমাণসহ আমাকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) এবং

مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا

মিনাল ইবিলিছ্নাইনি ওয়া মিনাল বাকারিছ্নাইন; ক্বুল আ — য্যাকারাইনি হাররামা আমিল উনছাইয়াইনি আম্মাশ
উট দু'প্রকার, গরুর মধ্যে দুই প্রকার; বলুন, তিনি কি নর দুটিকে কি অবৈধ করছেন, না মাদী দুটিকে ? কিংবা মাদীদের

اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا

তামালাত্ 'আলাইহি আরাহা-মুল্ উন্ছাইয়াইন্; আম কুন্তুম্ শুহাদা — য়া ইয্ অছ্ছোয়া-কুমু ল্লা- হু বিহা-যা-
গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন ? তোমরা কি তখন হাজির ছিলে যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দেন, অতএব, তার চেয়ে

আয়াত-১৪১ ঃ ইবনে কাছীর (রঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায় হোক, উভয় অবস্থায়ই এই আয়াত হতে শস্যক্ষেতের যাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। মোটকথা ফসল কাটা ও ফসল নামানোর সময় যে সব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত তাদেরকেও কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ ছিল না। ইসলাম পূর্বককালেও এ নিয়ম ছিল। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৪২ ঃ তাত্তাবিউ.... শাইতোয়ান, অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকারের ছোট-বড় জীব-জন্তু যা শরীয়তে হালাল তা খাও। নিজেদের পক্ষ হতে ওগুলো হারাম সাব্যস্ত করে শয়তানের অনুসারী হয়ো না। শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কি তোমরা বিপথগামী হবে? বড় জীব উট, গরু, মহিষ ইত্যাদি; আর ছোট জীব ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

ফামান্ আজ্‌লামু মিম্মানিফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবাল্ লিইয়ুদ্বিল্লান্ ন্না-সা বিগাইরি 'ইল্‌ম্; ইন্নাল্লা-হা

চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে বিনা প্রমাণে আল্লাহর উপর মিথ্যা অরোপ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য? আল্লাহ্

১৭ ع 4 4 রুকু

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ

লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাজ্জোয়া-লিমীন্। ১৪৫। ক্বুল্ লা ~ আজ্বিদু ফী মা ~ উহিয়া ইলাইয়্যা মুহার্‌রমান্ 'আলা- ত্বোয়া-'ইমিঁই

জালিমদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করান না। (১৪৫) বলুন, আমার প্রতি যে অহী পাঠানো হয়েছে তাতে লোকে যা খায়

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

ইয়াত্ব'আমুহূ ~ ইল্লা ~ আইঁ ইয়াকূনা মাইতাতান্ আও দামাম্ মাস্‌ফূহান্ আও লাহ্‌মা খিন্‌যীরিন্ ফাইন্নাহূ রিজ্‌সুন্ আও

তাতে আমি কোন হারাম খাদ্য পাইনি। তবে মৃত, প্রাবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত ছাড়া অপবিত্র বা যা অবৈধ, আল্লাহ

فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ☆

ফিস্‌ক্বান্ উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী ফামানিদ্ব্‌ত্বুর্‌রা গাইরা বা- গিঁও অলা-'আ-দিন্ ফাইন্না রব্বাকা গাফূরুর রাহীম্।

ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করার কারণে, হ্যাঁ, অবাধ্য না হয়ে ও ঠেকাবশতঃ গ্রহণ করলে আপনার রব ক্ষামাশীল, দয়ালু।

﴿١٤٦﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا

১৪৬। অ'আলাল্লাযীনা হা-দূ হার্‌রাম্‌না- কুল্লা যী জুফুরিন্ অমিনাল্ বাক্বারি অল্ গানামি হার্‌রম্‌না-

(১৪৬) ইহুদীদের জন্য সকল নখযুক্ত জন্তু হারাম করেছিলাম, আর গরু ও ছাগলের চর্বি তাদের জন্য হারাম

عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ

'আলাইহিম্ শুহূমাহুমা ~ ইল্লা-মা-হামালাত্ জুহূরু হুমা ~ আওয়িল্ হাওয়া-ইয়া ~ আও মাখ্‌তালাত্বোয়া বি'আজ্‌ম্;

করেছিলাম; তবে যে চর্বি পিঠ অথবা আঁত অথবা হাড়ের সঙ্গে জড়িত তা ছাড়া। তাদের নাফরমানির

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٧﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ

যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্ বিবাগ্‌য়িহিম্ অইন্না- লাছোয়া-দিক্বূন ১৪৭। ফাইন্ কায্‌যাবূকা ফাক্বুর্ রব্বুকুম্

কারণেই এ শাস্তি দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। (১৪৭) যদি আপনাকে মিথ্যা জানে তবে বলে দিন,

ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٨﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ

যূ- রাহ্‌মাতিওঁ অ-সি'আহ্; অলা-ইয়ুরাদ্দু বা''সুহূ 'আনিল্ ক্বাওমিল্ মুজ্‌রিমীন্। ১৪৮। সাইয়াক্বূলুল্লাযীনা

তোমাদের রব অসীম দয়ালু, কিন্তু অপরাধী দলকে শাস্তি থেকে অব্যহতি দেয় না। (১৪৮) শির্‌ককারীরা শীঘ্রই বলবে,

أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ

আশ্‌রাকূ লাও শা — য়াল্লা-হু মা ~ আশ্‌রাক্‌না-অলা ~ আ-বা — উনা-অলা-হার্‌রম্‌না- মিন্ শাইয়িন্; কাযা-লিকা

আল্লাহ চাইলে না আমরা শির্‌ক করতাম না পিতৃপুরুষরা না আমরা কোন কিছুকে অবৈধ করতাম এভাবে

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ

কায্যাবাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ হাত্তা - যা-ক্বূ বা''সানা-; ক্বুল্ হাল 'ইন্দাকুম্ মিন্ 'ইল্মিন্

আমার শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত তারা মিথ্যা আচরণ করেছিল, বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে?

فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ

ফাতুখ্রিজূহু লানা-; ইন্ তাত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্জোয়ান্না অইন্ আন্তুম্ ইল্লা- তাখ্রুছূন্। ১৪৯। ক্বুল্ ফালিল্লা-হিল্

থাকলে পেশ কর। তোমরা কেবল কল্পনার পেছনে ছুটছ আর মিথ্যাই বলছ। (১৪৯) বলুন, সুস্পষ্ট প্রমাণ তো

الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ

হুজ্জাতুল্ বা-লিগাতু ফালাও শা — য়া লাহাদা-কুম্ আজ্মা'ঈন্। ১৫০। ক্বুল্ হালুম্মা শুহাদা — য়াকুমুল লাযীনা

আল্লাহ্রই; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে হেদায়েত দিতেন। (১৫০) বলুন, তাদেরকে হাযির কর যারা সাক্ষ্য

يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

ইয়াশ্হাদূনা আন্নাল্লা- হা হার্রামা হা-যা- ফাইন্ শাহিদূ ফালা- তাশ্হাদ্ মা'আহুম্ অলা- তাত্তাবি' আহ্ওয়া— য়াল্

দেবে যে, আল্লাহ এটা হারাম করেছেন। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দিলেও আপনি স্বীকৃতি দেবেন না। আপনি তাদের কুপ্রবৃত্তির

১৮ ع ৬ ৫ রুকু

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ★

লাযীনা কায্যাবূ বিআ -ইয়া-তিনা- অল্লাযীনা লা- ইয়ু''মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি অহুম্ বিরব্বিহিম্ ইয়া'দিলূন্।

অনুগামী হবেন না যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, পরকালে বিশ্বাস করে না, যারা তাদের রবের সঙ্গে শরীক করে।

﴿١٥٠﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ

১৫১। ক্বুল্ তা'আ-লাও আত্লু মা- হাররামা রব্বুকুম্ 'আলাইকুম্ আল্লা-তুশ্রিকূ বিহী শাইয়াওঁ অবিল ওয়া-লিদাইনি

(১৫১) বলুন, আস আমি পড়ে শুনাই তোমাদের জন্য রব যা হারাম করেছেন, তা হল, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক

إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا

ইহ্সা-না-; আলা-তাক্বতুলূ ~ আওলা-দাকুম্ মিন্ ইমলা- ক্ব্; নাহ্নু নারযুক্বুকুম্ অইয়্যা-হুম্ অলা-

করবে না, মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, অভাবের ভয়ে আপন সন্তান হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে

تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

তাক্বরবাল্ ফাওয়া-হিশা মা-জোয়াহারা মিন্হা- অমা- বাত্বোয়ানা অলা-তাক্বতুলুন্ নাফ্সাল্লাতী হার্রমাল্লা-হু

রিযিক দেই। অশ্লীলতার কাছেও যাবে না; তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ

আয়াত-১৪৮ ঃ কাফেররা বলত, আমরা যে দেব-দেবীর পুজা করছি এবং কতিপয় বস্তুকে হারামরূপে গণ্য করেছি, তা যদি আল্লাহর অপছন্দনীয় হত, তবে তিনি আমাদেরকে এ কাজ করতে দিতেন না। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১৪৯ ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ চাইলে সকলকে পথ-প্রদর্শন করতে পারতেন। আর যেহেতু আল্লাহ চান নি সেহেতু সকলে সরল পথপ্রাপ্ত হয় নি। সুতরাং তাদেরকক নবী রাসূল দ্বারা ভয় দেখানোর কারণ কি? আর তারা শাস্তিই বা পাবে কেন? প্রথম জওয়াব হল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে হেদায়েত করতে পারতেন তবে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে সৎ পথে আনা আল্লাহর রীতি নয়। দ্বিতীয় উত্তর হল, যেই আল্লাহর ইচ্ছায় তারা বিপথগামী হয়েছে সেই আল্লাহর ইচ্ছায়ই তাদেরকে ভয় দেখানো এবং আযাব দেয়া হবে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

ইল্লা- বিল্ হাক্ব; যা-লিকুম্ অছ্ছোয়া-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ১৫২। অলা- তাক্ব্রাবূ মা-লাল্ ইয়াতীমি ইল্লা-

ছাড়া তাকে হত্যা করবে না, এটা তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ, যেন তোমরা বুঝ। (১৫২) বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ

বিল্লাতী হিয়া আহ্সানু হাওা- ইয়াব্লুগা আশুদ্দাহূ অ আওফুল্ কাইলা অল্মীযা-না বিল্ক্বিস্ত্বি

ন্যায় নীতি ছাড়া এতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না। পরিমাপ ও ওজন যথাযথভাবে দেবে। আমি কাকেও বোঝা

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ

লা-নুকাল্লিফু নাফ্সান্ ইল্লা-উস্'আহা- অইযা- ক্বুল্তুম্ ফা'দিলূ অলাও কা- না যা-ক্বুর্বা- অবি 'আহ্দিল্লা-হি

দেই না তার সহ্যশক্তির অতিরিক্ত; কথা যখন বলবে হক বলবে, যদিও সে ঘনিষ্ঠ হয়; আল্লাহ্কে দেয়া ওয়াদা

أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

আওফূ; যা-লিকুম্ অছ্ছোয়া-বিহী লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্। ১৫৩। অ আন্না হা-যা-ছিরা-ত্বী মুস্তাক্বীমান্

পূর্ণ করবে এটা তাঁর নির্দেশ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (১৫৩) এটাই আমার সোজা পথ; সুতরাং এরই

فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ

ফাওাবি'উহু অলা-তাত্তাবি'উস্ সুবুলা ফাতাফার্রাক্বা বিকুম্ 'আন্ সাবীলিহ্; যা-লিকুম্ অছ্ছোয়া-কুম্ বিহী

অনুসরণ কর; অন্য পথ ধরো না; ধরলে সোজা পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; এটাই তাঁর অছিয়ত;

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ

লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ১৫৪। ছুম্মা আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা তামা-মান্'আলাল্লাযী ~ আহ্সানা অ

যেন তোমরা সাবধান হও। (১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে নেককারদের জন্য পূর্ণ কিতাব দিয়েছি, যাতে

১৯ ع 4 ৬ রুকু

تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ وَهَٰذَا

তাফ্ছীলাল্ লিকুল্লি শাইয়িওঁ অহুদাওঁ অরহ্মাতাল্ লা'আল্লাহুম্ বিলিক্বা — য়ি রব্বিহিম্ ইয়ু'মিনূন্।১৫৫। অহা-যা-

রয়েছে সমস্ত কিছুর বিবরণ, হিদায়াত ও দয়া, যেন তারা রবের সঙ্গে সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে। (১৫৫) আমি কিতাব

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا

কিতা-বুন্ আন্যাল্না-হু মুবা-রাকুন্ ফাত্তবি'উহু অত্তাক্বূ লা'আল্লাকুম্ তুরহামূন্। ১৫৬। আন্ তাক্বূলূ ~ ইন্নামা-

নাযিল করেছি বরকতময় করে, তার অনুসরণ কর, সতর্ক হও, যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (১৫৬) যেন বলতে না পার,

أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ☆

উন্যিলাল্ কিতা-বু 'আলা-ত্বোয়া — য়িফাতাইনি মিন্ ক্বাব্লিনা- অইন্ কুন্না-'আন্ দিরা-সাতিহিম্ লাগা-ফিলীন্।

যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দু সম্প্রদায়ের প্রতি নাযিল হয়েছিল; আমরা তা পড়াশুনায় মোটেই যত্নবান ছিলাম না।

١٥٧ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّا أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم

১৫৭। আও তাকূলূ লাও আন্না ~ উন্‌যিলা 'আলাইনাল্ কিতা-বু লাকুন্না ~ 'আহ্দা- মিন্হুম্ ফাক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্
(১৫৭) বা বলতে পার, কিতাব আমাদের নিকট নাযিল হলে তাদের চেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম, এখন তো

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ

বাইয়িনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্ অহুদাওঁ অরাহ্মাহ, ফামান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ কায্যাবা বিআ-ইয়া তিল্লা-হি অছদাফা
তোমাদের কাছে রবের পক্ষ হতে প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসেছে।তার চেয়ে বড় যালিম কে যে আল্লাহর আয়াতকে

عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

'আন্হা-; সানাজ্‌যিল্লাযীনা ইয়াছ্‌দিফূনা 'আন্ আ-ইয়া-তিনা-সূ — য়াল্'আযা-বি বিমা -কা-নূ
মিথ্যা বলে এবং তা থেকে মুখ ফেরায়? যারা আমার আয়াত হতে বিমুখ হয় আমি তাদেরকে খারাপ শাস্তি দিব।

يَصْدِفُونَ ١٥٨ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ

ইয়াছ্‌দিফূন্ ।১৫৮। হাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লা ~ আন্ তা" তিয়াহুমুল্ মালা — য়িকাতু আও ইয়া"তিয়া রব্বুকা আও
এ বিমুখতার কারণে। (১৫৮) তারা তো কেবল অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফিরিশ্‌তা বা আপনার রব আসবেন,

يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا

ইয়া"তিয়া বা'দ্বু আ-ইয়া-তি রব্বিক্; ইয়াওমা ইয়া"তী বা'দ্বু আ-ইয়া-তি রব্বিকা লা-ইয়ান্‌ফা'উ নাফসান্
কিংবা রবের পক্ষ থেকে কিছু নিদর্শন আসবে। যে দিন রবের কিছু নিদর্শন বা আয়াত আসবে সে দিন কারও

إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ

ঈমা-নুহা-লাম্ তাকুন্ আ-মানাত্ মিন্ ক্বাব্‌লু আও কাসাবাত্ ফী ~ ঈমা-নিহা-খাইরা-; ক্বুলিন্
ঈমান কোন কাজে আসবে না; যে পূর্বে ঈমান আনেনি, ঈমানদার অবস্থায় কল্যাণ করে নি। বলুন, তোমরা অপেক্ষা

انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٥٩ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ

তাজিরূ ~ ইন্না-মুন্‌তাজিরূন্। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা ফার্‌রাকু দীনাহুম্ অকা-নূ শিয়া'আল্ লাস্‌তা
কর, আমরাও প্রতীক্ষায় আছি। (১৫৯) নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড -বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হচ্ছে,

مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٭

মিন্হুম ফী শাইয়িন্; ইন্নামা ~ আম্‌রুহুম্ ইলাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুনাব্বিউহুম্ বিমা-কা-নূ-ইয়াফ্'আলূন্।
তাদের ব্যাপারে আপনি দায়িত্বশীল নন; তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে ন্যস্ত ; তিনি তাদের কৃতকর্মের খবর দেবেন।

টীকা-১। আয়াত-১৫৮ ঃ অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌছবে নাকি হাশরের ময়দানের অপেক্ষা করছে যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ স্বয়ং আগমন করবেন। (মাঃ কোঃ) ২। নবী (ছঃ) বলেছেনঃ ক্বিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন হিসাবে যখন সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিকে উদিত হবে, তখনকার ঈমান ও তাওবাহ গ্রহণীয় হবে না। (ইমাম বাগভী) আয়াত-১৬০ঃ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তোমাদের রব অত্যন্ত দয়ালু। সৎ কাজের নিয়ত করলে একটি নেক, কার্য সম্পাদনের পর দশটি নেক লিখা হয়। পক্ষান্তরে পাপ কার্যের নিয়ত করে তা না করলে একটি নেক আর কার্যে পরিণত করার পর গুনাহ তার আ'মলনামায় লিখিত হয় কিংবা তাও মিটিয়ে দেয়া হয়। (ইবঃ কাঃ)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا ﴿١٦٠﴾

১৬০। মান্ জ্বা — য়া- বিল্‌হাসানাতি ফালাহূ আশ্‌রু 'আম্‌ছা-লিহা-অমান্ জ্বা — য়া বিস্‌সাইয়িয়াতি ফালা-ইয়ুজ্‌যা ~ ইল্লা-

(১৬০) যে একটি সৎকাজ করে সে দশগুণ পায়। আর অসৎ কাজ করলে সম-পরিমাণ প্রতিফল দেয়া হবে। আর তাদের

مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ

মিছ্‌লাহা-অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্। ১৬১। ক্বুল্ ইন্নানী হাদা-নী রব্বী ~ ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্ ;

উপর জুলুম করা হবে না। (১৬১) বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে সরল পথ দেখিয়েছেন, তা দৃঢ়ভাবে

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦٢﴾ قُلْ اِنَّ

দীনান্ ক্বিয়ামাম্ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানীফান্ অমা-কা-না মিনাল্ মুশ্‌রিকীন। ১৬২। ক্বুল্ ইন্না

প্রতিষ্ঠিত সত্যনিষ্ঠ দ্বীন ইব্রাহীমের আদর্শ। আর তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (১৬২) বলুন, আমার

صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيْكَ

ছলা-তী অনুসুকী অমাহ্‌ইয়া-ইয়া অমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল্‌'আ-লামীন্। ১৬৩। লা-শারীকা

নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহ্‌র জন্য। (১৬৩) তাঁর কোন শরীক

لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا

লাহূ অবিযা-লিকা উমিরতু অআনা আওয়্যালুল্ মুস্‌লিমীন্। ১৬৪। ক্বুল্ আগাইরাল্লা-হি আব্‌গী রব্বাওঁ

নেই; এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম মুসলমান। (১৬৪) বলুন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য রব

وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

অ হুঅ রব্বু ক্বুল্লি শাইয়িন্ অলা-তাক্‌সিবু কুল্লু নাফ্‌সিন্ ইল্লা-'আলাইহা-অলা-তাযিরু অ-যিরাতুওঁ

খুঁজব? অথচ তিনিই সব কিছুর রব। যে যা করবে তাই পাবে। কেউ কারও বোঝা বহন করবে না। তোমাদের রবের

وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

ওয়িয্‌রা উখ্‌রা- ছুম্মা ইলা-রব্বিকুম্ মার্‌জি'উকুম্ ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্‌তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফূন্।

কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তোমাদেরকে তোমাদের মতান্তরের বিষয়ে অবহিত করবেন।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। অহুঅল্লাযী জ্বা'আলাকুম্ খালা — য়িফাল্ আর্‌দ্বি অরাফা'আ বা'দ্বোয়াকুম্ ফাওক্বা বা'দ্বিন্ দারাজ্বা-তিল্

(১৬৫) আর তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং একেক অন্যের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।

لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

লিইয়াব্‌লু অকুম্ ফীমা ~ আ-তা-কুম্; ইন্না রব্বাকা সারী'উল 'ইক্বা-বি অইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রাহীম্।

যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনার রব শাস্তি দানে তৎপর এবং নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

প্রথমাংশ ২০

ع ১১ ৭ রুকু

সূরা আ'রাফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০৬
রুকূ ঃ ২৪

(١) الٓمّٓصٓ (٢) كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ছোয়া — দ্। ২। কিতা-বুন্ উন্যিলা ইলাইকা ফালা-ইয়াকুন্ ফী ছোয়াদ্রিকা হারাজুম্ মিন্হু লিতুন্যিরা

(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) আপনার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হচ্ছে, এ বিষয়ে আপনার মনে যেন সঙ্কোচ না থাকে; সতর্ক

بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٣) اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا

বিহী অযিক্রা-লিল্মু"মিনীন্। ৩। ইত্তাবি'উ মা ~ উন্যিলা ইলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্ অলা-তাত্তাবি'উ

করবেন এর দ্বারা এবং এটা মু'মিনদের জন্য উপদেশ। (৩) তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যা নাযিল হচ্ছে তার অনুসরণ কর।

مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٤) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا

মিন্ দূনিহী ~ আওলিয়া — আ; ক্বালীলাম্ মা-তাযাক্কারূন্। ৪। অকাম্ মিন্ ক্বার্ইয়াতিন্ আহ্লাক্না-হা-ফাজ্বা — য়াহা-

অনুসরণ করো না তাঁকে ছেড়ে অন্যদের, তোমরা তো উপদেশ কমই শুন। (৪) আর অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি।

بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ (٥) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ

বা'সুনা-বাইয়া-তান্ আও হুম্ ক্বা — য়িলূন্। ৫। ফামা-কা-না দা'ওয়া-হুম্ ইয্ জ্বা — য়াহুম্ বা'সুনা ~ ইল্লা ~

তাদের উপর আমার শাস্তি রাতে অথবা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবস্থায় এসেছে। (৫) যখন আমার শাস্তি এসেছিল তখন

اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٦) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ

আন্ ক্বা-লূ ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ৬। ফালানাস্য়ালান্নাল্লাযীনা উর্সিলা ইলাইহিম্ অলানাস্য়ালান্নাল্

তারা শুধু বলত আমরাই জালিম। (৬) যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব আর

الْمُرْسَلِيْنَ (٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ (٨) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ

মুর্সালীন্। ৭। ফালানাক্বু ছ্ছোয়ান্না 'আলাইহিম্ বি'ইল্মিওঁ অমা-কুন্না-গা — য়িবীন্। ৮। অল্অয্নু ইয়াওমায়িযিনিল্

রাসূলদেরকেও। (৭) পূর্ণজ্ঞানের সাথেই তাদের কাছে বর্ণনা করব, আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। (৮) আর ঐ দিন

الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

হাক্কু,কু ফামান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৯। অমান্ খাফ্ফাত্ মাওয়া-যীনুহূ

ওজন হবেই; যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে ভাগ্যবান। (৯) যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা তো এমন

আয়াত-২ ঃ এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এই কোরআন আল্লাহর গ্রন্থ যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে। এ কারণে আপনার অন্তরে কোন সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থ হল, কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারো ভয়-ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দিবে। (তাফঃ মাযঃ) আয়াত-৮ ঃ সেদিন যে ভাল-মন্দ কাজের ওযন হবে তা সত্য সঠিকভাবেই হবে। এতে কোনরূপ অবকাশ নেই। প্রশ্ন হতে পারে যে, কাজ-কর্ম তো জড়পদার্থ নয় এর ওযন হবে কিভাবে? এর উত্তর হল, পরম করুণাময় আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কাজেই আমরা যা করতে পারি না তা আল্লাহ তাআ'লা পারবে না এরূপ ধারণা ঠিক নয়। (মাঃ কোঃ)

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ

ফাউলা — য়িকাল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্ফুসাহুম্ বিমা-কা-নূ-বিআ-ইয়া-তিনা-ইয়াজ্লিমূন্। ১০। অলাক্বাদ্
লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করবে, কারণ, তারা আমার আয়াতের প্রতি অবিচার করেছে। (১০) আর আমি

১ ع ১০ ৮ রুকু

مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

মাক্কান্না-কুম্ ফিল্ আরদ্বি অজ্বা'আল্না-লাকুম্ ফীহা-মা'আ-য়িশ্; ক্বালীলাম্ মা-তাশ্কুরূন্।
তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি, ওতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি কিন্তু তোমারা তো কমই শোকর কর।

﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا

১১। অলাক্বাদ্ খালাক্ব্না-কুম্ ছুম্মা ছোয়াওয়্যার্না-কুম্ ছুম্মা ক্বুল্না-লিল্মালা — য়িকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~
(১১) আর আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আকৃতি দিয়েছি; অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা কর; ইবলিস ছাড়া

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿۱۲﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ

ইল্লা ~ ইব্লীস্; লাম্ ইয়াকুম্ মিনাস্ সা-জ্বিদীন্। ১২। ক্বা-লা মা-মানা'আকা আল্লা-তাস্জুদা ইয্
সকলেই সিজদা করেছে। সে সিজদাকারী ছিল না। (১২) আল্লাহ বললেন, কিসে তোকে সিজদা থেকে বিরত রেখেছে যখন

اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۳﴾ قَالَ فَاهْبِطْ

আমার্তুক; ক্বা-লা আনা-খাইরুম্ মিন্হু খালাক্ব্তানী মিন্ না-রিওঁ অখলাক্ব্তাহূ মিন্ ত্বীন্। ১৩। ক্বা-লা ফাহ্বিত্ব্
আমি হুকুম দিলাম। বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দিয়ে। (১৩) বললেন,

مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۱۴﴾ قَالَ

মিন্হা-ফামা-ইয়াকূনু লাকা আন্ তাতাকাব্বারা ফীহা-ফাখ্রুজ্ ইন্নাকা মিনাছ্ ছোয়া-গিরীন্। ১৪। ক্বা-লা
এখান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করতে পারবে না। নেমে যাও, নিশ্চয়ই তুমি অধমের অন্যতম। (১৪) সে বলল,

اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۵﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۱۶﴾ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ

আন্জির্নী ~ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্। ১৫। ক্বা-লা ইন্নাকা মিনাল্ মুন্জোয়ারীন্। ১৬। ক্বা-লা ফাবিমা ~ আগ্ওয়াইতানী
পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (১৫) তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের একজন। (১৬) সে বলল,

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ

লাআক্ব্'উদান্না লাহুম্ ছিরা-ত্বোয়াকাল্ মুস্তাক্বীম্। ১৭। ছুম্মা লাআ-তিয়ান্নাহুম্ মিম্ বাইনি আইদীহিম্ অমিন্
যেহেতু আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করলে, আমি ও সরল পথের বাঁকে ওঁৎ পেতে থাকব; (১৭) অতঃপর তাদের সম্মুখ পেছন,

خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ قَالَ

খাল্ফিহিম্ অ'আন্ আইমা-নিহিম্ অ আন্ শামা — য়িলিহিম্; অলা-তাজ্বিদু আক্ছারাহুম্ শা-কিরীন্। ১৮। ক্বা-লাখ্
ডান ও বাম দিক থেকে তাদের নিকট আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকর গুজার পাবেন না। (১৮) বললেন, বের হয়ে

اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

রুজ্ব্ মিন্হা- মায্উমাম্ মাদ্হূরা-; লামান্ তাবি'আকা মিন্হুম্ লাআম্লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিন্কুম্ আজ্ব্মা'ঈন্।
যা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়, তাদের মধ্যে যে কেউ তোর অনুসরণ করবে অবশ্যই তোদের সকলকে দিয়েই জাহান্নাম পূর্ণ করব।

﴿١٩﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

১৯। অ ইয়া ~ আ-দামুস্কুন্ আন্তা অযাওজ্বুকাল্ জ্বান্নাতা ফাকুলা-মিন্ হাইছু শি''তুমা অলা-তাক্ব্রবা-
(১৯) হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক অতঃপর যেখান থেকে যা ইচ্ছে খাও; তবে এ গাছের কাছেও

هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ

হা-যিহিশ্ শাজ্বারাতা ফাতাকূনা-মিনাজ্জোয়া-লিমীন্ ২০। ফাঅস্অসা লাহুমাশ্ শাইত্বোয়া-নু লিইয়ুব্দিয়া
যেও না; গেলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে ধোঁকা দিল, যেন তাদের গোপন

لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ

লাহুমা- মা-উরিয়া 'আন্ হুমা- মিন্ সাওআ-তিহিমা-অক্বা-লা মা- নাহা-কুমা- রব্বুকুমা-'আন্ হা-যিহিশ্ শাজ্বারতি
অঙ্গ প্রকাশিত হয়, যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বলল, তোমাদের রব এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করছেন, যেন

إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢١﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ

ইল্লা ~ আন্ তাকূনা- মালাকাইনি আও তাকূনা-মিনাল্ খা-লিদীন্। ২১। অক্বা-সামাহুমা ~ ইন্নী লাকুমা- লামিনান্
তোমরা ফিরিশ্তা বা বাসিন্দা হয়ে না যাও চিরদিনের জন্য। (২১) আর সে উভয়কে কসম দিয়ে বলল, আমি অবশ্যই

النَّاصِحِينَ ﴿٢٢﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

না-ছিহীন্। ২২। ফাদাল্লা-হুমা-বিগুরূরিন্ ফালাম্মা- যা-ক্বাশ্ শাজ্বারতা বাদাত্ লাহুমা- সাওআ-তুহুমা-
শুভাকাঙ্ক্ষী। (২২) এভাবে সে ধোঁকায় ফেলল, অতঃপর যখন তারা বৃক্ষের ফল খেলে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن

অ ত্বোয়াফিক্বা-ইয়াখ্ছিফা-নি 'আলাইহিমা- মিওঁ অরাক্বিল্ জান্নাহ্, অ না-দা-হুমা- রব্বুহুমা ~ আলাম্ আন্হাকুমা- 'আন্
হয়ে পড়ল, আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে তা ঢাকতে লাগল; তখন তাদের রব তাদেরকে বললেন, আমি কি এ বৃক্ষ

تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٣﴾ قَالَا رَبَّنَا

তিল্কুমাশ্ শাজ্বারতি অআকুল্ লাকুমা ~ ইন্নাশ্ শাইত্বোয়া-না লাকুমা-'আদুওয়্যুম্ মুবীন্। ২৩। ক্বা-লা-রব্বানা-
হতে নিষেধ করি নি, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (২৩) তারা বলল, হে আমাদের রব!

আয়াত-১৯ ঃ বৃক্ষটির ব্যাপারে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধরনের মত ব্যাক্ত করেছেন। কারও মতে গম বৃক্ষ; আর কারও মতে আঙ্গুর বৃক্ষ, অন্য কারও মতে দাড়িম্ব বৃক্ষ অথবা বেদ বৃক্ষ অথবা লেবু বৃক্ষ ছিল।

আয়াত-২০ ঃ শয়তান কুমন্ত্রণা হয়ত বেহেশতের বাইরে থেকে দিয়েছিল, সম্ভবতঃ শয়তানকে আল্লাহ্ সেই ক্ষমতা দিয়েছিলেন; অথবা হয়ত অন্য কোন তদবীরের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করেছিল, যেমন কাসাসুল আম্বিয়ায় সর্পের মুখে ঢুকে প্রবেশের ঘটনাটি বর্ণিত রয়েছে।

ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

জোয়ালামনা- আন্‌ফুসানা- অইল্লাম্ তাগ্‌ফিরলানা-অতারহাম্‌না-লানাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন্।

আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।

﴿٢٤﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ

২৪। ক্বা-লাহ্‌বিতূ বা'দুকুম্ লিবা'দ্বিন্ 'আদুওয়্যুন্ অলাকুম্ ফিল্‌আরদ্বি মুস্‌তাক্বার্‌রুঁও অমাতা-'উন্

(২৪) তিনি বললেন, তোমরা পরস্পর শত্রুরূপে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছু সময় বসবাস ও

২ ع ১৫ ৯ রুকু

اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِىْٓ

ইলা-হীন্। ২৫। ক্বা-লা ফীহা-তাহ্‌ইয়াওনা অফীহা-তামূতূনা অমিন্‌হা-তুখ্‌রজূ্‌ন্।২৬। ইয়া-বানী ~

জীবিকা আছে। (২৫) বললেন, সেখানেই জীবন যাপন সেখানেই মৃত্যু, সেথা হতেই বের করে আনা হবে। (২৬) হে আদম

اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ

আ-দামা ক্বাদ্ আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকুম্ লিবা-সাইঁ ইয়ুওয়া-রী সাও আ-তিকুম্ অরীশা-; অ লিবা-সুত্তাক্বাওয়া-

সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি লজ্জাস্থান ঢাকবার ও সৌন্দর্যের জন্য আর তাকওয়ার পোশাকই উত্তম।

ذٰلِكَ خَيْرٌ ۖ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ

যা-লিকা খাইর; যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্‌যাক্কারূন্। ২৭। ইয়া-বানী ~ আ-দামা লা- ইয়াফ্‌তিনান্নাকুমুশ্

এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (২৭) হে আদম সন্তান! শয়তান যেন বিপদে না

الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا

শাইত্বোয়া-নু কামা~ আখ্‌রজা আবাওয়াইকুম্ মিনাল্ জ্বান্নাতি ইয়ান্‌যি'উ 'আন্‌হুমা-লিবা-সাহুমা-লিইয়ুরিয়াহুমা-

ফেলে, যেভাবে সে তোমাদের মাতা- পিতাকে বেহেশত হতে বের করেছিল; সে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য

سَوْاٰتِهِمَا ۖ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۖ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ

সাওআ-তিহিমা-; ইন্নাহূ ইয়ার-কুম্ হুঅ অক্বাবীলুহূ মিন্ হাইছু লা- তারাওনাহুম্; ইন্না- জ্বা'আল্‌নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা

তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে অথচ তোমরা তাদেরকে দেখ না। যারা ঈমান

اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ

আওলিয়া —য়া লিল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূন্। ২৮। অইযা- ফা'আলূ ফা-হিশাতান্ ক্বা-লূ অজ্বাদ্‌না-'আলাইহা ~

আনে না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু করেছি (২৮) তারা কোন ফাহেশা কাজ করলে বলে আমাদের পিতৃপুরুষকে

اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۖ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আ-বা —য়ানা অল্লা-হু আমারানা- বিহা-;ক্বু্‌ল ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়া''মুরু বিল্ ফাহ্‌শা —ই; আতাক্বূ্‌লূনা 'আলাল্লা-হি

এটা করতে দেখেছি' আল্লাহ্‌ও এর নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্ কখনও কুকর্মের নির্দেশ দেন না। না জেনে কেন আল্লাহ্ সম্পর্কে

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

মা-লা- তা'লামূন্। ২৯। কুল্ আমারা রব্বী বিল্ক্বিস্‌তি অ আক্বীমূ উজ্বূহাকুম্ 'ইন্দা কুল্লি

এমন কথা বলছ?(২৯) বলুন, রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচারের। নামাযের সময় মুখমণ্ডল স্থির রাখ। তাঁরই আনুগত্যে

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٣٠﴾ فَرِيقًا هَدَى

মাস্‌জ্বিদিওঁ অদ্'উহু মুখ্‌লিছীনা লাহুদ দীন্; কামা- বাদায়াকুম্ তা'উদূন্। ৩০। ফারীক্বান্ হাদা-

বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠাভাবে তাঁকেই ডাক। যে ভাবে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করছেন সে ভাবেই তোমরা ফিরবে। (৩০) একদলকে

وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

অফারীক্বান্ হাক্ব্‌ক্বা 'আলাইহিমুদ্ব্‌ দ্বোয়ালা-লাহ্; ইন্নাহুমুত্ তাখাযুশ্ শাইয়া-ত্বীনা আওলিয়া — য়া মিন্ দূনি

তিনি হিদায়াত করেছেন, অন্য দলের উপর ভ্রষ্টাতা যথার্থ হয়েছে; তারা আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে;

اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

ল্লা-হি অইয়াহ্‌সাবূনা আন্না হুম্ মুহ্‌তাদূন্। ৩১। ইয়া-বানী ~ আ-দামা খুযূ যীনাতাকুম্ 'ইন্দা কুল্লি

তারা মনে করছে যে তারা সৎপথে রয়েছে (৩১) হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযে তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান

مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

মাস্‌জ্বিদিওঁ অকুলূ অশ্‌রাবূ অলা-তুস্‌রিফূ ইন্নাহূ লাইয়ুহিব্বুল্ মুস্‌রিফীন্। ৩২। ক্বুল্ মান্ হার্‌রামা

করবে এবং খাবে কিন্তু অপব্যয় করবে না; তিনি অপব্যয়ীকে নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না। (৩২) বলুন, আল্লাহর বান্দাহর

৩ ع ৬ ১০ রুকু

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

যীনাতাল্লা-হিল্লাতী ~ আখরাজ্বা লি'ইবা-দিহী অত্ত্বাইয়িবা-তি মিনার্ রিয্‌ক্ব্; ক্বুল্ হিয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ

জন্য যে সব সুন্দর বস্তু ও পবিত্র খাদ্য দান করেছেন তাহা কে হারাম করেছে? বলুন এটাতো পার্থিব জীবনের।

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ফিল্ হাইয়া- তিদ্দুন্‌য়া-খা-লিছোয়াতাইঁ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; কাযা-লিকা নুফাছ্‌ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া' লামূন্।

বিশেষ করে পরকালে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য। এভাবেই আমি আয়াত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানিদের জন্য।

﴿٣٣﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ

৩৩। ক্বুল্ ইন্নামা- হার্‌রামা রব্বিয়াল্ ফাওয়া-হিশা মা-জোয়াহারা মিন্‌হা-অমা-বাত্বোয়ানা অল্‌ইছ্‌মি অল্‌বাগ্‌ইয়া

(৩৩) বলুন, তোমাদের রব তো হারাম করেছেন সকল ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অযথা বাড়াবাড়ি,

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৩১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নারীরা উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করত এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। মুসলিম শরীফ সাভী কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত, আরববাসীরা কা'বাগৃহ উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করত, দিনে করত পুরুষেরা আর রাতে নারীরা এবং বলত, যে পোশাক নিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছি ঐ পোশাক নিয়ে কিরূপে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করব। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-৩২ ঃ কতিপয় লোক ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি হারাম করে নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বর্বর যুগে কতিপয় হালাল বস্তু নিজেদের উপর হারাম করেছিল, এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুসলি শরীফ)

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

বিগাইরিল্ হাক্ব্ক্বি অআন্ তুশ্‌রিকূ বিল্লা-হি মা-লাম্ ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী সুল্‌ত্বোয়া-নাওঁ অআন্ তাক্বূলূ 'আলাল্লা-হি
আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা- যে ব্যাপারে কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেন নি। এবং না জেনে আল্লাহ সম্বন্ধে

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

মা-লা-তা'লামূন্। ৩৪। অলিকুল্লি উম্মাতিন্ আজ্বালুন্ ফাইযা-জ্বা — য়া আজ্বালুহুম্ লা-ইয়াস্‌তা' খিরূনা সা-'আতাওঁ অলা-
এমন কিছু বলা। (৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে সুতরাং নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য আগ পাছ করতে

يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٥﴾ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي

ইয়াস্‌তাক্বদিমূন্। ৩৫। ইয়া-বানী ~ আ-দামা ইম্মা- ইয়া'' তিয়ান্নাকুম্ রুসুলুম্ মিন্‌কুম্ ইয়াক্বুছ্‌ছূনা 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তী
পারবে না। (৩৫) হে আদম সন্তান! তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে রাসূল এসে আমার আয়াত শুনালে

فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ফামানিত্তাক্বা- অআছ্‌লাহা ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ৩৬। অল্লাযীনা কায্‌যাবূ
যে তাকওয়া অবলম্বন করবে ও সংশোধিত হবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। (৩৬) আমার আয়াতসমূহ যারা

بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾ فَمَنْ

বিআ-ইয়া-তিনা-অস্‌তাক্‌বারূ 'আন্‌হা ~ উলা — য়িকা আছ্‌হা-বুন্ না-রি হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ৩৭। ফামান্
অস্বীকার করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরায় তারাই দোযখে প্রবেশ করবে, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৩৭) তার

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ

আজ্‌লামু মিম্মানিফ্ তারা-'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও কায্‌য়াবা বিআ-ইয়া-তিহ্;উলা — য়িকা ইয়ানা-লুহুম্
চেয়ে বড় জালিম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে বা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে? কিতাবের নির্ধারিত অংশ

نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا

নাছীবুহুম্ মিনাল্ কিতা-ব; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়াত্‌হুম্ রুসুলুনা-ইয়াতাঅফ্‌ফাওনাহুম্ ক্বা-লূ ~ আইনা মা-
যখন তাদের কাছে পৌছবে। অবশেষে ফিরিশ্‌তারা তাদের মৃত্যুর সময় বলবেন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা

كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ

কুন্‌তুম্ তাদ্'উনা মিন দূনিল্লা-হ্;ক্বা-লূ দ্বোয়াল্লূ 'আন্না-অশাহিদূ 'আলা ~ আন্‌ফুসিহিম্ আন্নাহুম্
ডাকতে তারা এখন কোথায়? তারা বলবে, তারা উধাও হয়েছে, তখন তারা নিজেরাই স্বীকৃতি দেবে, তারা

كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ

কা-নূ কা-ফিরীন্। ৩৮। ক্বা-লাদ্ খুলূ ফী ~ উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্‌লিকুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্
কাফের ছিল। (৩৮) আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামে প্রবেশ কর তোমাদের পূর্বের জিন ও

الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ادَّارَكُوْا

ইন্‌সি ফিন্না-র; কুল্লামা- দাখালাত্ উম্মাতুল্ লা'আনাত্ উখ্‌তাহা; হাত্তা~ ইযাদ্দা-রাকূ

মানুষের সঙ্গে যখনই একদল ঢুকবে তখনই তারা অন্যদলকে অভিশাপ দেবে। অবশেষে সবাই তাতে একত্র হয়ে

فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا

ফীহা-জ্বামী'আন্ ক্বা-লাত্ উখ্‌রা-হুম্ লিউ~ লা-হুম্ রব্বানা- হা ~ উলা —য়ি অদ্বোয়াল্লূনা- ফাআ-তিহিম্ 'আযা-বান্

পরবর্তীরা পূর্ব বর্তীদের সম্বন্ধে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে গোমরা করেছে; এদেরকে দ্বিগুণ- শাস্তি দাও।

ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ

দ্বি'ফাম্ মিনান্ না-র; ক্বা-লা লিকুল্লি দ্বি'ফুওঁ অলা-কিল্লা-তা'লামূন্। ৩৯। অক্বা-লাত্ উলা-হুম্

বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দিগুণ শাস্তি আছে। তবে তোমরা তা জান না। (৩৯) তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী

لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

লিউখ্‌রা-হুম্ ফামা-কা-না লাকুম্'আলাইনা- মিন্ ফাদ্বলিন্ ফাযূক্বুল্ 'আযা-বা বিমা-কুনতুম্

লোকদের বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা আযাব ভোগ করতে থাক, স্বীয়

تَكْسِبُوْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ

4 ع ৮ ১১ রুকু

তাক্‌সিবূন্। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- অস্‌তাক্‌বারূ 'আন্‌হা- লা-তুফাত্তাহু লাহুম্

কর্মের জন্য। (৪০) নিশ্চয়ই যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াত এবং অহংকার করে মুখ ফিরায়, তাদের জন্য

اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ

আব্‌ওয়া-বুস্ সামা —য়ি অলা- ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা হাত্তা-ইয়ালিজ্বাল্ জ্বামালু ফী সাম্মিল্ খিয়া-ত্ব;

গগনদ্বার খোলা হবে না; আর প্রবেশ করতে পারবে না বেহেশতে- যতক্ষন না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট ঢুকে,

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ

অকাযা-লিকা নাজ্বযিল্ মুজ্বরিমীন্। ৪১। লাহুম্ মিন্ জ্বাহান্নামা মিহা-দুঁও অমিন্ ফাওক্বিহিম্

এভাবে আমি দোষীদের প্রতিফল প্রদান করি। (৪১) জাহান্নামই তাদের জন্য বিছানা ও উপরের

غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

গাওয়া-শ্; অকাযা-লিকা নাজ্বযিজ্জোয়া-লিমীন্। ৪২। অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি

আচ্ছাদন; এভাবেই আমি জালিমদের প্রতিফল দেই। (৪২) কাকেও সাধ্যাতীত বোঝা দেই না; যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে

আয়াত - ৪০ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ আয়াতের এক তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, তাদের আ'মল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আ'মলকে ঐস্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দাহদের আ'মলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। অন্যান্য সাহাবী হতেও এরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। (মাঃ কোঃ বাহরে মুহীত) আয়াত-৪১ ঃ উদ্দেশ্য হল, সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে অসম্ভব। এটা তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। (মাঃ কোঃ)

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٤٣﴾ وَ

লা- নুকাল্লিফু নাফ্‌সান্ ইল্লা-উস্'আহা ~ উলা —য়িকা আছ্‌হা-বুল্ জ্বান্নাতি হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ৪৩। অ

আমি তাদের কাউকে সাধ্যাতীত বোঝা দেই না, তারাই বেহেশতী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (৪৩) আর তাদের

نَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ

নাযা'না- মা- ফী ছুদূরিহিম্ মিন্ গিল্লিন্ তাজ্ব্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহিমুল্ আন্‌হা-রু, অক্বা-লুল্ হামদু

অন্তর হতে সকল দুঃখ দূর করব, তাদের পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা একমাত্র

لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ

লিল্লা-হিল্লাযী হাদা-না- লিহা-যা- অমা- কুন্না- লিনাহ্‌তাদিয়া লাওলা ~ আন্ হাদা-নাল্লা-হু লাক্বাদ্

আল্লাহ্‌রই, যিনি এর পথ দেখালেন, আল্লাহ যদি পথ না দেখাতেন, তবে আমরা কখনও এ পথ পেতাম না। আমাদের

جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۖ وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ

জ্বা —য়াত্ রুসুলু রব্বিনা- বিল্‌হাক্ব্; অনূ দূ ~ আন্ তিল্‌কুমুল্ জ্বান্নাতু উরিছ্‌তুমূহা-বিমা-কুন্‌তুম্

রবের রাসূলরা সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন, তাদেরকে বলা হবে, কৃতকর্মের জন্যই তোমাদেরকে এ জান্নাত প্রদান

تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَ

তা'মালূন্। ৪৪। অনা-দা ~ আছ্‌হা-বুল্ জান্নাতি আছ্‌হা-বান্না-রি আন্ ক্বাদ্ অজ্বাদ্‌না- মা- অ

করা হল। (৪৪) জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের রব যে প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন,

عَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا۟ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ

'আদানা-রব্বুনা- হাক্বক্বান্ ফাহাল্ অজ্বাত্‌তুম্ মা- অ'আদা রব্বুকুম্ হাক্ব্‌ক্বা-; ক্ব-লূ না'আম্, ফাআয্‌যানা মুয়ায্‌যিনুম্

আমরা তার সবই বাস্তবে পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে, হাঁ, ঘোষক ঘোষণা

بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٥﴾ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ

বাইনাহুম্ আল্লা'নাতুল্লা-হি 'আলাজ্জোয়া-লিমীন্। ৪৫। আল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অ

দেবে যে, জালিমদের উপর আল্লাহর লানত। (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান

يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ ﴿٤٦﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ

ইয়াব্‌গূনাহা- ই'ওয়াজ্বান্ অহুম্ বিল্‌আ-খিরাতি কা-ফিরূন্। ৪৬। অবাইনাহুমা- হিজ্বা-বুন্ অ 'আলাল্ আ'রা-ফি

করত তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করত। (৪৬) উভয়ের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মাঝে আছে প্রাচীর, আর আ'রাফের

رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّۢا بِسِيمَىٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا۟ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ

রিজ্বা-লুঁই ইয়া'রিফূনা কুল্লাম্ বিসীমা-হুম অনা-দাও আছ্‌হা-বাল্ জ্বান্নাতি আন্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম লাম্

উপর থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেককে তার লক্ষ্যণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতীদের ডেকে বলবে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের

তিন চতুর্থাংশ

ওয়াক্ফে গোফরান

يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ

ইয়াদ্‌খুলূহা-অহুম্ ইয়াত্ব্‌মা'উন্। ৪৭। অ ইযা-ছুরিফাত্ আব্‌ছোয়া-রুহুম্ তিল্‌কা — য়া আছ্‌হা-বিন্ না-রি
উপর, তখনও তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবে তারা আশা করে। (৪৭) অগ্নিবাসীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে

قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا

ক্বা-লূ রব্বানা- লা-তাজ্‌'আল্‌না- মা'আল্ ক্বাওমিজ্জোয়া-লিমীন্। ৪৮। অনা-দা ~ আছ্‌হা-বুল্ ' আ'রা-ফি রিজ্বা-লাঁই
দিলে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে এ জালিমদের সাথী করো না। (৪৮) 'আ'রাফবাসীরা লক্ষণ দিয়ে

৫ ع ৮ ১২ রুকু

يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

ইয়া'রিফূনাহুম্ বিসীমা-হুম্ ক্বা-লূ মা ~ আগ্‌না- 'আন্‌কুম্ জ্বাম্'উকুম্ অমা-কুন্‌তুম্ তাস্‌তাক্‌বিরূন্।
যাদেরকে চিনতে সে সব ব্যক্তিদের বলবে, তোমাদের দল ও অহংকার তোমাদের কোন কাজেই আসল না।

﴿٤٩﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ

৪৯। আ হা ~ উলা — য়িল্লাযীনা আক্ব্‌সাম্‌তুম্ লা-ইয়ানা-লুহুমুল্লা-হু বিরহ্‌মাহ্; উদ্‌খুলুল্ জ্বান্নাতা লা-খাওফুন্
(৪৯) এরাই কি তারা, যাদের ব্যাপারে তোমারা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি রহম করবে না; তোমরা জান্নাতে

عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ

'আলাইকুম্ অলা ~ আন্‌তুম্ তাহ্‌যানূন্। ৫০। অনা-দা ~ আছ্‌হা-বুন্না-রি আছ্‌হা-বাল্ জ্বান্নাতি আন্
প্রবেশ কর; তোমাদের নাই কোন ভয় আর নাই কোন দুঃখ। (৫০) জাহান্নামীরা জান্নাতের অধিবাসীদের বলবে, আমাদের

أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى

আফীদ্বূ 'আলাইনা- মিনাল্ মা — য়ি আও মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হ্; ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা-হা হার্‌রামাহুমা- 'আলাল্
উপর কিছু পানি ঢাল বা আল্লাহ্‌র দেয়া থেকে আমাদের কিছু দাও; তারা বলবে, আল্লাহ ও দুটো কাফেরদের উপর

الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ

কা-ফিরীন্। ৫১। আল্লাযীনাত্ তাখাযূ দীনাহুম্ লাহ্‌ওয়াওঁ অলা'ইবাওঁ অগার্‌রাত্‌হুমুল্ হাইয়া-তুদ্দুন্‌ইয়া -
হারাম করেছেন। (৫১) যারা স্বীয় দ্বীন্‌কে খেল-তামাসারূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় রেখেছে,

فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ফাল্‌ইয়াওমা নান্‌সা-হুম্ কামা-নাসূ লিক্বা — য়া ইয়াওমিহিম্ হা-যা- অমা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়াজ্‌হাদূন।
আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তারা ভুলেছে এ দিনের সাক্ষাৎকে, আর আমার আয়াতকে অস্বীকার করত।

আয়াত-৪৯ ঃ এ বাক্যটি আ'রাফবাসীরা জান্নাতে অবস্থানরত হযরত বেলাল, সুহায়েব ও সালমান (রাঃ) প্রভৃতি দরিদ্র ও গোলাম শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি ইশারা করে দোযখবাসী কাফের সরদারদেরকে বলবে এবং এ কথোপকথন শেষে আ'রাফবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-৫১ ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেলে বাহ্যতঃ উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও কোরআন পাকের বহু আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যাতে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথা-বার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে। (মাঃ কোঃ)

﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞

৫২। অলাক্বাদ্ জ্বি'না-হুম্ বিকিতা-বিন্ ফাছ্ছোয়াল্না-হু 'আলা-'ইল্‌মিন্ হুদাওঁ অরহ্‌মাতাল লিক্বাওমিঁই ইয়ু'মিনূন্।

(৫২) আর, অবশ্যই আমি তাদেরকে দিয়েছি এমন কিতাব যাতে হিদায়াত ও দয়ার জ্ঞান মু'মিনদের জন্য ব্যাখ্যা করেছি।

﴿٥٣﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ

৫৩। হাল্ ইয়ানযুরূনা ইল্লা- তা''ওয়ীলাহ্; ইয়াওমা ইয়া''তী তা''ওয়ীলুহূ ইয়াকু্লুল্লাযীনা নাসূহু মিন্

(৫৩) তারা কি এর পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছে ? যেদিন পরিণাম প্রকাশিত হবে সেদিন যারা পূর্বেকার কথা ভুলেছিল তারা

قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ

ক্বাব্‌লু ক্বাদ্ জ্বা —য়াত্ রুসুলু রব্বিনা- বিল্‌হাক্ব্; ফাহাল্ লানা-মিন্ শুফা'আ —য়া ফাইয়াশ্‌ফা'উ লানা ~ আও নুরাদ্দু

বলবে, আমাদের রবের রাসূলরা তো সত্য বাণী এনেছিলেন, কোন সুপারিশকারী কি আছে, যে সুপারিশ করবে অথবা ফিরে

فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا

ফানা'মালা গাইরাল্লাযী কুন্না-না'মাল্; ক্বাদ্ খাসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ অদ্বোয়াল্লা 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ

যেতে দেবে যেন কৃত আমলের বিপরীত কিছু করতে পারি? তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা

৬ ع ৬ ১৩ রুকু

يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

ইয়াফ্‌তারূন্। ৫৪। ইন্না রব্বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্

করত তা আজ দূরে সরে গেছে। (৫৪) নিঃসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন;

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ

ছুম্মাস্ তাওয়া-'আলাল্ 'আরশি ইয়ুগ্‌শিল্ লাইলান্ নাহা-রা ইয়াত্বলুবুহূ হাছীছাওঁ অশ্‌শাম্‌সা

তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি দিন দিয়ে রাতকে ঢাকেন, যাতে একে অন্যকে দ্রুত অনুসরণ করে; আর সূর্য,

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ

অল্‌ক্বামারা অন্‌নুজূ্মা মুসাখ্‌খারা-তিম্ বিআম্‌রিহ্; আলা-লাহুল্ খাল্‌ক্বু অল্ আমর্; তাবা-রাকাল্লা-হু

চন্দ্র ও তারকাসমূহ যা তাঁরই আদেশের অধীন। আল্লাহ মহিমান্বিত, সমগ্র বিশ্বের রব যা তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁরই

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٥﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

রব্বুল্ 'আ-লামীন্। ৫৫। উদ্'উ রব্বাকুম তাদ্বোয়ার্‌রু'আওঁ অখুফ্‌ইয়াহ্, ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্।

আদেশের অনুবর্তী। (৫৫) তোমাদের রবকে ডাক সকাতরে এবং গোপনে। তিনি জালিমদের ভালবাসেন না।

টীকা ঃ আয়াত ৫২ঃ জান্নাতবাসীদের মর্যাদা এবং আ'রাফবাসীর কথোপকথন ইত্যাদির বর্ণনা গায়বী সংবাদের অন্তর্গত। যিনি গায়েব জানেন তাঁর সংবাদ ব্যতীত বিবেকের দ্বারা তা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। গায়েবের মালিক 'আল্লাহর' নিজেরই ঐ সংবাদসমূহ বলে দেয়া মেহেরবানীস্বরূপ। মানুষ যেন নিজের পরিণাম সম্বন্ধে জানতে পারে এবং পরকালের সফলতা অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে লোক সকল। এ সমস্ত বাণীকে মূল্যহীন ভেবো না। কারণ, আমি তোমাদের নিকট এমন একটি কিতাব অর্থাৎ কোরআন মজীদ প্রেরণ করেছি যাতে ঐ সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। তাতে পরকালের এ সকল অবস্থাও বর্ণিত আছে যে, হাশরে অবিশ্বাসীরা হতভাগ্য ও তাদের অন্তর অন্ধ;

﴿٥٦﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ

৫৬। অলা- তুফ্সিদূ ফিল্ আরদ্বি বা'দা ইছ্লা-হিহা- অদ্'উহু খাওফাওঁ অত্বোয়ামা'আ-; ইন্না

(৫৬) আর দুনিয়ায় তোমরা শান্তির পর অশান্তি সৃষ্টি করো না ভয় ও আশা নিয়ে তোমরা তাঁকে ডাক; নিশ্চয়ই

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا

রহ্মাতাল্লা-হি ক্বারীবুম্ মিনাল্ মুহ্সিনীন্ ৫৭। অহুঅল্লাযী ইয়ুর্সিলুর্ রিয়া-হা বুশ্রাম্

আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৫৭) আর তিনিই স্বীয় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদদাতা

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا

বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহ্; হাত্তা ~ ইযা ~ আক্বাল্লাত্ সাহা-বান্ ছিক্বা-লান্ সুক্ব্না-হু লিবালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআন্যাল্না-

হিসেবে প্রেরণ করেন; শেষে যখন তা ভারী মেঘ বহন করে আসে তখন ঐ মেঘমালাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পাঠাই;

بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

বিহিল মা — য়া ফাআখ্ রাজ্ না-বিহী মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-ত্; কাযা-লিকা নুখ্রিজুল মাওতা- লা'আল্লাকুম্

পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি; অতঃপর তা দিয়ে সর্বপ্রকার ফল ফলাই; এভাবে আমি মৃতকে জীবিত করে উঠাব, যেন তোমরা

تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ

তাযাক্কারূন্। ৫৮। অল্ বালাদুত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবু ইয়াখ্রুজু নাবা-তুহূ বিইয্নি রব্বিহী অল্লাযী খাবুছা

তা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। (৫৮) আর রবের নির্দেশে উত্তম ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হয় এবং নিকৃষ্ট ভূমিতে

৭ ع ৫ 14 রুকু

لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٩﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا

লা-ইয়াখ্রুজু ইল্লা- নাকিদা-; কাযা-লিকা নুছোয়ার্রিফুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়াশ্কুরূন্। ৫৯। লাক্বাদ্ আরসাল্না-

খুব কম ফসল উৎপন্ন হয়; নিশ্চয়ই আমি এভাবে কৃতজ্ঞদের জন্য আয়াত বর্ণনা করি। (৫৯) নূহ্কে তার কাওমের

نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي

নূহান্ ইলা-ক্বাওমিহী ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ্ ; ইন্নী ~

নিকট প্রেরণ করেছি, তিনি বলেছেন, হে কাওম! আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই;

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي

আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ৬০। ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমিহী ~ ইন্না-লানারা-কা ফী

আমি তোমাদের উপর কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি। (৬০) তাঁর কাওমের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট

আর তাঁরাই ভাগ্যবান যার ওতে বিশ্বাস করে এবং এ কিতাবকে পথ প্রদর্শক ও রহমতের উপায় ভেবে তার কল্যাণের অংশীদার হয় এবং তার কোন অংশেই সন্দেহভাজন হয় না। অবিশ্বাসীদেরকে বহুবার বলা হয়েছে যে, ইহকালীন নেয়ামত ও আমোদ-প্রমোদ বর্জন করে তোমাদেরকে অন্য জগতে পাড়ি দিতে হবে। সেখানে আপন কৃত কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি ভোগের জন্য মরণোত্তর পুনরায় জীবিত করা হবে। তখন হতভাগ্যদের ইহকালের নেয়ামতের পরিবর্তে কন্টক, শীতল পানির পরিবর্তে উষ্ণ পানি পান করানো হবে এবং শিখায়িত আগুনে তাদেরকে দগ্ধিভূত হতে হবে। কিন্তু তারা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নি এবং আরও বলে যে, যখন ঐসব কিছু প্রত্যক্ষ করব তখনই মানব। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿٦١﴾ قَالَ يٰقَوۡمِ لَيۡسَ بِىۡ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

দোয়ালা-লিম্ মুবীন্।৬১। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাইসা বী দ্বোয়ালা-লাতুওঁ অলা-কিন্নী রাসূলুম্ মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্।
ভ্রান্তিতে দেখছি। (৬১) বললেন, হে আমার কাওম! আমি বিপথে নই, আমি তো বিশ্ব- প্রতিপালকের রাসূল।

﴿٦٢﴾ اُبَلِّغُكُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّىۡ وَاَنۡصَحُ لَكُمۡ وَاَعۡلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٦٣﴾ اَوَ

৬২। উবাল্লিগুকুম্ রিসা-লা-তি রব্বী অ আন্‌ছোয়াহু লাকুম্ অআ'লামু মিনাল্লা-হি মা-লা-তা'-লামূন্। ৬৩। আও
(৬২) আমি রবের বাণী পৌঁছাই ও সদুপদেশ দেই, এবং আমি আল্লাহর পক্ষ হতে যা জানি, তোমরা তা জান না। (৬৩) তোমরা

عَجِبۡتُمۡ اَنۡ جَآءَكُمۡ ذِكۡرٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ عَلٰى رَجُلٍ مِّنۡكُمۡ لِيُنۡذِرَكُمۡ

'আজিব্‌তুম্ আন্ জ্বা — য়াকুম্ যিক্‌রুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আলা-রাজ্বু_লিম্ মিন্‌কুম্ লিইয়ুন্‌যিরাকুম্
কি বিস্মিত হচ্ছ যে, রবের পক্ষ হতে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে? যেন সতর্ক করেন

وَلِتَتَّقُوۡا وَلَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿٦٤﴾ فَكَذَّبُوۡهُ فَاَنۡجَيۡنٰهُ وَالَّذِيۡنَ مَعَهٗ فِى الۡفُلۡكِ

অলিতাত্তাক্বূ_ অলা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন। ৬৪। ফাকায্‌যাবূহু ফাআন্‌জ্বাইনা-হু অল্লাযীনা মা'আহূ ফিল্‌ফুল্‌কি
আর তোমরা সতর্ক হও এবং রহমত পাও। (৬৪) তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, আমি তখন তাঁকে এবং তাঁর নৌকার

৮ ع ৬ ১৫ রুকু

وَاَغۡرَقۡنَا الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا قَوۡمًا عَمِيۡنَ ﴿٦٥﴾ وَاِلٰى عَادٍ

অআগ্‌রাক্বূ_নাল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাওমান্ 'আমীন্। ৬৫। অইলা- 'আ-দিন্
সঙ্গীদের উদ্ধার করি আর যারা অস্বীকার করেছিল আমার আয়াতকে, তাদেরকে ডুবিয়েছি, তারা ছিল অন্ধ জাতি। (৬৫) আমি আদ

اَخَاهُمۡ هُوۡدًا ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ

আখা-হুম্ হূদা-; ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহ্; আফালা-তাত্তাক্বূ_ন্।
জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম, তিনি বললেন, হে কওম আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা কি সতর্ক হবে না?

﴿٦٦﴾ قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰٮكَ فِىۡ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ

৬৬। ক্বা-লাল্ মালাউল্লাযীনা কাফারূ মিন্ কওমিহী ~ ইন্না-লানারা-কা ফী সাফা-হাতিওঁ অইন্না-লানাজুন্নু_কা
(৬৬) তাঁর কাওমের কাফের প্রধানরা বলল, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং নিশ্চয়ই তোমাকে আমরা

مِنَ الۡكٰذِبِيۡنَ ﴿٦٧﴾ قَالَ يٰقَوۡمِ لَيۡسَ بِىۡ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

মিনাল্ কা-যিবীন্।৬৭। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাইসা বী সাফা-হাতুওঁ অলা-কিন্নী রাসূলুম্ মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্।
মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল, হে আমার কাওম! আমি নির্বোধ নই বরং আমি একজন রাসূল বিশ্ব-রবের।

আয়াত-৬৫ ঃ হযরত হূদ (আঃ) ছিলেন আ'দ জাতিরই একজন। আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে আ'দ জাতির নিকট নবী করে পাঠান। আ'দ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান হতে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়ামেন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের ক্ষেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্য-শ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা হযরত হূদ (আঃ) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহ পাক তাদের উপর আযাব নাযিল করেন। প্রথমতঃ তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। অতঃপর আট দিন সাত রাত পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব বইতে থাকে। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। এভাবে আ'দ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। (মাঃ কোঃ)

﴿٦٨﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٩﴾ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ

৬৮। উবাল্লিগুকুম্ রিসা-লাতি রব্বী অ আনা লাকুম্ না-ছিহুন্ আমীন্। ৬৯। আওআজিব্তুম্ আন্ জ্বা — য়াকুম্
(৬৮) আমি রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌছাই, আমি বিশ্বস্ত উপদেশদানকারী। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ যে, তোমাদের

ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ

যিক্রুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আলা-রাজু্লিম্ মিন্কুম্ লিইয়ুন্যিরাকুম্; অয্কুরূ ~ ইয্ জ্বা'আলাকুম্
কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে রবের তরফ থেকে সতর্ক করণার্থে উপদেশ এসেছে? আর স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরকে

خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ

খুলাফা — য়া মিম্ বা'দ্বি ক্বওমি নূহিঁও অযা-দাকুম্ ফিল্ খাল্ক্বি বাছ্ত্বোয়াতান্ ফায্কুরূ ~ আ-লা — য়াল্লা-হি
নূহ্ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং স্বাস্থ্যবান করেছেন. অতএব তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ রাখ,

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৭০। ক্বা-লূ ~ আজ্বি''তানা-লিনা'বুদাল্লা-হা অহ্দাহূ অ নাযারা মা- কা-না ইয়া'বুদু
যেন সফলকাম হও। (৭০) তারা বলল, তুমি কি এসেছ, যেন আমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করি আর বাপ-দাদারা যার

اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ

আ-বা — উনা-; ফা'তিনা- বিমা- তা'ইদুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৭১। ক্বা-লা ক্বদ্ অক্বা'আ
এবাদাত করত তা ছেড়ে দেই? সত্যবাদী হলে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস্। (৭১) তিনি বললেন, রবের শাস্তি

عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۗ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ

'আলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্ রিজ্স্ুঁও অগাদ্বোয়াব্; আতুজ্বা-দিলূনানী ফী ~ আস্মা — য়িন্ সাম্মাইতুমূহা ~
ও ক্রোধ তোমাদের উপর পতিত, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন বিষয় নিয়ে তর্ক কর যা তোমাদের পিতৃপুরুষরা

اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ

আন্তুম্ অ আ-বা — উকুম্ মা-নায্যালাল্লা-হু বিহা-মিন্ সুলত্বোয়া-ন্; ফান্তাজিরূ ~ ইন্নী মা'আকুম্ মিনাল্
রেখে গেছে, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ না কোন সনদ পাঠিয়েছেন? সুতরাং প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা

الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

মুন্তাজিরীন্। ৭২। ফাআন্জ্বাইনা-হু অল্লাযীনা মা'আহূ বিরহ্মাতিম্ মিন্না-অক্বাত্বোয়া'না- দা-বিরাল্লাযীনা কায্যাবূ
করছি। (৭২) অবশেষে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করেছি, আর যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে

আয়াত-৬৮ ঃ সত্যিকারের হিতৈষী এ জন্যই যে, তৌহীদ ও ঈমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে, যা তিনি তোমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। কাফেররা হযরত হুদ (আঃ)-এর নবুওয়াত এ জন্যই অস্বীকার করত যে, তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষ কখনও নবী হতে পারে না। হযরত হুদ (আঃ) তাদের এ ধারণা রদ কল্পে বলেছেন, তোমরা এতে বিস্ময়বোধ কর না যে, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন ঐশী-বাণী সমাগত হয়েছে একজন মানুষের মাধ্যমে, যেন তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন, কারণ এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। মানুষ হওয়া নবী হওয়ার খেলাপ কখনও নয়।

بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

বিআ-ইয়া-তিনা- অমা-কা-নূ মু'মিনীন্। ৭৩। অইলা-ছামূদা আখা-হুম্ ছোয়া-লিহা- । ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদু

এবং মুমিন ছিল না তাদেরকে উৎখাত করেছি (৭৩) আর সামূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছি সালেহকে, তিনি বললেন, হে কাওম!

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

ল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহ্; ক্বদ্ জ্বা — য়াত্কুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্; হা-যিহী না-ক্বাতুল্লা-হি

আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া ইলাহ্ নাই, রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট আয়াত এসেছে, এটা আল্লাহ্র উষ্ট্রী,

لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ

লাকুম্ আ-ইয়াতান্ ফাযারূহা-তা''কুল্ ফী ~ আর্দ্বিল্লা-হি অলা- তামাস্সূহা-বিস্সূ — য়িন্ ফাইয়া''খুযাকুম্

তোমাদের জন্য নিদর্শন; আল্লাহ্র যমীনে ছেড়ে দাও যেন খেয়ে বেড়ায়, কুমতলবে স্পর্শ কর না, করলে তোমাদেরকে

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي

'আযা-বুন্ আলীম্। ৭৪। অয্কুরূ ~ ইয্ জ্বা'আলাকুম্ খুলাফা — য়া মিম্ বা'দি 'আ-দিওঁ অ বাওয়্যায়াকুম্ ফিল্

মর্মন্তুদ শাস্তি পেতে হবে। (৭৪) আর স্মরণ কর 'আদ জাতির পর তোমাদেরকে তিনি তাদের স্থালাভিষিক্ত করেছেন, দুনিয়ার

الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا

আর্দ্বি তাত্তাখিযূনা মিন্ সুহূলিহা-ক্বু ছূরাওঁ অতান্হিতূনাল্ জ্বিবা-লা বুইয়ূতান্ ফায্কুরূ ~

বুকে আবাদ করেছেন, তোমরা মাটি দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করেছ, পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করেছ। অতএব তোমরা

اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

আ-লা — য়াল্লা-হি অলা-তা'ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্। ৭৫। ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনাস্ তাক্বারূ

আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ কর, যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। (৭৫) তার দলের অহংকারী সর্দাররা তাদের কাওমের সব

مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ

মিন্ ক্বওমিহী লিল্লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিমান্ আ-মানা মিন্ হুম্ আতা'লামূনা আন্না ছোয়া-লিহাম্ মুর্সালুম্

দরিদ্র লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল,তাদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে, সালেহ তার রবের প্রেরিত? তারা

مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا

মির্ রব্বিহ্; ক্বা-লূ ~ ইন্না- বিমা ~ উরসিলা বিহী- মু'মিনূন্। ৭৬। ক্ব-লাল্লাযীনাস্ তাক্বারূ ~ ইন্না-

বলল, যা নিয়ে সে প্রেরিত, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি । (৭৬) অহংকারীরা বলল, যার প্রতি তোমরা ঈমান

আয়াত-৭৪ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ হতে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়। এক ঃ দ্বীনের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গাম্বরই একমত। সকল পয়গম্বরেরই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর বিরোধীতা করার কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা। দুই ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের ইতিহাস হতে জানা যায় যে, গোত্রের অধিকাংশ বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গাম্বরদের দাওয়াত প্রত্যাখান করেছে ফলে তারা ইহাকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে। তিন ঃ আল্লাহর নেয়া'মতসমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করা হয়। চার ঃ সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহর নেয়া'মত ও বৈধ। (মাঃ কোঃ)

بِالَّذِىْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا

বিল্লাযী ~ আ-মান্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ৭৭। ফা'আক্বারুন্ না-ক্বাতা অ'আতাও 'আন্ আম্‌রি রব্বিহিম্ অক্বা-লূ
এনেছ আমরা তার অমান্যকারী। (৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল এবং রবের নির্দেশ অমান্য করে বলল,

يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا

ইয়া-ছোয়া-লিহু''তিনা-বিমা-তা'ইদুনা ~ ইন্ কুন্‌তা মিনাল্ মুর্‌সালীন্। ৭৮। ফাআখাযাত্‌হুমুর্ রাজ্‌ফাতু ফাআছ্‌বাহূ
হে সালেহ! তুমি রাসূল হয়ে থাকলে যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ তা এনে দেখাও। (৭৮) অতঃপর তারা ভূমিকম্পে পতিত হয়,

فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٩﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَ

ফী দা-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্।৭৯। ফাতাঅল্লা 'আন্‌হুম্ অক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাক্বাদ্ আব্‌লাগ্‌তুকুম্ রিসা-লাতা রব্বী অ
ফলে স্বীয় গৃহেই তারা উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) অতঃপর তিনি তাদের কাছ হতে ফিরে বললেন, হে জাতি! আমি রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছেয়েছি

نَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ

নাছোয়াহ্‌তু লাকুম্ অলা-কিল্ লা-তুহিব্বূনান্ না-ছিহীন্। ৮০। অলূত্বোয়ান্ ইয্ ক্বা-লা লিক্বাওমিহী ~
'আর উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উপদেশকারীদের ভাল জান না। (৮০) আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছি। তিনি তার

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨١﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ

আতা''তূ নাল্ ফা-হিশাতা মা- সাবাক্বাকুম্ বিহা-মিন্ আহাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্। ৮১। ইন্নাকুম্ লাতা''তূনার্
কাওমকে বললেন, তোমরা কি এমন দুষ্কর্ম কর যা তোমাদের পূর্বে এ বিশ্বে কেউই করে নি। (৮১) তোমরা তো যৌন

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَمَا كَانَ

রিজ্বা-লা শাহ্‌অতাম্ মিন্ দূনিন্ নিসা —ই; বাল্ আন্‌তুম্ ক্বাওমুম্ মুস্‌রিফূন্। ৮২। অমা- কা-না
ক্ষুধা নিবারণের জন্য নারীর স্থলে পরুষ গ্রহণ কর, তোমরা বড়ই সীমালংঘনকারী। (৮২) আর তাঁর সম্প্রদায়

جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ☆

জ্বাঅ-বা ক্বওমিহী ~ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ ~ আখ্‌রিজূহুম্ মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিকুম্, ইন্নাহুম্ উনা-সুইঁ ইয়াতাত্বোয়াহ্‌হারূন্।
এ ছাড়া কোন উত্তরই দিতে পারল না যে, তাঁরা বলল, এদেরকে বের কর, তোমাদের এলাকা হতে। এরা পবিত্র লোক হতে চায়।

﴿٨٣﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖؗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاَمْطَرْنَا

৮৩। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু অআহ্‌লাহূ ~ ইল্লাম্‌রায়াতাহূ কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন্। ৮৪। অআম্‌ত্বোয়ার্‌না
(৮৩) তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করলাম, স্ত্রী ছিল ভ্রষ্টদের একজন। (৮৪) আমি তাদের উপর-

আয়াত-৭৯ ঃ সালেহ (আঃ) তাঁর জাতির কাফেরদেরকে পূর্ব হতেই আযাবের ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোরে সালেহ (আঃ)-এর কথানুযায়ী সকলের মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙ ধারণ করল। দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সকলের মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল। এ কাহিনী কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। (মাঃ কোঃ, কাঃ আঃ)

আয়াত-৮০ ঃ লুত (আঃ)-কে আল্লাহ তাআ'লা নবুয়্যত দান করে জর্দান ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সামূদের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য পাঠান। তারা আল্লাহর অজস্র নেয়া'মত লাভ করার পর সমকামিতার ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহর আদেশে জিবরাঈল (আঃ) তাদের গোটা শহরকে উল্টিয়ে দেন। আল্লাহর আযাব আসার পূর্বেই লুত (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন। (মাঃ কোঃ)

১০ ع ১২ ১৭ রুকু

عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

'আলাইহিম্ মাত্বোয়ারা-; ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুজ্‌রিমীন্। ৮৫। অইলা-মাদ্‌ইয়ানা আখা-হুম্
পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল। (৮৫) আর আমি মাদ্‌ইয়ান্‌বাসীদের কাছে তাদের

شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ

শু'আইবা-ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা- হা মা- লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহু; ক্বাদ্ জ্বা — য়াত্‌কুম্ বাইয়্যিনাতুম্
ভাই শুআইবকে পাঠাই। তিনি বললেন, হে কাওম্! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। রবের পক্ষ

مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

মির্ রব্বিকুম্ ফাআওফুল্ কাইলা অল্ মীযা-না অলা-তাব্‌খাসুন্না-সা আশ্‌ইয়া — য়াহুম্ অলা-
হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে অতএব তোমরা মাপ ও ওজন যথাযথভাবে দেবে; মানুষকে তাদের প্রাপ্যের কম দেবে না;

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا

তুফ্‌সিদূ ফিল্ আরদ্বি বা'দা ইছ্‌লা-হিহা-; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ৮৬। অলা-
আর শান্তি স্থাপনের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করও না; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, যদি তোমরা মু'মিন হও।

تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ

তাক্ব্‌'উদূ বিকুল্লি ছিরা-ত্বিন্ তূ'ইদূনা অতাছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি মান্ আ-মানা বিহী
(৮৬) যারা বিশ্বাসী তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা পথে বসে থাকবে না। আর বাধা দেবে না আল্লাহ্র পথে, ওতে বক্রতা

وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

অতাবগূনাহা-'ইওয়াজ্বান্ অয্‌কুরূ ~ ইয্ কুন্‌তুম্ ক্বলীলান্ ফাকাছ্‌ছারাকুম্ অন্‌জুরূ কাইফা কা-না
তালাস করবে না, এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিল, তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। লক্ষ্য কর,

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٧﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

'আ-ক্বিবাতুল্ মুফ্‌সিদীন্। ৮৭। অইন্ কা-না ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্‌কুম্ আ-মানূ বিল্লাযী ~ উর্‌সিল্‌তু বিহী-
দুষ্কৃতিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (৮৭) আমাকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে, যদি তোমাদের একদল তার প্রতি ঈমান আনে

وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ☆

অত্বোয়া — রিফাতুল্ লাম্ ইয়ু''মিনূ ফাছ্‌বিরূ হাত্তা-ইয়াহ্‌কুমাল্লা-হু বাইনানা-অহুঅ খাইরুল্ হা-কিমীন্।
এবং অন্য দল ঈমান না আনে; তবে ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন, তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

আয়াত-৮৫ ঃ হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে আহলে মাদইয়ান এবং কোথাও আছহাবে আইকাহ বলা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে আছহাবে মাদ ইয়ান' ও 'আছহাবে আইকাহ' পৃথক পৃথক জাতি। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমতঃ তাদের এক জাতির নিকট প্রেরিত হন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির নিকট প্রেরিত হন। আছহাবে আইকাহ ধ্বংস হয় এইভাবে যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা যায়, ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। ফলে সকলে সেদিকে ধাবিত হয়। তখন মেঘমালা হতে অগ্নি বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং নিচের দিক থেকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। (মাঃ কোঃ)

পারা ৯

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ

৮৮। ক্ব-লাল্ মালাউল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ মিন্ ক্বওমিহী লানুখরিজান্নাকা ইয়া-শু'আইবু অল্লাযীনা
(৮৮) তার কাওমের অহংকারী সর্দাররা বলল, হে শুয়াইব! আমরা অবশ্যাই বের করে দেব তোমাকে ও তোমার সাথের

آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

আ-মানূ মা'আকা মিন্ ক্বর্ইয়াতিনা ~ আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা-; ক্ব-লা আও লাও কুন্না-কা-রিহীন্।
ঈমানদারদেরকে আমাদের জনপদ হতে বা তোমরা অবশ্যাই আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে। বলল, আমরা তা ঘৃণা করলেও কি?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ

৮৯। ক্বদিফ্‌তারাইনা-'আলাল্লা-হি কাযিবান্ ইন্ 'উদ্‌না-ফী মিল্লাতিকুম্ বা'দা ইয্ নাজ্জা-নাল্লা-হু
(৮৯) অবশ্যাই আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তোমাদের ধর্ম হতে

مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا

মিন্‌হা-; অমা-ইয়াকূনূ লানা ~ আন্‌না'উদা ফী হা ~ ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হু রব্বুনা-; অসি'আ রব্বুনা-
আল্লাহ আমাদের উদ্ধারের পর আমাদের রব আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুতেই তাতে ফিরে যেতে পারি না; সব কিছু আমাদের

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ

কুল্লা শাইয়িন্ 'ইল্‌মা-; 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌না-; রব্বানাফ্‌তাহ্ বাইনানা- অবাইনা ক্বওমিনা-বিল্‌হাক্ব্ক্বি অ
রবের জ্ঞানায়ত্ত; আল্লাহ্‌র উপরই আমরা নির্ভর করি; হে রব! আমাদের ও জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা কর, তুমিই

أَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

আন্‌তা খাইরুল্ ফা-তিহীন্। ৯০। অক্ব-লাল্ মালাউল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বওমিহী লায়িনিত্ তাবা'তুম্
উত্তম মীমাংসাকারী। (৯০) আর তার জাতির কাফির প্রধানরা বলল, তোমরা যদি শুয়াইবকে অনুসরণ কর,

شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

শু'আইবান্ ইন্নাকুম ইযাল্লাখা-সিরূন্। ৯১। ফাআখাযাত্‌হুমুর্ রাজ্‌ফাতু ফাআছ্‌বাহূ ফী দা-রিহীম
তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরেই ধ্বংস হয়ে উপুড় হয়ে

جَاثِمِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا

রুকু-৪

জ্বা-ছিমীন্। ৯২। আল্লাযীনা কায্‌যাবূ শু'আইবান্ কাআল লাম্ ইয়াগ্‌নাও ফীহা-আল্লাযীনা কায্‌যাবূ
পড়ে থাকল। (৯২) যারা শুয়াইবকে মিথ্যা জানল, মনে হয় তারা কখনও সেথায় বাস করে নি; শুয়াইবের প্রতি যারা মিথ্যারোপ

আয়াত-৮৯ ঃ শুয়াইব (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললঃ আপনি নবী হলে আপনার উম্মত সুখে থাকত এবং অমান্যকারীদের উপর আযাব আসত। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে কিভাবে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শুয়াইব (আঃ) বললেন ঃ আল্লাহ্ খুব শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত দিবেন। এতে সম্প্রদায়ের অহংকারী সর্দাররা বলে উঠল ঃ হয় তুমি ও তোমার অনুসারীরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে, নতুবা আমরা তোমাদেরকে বস্তি হতে উচ্ছেদ করে দিব। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৯০ ঃ জাতির অহংকারী নেতাদেরকে বহু বুঝানোর পরও তারা তা অগ্রাহ্য করায় শুয়াইব (আঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া' করলেনঃ হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে সত্যভাবে মিমাংসা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ মিমাংসাকারী। (মাঃ কোঃ)

شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ

শু'আইবান্ কা-নূ হুমুল খা-সিরীন্। ৯৩। ফাতাওয়াল্লা-'আন্হুম্ অক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাক্বদ্ আব্লাগ্তুকুম্
করছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৯৩) অতঃপর সে ফিরে গেল তাদের নিকট থেকে এবং বলল, হে কাওম! রবের বাণীই

১১ ع ৯ ১ রুকু

رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَمَا

রিসা-লা-তি রব্বী অনাছোয়াহ্তু লাকুম্, ফাকাইফা আ-সা- 'আলা-ক্বওমিন্ কা-ফিরীন্। ৯৪। অমা ~
আমি তোমাদেরকে পৌছাচ্ছি এবং উপদেশ দিয়েছি; এখন কিভাবে কাফিরদের জন্য আমি দুঃখ করব? (৯৪) আর

اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ

আর্সাল্না- ফী ক্বর্ইয়াতিম্ মিন্ নাবিয়্যিন ইল্লা ~ আখায্না ~ আহ্লাহা-বিল্বা'সা —য়ি অদ্ব্ দ্বোয়ার্রা —য়ি লা'আল্লাহুম্
আমি কোন স্থানেই নবী পাঠাই নি, যতক্ষণ না পতিত করেছি সেখানকার অধিবাসীদেরকে দুঃখ কষ্টে, যেন তারা

يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٥﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ

ইয়াদ্দ্বোয়ার্রা'উন্। ৯৫। ছুম্মা বাদ্দাল্না-মাকা-নাস্ সাইয়্যিআতিল্ হাসানাতা হাত্তা- 'আফাও অক্বা-লূ ক্বদ্ মাস্সা
কাতর হয়। (৯৫) অতঃপর আমি ব্যবস্থা করলাম অসুবিধার স্থলে শান্তির। এমনকি তারা প্রাচুর্য অর্জন করল এবং বলল, পিতৃপুরুষরাও

اٰبَآءَنَا الضَّرَّاۤءُ وَالسَّرَّاۤءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ

আ-বা —য়ানাদ্ব্ দ্বোয়ার্রা —উ অস্সার্রা — উ ফাআখায্না-হুম্ বাগ্তাতাওঁ অহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ৯৬। অলাও আন্না আহ্লাল্
সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে; হঠাৎ তাদেরকে এমনভাবে ধরেছি, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নি। (৯৬) আর যদি সে জনপদের

الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ

ক্বু'র ~ আ-মানূ অত্তাক্বও লাফাতাহ্না-'আলাইহিম্ বারাকা-তিম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্আর্দ্বি অলা-কিন্
অধিবাসীরা ঈমান ও তাকওয়া অর্জন করত তবে আমি তাদের জন্য আসমান-যমীনের সকল কল্যাণ খুলে দিতাম, কিন্তু

كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

কায্যাবূ ফাআখায্না-হুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ৯৭। আফাআমিনা আহ্লুল্ ক্বু'রা ~ আইঁ ইয়া''তিয়াহুম্
তারা অস্বীকৃতি জানাল, তাই আমি তাদের কর্মের দরুন তাদেরকে ধরলাম। (৯৭) জনপদবাসীরা কি ভয় করে না যে, আমার

بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَاۤئِمُوْنَ ﴿٩٨﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى

বা''সুনা বাইয়া-তাওঁ অহুম্ না — য়িমূন্। ৯৮। আওয়া আমিনা আহলুল্ কু'র ~ আইঁ ইয়া'' তিয়াহুম্ বা''সুনা- দ্বুহাওঁ
আযাব রাতে নিদ্রাবস্থায় তাদের উপর আসবে। (৯৮) অথবা জনপদবাসীরা কি ভয় করে না যে, আযাব দিনে তাদের উপর আসবে

وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ

অহুম্ ইয়াল্'আবূন্। ৯৯। আফাআমিনূ মাক্রল্লা-হি, ফালা-ইয়া''মানু মাক্রল্লা-হি ইল্লাল্ ক্বওমুল্
যখন তারা খেলাধুলায় মত্ত থাকবে। (৯৯) তারা কি আল্লাহ্র কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত? আল্লাহ্র কৌশল হতে ক্ষতিগ্রস্তরাই নিশ্চিন্ত

ع ১২ ৬ ২ রুকু

الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ

খা-সিরূন্। ১০০। আওলাম্ ইয়াহ্দি লিল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ আর্দ্বোয়া মিম্ বা'দ্বি আহ্লিহা ~ আল্লাও নাশা — উ

হতে পারে। (১০০) যারা পূর্ববর্তীদের পরে উত্তরাধিকারী হয়, তাদের নিকট কি এটা পরিষ্কার হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে

اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠١﴾ تِلْكَ الْقُرٰى

আছোয়াব্না-হুম্ বিযুনূবিহিম্ অনাত্ব্ বা'উ 'আলা-ক্বু-লূবিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়াস্মা'ঊন্। ১০১। তিল্কাল্ ক্বু-রা-

পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। তাদের মনে মোহর মেরে দিই, ফলে, তারা কিছুই শুনবে না। (১০১) এ সব স্থানের

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا

নাক্বু-ছ্ছু 'আলাইকা মিন্ 'আম্বা — য়িহা- অলাক্বদ্ জ্বা — য়াত্হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফামা-কা-নূ

কিছু বৃত্তান্ত আপনার কাছে আমি বর্ণনা করছি, তাদের কাছে তাদের রাসূলরা প্রমাণাদিসহ এসেছে; কিন্তু তারা

لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ *

লিইয়ু''মিনু বিমা-কায্যাবূ মিন্ ক্বব্ল্; কাযা-লিকা ইয়াত্ব্ বা'উল্লা-হু 'আলা-ক্বু-লূবিল্ কা-ফিরীন্।

ইতিপূর্বে যা মিথ্যা জেনেছিল তার প্রতি বিশ্বাস আনতে পারে নি; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের মনে মোহর মেরে দেন।

﴿١٠٢﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا

১০২। অমা- অজ্বাদনা- লিআক্ছারিহিম্ মিন্ 'আহ্দিন্ অইওঁ ওয়াজ্বাদ্না ~ আক্ছারাহুম্ লাফা-সিক্বীন্। ১০৩। ছুম্মা বা'আছ্না-

(১০২) তাদের অধিকাংশকেই ওয়াদা রক্ষাকারী পাই নি; বরং অধিকাংশকেই আমি অবাধ্য পেয়েছি। (১০৩) অতঃপর আমি

مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ

মিম্ বা'দিহিম্ মূসা-বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইলা-ফির্'আউনা অমালায়িহী ফাজোয়ালামূ বিহা-ফান্জুর্ কাইফা

মূসাকে (১) নিদর্শনসহ (২) ফিরাউন ও তার প্রধানদের নিকট প্রেরণ করি, কিন্তু তার প্রতি তারা জুল্ম করে। অতএব

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুফ্সিদীন্। ১০৪। অক্ব-লা মূসা-ইয়া-ফির্'আউনু ইন্নী রসূলুম্ মির্ রব্বিল্

লক্ষ্য করুন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (১০৪) মূসা বললেন, হে ফিরাউন, আমি বিশ্ব রবের পক্ষ হতে

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٥﴾ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ

'আ-লামীন্। ১০৫। হাক্বীকু-ন্ 'আলা ~ আল্লা ~ আকূলা 'আলাল্লা-হি ইল্লাল্ হাক্ব; ক্বাদ্ জ্বি' তুকুম্ বিবাইয়্যিনাতিম্

একজন রাসূল। (১০৫) নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে সত্যই বলব, রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে

টীকা -(১) হযরত মূসা (আঃ) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে ৪০০ বছরের ব্যবধান ছিল, আর হযরত মূসা (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) -এর মধ্যে ৭০০ বছরের ব্যবধান ছিল। টীকা -(২) এ নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের অর্থ হয়ত, সেই লাঠি ও ঝকঝকে হস্ত সম্পর্কিত অলৌকিক শক্তিদ্বয়, যার বিবরণ একটু পরেই আসছে অথবা সেই সব মু'জিযাই হবে যাহা পরবর্তী দুই রুকূ পর আয়াতে বর্ণিত আছে। এ সকল মু'জিযা যদিও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এগুলো এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

مِنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٦﴾ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ

মির্ রব্বিকুম্ ফাআরসিল্ মা'ই ইয়া বানী ~ ইস্‌রা — ঈল্। ১০৬। ক্ব-লা ইন্ কুন্‌তা জি''তা বিআ-ইয়াতিন্

এসেছি তাই আমার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও। (১০৬) ফেরাউন বলল, তুমি কোন নিদর্শন এনে থাকলে এবং

فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٧﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ *

ফা''তি বিহা ~ ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্ ছোয়া-দ্বিকীন্। ১০৭। ফাআল্‌ক্বা-'আছোয়া-হু ফাইযা-হিয়া ছু'বা-নুম্ মুবীন্।

যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পেশ কর। (১০৭) তখন তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখনই তা এক অজগর হয়ে গেল।

﴿١٠٨﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٩﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ

১০৮। অনাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা-হিয়া বাইদ্বোয়া — উ লিন্না-জিরীন্। ১০৯। ক্ব-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বওমি ফির্'আউনা ইন্না

(১০৮) আর তার হাত বের করলেন, তখনই তা ধবধবে উজ্জ্বল দেখাল। (১০৯) ফিরাউন জাতির সর্দাররা বলল,

هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٠﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ *

হা-যা- লাসা-হিরুন্ 'আলীম্।১১০। ইয়ুরীদু আইঁ ইয়ুখ্‌রিজাকুম্ মিন্ আর্‌দ্বিকুম্, ফামা-যা- তা''মুরূন্।

এ তো এক বিজ্ঞ যাদুকর। (১১০) সে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায় দেশ থেকে, ফেরাউন বলল, তোমরা পরামর্শ দাও।

﴿١١١﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١٢﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ

১১১। ক্ব-লূ ~ আর্‌জ্বিহ্ অআখা-হু অআর্‌সিল্ ফিল্ মাদা — য়িনি হা-শিরীন্। ১১২। ইয়া''তূকা বিকুল্লি সা-হিরিন্

(১১১) তারা বলল, তাকেও তার ভাইকে অবকাশ দাও, আর শহরে পাঠিয়ে দাও সংগ্রহকারীদের। (১১২) তারা যেন তোমার কাছে

عَلِيْمٍ ﴿١١٣﴾ وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ *

'আলীম্। ১১৩। অজ্বা — য়াস সাহারাতু ফির্'আউনা ক্ব-লূ ~ ইন্না লানা-লাআজ্‌রান্ ইন্ কুন্না নাহ্‌নুল্ গ-লিবীন্।

বিজ্ঞ যাদুকর নিয়ে আসে। (১১৩) যাদুকররা এসে ফিরাউনকে বলল, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য পুরষ্কার আছে তো?

﴿١١٤﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ

১১৪। ক্ব-লা না'আম্ অইন্নাকুম্ লামিনাল্ মুক্বাররবীন্। ১১৫। ক্ব-লূ ইয়া-মূসা ~ ইম্মা ~ আন্ তুল্‌ক্বিয়া অইম্মা ~

(১১৪) ফেরাউন বলল, হাঁ,তদুপরি তোমরা অবশ্যই আমার নৈকট্য প্রাপ্তও হবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ

اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٦﴾ قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ

আন্ নাকূনা নাহ্‌নুল্ মুল্‌ক্বীন্। ১১৬। ক্ব-লা আল্‌ক্বূ ফালাম্মা ~ আল্‌ক্বও সাহারূ ~ আ'ইয়ুনান্ না-সি

করবে, না কি আমরা নিক্ষেপ করব? (১১৬) মূসা বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন নিক্ষেপ করল, তখন লোকে চোখে ভেলকী

وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٧﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ

অস্‌তার্‌হাবূহুম্ অজ্বা — উ বিসিহ্‌রিন্ 'আজ্বীম্। ১১৭। অআওহাইনা ~ ইলা-মূসা ~ আন্ আল্‌ক্বি 'আছোয়া-কা,

লাগল, আতঙ্কিত করল এবং বড় যাদু নিয়ে আসল। (১১৭) মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; নিক্ষেপের সঙ্গে

১৩ ع ৯ ৩ রুকু

فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ (১১৮) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (১১৯) فَغُلِبُوْا

ফাইযা-হিয়া তাল্‌ক্বফু মা- ইয়া" ফিকূন্। ১১৮। ফাঅক্বা'আল্ হাক্ব্‌কু অবাত্বোয়ালা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১১৯। ফাগুলিবূ
সঙ্গেই তা তাদের বানানো বস্তুকে গিলতে লাগল।(১১৮) ফলে সত্য প্রকাশ পেল, এবং তারা যা বানিয়েছিল তা বাতিল হল।(১১৯) সেখানে

هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ (১২০) وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ (১২১) قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ

হুনা-লিকা অন্‌ক্বালাবূ ছোয়া-গিরীন্। ১২০। অ উল্‌ক্বিয়াস্ সাহারাতু সা-জ্বিদীন্। ১২১। ক্বা-লূ ~ আ-মান্না-বিরব্বিল্
তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরল। (১২০) এবং যাদুকররা সিজদায় পড়ল। (১২১) তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম

الْعٰلَمِيْنَ (১২২) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (১২৩) قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ

'আ-লামীন্। ১২২। রব্বি মূসা-অহারূন্। ১২৩। ক্বা-লা ফির্'আউনু আ-মান্‌তুম বিহী ক্ববলা আন্ আ-যানা
সারা জাহানের রবের উপর। (১২২) যিনি মূসা ও হারুনের রব। (১২৩) ফিরাউন বলল, অনুমতির পূর্বেই কি ঈমান আনলে?

لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَاۤ اَهْلَهَا فَسَوْفَ

লাকুম্, ইন্না হা-যা-লামাক্‌রুম্ মাকারতুমূহু ফিল্ মাদীনাতি লিতুখ্‌রিজ্বূ মিন্‌হা ~ আহ্‌লাহা- ফাসাওফা
নিশ্চয়ই এ তো একটি কৌশল, তোমরা শহরবাসীকে বের করে দেয়ার জন্যই এ কৌশল করলে, সুতরাং শীঘ্রই এর

تَعْلَمُوْنَ (১২৪) لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ

তা'লামূন্। ১২৪। লাউক্বাত্ত্বি'আন্না আইদিয়াকুম্ অআরজ্বুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিন্ ছুম্মা লাউছোয়াল্লিবান্নাকুম্
পরিণতি টের পাবে। (১২৪) অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কাটব, তারপর সকলকে শূলে

اَجْمَعِيْنَ (১২৫) قَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (১২৬) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا

আজ্ব্‌মা'ঈন্। ১২৫। ক্বা-লূ ~ ইন্না ~ ইলা-রব্বিনা-মুন্‌ক্বালিবূন্। ১২৬। অমা-তানক্বিমু মিন্না ~ ইল্লা ~ আন্ আ-মান্না-
চড়াব। (১২৫) বলল, আমরা রবের কাছেই যাব। (১২৬) তুমি তো শত্রুতা করছ এজন্য যে, আমার ঈমান এনেছি রবের

بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ (১২৭) وَقَالَ

১৪ ع ১৮ 8 রুকু

বিআ-ইয়া-তি রব্বিনা-লাম্মা-জ্বা — য়াত্‌না-; রব্বানা ~ আফ্‌রিগ্ 'আলাইনা- ছব্‌রাওঁ অতাওয়াফ্‌ফানা-মুস্‌লিমীন্। ১২৭। অক্ব-লাল্
আয়াতসমূহের প্রতি। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দাও, মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও। (১২৭) ফিরাউন-জাতির

الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ

মালাউ মিন্ ক্বওমি ফির'আউনা আতাযারু মূসা- অক্বওমাহূ লিইয়ুফ্‌সিদূ ফিল্ আরদ্বি অইয়াযারাকা অ
সর্দাররা বলল, মূসা ও তার জাতিকে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও দেবতাকে বর্জন করতে দেবেনই,

আয়াত-১১৯ঃ ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়িসমূহ যখন সাপ হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মধ্যে এক মারাত্মক ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) এর লাঠি যখন একক বিরাট অজগরের আকার ধারণ করে আসল, তখন জাদুকরদের বানান সাপগুলো সব গিলে ফেলল। (মোঃ কোঃ) আয়াত-১২২ঃ পরিতাপের বিষয় বর্তমানে মুসলিমরা ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থায়ই অবলম্বন করে চলেছে। কিন্তু আসল রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরআউনের যাদুকররা প্রথম অবস্থায়ই তা বুঝে নিয়েছিল। (মোঃ কোঃ)

آلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

আ-লিহাতাক্; ক্বা-লা সানুক্বত্তিলু আব্না — য়াহুম্ আনাস্তাহ্য়ী নিসা — আহুম্ অইন্না ফাওক্বাহুম্ ক্বা-হিরূ-ন্।
ফেরাউন বলল, তাদের ছেলেদের হত্যা কর আর মেয়েদের জীবিত রাখ, আমরাই তাদের উপর প্রবল।

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا ﴿١٢٨﴾

১২৮। ক্বা-লা মূসা-লিক্বওমিহিস্ তা'ঈনূ বিল্লা-হি অছ্বিরূ ইন্নাল্ আরদ্বোয়া লিল্লা-হি ইয়ূরিছুহা-
(১২৮) মূসা স্বীয় কাওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাও, ধৈর্য্য ধর, দেশ আল্লাহ্রই; তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٩﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ

মাইঁ ইয়াশা — উ মিন্ 'ইবা-দিহ্; অল্ 'আ-ক্বিবাতু লিল্মুত্তাক্বীন্। ১২৯। ক্বা-লূ ~ উযীনা- মিন্ ক্বব্লি আন্
ইচ্ছে তার উত্তরাধিকারী করেন, পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। (১২৯) তারা বলল, আমরা নির্যাতিত হয়েছি। আমাদের

تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

তা''তিয়ানা-অমিম্ বা'দি মা-জ্বি''তানা-; ক্বা-লা 'আসা- রব্বুকুম্ আঁই ইয়ুহ্লিকা 'আদুওয়্যাকুম্
কাছে আপনার আগমনের পূর্বে এবং পরেও সে বলল, তোমাদের রব শ্রীঘ্রই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন, যমীনে

১৫ রুকু

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

অইয়াস্তাখ্লিফাকুম্ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্জুরা কাইফা তা'মালূন্। ১৩০। অলাক্বদ্ আখায্না ~ আ-লা ফির'আউনা
তোমাদের খিলাফত দেবেন, তারপর তিনি দেখবেন- তোমরা কি কর। (১৩০) নিশ্চয়ই আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে

بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣١﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ

বিস্সিনীনা অনাক্ব্ছিম্ মিনাছ্ ছামার-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্যাক্কারূন্। ১৩১। ফাইযা-জ্বা — য়াত্হুমুল্ হাসানাতু
দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানি দ্বারা পাকড়াও করেছি, যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (১৩১) তাদের যখন কোন কল্যাণ হত তখন

قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا

ক্বা-লূ লানা-হা-যিহী অইন্ তুছিব্হুম্ সাইয়িয়াতুইঁ ইয়াত্বোইয়্যারূ বিমূসা- অমাম্ মা'আহ্; আলা ~ ইন্নামা-
বলত, "এটা আমাদের প্রাপ্য" আর যখন অকল্যাণ তখন দোষারোপ করত মূসা ও তাঁর সংগীদের উপর, ওহে,

طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ

ত্বোয়া — য়িরুহুম্ 'ইন্দাল্লা-হি অলা-কিন্না আক্ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১৩২। অক্ব-লূ মাহ্মা- তা''তিনা- বিহী মিন্
তাদের অকল্যাণ আল্লাহ্র কাছে, কিন্তু তাদের অনেকেই তা জানে না। (১৩২) তারা আরো বলত, যাদু করার জন্য যে

آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ

আ-ইয়াতিল্ লিতাস্হারানা-বিহা-ফামা-নাহ্নু লাকা বিমু''মিনীন্। ১৩৩। ফাআর্সাল্না- 'আলাইহিমুত্ব্ ফা-না
নিদর্শনই আমাদের কাছে পেশ কর না কেন, আমরা ঈমান আনব না। (১৩৩) অতঃপর আমি তাদের উপর তুফান,

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا

অল্ জ্বার-দা অল্ ক্বু-ম্মালা অদ্বদ্বোয়াফা-দি'আ অদ্দামা আ-ইয়া-তিম্ মুফাছ্ছলা-তিন ফাস্তাক্বারূ অকা-নূ
পঙ্গপাল, উকুন, বেঙ ও রক্ত প্রেরণ করেছি যা ছিল স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা অহংকার করল, আর তারা ছিল

قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا

ক্বওমাম্ মুজ্ব্ রিমীন্। ১৩৪। অলাম্মা-অক্বা'আ 'আলাইহিমুর্ রিজ্ব্ যু ক্ব-লূ ইয়া-মূসাদ্'উ লানা- রব্বাকা বিমা-
অপরাধী জাতি। (১৩৪) আর যখন তাদের উপর কোন আযাব আসত, তখন তারা বলত, হে মূসা! রবের কাছে প্রতিশ্রুতি

عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ

'আহিদা 'ইন্দাকা লায়িন্ কাশাফ্তা 'আন্নার্ রিজ্ব্ যা লানু'মিনান্না লাকা অলানুর্সিলান্না মা'আকা বানী ~
মোতাবেক দোয়া কর, আমাদের থেকে শাস্তি দূর করলে তোমাকে বিশ্বাস করবই এবং বনী ইস্রাঈলকেও তোমার

اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٥﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ

ইস্রা — ঈল্। ১৩৫। ফালাম্মা- কাশাফ্না- আন্হুমুর্ রিজ্ব্ যা ইলা ~ আজ্বালিন্ হুম্ বা-লিগূহু ইযা-হুম্ ইয়ান্কুছূন্।
সঙ্গে দেব। (১৩৫) অতঃপর যখনই আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি দূর করতাম, যা তাদের জন্য অনিবার্য ছিল, তখনই ওয়াদা ভঙ্গ করত।

﴿١٣٦﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا

১৩৬। ফান্তাক্বাম্না- মিন্হুম্ ফাআগ্রাক্ব্না-হুম ফিল্ইয়াম্মি বিআন্নাহুম্ কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-অ কা-নূ-'আন্হা
(১৩৬) সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে, কেননা, তারা নিদর্শনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং

غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

গ-ফিলীন্। ১৩৭। অআওরাছ্নাল্ ক্বওমাল্লাযীনা কা-নূ ইয়ুস্তাদ্ব্'আফূনা মাশা-রিক্বাল্ আর্দ্বি অ মাগ-রিবাহাল্
এ সম্বন্ধে গাফিল ছিল। (১৩৭) আর আমি যে কাওমকে উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে দুর্বল ভাবা হত, সে যমীনের পূর্ব ও

الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا

লাতী বা-রাক্না-ফীহা-; অতাম্মাত্ কালিমাতু রব্বিকাল্ হুস্না- 'আলা- বানী ~ ইস্রা — ঈলা বিমা-
পশ্চিমে বরকতময় রাজ্যে; আর বনী ইস্রাঈলের উপর আপনার রবের পবিত্র বাণী পূর্ণ হল, তাদের ধৈর্যের কারণে,

صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَ

ছাবারূ-; অদাম্মারনা- মা-কা-না ইয়াছ্না'উ ফির্'আউনু অক্বওমুহূ অমা- কা-নূ ইয়া'রিশূন্। ১৩৮। অ
আর আমি ফিরাউন ও তার জাতির বানানো শিল্প-কারখানা ও সুউচ্চ প্রাসাদ সব ধ্বংস করলাম। (১৩৮) আর

● এক চতুর্থাংশ

আয়াত-১৩৪ ঃ আলোচ্য আয়াতে তাদের উপর আপতিত একটি আযাবকে 'রিজযু' বলা হয়েছে। প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি মহামারিকে 'রিজযু' বলে। তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের উপর প্লেগের মহামারি চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন তাদের নিবেদনের পর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর দোয়ায় প্লেগ দূরীভূত হয়। কিন্তু তার পরও তারা ঈমান আনে নি। ক্রমাগত বহুবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরও যখন তারা ঈমান আনল না তখন আসল সর্বশেষ আযাব। তা হল, তারা মূসা আলাই হিস্ সালাম এর পশ্চাবদ্ধবনের উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে বের হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। (মাঃ কোঃ)

جٰوَزْنَا بِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ

জ্বা-অয্না-বিবানী ~ ইস্রা — ঈ লাল্ বাহ্রা ফাআতাও 'আলা ক্বওমিঁই ইয়া'কুফূনা 'আলা ~ আছ্না-মিল্ লাহুম্

আমি বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করালাম, তখন তারা এমন এক জাতির কাছে গেল যারা মূর্তি পূজায়রত;

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنَّ

ক্বলূ ইয়া-মূসাজ্ব 'আল্ লানা ~ ইলা-হান্ কামা- লাহুম্ আ-লিহাহ্; ক্ব-লা ইন্নাকুম্ ক্বওমুন্ তাজ্ব্হালূন্। ১৩৯। ইন্না

বলল, হে মূসা। তাদের মত আমাদের জন্য মূর্তি বানাও; মূসা বললেন, তোমরা তো অজ্ঞ জাতি। (১৩৯) এরা

هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ

হা ~ উলা — য়ি মুতাব্বারুম্ মা-হুম ফীহি অবা-ত্বিলুম্ মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৪০। ক্ব-লা আগইরল্লা-হি আব্গীকুম্

যাতে লিপ্ত আছে তা ধ্বংস হবে এবং তাদের কর্মকাণ্ড ভিত্তিহীন। (১৪০) বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ কি খুঁজব? তিনিই

اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

ইলা-হাওঁ অহুঅ ফাদ্দ্বোয়ালাকুম্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্। ১৪১। অইয আন্জ্বাইনা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আউনা ইয়াসূমূনাকুম্

তো তোমাদেরকে বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (১৪১) আর যখন তোমাদেরকে আমি ফিরাউনীদের হাত হতে রক্ষা করেছি, যারা

سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ

সু — য়াল্ 'আযা-বি ইয়ুক্বত্তিলূনা আব্না — য়াকুম্ অ ইয়াস্তাহ্ইয়ূনা নিসা —য়াকুম; অ ফী যা-লিকুম্ বালা — উম্

তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত; তোমাদের পুত্র সন্তান হত্যা করে নারীদের জীবিত রাখত; আর তাতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে

১৬ ع ১২ ৬ রুকু

مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤٢﴾ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ

মির্ রব্বিকুম্ 'আজীম্।১৪২। অ অ'আদ্না-মূসা-ছালা-ছীনা লাইলাতাওঁ অআত্মাম্না-হা-বি'আশ্রিন্ ফাতাম্মা মীক্ব-তু

তোমাদের জন্য বড় পরীক্ষা। (১৪২) আর আমি মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিলাম এবং আর দশ দ্বারা পূর্ণ করলাম। এভাবে

رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ

রব্বিহী ~ আর্বা'ঈনা লাইলাতান্ অক্ব-লা মূসা-লিআখীহি হা-রূনাখ্ লুফ্নী ফী ক্বওমী অ আছ্লিহ্

তাঁর রবের পুরা সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হয়, মূসা তার ভাই হারূনকে বললেন, তুমি আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করে

وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ

অলা-তাত্তাবি' সাবীলাল্ মুফ্সিদীন্। ১৪৩। অলাম্মা-জ্বা — য়া মূসা-লিমীক্ব-তিনা-অকাল্লামাহূ রব্বুহূ ক্ব-লা

সংশোধন করবে এবং বিপর্যকারীদের পথ অনুসরণ করবে না। (১৪৩) যখন মূসা নির্ধারিত সময়ে হাযির হলেন, তখন রব কথা

رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۭ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ

রব্বি আরিনী ~ আন্জুর্ ইলাইক্; ক্ব-লা লান্ তারা-নী অলা-কিনিন্ জুর ইলাল্ জ্বাবালি ফায়িনিস্

বললেন; (মূসা) বললেন, হে রব দর্শন দিন, যেন আপনাকেই দেখতে পাই। বললেন, আমাকে দেখতে পাবে না। তবে পাহাড়ের দিকে

اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ

তাক্বর্রা মাকা- নাহূ ফাসাওফা তারা-নী 'ফালাম্মা- তাজাল্লা-রব্বুহূ লিল্জাবালি জা'আলাহূ দাক্কাঁও অ খার্রা
তাকাও, ওটা স্বস্থানে স্থির থাকলে দেখতে পাবে। যখন রব পাহাড়ে তার জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা চূর্ণ হয়ে গেল, আর

مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মূসা-ছোয়া'ইক্বান্ ফালাম্মা ~ আফা-ক্বা ক্ব-লা সুব্হা-নাকা তুব্তু ইলাইকা অ'আনা আও ওয়ালুল্ মু"মিনীন্।
মূসা বেহুশ হয়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরলে বললেন, তোমারই পবিত্রতা, তোমারই কাছে তওবা করলাম, আর আমি প্রথম মু'মিন।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ۖ فَخُذْ (১৪৪)

১৪৪। ক্ব-লা ইয়া-মূসা ~ ইন্নিছ্ ত্বোয়াফাইতুকা 'আলান্ না-সি বিরিসা-লা-তী অবিকালা-মী
(১৪৪) বললেন, হে মূসা আমি তোমাকে মানুষের মাঝে মর্যাদা দিয়েছি রিসালাত ও বাক্য দ্বারা,

مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ (১৪৫) وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

ফাখুয্ মা ~ আ-তাইতুকা অকুম্ মিনাশ্ শা-কিরীন্। ১৪৫। অকাতাব্না-লাহূ ফিল্ আল্ওয়া-হি মিন্ কুল্লি শাইয়িম্
সুতরাং যা দিয়েছি তা গ্রহণ কর, আর কৃতজ্ঞ হও। (১৪৫) আর আমি লিখে দিয়েছি তাঁর জন্য কয়েকটি ফলকে,

مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا

মাও 'ইজোয়াতাঁও অতাফ্ছীলাল্ লিকুল্লি শাইয়্যিন্ ফাখুয্হা-বিক্বু ওআতিঁও অ"মুর্ ক্বওমাকা ইয়াখুযূ
সর্ব প্রকার উপদেশ ও বিবরণ দিয়েছি ১; অতএব, তা শক্তভাবে ধারণ কর আর কাওমকে সুন্দর কথাগুলো মানতে

بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ (১৪৬) سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ

বিআহ্সানিহা-; সাউরীকুম্ দা-রল্ ফা-সিক্বীন্। ১৪৬। সাআস্রিফু 'আন্ আ-ইয়া-তিয়াল্লাযীনা ইয়াতাকাব্বারূনা
বল; শীঘ্রই নাফরমানদের বাসস্থান দেখাব! (১৪৬) আমি ফিরিয়ে দেব তাদেরকে আমার আয়াত হতে। যারা যমীনে

فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا

ফিল্ আর্দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্; অইঁ ইয়ারাও কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইয়ু"মিনূ বিহা- অইঁ ইয়ারাও
অনর্থক অহংকার করে, আমার প্রত্যেকটি নির্দশন যদি তারা দেখেও তবু তাতে তারা ঈমান আনবে না; আর যদি তারা

سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ

সাবীলার্ রুশ্দি লা-ইয়াত্তাখিযূহু সাবীলান্ অইঁ ইয়ারাও সাবীলাল্ গাইয়্যি ইয়াত্তাখিযূহু
সৎপথ দেখতে পায়ও তবু তারা তা গ্রহণ করবে না। অথচ যখন তারা ভ্রান্তপথ দেখবে তখন তা তারা গ্রহণ করবে;

আয়াত-১৪৩ ঃ এ হতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে দুনিয়াতে আল্লাহর দেখা পাওয়া যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এটাই অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর অভিমত। ছহীহ্ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তোমাদের কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিপালককে দর্শন করতে পারবে না। অবশ্য পরকালে মু'মিনরা আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন- যা ছহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১৪৪ ঃ টীকা-(১) এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখ্তী হযরত মূসা (আঃ) কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সেই তখ্তীসমূহের নামই হল তাওরাত। (মাঃ কোঃ)

سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٧﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

সাবীলা-; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-অকা-নূ 'আন্হা-গ-ফিলীন্। ১৪৭। অল্লাযীনা কায্যাবূ
এটা এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা জানে এবং তা হতে তারা গাফিল। (১৪৭) যারা আমার নিদর্শন ও

১৭ ع ৬ ৭ রুকু

بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

বিআ-ইয়া-তি-না অলিক্ব — য়িল্ আ-খিরাতি হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্; হাল্ ইয়ুজ্ যাওনা ইল্লা-মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্।
আখেরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা জানে, তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়। তাদের আমল অনুসারে তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ اَلَمْ ﴿١٤٨﴾

১৪৮। অত্তাখাযা ক্বওমু মূসা-মিম্ বা'দিহী মিন্ হুলিয়্যিহিম্ 'ইজ্ লান্ জ্বাসাদাল্ লাহূ খুওয়া-র্; আলাম্
(১৪৮) মূসার কাওম তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে গো-বৎস বানাল, যার শব্দ ছিল হাম্বা।

يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۞

ইয়ারাও আন্নাহূ লাইয়ুকাল্লিমুহুম্ অলা-ইয়াহ্দীহিম্ সাবীলা-। ইত্তাখাযূহু অকা-নূ জোয়া-লিমীন্।
তারা কি দেখেনি যে, তা তাদের সাথে না কথা বলে আর না পথ দেখায়? তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা জালিম হল।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا ﴿١٤٩﴾

১৪৯। অলাম্মা-সুক্বিত্বোয়া ফী ~ আইদীহিম্ অরাআও আন্নাহুম্ ক্বদ্ দ্বোয়াল্লূ ক্ব-লূ লায়িল্লাম্ ইয়ারহাম্না-
(১৪৯) তারপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা বিপথগামী তখন বলল, রব আমাদের প্রতি দয়া না

رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ

রব্বুনা-অইয়াগ্ফির্ লানা- লানাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন্। ১৫০। অলাম্মা রজ্বা'আ মূসা ~ ইলা- ক্বওমিহী
করলে এবং ক্ষমা না করলে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১৫০) তারপর যখন মূসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন

غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ

গদ্ববা-না আসিফান্ ক্ব-লা-বি"সামা খালাফ্তুমূনী মিম্ বা'দী আ'আজ্বিল্তুম্ আম্রা রব্বিকুম্
করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার পরে কতই না নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। রবের নির্দেশের পূর্বেই

وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ

অআল্ক্বল্ আল্ওয়া-হা অআখাযা বিরা"সি আখীহি ইয়াজুর্রুহূ ~ ইলাইহ্; ক্ব-লাব্না উম্মা ইন্নাল্
কেন তাড়াহুড়া করলে? ফলকগুলো ফেলে দিয়ে আপন ভাইয়ের মাথা ও চুল ধরে টেনে আনলেন, (ভাই) বললেন, হে সহোদর!

الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۠ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا

ক্বওমাস্ তাদ্ব 'আফূনী অকা-দূ ইয়াক্ব্তুলূনানী ফালা-তুশ্মিত্ বিয়াল্ 'আদা — য়া অলা-
আমার জাতি তো আমাকে দুর্বল মনে করে হত্যা করতে চেয়েছে ; তুমি এমন আচরণ করো না, যাতে শত্রুরা খুশি হয়

تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي

তাজ্ব্আল্‌নী মা'আল ক্বওমিজ্জোয়া-লিমীন্ ১৫১। ক্ব-লা রব্বিগ্‌ফির্‌লী অলিআখী অআদ্‌খিল্‌না- ফী

আর আমাকে জালিমদের দলভুক্ত করবে না। (১৫১) বললেন, হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ করুন এবং

رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ﴿١٥٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ

রহ্‌মাতিকা অ আন্‌তা আর্‌হামুর্ র-হিমীন্। ১৫২। ইন্নাল্ লাযীনাত্ তাখাযুল্ 'ইজ্ব্‌লা

আপনার রহমতে দাখিল করুন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১৫২) নিশ্চয়ই যারা গো বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহন করছে,

سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي

সাইয়ানা-লুহুম্ গাদ্বোয়াবুম্ মির্ রব্বিহিম্ অযিল্লাতুন্ ফিল্ হা ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; অকাযা-লিকা নাজ্ব্‌যিল্

পার্থিব জীবনে তাদের উপর রবের পক্ষ থেকে ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে। আর আমি মিথ্যাবাদীদের প্রতিফল এভাবেই

الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوا ۡ إِنَّ

মুফ্‌তারীন্। ১৫৩। অল্লাযীনা 'আমিলুস্ সাইয়িয়া-তি ছুম্মা তা-বূ মিম্ বা'দিহা- অআ-মানূ ~ ইন্না

দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা খারাপ কাজ করার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই সেই তওবার পর

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٤﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ

রব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগফূরুর্ রহীম্। ১৫৪। অলাম্মা- সাকাতা 'আম্ মূসাল্ গদ্বোয়াবু আখাযাল্

আপনার রব পরম ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (১৫৪) তারপর যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল, তখন তিনি তক্তগুলো

الْأَلْوَاحَ ۚ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ *

আল্‌ওয়া-হা অফী নুস্‌খাতিহা-হুদাঁও অরহ্‌মাতুল্ লিল্লাযীনা হুম্ লিরব্বিহিম্ ইয়ার্‌হাবূন্।

ভুলে নিলেন আর ওর বিষয় বস্তুর মধ্যে হেদায়েত ও রহমত ছিল তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে।

﴿١٥٥﴾ وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۚ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

১৫৫। অখ্‌তা-রা মূসা- ক্বওমাহূ সাব্'ঈনা রাজু্লাল্ লিমীক্ব-তিনা- ফালাম্মা ~ আখাযাত্‌হুমুর্ রাজ্ব্‌ফাতু

(১৫৫) আর মূসা বেছে নিলেন তার সম্প্রদায় থেকে নির্ধারিত সময়ের জন্য সত্তর জনকে। তারপর ভূমিকম্প যখন ঘিরে

১৮ ع ৪ ৮ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত -১৫৫ ঃ এটা মূসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট ঘটনার বিবরণ। হযরত মূসা (আঃ) পর্বতের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে বললেন, তোমরা গোসল করে পাক-সাফ হয়ে যাও। তৃতীয় দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি আপন জালাল প্রদর্শন করবেন। অনন্তর সকলেই পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলে তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী বিকশিত হল। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) ঐ সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোকসহ আল্লাহ্‌র নির্দেশে পর্বতারোহণ করলেন। হযরত মূসা (আঃ) পর্বতের চুড়ায় আরোহণ করলেন, তখন একটি মেঘমালা পর্বতটিকে আচ্ছাদন করে লইল আর আলোক লহর ও বিকট শব্দ আরম্ভ হল। আর 'সীনা' পবর্তে আল্লাহ্‌র জালাল বিকাশ লাভ করল। হযরত মূসা (আঃ) চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত সেখানে অবস্থান করলেন এবং তৌরাত প্রাপ্ত হলেন। তফসীর কারকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কেউ বলেন, গো - বাছুর পূজার ওযর আপত্তি দর্শবার জন্য হযরত মূসা (আঃ) ঐ সত্তর জন সাধু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। আর কেউ বলেন, এটা প্রথম বারের ঘটনা। শেষোক্ত মন্তব্যই যুক্তি যুক্ত। কারণ, তাঁদেরকে হযরত মূসা (আঃ) আপন সত্যতার সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রথমে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা তাওরাত প্রাপ্তির পূর্বেকার ঘটনা। কিন্তু তাঁরা সেখানে পৌছে বলল, আমরা আল্লাহ্‌কে চাক্ষুশ দেখা ব্যতীত ঈমান আনব না, তখন তাদেরকে বজ্রপাতে ধ্বংস করা হল। হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় জিবীত করেন।

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ

ক্বা-লা রব্বি লাও শি''তা আহ্লাক্তাহুম্ মিন্ ক্বব্লু অ ইয়্যা-ইয়া আতুহ্লিকুনা- বিমা-ফা'আলাস্ সুফাহা — য়ু

ফেলল তখন তিনি বললেন, হে রব! ইচ্ছা করলে পূর্বেই তাদেরকে ধ্বংস করতেন এবং আমাদেরকে কি নির্বোধদের কাজের

مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ

মিন্না- ইন্ হিয়া ইল্লা- ফিত্নাতুক্ ; তুদ্বিল্লু বিহা-মান্ তাশা — য়ু অতাহ্দী মান্ তাশা — য়ু; আন্তা

কারণে ধ্বংস করবেন না? এ তো আপনারই পরীক্ষা, ইচ্ছামত বিপথগামী ও সুপথগামী করেন, আপনিই আমাদের

وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٦﴾ وَاكْتُبْ لَنَا

অলিয়্যুনা-ফাগ্ফির্লানা-অর্হাম্না- অআন্তা খাইরুল্ গ-ফিরীন্। ১৫৬। অক্তুব্ লানা-

অভিভাবক, কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। (১৫৬) আর আমাদের জন্য

فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ

ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া- হাসানাতাঁও অফিল্ আ-খারতি ইন্না-হুদ্না ~ ইলাইক্; ক্বা-লা 'আযা-বী ~ উছীবু বিহী

কল্যাণ নির্দিষ্ট করুন ইহকাল ও পরকালের, নিশ্চয়ই আমরা আপনারই প্রতি রুজু হয়েছি। বললেন, আমি যাকে

مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ

মান্ আশা — য়ু অরহ্মাতী অসি'আত্ কুল্লা শাইয়িন্; ফাসাআক্তুবুহা- লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকূ্না অ

ইচ্ছা আযাব দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٧﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ

ইয়ু'তূনায্ যাকা-তা অল্লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তিনা ইয়ু''মিনূন্। ১৫৭। আল্লাযীনা ইয়াত্তাবিউ'নার্ রসূলান্

যারা তাকওয়াধারী, যাকাতদাতা ও আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী। (১৫৭) যারা অনুসরণ করে, এমন

النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ

নাবিইয়্যাল্ উম্মিইয়্যাল্ লাযী ইয়াজ্বিদূনাহূ মাক্তূবান্ 'ইন্দাহুম্ ফিত্তাওরা-তি অল্

রাসূলের যিনি উম্মী নবী, যার উল্লেখ তাদের কাছে লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, যিনি

الْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

ইন্জ্বীলি ইয়া''মুরুহুম্ বিল্মা'রূফি অইয়ান্হা-হুম্ 'আনিল মুন্কারি অইয়ুহিল্লু লাহুমুত্

তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন সৎকাজের এবং বাধা প্রদান করেন অসৎ কাজে, যিনি হালাল করেন যাবতীয়

الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

ত্বোয়াইয়্যিবা-তি অইয়ুহাররিমু 'আলাইহিমুল্ খাবা — য়িছা অইয়াদ্বোয়া'উ 'আন্হুম্ ইছ্রাহুম্ অল্ আগ্লা-লাল্লাতী

পবিত্র বস্তু এবং অবৈধ করেন, যাবতীয় অপবিত্র বস্তু এবং তাদের উপর অর্পিত বোঝা ও শৃংখল

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

কা-নাত্ 'আলাইহিম্; ফাল্লাযীনা আ-মানূ বিহী অ'আয্যারূহু অনাছোয়ারূহু অত্তাবা'উন্ নূরাল্লাযী ~
হতে তাদেরকে মুক্ত করেন সুতরাং যারা তাঁকে (নবী কে) বিশ্বাস করে, সম্মান করে, সাহায্য করে এবং তাঁর কাছে

১৯ রুকু ৯

أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ

উন্‌যিলা মা'আহূ ~ উলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ১৫৮। ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ইন্নী রসূলু
নাযিলকৃত নূরের অনুসরণ করে। তারাই সফলকাম। (১৫৮) বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য

اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

ল্লা-হি ইলাইকুম্ জ্বামী'আনি ল্লাযী লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুঅ
সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যিনি সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর মালিক; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; তিনিই

يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীতু ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরসূলিহিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যিল্লাযী ইয়ু"মিনূ বিল্লা-হি
জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উম্মী নবীকে বিশ্বাস কর, যিনি আল্লাহ ও

وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٩﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ

অকালিমা-তিহী অত্তাবিউ'হু লা'আল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন্। ১৫৯। অমিন্ ক্বওমি মূসা ~ উম্মাতুঁই ইয়াহ্‌দূনা
তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে; তাঁর অনুসরণ কর যাতে হেদায়াত পাও। (১৫৯) মূসার কাওমে এমন দল [১] আছে যারা

بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٦٠﴾ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

বিলহাক্ব্ক্বি অবিহী ইয়া'দিলূন্। ১৬০। অক্বাত্বোয়া'না- হুমুছ্‌নাতাই 'আশ্‌রাতা আস্‌বা-ত্বোয়ান্ উমামা-; অআওহাইনা ~ ইলা-
সত্যের সন্ধান দেয় এবং তদানুসারে ন্যায় বিচার করে। (১৬০) আমি তাহাদেরকে বার দলে বিভক্ত করেছি, আর মূসার প্রতি

مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ

মূসা ~ ইযিস্ তাস্‌ক্বা-হু ক্বওমুহূ ~ আনিদ্বরিব্ বি'আছোয়া-কাল্ হাজ্বারা ফাম্‌বাজ্বাসাত্ মিন্‌হুছ্
নির্দেশ দিয়েছি-যখন তার জাতী তার নিকট পানি চাইল, বললাম তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ফলে তা হতে

اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ

নাতা-'আশ্‌রাতা 'আইনা-;ক্বদ্ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্‌রাবাহুম্; অজোয়াল্লাল্‌না-'আলাইহিমুল্ গমা-মা
উৎসারিত হল বারটি ঝর্ণা, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব পানস্থান চিনে নিল আর আমি মেঘ দিয়ে তাদেরকে ছায়া দিলাম

আয়াত-১৫৯ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর মাঝে যাবতীয় মহত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, অতএব তাঁর প্রতিটি মহত্বের দাবী পূর্ণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে। প্রিয়জন হিসাবে তাঁর সাথে গভীর মহব্বত রাখতে হবে এবং নবুয়্যতের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৬১ঃ টীকাঃ (১) মান্না হালকা বরফের ন্যায় সাদা ও তরল এক প্রকার পদার্থ গাছের পাতর উপর এসে জমত। এর স্বাদ মধুর মত মিষ্টি। আর সালওয়া এক প্রকার ছোট পাখীর ভুনা গোশ্ত। তা যত ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু সঞ্চয় করা নিষেধ ছিল। অবশেষে একদিন তারা ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তা ভেবে সঞ্চয় করল, তখন তা বন্ধ হয়ে যায়। (মুঃ কোঃ)

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا

অআন্যাল্না-'আলাইহিমুল্ মান্না অস্সাল্ওয়া-;কুলূ মিন্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা-রযাক্ব্‌না-কুম; অমা-

এবং তাদের কাছে মান্না ও সালওয়া[১] নাযিল করলাম, ভাল যা দিয়েছি তা আহার কর। তারা আমার প্রতি জুলুম

ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦١﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ

জোয়ালামূনা-অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্লিমূন্। ১৬১। অইয্ ক্বীলা লাহুমুস্ কুনূ হা-যিহিল্ ক্বারইয়াতা

করে নি বরং তারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। (১৬১) স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হয়েছে, এ জনপদে

وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ

অকুলূ মিন্হা-হাইছু শি"তুম্ অকূলূ হিত্ত্বোয়াতুঁও অদ্খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদান্ নাগ্ফির্লাকুম্

থাক এবং তোমরা আহার কর যেখানে ইচ্ছা এবং বল আমরা ক্ষমা চাই! আর দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর।

خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٢﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ

খাত্বী — য়া-তিকুম্ সানাযীদুল্ মুহ্সিনীন্। ১৬২। ফাবাদ্দালাল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্হুম্ ক্বওলান্ গইরাল্

তোমাদের পাপ ক্ষমা করব। সৎকর্মশীলদের জন্য আরো অধিক দেব। (১৬২) জালিমরা শিখানো কথার পরিবর্তন করে

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

লাযী ক্বীলা লাহুম্ ফাআরসাল্না-'আলাইহিম্ রিজ্য্ যাম্ মিনাস্ সামা — য়ি বিমা- কা-নূ ইয়াজ্লিমূন্।

অন্য কথা বলল। তাই আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কেননা, তারা সীমালংঘন করেছিল।

﴿١٦٣﴾ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ

১৬৩। অস্য়াল্হুম্ 'আনিল্ ক্বর্ইয়াতিল্ লাতী কা-নাত্ হা-দ্বিরাতাল্ বাহ্‌র্। ইয্ ইয়া'দূনা ফিস্ সাব্‌তি

(১৬৩) আর তাদের জিজ্ঞেস করুন সমুদ্রতীরে অবস্থিত গ্রামবাসীদের কথা, যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করত।

إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ ۚ

ইয্ তা"তীহিম্ হীতা-নুহুম্ ইয়াওমা সাব্‌তিহিম্ শুর্রা'আঁও অইয়াওমা লা-ইয়াস্‌বিতূনা লা-তা'তীহিম্; কাযা-লিকা

যখন শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে সামনে আসত; কিন্তু যেদিন উদ্‌যাপিত হত না সেদিন আসত না; এভাবেই

نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ

নাব্‌লূহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াফ্সুক্ব্‌ন্। ১৬৪। অইয্ ক্ব-লাত্ উম্মাতুম্ মিন্হুম্ লিমা তা'ইজূনা ক্বওমা-নি

আমি তাহাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। (১৬৪) স্মরণ করুন, তাদের মধ্য থেকে এক দল বলল, তাদেরকে কেন উপদেশ দাও

اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ

ল্লা-হু মুহ্‌লিকুহুম্ আও মু'আয্যিবুহুম্ 'আযা-বান্ শাদী-দা-; ক্ব-লূ মা'যিরাতান্ ইলা-রব্বিকুম্ অলা'আল্লাহুম্

আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠিন শাস্তি দেবেন? তারা বলল, ওযর পেশ করার জন্য তোমাদের রবের কাছে, আর যেন তারা

يَتَّقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ

ইয়াত্তাক্বূন্। ১৬৫। ফালাম্মা- না-সূ মা- যুক্কিরূ বিহী ~ আন্জ্বাইনাল্লাযীনা ইয়ান্হাওনা-'আনিস্ সূ — য়ি
সতর্ক হয়। (১৬৫) তারপর যখন তারা কৃত উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি রক্ষা করলাম অকর্ম থেকে বাধা

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٦﴾ فَلَمَّا عَتَوْا

আখায্নাল্লাযীনা জোয়ালামূ বি'আযা-বিম্ বায়ীসিম্ বিমা-কা-নূ ইয়াফ্সুক্বূন্। ১৬৬। ফাল্লাম্মা-'আতাও
দান কারীদের আর জালিমদেরকে কঠোর শাস্তি দিলাম। কেননা, তারা জুলুম করত। (১৬৬) যখন তারা নিষিদ্ধ কাজ

عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٧﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ

'আম্মা-নুহূ 'আন্হু ক্বুল্না-লাহুম্ কূনূ ক্বিরাদাতান্ খা-সিঈন্। ১৬৭। অইয্ তায়ায্যানা রব্বুকা লাইয়াব্'আছান্না
ঔদ্ধত্য ভরে করছিল, তখন আমি বললাম, লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) আপনার রব ঘোষণা করেন যে, কিয়ামত

عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ

'আলাইহিম্ ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মাঁই ইয়াসূমুহুম্ সূ — য়াল্ 'আযা-ব্; ইন্না রব্বিকা লাসারী'উল্
পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদের চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে। আর নিশ্চয়ই আপনার

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٨﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ

'ইক্বা-বি অইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রহীম্। ১৬৮। অক্বাত্ত্বোয়া'না-হুম্ ফিল্ আর্দ্বি উমামান মিন্ হুমুছ্
রব শাস্তিদানে প্রবল এবং ক্ষমাশীল, দয়াময়। (১৬৮) আর আমি তাদের বিভক্ত করেছি দুনিয়ায় বিভিন্ন দলে,

الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ*

ছোয়া-লিহূনা অমিনহুম্ দূনা যা-লিকা অবালাওনা-হুম্ বিল্হাসানা-তি অস্সাইয়্যিয়া- তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'উন্।
যাদের কতেক নেককার আর কতেক এমন নয়; আমি তাদের ভাল মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করছি যাতে তারা ফিরে আসে।

﴿١٦٩﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ

১৬৯। ফাখালাফা মিম্ বা'দিহিম্ খাল্ফুঁও অরিছুল্ কিতা-বা ইয়া''খুযূনা 'আরাদ্বোয়া হা-যাল্ আদ্না-
(১৬৯) অতঃপর তাদের স্থলে তাদের বংশধর এসে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; নগন্য স্বার্থ হাসিল করে আর বলে

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ

অইয়াক্বূলূনা সাইয়ুগ্ফারু লানা -অইঁ ইয়া''তিহিম্ 'আরাদুম্ মিছ্লুহূ ইয়া''খুযূহ্; আলাম্ ইয়ু''খায্
আমরা ক্ষমা পাব, অথচ অনুরূপ স্বার্থের ব্যাপার আসলেই তাঁরা তা দ্বীনের বিনিময় গ্রহণ করে; তাদের নিকট থেকে কি

টীকা-১ ঃ আয়াত-১৬৯ঃ আল্লাহ বলেন, আমি ভাল-মন্দ অবস্থা প্রদান করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের কুকর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন করে। ভাল অবস্থার অর্থ তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থার দ্বারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অথবা দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যকে বুঝানো হয়েছে। সারকথা হল, মানবজাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দুটিই প্রক্রিয়া। ইহুদী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই দুটিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারা উভয় পরীক্ষায়ই অকৃতকার্য হয়েছে। যা হোক, এ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহপাকের নেয়ামত এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল এক প্রকার আযাব। তাছাড়া পার্থিব আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-বেদনা প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ। (মাঃ কোঃ)

عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتٰبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ؕ

'আলাইহিম্ মীছাক্বুল্ কিতা-বি আল্লা-ইয়াক্বূলূ 'আলাল্লা-হি ইল্লাল্ হাক্ব্ক্বা অদারাসূ মা-ফীহ্;
কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি, তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্যেই বলবে ? আর কিতাবে যা আছে তাও অধ্যায়ন করে;

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧٠﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ

অদ্দা-রুল্ আ-খিরাতু খইরুল্ লিল্লাযীনা ইয়াত্তাক্বূন; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১৭০। অল্লাযীনা ইয়ুমাস্সিকূনা
আর যারা মুত্তাকী তাদের জন্য আখেরাতই উত্তম। তবে কি তোমরা বুঝ না? (১৭০) আর যারা কিতাবকে মজবুতভাবে

بِالْكِتٰبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧١﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا

বিল্কিতা-বি অ আক্বা-মুছ্ ছলা-হ; ইন্না-লা-নুদ্বীউ' আজ্র্ রাল্ মুছ্লিহীন্। ১৭১। অইয্ নাতাক্ব্নাল্
ধরে, নামায আদায় করে, নিশ্চয় আমি নষ্ট করি না নেককারদের শ্রম। (১৭১) স্মরণ করুন, যখন আমি পাহাড়কে তাদের

الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ

জ্বাবালা ফাওক্বহুম্ কাআন্নাহূ জুল্লাতুঁও ওয়াজোয়ান্নু ~ আন্নাহূ অ কি'উম্ বিহিম্ খুযূ মা ~ আ-তাইনা-কুম্ বিক্বু ও অতিঁও
উপর শামিয়ানার মত ধরলাম, তাদের ধারণা হল যে, ওটা তাদের উপর পড়বে, (বললাম) যা দিলাম তা মজবুতভাবে ধর।

২১ ع ৯ ১১ রুকু

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ

অয্কুরূ মা-ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ১৭২। অইয্ আখাযা রব্বুকা মিম্ বানী ~ আ-দামা মিন্
ওতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে মুত্তাকী হতে পার। (১৭২) আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরকে

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ ۚ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوا بَلٰى ۚ

জুহূরিহিম্ যুর্রিয়্যাতাহুম্ অআশ্হাদাহুম্ 'আলা ~ আন্ফুসিহিম্, আলাস্তু বিরব্বিকুম; ক্ব-লূ বালা-;
বের করেন, তাদের স্বীকারোক্তি নেন তাদেরই ব্যাপারে এবং বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? বলল, হা অবশ্যই

شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِينَ ﴿١٧٣﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا

শাহিদ্না-আন্ তাক্বূলূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইন্না-কুন্না-'আন্ হা-যা- গ-ফিলীন্। ১৭৩। আও তাক্বূলূ ~ ইন্নামা ~
আমরা সাক্ষ্য দিলাম। এ জন্য যে, যেন না বল- আমরা এ ব্যাপারে বেখবর ছিলাম। (১৭৩) অথবা তোমরা যেন না বল যে,

أَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ

আশ্রাকা আ-বা — য়ুনা-মিন্ ক্বাব্লু অকুন্না- যুররিয়্যাতাম্ মিম্ বা'দিহিম্ আফাতুহ্লিকুনা-বিমা-ফা'আলাল্
পূর্ব পুরুষরাই তো পূর্বে শিরক করেছে, আমরা পরের বংশধর। বিভ্রান্তদের কৃতকর্মের জন্য কি আমাদেরকে ধ্বংস

الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٥﴾ وَاتْلُ

মুবত্বিলূন্। ১৭৪। অকাযা-লিকা নুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি অলা'আল্লাহুম্ ইয়ারজ্বিঊ'ন। ১৭৫। অত্লু
করবেন? (১৭৪) আমি এভাবেই বর্ণনা করি আয়াতসমূহ যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।(১৭৫) আর আপনি

عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ

'আলাইহিম্ নাবায়াল্লাযী ~ আ-তাইনা-হু আ-ইয়া-তিনা-ফান্সালাখা মিন্হা-ফাআত্বা'আহুশ্ শাইত্বোয়া-নু ফাকা-না মিনাল্

তাদেরকে ঐ ব্যক্তির কথা শুনান যাকে নিদর্শন প্রদান করেছিলাম। সে তা বর্জন করল। শয়তান তার পেছনে লেগে তাকে

الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٦﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج

গা-ওয়ীন্। ১৭৬। অলাও শি''না লারাফা'না-হু বিহা-অলা-কিন্নাহূ ~ আখ্লাদা ইলাল্ আরদ্বি অত্তাবা'আ হাওয়া-হু

পথভ্রষ্ট করল। (১৭৬) অবশ্য আমি চাইলে এটা দ্বারা তাকে মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল,

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط ذٰلِكَ

ফামাছালুহূ কামাছালিল্ কাল্বি ইন্ তাহ্মিল্ 'আলাইহি ইয়াল্হাছ্ আও তাত্রুক্হু ইয়াল্হাছ্; যা-লিকা

তার উপমা কুকুরের অনুরূপ যদি তুমি তাড়া দাও তবুও সে হাঁপায়, আর না দিলেও সে হাঁপায়, এ হল তাদের

مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ *

মাছালুল্ ক্বাওমিল্লাযীনা কাযযাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ফাক্ছুছিল্ ক্বাছোয়াছোয়া লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাফাক্কারূন্।

উপমা যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে, অতএব আপনি এসব বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। যেন চিন্তা করে।

﴿١٧٧﴾ سَآءَ مَثَلًا نِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ *

১৭৭। সা — য়া মাছালা-নিল্ ক্বাওমুল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-অআন্ফুসাহুম্ কা-নূ ইয়াজ্লিমূন্।

(১৭৭) কতইনা মন্দ ঐ কাওমের উপমা যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা জানে এবং নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

﴿١٧٨﴾ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾ وَلَقَدْ

১৭৮। মাই ইয়াহ্দি ল্লা-হু ফাহুঅল্ মুহ্তাদী অমাঁই ইয়ুদ্বলিল্ ফায়ুলা — য়িকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ১৭৯। অলাক্বদ্

(১৭৮) যাকে আল্লাহ পথ দেন, সে পথ পায় এবং যাদেরকে গোমরাহ করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৯। নিশ্চয়ই

ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ

যারা''না-লিজাহান্নামা কাছীরাম্ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্ইন্সি লাহুম্ ক্বু-লূবুল্ লা-ইয়াফ্ক্বাহূনা বিহা-অলাহুম্

আমি অনেক জিন ও মানুষকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে, তা দ্বারা বুঝে না তাদের চক্ষু

اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ

আ'ইয়ুনুল্ লা-ইয়ুব্ছিরূনা বিহা- অলাহুম্ আ-যা-নুল্ লা-ইয়াস্মা'উনা বিহা-; উলা — য়িকা কাল্আন্'আ-মি বাল্

আছে, তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে তা দিয়ে শুনে না। তারা পশুর মত, বরং তারা তদপেক্ষা বেশি নিকৃষ্ট,

শানেনুযূল্ ঃ আয়াত-১৭৫ ঃ কারো কারো মতে এ আয়াতটি মসজিদে জেরার প্রতিষ্ঠাকারী আবু আমের রাহেবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে বনী ইসরাঈলের বাসূস নামের এক ব্যক্তিকে তিনটি দোয়া কবুল করার ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। তার স্ত্রী বলল, তা থেকে আমার জন্য একটি দোয়া কর যেন বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে সুন্দরী রমনী হয়ে যাই। দোয়া করার পর সে অনুরূপ হয়ে গেল এবং স্বামীর প্রতি অনিহা প্রকাশ করতে লাগল। তখন সে রাগান্বিত হয়ে বদদোয়া করলে মহিলা কুকুরের রূপ ধারণ করে। অতঃপর তার ছেলেরা বাসূসকে ধরল মহিলাকে তার পূর্বের রূপে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, বাসূস তাই করল এবং এভাবে তার তিনটি দোয়াই শেষ হয়ে গেল। (নূঃ কুঃ)

هُمْ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

হুম্ আদ্বোয়াল্; উলা — য়িকা হুমুল্ গ-ফিলূন্। ১৮০। অলিল্লা-হিল্ আস্মা — য়ুল্ হুস্না- ফাদ্'উহু বিহা-

তারাই গাফেল। (১৮০) আর আল্লাহ্‌র কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে; তোমরা ঐ সব নামেই তাঁকে ডাকবে।

وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

অযারুল্লাযীনা ইয়ুল্হিদূনা ফী ~ আস্মা — য়িহ্; সাইয়ুজ্ যাওনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।

আর যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বর্জন করে চলবে। শীঘ্রই তাদেরকে দেয়া হবে তাদের কৃত কর্মের প্রতি ফল।

২২ ع ১০ ১২ রুকু

﴿١٨١﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

১৮১। অমিম্মান্ খলাক্ব্না ~ উম্মাতুঁই ইয়াহ্দূনা বিল্হাক্ব্ক্বি অবিহী ইয়া'দিলূন্। ১৮২। অল্লাযীনা কায্যাবূ

(১৮১) আর আমার সৃষ্টিতে এমন একদল আছে যারা সঠিক পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে। (১৮২) আর যারা আয়াতকে মিথ্যা

بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ *

বিআ-য়া-তিনা সানাস্তাদ্রিজুহুম্ মিন্ হাইছু লা-ইয়া'লামূন্। ১৮৩। অউম্লী লাহুম্ ইন্না কাইদী মাতীন্।

জানে, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে ধরব যে, বুঝতেই পারবে না। (১৮৩) আর আমি সময় দেই, নিশ্চয়ই আমার কৌশল দৃঢ়।

﴿١٨٤﴾ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٥﴾ اَوَلَمْ

১৮৪। আওয়ালাম্ ইয়াতাফাক্কারূ মা-বিছোয়া-হিবিহিম্ মিন্ জ্বিন্নাহ্; ইন্ হুঅ ইল্লা- নাযীরুম্ মুবীন্। ১৮৫। আওয়ালাম্

(১৮৪) তারা কি চিন্তা করে না যে তাদের সাথী উন্মাদ নয়; নিশ্চয়ই তিনি তো স্পষ্ট সতর্ককারী। (১৮৫) তারা কি

يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ

ইয়ান্জুরূ ফী মালাকূতিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অমা-খলাক্বাল্লা-হু মিন্ শাইয়িঁও অআন্

ভেবে দেখেনা আকাশ ও পৃথিবীর শাসন সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে ? এবং এর প্রতিও

عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ *

'আসা ~ আঁই ইয়াকূনা ক্বাদিক্ব্‌তারাবা আজ্বালুহুম্ ফাবিআইয়্যি হাদীছিম্ বা'দাহূ ইউ''মিনূন্।

যে তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, এর পর তারা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে ?

﴿١٨٦﴾ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ *

১৮৬। মাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফালা-হা-দিয়া-লাহ্; অ ইয়াযারুহুম্ ফী তু্গ্ইয়া-নি হিম্ ইয়া'মাহূন্।

(১৮৬) আল্লাহ যাকে বিপথে নেন তার জন্য পথ প্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে গোমরাহীতে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত দেন।

﴿١٨٧﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا

১৮৭। ইয়াস্‌য়ালূনাকা 'আনিস্ সা-আ'তি আইইয়া-না মুর্সা-হা-; ক্বু-ল্ ইন্নামা- 'ইলমুহা-'ইন্দা রব্বী লা-

(১৮৭) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলুন, এর জ্ঞান তো কেবল আমার রবের নিকটই ;

يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا

ইউজাল্লীহা- লিওয়াক্ব্ তিহা ~ ইল্লা- হুঅ ছাক্বুলাত্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; লা-তা''তীকুম্ ইল্লা-
তিনি তা নির্ধারিত সময় প্রকাশ করবেন। আসমান-যমীনে তা মারাত্মক হবে। তোমাদের উপর তা অকস্মাৎ

بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

বাগ্তাহ্; ইয়াস্য়ালূনাকা কাআন্নাকা হাফিইয়ুন্ 'আন্হা-; কুল্ ইন্নামা-'ইল্মুহা-'ইন্দাল্লা-হি অলা-কিন্না আক্ছারান্
উপস্থিত হবে, আপনি জানেন মনে করে তারা প্রশ্ন করে, বলুন, তার জ্ঞান শুধু আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ

না-সি লা-ইয়া'লামূন্ ।১৮৮। কুল্ লা ~ আম্লিকু লিনাফ্সী নাফ্'আঁও অলা-দ্বোয়ার্রান্ ইল্লা-মা-শা — য়াল্লা-হ্;
লোকই তা জানে না। (১৮৮) বলুন, আল্লাহ্ যা চান তা ছাড়া নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার ক্ষমতা নেই। আর আমি

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ

অলাও কুন্তু আ'লামুল্ গইবা লাস্তাক্ছার্তু মিনাল্ খাইর্; অমা- মাস্সানিয়াস্ সূ — য়্যু
যদি গায়েব জানতাম, তাহলে তো বহু কল্যাণ লাভে সক্ষম হতাম। কোন অপকার আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি

إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٩﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ

ইন্ আনা-ইল্লা-নাযীরুঁও অবাশীরুল্ লিক্বওমিইঁ ইয়ু'মিনূন্। ১৮৯। হুঅ ল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্সিঁও
তো মু'মিনদের জন্য একমাত্র সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (১৮৯) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন,

وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا

ওয়া- হিদাতিঁও অজা'আলা মিন্হা- যাওজ্বাহা- লিইয়াস্কুনা ইলাইহা-ফালাম্মা- তাগাশ্শা-হা-হামালাত্ হাম্লান্
আর তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যেন তার কাছে সে শান্তি পায়। অতঃপর যখন সঙ্গম করে তখন সে লঘূ গর্ভ

خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا

খাফীফান্ ফামার্রাত বিহী ফালাম্মা ~ আছ্ক্বলাদ্ দা'আওল্লা-হা রব্বাহুমা- লায়িন্ আ-তাইতানা-ছোয়া-লিহাল্
ধারণ করে এবং অক্লেশে চলাফেরা করে। যখন গর্ভভারী হয় তখন উভয়েই তাদের রবকে ডাকে, যদি আমাদেরকে সুসন্তান

لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٩٠﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ

লানাকূনান্না মিনশ্ শা -কিরীন্। ১৯০। ফালাম্মা ~ আ-তা-হুমা- । ছোয়া-লিহান্ জ্বা'আলা- লাহূ শুরাকা — য়া ফীমা ~
দাও, তবে আমরা কৃতজ্ঞ হব। (১৯০) অতঃপর যখন উভয়কে সুসন্তান প্রদান করলেন তখন দেয়া বস্তু নিয়ে তাঁর সাথে

ওয়াকুফে মনযিল ওয়াকুফে লাযেম ২৩ মো'আনাক্বা-৮ ع ৭ ১৩ রুকু

শানেনুযূলঃ আয়াত-১৮৮ঃ কাফেররা নবী (ছঃ)- কে বলল, আপনি নবী হলে আমাদের পার্থিব অসুবিধাসমূহ কেন দূর করছেন না? অথবা প্রশ্ন করত, হারানো উট কোথায় পাওয়া যাবে? এভাবে নানা অভিযোগ করছিল। অনন্তর গজওয়ায়ে বনী মুসতালেক হতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সঙ্গীদেরসহ ফিরে আসার পথে ঘূর্ণিবার্তার মধ্যে তাদের সওয়ারী পশুগুলো পালিয়ে গেল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মদীনায় রেফাআর মৃত্যুর সংবাদ পাঠিয়ে আপন উটনীর সন্ধানের আদেশ দিলেন। এতদশ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে বলল, দুরদূরান্তের মদীনায় অদ্য কি হয়েছে সে সংবাদ দিচ্ছে, কিন্তু নিকটতম ব্যবধানে আপন উটনীর খবর জানে না। তৎপর হুযূর (ছঃ) বললেন, অমুক স্থানের অমুক বৃক্ষে উটনীর লাগাম আটকিয়ে রয়েছে, নিয়ে আস, সন্ধানীরা সেখানে গিয়ে পেলেন, কাফেরদের উল্লিখিত কথার উত্তরে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)

اٰتٰىهُمَا ج فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩١﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ

আ-তা-হুমা-ফাতা'আলাল্লা-হু 'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্। ১৯১। আইয়ুশ্‌রিকূনা মা-লা- ইয়াখ্‌লুকু শাইয়াঁও অহুম্

শরীক করে, বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের শিরক্ হতে বহু উর্ধ্বে (১৯১) যে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাকেই কি শরীক করে?

يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩٢﴾ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٣﴾ وَاِنْ

ইয়ুখ্‌লাকূন্। ১৯২। অলা-ইয়াস্‌তাত্বীউ'না লাহুম্, নাছ্‌রাঁও অলা ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়ান্‌ছুরূন্। ১৯৩। অইন্

বরং নিজেরাই সৃষ্ট। (১৯২) আর না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) তাদেরকে

تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ

তাদ্‌'উহুম্ ইলাল্ হুদা- লা ইয়াত্তাবি'উকুম্; সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইকুম্ আদ্‌'আওতুমূহুম আম্

যদি তোমরা সৎপথে আহ্বান কর, তবে তারা অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদের ডাক বা চুপ করে থাক

اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

আন্‌তুম্ ছোয়া-মিতূন্। ১৯৪। ইন্না ল্লাযীনা তাদ্‌'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি 'ইবা-দুন্ আম্‌ছা-লুকুম্

উভয়ই সমান। (১৯৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদের মতই বান্দাহ; অতএব

فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٥﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ

ফাদ্‌'উহুম্ ফাল্ ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৯৫। আলাহুম্ আর্‌জুলুঁই ইয়াম্‌শূনা

তাদের ডাক, যেন তারা ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৯৫) তাদের কি পা আছে? যা দিয়ে তারা

بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ

বিহা ~ আম্ লাহুম্ আইদিঁই ইয়াব্‌ত্বিশূনা বিহা ~ আম্ লাহুম্ আ'ইয়ুনুঁই ইয়ুব্‌ছিরূনা বিহা ~ আম্ লাহুম্

চলাফেরা করে, তাদের কি হাত আছে? যা দিয়ে তারা ধরে, তাদের কি চোখ আছে? যা দিয়ে তারা দেখতে পায় এবং তাদের

اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ٭

আ -যা-নুঁই ইয়াস্‌মা'উনা বিহা-; কুলিদ্‌'উ শুরাকা — য়াকুম্ ছুম্মা কীদূনি ফালা-তুন্‌জিরূন্।

কি শোনার কান আছে? বলুন, তোমাদের শরীকদেরকে ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

﴿١٩٦﴾ اِنَّ وَلِيِّ ى اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ز وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٧﴾ وَالَّذِيْنَ

১৯৬। ইন্না অলিয়্যিয়া ল্লা-হু ল্লাযী নায্‌যালাল্ কিতা-বা অহুঅ ইয়াতাওয়াল্‌লাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১৯৭। অল্লাযীনা

(১৯৬) আল্লাহ্‌ই আমার রক্ষাকারী যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি নেককারদের অভিভাবক হন। (১৯৭) তোমরা

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٨﴾ وَاِنْ

তাদ্‌'উনা মিন্ দূনিহী লা- ইয়াস্‌তাত্বী'উনা নাছ্‌রাকুম্ অলা ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়ান্‌ছুরূন্। ১৯৮। অইন্

আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের এবাদত কর, তারা না তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদেরকে। (১৯৮) তাদেরকে

تَدۡعُوۡهُمۡ اِلَى الۡهُدٰى لَا يَسۡمَعُوۡا ؕ وَتَرٰىهُمۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُوۡنَ *

তাদ্'উহুম্ ইলাল্ হুদা-লা-ইয়াস্মা'উ; অতা-রাহুম্ ইয়ান্জুরূনা ইলাইকা অহুম্ লা- ইয়ুবছিরূন্।
সৎপথে ডাকলে তারা কিছুই শুনবে না। এবং দেখবেন যে, আপনার দিকে চেয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখে না।

(١٩٩) خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِيۡنَ (٢٠٠) وَاِمَّا يَنۡزَغَنَّكَ مِنَ

১৯৯। খুযিল্ 'আফ্ওয়া ওয়া"মুর বিল্'উর্ফি অ'আরিদ্ব 'আনিল্ জ্বা-হিলীন্। ২০০। অইম্মা-ইয়ান্যাগান্নাকা মিনাশ্
(১৯৯) ক্ষমা পরায়নতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা করুন। (২০০) আর আপনাকে

الشَّيۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ (٢٠١) اِنَّ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا

শাইত্বোয়া-নি নায্গুন্ ফাস্তাই'য্ বিল্লা-হ্;ইন্নাহূ সামী'উন্ 'আলীম্। ২০১। ইন্নাল্লাযীনাত্ তাক্বাও ইযা-
শয়তান কুমন্ত্রনা দিলে আল্লাহ্র শারণাপন্ন হবেন, তিনি শুনেন, জানেন। (২০১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের যখন শয়তান কুমন্ত্রনা

مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ (٢٠٢) وَاِخۡوَانُهُمۡ

মাস্সাহুম্ ত্বোয়া — য়িফুম্ মিনাশ্ শাইত্বো-নি তাযাক্কারূ ফাইযা-হুম্ মুব্ছিরূন্। ২০২। অইখ্ওয়া-নুহুম্
প্রদান করে, তখন তারা সচেতন হয়। এবং তখন তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে যায়। (২০২) আর তাদের সাথীরা

يَمُدُّوۡنَهُمۡ فِى الۡغَىِّ ثُمَّ لَا يُقۡصِرُوۡنَ (٢٠٣) وَاِذَا لَمۡ تَاۡتِهِمۡ بِاٰيَةٍ قَالُوۡا

ইয়ামুদ্দূনাহুম্ ফিল্ গইয়্যি ছুম্মা লা- ইয়ুক্ব্ছিরূন্। ২০৩। অইযা-লাম্ তা"তিহিম্ বিআ-ইয়াতিন্ ক্বা-লূ
তাদেরকে কুপথে টানে, এতে তারা কোন ত্রুটি করে না। (২০৩) আপনি তাদের সম্মুখ কোন নিদর্শন পেশ না করলে তারা

لَوۡلَا اجۡتَبَيۡتَهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوۡحٰۤى اِلَىَّ مِنۡ رَّبِّىۡ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ

লাওলাজ্ তাবাইতাহা-; ক্বুল্ ইন্নামা ~ আত্তাবিউ' মা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা মির্ রব্বী হা-যা-বাছোয়া — য়িরু
বলে, কেন আপনি তা আনলেন না? আপনি বলুন, আমি তো কেবল আমার রবের অহীর অনুসরণ করি, এটা নির্দেশ

مِنۡ رَّبِّكُمۡ وَهُدًى وَّرَحۡمَةٌ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ (٢٠٤) وَاِذَا قُرِئَ الۡقُرۡاٰنُ

মির্ রব্বিকুম্ অহুদাঁও অ রহ্মাতুল্ লিকওমিঁই ইয়ু"মিনূন্। ২০৪। অইযা-ক্বু রিয়াল্ ক্বু র্আ-নু
তোমাদের রবের, মুমিনদের জন্য এটা হেদায়েত ও দয়া। (২০৪) আর যখন তোমাদের সম্মুখে কোরআন পঠিত হয়

فَاسۡتَمِعُوۡا لَهٗ وَاَنۡصِتُوۡا لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ (٢٠٥) وَاذۡكُرۡ رَّبَّكَ فِىۡ

ফাস্তামি'উ লাহূ অ 'আন্ছিতূ লা'আল্লাকুম্ তুর্হামূন্। ২০৫। অয্কুর্ রব্বাকা ফী
তখন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক, যেন তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার। (২০৫) আর স্মরণ কর তোমার রবকে

আয়াত-২০১ ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আয়াতটির মর্মার্থ হল, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণত মানুষের কাছে সু-উচ্চ মান দাবী করবেন না। বরং তারা সহজেই যে মানে আদায় করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করুন। আর অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়-নীতির মাধ্যমেই নয়, বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-২০৪ঃ পবিত্র কোরআনকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর পবিত্র কোরআনের বড় আদব হল, তেলাওয়াতের সময় কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকা এবং এর হুকুম-আহকামের উপর আ'মল করার চেষ্টা করা। (তাফঃ মাযঃ)

نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

নাফ্‌সিকা তাদ্বোয়ার্‌রুআঁও অখীফাতাঁও অদূনাল্‌ জ্বাহ্‌রি মিনাল্‌ ক্বওলি বিল্‌গুদুওয়্যি
মনে মনে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি দলভুক্ত হয়ো না

وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا

অল্‌ আ-ছোয়া-লি অলা-তাকুম্‌ মিনাল্‌ গ-ফিলীন্‌। (২০৬) ইন্নাল্লাযীনা 'ইন্‌দা রব্বিকা লা-
গাফেলদের। (১০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা অহংকারে

يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩

ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা 'আন্‌ 'ইবা-দাতিহী অইয়ুসাব্বিহূনাহূ অলাহূ ইয়াস্‌জুদূন্‌।
তাঁর এবাদাত হতে বিমুখ হয় না। তারাই তাসবীহ্‌ পাঠ করে এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই সেজদা করে।

সূরা আন্‌ফাল
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ ঃ ১০

﴿١﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

১। ইয়াস্‌য়ালূনাকা 'আনিল্‌ আন্‌ফা-ল;ক্বুলিল্‌ আন্‌ফা-লু লিল্লা-হি অর্‌রসূলি, ফাত্তক্বুল্লা-হা অ
(১) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে গণিমতের মাল সম্পর্কে বলুন; গণীমত তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, সুতরাং আল্লাহকে

اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ اِنَّمَا

আছ্‌লিহূ যা-তা বাইনিকুম্‌ অ আত্বী'উল্লা-হা অরসূলাহূ ~ ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ মু"মিনীন্‌। ২। ইন্নামাল্‌
ভয় কর এবং গড়ে তোল নিজেদের মধ্যে সদ্‌ভাব। আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, যদি মু'মিন হও। (২) মু'মিন

الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

মু"মিনূনা ল্লাযীনা ইযা-যুকিরাল্লা-হু অজ্বিলাত্‌ ক্বুলূবুহুম্‌ অ ইযা-তুলিয়াত্‌ 'আলাইহিম্‌
তো তারাই, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, তাদের সামনে আয়াত পঠিত হলে

اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ

আ-ইয়া-তুহূ যা-দাত্‌হুম্‌ ঈমা-নাঁও অ'আলা-রব্বিহিম্‌ ইয়াতাওক্কালূন্‌।৩। আল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্‌ ছলা-তা অ
তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের রবের উপরে নির্ভর করে। (৩) যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং

নামকরণ ঃ 'আন্‌ফাল' শব্দটি নফল শব্দের বহুবচন। ফরয কাজের অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। এতে দান-খয়রাত, দয়াদাক্ষিণ্য ,ফরয ছাড়া সকল নামায ও সম্পদ-এর মধ্যে শামিল। এখানে আনফাল' হচ্ছে সেই যুদ্ধলব্ধ মালকে বুঝানো হচ্ছে যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধ লাভ করেছিল। যেহেতু যুদ্ধে সম্পদ লাভ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু আল্লাহ মুসলমাদেরকে তা দিয়েছেন, তাই একে ' নফল' বা গনীতম বলা হচ্ছে। যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে গণীমতের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই এ সূরার নাম আন্‌ফাল রাখা হয়েছে। আবার এ সূরাকে 'সূরাতুল বদর'ও বলা হয়।

২৪ ع ১৮ 14 রুকু
সিজদাহ্‌-১
• তিন চতুর্থাংশ

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٤ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ

মিম্মা-রযাক্ব্‌না হুম্ ইয়ুন্‌ফিক্বূন্ । ৪ । উলা — য়িকা হুমুল্ মু''মিনূনা হাক্ব্‌ক্বা-; লাহুম্ দারাজ্বা-তুন্ 'ইন্‌দা

যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (৪) তারাই প্রকৃত মু'মিন; তাদের রবের নিকট তাদের জন্য

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٥ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص

রব্বিহিম্ অমাগ্‌ফিরাতুঁও অরিয্‌ক্বুন্ কারীম্ । ৫ । কামা — আখ্‌রাজ্বাকা রব্বুকা মিম্ বাইতিকা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি

রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। (৫) যেমন আপনাকে আপনার রব আপনার ঘর হতে যথার্থই বের

وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٦ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ

অইন্না ফারীকাম্ মিনাল্ মু''মিনীনা লাকা-রিহূন্ । ৬ । ইয়ুজ্বা-দিলূনাকা ফিল্‌হাক্ব্‌ক্বি বা'দা

করেছেন অথচ মু'মিনদের একদল এটা অপছন্দ করেছিল। (৬) সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার

مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٧ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ

মা-তাবাইয়্যানা কাআন্নামা-ইয়ুসা-ক্বূনা ইলাল্ মাওতি অহুম্ ইয়ান্‌জুরূন্ ।৭। অইয্ ইয়া'ইদুকুমুল্লা-হু

সঙ্গে তর্ক করে; যেন তারা মৃত্যুর প্রতি চালিত হচ্ছিল আর তারা তা দেখেছিল।(৭) স্মরণ কর, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি

إِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ

ইহ্‌দাত্ব্‌ত্বোয়া — য়িফাতাইনি আন্নাহা-লাকুম্ অতাওয়াদ্দূনা আন্না গাইরা যা-তিশ্ শাওকাতি তাকূনু

দিলেন যে, দু দলের এক দল তোমাদের হাতে আসবে আর তোমরা তো চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দলটি যেন আয়ত্তে আসে

لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨ لِيُحِقَّ

লাকুম্ অইয়ুরীদুল্লা-হু আঁই ইয়ুহিক্ব্‌ক্বাল্ হাক্ব্‌ক্বা বিকালিমা-তিহী অইয়াক্ব্‌ত্বোয়া'আ দা-বিরাল্ কা-ফিরীন্ । ৮ । লিইয়ুহিক্ব্‌ক্বাল্

আর আল্লাহ চান যে, সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। আর কাফিরদের নির্মূল করেন। (৮) যেন তিনি

الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٩ إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ

হাক্‌ক্বা অইয়ুব্‌ত্বিলাল্ বা-ত্বিলা অলাও কারিহাল্ মুজ্ব্‌রিমূন্ । ৯ । ইয্ তাস্‌তাগীছূনা রব্বাকুম্

অন্যকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও পাপীরা তা পছন্দ করে। (৯) স্মরণ কর যখন তোমরা রবের কাছে

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝١٠ وَمَا

ফাস্‌তাজ্বা-বা লাকুম্ আন্নী মুমিদ্দুকুম্ বিআল্‌ফিম্ মিনাল্ মালা — য়িকাতি মুর্‌দিফীন্ । ১০ । অমা-

সাহায্য চাইলে জবাবে তিনি বললেন যে, নিশ্চয়ই আমি এক হাজার ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করব। (১০) আল্লাহ তো

جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ج وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط

জ্বা'আলাহুল্লা-হু; ইল্লা-বুশ্‌রা- অলিতাত্ব্‌মায়িন্না বিহী ক্বুলূবুকুম্ অমান্‌নাছ্‌রু ইল্লা-মিন্ 'ইনদিল্লা-হ্;

এ সাহায্য করলেন শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য যেন তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত হয়। আর সাহায্য তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে,

١ ع ١٠ ১৫ রুকু

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم

ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্।১১। ইয ইয়ুগাশ্‌শীকুমুন্ নু'আ- সা আমানাতাম্ মিন্‌হু অইয়ুনায্‌যিলু 'আলাইকুম্

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহাকৌশলী। (১১) স্মরণ কর, তিনি শান্তির জন্য তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করেন আর তিনি

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ

মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াল্ লিইয়ুত্বোয়াহ্‌হিরাকুম্ বিহী অইয়ুয্‌হিবা 'আন্‌কুম্ রিজ্‌ যাশ্ শাইত্বোয়া-নি অলিইয়ার্‌বিত্বোয়া

আকাশ থেকে বর্ষণ করেন পানি। তা দিয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং যাতে অন্তর থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা

عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٢﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي

'আলা- ক্বুলূ বিকুম্ অইয়ুছাব্বিতা বিহিল্ আক্বদা-ম্। ১২। ইয্ ইয়ূহী রব্বুকা ইলাল্ মালা — য়িকাতি আন্নী

দূর হয়, আর তোমাদের অন্তর দৃঢ় ও পা স্থির রাখার জন্য। (১২) যখন তোমার রব ফেরেশ্‌তাদের প্রতি অহী করেন

مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

মা'আকুম্ ফাছাব্বিতুল্ লাযীনা আ-মানূ; সাউল্‌ক্বী ফী ক্বুলূবিল্ লাযীনা কাফারুর্ রু'বা

যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মু'মিনদেরকে দৃঢ় রাখ। শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا

ফাদ্বরিবূ ফাওক্বাল্ আ'না-ক্বি ওয়াদ্ব্‌রিবূ মিন্‌হুম্ কুল্লা বানা-ন্। ১৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ শা — ক্বু্ক্বু্ল্

করব; অতএব আঘাত হান। তাদের ঘাড়ে ও অঙ্গুলির জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) কারণ, তারা বিরোধিতা করে

اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ☆

লা-হা অ রসূলাহূ অমাই ইয়ুশা-ক্বিক্বি ল্লা-হা অ রসূলাহূ ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের; কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা।

﴿١٤﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

১৪। যা-লিকুম্ ফাযূক্বূহু অ আন্না লিল্‌কাফিরীনা 'আযা-বান্না-র্। ১৫। ইয়া ~ আ ইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-

(১৪) এ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। আর কাফেরদের জন্য আগুনের শাস্তি নির্ধারিত আছে। (১৫) হে মু'মিনরা! যখন

لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٦﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

লাক্বীতুমুল্ লাযীনা কাফারূ যাহ্‌ফান্ ফালা-তুওয়াল্লূ হুমুল্ আদ্‌বা-র্।১৬। অমাই ইয়ুওয়াল্লিহিম্ ইয়াওমায়িযিন্

তোমরা সৈন্য বাহিনীরূপে মুখোমুখি হবে কাফেরদের তখন তোমারা পশ্চাদমুখী হবে না। (১৬) সেই সময় যুদ্ধ কৌশল হিসেবে

دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ

দুবুরাহূ ~ ইল্লা- মুতাহার্‌রিফাল্ লিক্বিতা-লিন্ আও মুতাহাইয়্যিযান্ ইলা-ফিয়াতিন্ ফাক্বদ্ বা — য়া বিগাদ্বোয়াবিম্ মিনাল্লা-হি অমা'ওয়া-হু

বা নিজ দলে নিজ স্থান নেয়া ছাড়া কেউ পশ্চাদমুখী হলে সে আল্লাহ্‌র গযবেরই ভাগী হবে। এবং তার ঠিকানা হবে

جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

জ্বাহান্নাম; অবি'"সাল্ মাছীর। ১৭। ফালাম্ তাক্ব্‌তুলূহুম্ অলা-কিন্না ল্লা-হা ক্বাতালাহুম্ অমা-রমাইতা ইয্

জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট। (১৭) তোমরা হত্যা করনি বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন, আর যখন নিক্ষেপ

رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ

রমাইতা অলা-কিন্না ল্লা-হা রমা-অলিইয়ুব্‌লিয়াল্ মু"মিনীনা মিন্‌হু বালা — য়ান্ হাসানা-; ইন্নাল্লা-হা

করেছিলেন, আপনি করেননি, বরং আল্লাহই করেছিলেন, যেন মু'মিনদেরকে উত্তম পুরুস্কার দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ إِن تَسْتَفْتِحُوا

সামী'উন্ 'আলীম্। ১৮। যা-লিকুম্ অআন্নাল্লা-হা মূহিনু কাইদিল্ কা-ফিরীন্। ১৯। ইন্ তাস্‌তাফ্‌তিহূ

শুনেন, জানেন। (১৮) এটাই তোমাদের জন্য, আর আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন। (১৯) যদি (কাফেরদের) ফয়সালা

فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ ۚ

ফাক্বদ্ জ্বা — য়াকুমুল্ ফাত্‌হু অইন্ তান্‌তাহূ ফাহুওয়া খইরুল্লাকুম্, অইন্ তা'উদূ না'উদ্,

চাও, তবে তা তোমাদের নিকট এসেছে। আর তোমারা বিরত হলে তোমাদেরই কল্যাণ। আর পুনরায় করলেপুনরায়

২ রুকু ৯ ১৬

وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا

অলান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌কুম্ ফিয়াতুকুম্ শাইয়াঁও অলাও কাছুরাত অআন্নাল্লা-হা মা'আল্ মু"মিনীন্ ২০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

শাস্তি দেব। সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই মু'মিনদের সঙ্গে আছেন। (২০) হে

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ وَلَا

লাযীনা আ-মানূ ~ আত্বী'উল্লা-হা- অ রসূলাহূ অলা-তাওয়াল্লাও 'আন্‌হু অআন্‌তুম্ তাস্‌মা'উন। ২১। অলা-

মু'মিনরা! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এবং তোমারা তাঁর কথা শুনা অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে নিও না। (২১) আর

تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ

তাকূনূ কাল্লাযীনা ক্ব-লূ সামি'না- অহুম্ লা-ইয়াস্‌মা'উন। ২২। ইন্না শার্‌রা দ্দাওয়া — ব্বি 'ইন্‌দা ল্লা-হিছ্

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে শুনলাম, অথচ তারা শুনে না। (২২) আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই নিকৃষ্ট বধির

الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ

ছুম্মুল্ বুক্‌মুল্লাযীনা লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ২৩। অলাও 'আলিমাল্লা-হু ফীহিম্ খাইরাল্ লাআস্‌মা'আহুম্;অলাও

ও মুক যারা অনুধাবন করে না। (২৩) আর যদি তাদের মধ্যে দেখতেন কোন কল্যাণ তবে তাদেরকে শুনাতেন;

أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ

আস্‌মা'আহুম্ লাতাওয়াল্লাও অহুম্ মু'রিদ্বূ-ন্। ২৪। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানুস্ তাজীবূ লিল্লা-হি

শুনালেও অবশ্যই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উপেক্ষা করত। (২৪) হে যারা ঈমান এনেছে! তোমাদেরকে

وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ

অলির্‌রসূলি ইযা-দা'আ-কুম্ লিমা-ইয়ুহ্‌য়ীকুম্ অ'লামূ ~ আন্না ল্লা-হা ইয়াহূলু বাইনাল্ মা-র্‌য়ি

প্রাণবন্ত করার জন্য রাসূল যখন ডাকে তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে। আর জানবে যে আল্লাহ মানুষ ও তার মনের

وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا

অক্বাল্‌বিহী অআন্নাহূ ~ ইলাইহি তুহ্‌শারূন্। ২৫। অত্তাক্বূ ফিত্‌নাতাল্ লা-তুছীবান্নাল্ লাযীনা জোয়ালামূ

অন্তরালে আছেন। আর তাঁরই নিকট তোমরা একত্রিত হবে। (২৫) আর ভয় কর ঐ ফিতনাকে যা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা জালিম

مِنْكُمْ خَاصَّةً ج وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ

মিন্‌কুম্ খা — ছ্‌ছোয়াতান্ অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্। ২৬। অয্‌কুরূ ~ ইয্ আন্‌তুম্ ক্বালীলুম্

তাদেরকেই বিশেষ করে ক্লিষ্ট করবে না; জেনে রাখ, আল্লাহই কঠোর শাস্তিদাতা। (২৬) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায়

مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ

মুস্‌তাদ্ব্'আফূনা ফিল্ আরদ্বি তাখা-ফূনা আই ইয়াতাখাত্ত্বোয়াফাকুমুন্ না-সু ফাআ-ওয়া-কুম্ অ আইয়্যাদাকুম্

কম ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বলরূপে গণ্য ছিল;; ভয় করতে যে, লোকেরা না তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। তারপর তিনিই আশ্রয় দেন,

بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

বিনাছ্‌রিহী অ রযাক্বাকুম্ মিনাত্ ত্বোয়াইয়িবা-তি লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্। ২৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা অ-মানূ লা-

স্বীয় সাহায্যে শক্তিশালী করেন এবং রিযিক দেন উত্তম বস্তু থেকে। যেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (২৭) হে মু'মিনরা! জেনে আল্লাহর

تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا

তাখূনুল্লা-হা অর্‌রসূলা অতাখূনূ ~ আমা-না-তিকুম্ অ আন্‌তুম্ তা'লামূন্। ২৮। অ'লামূ ~ অন্নামা ~

ও রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করও না। এবং পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও খেয়ানত করো না। (২৮) আর জেনে রাখ,

أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

'আম্‌ওয়া-লুকুম্ অ 'আওলা-দুকুম্ ফিত্‌নাতুঁও অআন্না ল্লা-হা 'ইন্‌দাহূ ~ আজ্‌রুন্ 'আজীম্।২৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ~

তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি এক পরীক্ষা; বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (২৯) হে মুমিনরা! আল্লাহকে

৩ ع ৯ ১৭ রুকু

إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط

ইন্ তাত্তাক্বুল্লা-হা ইয়াজ্‌'আল্ লাকুম্ ফুর্‌ক্বা-নাও অইয়ুকাফ্‌ফির্ 'আন্‌কুম্ সাইয়িয়া-তিকুম্ ইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম্ ;

ভয় করলে তিনিই তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থ্যক্যের শক্তি দান করবেন তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করবেন।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৭ ঃ আবু লুবাব, মারওয়ান ও আবদুল মুন্‌যির সন্ধন্ধে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বণী কোরাইযার ইহুদীদেরকে তিন মাস ১০দিন পর্যন্ত রাসূল (ছঃ) অবরোধ রাখার পর যখন তারা অপোষ মীমাসাংর প্রস্তাব দিল, তখন রাসূল (ছঃ) বললেন, সা' আদ ইবনে মু'আয যে মীমাংসা করবেন, তদনুসারে মীমাংসা হবে। তারা এ মিমাংসা না মেনে বলল, আবু লুবাবাকে যখন তারা জিজ্ঞেসা করে যে, মু আযের মিমাংসা সম্পর্কে তোমার মত কি? তিনি ইঙ্গিতে বললেন, তোমাদের হত্যা করা হবে।এর পর হযরত আবু লুবাবা স্বীয় কর্মকে আল্লাহ্ ও'রাসূলের প্রতি জঘন্য খেয়ানত মনে করে তৎক্ষণা মসজিদে নবনীতে রাসূল (ছঃ) এর সাথে দেখা না করে নিজেকে মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে শপথ করে বললেন, যে পর্যন্ত আমার

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ

অল্লা-হু যুল্‌ফাদ্বলিল্‌ 'আজীম্‌ । ৩০। অইয্‌ ইয়াম্‌কুরু বিকাল্লাযীনা কাফারূ লিইয়ুছ্‌বিতূকা

আর আল্লাহ্‌ অত্যন্ত করুণাময়। (৩০) স্মরণ করুন। যখন কাফেররা ষড়যন্ত্র করেছিল আপনাকে বন্দী বা

أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِينَ *

আও ইয়াক্ব্‌তুলূকা আও ইয়ুখ্‌রিজূক্‌; অ ইয়াম্‌কুরূনা অ ইয়াম্‌কুরুল্লা-হ্‌; অল্লা-হু খাইরুল্‌ মা-কিরীন্‌।

হত্যা করার জন্য বা নির্বাসিত করার জন্য, তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ্‌ তাঁর কৌশল করেন; আল্লাহ্‌ই উত্তম কৌশলী।

﴿٣١﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا ۙ إِنْ هٰذَا

৩১। অইযা-তুত্‌লা- 'আলাইহিম্‌ আ-ইয়া-তুনা-ক্ব-লূ ক্বদ্‌ সামি'না লাও নাশা — য়ু লাক্বুল্‌না- মিছ্‌লা হা-যা ~ ইন্‌ হা-যা ~

(৩১) তাদের সামনে আয়াত পঠিত হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও পারব নিশ্চয়ই এতো

إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ

ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্‌ আওওয়ালীন্‌। ৩২। অইয্‌ ক্ব-লুল্লা-হুম্মা ইন্‌ কা-না- হা-যা- হুঅল্‌ হাক্ব্‌ক্বা মিন্‌

পূর্বেকার লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) যখন তারা বলল, হে আল্লাহ! যদি এটা তোমার পক্ষ হতে

عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾ وَمَا

ইন্‌দিকা ফাআম্‌ত্বির্‌ 'আলাইনা- হিজ্বা-রাতাম্‌ মিনাস্‌ সামা — য়ি আওয়িতিনা-বি'আযা-বিন্‌ আলীম্‌। ৩৩। অমা-

সত্য হয়। তবে আসমান হতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর বা পীড়াদায়ক শাস্তি দাও। (৩৩) আল্লাহ্‌ তো

كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *

কা- নাল্লা-হু লিইয়ু'আয্‌যিবাহুম্‌ অ'আন্‌তা ফীহিম্‌; অমা-কানা ল্লা-হু মু'আয্‌যিবাহুম্‌ অহুম্‌ ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূন্‌।

এমন নয় যে তাদেরকে শাস্তি দেবেন না যাদের মাঝে আপনি রয়েছেন; তারা ক্ষমা চাইবে আর তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।

﴿٣٤﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا

৩৪। অমা লাহুম্‌ আল্লা-ইয়ু'আয্‌যিবাহুমুল্লা-হু অহুম্‌ ইয়াছুদ্দূনা 'আনিল্‌ মাস্‌জ্বিদিল্‌ হারা-মি অমা-কানূ ~

(৩৪) আর তাদের এমন কি আছে যে, আল্লাহ্‌ তাদের শাস্তিই দেবেন না, তারা তো মসজিদুল হারামে বাধা দেয়;

أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا

আওলিয়া — য়াহ্‌; ইন্‌ আওলিয়া — য়ুহূ ~ ইল্লাল্‌ মুত্তাক্বূনা অলা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্‌ লা-ইয়া'লামূন্‌। ৩৫। অমা-

তারা তার অভিভাবক নয়, মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ তার অভিভাবক হতে পারে না, কিন্তু অধিকাংশই এটা জানে না। (৩৫) আর

তওবা কবূল না হবে আমি আহার করব না। এরূপে অনবরত সাত দিন পানাহার ব্যতীত থাকার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ল রাসূলুল্লাহ(ছঃ) এর নিকট এ বিষয়ে সংবাদ পৌছলে হুযুর (ছঃ) বললেন, সে যদি সরাসরি আমার নিকট তখনই চলে আসত, তবে আমিসহ তার জন্য ক্ষমা চাইতাম। কিন্তু সে যখন স্বেচ্ছায় এ শপথ করেছে তখন আমার কিছু করার নেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তার তওবা কবূল না করা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ্‌ আবু লুবাবার তওবা কবূল করলে আবু লুবাবা এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ স্বজাতীয় গ্রাম ত্যাগের এবং সমুদয় সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাসূল (ছঃ) বললেন, এক তৃতীয়াংশ ছদকা করা যথেষ্ট, সমস্ত সম্পদ করো না। এ প্রেক্ষিতে ২৭ ও ২৮ নং আয়াত নাযিল হয়।

كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ۚ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ

কা-না ছলা-তুহুম্ 'ইন্‌দাল্ বাইতি ইল্লা- মুকা — য়াঁও অতাছ্‌দিয়াহ্; ফাযূক্বু-ল্ 'আযা-বা
কা 'বার নিকট শীস ও হাততালিই ছিল তাদের নামায সুতরাং তোমরা আযাব ভোগ কর তোমাদের

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا

বিমা-কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ৩৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুন্‌ফিক্বূ-না আমওয়া-লাহুম্ লিইয়াছুদ্দূ
কুফরীর কারণে। (৩৬) আর কাফেররা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে যাতে তারা লোকদের ফেরাতে পারে। তারা

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ

'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; ফাসাইয়ুন্‌ফিক্বূ-নাহা- ছুম্মা তাকূনু 'আলাইহিম হাস্‌রাতান্ ছুম্মা ইয়ুগ্‌লাবূন্; অল্লাযীনা
আল্লাহর পথে আরো খরচ করতে থাকবে, পরে তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, তারপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা

كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٧﴾ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ

কাফারূ ~ ইলা-জ্বাহান্নামা ইয়ুহ্‌শারূন্। ৩৭। লিইয়ামীযাল্লা-হুল্ খাবীছা মিনাত ত্বোয়াইয়্যিবি অইয়াজ্ব্‌'আলাল্
কুফরী করছে, তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (৩৭) এটা এজন্য যে আল্লাহ্ পৃথক করবেন খবীছকে নেককার হতে।

الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ

খবীছা বা'দ্বোয়াহূ 'আলা- বা'দ্বিন্ ফাইয়ার্‌কুমাহূ জ্বামীআন্ ফাইয়াজ্ব্‌'আলাহূ ফী জ্বাহান্নাম;উলা — য়িকা হুমুল্
খবীছদের একটিকে অপরটির উপর রাখবেন; তারপর সকলকে সমবেত করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তারাই

4
ع
৯
১৮
রুকু

الْخٰسِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ

খ-সিরূন্। ৩৮। ক্বু-ল্ লিল্লাযীনা কাফারূ ~ ইঁ ইয়ান্‌তাহূ ইয়ুগ্‌ফার্‌লাহুম্ মা-ক্বাদ্ সালাফা অইঁ
প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ। (৩৮) আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে অতীতের সব ক্ষমা করে দেয়া

يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

ইয়া'উদূ ফাক্বদ্ মাদ্বোয়াত্ সুন্নাতুল্ আওঅলীন্। ৩৯। অক্বা-তিলূ হুম্ হাত্তা-লা-তাকূনা ফিত্‌নাতুঁও
হবে, কিন্তু পুনুরাবৃত্তি করলে পূর্ববর্তীতের দৃষ্টান্ত তো আছেই। (৩৯) আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাক যে পর্যন্ত

وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অইয়াকূনাদ্ দীনু কুল্লুহূ লিল্লা-হি ফাইনিন্‌তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা বিমা-ইয়া'মালূনা বাছীর্।
ফেতনা দমন ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। তবে যদি বিরত হয় তবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম উত্তমরূপে দেখেন।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٤٠﴾

৪০। অইন্ তাঅল্লাও ফা'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মাওলা-কুম্; নি'মাল্ মাওলা- অনি'মান্ নাছীর্।
(৪০) কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

পারা ১০

﴿٤١﴾ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي

৪১। অ'লামূ ~ আন্নামা-গনিম্‌তুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাআন্না লিল্লা-হি খুমুসাহূ অলির্‌রসূলি অলিযিল্
(৪১) জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা গণীমতরূপে লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, আর তাঁর

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ

কু্ব্‌রবা- অল্‌ইয়াতা-মা- অল্‌মাসা-কীনি অব্‌নিস্ সাবীলি ইন্ কুন্‌তুম্ আ-মান্‌তুম্ বিল্লা-হি
নিকটাত্মীয়দের, এতীম, গরীব ও পথিকদের জন্য, যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ, এবং সেই ফয়সালার

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ

অমা ~ আন্‌যাল্‌না-'আলা-আব্‌দিনা-ইয়াওমাল্ ফুর্‌কা-নি ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জ্বাম্'আ-ন্; অল্লা-হু 'আলা- কুল্লি
দিনে (বদর যুদ্ধের সময়) যা আমার বান্দাহর উপর নাযিল করেছি, যেদিন উভয়ে সামনা-সামনি হয়েছিল। আর আল্লাহ্ সব

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٢﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ

শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৪২। ইয্ আন্‌তুম্ বিল্‌উ'দ্ অতিদ্ দুন্‌ইয়া- অহুম বিল্‌উ'দ্অতিল্ ক্বু্ছ্ওয়া-অর
কিছুর উপরে সর্ব শক্তিমান। (৪২) যখন তোমরা ছিলে উপত্যাকার নিকটে আর তারা ছিল দূরে এবং আরোহীরা

الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ

রাক্‌বু আস্‌ফালা মিন্‌কুম্; অলাও তাওয়া-'আত্‌তুম্ লাখ্ তালাফ্‌তুম্ ফীল্ মী'আ-দি অলাকিল্
ছিল নিচে ২। আর যদি তোমরা যুদ্ধের ওয়াদাও করতে, তবে অবশ্যই তা খেলাফ করতে। কিন্তু আল্লাহ তাই

لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ

লিইয়াক্ব্‌দ্বিয়াল্লা-হু আম্‌রান্ কা-না মাফ্‌ঊ'লাল্ লিইয়াহ্‌লিকা মান্ হালাকা 'আম্ বাইয়্যিনাতিঁও অইয়াহ্‌ইয়া-মান্
সম্পন্ন করলেন, যা ঘটবার ছিল। যেন যে মরার সে যেন প্রমাণ আসার পর মরে যায়। আর যে বাঁচার সে যেন প্রমাণ আসার

حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٣﴾ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ

হাইয়্যা আম্ বাইয়্যিনাহ্; অইন্নাল্লা-হা লাসামীউ'ন্ 'আলীম্। ৪৩। ইয্ ইয়ুরীকাহুমু ল্লা-হু ফী মানা-মিকা
পর বাঁচে। আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন, জানেন। (৪৩) স্মরণ করুন, আল্লাহ যখন স্বপ্নে দেখালেন যে, তারা সংখ্যায় কম,

قَلِيْلًا ۗ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

ক্বালীলা-; অলাও আরা-কাহুম্ কাছীরাল্ লাফাশিল্‌তুম্ অলাতানা-যা'তুম্ ফিল্ আম্‌রি অলা-কিন্না ল্লা-হা
যদি তিনি তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া করতে।

আয়াত-৪১ ঃ গণীমতের মাল বণ্টনের বিধান হল-তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে চারভাগ মুজাহিদদেরকে, অবশিষ্ট পঞ্চমাংশকে পুনরায় পাঁচ ভাগ করে একভাগ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে, একভাগ তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে, একভাগ এতীমদেরকে, একভাগ মিসকীনদেরকে এবং এক ভাগ মুসাফিরদেরকে দেয়া। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর ইন্তেকালের পর উক্ত এক পঞ্চমাংশ সমানভাবে শেষোক্ত তিন দলের মাঝে ভাগ হবে। (মুঃ কোঃ)
আয়াত-৪২ ঃ টীকা-(১) ফয়সালার দিন বলতে এখানে বদরের যুদ্ধের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ এ যুদ্ধে হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা নির্ধারিত হয়েছিল। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (২) এখানে আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলার কথা বলা হয়েছে। তারা মুসলমানদের ভয়ে সমুদ্রতট ঘেঁষেয়া মক্কার দিকে যাচ্ছিল। বস্তুতঃ তারা নিরাপদে মক্কা পৌঁছেও গিয়েছিল। (বঃ কোঃ)

سَلَّمَ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٤﴾ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ

সাল্লাম্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ৪৪। অইয্ ইয়ুরীকুমূহুম্ ইযিল্ তাক্বাইতুম্ ফী ~

কিন্তু আল্লাহ রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী। (৪৪) স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর মুখামুখি হলে, তখন তাদেরকে

اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۭ

আ'ইয়ুনিকুম্ কালীলাঁও অইয়ুক্বাল্লিলুকুম্ ফী ~ আ'ইয়ুনিহিম্ লিইয়াক্ব্‌দ্বিয়া ল্লা-হু আম্‌রান্ কা-না মাফ্‌ঊ'লা-;

নযরে কম দেখালেন, আর তোমাদেরকে তাদের নযরে কম দেখালেন, যেন আল্লাহর ইচ্ছানুসারে যা ঘটবার তা ঘটে।

৫ ع ৭ ১ রুকু

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا

অ ইলাল্লা-হি তুরজ্বাউ'ল্ উমূর্। ৪৫। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-লাক্বীতুম্ ফিয়াতান্ ফাছ্‌বুতূ

আল্লাহ্‌র কাছে সব কিছুই প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) হে মু'মিনরা! তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হলে দৃঢ় থাকবে এবং

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا

অয্‌কুরুল্লা-হা কাছীরাল্ লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্। ৪৬। অ আত্বীউ'ল্লা-হা অ রাসূলাহূ অলা- তানা-যাউ'

আল্লাহ্‌কে বেশি স্মরণ করবে, যেন সফলকাম হতে পার। (৪৬) আর আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং নিজেরা

فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَا

ফাতাফ্‌শালূ অতায্‌হাবা রীহুকুম্ অছ্‌বিরূ; ইন্না ল্লা-হা মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ৪৭। অলা-

পরস্পর বিবাদ করবে না, করলে সাহস হারাবে এবং শক্তি বিলুপ্ত হবে। ধৈর্য্য ধর, নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে। (৪৭) আর

تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۤءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ

তাকূনূ কাল্লাযীনা খারাজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ বাত্বোয়ারাঁও অরিয়া — য়া ন্না-সি অ ইয়াছুদ্দূনা

তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য গৃহ থেকে বের হয় এবং আল্লাহর পথে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٨﴾ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

'আন সাবীলি ল্লা-হ্; অল্লা-হু বিমা- ইয়া'মালূনা মুহীত্ব। ৪৮। অইয্ যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু

বাধা দেয়। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম ঘিরে রেখেছেন। (৪৮) আর যখন শুশোভিত করেছিল শয়তান তাদের কার্যাবলী

اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ

আ'মা- লাহুম্ অক্ব-লা লা-গ-লিবা লাকুমুল্ ইয়াওমা মিনান্না-সি অইন্নী জ্বা-রুল্ লাকুম্

তাদের দৃষ্টিতে আর বলেছিল, আজ কোন মানুষ তোমাদের উপর জয়ী হবে না, আমি তোমাদের সাথে আছি।

فَلَمَّا تَرَاۤءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْۤءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ

ফালাম্মা-তার — য়াতিল্ ফিয়াতা-নি নাকাছোয়া 'আলা- 'আক্বিবাইহি অক্ব-লা ইন্নী বারী — য়ুম্ মিনকুম্ ইন্নী~

দু'দল মুখোমুখী হলে সে (শয়তান) পেছন থেকে সরে পড়ে বলল, আমি তোমাদের সঙ্গী নই। কেননা, আমি যা দেখি

ع ৬ ৪ ২ রুকু

أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٩﴾ إِذْ يَقُولُ

আরা- মা- লা-তারাওনা ইন্নী ~ আখা-ফুল্লা-হ্; অল্লা-হু শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্। ৪৯। ইয্ ইয়াক্বূলুল্

তোমরা তা দেখ না। অবশ্যই আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৪৯) আর স্মরণ কর, যখন

الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

মুনাফিক্বূনা অল্লাযীনা ফী ক্বূলূ বিহিম্ মারাদ্বুন্ গররা হা ~ যুলা — য়ি দীনুহুম্; অমাইঁ ইয়াতাওয়াক্কাল্

মুনাফিক ও ব্যধিগ্রস্ত লোকেরা বলছিল যে, তাদের ধর্মই তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর

عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ

'আলা ল্লা-হি ফাইন্না ল্লা-হা 'আযীযুন্ হাকীম্। ৫০। অলাও তারা ~ ইয্ ইয়াতাওয়াফ্ ফাল্লাযীনা কাফারুল্

নির্ভর করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল ক্ষমতাশীল, কৌশলী। (৫০) আর যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশ্তারা

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ☆

মালা — য়িকাতু ইয়াদ্বরিবূনা উজূহাহুম্ অআদ্‌বা-রাহুম্ অযূক্বূ 'আযা-বাল্ হারীক্ব্।

কাফেরের মুখে ও পিঠে আঘাত হানে ও তাদের প্রাণ হরণ করে এবং বলে, তোমরা ভোগ কর জ্বলন্ত শাস্তি।

﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥٢﴾ كَدَأْبِ

৫১। যা-লিকা বিমা-কাদ্দামাত্ আইদীকুম্ অআন্নাল্লা-হা লাইসা বিজোয়াল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ্। ৫২। কাদা"বি

(৫১) এটা তোমাদের হাতের উপার্জন, আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহদের উপর জুলুম করেন না। (৫২) ফিরাউনের স্বজন

آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ

আ-লি ফির'আউনা অল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্; কাফারূ বিআ-ইয়া-তি ল্লা-হি ফাআখাযাহুমু ল্লা-হু

ও পূর্ববর্তীদের মতই তাদের অবস্থা এরা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে। তাদের পাপ হেতু তিনি তাদেরকে

بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ

বিযুনূবিহিম্; ইন্না ল্লা-হা ক্বওওয়িয়ুন্ শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৫৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা লাম্ ইয়াকু

পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা। (৫৩) এর কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ

مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ☆

মুগইয়্যিরান্ নি'মাতান্ আন্'আমাহা-'আলা-ক্বওমিন্ হাত্তা-ইয়ুগইয়িরূ মা- বিআন্‌ফুসিহিম্ অ আন্না ল্লা-হা সামীউ'ন্ 'আলীম্।

বদলান না কোন জাতির প্রতি যে নিয়ামত দিয়াছেন তা, যতক্ষণ না তারা নিজেরা বদলায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন, জানেন।

আয়াত-৪৮ ঃ এই আয়াতটি নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য নাযিল হয়েছে— কেনানা কোরাইশ কাফেররা যখন মক্কা ত্যাগ করে মুসলমানদের মুকাবেলায় যেতে উদ্যোগ নিল, তখন তারা কেনানা বংশের পক্ষ হতে প্রতি আক্রমণের আশংকা করল এবং যাওয়া না যাওয়ার ইতস্ততঃ করছিল। তখন কেনানা বংশের সরদার সুরাকার আকৃতিতে শয়তান এসে তাদেরকে বলল তোমরা চিন্তা করো না আমি বনী কেনানার পক্ষ হতে জামিন আছি। সকলেই মনে করল, সে 'সুরাকা'। ফলে তারা নিশ্চিন্ত মনে বদর প্রান্তে উপণিত হল এবং ঐ সুরাকার হাতও হারেসের হাতে মুষ্টিবদ্ধ ছিল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল এবং ফেরেশতাদের আগমন শুরু হল তখন সে হারেসের হাত ছেড়ে পালাতে লাগল। কি হল জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিল আমি যা প্রত্যক্ষ করছি তোমরা তা দেখছ না।

۝ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ

৫৪। কাদা'''বি আ-লি ফির'আউনা অল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্; কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ ফাআহ্ লাক্‌না-হুম্

(৫৪) ফিরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের মতই এরা রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা জানে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস

بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ

বিযুনূবিহিম্ অ আগ্‌রাক্ব্‌না ~ আ-লা ফির্'আউনা অকুল্লুন্ কা-নূ জোয়া-লিমীন্। ৫৫। ইন্না শার্‌রাদ্ দাওয়া — ব্বি

করলাম তাদের পাপের জন্য, আর ফিরাউন ও তার বংশকে ডুবিয়েছি। তারা সবাই ছিল জালিম। (৫৫) নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট

عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ

'ইন্‌দা ল্লা-হিল্ লাযীনা কাফারূ ফাহুম্ লা-ইয়ু''মিনূন্। ৫৬। আল্লাযীনা 'আ-হাত্তা মিন্‌হুম্ ছুম্মা

জীব আল্লাহর কাছে তারাই যারা কুফরী করে ও ঈমান আনে না। (৫৬) যাদের সঙ্গে আপনি চুক্তি করলেন, তারা

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ

ইয়ান্‌কুদ্বূনা 'আহ্‌দাহুম্ ফী কুল্লি মার্‌রাতিঁও অহুম্ লা- ইয়াত্তাক্বূন্। ৫৭। ফাইম্মা- তাছ্‌ক্বাফান্নাহুম্ ফিল্‌হার্‌বি

প্রত্যেক বারই তাদের কৃতচুক্তি ভঙ্গ করেছে, তারা সাবধান হয়নি। (৫৭) অতঃপর আপনি তাদেরকে যুদ্ধে পেলে

فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً

ফাশার্‌রিদ্ বিহিম্ মান্ খল্‌ফাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্‌যাক্কারূন্। ৫৮। অইম্মা-তাখ-ফান্না মিন্ ক্বওমিন্ খিয়া-নাতান্

এমন শাস্তি দিবেন যেন পশ্চাতের লোকেরা শিক্ষা পায়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায় থেকে বিশ্বাস ভঙ্গের ভয় হলে

فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

ফাম্‌বিয্ ইলাইহিম্ 'আলা-সাওয়া — য়্; ইন্নাল্লাহা লা-ইয়ুহিব্বুল্ খ — য়িনীন্। ৫৯। অলা-ইয়াহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা

তাদের চুক্তি ফেরৎ দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ খিয়ানতকারীদের ভালবাসেন না। (৫৯) এ ধারণা যেন না করে যে,

ع ৭ ১০ ৩ রুকু

كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۭ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ

কাফারূ সাবাক্বূ; ইন্নাহুম্ লা-ইয়ু'জিযূন্। ৬০। অআ'ইদ্দূ লাহুম্ মাস্‌তাত্বোয়া'তুম্ মিন্ কু্‌ওয়্যাতিঁও অমির্

কাফেররা পরিত্রাণ পেয়েছে, নিশ্চয়ই তারা অক্ষম করতে পারবে না। (৬০) তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখবে

رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ

রিবা-ত্বিল্ খইলি তুর্‌হিবূনা বিহী 'আদুঅল্লা-হি অ'আদুওয়্যাকুম্, অআ-খরীনা মিন্ দূনিহিম্,

সম্ভাব্য শক্তি ও অশ্ব-দল। আর এসব দিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র ও তোমাদের শত্রুকে এবং অন্যদেরকে ভয় দেখাবে

لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ

লা-তা'লামূনাহুম্ আল্লা-হু ইয়া'লামুহুম্; অমা-তুন্‌ফিক্বূ মিন্ শাইয়িন্ ফী সাবীলিল্লা-হি ইয়ুওয়াফ্‌ফা

যাদেরকে তোমরা চিন না, আল্লাহ চিনেন, আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের

اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ

ইলাইকুম্ অ আন্‌তুম্ লা-তুজ্‌লামূন্। ৬১। অইন্ জ্বানাহূ লিস্‌সাল্‌মি ফাজ্‌ নাহ্ লাহা-অতাওয়াক্কাল্

দেয়া হবে, জুলুম করা হবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে তবে আপনিও সে দিকে ঝুঁকবেন এবং নির্ভর

عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٢﴾ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ

'আলা ল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াস্‌সামী ঊ'ল্ 'আলীম্। ৬২। অইঁ ইয়ুরীদূ ~ আঁই ইয়াখ্‌দা'উকা ফাইন্না

করবেন আল্লাহ্‌র উপর; তিনি শুনেন, জানেন। (৬২) কিন্তু তারা যদি আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আল্লাহ্‌ই

حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ

হাস্‌বাকাল্লা-হ্; হুওয়াল্লাযী ~ আইয়্যাদাকা বিনাছ্‌রিহী অবিল্ মু"মিনীন্। ৬৩। অআল্লাফা বাইনা

আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মু'মিন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। (৬৩) আর তাদের মনে

قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

কু্লূবিহিম্; লাও আন্‌ফাক্‌তা মা- ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আম্ মা ~ আল্লাফ্‌তা বাইনা কু্লূবিহিম্ অলা-কিন্নাল্লা-হা

তিনি প্রীতি সৃষ্টি করেছেন, আপনি পৃথিবীর সবকিছু ব্যয় করলেও প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না, কিন্তু আল্লাহ প্রীতি সৃষ্টি

اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ

আল্লাফা বাইনাহুম্; ইন্নাহূ 'আযীযুন্ হাকীম্। ৬৪। ইয়া ~ আইয়্যুহা ন্নাবিয়্যু হাস্‌বুকাল্লা-হু অমানিত্তাবা'আকা

করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে; নিশ্চয়ই তিনি বিজয়ী, কৌশলী। (৬৪) হে নবী; আপনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আর আপনার

৮ ع ৬ 4 রুকু

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٥﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ

মিনাল্ মু"মিনীন্। ৬৫। ইয়া ~ আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু হার্‌রিদ্বিল্ মু"মিনীনা 'আলাল্ ক্বিতা-ল্; ইঁয় ইয়াকুম্

ঈমানদার অনুসারীদের জন্যও। (৬৫) হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন, তোমাদের মধ্যে যদি

مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا

মিন্‌কুম্ 'ইশ্‌রূনা ছোয়া-বিরূনা ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি অইঁ ইয়াকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুঁই ইয়াগ্‌লিবূ ~

বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে দু'শ'র উপর জয়লাভ করবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি একশ' থাকে তবে এক

اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ

আল্‌ফাম্ মিনাল্লাযীনা কাফারূ বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্ লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৬৬। আল্‌য়া-না খফ্‌ফাফাল্লা-হু আ'ন্‌কুম্ অ'আলিমা

সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে। কেননা, তারা নির্বোধ লোক। (৬৬) আল্লাহ এখন তোমাদের বোঝা কমালেন, তিনি

আয়াত-৬২ঃ এটা হতে বুঝা যায় যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ তা'আলার দান। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব নয়; বরং তাঁর দান লাভের জন্য তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। (মাঃ কোঃ) শানেনুযূলঃ আয়াত-৬৪ ঃ হযরত ওমর (রাঃ) যখন ঈমান আনেন তখন পর্যন্ত তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন নারী ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় মুশরিকরা আফসূস করে বলল, আমাদের দল হতে ওমর চলে যাওয়ায় আমাদের অর্ধেক শূন্য হয়ে গেল। আর ইসলাম পন্থীদের সংখ্যা এখন চল্লিশজন হল। এ সময়ে আল্লাহ্‌পাক আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। এ বর্ণনানুসারে আয়াতটি মাক্কী এবং সূরাটি মাদানী।

أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن

আন্না ফীকুম্ দ্বোয়া'ফা-; ফাইঁ ইয়াকুম্ মিন্‌কুম্ মিয়াতুন্ ছোয়া-বিরাতুঁই ইয়াগ্‌লিবূ মিয়াতাইনি, অইঁ ইয়াকুম্
তোমাদের দুর্বলতা জানেন; সুতরাং তোমাদের একশ' ধৈর্যশীল থাকলে দুশ' জনের উপর বিজয়ী হবে; তোমাদের মধ্যে এক

مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٧﴾ مَا كَانَ

মিন্‌কুম্ আল্‌ফুইঁ ইয়াগ্‌লিবূ ~ আল্‌ফাইনি বিইয্‌নিল্লা-হ্; অল্লা-হু মা'আছ্ ছোয়া-বিরীন্। ৬৭। মা- কা-না
হাজার থাকলে আল্লাহ্‌র হুকুমে দু'হাজারের উপর বিজয়ী হবে; আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (৬৭) যমীনে শত্রুকে

لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ

লিনাবিয়্যিন্ আঁই ইয়াকূনা লাহূ ~ আস্‌রা- হাত্তা- ইয়ুছ্‌খিনা ফিল্ আর্‌দ্ব্; তুরীদূনা 'আরাদ্বোয়াদ্
সম্পূর্ণরূপে নিধন না করা পর্যন্ত নবীর জন্য বন্দীদের নিজের কাছে রাখা সমীচীন নয়; তোমরা পার্থিব ধন সম্পদ চাও,

الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ

দুন্‌ইয়া- অল্লা-হু ইয়ুরীদুল্ আ-খিরাহ্; অল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ৬৮। লাওলা-কিতাবুম্ মিনাল্লা-হি
আর আল্লাহ পরকালের সম্পদ চান, আল্লাহ বিজয়ী, কৌশলী। (৬৮) আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে গৃহীত বস্তুর

سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٩﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ

সাবাক্বা লামাস্‌সাকুম্ ফীমা ~ আখায্‌তুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্।৬৯। ফাকুলূ মিম্মা- গনিম্‌তুম্ হালালান্ ত্বোয়াইয়্যিবাঁও
কারণে তোমাদের উপর শক্ত আযাব আসত। (৬৯) সুতরাং তোমরা ভোগ কর যা বৈধ ও উত্তম তা থেকে এবং

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم

অত্তাকু ল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ৭০। ইয়া ~ আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু কুল্ লিমান্ ফী ~ আইদীকুম্
আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭০) হে নবী! বলে দিন, যারা আপনাদের হস্তে বন্দী অবস্থায় আছে,

ع ৯ ৫ ৫ রুকু

مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ

মিনাল্ আস্‌রা ~ ইঁইয়া'লামি ল্লা-হু ফী কুলূবিকুম্ খাইরাঁই ইয়ু'তিকুম্ খাইরাম্ মিম্মা ~ উখিযা
তোমাদের মনে ভাল কিছু দেখলে আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে নেয়া বস্তু হতে উত্তম বস্তু দান করবেন

مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧١﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ

মিন্‌কুম্ অইয়াগ্‌ফির্ লাকুম; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ৭১। অইঁ ইয়ুরীদূ খিয়া-নাতাকা ফাক্বদ্
এবং তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭১) আর তারা ধোঁকা দিতে চাইবে, তারা তো পূর্বে

শানেনুযূলঃ আয়াত-৬৭ঃ বদরযুদ্ধে সত্তরজন কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। যাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আক্বীল ইবনে আবিতালেবও ছিলেন। হুযুর (ছঃ) তাদের সম্বন্ধে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। রাসূল (ছঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মতামত গ্রহণ করলেন এবং সকল বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু হযরত ওমরের পরামর্শ ছিল ভিন্ন। তিনি প্রত্যেককে হত্যার কথা বলেছিলেন। তার মতের স্বপক্ষে এ ভৎসনাব্যঞ্জক আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর এ ভৎসনার কারণে মুসলমানেরা গণীমতের মাল গ্রহণেও যখন অসুবিধা মনে করল, তখন তা লওয়ার অনুমতিস্বরূপ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৭০ঃ বদর যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আক্বীল ও নওফেল ইবনে হারেসও বন্দী হয়ে আসে। রাসূল (ছঃ) যখন হযরত

خانوا الله من قبل فأمكن منهم ۗ والله عليم حكيم ﴿٧٢﴾ إن الذين

খা–নুল্লা–হা মিন্ ক্বাব্‌লু ফাআম্‌কানা মিন্‌হুম্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৭২। ইন্নাল্লাযীনা
আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিয়েছে; তাই তিনি তাদেরকে বন্দী করিয়েছেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (৭২) নিশ্চয়ই যারা

آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين

আ–মা–নূ অহা–জ্বারূ অ জ্বা–হাদূ বিআমওয়া–লিহিম্ অ আন্‌ফুসিহিম্ ফী সাবীলিল্লা–হি অল্লাযীনা
ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করেছে, এবং যারা

آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ۚ والذين آمنوا ولم

আ-ওয়াও অ নাছোয়ারূ ~ উলা — য়িকা বা'দুহুম্ আওলিয়া — য়ু বা'দ্ব; অল্লাযীনা আ–মানূ অলাম্
তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু; আর যারা ঈমান এনেছে

يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ۚ وإن

ইয়ুহা-জ্বিরূ মা–লাকুম্ মিওঁ অলা–ইয়াতিহিম্ মিন্ শাইয়িন্ হাত্তা–ইয়ুহা–জ্বিরূ অইনিস্
কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব নেই, যতক্ষণ না হিজরত করে; দ্বীনের ব্যাপারে

استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم

তান্‌ছোয়ারূ কুম্ ফিদ্দীনি ফা'আলাইকুমুন্ নাছ্‌রূ ইল্লা–'আলা–ক্বওমিম্ বাইনাকুম্ অবাইনাহুম্
সাহায্য চাইলে, তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। তবে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের

ميثاق ۗ والله بما تعملون بصير ﴿٧٣﴾ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ۚ

মীছা-ক্ব্; অল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা বাছীর্। ৭৩। অল্লাযীনা কাফারূ বা'দুহুম্ আওলিয়া ~ য়ু বা'দ্ব;
বিরুদ্ধে নয়। আল্লাহ.তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা। (৭৩) আর যারা কুফুরী করে তারা পরস্পর বন্ধু;

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴿٧٤﴾ والذين آمنوا

ইল্লা–তাফ্'আলূহু তাকুন্ ফিত্‌নাতুন্ ফিল্ আর্‌দ্বি অফাসা–দুন্ কাবীর্। ৭৪। অল্লাযীনা আ–মানূ
তোমরা তা পালন না করলে দেশে ফেতনা ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে

وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم

অহা–জ্বারূ অজ্বা–হাদূ ফী সাবীলিল্লা–হি অল্লাযীনা আ–ওয়াওঁ অ নাছোয়ারূ ~ উলা — য়িকা হুমুল্
এবং দ্বীনের জন্য স্বগৃহ ত্যাগ করেছে, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে, আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারাই

আব্বাস হতে তার দু ভ্রাতুষ্পুত্র আক্বীল ও নওফেলের মুক্তিপণ দাবী করলেন, তখন আব্বাস বললেন, তোমরা কি আমাকে একেবারে দরিদ্র বানিয়ে দিতে চাও, সারা জীবন যেন কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে থাকি?" রাসূল (ছঃ) বললেন, "সেই স্বর্ণ কোথায়? যা যুদ্ধ যাত্রাকালে আপন স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট এ বলে হাওয়ালা করেছিলেন যে, কি জানি যুদ্ধে কি ঘটে, যদি অভাবিত কিছু হয়, তবে তুমি এই স্বর্ণ দ্বারা আপন সন্তান আবদুল্লাহ, ওবাইদুল্লাহ, ফযল, কসম ও তোমার খরচ চালিয়ে যেয়ো।" এতদশ্রবণে হযরত আব্বাস হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বললেন, "মুহাম্মদ! এই সংবাদ তোমাকে কে দিল?" হুযূর (ছঃ) বললেন, "আমার মহান রব!" তখন হযরত আব্বাস কালেমা পড়ে ঈমান আনলেন এবং বললেন, আমি স্বীকার করছি হে মুহাম্মদ (ছঃ)! আপনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মা'বুদ নেই এবং আপনি তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن

মু"মিনূনা হাক্ব্ ক্বা-; লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অরিয্ক্বুন্ কারীম্। ৭৫। অল্লাযীনা আ-মানূ মিম্
প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৭৫) আর যারা পরে ঈমান এনেছে,

بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

বা'দু অহা-জ্বারূ অ জ্বা-হাদূ মা'আকুম্ ফাউলা — য়িকা মিন্কুম্; অউলুল্ আর্হা-মি
এবং দ্বীনের জন্য স্বগৃহ ত্যাগ করেছে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; আর যারা আত্মীয়

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

বা'দ্বু হুম্ আওলা- বিবা'দ্বিন্ ফী কিতা-বিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।
তারা আল্লাহ্র বিধান অনুসারে একে অন্যের অধিক হকদার নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

১০ ع ৬ রুকূ • এক চতুর্থাংশ

সূরা তাওবাহ্ মদীনাবতীর্ণ

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّة

আয়াত ঃ ১২৯ রুকূ ঃ ১৬

﴿١﴾ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢﴾ فَسِيحُوا

১। বারা — য়াতুম্ মিনাল্লা-হি অরসূলিহী ~ ইলাল্লাযীনা 'আহাত্তুম্ মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ২। ফাসীহূ
(১) চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলে এমন মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হতে অব্যহতি। (২) অতঃপর তোমরা

فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ

ফিল্ আর্দ্বি আর্বা'আতা আশ্হুরিঁও অ'লামূ ~ আন্নাকুম্ গইরু মু'জ্বিযিল্লা-হি অআন্নাল্লা-হা
যমীনে চারমাস ঘুরে বেড়াও। আর জানবে যে, তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না; বরং আল্লাহ্ অবশ্যই

مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٣﴾ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ

মুখ্যিল্ কা-ফিরীন্। ৩। অআযা-নুম্ মিনাল্লা-হি অরসূলিহী ~ ইলান্ না-সি ইয়াওমাল্ হাজ্জিল্
কাফরদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৩) আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি

الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ

আক্বারি আন্নাল্লা-হা বারী — য়ুম্ মিনাল্ মুশ্রিকীনা অ রসূলুহ্; ফাইন্ তুব্তুম্ ফাহুঅ
ঘোষণা, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিক হতে বিমুখ, তবে তোমরা তওবা করলে তোমাদেরই কল্যাণ;

সূরা তাওবাহ ঃ এ সূরা সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। এ সূরায় রাসূলুল্লাহ কাতিবে অহীকেও বিস্মিল্লাহ লিখবার নির্দেশ দেন নি। হযরত ওসমান (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে কোরআনকে যখন গ্রন্থের রূপ দেন তখন এটা তাঁর নযরে পড়ে। কাজেই তিনি এইখানে বিসমিল্লাহ লিখতে নিষেধ করেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মক্কার বিভিন্ন মুশরিক গোত্রের সাথে নির্ধারিত মেয়াদে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে বনূ নযীর ও বনূ কেনানা ব্যতীত অন্য সকলেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই চুক্তি ভঙ্গ করে বসে। এই সময় নির্দেশ আসল যে, ১০ই যিলহজ্জ হতে ১০ই রবিউল আখের পর্যন্ত চার মাস নিরাপত্তার সাথে চলাফেরা কর। এর পর আর নিরাপত্তা থাকবে না। (মুঃ কোঃ)

خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ

খাইরুল্লাকুম্ অইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফা'লামূ ~ আন্নাকুম্ গাইরু মু'জ্বিযি ল্লা-হ্; অবাশ্শিরিল্লাযীনা

আর যদি ফিরিয়ে নেও তবে জানবে যে, তোমরা কখনও আল্লাহ্কে অক্ষম করতে পারবে না; কাফেরদেরকে

كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٣ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ

কাফারূ বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৪। ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাত্তুম্ মিনাল্ মুশ্রিকীনা ছুম্মা লাম্

সুসংবাদ দিন পীড়াদায়ক শাস্তির। (৪) তবে এ ঘোষণার বাইরে যেসব মুশরিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ আছ, পরে

يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى

ইয়ানক্বুছূকুম্ শাইয়াঁও অলাম্ ইয়ুজোয়া-হিরূ 'আলাইকুম্ আহাদান্ ফাআতিম্মূ ~ ইলাইহিম্ 'আহ্দাহুম্ ইলা-

চুক্তিতে সামান্যতম ত্রুটি করে নি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করে নি, অতএব, তাদের সাথে কৃত

مُدَّتِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٤ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

মুদ্দাতিহিম্ ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্। ৫। ফাইযান্ সালাখাল্ আশ্হুরুল্ হুরুমু ফাক্বতুলুল্

চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর, আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলে

الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ

মুশ্রিকীনা হাইছু অজ্বাত্তুমূহুম্ অখুযূহুম্ ওয়াহ্ছুরূহুম্ অক্ব্উ'দূ লাহুম্ কুল্লা

মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, বন্দী কর, তাদের ঘেরাও কর এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে

مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

মারছোয়াদিন্ ফাইন্ তা-বূ অআক্বা-মুছ্ ছলা-তা অ আ-তাউয্ যাকা-তা ফাখাল্লূ সাবীলাহুম্; ইন্নাল্লা-হা

ওঁৎ পেতে থাক। অতঃপর তওবা করলে, নামায কায়েম করলে ও যাকাত দিলে তাদেরকে ছেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ

গফূরুর্ রহীম্। ৬। অইন্ আহাদুম্ মিনাল্ মুশ্রিকী নাস্ তাজ্বা-রাকা ফাআজ্বির্হু হাত্তা- ইয়াস্মা'আ

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) কোন মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে, আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, যেন

كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝٦ كَيْفَ يَكُوْنُ

কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা আব্লিগ্হু মা''মানাহূ; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্লা-ইয়া'লামূন্। ৭। কাইফা ইয়াকূনু

সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পারে; পরে নিরাপদস্থলে পৌঁছিয়ে দিবেন, কেননা, তারা নিতান্তই অজ্ঞ। (৭) মুশরিকদের চুক্তি

ع ১ ৬ ৭ রুকু

لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

লিল্মুশ্রিকীনা 'আহ্দুন্ 'ইন্দাল্লা-হি অ'ইন্দা রসূলিহী ~ ইল্লাল্লাযীনা 'আ-হাত্তুম্ 'ইন্দাল্ মাস্জ্বিদিল্

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে কিভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে

الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٨﴾ كَيْفَ

হার-মি ফামাস্ তাক্বা-মূ লাকুম্ ফাস্তাক্বীমূ লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুত্তাক্বীন্ । ৮ । কাইফা

তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, তোমরাও থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৮) কিভাবে

وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ

অ ইঁ ইয়াজ্হারূ 'আলাইকুম্ লা-ইয়ারক্বুবূ ফীকুম্ ইল্লাঁও অলা-যিম্মাহ্; ইয়ুর্দ্বূনাকুম্ বিআফ্ওয়া-হিহিম্

সম্ভব? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্ধির মর্যাদা রাখবে না; তারা কেবল তোমাদেরকে

وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٩﴾ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

অ তা''বা-ক্বুলূবুহুম্ অ আক্ছারুহুম্ ফা-সিক্বূন্ । ৯ । ইশ্তারাও বিআ-ইয়া-তি ল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলান্

মুখে খুশী রাখে, মনে অস্বীকার করে; তাদের অধিকাংশই ফাসেক। (৯) তারা আল্লাহ্র আয়াতকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে;

فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ

ফাছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিহ্; ইন্নাহুম্ সা — য়া মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্ । ১০ । লা-ইয়ারক্বুবূনা ফী মু''মিনিন্

অতঃপর তাঁর পথে বাধা প্রদান করে, তাদের কৃতকর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মু''মিনের

إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١١﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

ইল্লাঁও অলা-যিম্মাহ্; অউলা — য়িকা হুমুল্ মু'তাদূন্ । ১১ । ফাইন্ তা-বূ অআক্বা-মুছ ছলা-তা অ আ-তায়ুয্

সঙ্গে আত্মীয়তা এবং জিম্মাদারীর, এরা সীমালংঘনকারী। (১১) তবে যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত

الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ وَإِن نَّكَثُوا

যাকা-তা ফাইখ্ওয়া-নুকুম্ ফিদ্দীন্; অনুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিঁই ইয়া'লামূন্ । ১২ । অইন্ নাকাছূ ~

দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই [১], জ্ঞানীদের জন্য আয়াত বিশদ বর্ণনা করি। (১২) আর যদি চুক্তির পর তারা প্রতিশ্রুতি

أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا

আইমা-নাহুম্ মিম্ বা'দি 'আহ্দিহিম্ অ ত্বোয়া'আনূ ফী দীনিকুম্ ফাক্বা-তিলূ ~ আয়িম্মাতাল্ কুফ্রি ইন্নাহুম্ লা ~

ভংগ করে এবং দ্বীনকে বিদ্রূপ করে, তবে ঐসব সর্দারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা কাফের; এদের জন্য কোন ওয়াদা নেই;

أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٣﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا

আইমা-না লাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ান্তাহূন্ । ১৩ । আলা-তুক্বা-তিলূনা ক্বওমান্নাকাছূ ~ আইমা-নাহুম্ অহাম্মূ

হয়ত তারা বিরত হবে। (১৩) তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না? যারা ওয়াদা ভংগকারী এবং রাসূলকে

আয়াত-১১ ঃ টীকা ঃ (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত ছলাত ও যাকাত আদায় করে এবং তাদের নিকট থেকে ইসলামের পরিপন্থি কথা ও কুর্মের প্রমান পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। তাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান বা কুফুরী যাই থাকুক না কেন। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১২ ঃ টীকা ঃ (২) একদল মুফাস্সিরের মতে এখানে কাফের প্রধান বলতে মক্কায় সেই সব কোরাইশ প্রধানকে বুঝানো হয়েছে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানি প্রদানে ও রণ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করবার আদেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মক্কার উৎস ছিল এরাই। তাছাড়া এদের সাথে অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা ছিল, যার ফলে এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসত। (তাঃ মাযঃ)

بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ

বিইখ্‌র-জির্ রাসূলি অহুম্ বাদায়ূ কুম্ আওওয়ালা মার্‌রাহ্; আতাখ্‌শাওনাহুম্ ফাল্লা-হু আহাক্কু কু
বহিষ্কারে সংকল্পকারী। তারাই তো প্রথম বিবাদ করছে। তাদেরকে কি ভয় কর? আল্লাহই অধিক হকদার, কাজেই, তাঁকেই

أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ

আন্ তাখ্‌শাওহু ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ১৪। ক্বা-তিলূহুম্ ইয়ু'আয্‌যিব্‌হুমুল্লা-হু বিআইদীকুম্ অইয়ুখ্‌যিহিম্
ভয় করা উচিত যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন,

وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ

অইয়ান্‌ছুর্‌কুম্ 'আলাইহিম্ অইয়াশ্‌ফি ছুদূরা ক্বওমিম্ মু''মিনীন্। ১৫। অইয়ুয্‌হিব্ গইজোয়া ক্বুলূ বিহিম্;
লাঞ্ছিত করবেন, তাদের উপর বিজয়ী ও মু'মিনদের মন শান্ত করবেন। (১৫) তিনি তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন,

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا

অইয়াতূবুল্লা-হু 'আলা- মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ১৬। আম্ হাসিব্‌তুম্ আন্ তুত্‌রাকূ
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি ভেবেছ যে, এমনি ছাড়া পাবে?

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ

অলাম্মা- ইয়া'লামিল্লা-হু ল্লাযীনা জ্বা-হাদূ মিন্‌কুম্ অলাম্ ইয়াত্তাখিযূ মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-রসূলিহী
অথচ এখনও আল্লাহ প্রকাশই করেননি যে, তোমাদের মাঝে কে মুজাহিদ এবং কে বন্ধু বানায়নি আল্লাহ, তাঁর রাসূল

ع ২ ১০ ৮ রুকু

وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ

অলাল্ মু''মিনীনা অলীজ্বাহ্; অল্লা-হু খবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৭। মা-কা-না লিল্‌মুশ্‌রিকীনা আঁই
ও মু'মিনদের ছাড়া অন্যকে; আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্যক অবহিত। (১৭) মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদ

أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ

ইয়া'মুরূ মাসা-জ্বিদাল্লা-হি শা-হিদীনা 'আলা ~ আন্‌ফুসিহিম্ বিল্‌কুফ্‌র্; উলা — য়িকা হাবিত্বোয়াত্
রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, যখন নিজেরাই নিজেদের কুফ্‌রী স্বীকার করে, তাদের কৃতকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।

أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

আ'মা-লুহুম্ অফিন্না-রি হুম্ খ-লিদূন্। ১৮। ইন্নামা- ইয়া''মুরু মাসা-জ্বিদাল্লা-হি মান্ আ-মানা বিল্লা-হি
আর এরা চিরদিন আগুনে অবস্থান করবে। (১৮) আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কেবল তারাই করবে যারা আল্লাহ

শানেনুযূলঃ আয়াত-১৭ ঃ হযরত আব্বাস (রাঃ)- কে বদর যুদ্ধের যুদ্ধ বন্দী হিসাবে আনয়ন করা হলে সাহাবায়ে কিরামরা (রাঃ) কুফ্‌রী, শিরক ও সম্পর্কচ্ছেদের উপর যখন তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন তখন তিনি বললেন, "আমাদের দোষের সাথে গুণের কথাও বর্ণনা কর।" হযরত আলী (রাঃ) বললেন, হে আব্বাস! শিরক করা অবস্থায় কোন পূণ্যময় কাজ কি করেছে? তখন হযরত আব্বাস বললেন, কেন করব না? অনেক করেছি, মসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করেছি, হাজীদের পানি পান করায়ে থাকি, আল্লাহর ঘরের সম্মান করি, বন্দীদের মুক্তি দিয়ে থাকি। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং বলা হয় কুফ্‌রী অবস্থায় সমস্ত কর্মই পণ্ড হয়ে গিয়েছে। আয়াত-১৮ ঃ একদা হযরত তাল্‌হা গর্ব করে বললেন যে, তার নিকট কা'বা গৃহের চাবি থাকে এবং তিনি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হযরত আব্বাস উঠে বললেন, "আমি বারিধারক, হাজীদেরকে যমযমের পানি

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى

অল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ আক্বা-মাছ্ ছলা-তা অআ-তা য্ যাকা-তা অ লাম্ ইয়াখ্শা ইল্লাল্লা-হা ফা'আসা ~
ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। বস্তুত

اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٩﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ

উলা — য়িকা আঁই ইয়াকূনূ মিনাল্ মুহ্তাদীন্। ১৯। আজ্বা'আল্তুম্ সিক্বা-ইয়াতাল্ হা — জ্বি অ 'ইমা-রতাল্
এদের সম্বন্ধেই আশা যে, ওরাই পথপ্রাপ্ত। (১৯) হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারামকে রক্ষা করাকে

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

মাস্জ্বিদিল্ হারা-মি কামান্ আ-মানা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অজ্বা-হাদা ফী সাবীলিল্লা-হ্;
কি ঐ ব্যক্তির আমলের সমান ভেবেছ যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী আর জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে; এরা

لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٠﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লা-ইয়াস্তায়ূনা 'ইন্দাল্লা-হ্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্ দিল্ ক্বওমাজ্জোয়া-লিমীন্। ২০। আল্লাযীনা আ-মানূ
আল্লাহ্র কাছে সমান নয়, আর আল্লাহ জালিমদেরকে কখনও সৎ পথ দেখান না। (২০) যারা ঈমান আনে, দ্বীনের জন্য

وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط

অহা-জ্বারূ অজ্বা-হাদূ ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্ওয়া-লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্ আ'জোয়ামু দারাজ্বাতান্ 'ইন্দাল্লা-হ্;
হিজরত করে এবং নিজের জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, তারা আল্লাহ্র কাছে শ্রেষ্ঠ, আর প্রকৃতপক্ষে

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢١﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ

অউলা — য়িকা হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ২১। ইয়ুবাশ্শিরুহুম্ রব্বুহুম্ বিরহ্মাতিম্ মিন্হু অরিদ্বওয়া-নিওঁ অজ্বান্না-তিল্
তারাই সফলকাম। (২১) তাদেরকে তাদের রব স্বীয় দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন,

لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢٢﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ★

লাহুম্ ফীহা-না'ঈমুম্ মুক্বীম্। ২২। খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; ইন্নাল্লা-হা 'ইন্দাহু ~ আজ্ব্রুন্ 'আজীম্।
সেখানে রয়েছে চির-শান্তি। (২২) তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার।

﴿٢٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ

২৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযূ ~ আ-বা — য়াকুম্ অইখ্ওয়া-নাকুম্ আওলিয়া — য়া ইনিস্
(২৩) হে মু'মিনরা! যারা তোমাদের পিতা ও ভাই তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না; যদি

পান করাই "হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি, সর্ব প্রথম নামায পড়েছি এবং রাসূল (ছঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ঃ মক্কার অনেক মুশরিক মুসলমানদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলত মসজিদুল হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর অন্য কারো আ'মল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়রা তাঁকে বাতিল ধর্মে বহাল থাকায় বিদ্রূপের সঙ্গে বলেন, আপনি এখনও ঈমানের দৌলত হতে বঞ্চিত রয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা ঈমান ও হিজরতকে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছ। কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের হেফাজত ও হাজীদের পানি সরবরাহের কাজ করে থাকি, তাই আমাদের সমান অন্য কারো আ'মল হতে পারে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। (ইবঃ কাঃ)

ওয়াকুফে লাযেম

اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

তাহাব্বুল্ কুফ্‌রা 'আলাল্ ঈমা–ন; অমাই ঁইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্‌কুম্ ফাউলা — য়িকা হুমুজ
তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফ্‌রীকে বেশি ভালবাসে। তোমাদের মাঝে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে

الظَّالِمُونَ ۝٢٤ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

জোয়া–লিমূন্। ২৪। ক্বুল্ ইন্ কা–না আ–বা — য়ুকুম্ অ আব্‌না — য়ুকুম্ অ ইখ্‌ওয়া–নুকুম্ অ আয্‌ওয়া–জুকুম্
তারাই জালিম। (২৪) আপনি বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা,

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ

অ'আশীরাতুকুম্ অ আম্‌ওয়া–লু নিক্ব্‌, তারাফ্‌তুমূহা–অ তিজ্বা–রাতুন্ তাখ্‌শাওনা কাসা–দাহা–অ মাসা–কিনু
তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায়–যার ক্ষতির আশঙ্কা কর এবং তোমাদের

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا

তার্‌দ্বোয়াওনাহা ~ আহাব্বা ইলাইকুম্ মিনাল্লা–হি অরসূলিহী অজ্বিহা–দিন্ ফী সাবীলিহী ফাতারব্বাছূ
প্রিয় বাসস্থান যদি আল্লাহ্, রাসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে আল্লাহ্‌র

حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ

ع ৩ ৮ ৯ রুকু

হাত্তা–ইয়া''তিয়াল্লা–হু বিআম্‌রিহ্; অল্লা–হু লা–ইয়াহ্‌দিল্ ক্বওমাল্ ফা–সিক্বীন্। ২৫। লাক্বদ্ নাছোয়ারকুমু
বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসেকদেরকে হিদায়াত দেন না। (২৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে

اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

ল্লা–হু ফী মাওয়া–ত্বিনা– কাছীরতিঁও অইয়াওমা হুনাইনিন্ ইয্ আ'জ্বাবাত্‌কুম্ কাছ্‌রাতুকুম্ ফালাম্ তুগ্‌নি
বহু স্থানে সাহায্য করেছেন, হুনাইনের যুদ্ধেও , যখন সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করেছিল, অথচ সে সংখ্যাধিক্য কোন

عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

'আন্‌কুম্ শাইয়াঁও অ দ্বোয়া–ক্বাত্ 'আলাইকুমুল্ আর্‌দ্বু বিমা–রাহুবাত্ ছুম্মা অল্লাইতুম্ মুদ্‌বিরীন্।
কাজে আসেনি। এ বিশাল পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে এসেছিল; পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলে।

۝٢٦ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا

২৬। ছুম্মা আন্‌যালাল্লা–হু সাকীনাতাহূ 'আলা– রাসূলিহী অ'আলাল্ মু''মিনীনা অআন্‌যালা জ্বু নূদাল্
(২৬) তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি শান্তি নাযিল করেন, আর তিনি নাযিল করেন এমন

لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝٢٧ ثُمَّ يَتُوبُ

লাম্ তারাওহা–অ'আয্‌যাবাল্লাযীনা কাফারূ; অযা–লিকা জ্বাযা — য়ুল্ কা–ফিরীন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াতূবুল্
সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখনি। কাফিরদের শাস্তি দিলেন, এটাই কাফিরদের পাওনা। (২৭) এর পরও যার প্রতি

اللهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَشَاۤءُ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا

ল্লা-হু মিম্ বা'দি যা-লিকা 'আলা- মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ২৮। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ~

ইচ্ছা আল্লাহ তওবার তওফীক দেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২৮) হে মু'মিনরা! মুশরিকরা নাপাক।

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ

ইন্নামাল্ মুশ্‌রিকূনা নাজ্বাসুন্ ফালা- ইয়াক্ব্‌রাবুল্ মাস্‌জ্বিদাল্ হারা-মা বা'দা 'আ-মিহিম্ হা-যা-

এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের কাছে না আসে। তবে তোমরা যদি

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَاۤءَ ۗ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ

অইন্ খিফ্‌তুম্ 'আইলাতান্ ফাসাওফা ইয়ুগ্‌নীকুমুল্লা-হু মিন্‌ফাদ্বলিহী ~ ইন্ শা — য়্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্

অভাবের ভয় কর, তবে আল্লাহ্‌ই স্বীয় কৃপায় তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ,

حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ

হাকীম্। ২৯। ক্বা-তিলুল্লাযীনা লা-ইয়ু"মিনূনা বিল্লা-হি অলা-বিল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অলা- ইয়ুহার্‌রিমূনা

প্রজ্ঞাময়। (২৯) তোমরা যুদ্ধ করতে থাক যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ ও পরকালকে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা

مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

মা- হার্‌রমাল্লা-হু অরসূলুহূ অলা- ইয়াদীনূনা দীনাল্ হাক্ব্‌ক্বি মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা

হারাম করেছেন তা হারাম মানে না ও গ্রহণ করে না সত্য দ্বীনকে; সেসব কিতাবীদের

৪ ع ৫ ১০ রুকু

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ

হাত্তা- ইয়ু"তুল্ জ্বিয্‌ ইয়াতা 'আইঁ ইয়াদিঁও অহুম্ ছোয়া-গিরূন্। ৩০। অক্বা-লাতিল্ ইয়াহূদু উ'যাইরুনিব্‌নুল্লা-হি

বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া না দেয়। (৩০) ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহ্‌র পুত্র,

وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ۗ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ

অক্বা-লাতিন্নাছোয়া-রাল্ মাসীহুব্‌নুল্লা-হ্; যা-লিকা ক্বওলুহুম্ বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ ইয়ুদ্বোয়া-হিয়ূনা

খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র, এটা তাদের মনগড়া কথা। এরা পূর্বের কাফেরদের

قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ قٰتَلَهُمُ اللهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِتَّخَذُوْۤا

ক্বওলাল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বব্‌ল্; ক্বা-তালাহুমু ল্লা-হু আন্না-ইয়ু"ফাকূন্। ৩১। ইত্তাখাযূ ~

অনুকরণ করে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুক; কোথায় পালাবে? (৩১) তারা আল্লাহ্‌কে বাদ

আয়াত-২৯ ঃ টীকা ঃ (১) কুফর ও শিরক হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রহমত গুণে শাস্তির এ কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে থাকতে চাইলে তাদের হতে সামান্য জিযিয়া কর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তার বিধান থাকবে। শরীয়তের পরিভাষায় এটা হল জিযিয়া কর। শরীয়ত মূলতঃ এর কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয় নি, বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি অমুসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা'সঙ্গত মনে হয় তাই ধার্য করবেন। অধিকাংশ ইমামের মতে জিযিয়া দিতে স্বীকার করলে সকল অমুসলিমের সাথেই যুদ্ধ বন্ধ করে দিতে হবে। (মাঃ কোঃ)

أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا

আহ্‌বা-রহুম্ অরুহ্‌বা-নাহুম্ আর্‌বা-বাম্ মিন্ দূনিল্লা-হি অল্ মাসী হাব্‌না মার্‌ইয়ামা অমা ~ উমিরূ ~

দিয়ে পাদ্রী, বৈরাগীদেরকে তাদের রব বানিয়ে রেখেছে, মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও তাদের রব বানিয়েছে অথচ তারা

إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *

ইল্লা-লিইয়া'বুদূ ~ ইলা-হাঁও ওয়া-হিদান্ লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হূ; সুব্‌হা-নাহূ 'আম্মা- ইয়ুশ্‌রিকূন্।

এক রবের ইবাদাতের জন্য আদেশ প্রাপ্ত। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র।

(৩২) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ

৩২। ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুত্বফিয়ূ নূরল্লা-হি বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্ অইয়া"বা ল্লা-হু ইল্লা ~ আইঁ ইয়ুতিম্মা নূরাহূ

(৩২) তারা মুখের ফুঁক দিয়ে আল্লাহ্‌র নূর নির্বাপিত করতে চায়; কিন্তু আল্লাহ্ চান স্বীয় নূরকে প্রজ্বলিত করতে।

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (৩৩) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

অলাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্। ৩৩। হুঅল্লাযী ~ আর্‌সালা রাসূলাহূ বিল্‌হুদা- অদীনিল্ হাক্ব্‌ক্বি

যদিও কাফেরদের তা পছন্দনীয় নয়। (৩৩) তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (৩৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

লিইয়ুজ্ হিরাহূ 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী অলাও কারিহাল্ মুশ্‌রিকূন্। ৩৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~

পাঠালেন, যেন সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয় করেন; যদিও তা অপছন্দ করে মুশরিকরা। (৩৪) হে মু'মিনরা!

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

ইন্না কাছীরাঁম্ মিনাল্ আহ্‌বা-রি অর্‌রুহ্ বা-নি লাইয়া"কুলূনা আম্‌ওয়া-লান্ না-সি বিল্‌বা-ত্বিলি

তাদের পাদ্রী ও বৈরাগী যাজকদের মাঝে অনেকে মানুষের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

অ ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; অল্লাযীনা ইয়াক্‌নিযূ নায্‌যাহাবা অল্ ফিদ্বদ্বোয়াতা অলা-

এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে; যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না,

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (৩৫) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ

ইয়ুন্‌ফিক্বূনাহা-ফী সাবীলিল্লা-হি ফাবাশ্‌শির্ হুম্ বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৩৫। ইয়াওমা ইয়ুহ্‌মা-'আলাইহা- ফী না-রি

আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৩৫) ঐ দিন তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে দাগ দেয়া হবে

শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৪ঃ অনেকের মতে এই আয়াত ইহুদী-খৃষ্টানদের উদ্দেশে নযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতটি মুসলমানদের মধ্যে যারা যাকাত এবং অন্যান্য আর্থিক দেনা পাওনাসমূহ আদায় করে না তাদের উদ্দেশে নাযিল হয়েছে। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আয়াতটি যারা যাকাত আদায় করে না তাদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে , চাই তারা হউক মুসলমান অথবা অমুসলমান আহ্‌লে কিতাবী । বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যর (রাঃ) ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে এ আয়াতটি সম্বন্ধে বিতর্ক হয়েছিল। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এর মতে, আয়াতটি আহ্‌লে কিতাব সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, আর হযরত আবু যর (রাঃ)-এর মতে মুসলমান ও আহ্‌লে কিতাব উভয়ের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে।

● সিজদাহ

جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ

জ্বাহান্নামা ফাতুক্ওয়া– বিহা–জিবা–হুহুম্ অজ্বূনূ বুহুম্ অ জুহূরুহুম্; হা–যা– মা– কানায্তুম্
তাদের কপালে, পাজরে ও পিঠে। বলা হবে, এগুলো সেই সঞ্চিত সম্পদ; যা সঞ্চিত করে রেখেছিলে। সুতরাং

لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ

লিআন্ফুসিকুম্ ফাযূক্বূ মা–কুন্তুম্ তাক্নিযূন্। ৩৬। ইন্না 'ইদ্দাতাশ্ শুহূরি 'ইন্দাল্লা–হিছ্
তোমরা যা জমা করে রাখতে তারই স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে গণনার মাস বারটি, যা সুনির্দিষ্ট

اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

না– 'আশারা শাহ্রান্ ফী কিতা–বিল্লা–হি ইয়াওমা খলাক্বাস্ সামাওয়া–তি অল্ আর্দ্বোয়া মিন্হা ~ আর্বা'আতুন্
রয়েছে আল্লাহর কিতাবে সেদিন থেকে যেদিন তিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ;

حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا

হুরুম্; যা–লিকাদ্দীনুল্ ক্বাইয়্যিমু ফালা–তাজ্লিমূ ফীহিন্না আন্ফুসাকুম্ অক্বা–তিলুল্
এটাই সত্য ব্যবস্থা; এগুলোর ব্যাপারে তোমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করো না, মুশরিকদের সাথে পূর্ণ যুদ্ধ কর

الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

মুশ্রিকীনা কা — ফ্ফাতান্ কামা–ইয়ুক্বা–তিলূনাকুম্ কা — ফ্ ফাহ্; অ'লামূ ~ আন্নাল্লা–হা মা'আল্ মুত্তাক্বীন্।
সমবেতভাবে, যেমন তারাও সম্মিলিতভাবে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে; আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

﴿٣٧﴾ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا

৩৭। ইন্নামান্ নাসী — য়ু যিয়া–দাতুন্ ফীল্ কুফ্রি ইয়ুদ্বোয়াল্লু বিহিল্লাযীনা কাফারূ–ইয়ুহিল্লূনাহূ 'আ–মাওঁ অইয়ুহার্রিমূনাহূ 'আ–মাল্
(৩৭) মাসকে পিছান বাড়তি কুফুরী। যা দিয়ে কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, তাকে কোন বছর বৈধ করে ও কোন

وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ

লিইয়ুওয়া–ত্বিয়ূ 'ইদ্দাতা মা–হার্রামাল্লা–হু ফাইয়ুহিল্লূ মা–হার্রামাল্লা–হ্; যুইয়্যিনা লাহুম্
বছর অবৈধ করে; যেন আল্লাহ্‌র হারাম মাসের গণনা ঠিক থাকে, আর আল্লাহ্‌র হারামকে হালাল করতে পারে।

سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

সূ — য়ু আ'মা–লিহিম্; অল্লা–হু লা–ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ কা–ফিরীন্। ৩৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ–মানূ
মন্দ কাজই তাদের কাছে শোভনীয়। আর আল্লাহ্ কাফেরদেরকে সৎপথ দেখান না। (৩৮) হে মু'মিনরা!

ع ৫ ১১ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত–৩৭ ঃ চন্দ্র মাসসমূহ সাধারণত ঃ মৌসুম হিসাবে পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে মাসগুলো ছয় ঋতুতে ঘুরে ঘুরে আসত। কোন সময় এমনও হয়, নিরাপত্তা ও সম্মানিত মর্যাদাবান চারি মাসের কোন মাসে তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের সময় তদানীন্তন মুশরিকরা আপন খেয়াল–খুশী মত ঐসব মাসকে অগ্রপশ্চাত করেদিত, মুহর্‌রম মাসকে সফর মাস বানিয়ে দিত এবং ঘোষণা করে দিত যে, এ বছর সফর মুহর্‌রমের আগে হবে। এরূপ টালবাহানা করে বরাবরই হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ করে যেত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।
আয়াত–৩৮ ঃ নবম হিজরীতে আরবের খৃষ্টানেরা রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট এই মর্মে পত্র লিখল যে, "নবুওয়তের দাবীদার মুহাম্মদের (ছঃ) মৃত্যু ঘটেছে, তাঁর অনুচরবৃন্দকে অভাবে দুর্বল করে রেখেছে।" এই গুজবের উপর ভিত্তি করে রোম সম্রাটের আরব রাষ্ট্র করায়ত্ব করার সাধ

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ

মা-লাকুম্ ইযা-ক্বীলা লাকুমুন্ ফিরূ ফী সাবীলিল্লা-হিছ্ ছা-ক্বল্তুম্ ইলাল্ আর্দ্বি;

তোমাদের কি হল, আল্লাহ্‌র পথে তোমাদেরকে বের হতে বললে তোমরা যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়?

أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

আরাদ্বীতুম্ বিল্হাইয়া-তি দ্দুন্ইয়া-মিনাল্ আ-খিরতি ফামা- মাতা-উ'ল্ হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া- ফিল্ আ-খিরতি

তবে কি তোমরা পরকালের স্থলে দুনিয়ার জীবনেই সন্তুষ্ট অথচ পরকালের তুলনায় ইহকালীন জীবন বড়ই

إِلَّا قَلِيلٌ ۝٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

ইল্লা-ক্বালীল্। ৩৯। ইল্লা-তান্ফিরূ ইয়ু'আয্যিব্কুম্ 'আযা-বান্ 'আলীমাঁও অ ইয়াস্তাব্দিল্ ক্বওমান্ গইরকুম্;

নগণ্য। (৩৯) তোমরা অভিযানে বের না হলে ভীষণ শাস্তি দিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন;

وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ

অলা-তাদ্বুর্রূহু শাইয়া-; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৪০। ইল্লা- তান্ছুরূহু ফাক্বদ্ নাছোয়ারাহু

আর তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৪০) তোমরা সাহায্য না করলেও আল্লাহ

اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ

ল্লা-হু ইয্ আখ্রজাহুল্লাযীনা কাফারূ ছা-নিয়াছ্ নাইনি ইয্ হুমা-ফিল্ গ-রি ইয্ ইয়াক্বূলু

তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, আর গুহাতে তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন

لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ

লিছোয়া-হিবিহী লা-তাহ্যান্ ইন্নাল্লা-হা মা'আনা- ফাআন্যালাল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলাইহি অআইয়্যাদাহূ

তাঁরা উভয়ে গুহায় ছিলেন তখন সাথীকে বলেছেন; চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে প্রশান্তি দিলেন এবং তাঁকে

بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ

বিজুনূ দিল্ লাম্তারাওহা-অজ্বা'আলা কালিমাতাল্লাযীনা কাফারুস্ সুফ্লা-অকালিমাতু ল্লা-হি হিয়াল্

শক্তি দান করলেন এমন এমন সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ অবিশ্বসীদের কথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহ্‌র

الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٤١ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ

'উল্ইয়া-; অল্লা-হু 'আযীযুন্ হাকীম্। ৪১। ইন্ফিরূ খিফা-ফাঁও অছিক্ব-লাঁও অ জ্বা-হিদূ বিআম্ওয়া-লিকুম্

বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ বিজয়ী, কৌশলী। (৪১) হালকা অথবা ভারি (রণশম্ভার) অবস্থায় বের হও এবং জান-মাল দিয়ে

হল এবং নিজের বিশেষ অন্তরঙ্গদের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য আরবের দিকে রওয়ানা করল। রাসূল (ছঃ) এই সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রাঃ)- কে আহ্লে বাইতের অর্থাৎ আপন পরিবার পরিজনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক এবং হযরত ইবনে উম্মে মকতুমকে ইমাম মনোনীত করে তদভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন তাপমাত্রা এত উষ্ণ হয়েছিল, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং যাত্রাও ছিল অতি দূর-পাল্লার, আর শত্রুও ছিল শক্তিশালী, জীবিকার উপাদান অর্থাৎ খেজুর ইত্যাদি ফসল কাটার সময়ও সমাগত। তদুপরি মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধের অবসানও হয়েছিল সবেমাত্র। এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফিকরা নানা টাল-বাহানা আরম্ভ করে দিল এবং কতিপয় মুসলমানও ভীত-সন্ত্রস্ত হল। তখন মুসলমানদেরকে উদ্যোগী ও উৎসাহিত করে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।

وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ لَوْ كَانَ

অ আন্‌ফুসিকুম্ ফী সাবীলি ল্লা-হ্; যা-লিকুম খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন। ৪২। লাও কা-না

আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ যদি তোমরা বুঝ। (৪২) আশু লাভ

عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ

'আরাদ্বোয়ান্ কারীবাঁও অসাফারান ক্বা-ছিদাল্ লাত্তাবাউ'কা অলা-কিম্ বা'উদাত্ 'আলাইহিমুশ্ শুক্ব্ ক্বাহ্;

ও সফর সহজ হলে তারা অবশ্যই আপনার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের কাছে দুরত্ব কঠিন হল; তারা আল্লাহ্‌র

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ

অসাইয়াহ্‌লিফূনা বিল্লা-হি লাওয়িস্‌তাত্বোয়া'না- লাখারাজ্ব্‌না- মা'আকুম্ ইয়ুহ্‌লিকূনা আন্‌ফুসাহুম্ অল্লা-হু

নামে শপথ করে বলবে; সাধ্য থাকলে অবশ্যই আমরা বের হতাম'। এরা নিজেরাই ধ্বংস করে; আল্লাহ

ع ৬ ৫ ১২ রুকু

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٣﴾ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ

ইয়া'লামু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ৪৩। 'আফাল্লা-হু 'আন্‌কা লিমা আযিন্‌তা লাহুম্ হাত্তা-ইয়াতাবাইয়্যানা লাকাল্

জানেন, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করলেন, আপনি কেন তাদের অনুমতি দিলেন, কারা সত্যবাদী ও

الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٤﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

লাযীনা ছদাক্ব্ অ তা'লামাল্ কা-যিবীন। ৪৪। লা-ইয়াস্‌তা''যিনুকাল্লাযীনা ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি

কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত? (৪৪) আপনার কাছে অব্যাহতি চায় না। আল্লাহ ও পরকালে

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۞

অল্‌ইয়াওমিল্ আ-খিরি আঁই ইয়ুজ্বা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ অ আন্‌ফুসিহিম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিলমুত্তাক্বীন্।

বিশ্বাসীরা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে,মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ জানেন।

﴿٤٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ

৪৫। ইন্নামা-ইয়াস্‌তা''যিনুকাল্ লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অর্‌তাবাত্

(৪৫) তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা ঈমান রাখে না আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ

ক্বুলূবুহুম্ ফাহুম্ ফী রইবিহিম্ ইয়াতারদ্দাদূন্। ৪৬। অলাও আর-দুল্ খুরূজ্বা লাআ'আদ্দূ লাহূ

তাদের অন্তর সন্দিহান, ফলে তারা সন্দেহে উদ্বিগ্ন। (৪৬) তাদের যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা থাকলে তজ্জন্য কিছু প্রস্তুতি তো তারা

عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

'উদ্দাতাঁও অলা-কিন্ কারিহা ল্লা-হুম্ বি'আ-ছাহুম্ ফাছাব্বাত্বোয়াহুম্ অক্বীলাক্ব্ 'উদূ মা'আল্ ক্ব-'ইদীন্।

নিত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যুদ্ধে যাওয়াকে অপছন্দ করলেন, তাই তিনি সামর্থ দেননি; বলা হল, যারা বসা তাদের সাথে বসে থাক।

﴿٤٧﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ

৪৭। লাও খারাজূ ফীকুম্ মা-যা-দূকুম্ ইল্লা-খব-লাওঁ অলা আওদ্বোয়া'উ খিলা-লাকুম্ ইয়াব্গূনাকুমুল্
(৪৭) তোমাদের সঙ্গে বের হলে তারা তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই বাড়াত ও ফিতনাতে তৎপর হত। আর

الْفِتْنَةَ ج وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ

ফিত্নাতা অফীকুম্ সাম্মা-'উনা লাহুম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্জোয়া-লিমীন্। ৪৮। লাকদিব্তাগায়ুল্ ফিত্নাতা
তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচর আছে। আল্লাহ জালিমদের ব্যাপারে অবহিত। (৪৮) এরা পূর্বেও ফিতনা পাকিয়েছে,

مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ

মিন্ ক্বব্লু অক্বল্লাবূ লাকাল্ উমূরা হাত্তা-জ্বায়াল্ হাক্কু অজোয়াহারা আম্রুল্লা-হি অহুম্
আপনার কর্ম নষ্ট করতে চেয়েছে যতক্ষণ না তাদের অনিচ্ছাসত্বে সত্য এসেছে ও আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যক্ত

كَارِهُونَ ﴿٤٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ط أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ط

কা-রিহূন্। ৪৯। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াকূলু'' যাল্লী অলা-তাফ্তিন্নী; আলা-ফিল্ ফিত্নাতি সাক্বাত্বূ;
হয়েছে। (৪৯) আর তাদের মধ্যে যারা বলে, আমাদেরকে অব্যাহতি দিন, ফিতনায় ফেলবেন না; সাবধান! এরা

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ج وَإِنْ

অইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বোয়াতুম্ বিল্কা-ফিরীন্। ৫০। ইন্ তুছিব্কা হাসানাতুন্ তা''সূহুম্ অইন্
ফিতনায় পড়েই আছে। জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘিরে আছে। (৫০) আপনার মঙ্গল হলে এদের কষ্ট হয়। আর আপনার

تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

তুছিব্কা মুছীবাতুঁই ইয়াকূলূ ক্বদ্ আখায্না ~ আম্রনা-মিন্ ক্বব্লু অইয়াতাওয়াল্লাও অহুম্ ফারিহূন্।
উপর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়, তা হলে বলে, আমরা পূর্বেই সতর্ক হয়েছি এবং তারা আনন্দে সরে পড়ে।

﴿٥١﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلَانَا ج وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

৫১। কুল্ লাইঁ ইয়ুছীবানা ~ ইল্লা-মা-কাতাবা ল্লা-হু লানা-, হুঅ মাওলা-না- অ'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতা ওয়াক্কালিল্
(৫১) আপনি বলে দিন, আমার উপর আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তাই আমাদের হবে, তিনিই অভিভাবক, আল্লাহ্‌র উপরই

الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ

মু''মিনূন্। ৫২। কু্ল্ হাল্ তারাব্বাছূনা বিনা ~ ইল্লা ~ ইহ্দাল্ হুস্নাইয়াইন্; অনাহ্নু
নির্ভর করে মু'মিনরা। (৫২) বলুন, তোমরা আমাদের দুটি মঙ্গলের একটির অপেক্ষা করছ, আর আমরাও অপেক্ষায়

শানেনুযূলঃ আয়াত-৪৭ ঃ বদর প্রান্তে যুদ্ধ করার জন্য মক্কার কোরাইশরা ও কাফেররা যখন মক্কা হতে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করল, তখন কুচকাওয়াজ ও রং বেরঙ্গের নাটকের সাজ সরঞ্জামও সঙ্গে নিয়েছিল। পথে আবু সুফিয়ানের সংবাদ বাহকের সাক্ষাত হল; সে বলল, যে কাফেলার সাহায্যের জন্য তোমাদের এ অভিযান, তারা অক্ষত অবস্থায় রাস্তা এড়িয়ে চলে এসেছে, তোমরা ফিরে চল, আবু জেহেল বলল; না, যে পর্যন্ত বদর রণাঙ্গনে জয়যুক্ত হয়ে নাট্যোৎসব পালন এবং উট জবাই করে ভোজের আয়োজন না করব ততক্ষণ ফিরব না।" সুতরাং মুসলমানদের দম্ভ করা হতে বিরত রাখার জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ز

নাতারব্বাছু বিকুম্ আইঁ ইয়ুছীবাকুমুল্লা-হু বি'আযা-বিম্ মিন্ 'ইন্দিহী ~ আও বিআইদীনা-
থাকলাম যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে; অতএব

فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ

ফাতারব্বাছূ ~ ইন্না-মাআ'কুম্ মুতারব্বিছূন্। ৫৩। কুল্ আন্ফিকু তোয়াও'আন আও কার্হাল্ লাইঁ ইয়ুতাক্বব্বালা
অপেক্ষায় থাক, আমরাও অপেক্ষায় আছি। (৫৩) বলুন, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তোমাদের অর্থ গৃহীত

مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ

মিন্কুম্; ইন্নাকুম্ কুন্তুম্ ক্বাওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৫৪। অমা-মান'আহুম্ আন্ তুক্ব্বালা মিন্হুম্ নাফাক্ব-তুহুম্
হবে না; তোমরা ফাসেক সম্প্রদায়ের লোক। (৫৪) তাদের অর্থ গৃহীত না হওয়ার কারণ, তারা

إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا

ইল্লা ~ আন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি অবিরসূলিহী অলা- ইয়া"তূনাছ্ ছলা-তা ইল্লা- অহুম্ কুসা-লা- অলা-
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে অস্বীকার করে, তারা নামাযে অলসতা করে, আর তার সাথে

يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٥﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا

ইয়ুন্ফিকূ-না ইল্লা- অহুম্ কা-রিহূন্। ৫৫। ফালা-তু'জিব্কা আম্ওয়া-লুহুম্ অলা ~ আওলা-দুহুম্; ইন্নামা-
বিরক্তিভরে দান করে। (৫৫) তাদের ধন সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, তা

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ *

ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়ু 'আয্যিবাহুম্ বিহা- ফিল্হাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অতায্হাক্ব আন্ফুসুহুম্ অহুম্ কা-ফিরূন্।
দ্বারা যা দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতে চান, আর কুফ্রী অবস্থায়ই যেন তাদের জীবন বের হয়।

﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ

৫৬। অ ইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি ইন্নাহুম্ লামিন্কুম্; অমা-হুম্ মিনকুম্ অলা-কিন্নাহুম্ ক্বওমুঁই ইয়াফ্রাকূন্। ৫৭। লাও
(৫৬) তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে, তারা তোমাদের দলে, মূলতঃ তারা তা নয়; এরা ভীতু। (৫৭) যদি তারা পেত

يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُمْ

ইয়াজিদূনা মাল্জায়ান্ আও মাগ-র-তিন্ আও মুদ্দাখলাল্ লাঅল্লাও ইলাইহি অহুম্ ইয়াজ্ মাহূন্। ৫৮। অমিন্হুম্
কোন আশ্রয়স্থান, অথবা কোন গুহা বা লুকিয়ে থাকার সামান্য স্থান, তবে তার দিকেই ক্ষিপ্রগতিতে পালাত। (৫৮) আর তাদের

আয়াত-৫৬ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের অন্যান্য কতিপয় বদভ্যাসের বিবরণ দিচ্ছেন। তন্মধ্যে প্রথম হল, তাদের মিথ্যা শপথ করা যে, "আমরা তোমাদের দলভুক্ত।" অথচ তাদের এ শপথ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর দ্বিতীয় হল, তারা অন্যত্র কোন আশ্রয় স্থল পেলে তথায় চলে যাবে। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৮ঃ এ আয়াতটি মুনাফিক আবুল জওয়ায সম্বন্ধে নাযিল হয়। একদা সে বলেছিল "তোমাদের নবীকে দেখ, তিনি তোমাদের সদকার মালপত্রসমূহ ছাগল-মেষ চালক রাখালদেরকে ভাগ করে দিচ্ছেন, আরও দাবী করছেন যে, তিনি ন্যায় করছেন।" আর কেউ বলল, হুনাইন যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল রাসূল (ছঃ) ভাগ-বন্টনের সময় মক্কাবাসী নব-মুসলিমদের হৃদয় জয়ের লক্ষ্যে তাদেরকে অধিক পরিমাণে দিচ্ছিলেন। তখন খারেজীদের নেতা আবুল খুওয়াইসরা এসে বলল, "হে মুহাম্মদ (ছঃ)! ইনসাফ কর।" রাসূল (ছঃ) তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হে হতভাগ্য! আমি যদি ইন্সাফ না করি তবে কে করবে? এতে আয়াতটি নাযিল হয়।

مَن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ج فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ إِذَا

মাঁই ইয়াল্‌মিযুকা ফিছ্ ছদাক্ব-তি ফাইন্ উ'ত্বূ মিন্‌হা-রাদ্বূ অইল্লাম্ ইয়ু'ত্বোয়াও মিন্‌হা ~ ইযা-

কেউ সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে, তারপর তা থেকে তাদেরকে কিছু দিলে রাযী, আর না দিলে

هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَآ ءَاتٰىهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

হুম্ ইয়াস্‌খাত্বূ-ন্। ৫৯। অলাও আন্নাহুম্ রাদ্বূ মা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু অ রসূলুহূ অ ক্ব-লূ হাস্‌বুনাল্লা-হু

বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত যদি তারা সন্তুষ্ট থেকে বলত আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আল্লাহ

৭
ع
১৭
১৩
রুকু

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى اللَّهِ رٰغِبُونَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ

সাইয়ু"তী নাল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহী অরসূলুহূ ~ ইন্না ~ ইলাল্লা-হি র-গিবূন্। ৬০। ইন্নামাছ্ ছদাক্ব-তু

আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে আরো দান করবেন এবং রাসুলও; আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আসক্ত। (৬০) সদকা শুধু

لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِينِ وَالْعٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَ

লিল্‌ফুক্বারা — য়ি অল্‌মাসা-কীনি অল্'আ-মিলীনা 'আলাইহা- অল্ মুআল্লাফাতি ক্বূলূবুহুম্ অফির্ রিক্ব-বি অল্

তাদের হক যারা নিঃস্ব, যারা সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের মন জয়ের প্রয়োজন; দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত

الْغٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

গ-রিমীনা অফী সাবীলিল্লা-হি অব্‌নিস্ সাবীল্; ফারীদ্বোয়াতাম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।

আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ ও মুসাফিরদের জন্য; এটাই আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, কৌশলী।

﴿٦١﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ط قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ

৬১। অ মিন্‌হুমুল্ লাযীনা ইয়ু"যূ নান্ নাবীইয়্যা অইয়াক্বূলূনা হুঅ উযুন্; ক্বূল্ উযুনু খইরিল্লাকুম্

(৬১) আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় ও বলে, সেতো কর্ণপাতকারী। বলুন, তিনি তোমাদের

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ ط وَالَّذِينَ

ইয়ু"মিনু বিল্লা-হি অইয়ু"মিনু লিল্ মু"মিনীনা অরহ্‌মাতুল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ মিন্‌কুম্; অল্লাযীনা

মঙ্গলটিই শুনেন; আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করেন, তোমাদের মধ্য যারা মু'মিন তাদের জন্য রহমত; আল্লাহ্‌র

يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ج

ইয়ু"যূনা রসূলাল্লা-হি লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬২। ইয়াহ্‌লিফূনা বিল্লা-হি লাকুম্ লিইয়ুরদ্বূকুম্

রাসূলকে কষ্টদাতাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে। (৬২) তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ" করে তোমাদেরকে

তিন চতুর্থাংশ

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ

অল্লা-হু অ রসূলুহূ ~ আহাক্বক্বু আঁই ইয়ুর্‌দূহু ইন্ কা-নূ মু"মিনীন্। ৬৩। আলাম্ ইয়া'লামূ ~ আন্নাহূ

সন্তুষ্ট করার জন্য, মুমিন হলে তাদের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলকে খুশী করাই ছিল শ্রেয়। (৬৩) তারা কি জানে না যে, যে

مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ الْخِزْيُ

মাইঁ ইয়ুহা-দিদি ল্লা-হা অরসূলাহূ ফাআন্না লাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খ-লিদান্ ফীহা-; যা-লিকাল্ খিয্ইয়ুল্

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। এটাই

الْعَظِيْمُ ۞ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ

'আজীম্। ৬৪। ইয়াহ্যারুল্ মুনাফিক্বূনা আন্ তুনায্যালা 'আলাইহিম্ সূরাতুন্ তুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা-ফী

বড় দুর্ভোগ। (৬৪) মুনাফিকরা ভয় পাচ্ছে না এমন সূরা অবতীর্ণ হয় যা তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে;

قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۞ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ

ক্বুলূবিহিম্; ক্বুলিস্ তাহ্যিয়ূ ইন্নাল্লা-হা মুখ্রিযুম্ মা-তাহ্যারূন্। ৬৫। অ লায়িন্ সায়াল্তা হুম্

বলুন, তোমরা ঠাট্টা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যক্ত করবেন যার ভয় তোমরা কর। (৬৫) আর আপনি প্রশ্ন

لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۭ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ

লাইয়াক্বূলুন্না ইন্নামা-কুন্না-নাখূদ্বু অনাল্'আব্; ক্বুল্ আবিল্লা-হি অআ-ইয়া-তিহী অরসূলিহী কুন্তুম্

করলে বলবেন, আমরা তো কেবল ফুর্তি ও কৌতুক করছি। বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও রাসূলের সঙ্গে

تَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۭ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ

তাস্তাহ্যিয়ূন্। ৬৬। লা-তা'তাযিরূ ক্বদ্ কাফার্তুম্ বা'দা ঈমা-নিকুম্; ইন্ না'ফু 'আন্ ত্বোয়া — য়িফাতিম্

উপহাস করছ? (৬৬) বাহানা করো না, তোমরা তো কুফুরী করেছ ঈমানের পর। তোমাদের এক দলকে ক্ষমা

مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۞ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ

মিন্কুম্ নু'আয্যিব্ ত্বোয়া — য়িফাতাম্ বিআন্নাহুম্ কা-নূ মুজ্রিমীন্। ৬৭। অল্ মুনা-ফিক্বূনা অলমুনা-ফিক্বা-তু

করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিবই। কেননা, তারা ছিল দোষি। (৬৭) মুনাফিক নর ও নারী একে অন্যের

بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ

বা'দ্বুহুম্ মিম্ বা'দ্ব; ইয়া''মুরূনা বিল্মুন্কারি অইয়ান্হাওনা 'আনিল্ মা'রূফি অইয়াক্ব্বিদ্বূনা

দোসর, অসৎকাজের নির্দেশ দেয়, সৎকাজে বাধা প্রদান করে, স্বীয় হাত বন্ধ করে, আল্লাহকে

اَيْدِيَهُمْ ۭ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۭ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞ وَعَدَ اللّٰهُ

আইদিয়াহুম্; নাসুল্লা-হা ফানাসিয়াহুম্; ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা হুমুল্ ফা-সিক্বূন্। ৬৮। অ'আদাল্লা-হুল্

ভুলেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলেছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা বড়ই অবাধ্য। (৬৮) মুনাফিক নর-নারী

রুকু ১৪ ওয়াক্বফে গোফরান

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬৪ঃ কতিপয় মুনাফেক ইসলাম সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করেছিল, সাথে সাথে তাদের এ আশঙ্কাও হচ্ছিল যে, মুহাম্মদ (ছঃ) ওহীর মারফত তা জানতে পারলে বড় বিপদ হবে। কার্যতঃ তাই হল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ওহীর মারফত তা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা কেবলমাত্র হাসি-তামাশা করছিলাম। (বঃ কোঃ) আয়াত-৬৫ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলামের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক কৌতুক বা বিদ্রূপ করা কুফুরীর মধ্যে গণ্য। আরও জানা আবশ্যক আল্লাহর প্রতি, রাসূল (ছঃ)-এর প্রতি এবং কোরআন ও তার আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস-এই ত্রিবিদ উপহাসই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এর যে কোন একটির সাথে উপহাস করলে তিনটির সঙ্গেই উপহাস করা হয় এবং তা কুফর। (বঃ কোঃ)

الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ

মুনা-ফিক্বীনা অল্‌মুনা-ফিক্বা-তি অল্‌কুফ্‌ফা-রা না-রা জ্বাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা-; হিয়া হাস্‌বুহুম্

ও কাফেরদেরকে আল্লাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন জাহান্নামের, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। এটাই তাদের জন্য

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٦٩ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ

অলা'আনাহুমুল্লা-হু অলাহুম্ 'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৬৯। কাল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিকুম্ কা-নূ ~ আশাদ্দা

যথেষ্ট; আল্লাহ লা'নত করেছেন, তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি। (৬৯) তোমাদের অবস্থা পূর্ববর্তীদের ন্যায়, যারা তোমাদের

مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۗ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

মিন্‌কুম্ কু্‌ওয়্যাতাঁও অআক্‌ছারা আম্‌ওয়ালাঁও অআওলা-দা-; ফাস্‌তাম্‌তা'ঊ বিখলা-ক্বিহিম্ ফাস্‌তাম্‌তা'তুম্

চেয়ে প্রবল ছিল, শক্তিতে ও ধন সম্পদে এবং সন্তান সন্ততিতে; অতঃপর তারা তাদের প্রাপ্য ভোগ করেছে, তোমরাও

بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ

বিখলা-ক্বিকুম্ কামাস্ তাম্‌তা'আল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিকুম্ বিখলা-ক্বিহিম্ অখুদ্বতুম্ কাল্লাযী

তোমাদের অংশ ভোগ করেছ; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ ভোগ করেছে। তারা যেরূপ পাপে লিপ্ত ছিল

خَاضُوْا ۗ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

খ-দ্বূ; উলা — য়িকা হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফিদ্দুন্‌ইয়া- অল্ আ-খিরতি অউলা — য়িকা হুমুল্

তোমরা তাদের মত পাপকর্মে লিপ্ত হলে। আর এদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল নেক আমল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে,

الْخٰسِرُوْنَ ۝٧٠ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬

খ-সিরূন্। ৭০। আলাম্ ইয়া''তিহিম্ নাবায়ুল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্ ক্বওমি নূহিঁও অ'আ-দিঁও অছামূদা

তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) এদের কাছে কি তাদের পূর্ববর্তীদের খবর পৌছে নি? যেমন নূহ, আ'দ, ছামূদ,

وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۗ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ

অক্বওমি ইব্রাহীমা অআছ্‌হা-বি মাদ্‌ইয়ানা অল্ মু''তাফিকা-ত; আতাত্ হুম্ রসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি

ইব্রাহীমের সম্প্রদায়, এবং মাদ্‌ইয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত নগরের কথা; স্পষ্ট প্রমাণসহ রাসুলরা এসেছেন; আল্লাহ

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٧١ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

ফামা-কা-নাল্লা-হু লিইয়াজ্ লিমাহুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ৭১। অল্‌মু''মিনূনা

এমন নন যে তিনি তাদের উপর জুলুম করেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। (৭১) মু'মিন নর

আযাত-৬৯ ঃ ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস এবং আখেরাতের প্রতি উপেক্ষা জ্ঞাপনের মধ্যে মুনাফেকদেরকে কাফেরদের সাদৃশ্য বলে উল্লেখ করেন। এখানে তাদের উভয় দলকেই নবীদের অবিশ্বাস করার মধ্যে এবং ধোকাবাজীকে একদল অপরদলের সমপর্যায়ের বলে ঘোষণা করা হয়। আয়াত-৭০ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ধ্বংস করে তাদের উপর কোন জুলুম করেন নি। অধিকন্তু, তিনি যদি কোন অপরাধহীন কাউকেও ধ্বংস করতেন তার অবিচার হত না। কারণ, অবিচার হয় তখন, যখন কেউ অন্যের অধিকারে বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করে। আর এইদিকে তো সর্বত্রই আল্লাহর অধিকার, ওতে কারও কোন শরীক নেই, তিনিই একচ্ছত্রভাবে সর্বাধিনায়ক। সুতরাং এটা আল্লাহ তাআলার একমাত্র করুণা ও অনুগ্রহ যে, তিনি বিনা দোষে কাকেও শাস্তি দেন না। আর শরীয়তের অনুশাসন হিসাবে পরকালে কাকেও বিনা দোষে শাস্তি দেয়া আল্লাহর পক্ষে শোভনীয় নয় যদিও যুক্তিসম্মত বৈধ।

وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

অলমু"মিনা–তু বা'দুহুম্ আওলিয়া — য়ু বা'দ্ব্। ইয়া"মুরূনা বিল্মা'রূফি অইয়ান্হাওনা 'আনিল্

ও নারী একে অন্যের বন্ধু তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে,

الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ

মুন্কারি অইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা–তা অইয়ু"তূনায্ যাকা–তা অইয়ুত্বী'উনাল্লা–হা অরাসূলাহ্;

আর নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, এদের প্রতিই

اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ

উলা — য়িকা সাইয়ার্হামুহুমুল্লা–হ্; ইন্নাল্লা–হা 'আযীযুন্ হাকীম্ ৭২। অ'আদাল্লা–হুল্ মু"মিনীনা অল্

আল্লাহ্র রহমত অবশ্যই বর্ষিত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী। (৭২) আর আল্লাহ মু'মিন নর-নারীকে

الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً

মু"মিনা–তি জ্বান্না–তিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা–রু খ–লিদীনা ফীহা- অমাসা–কিনা ত্বোয়াইয়িবাতান্

ওয়াদা দিলেন জান্নাতের যার নিচ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আর

فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٣﴾ يٰۤاَيُّهَا

ফী জ্বান্না–তি 'আদ্ন্; অরিদ্বওয়া–নুম্ মিনাল্লা–হি আক্বার্; যা–লিকা হুঅল্ ফাওযুল্ 'আজীম্।৭৩। ইয়া ~ আইয়্যুহান্

স্থায়ী জান্নাতে উত্তম সংরক্ষিত মহল; আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই বড়, এটাই পরম সাফল্য। (৭৩) হে নবী!

النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ

নাবিয়্যু জ্বা–হিদিল্ কুফ্ফা–রা অল্মুনা-ফিক্বীনা অগ্লুজ 'আলাইহিম্; অমা"ওয়া–হুম্ জাহান্নাম্; অবি"সাল্

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন ও কঠোর হন, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম, তা কতই না নিকৃষ্ট

الْمَصِيْرُ ﴿٧٤﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا

মাছীর্। ৭৪। ইয়াহ্লিফূনা বিল্লা–হি মা–ক্বা–লূ; অলাক্বদ্ ক্ব–লূ কালিমাতাল্ কুফ্রি অকাফারূ

স্থান।(৭৪) তারা এরূপ কথা বলেনি বলে আল্লাহর নামে শপথ করে, অথচ তারা অবশ্যই কুফুরী কথা বলেছে, মুসলিম

بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَ

বা'দা ইস্লা–মিহিম্ অহাম্মূ বিমা–লাম্ ইয়ানা-লূ অমা–নাকামূ ~ ইল্লা ~ আন্ আগ্নাহুমুল্লা-হু অ

হওয়ার পর কাফের হয়েছে, ইচ্ছা অনুযায়ী তা পায় নি; আর তারা কেবল এ কারণে বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও

ওয়াকুফে গুফরান

ع ৯ ৬ ১৫ রুকু

আয়াত-৭২ঃ মু'মিন নর-নারীরা স্বীয় ঈমান ও আ'মলের বিনিময়ে অনন্য নেয়ামত বিশিষ্ট জান্নাত লাভ করবেন। আর জান্নাতের অপরিসীম নেয়ামত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যা তারা প্রাপ্ত হবে তা হল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। এর তুলনায় অন্যান্য যাবতীয় নেয়া'মতই অতি নগণ্য। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭৩ ঃ এ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে যুদ্ধ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যেন তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ)

رَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ

রসূলুহূ মিন্ ফাদ্বলিহী ফাইঁ ইয়্যাতূবূ ইয়াকু খইরাল্ লাহুম্ অইঁ ইয়াতাঅল্লাওঁ ইয়ু'আয্যিব্ হুমুল্লা-হু

তাঁর রাসূল তাদেরকে স্বীয় কৃপায় বিত্তবান করেছিলেন। তারা যদি তওবা করে, তবে তাদেরই কল্যাণ হবে, আর যদি বিমুখ হয়,

عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا

'আযা-বান্ আলীমান্ ফিদ্দুন্ইয়া- অল্ আ-খিরতি অমা-লাহুম্ ফিল্ আর্দ্বি মিঁও অলিইঁয়্যিও অলা-

তবে ইহ-পরকালে আল্লাহ তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন, অতএব এ দুনিয়ায় তারা তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী

نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ

নাছীর্। ৭৫। অমিন্হুম্ মান্ 'আ-হাদাল্লা-হা লায়িন্ আ-তা-না-মিন্ ফাদ্বলিহী লানাছ্ছোদ্দাক্বন্না অলানাকূনান্না

পাবে না। (৭৫) তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে ওয়াদা করে যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে দান করলে আমরা সদকা

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم

মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৭৬। ফালাম্মা ~ আ-তা-হুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী বাখিলূ বিহী অতাঅল্লাওঁ অহুম্

দিব ও সৎ হব। (৭৬) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করলেন, তখন তারা আরো অবাধ্য হয়ে অমান্য

مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ

মু'রিদ্বূন্। ৭৭। ফাআ'ক্ববাহুম্ নিফা-ক্বান্ ফী ক্বুলূ বিহিম্ ইলা-ইয়াওমি ইয়াল্ক্বওনাহূ বিমা ~ আখ্লাফুল্লা-হা

করল। (৭৭) আল্লাহ্র সঙ্গে মিলন অবধি তাদের মনে তিনি কপটতা স্থায়ী করে দিলেন; কেননা,তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত

مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

মা- অ'আদূহু অবিমা-কা-নূ ইয়াক্যিবূন্। ৭৮। আলাম্ ইয়া'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু সির্রাহুম্

ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, এজন্য যে তারা মিথ্যাচারী। (৭৮) এটা কি তাদের জানা ছিল না যে, তাদের গোপন কথা ও

وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

অনাজ্বওয়া-হুম্ অআন্নাল্লা-হা 'আল্লা-মুল্ গুইয়ূব্। ৭৯। আল্লাযীনা ইয়াল্মিযূনাল্ মুত্তোয়াওয়্যি'ঈনা মিনাল্

গোপন পরামর্শ আল্লাহ জানেন? অদৃশ্যকে আল্লাহ ভালই জানেন। (৭৯) তারা সেসব লোক যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে সেসব

الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ

মু''মিনীনা ফিছ্ ছদাক্বা-তি অল্লাযীনা লা-ইয়াজ্বিদূনা ইল্লা- জুহ্দাহুম্ ফাইয়াস্খারূনা

মু'মিনদের প্রতি যারা স্বেচ্ছায় সদকা দেয়, যারা নিজ শ্রম ছাড়া কিছুই পায় না, অতঃপর যারা তাদেরকে বিদ্রূপ করে,

مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

মিন্হুম্; সাখিরাল্লা-হু মিন্হুম্ অলাহুম্ 'আযাবুন্ আলীম্। ৮০। ইস্তাগ্ফির্ লাহুম্ আও লা-তাস্তাগ্ফির্ লাহুম্;

আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (৮০) আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা

إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

ইন্ তাস্‌তাগ্ ফির্‌লাহুম্ সাব্'ঈনা মার্‌রতান্ ফালাইঁ ইয়াগ্‌ফিরাল্লা-হু লাহুম্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি

উভয়ই তাদের জন্য সমান, আপনি তাদের জন্য সত্তরবার দো'আ করলেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; কেননা, তারা আল্লাহ

১০ ع ৮ ১৬ রুকু

وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨١﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

অরসূলিহ্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ৮১। ফারিহাল্ মুখল্লাফূনা বিমাক্ব'আদিহিম্

ও রাসূলকে অস্বীকার করছে। আল্লাহ অবাধ্যদের হিদায়াত দেন না। (৮১) যারা পিছনে থেকে গেল তারা

خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي

খিলা-ফা রসূলিল্লা-হি অকারিহূ ~ আঁই ইয়ুজ্বা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম্ অআন্‌ফুসিহিম্ ফী

আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে আনন্দ পেল, জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধকে অপছন্দ করল

سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ

সাবীলিল্লা-হি অক্বা-লূ লা-তান্‌ফিরূ ফিল্‌হার্; ক্বুল্ না-রু জ্বাহান্নামা আশাদ্দু হার্‌র-; লাও

ও বলল, তোমরা গরমের ভেতর অভিযানে বের হয়ো না। বলুন, জাহান্নামের আগুন এ অপেক্ষাও গরম, যদি

كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٢﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا

কা-নূ ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৮২। ফাল্‌ইয়াদ্বহাকূ ক্বালীলাঁও অল্ ইয়াব্‌কূ কাছীরান্ জ্বাযা — য়াম্ বিমা- কা-নূ

তারা বুঝত! (৮২) সুতরাং তারা এখন সামান্য হাসুক পরে অধিক কাঁদবে, এটাই তাদের কৃতকর্মের

يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ

ইয়াক্‌সিবূন্। ৮৩। ফাইর্ রাজ্বা'আকাল্লা-হু ইলা-ত্বোয়া — য়িফাতিম্ মিন্‌হুম্ ফাস্ তা"যানূকা লিল্‌খুরূজ্বি

ফল। (৮৩) আল্লাহ আপনাকে তাদের দলের কাছে ফেরত আনল এবং তারা কোন অভিযানে বের হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে

فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم

ফাক্বু-ল্ লান্ তাখ্‌রুজ্বূ মাই'ইয়া আবাদাঁও অলান্ তুক্বা-তিলূ মাই'ইয়া আদুওয়া-; ইন্নাকুম্ রাদ্বীতুম্

বলুন, তোমরা আমার সঙ্গে কখন, বের হবে না এবং আমার সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করবে না, প্রথমেই তোমরা তো

بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم

বিল্‌ক্বু'উদি আওলা মার্‌রতিন্ ফাক্ব্'উদূ মা'আল্ খ-লিফীন্। ৮৪। অলা-তুছোয়াল্লি 'আলা ~ আহাদিম্ মিন্‌হুম্

বসাকেই পছন্দ করেছ, তাই যারা পেছনে রয়েছে তাদের সাথে বসে থাক। (৮৪) তাদের মধ্যে কেউ মরলে জানাযা পড়বে না,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮০ ঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন পীড়িত হয় তখন তার পুত্র, আবদুল্লাহ্, যে সত্যিকার মুসলমান ছিল, বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার পিতার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করুন, যেন তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। হুযূর (ছঃ) দো'আ করেন তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত- ৮১ ঃ তবুক যুদ্ধে যখন মুসলমানরা রওয়ানা হতে লাগল, তখন মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট কাকুতি-মিনতি করে অব্যাহতির অনুমতি নিয়ে সরে পড়তে লাগল, অত্যন্ত গরম পড়ছে, এমন উত্তপ্ত খরায় কেমন করে যাবে? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ

মা-তা আবাদাঁও অলা-তাক্বুম্ 'আলা-ক্বাব্রিহ্; ইন্নাহুম্ কাফারূ বিল্লা-হি অরসূলিহী অমা-তূ অহুম্
তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না, কেননা, তারা তো কুফরী করেছে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। আর তারা অবাধ্য হয়ে

فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ

ফা-সিক্বূন্। ৮৫। অলা-তু'জ্বিব্কা আম্ওয়া-লুহুম্ অআওলা-দুহুম্; ইন্নামা- ইয়ুরীদুল্লা-হু আঁই ইয়ু 'আয্যিবাহুম্
মারা গেছে। (৮৫) আর আপনাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি। তা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায়

بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ

বিহা-ফি দ্দুন্ইয়া অতায্হাক্বা আন্ফুসুহুম্ অহুম্ কা-ফিরূন্। ৮৬। অইযা ~ উন্যিলাত্ সূরাতুন্
শাস্তি দিবেন, কাফের অবস্থায় তাদের প্রাণ বায়ু বের হবে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয়, এমর্মে কোন সূরা যে,

اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ

আন্ আ-মিনূ বিল্লা-হি অজ্বা-হিদূ মা'আ রসূলিহিস্ তা"যানাকা উলুত্ত্বোয়াওলি মিন্হুম্
ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের সঙ্গি হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যে সামর্থবানেরা আপনার নিকট অব্যাহতি

وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ

অক্বা-লূ যার্না- নাকুম্ মা'আল্ ক্বা-'ইদীন্। ৮৭। রাদ্বূ বি আইঁ ইয়াকূনূ মা'আল্ খাওয়া-লিফি
চেয়ে বলে, আমাদের অব্যহতি দাও, আমরা বসে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গী হব। (৮৭) তারা নারীদের সঙ্গে পিছনে থাকতে খুশী,

وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

অত্বুবি'আ 'আলা- ক্বুলূ বিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়াফ্ ক্বাহূন্। ৮৮। লা-কিনির্ রসূলু অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ
মহর মেরে দেয়া হল তাদের অন্তরে। ফলে তারা কিছুই বুঝে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল ও যারা ঈমান এনেছে তারা

جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

জ্বা-হাদূ বিআম্ওয়া-লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্; অউলা — য়িকা লাহুমুল্ খাইর-তু অউলা — য়িকা হুমুল্
জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ, তারাই

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاؕ

মুফলিহূন্। ৮৯। আ'আদ্দা ল্লা-হু লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-;
সফলকাম। (৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য এমন বেহেশ্ত্ তৈরি করে রেখেছেন, যার নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে,

শানেনুযূলঃ আয়াত-৮৪ ঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ রাসূল (ছঃ)-এর নিকট তাঁর পবিত্র জামা তার পিতার কাফনের জন্য চাইলেন এবং জানাযার নামায পড়াবার আবেদন জানালেন। রাহ্মাতুল্লিল আলামীন 'দয়াল নবী' আপন জামা দিয়ে দিলেন এবং জানাযার সময় নামায পড়াতে দণ্ডায়মান হলেন তখন ওমর (রাঃ) জোরালো ভাষায় আবেদন জানালেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! মুনাফিকদের জানাযার নামায না পড়াই উত্তম হবে। হুযুর (ছঃ) বললেন, হে ওমর! আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে সত্তরবার পর্যন্ত দোয়া কবুল না করার কথা বলেছেন। আমি ততোদিকবার দো'আ করব, হয়তো কবূল হবে। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। তৎপর থেকে রাসূল (ছঃ) কোন মুনাফিকদের জানাযায় নামায পড়ান নি।

১১ ع ৯ ১৭ রুকু

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩٠﴾ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ

যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ৯০। অজ্বা — য়াল্ মু'আয্যিরূনা মিনাল্ আ'র-বি লিইয়্"যানা লাহুম্

এটাই বড় সাফল্য। (৯০) আর বেদুঈনদের মধ্যে কিছু বাহানাকারী বেদুঈন অব্যাহতি নেওয়ার জন্য আসে,

وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ

অ ক্বা'আদা ল্লাযীনা কাযাবুল্লা-হা অ রসূলাহূ; সাইয়ুসু বুল্লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্

আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা মিথ্যা বলে তারা বসে রইল; তাদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে, তাদের

اَلِيْمٌ ﴿٩١﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ

'আযা-বুন্ আলীম্। ৯১। লাইসা আলাদ্ব দ্বু'আফা —য়ি অলা-'আলাল্ মার্দ্বোয়া- অলা- 'আলাল্লাযীনা লা-ইয়াজ্বিদূনা

জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৯১) কোন অপরাধ নেই তাদের যারা দুর্বল, পীড়িত এবং যারা অর্থদানে অসমর্থ তাদের,

مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ

মা-ইয়ুন্ফিক্বূনা হারাজ্বুন্ ইযা-নাছোয়াহূ লিল্লা-হি অরসূলিহ্; মা-'আলাল্ মুহ্সিনীনা মিন্ সাবীল্;

যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সৎ খেয়াল রাখে; ভাল লোকদের প্রতিও কোন অভিযোগ নেই; আর

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٢﴾ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ

অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ৯২। অলা-'আলাল্লাযীনা ইযা-মা ~ আতাওকা লিতাহ্মিলাহুম্ কুল্তা লা ~ আজ্বিদু মা ~

আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯২) আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা বাহনের জন্য আপনার নিকট এসেছিল; আপনি বলেছেন, আমার নিকট

مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۪ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا

আহ্লিকুম্ 'আলাইহি তাঅল্লাও অ'আইয়ুনুহুম্ তাফীদ্বু মিনাদ্ দাম্'ই হাযানান্ আল্লা- ইয়াজ্বিদূ

এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমরা সওয়ার হবে, তখন তারা ফিরে গেল। তারা অর্থদানে অসামর্থ্য হওয়ায় দুঃখে অশ্রু বিগলিত

يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٣﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا

মা+ইয়ুন্ফিক্বূন্। ৯৩। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলা ল্লাযীনা ইয়াস্ তা"যিনূনাকা অহুম্ আগ্নিয়া — য়ু রদ্বূ

হচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধনী হয়েও অব্যাহতি চায় তাদের পাপ আছে,

بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ٭

বিআঁই ইয়াকূনূ মা'আল্ খাওয়া-লিফি অ ত্বোয়াবা'আল্লা-হু 'আলা-ক্বুলূবিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্।

তারা নারীর সঙ্গে পিছনে থাকাকে পছন্দ করে। আল্লাহ তাদের মনে মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তারা কিছুই বুঝে না।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৩ঃ এখানে সেই সাতজন রোদনকারী ছাহাবীর কথা বলা হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (ছঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমরা জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তবে আমাদের কোন বাহন নেই। বাহন পেলে আমরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নবী করীম (ছঃ) বললেন, তোমাদেরকে দেয়ার মত আমার নিকটও কোন বাহন নেই। এটা শুনে তারা কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (ছঃ)-এর মজলিশ হতে বের হয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ), আব্বাস (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) তাদেরকে বাহন ও পথের সম্বল দিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁদের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) ২। উপরোক্ত আয়াতসমূহে সেই সকল নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যারা প্রকৃতপক্ষেই অপারগতার দরুন জেহাদে অংশ গ্রহণে অক্ষম ছিল। (মাঃ কোঃ, তাফঃ মাযঃ)

﴿٩٤﴾ يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ

৯৪। ইয়া'তাযিরূনা ইলাইকুম ইযা-রাজ্বা''তুম্ ইলাইহিম্; ক্বুল্লা-তা''তাযিরূ লান্ নু''মিনা লাকুম্ ক্বদ্

(৯৪) তোমরা ফিরে আসলে তারা ওজর পেশ করবে, বলুন, তোমরা ওজর পেশ করো না, আমরা কখনও বিশ্বাস করব না।

نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى

নাব্বাআনাল্লা-হু মিন্ আখ্বা-রিকুম্; অসাইয়ারল্লা-হু 'আমালাকুম্ অরসূলুহূ ছুম্মা তুরদ্দূনা ইলা-

আল্লাহ তো আমাদেরকে তোমাদের খবর দিয়েছেন। আল্লাহ ও রাসূল তোমাদের কর্ম দেখবেন। পরে তোমরা অদৃশ্য ও

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٥﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ

'আ-লিমিল্ গইবি অশ্শাহা-দাতি ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন। ৯৫। সাইয়াহ্লিফূনা বিল্লা-হি লাকুম্

দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) কাছে যাবে; তিনি তোমাদের কৃতকর্ম জানাবেন। (৯৫) যখন তোমরা তাদের কাছে আসলে

اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰىهُمْ

ইযান্ ক্বলাব্তুম্ ইলাইহিম্ লিতু'রিদ্বূ 'আন্হুম; ফাআ'রিদূ 'আনহুম্; ইন্নাহুম্ রিজ্‌সুওঁ ওয়ামা'' ওয়া-হুম্

তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে, যেন তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদের উপেক্ষা করবে কেননা,

جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ

জ্বাহান্নামু জ্বাযা — য়াম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৯৬। ইয়াহ্লিফূনা লাকুম্ লিতার্দ্বোয়াও 'আন্হুম্ ফাইন

তারা নাপাক; তাই তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল। (৯৬) তারা তোমাদের তুষ্টির জন্য তোমাদের

تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٧﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا

তার্দ্বোয়াও 'আন্হুম্ ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ার্দ্বোয়া-'আনিল ক্বওমিল্ ফা-সিক্বীন। ৯৭। আল্ আ'রা-বু আশাদ্দু কুফ্রাওঁ

সামনে শপথ করবে তোমরা তুষ্ট হলেও আল্লাহ ফাসিকদের ব্যাপারে তুষ্ট হবেন না। (৯৭) বেদুঈনরা কুফ্রী ও

وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

অনিফা-ক্বওঁ অআজ্‌দারু আল্লা-ইয়া'লামূ হুদূদা মা ~ আন্যালাল্লা-হু 'আলা-রসূলিহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্

কপটতায় অত্যন্ত কঠোর। রাসূলের প্রতি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সম্পর্কে তারা না জানারই যোগ্য, আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

حَكِيْمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ

হাকীম। ৯৮। অমিনাল্ আ'রা-বি মাইঁ ইয়াত্তাখিযু মা-ইয়ুন্ফিক্বু মাগ্রামাওঁ অ ইয়াতারব্বাছু বিকুমুদ

কৌশলী। (৯৮) তারা বেদুঈনদের মাঝে ব্যয় করাকে অর্থ দণ্ড মনে করে এবং তোমাদের দুর্বিপাকের প্রতীক্ষা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৪ঃ মুনাফিক জুদ ইবনে কাইছ, মা'তাব ইবনে কুশাইর এবং তাদের সঙ্গীদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ছিল সংখ্যায় আশি জন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আদেশ দিয়েছিলেন, কেউই যেন তাদের সাথে উঠা বসা না করে এবং কথাবার্তা না বলে। অপর বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন রাসূল (ছঃ) কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট শপথ করেছিল, এখন হতে কোন যুদ্ধে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবে না। আলোচ্য আয়াতটি তখন নাযিল হয়।

الدَّوَآئِرَ ۭ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٩﴾ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ

দাওয়া — য়ির্; 'আলাইহিম্ দা — য়িরাতুস্ সাওয়ি অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম। ৯৯। অমিনাল্ আ'রা-বি মাইঁ

করে; দুর্বিপাক তো তাদেরই। আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন। (৯৯) বেদুঈনদের কেউ কেউ ঈমান রাখে

يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ

ইয়ু'মিনু বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়া ইয়াত্তাখিযু মা- ইয়ুন্ফিকু কুরুবা-তিন্ 'ইন্দাল্লা-হি অছ্লাওয়া-তির্

আল্লাহ ও পরকালে এবং আল্লাহর পথে ব্যয়কে তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় ও রাসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে;

الرَّسُوْلِ ۭ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۭ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

রসূল; 'আলা ~ ইন্নাহা-কু্রবাতুল্লাহুম্; সাইয়ুদ্খিলুহুমুল্লা-হ্; ফী রহ্মাতিহ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর

হ্যাঁ! তা নৈকট্যের উপায়। আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে রহমতের ভেতর দাখিল করবেন; আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল,

১২ ع ১০ ১ রুকু

رَّحِيْمٌ ﴿١٠٠﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ

রহীম্। ১০০। অস্সা-বিকূনাল্ আওয়্যালূনা মিনাল্ মুহা-জ্বিরীনা অল্ আন্ছোয়া-রি অল্লাযীনাত্ তাবা'উহুম্

পরম দয়ালু। (১০০) মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী দল এবং যারা নিষ্ঠাবান অনুগামী তাদের

بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا

বিইহ্সা-নির্ রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্হুম্ অরাদ্বূ আন্হু অ'আদ্দা লাহুম্ জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী তাহ্তাহাল্

প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করেছেন যার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠١﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ

আন্হা-রু খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম। ১০১। অমিম্মান্ হাওলাকুম্ মিনাল্

ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটা মহা সাফল্য। (১০১) আর তোমাদের আশে পাশের

الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۭ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ

আ'র-বি মুনা-ফিকূ্ন্; অমিন্ আহ্লিল্ মাদীনাতি মারাদূ 'আলান্ নিফা-ক্বি লা-তা'লামুহুম্;

বেদুঈনদের মধ্যে মুনাফিক আছে, আর মদীনাবাসীর মধ্যেও চরম মুনাফিক আছে, আপনি জানেন না,

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ وَ

নাহ্নু না'লামুহুম্; সানু'আয্যিবুহুম্ মার্রাতাইনি ছুম্মা ইয়ুরাদ্দূনা ইলা-'আযা-বিন্ 'আজীম।১০২। অ

আমি জানি, আমি তাদেরকে দুবার শাস্তি দেব, পরে তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে নেয়া হবে। (১০২) আর কিছু

اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ

আ-খারূনা' তারাফূ বিযুনূবিহিম্ খালাতূ 'আমালান্ ছোয়া-লিহাওঁ অআ-খারা সাইয়্যিয়া-; 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াতূবা

লোক আছে যারা দোষ স্বীকার করেছে, নেকের সঙ্গে বদ মিলিয়েছে; আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন,

عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٣﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم

'আলাইহিম্ ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রহীম। ১০৩। খুয্ মিন্ আমওয়া-লিহিম্ ছদাক্বাতান্ তুত্বোয়াহ্হিরুহুম্ অতুযাক্কীহিম্

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৩) আপনি তাদের ধন হতে সাদ্‌কা গ্রহণ করুন। যদ্দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করবেন,

بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا

বিহা- অছোয়াল্লি 'আলাইহিম্; ইন্না ছলা-তাকা সাকানুল্লাহুম্; অল্লা-হু সামী'উন 'আলীম। ১০৪। আলাম্ ইয়া'লামূ~

আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন; নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের প্রশান্তি; আল্লাহ শুনেন, জানেন। (১০৪) তারা কি

أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ

আন্নাল্লা-হা হুঅ ইয়াক্ববালুত তাওবাতা 'আন 'ইবা-দিহী অইয়া" খুযুছ্ ছদাক্ব-তি অআন্নাল্লা-হা হুঅত্ তাওয়্যা-বুর্

জানে না যে, আল্লাহ বান্দাহর তওবা কবূল করেন এবং সাদকা গ্রহণ করেন এবং একমাত্র আল্লাহই ক্ষমাশীল,

الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ

রহীম। ১০৫। অক্বুলি'মালূ ফাসা ইয়ারল্লা-হু 'আমালাকুম্ অরসূলুহূ অল্ মু" মিনূন্; অ-সাতুরদ্দূনা

দয়ালু? (১০৫) আর বলুন, তোমরা কাজ কর, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এবং মুমিনরা তোমাদের কাজ দেখবেন; অতঃপর

إِلَىٰ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٦﴾ وَءَاخَرُونَ

ইলা'আ-লিমিল্ গাইবি অশ্ শাহা-দাতি ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুনতুম্ তা'মালূন্।১০৬। অআ-খারূনা

তোমরা দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহর কাছে ফিরবে; তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম জানাবেন। (১০৬) আর কেউ কেউ

مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٧﴾ وَ

মুরজ্বাওনা লিআম্‌রিল্লা-হি ইম্মা-ইয়ু'আয্যিবুহুম্ অইম্মা-ইয়াতূবু 'আলাইহিম্ অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।১০৭। অল

আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছে[১] যে, হয়ত তাদের শাস্তি দেবেন নতুবা রক্ষা করবেন। আল্লাহ জ্ঞানী, বিজ্ঞ। (১০৭) যারা

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا

লাযীনাত্তাখাযূ মাস্‌জ্বিদান দ্বিরা-রাওঁ অকুফ্‌রাওঁ অতাফ্‌রীক্বাম্ বাইনাল্ মু''মিনীনা অইর্‌ছোয়া-দাল্

মসজিদ নির্মাণ করেছে, ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য, কুফ্‌রী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদের জন্য, সংগ্রামীদের ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের

لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ

লিমান্ হা-রবাল্লা-হা অরসূলাহূ মিন্ ক্বব্‌ল্; অলা ইয়াহ্‌লিফুন্না ইন্ আরদ্‌না ~ ইল্লাল্ হুস্‌না-;

উদ্দেশে এরা পূর্ব থেকেই আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। অথচ তারা শপথ করবে যে, সদুদ্দেশেই এটি করেছে,

আয়াত-১০৩ ঃ ক্ষমা পাওয়ার পর তাঁরা তিন জনই তাদের সমস্ত মালপত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)! এ সম্পদই আমাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। সুতরাং আপনি এগুলো নিয়ে খয়রাত করে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, সম্পদ নিবার জন্য আমি আদিষ্ট হই নি; তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, অবশিষ্ট তিনজন সম্বন্ধে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত আদেশ মূলতবী ছিল। পরে তাদের তওবাও গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আদেশ নাযিল হয়। টীকা ঃ (১) এরা হচ্ছেন মুরারা ইবনে রাবীয়া, কা'ব ইবনে মালিক ও হিলাল ইবনে উমাইয়া। ৫০ দিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ছিল। তারপর তাদের তওবা কবুল হয়েছিল। কেননা, তাঁরা বিনা ওজরে অলসতা করে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۭ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

অল্লা-হু ইয়াশ্হাদু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্।১০৮।লা-তাকুম্ ফীহি আবাদা-; লামাস্জিদুন্ উস্সিসা 'আলাত্তাক্ব্ অ-
কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী অবশ্যই এরাই মিথ্যাবাদী। (১০৮) আপনি কখনও সে মসজিদে দাঁড়াবেন না।

مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۭ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۭ

মিন্ আওয়্যালি ইয়াওমিন্ আহাক্ব্কু আন্ তাকূ্মা ফীহ্; ফীহি রিজা-লুঁই ইয়ুহিব্বূনা আইঁ ইয়াতাত্বোয়াহ্হারূ;
তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদেই দাঁড়াবেন, সেখানে পবিত্রতাকে ভালবাসে এমন লোক আছে।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٩﴾ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ

অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুল মুত্তোয়াহ্হিরীন।১০৯। আফামান্ আস্সাসা বুন্ইয়া-নাহূ 'আলা-তাক্ব্অ- মিনাল্লা-হি অরিদ্ব্ওয়া-নিন্
আল্লাহ পবিত্রদের ভালবাসেন। (১০৯) তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম যে তার ভিত্তি আল্লাহ ভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য

خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۭ وَاللّٰهُ

খাইরুন্ আম্ মান্ আস্সাসা বুন্ইয়া-নাহূ 'আলা- শাফা-জুরুফিন্ হা-রিন্ ফানহা-রা বিহী ফী না-রি জাহান্নাম্; অল্লা-হু
রেখেছেন, নাকি সে ভাল, যে ওর ভিত্তি পতন প্রায় ধ্বংসের কিনারায় রেখেছে যা তাকে নিয়ে জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ

লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্জোয়া-লিমীন্। ১১০। লা-ইয়াযা-লু বুন্ইয়া-নু হুমুল্লাযী বানাও রীবাতান্ ফী ক্বুলূবিহিম্
হবে? আল্লাহ জালিমদেরকে হিদায়েত প্রদান করেন না। (১১০) যতক্ষণ না তাদের মন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত

১৩ ع ১১ ২ রুকু

اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١١﴾ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

ইল্লা ~ আন্ তাক্বাত্ত্বো'আ ক্বুলূবুহুম; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম। ১১১। ইন্নাল্লাহাশ্ তারা- মিনাল্ মু'মিনীনা
তাদের নির্মিত ঘর তাদের মনে সন্দেহের কারণ হবে, আল্লাহ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহই মু'মিনদের

اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۭ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ

আন্ফুসাহুম অআম্ওয়া-লাহুম্ বিআন্না-লাহুমুল্ জ্বান্নাহ্; ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি ফাইয়াক্ব্তুলূনা
জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে; তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, কখনও তারা হত্যা করে আর

وَيُقْتَلُوْنَ ۣ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۭ وَمَنْ اَوْفٰى

অইয়ুক্বতালূন; অ'দান্ 'আলাইহি হাক্ব্ক্বান্ ফিত্তাওর-তি অল্ইন্জ্বীলি অল্ক্বুর্আ-ন্; অমান আওফা-
কখনও নিহত হয়, তাওরাত, ইনজীল ও কোরআনে এ ব্যাপারে সত্য ওয়াদা আছে; আল্লাহর অপেক্ষা নিজের

بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

বি'আহদিহী মিনাল্লা-হি ফাস্তাব্শিরূ বিবাই'ই কুমুল্লাযী বা-ইয়া'তুম্ বিহ্; অযা-লিকা হুঅল্ ফাওযুল্
ওয়াদা পালনে শ্রেষ্ঠ কে আছে? সুতরাং তোমরা তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে আনন্দ কর, এটাই বড়

الْعَظِيمُ ﴿١١٢﴾ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ

'আজীম। ১১২। আত্তা — য়িবূনাল্ 'আ-বিদূনাল হা-মিদূনাস্ সা — য়িহূনার্ র-কি'উনাস্ সা-জ্বিদূনাল্
সাফল্য। (১১২) এরা ঐসব লোক যারা তওবাকারী, ইবাদাতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ ও সিজদাকারী,

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ

আ-মিরূনা বিল্মা'রূফি অন্না-হূনা 'আনিল্ মুন্কারি অল্ হা-ফিজূনা লিহুদূদিল্লা-হ্; অবাশ্শিরিল্
ন্যায়ের আদেশ প্রদানকারী, অন্যায় কাজে বাধাদানকারী ও আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী,(হে নবী)! আপনি

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

মু''মিনীন্। ১১৩। মা-কা-না লিন্নাবিয়্যি অল্লাযীনা আ-মানূ ~ আঁই ইয়াস্তাগ্ফিরূ লিল্মুশ্রিকীনা অলাও
মু'মিনদের এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (১১৩) নবী ও মু'মিনদের জন্য উচিত নয় যে, নিকটাত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্য

كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٤﴾ وَمَا

কা-নূ ~ উলী ক্বুর্বা- মিম্ বা'দি মা- তাবাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুম্ আছ্হা-বুল্ জ্বাহীম্। ১১৪। অমা-
ক্ষমা চাওয়া যখন এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তারা জাহান্নামী। (১১৪) আর ইবরাহীম তার পিতার জন্য

كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ

কা-নাস্ তিগ্ফা-রু ইব্রা-হীমা লিআবীহি ইল্লা-'আম্ মাও'ই দাতিওঁ অ'আদাহা ~ ইয়্যা-হু ফালাম্মা-তাবাইয়্যানা
ওয়াদার কারণে ক্ষমা চেয়েছেন যখন তাঁর কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন তিনি সম্পর্ক ছিন্ন

لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ

লাহূ ~ আন্নাহূ 'আদুওয়্যুল্লিল্লা-হি তাবার্রায়া মিন্হু ইন্না ইব্রা-হীমা লাআওয়া-হুন্ হালীম।১১৫। অমা-কা-নাল্লা-হু লিইয়ুদ্বিল্লা
করেছেন, নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণ, ধৈর্যশীল। (১১৫) আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েতের পর বিভ্রান্ত

قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ★

ক্বওমাম্ বা'দা ইয্ হাদা-হুম্ হাত্তা-ইয়ুবাইয়্যিনা লাহুম্ মা-ইয়াত্তাক্বূন; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম।
করেন না, যতক্ষণ না তাদের পরিষ্কারভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

﴿١١٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ

১১৬। ইন্নাল্লা-হা লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীত্; অমা-লাকুম মিন্ দূনিল্লা-হি
(১১৬) নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ্র, তিনিই জীবন-মৃত্যু দান করেন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১১ ঃ বাইয়াতে ওকবায় সত্তর জন মহোদয় ব্যক্তিবর্গ বাইয়াত গ্রহণ করলেন তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্। আমাদের নিকট হতে আল্লাহ্র জন্য এবং আপনার জন্য কতক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, আল্লাহর জন্য প্রতিশ্রুতি হল , তাঁর ইবাদত করতে থাক এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর আমার জন্য শর্ত হল, তোমরা আমাকে আপন জান মালের ন্যায় সংরক্ষণ করবে বরং ততোধিক। তখন তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করলে, বিনিময়ে কি মিলবে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, 'জান্নাত'। তখন তাঁরা বললেন, কি সুন্দর সওদা এবং কেমন লাভজনক ব্যবসা। আমরা এই বিনিময় চুক্তি কখনও ভঙ্গ করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুখবর প্রদানার্থে এ আয়াতটি নাযিল করেন।

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١١٧﴾ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা-নাছীর্। ১১৭। লাক্বত্ তা-বাল্লা-হু 'আলান্নাবিয়্যি অল্‌মুহা-জ্বিরীনা অল্‌আন্‌ছোয়া-রিল্

বন্ধু আছে আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (১১৭) নবী, মুহাজির ও আনছারদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করলেন,

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

লাযীনাত্ তাবা'উহু ফী সা-'আতিল্ 'উস্‌রতি মিম্ বা'দি মা-কা-দা ইয়াযীগু ক্বুলূবু ফারীক্বিম্ মিন্‌হুম্

যারা তাঁর অনুগামী হল কঠিন সময়ে এমন কি এক দলের অন্তর যখন বক্র হয়েছিল। পরে আল্লাহ্ তাদের তওবা

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٨﴾ وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ

ছুম্মা তা-বা 'আলাইহিম্; ইন্নাহূ বিহিম্ রাউফুর্ রাহীম্। ১১৮। অ'আলাছ্ ছালা-ছাতিল্ লাযীনা খুল্লিফূ;

কবুল করলেন তিনি তাদের প্রতি পরম সহনশীল, পরম দয়ালু। (১১৮) পশ্চাতে থাকা তিন ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা

حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا

হাত্তা ~ ইযা- দ্বোয়া-ক্বাত্ 'আলাইহিমুল্ আরদ্বু বিমা-রহুবাত্ অদ্বোয়া-ক্বাত্ 'আলাইহিম্ আন্‌ফুসুহুম্ অজোয়ান্নূ ~

করলেন, যখন বিস্তীর্ণ পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ হলো, নিজের জীবনও তাদের জন্য দুর্বিসহ হলো। আর তারা বুঝতে পারল

اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ

আল্লা-মাল্‌জ্বায়া মিনাল্লা-হি ইল্লা ~ ইলাইহ্; ছুম্মা তা-বা 'আলাইহিম্ লিইয়াতূবূ ইন্নাল্লা-হা হুঅত

যে, আল্লাহ্ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যেন তারা তওবা করে, নিশ্চয়ই

১৪ ع ৮ ৩ রুকু

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١١٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ☆

তাওয়্যা-বুর্ রহীম।১১৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত তাক্বু্ল্লা-হা অকূনূ মা'আছ্ ছোয়া-দিক্বীন।

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (১১৯) হে মুমিনরা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও সত্যবাদীদের সংগী হও।

﴿١٢٠﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ

১২০। মা-কা-না লি আহ্‌লিল্ মাদীনাতি অমান্ হাওলাহুম্ মিনাল্ আ'র-বি আঁই ইয়াতাখাল্লাফূ আর্

(১২০) সঙ্গত এটা নয় মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গ হতে

رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ

রসূলিল্লা-হি অলা-ইয়ার্‌গবূ বিআন্‌ফুসিহিম্ 'আন্ নাফ্‌সিহ্; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ লা-ইয়ুছীবুহুম্ জোয়ামাউওঁ

দূরে থাকা। এবং নিজের জীবনের প্রতি অনুরাগী হওয়া। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র পথে যে তৃষ্ণা, ক্ষুধা

وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا

অলা-নাছোয়াবুওঁ অলা-মাখ্‌মাছোয়াতুন ফী সাবীলিল্লা-হি অলা- ইয়াত্বোয়াউনা মাওত্বিয়াইঁ ইয়াগীজুল্ কুফ্‌ফা-রা অলা-

স্পর্শ করে, এবং তাদের পদক্ষেপসমূহ কাফেরদের ক্রোধের উদ্রেক করে এবং শত্রুদের পক্ষ হতে

يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

ইয়ানা-লূনা মিন্ 'আদুওয়্যিন্ নাইলান্ ইল্লা-কুতিবা লাহুম বিহী 'আমালুন্ ছোয়া-লিহ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উ আজ্ রাল্

কিছু পাওয়া তাদের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের নেক আমলসমূহ বিনষ্ট

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا

মুহ্সিনীন্। ১২১। অলা-ইয়ুন্ফিক্বূনা নাফাক্বাতান্ ছোয়াগীরাতাওঁ অলা-কাবীরাতাওঁ অলা-ইয়াক্ব্ত্বোয়া'উনা ওয়া-দিইয়ান্ ইল্লা-

করে না। (১২১) আর তারা কম-বেশি যা কিছু ব্যয় করে এবং যত প্রান্তরই তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তা তাদের অনুকূলে

كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ

কুতিবা লাহুম্ লিইয়াজ্ যিয়া হুমুল্লা-হু আহ্সানা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১২২। অমা-কা-নাল্ মু''মিনূনা

লিখিত হয়েছে, যাতে তাদের কৃতকর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট পুরস্কার আল্লাহ দিতে পারেন। (১২২) আর সকল মু'মিনদের

لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي

লিইয়ান্ফিরূ কা — ফ্ফাহ্; ফালাওলা নাফারা মিন্ কুল্লি ফির্ক্বাতিম্ মিন্হুম্ ত্বোয়া — য়িফাতুল্ লিইয়াতাফাক্ব্ক্বাহূ ফিদ্

একসঙ্গে অভিযানে বের হয়ে পড়া সংগত নয়; সুতরাং তাদের প্রত্যেক দলের একাংশ দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে

রুকু ১৫ / ৪ / ৪

الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٣﴾ يَا أَيُّهَا

দীনি অলিইয়ুন্যিরূ ক্বাওমাহুম্ ইযা-রাজা'উ ~ ইলাইহিম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াহ্যারূন্। ১২৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

পারে ও ফিরে এসে স্বীয় জাতিকে সতর্ক করণার্থে ভয় প্রদর্শনের জন্য কেন বের হয় না?(১২৩) হে মু'মিনরা!

الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

লাযীনা আ-মানূ ক্বা-তিলুল্লাযীনা ইয়ালূনাকুম্ মিনাল্ কুফ্ফা-রি অল্ইয়াজ্বিদূ ফীকুম্ গিল্জোয়াহ্;

নিকটাত্মীয় কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। জেনে রেখ,

● এক চতুর্থাংশ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ

অ'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা মা'আল্ মুত্তাক্বীন্। ১২৪। অইযা- মা ~ উন্যিলাত্ সূরাতুন ফামিন্হুম্ মাইঁ ইয়াক্বূলু

আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে,

أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ

আইয়্যুকুম্ যা-দাত্হু হা-যিহী ~ ঈমা-নান্ ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ফাযা-দাত্হুম্ ঈমা-নাওঁ অহুম্

"এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল"? তবে শোন এ সূরা মু'মিনদের ঈমানই বৃদ্ধি করে, আর তারাই

আয়াত-১২৩ ঃ আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ থাকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান পূর্বক সার্বিকরূপে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, প্রথমে আশে পাশের কাফিরদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ কর, তারপর তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তীদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক। এটার বিপরীতে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছঃ) স্বেচ্ছায় যে সকল যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পরে ছাহাবীরাও ঠিক এ পদ্ধতিতেই যুদ্ধ করেছেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সর্বপ্রথম আপন গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তারপর আরবের অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে, তৎপর সেখানকার কিতাবী-ইহুদী, খৃষ্টানদের সঙ্গে এরপর রোম ও সিরিয়াবাসীদের সঙ্গে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর ইন্তেকালের পর ছাহাবীরা প্রথমে ইরাকীদের সঙ্গে, তারপর অন্যান্য রাষ্ট্র ও নগরবাসীদের সঙ্গে উক্ত পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছেন।

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ

ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন্। ১২৫। অআম্মাল্লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুন্ ফাযা-দাত্‌হুম রিজ্‌সান্ ইলা-রিজ্‌সিহিম্

আনন্দিত। (১২৫) তবে যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত এ সূরা তাদের অন্তরে কলুষের সঙ্গে কলুষই যুক্ত করে এবং

وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٦﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

অমা-তূ অহুম্ কা-ফিরূন। ১২৬। আওলা-ইয়ারাওনা আন্নাহুম্ ইয়ুফ্‌তানূনা ফী কুল্লি 'আ-মিম্ মার্‌রতান্ আও মার্‌রতাইনি

তারা কাফের হয়ে মারা যায়। (১২৬) তারা প্রতি বছর দু একবার বিপর্যস্ত হয়, তারপরও তারা তওবা করে না

ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٧﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ

ছুম্মা লা-ইয়াতূবূনা অলা-হুম্ ইয়ায্‌যাক্কারূন। ১২৭। অইযা-মা ~ উন্‌যিলাত্ সূরাতুন্ নাজোয়ারা বা'দ্বুহুম্

উপদেশও গ্রহণ করে না (১২৭) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখনই তারা পরস্পরের প্রতি তাকাতে থাকে;

إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ

ইলা-বা'দ্বি; হাল্ ইয়ারা-কুম্ মিন্ আহাদিন ছুম্মান্ ছোয়ারাফূ; ছোয়ারাফাল্লা-হু ক্বুলূবাহুম বিআন্নাহুম্

এবং বলে তোমাদেরকে কেউ দেখছে কি? পরে তারা চলে যায়। আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন,

قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٨﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا

ক্বওমুল্ লা-ইয়াফ্‌ক্বহূন্।১২৮। লাক্বদ্ জ্বা — য়াকুম্ রসূলুম্ মিন আনফুসিকুম্ 'আযীযুন্ 'আলাইহি মা-

কেননা, তারা নির্বোধ। (১২৮) তোমাদেরই কাছে এসেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল। তোমরা কষ্ট

عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ

'আনিত্তুম্ হারীছুন 'আলাইকুম্ বিল্‌মু''মিনীনা রাউফুর্ রহীম্।১২৯। ফাইন তাঅল্লাও ফাক্বুল্

পাও, এটা তাঁর অসহ্য। তিনি হিতৈষী, মু'মিনদের প্রতি খুবই স্নেহশীল, বড়ই দয়ালু। (১২৯) ফিরে গেলে বলুন,

১৬ ع ٧ ٥ রুকু

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

হাস্‌বিয়াল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হূ; 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু অহুঅ রব্বুল 'আর্‌শিল্ 'আজীম।

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর উপর ভরসা করি তিনিই মহান আরশের রব।

সূরা ইউনুস, মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১০৯
রুকূ ঃ ১১

মঞ্জিল ৩

﴿١﴾ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا

১। আলিফ্ লা — ম্ র- তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ হাকীম্। ২। আকা-না লিন্না-সি 'আজ্বাবান্ আন্ আওহাইনা~

(১) আলিফ্ লাম্ রা। এটা তত্ত্বময় গ্রন্থের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি এটা আশ্চর্যের যে তাদের মধ্য থেকে

إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ

ইলা-রাজুলিম্ মিনহুম্ আন্ আন্যিরিন্না-সা অবাশ্‌শিরিল্লাযীনা আ-মানূ ~ আন্না লাহুম ক্বাদামা ছিদ্‌ক্বিন্

একজনকে এ অহী দিলাম যে, মানুষকে সতর্ক কর, আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের রবের

عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي

'ইন্‌দা রব্বিহিম্; ক্বা-লাল্ কা-ফিরূনা ইন্না হা-যা-লাসা-হিরুম্ মুবীন্। ৩। ইন্না রব্বাকুমুল্লা-হুল্ লাযী

কাছে উচ্চ মর্যাদা আছে। কাফেররা বলে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ

খলাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্‌তাওয়া- 'আলাল্ 'আর্‌শি ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্‌র্;

আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, পরে আরশে সমাসীন হন। তিনি প্রতিটি কাজের তত্ত্বাবধান করেন; তাঁর অনুমতি

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ★

মা-মিন্ শাফী'ইন্ ইল্লা-মিম্ বা'দ্বি ইয্‌নিহ্; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্ ফা'বুদূহ্ আফালা-তাযাক্‌কারূন্।

ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, কাজেই তোমরা তাঁর দাসত্ব কর; তবুও কি বুঝ না?

۝٤ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ

৪। ইলাইহি মার্‌জ্বি'উকুম্ জ্বামী'আ-; অ'দাল্লা-হি হাক্ব্‌ক্বা-; ইন্নাহূ ইয়াব্‌দাউল্ খল্‌ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ লিইয়াজ্‌যিয়াল্

(৪) তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, নিশ্চয়ই তিনি প্রথম সৃষ্টি করলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ

লাযীনা আ-মানূ অ'আ-মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি বিল্‌ক্বিস্‌ত্ব ; অল্লাযীনা কাফারূ লাহুম্ শারা-বুঁম্ মিন্

সৃষ্টি আবারও করবেন যেন মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের যথার্থ পাওনা দিতে পারেন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত

حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً

হামীমিওঁ অ'আযা-বুন্ আলীমুম্ বিমা-কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূন্। ৫। হুঅল্লাযী জ্বা'আলাশ্ শাম্‌সা দ্বিয়া — আওঁ

পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের কুফ্‌রীর কারণে। (৫) তিনি এমন সত্তা যিনি সূর্যকে করেছেন জ্যোতির্ময়, আর চন্দ্রকে

وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ

অল্‌ক্বামারা নূরাওঁ অক্বদ্দারাহূ মানা-যিলা লিতা'লামূ 'আদাদাস্ সিনীনা অল্ হিসা-ব; মা-খলাক্বাল্লা-হু

আলোকময় করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন এর জন্য মনযিল যেন বছর গণনা ও হিসাব জানতে পার, আল্লাহ এটা

আয়াত-৫ঃ এখানে আসমান যমীন এবং এদুয়ের মধ্যে অন্যান্য যতসব সৃষ্ট বস্তু রয়েছে এসব কিছুর সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন প্রভুত্ব ও পূর্ণতা এবং আপন বিস্ময়কর কারুকার্যের শিল্পকলা ও কারিগরী প্রমাণ করে হাশর হবার কথা এবং আপন অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ এবং শিরক রদের ঘোষণা করেছেন। বলা হয়েছে, তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যের মধ্যে উজ্জ্বলতা প্রদান করেছেন, নতুবা এটাও তো দেহধারী পদার্থের অন্যতম একটি; এ বৈশিষ্ট্য এটার মধ্যে আপনা আপনি কিরূপে আসতে পারে? এবং চন্দ্রকে আপন কক্ষপথে পরিচালনা করেন। এসব কিছুতেই তিনি স্বীয় প্রভুত্ব বিকাশ করেছেন এবং বান্দার উপকারও এর মধ্যে নিহিত রেখেছেন, যথা- বছরসমূহের পরিগণনা প্রত্যেক কিছুর মেয়াদ হিসাব করা চন্দ্র-সূর্যের উপর নির্ভর করে হয়। এরূপ দিন-রাতের বিবর্তনে এবং সৌরজগৎ ও ধরা পৃষ্ঠের সৃষ্ট বস্তুসমূহে আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য আল্লাহর প্রভুত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে। ঐ সব লোকের জন্য নয় যারা পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে অন্ধ হয়ে রয়েছে।

ওয়াকফুন্নবী (সাঃ)

ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٦ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ

যা-লিকা ইল্লা-বিল্‌হাক্ব্ কি্ব ইয়ুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিইঁ ইয়া'লামূন্।৬। ইন্না ফিখ্‌তিলা-ফিল্ লাইলি
যথার্থই সৃষ্টি করেছেন, তিনি বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ সেসব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানবান। (৬) নিশ্চয়ই রাত

وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٧ اِنَّ

অন্নাহা-রি অমা-খলাক্বল্লা-হু ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিইঁ ইয়াত্তাক্বূন্।৭। ইন্নাল্
ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আকাশ ও যমীনের সমুদয় সৃষ্টিতে মুত্তাকীদের জন্য নিদর্শন আছে। (৭) নিশ্চয়ই যারা

الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ

লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না লিক্বা — য়ানা-অ'রাদ্বূ বিল্‌হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-ওয়াত্ব্ মাআন্নূ বিহা- অল্লাযীনা হুম্
আমার সাক্ষাতের আশা করে না, পার্থিব জীবনেই পরিতুষ্ট, এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং আমার আয়াতসমূহের

عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٨ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ

'আন্ আ-ইয়া-তিনা-গ -ফিলূন্।৮। উলা — য়িকা মা''ওয়া-হুমুন্না-রু বিমা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্।৯। ইন্নাল্লাযীনা
ব্যাপারে গাফিল। (৮) এমন লোকদের কৃতকর্মের জন্য আগুনই তাদের আবাসস্থল। (৯) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ

আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ইয়াহ্‌দীহিম্ রব্বুহুম্ বিঈমা-নিহিম্ তাজ্ রী মিন্ তাহতিহিমুল্ আন্‌হা-রু
এবং সৎকর্ম করেছে, ঈমানের কারণে তাদের রব তাদেরকে পথ দেখাবেন; তাদের বাসস্থান সুখময় জান্নাতে যার নিচ দিয়ে

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٠ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ

ফী জান্না-তিন্না'ঈম্।১০। দা'ওয়া-হুম্ ফীহা-সুব্‌হা-নাকাল্লা-হুম্মা অতাহিয়্যাতুহুম্ ফীহা-সালা-মুন্ অ আ-খিরু
ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে, হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র, সেখানে তাদের অভিবাদন

১ ع ১০ ৬ রুকু

دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١١ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ

দা'ওয়া-হুম্ 'আনিল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১১। অলাও ইয়ু'আজ্জিলুল্লা-হু লিন্না-সিশ্ শার্‌রাস্
হবে সালাম, তাদের ধ্বনি হবে– সকল প্রশংসা বিশ্ব বর আল্লাহ্‌র। (১১) আল্লাহ মানুষের অকল্যাণে তাড়াহুড়া করলে যেভাবে

اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۗ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ

তি'জ্বা-লাহুম্ বিল্‌খইরি লাকুদ্বিয়া ইলাইহিম্ আজ্বালুহুম্; ফানাযারুল্লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না লিক্ব — য়ানা ফী
তারা কল্যাণে তাড়াহুড়া করে, তবে তাদের নির্দিষ্ট সময় কবেই পূর্ণ হত। কাজেই যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না তাদেরকে

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٢ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ

তুগ্‌ইয়া-নিহিম্ ইয়া'মাহূন্।১২। অইযা- মাস্‌সাল্ ইন্‌সা-নাদ্ব্ দ্বু্‌র্‌রু দা'আ-না- লিজাম্‌বিহী ~ আও ক্ব-'ইদান্ আও
অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে দেই। (১২) আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে শুয়ে বা বসে বা দাঁড়িয়ে;

قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ

ক্ব — য়িমান্ ফালাম্মা-কাশাফ্না-'আন্হু দুর্‌রাহূ মার্‌রা কাআল্লাম্ ইয়াদ্'উনা ~ ইলা-দুর্‌রিম্ মাস্‌সাহ্; কাযা-লিকা যুইয়্যিনা

অতঃপর তার বিপদ দূর করলে এভাবে চলে যেন বিপদে সে আমাকে কখনও ডাকে নি। সীমালংঘনকারীদের কাছে

لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا

লিল্‌মুস্‌রিফীনা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৩। অলাক্বদ্ আহ্‌লাক্‌নাল্ ক্বু-রূনা মিন্ ক্বব্‌লিকুম্ লাম্মা-জোয়ালামূ

নিজেদের কর্ম-এভাবেই শোভন করা হয়। (১৩) ইতোপূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, তাদের

وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ

অজ্বা — য়াত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি অমা-কা-নূ লিইয়ু''মিনূ; কাযা-লিকা নাজ্ব্‌যিল্ ক্বওমাল্

কাছে স্পষ্ট আয়াতসহ রাসূল এসেছেন, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি; এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের প্রতিফল

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ

মুজ্ব্‌রিমীন্। ১৪। ছুম্মাজ্বা'আল্‌না-কুম্ খলা — য়িফা ফিল্ আর্‌দ্বি মিম্ বা'দিহিম্ লিনান্‌জুরা কাইফা

প্রদান করে থাকি। (১৪) পরে তোমাদেরকে আমার প্রতিনিধি করেছি দুনিয়াতে তাদের স্থলে, তোমরা কিরূপ কর, তা

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

তা'মালূন্। ১৫। অ ইযা-তুত্‌লা-'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লাল্লাযীনা লা-ইয়ারজূনা লিক্বা— য়ানা"

অবলোকন করতে। (১৫) আর যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত পঠিত হয়, তখন তাদের মধ্যে যারা আমার সাক্ষাতের

ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ

তি বিক্বু-রআ-নিন্ গইরি হা-যা ~ আও বাদ্দিল্‌হু, ক্বু-ল্ মা-ইয়াকূনূ লী ~ আন্ উবাদ্দিলাহূ মিন্ তিল্‌ক্বা — য়ি

আশা পোষণ করে না তারা বলে, এছাড়া অন্য কোন কোরআন আনয়ন কর বা এটা পরিবর্তন কর, আপনি বলুন, নিজ থেকে এটা

نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ

নাফ্‌সী ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা-মা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা ইন্নী ~ আখা-ফু ইন্ 'আছোয়াইতু রব্বি 'আযা-বা

পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়, আমি তো কেবল অহীর অনুসরণ করি। আমি আমার রবের নাফরমানী করলে মহাদিবসের

يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٦﴾ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ

ইয়াওমিন্ 'আজীম। ১৬। ক্বু-ল্ লাও শা — য়াল্লা-হু মা-তালাওতুহূ 'আলাইকুম্ অলা ~ আদ্‌র-কুম্ বিহী ফাক্বদ্ লাবিছ্‌তু

শাস্তির ভয় করি। (১৬) বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে তা পাঠ করতাম না; তিনিও এটা জানাতেন না;

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫ ঃ নবী করীম (ছঃ) যখন মুশরিকদের নিকট পবিত্র কোরআনের সে সব আয়াত পাঠ করতেন, যে সব আয়াতে তাদের প্রতিমা এবং তাদের প্রতিমা পূজার অসারতা ও সমালোচনার বিবরণ আছে, তখন অলীদ ইবনে মুগীরা ও অপরাপর মুশরিকরা বলত, যদি তুমি এ কোরআন আমাদেরকে মানিয়ে নিতে চাও, তবে এ সমস্ত সমালোচনামূলক আয়াত পরিবর্তন করে দাও। তাদের এ আবেদনের পেছনে উদ্দেশ্য হল– যদি এ কোরআন নবী করীম (ছঃ)-এর আপন পক্ষ হতে গড়া হয়, তবে নিশ্চয় তিনি তাদের মনঃতুষ্টির জন্য এটাতে কিছু পরিবর্তন করে দেবেন। আর যদি বাস্তবিকই এটা আল্লাহ্‌র কালাম হয়, তবে তিনি কখনও পরিবর্তন করবেন না। তাদের এ উক্তি রদকল্পে আয়াতটি নাযিল হয়।

فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

ফীকুম্ 'উমুরাম্ মিন্ ক্বব্লিহ্; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১৭। ফামান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান্

আমি তো ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি; তবুও কি বুঝ না। (১৭) তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে যে আল্লাহ্র

أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا

আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্; ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুল্ মুজ্ রিমূন।১৮। অইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-

প্রতি মিথ্যা বলে বা তাঁর আয়াতে মিথ্যারোপ করে, অপরাধীরা কখনও সফল নয়। (১৮) যা, না ক্ষতি করতে পারে না

لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ

লা-ইয়াদ্বুর্রুহুম্ অলা- ইয়ান্ফা'উহুম্ অইয়াক্বূলূনা হা ~ উলা — য়ি শুফা'আ — উনা- 'ইন্দাল্লা-হ্; ক্বুল্ আতুনাব্বিঊনা

উপকার,তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে তার ইবাদত করে ও বলে, এরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী; আপনি বলুন,

ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ল্লা-হা বিমা-লা-ইয়া'লামু ফিস্ সামা-ওয়া-তি অলা-ফিল্ আর্দ্ব্; সুব্হা-নাহূ অতা'আ-লা- 'আম্মা- ইয়ুশ্রিকূন্।

আল্লাহ্কে কি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ য তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র এবং শিরক হতে উর্ধ্বে।

﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن

১৯। অমা-কা-নান্ না-সু ইল্লা ~ উম্মাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাখ্তালাফূ অলাওলা-কালিমাতুন্ সাবাক্বাত্ মির্

(১৯) মানুষ এক জাতিই ছিল, পরে তারা পৃথক হয় আর আপনার রবের ঘোষণা না থাকলে তাদের মধ্যে মীমাংসা

رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ

রব্বিকা লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম্ ফীমা-ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্।২০। অইয়াক্বূলূনা লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি আ-ইয়াতুম্

হয়ে যেত, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। (২০) আর তারা বলে, রবের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?

ع ২ ১০ ৭ রুকু

مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ ۚ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَآ

মির্ রব্বিহী ফাক্বুল্ ইন্নামাল্ গইবু লিল্লা-হি ফান্তাজিরূ, ইন্নী মা'আকুম্ মিনাল্ মুন্তাজিরীন্। ২১। অইযা ~

আপনি বলুন, গায়েবের খবর তো কেবল আল্লাহ্রই; অতএব প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করি। (২১) আর

أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ

আযাক্ব্ নান না-সা রহ্মাতাম্ মিম্ বা'দি দ্বোয়ার্রা — য়া মাস্সাতহুম্ ইযা-লাহুম্ মাক্রুন্ ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-; ক্বুলিল্লা-হু

যখনই আমি আস্বাদন করাই রহমত দুঃখ-দৈন্যের পর তখনই মানুষ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বলুন আল্লাহ বিদ্রূপের

أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ

আস্রা'উ মাক্রা-; ইন্না রুসুলানা-ইয়াক্তুবূনা মা-তাম্কুরূন্। ২২। হুঅল্লাযী ইয়ুসাইয়্যিরুকুম্ ফিল্ বার্রি

দ্রুত শাস্তিদাতা। আমার ফিরিশ্তারা তোমাদের বিদ্রূপ লিখে রাখে। (২২) তিনিই তোমাদেরকে ভ্রমণ করান, স্থলে,

وَالْبَحْرِ حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا

অল্ বাহ্‌র; হাত্তা ~ ইযা- কুন্তুম্ ফিল্‌ফুল্‌কি অজ্বারাইনা বিহিম বিরীহিন্ ত্বোয়াইয়্যিবাতিওঁ অফারিহূ বিহা-

সমুদ্রে এমন কি যখন নৌকায় থাক এবং তা বিশুদ্ধ বায়ুতে আরোহীকে নিয়ে চলে, আর তাতে তারা আনন্দ পায় আর যদি বিক্ষুব্ধ

جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ

জ্বা — য়াত্‌হা- রীহুন্ 'আ-ছিফুওঁ অজ্বা — য়াহুমুল্ মাওজু মিন্ কুল্লি মাকা-নিওঁ অজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ উহীতোয়া বিহিম্

বায়ু আসলে সকল স্থান হতে তরঙ্গ আসে তখন তারা মনে করে যে, তারা বিপদে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলে আল্লাহ্‌র

بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ

দা'আ'উল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা লায়িন্ আন্‌জ্বাইতানা-মিন্ হা-যিহী লানাকূনান্না মিনাশ্

আনুগত্যে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলে, তুমি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, তবে অবশ্যই আমরা

الشّٰكِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا أَنْجٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰأَيُّهَا

শা-কিরীন্। ২৩। ফালাম্মা ~ আন্‌জ্বা-হুম্ ইযা-হুম্ ইয়াব্‌গূনা ফিল্ আরদ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্‌; ইয়া ~ আইয়্যুহান্

তোমার কৃতজ্ঞ হব। (২৩) তারপর যখন আমি তাদেরকে রক্ষা করি তখন তারা যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে; হে মানুষ!

النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ ۙ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ

না-সু ইন্নামা-বাগ্‌ইয়ুকুম্ 'আলা ~ আন্‌ফুসিকুম্ মাতা-'আল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-ছুম্মা ইলাইনা-মার্‌জ্বি'উকুম্

তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের উপরেই বর্তিবে, পার্থিব জীবনের সুখ মাত্র ক্ষণিকের; তারা পরে আমারই কাছে আসবে, আমি

فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ

ফানুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ২৪। ইন্নামা-মাছালুল্ হা ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-কামা — য়িন্ আন্‌যাল্‌না-হু মিনাস্

অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। (২৪) পার্থিব জীবনের উপমা এরূপ, তোমাদের যেমন আমি

السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۗ حَتّٰى إِذَا

সামা — য়ি ফাখ্‌তালাত্বোয়া বিহী নাবা-তুল্ আরদ্বি মিম্মা- ইয়া''কুলুন্না-সু অল্ আন'আ-ম্ হাত্তা ~ ইযা ~

আকাশ হতে পানি নাযিল করি, ফলে তা দ্বারা মাটিতে তরুলতা গজায়, যা হতে মানুষ ও পশু আহার করে থাকে, যখন যমীন

أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قٰدِرُونَ عَلَيْهَا ۙ أَتٰهَا

আখাযাতিল্ আরদ্বু যুখ্‌রুফাহা- অয্‌যাইয়্যানাত্ অজোয়ান্না আহ্‌লুহা ~ আন্নাহুম্ ক্বা-দ্বিরূনা 'আলাইহা ~ আতা-হা ~

শোভা ও রূপ ধারণ করে থাকে তখন মালিকেরা নিজেদেরকে কর্তৃত্বশীল মনে করে; তখন রাত বা দিনে আমার

আয়াত-২৪ ঃ পানি মাটির সঙ্গে মিলিত হলে এতে উদ্ভিধ জন্মে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে। এখানে মানুষের পার্থিব জীবনের উদাহরণে আকাশের যে পানির কথা বলা হয়েছে এটা যেন পতির শুক্রবিশেষ, আর যমীন অর্থে স্ত্রীর গর্ভাশয়কে বলা হয়েছে। অনন্তর উদ্ভিদ পানির সংস্পর্শে জন্ম লাভ করে মুক্ত বাতাসে যেমন পতপত করতে থাকে। তেমনি মানুষও ভূমিষ্ট হয়ে যৌবন তরঙ্গে দীপ্যমান হতে থাকে। অতঃপর ঘাস যেমন কিছু দিন পর হলুদ বর্ণ ধারণ করে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে বিলীন হয়ে যায়। তেমনি মানুষের যৌবনেরও অবসান ঘটে বৃদ্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে পাড়ি জমিয়ে ভূগর্ভস্থ হয়ে যায়। সে যত দীর্ঘ দিনই আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থেকে ইহজীবন ভোগ করুক না কেন, এর কোন নাম নিশান পর্যন্তও অবশিষ্ট থাকে না।

أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ط كَذٰلِكَ

আম্‌রুনা- লাইলান্ আও নাহা-রন্ ফাজ্বা'আল্‌না-হা- হাছীদান্ কাআল্লাম্ তাগ্‌না বিল্‌আম্‌স্; কাযা-লিকা
নির্দেশ আসে, ফলে আমি তা এমন নিশ্চিহ্ন করে দিই যেন পূর্বে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল

نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط وَيَهْدِيْ مَنْ

নুফাছ্‌ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্।২৫। অল্লা-হু ইয়াদ্‌'উ — ইলা-দা-রিস্ সালা-ম্; অইয়াহ্‌দী মাইঁ
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করি। (২৫) আর আল্লাহ্ ডাকেন চির শান্তির বাসস্থানের দিকে এবং তিনি যাকে ইচ্ছা

يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٦﴾ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ط وَلَا يَرْهَقُ

ইয়াশা — য়ু ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ২৬। লিল্লাযীনা আহ্‌সানুল্ হুস্‌না-অযিইয়া-দাহ্; অলা-ইয়ারহাকু
সরল পথ প্রদর্শন করেন। (২৬) আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য উত্তম বস্তু রয়েছে এবং এর অতিরিক্ত আল্লাহ্‌র দীদার, হীনতা ও

وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِيْنَ

উজ্বূহাহুম্ ক্বাতারুওঁ অলা-যিল্লাহ্; উলা — য়িকা আছ্‌হা-বুল্ জান্নাতি হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ২৭। অল্লাযীনা
দীনতা তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (২৭) আর যারা পাপ

كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا لا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ

কাসাবুস্ সাইয়্যিয়া-তি জ্বাযা ~ উ সাইয়্যিয়াতিম্ বিমিছ্‌লিহা-অতারহাকুহুম্ যিল্লাহ্; মা-লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিন্
অর্জনকারী তাদের জন্য রয়েছে সমপরিমাণ প্রতিফল, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, তাদেরকে আল্লাহ্ হতে

عَاصِمٍ ج كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ

'আ-ছিমিন্ কাআন্নামা ~ উগ্‌শিয়াত্ উজ্বূহুহুম্ ক্বিতোয়া'আম্ মিনাল্লাইলি মুজ্‌লিমা-; উলা — য়িকা আছ্‌হা-বুন্না-রি
রক্ষা করার মত কেউ নেই। তাদের চেহারা এমন হবে, যেন রাতের আঁধারে আচ্ছাদিত; তারা চিরকাল জাহান্নামের

النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

হুম্ ফীহা-খ-লিদূন্। ২৮। অইয়াওমা নাহ্‌শুরুহুম্ জ্বামী'আন ছুম্মা নাকূলু লিল্লাযীনা আশ্‌রাকূ মাকা-নাকুম্ আনতুম্
অধিবাসী। (২৮) স্মরণ কর সেদিন সবাইকে একত্রিত করব; পরে মুশরিকদের বলব, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা

مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا

অশুরাকা — উকুম্ ফাযাইয়্যাল্‌না-বাইনাহুম্ অক্বা-লা শুরাকা — উহুম্ মা- কুন্‌তুম্ ইয়্যা-না-
নিজ নিজ স্থানে থাক; তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করব; তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত

تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ

তা'বুদূন্। ২৯। ফাকাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনানা-অবাইনাকুম্ ইন্ কুন্না-'আন্ 'ইবা-দাতিকুম্ লাগ-ফিলীন্।
কর নি। (২৯) আমাদের ও তোমাদের সাক্ষী আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ বেখবর

﴿٣٠﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ

৩০। হুনা-লিকা তাব্লূ কুল্লু নাফ্সিম্ মা ~ আস্লাফাত্ অরুদ্দূ ~ ইলাল্লা-হি মাওলা-হুমুল্ হাক্কিব্ব্ অদ্বোয়াল্লা
(৩০) তথায় প্রত্যেকে আপন পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে জানবে এবং তারা তাদের যথার্থ মাওলার কাছে যাবে এবং তাদের

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ

'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ৩১। ক্বুল্ মাইঁ ইয়ার্যুক্বুকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্ আর্দ্বি আম্মাইঁ
বানানো উপাস্যরা তাদের অগোচর হয়ে যাবে। (৩১) বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন নিয়ন্ত্রনাধিন হতে রিযিক

يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ

ইয়াম্লিকুস্ সাম্'আ অল্ আব্ছোয়া-রা অমাইঁ ইয়ুখ্রিজুল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি অইয়ুখ্রিজুল্ মাইয়্যিতা
প্রদান করে? শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার অধীনে? কে বের করেন জীবিতকে মৃত হতে এবং মৃতুকে জীবিত হতে;

مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

মিনাল্ হাইয়্যি অমাইঁ ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্র্; ফাসাইয়াক্বূলূনাল্লা-হু ফাক্বুল্ আফালা-তাত্তাক্বূন্।
কেই বা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্, বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

﴿٣٢﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

৩২। ফাযা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুমুল্ হাক্বু, ফামা-যা-বা'দাল্ হাক্বিক্ব ইল্লাদ্দোয়ালা-লু ফাআন্না-তুছ্রাফূন্।
(৩২) সুতরাং তিনিই আল্লাহ তোমাদের সত্য রব; সত্য প্রকাশ পাওয়ার পর ভ্রান্তি ছাড়া কি আছে? অতএব কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

﴿٣٣﴾ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ

৩৩। কাযা-লিকা হাক্ব্ক্বাত্ কালিমাতু রব্বিকা 'আলাল্লাযীনা ফাসাক্বূ ~ আন্নাহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্। ৩৪। ক্বুল্ হাল্ মিন্
(৩৩) এভাবে ফাসিকদের ব্যাপারে আপনার রবের বাণী সত্য হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। (৩৪) আপনি বলুন, তোমাদের

شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

শুরাকা — য়িকুম্ মাইঁ ইয়াব্দাউল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহ্; ক্বুলিল্লা-হু ইয়াব্দাউল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ
শরীকদের মাঝে কেউ কি এমন আছে, যে প্রথমে সৃষ্টি করে এটা পুনর্বার সৃষ্টি করবে? [১] বলুন, যে আল্লাহ্ প্রথমে সৃষ্টি করে তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করতে

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ

ফাআন্না-তু'ফাকূন্। ৩৫। ক্বুল্ হাল্ মিন্ শুরাকা — য়িকুম্ মাইঁ ইয়াহ্দী ~ ইলাল্ হাক্ব, কুলিল্লা-হু
পারবেন, কোথায় যাচ্ছ? (৩৫) আপনি বলুন, তোমাদের উপাস্যদের মাঝে কেউ কি আছে, যে তোমাদেরকে হক পথে চালাবে? আপনি বলুন, আল্লাহই

আয়াত-৩৪ ঃ টীকা ঃ (১) এ আয়াতে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় উল্লিখিত কথাটির তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অন্যান্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে। এখানে তৎপ্রতি প্রশ্নাকারের মাধ্যমে ইঙ্গিত সহকারে বক্তব্যের ইতি টানা হয়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান যে, শ্রোতার নিকট যদি কোন কথা জানা থাকে অথবা কোন বিষয়ে শ্রোতা যদি চিন্তা করে, তবে এটা তার নিকট প্রতিভাত হয়ে যায়। তখন যারা সুবক্তা তারা বিষয়টি প্রশ্নাকারে বর্ণনা করে পরিসমাপ্তি ঘটান যদ্দারা শ্রোতার হৃদয়ে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। শ্রোতামণ্ডলী যদিও পুনর্বার সৃষ্ট হওয়াতে অবিশ্বাসী ছিল তবুও এ বিষয় যেহেতু দলীল প্রমাণে সাব্যস্ত হয়েছে, তাই এ বিষয়সমূহকে তাদের স্বীকৃত বস্তুরূপে পরিগণিত করে এদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নাকারে বর্ণনা করেন।

يَهِدِّىْ لِلْحَقِّ ۗ اَفَمَنْ يَّهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْ اِلَّا

ইয়াহ্দী লিল্হাক্ব্; আফামাইঁ ইয়াহ্দী ~ ইলাল্ হাক্ব্ক্বি আহাক্ব্ক্বু আইঁ ইয়ুত্তাবা'আ আম্মাল লা-ইয়াহিদ্দী ~ ইল্লা ~

সত্য পথে চালান। যিনি সত্য পথে চালান তিনি কি অধিক অনুসরণযোগ্য, না কি সে, যাকে পথ না দেখালে পথ চলতে

اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۗ اِنَّ

আইঁ ইয়ুহ্দা- ফামা-লাকুম্ কাইফা তাহ্কুমূন্। ৩৬। অমা-ইয়াত্তাবি'উ আক্ছারুহুম্ ইল্লা-জোয়ান্না-;ইন্নাজ

পারে না। সেহেতু তোমাদের কি হল? তোমাদের বিচার কিরূপ হবে? (৩৬) তারা তাদের ধারণার উপর অনুসরণ করে চলে।

الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا

জোয়ান্না লা-ইয়ুগ্নী মিনাল্ হাক্ব্ক্বি শাইয়া-; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিমা-ইয়াফ্'আলূন্।৩৭। অমা-কা-না হা-যাল্

কল্পনা তো সত্যের জন্য একটুও ফলপ্রসূ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত। (৩৭) আর এ কুরআন

الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ

ক্বুর্আ-নু আইঁ ইয়ুফ্তারা- মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-কিন্ তাছ্দীক্বাল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি অতাফ্ছীলাল্

আল্লাহ ছাড়া আর কারো রচনা নহে, বরং এটা তো এর পূর্বে অবতরণকারী গ্রন্থের সত্যায়নকারী ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ; এতে কোন

الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٨﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا

কিতা-বি লা-রাইবা ফীহি মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৩৮। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্ তারাহ্; ক্বুল্ ফা''তূ

সন্দেহ নেই যে, এটা সারা জাহানের রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। (৩৮) তারা কি বলে যে, এটা তার রচনা? বলুন, তবে

بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٩﴾ بَلْ

বিসূরাতিম্ মিছ্লিহী অদ্'উ মানিস্ তাত্বোয়া'তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৯। বাল্

তোমরা অনুরূপ একটি সূরা আন এবং ডেকে নাও আল্লাহ ছাড়া যাকেই পার, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৩৯) বরং তারা যা

كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ

কায্যাবূ বিমা-লাম্ ইয়ুহীতূ বি'ইল্মিহী অলাম্মা-ইয়া''তিহিম্ তা''ওয়ী লুহ্; কাযা-লিকা কায্যাবাল্লাযীনা

জানে না তাই তারা অস্বীকার করে। এটার ব্যাখ্যাও এখনও তাদের কাছে আসে নি। এভাবে এদের পূর্ববর্তীলোকেরাও মিথ্যারোপ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ

মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফান্জুর্ কাইফা কা-না'আ-ক্বিবাতুজ্জোয়া-লিমীন্। ৪০। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়ু''মিনু বিহী

করেছিল, সুতরাং দেখুন, জালিমদের পরিণাম কি (ভয়াবহ) হয়েছে? (৪০) আর তাদের একদল এ কোরআন

৪ ع ১০ ৯ রুকু

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۗ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤١﴾ وَاِنْ كَذَّبُوْكَ

অমিন্হুম্ মাল্লা-ইয়ু''মিনু বিহ্; অরব্বুকা আ'লামু বিল্ মুফ্সিদীন্। ৪১। অইন্ কায্যাবূকা

বিশ্বাস করে আর অন্য দল বিশ্বাস করে না; আপনার রব বিপর্যয়কারীদের ব্যাপারে জানেন। (৪১) আপনার প্রতি মিথ্যা

فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا

ফাক্বুল্লী 'আমালী অলাকুম্ 'আমালুকুম্ আন্তুম্ বারী — য়ূনা মিম্মা ~ আ'মালু অআনা বারী — উম্ মিম্মা-

আরোপ করলে আপনি বলুন, আমার কর্ম আমার, তোমাদের কর্ম তোমাদের, আমার কর্মে তোমরা দায়ী নও, তোমাদের কর্মে

تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا

তা'মালূন্ ।৪২। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াস্তামি'ঊনা ইলাইক্; আফা আন্তা তুস্মি'উছ্ ছুম্মা অলাও কা-নূ লা-

আমি দায়ী নই। (৪২) আর এমন অনেক আছে যারা আপনার প্রতি কান রাখে, তারা না বুঝলেও কি আপনি বধিরকে

يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا

ইয়া'ক্বিলূন্। ৪৩। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়ান্জুরু ইলাইক্; আফা আন্তা তাহ্দিল 'উম্ইয়া অলাও কা-নূ লা-

শ্রবণ করাবেন? (৪৩) তাদের কেউ কেউ আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখে তারা না দেখলেও কি আপনি অন্ধকে পথ প্রদর্শন

يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٤﴾ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ*

ইয়ুব্ছিরূন্। ৪৪। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াজ্লিমুন্ না-সা শাইয়াওঁঅলা-কিন্নান্না-সা আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্লিমূন্।

করবেন? (৪৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

﴿٤٥﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ۚ

৪৫। অ ইয়াওমা ইয়াহ্শুরুহুম্ কাআল্ লাম্ ইয়াল্বাছূ ~ ইল্লা-সা-'আতাম্ মিনান্নাহা-রি ইয়াতা'আ-রাফূনা বাইনাহুম্;

(৪৫) যেদিন তাদেরকে একত্র করবেন [১] সেদিনের কথা স্মরণ কর, তখন তাদের মনে হবে যেন দিনের এক মুহূর্তই অবস্থান করেছে,

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ

ক্বদ্ খাসিরাল্লাযীনা কায্যাবূ বিলিক্বা — য়িল্লা-হি অমা-কা-নূ মুহ্তাদীন্। ৪৬। অইম্মা-নুরিইয়ান্নাকা

তারা পরস্পরকে চিনবে। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর দর্শনকে মানে নি আর তারা সৎ পথ প্রাপ্ত নয়। (৪৬) তাদেরকে শাস্তি

بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا

বা'দ্বোয়াল্লাযী না'ইদুহুম্ আওনাতাঅফ্ফাইন্নাকা ফাইলাইনা-মার্জি'উহুম্ ছুম্মাল্লা-হু শাহীদুন্ 'আলা-মা-

দেয়ার ওয়াদার কিছু আপনাকে দেখাই বা আপনাকে মৃত্যু দেই, সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আল্লাহ তাদের

يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ

ইয়াফ্'আলূন্। ৪৭। অলিকুল্লি উম্মাতির্ রাসূলুন্ ফাইযা-জ্বা — আ রসূলুহুম্ কুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিলক্বিস্তি অহুম্

কৃতকর্মের সাক্ষী। (৪৭) প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল ছিল; আর যখন তাদের নিকট রাসূল আসল, তখন ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি হল, তারা

আয়াত-৪৪ঃ এটি এজন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষের কৃতকর্ম তাদের প্রতিই আরোপ করা হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পাপীদের তাদের কু-কর্মের জন্য আযাবে নিক্ষেপ করবেন। আয়াত-৪৫ঃ টীকাঃ (১) অর্থাৎ মুশরিকদের যখন কিয়ামতের দিন একত্রিত করাবেন। সেদিন তারা পরস্পর পরিচিতি হবে। আর সে দিনের ভয়াবহতা ও দুর্যোগের কারণে পৃথিবী ও কবরের জীবনকে তাদের নিকট এক-আধ ঘন্টার সমান মনে হবে, যদিও তারা ঐ দু জগতে শত সহস্র বছর অবস্থান করে থাকুক। সেদিন পরস্পরকে চেনা সত্ত্বেও চিনবে না। কেউই কারও কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। তাই এ জানা-শুনা কাজে আসবে না, কেউই কারও কোন উপকারও করতে পারবে না। ফলে তাদের দুঃখ কষ্ট দ্বিগুণ হবে।

لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ

লা-ইয়ুজ্লামূন্। ৪৮। অইয়াকূ্লূনা মাতা-হা-যাল্ অ'দু ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দ্বিক্বীন। ৪৯। কুল্ লা ~ আম্লিকু
অত্যাচারিত হল না। (৪৮) আর তারা বলে, সত্যবাদী হলে বল, এ ওয়াদা কবে? (৪৯) আপনি বলুন, আল্লাহ্র ইচ্ছা

لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا

লিনাফ্সী দ্বোয়ার্‌রাওঁ অলা-নাফ'আন্ ইল্লা-মা-শা — আল্লা-হ্; লিকুল্লি উম্মাতিন্ আজ্বাল্ ; ইযা-জ্বা — আ আজ্বালুহুম্ ফালা-
ছাড়া আমি তোমার নিজের জন্যও ভাল-মন্দের কোন অধিকার রাখি না। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا

ইয়াস্তা''খিরূনা সা-'আতাওঁ অলা-ইয়াস্তাক্বদিমূন্। ৫০। কুল্ আরআইতুম্ ইন্ আতা-কুম্ 'আযা বুহূ-বাইয়া-তান্
আছে। তাদের নিকট সময় আসলে মুহূর্তও আগ-পাছ হবে না। (৫০) বলুন তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তাঁর শাস্তি

أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥١﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ

আও নাহা-রাম্ মা-যা-ইয়াস্তা'জ্বিলু মিন্হুল্ মুজ্ রিমূন্। ৫১। আছুম্মা ইযা-মা-অক্বা'আ আ-মান্তুম্ বিহ্;
রাতে বা দিনে আসলে তখন কি অপরাধিরা কামনা করবে। (৫১) তবে কি ঘটবার পর তার প্রতি বিশ্বাস

آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

আ —ল্‌আ-না অক্বাদ্ কুন্তুম্ বিহী তাস্তা'জ্বিলূন। ৫২। ছুম্মা ক্বীলা লিল্লাযীনা জোয়ালামূ যূক্বূ 'আযা-বাল্
করবে, তোমরাই তো এর জন্য তাড়াহুড়া করছিলে। (৫২) পরে জালিমদের বলা হবে স্বাদ গ্রহণ কর চির শাস্তির।

الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٣﴾ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ

খুল্দি হাল্ তুজ্ যাওনা ইল্লা-বিমা-কুন্তুম্ তাক্সিবূন। ৫৩। অ ইয়াস্তাম্বিঊনাকা আহাক্কু ন্ হুঅ;
তোমরা যা করতে তার কর্মফলই তোমাদেরকে দেয়া হবে। (৫৩) তারা আপনার কাছে জানতে চায়, তা কি সত্য?

قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٤﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ

কুল্ ঈ অরব্বী ~ ইন্নাহূ লাহাক্কু ; অমা ~ আন্তুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৫৪। অলাও আন্না লিকুল্লি নাফ্সিন্
আপনি বলুন, হাঁ, আমার রবের শপথ। তা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা তা এড়াতে পারবে না। (৫৪) পৃথিবীর সব কিছু

ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ

জোয়ালামাত্ মা-ফিল্ আর্‌দ্বি লাফ্তাদাত্ বিহ্; অআসার্‌রুন্ নাদা-মাতা লাম্মা- রাআউল্ 'আযা-বা
জালিমের হলে প্রত্যেকেই তা মুক্তিপণ দিত; আর তারা আযাব দেখলে অনুশোচনা গোপন করবে। আর তাদের মধ্যে

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ

অকুদ্বিয়া-বাইনাহুম্ বিল্ ক্বিস্ত্বি অহুম্ লা-ইয়ুজ্লামূন্। ৫৫। আলা ~ ইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস সামা-ওয়া-তি অল্
ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে। আর তারা জুলুমের স্বীকার হবে না। (৫৫) সাবধান! আসমান-যমীনের সবকিছুই আল্লাহর ;

ওয়াকুফুন্নবী (ছাঃ)

ওয়াকুফুন্নবী (ছাঃ) ৫ ع ১৩ ১০ রুকু

الْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَ

আরদ্ব; আলা ~ ইন্না অ'দাল্লা-হি হাক্ব্ক্বুওঁ অলা-কিন্না আক্ছারাহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৫৬। হুঅ ইয়ুহ্য়ী অ

শ্রবণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা হক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। (৫৬) তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন,

اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

ইয়ুমীতু অইলাইহি তুর্জ্বা'উন। ৫৭। ইঁয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বদ্ জ্বা — আত্কুম্ মাও'ইজোয়াতুম্ মির্ রব্বিকুম্

এবং তাঁর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল (৫৭) হে মানুষ! তোমাদের নিকট এসেছে উপদেশ তোমাদের রবের পক্ষ

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ

অশিফা — উল্ লিমা ফিছ্ ছুদূরি অহুদাওঁ অরহ্মাতুল্লিল্ মু''মিনীন্ ৫৮। ক্বুল্ বিফাদ্বলিল্লা-হি অ

হতে এবং অন্তর রোগের ওষুধ এসেছে; মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (৫৮) বলুন, (এ কোরআন) আল্লাহ্র অনুগ্রহ

بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

বিরহ্মাতিহী ফাবিযা-লিকা ফাল্ ইয়াফ্রাহূ ; হুওয়া খাইরুম্ মিম্মা- ইয়াজ্ মা'উন্। ৫৯। ক্বুল্ আরায়াইতুম্ মা ~ আন্যালাল্লা-হু

ও দয়ায়, এতে যেন সন্তুষ্ট হয়। তাদের পুঞ্জীভূত ধন হতে এটা উত্তম। (৫৯) বলুন, তোমাদের রায় কি, আল্লাহ তোমাদের

لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۗ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ

লাকুম্ মির্ রিয্ক্বিন্ ফাজ্ব'আল্তুম্ মিনহু হারা-মাওঁ অহালা-লা-; ক্বুল্ আ — ল্লা-হু আযিনা লাকুম্ আম্ 'আলাল্লা-হি

জন্য যে রিযিক দিয়েছেন তার কিছু হারাম করেছেন কিছু হালাল করেছেন? বলুন, এটা আল্লাহ্র আদেশ, না তোমরা আল্লাহর

تَفْتَرُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

তাফ্তারূন্। ৬০। অমা-জোয়ান্নুল্লাযীনা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাল্লা-হা

উপর অপবাদ দিচ্ছ। (৬০) আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, পরকাল সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا

লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্না-সি অলা-কিন্না আক্ছারাহুম্ লা-ইয়াশ্কুরূন্। ৬১। অমা-তাকূনু ফী শা''নিওঁ অমা-

মানুষের প্রতি বিরাট অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৬১) আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকেন

ع ৬ ৭ ১১ রুকু

تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ

তাত্লূ মিন্হু মিন্ ক্বুর্আ-নিওঁ অলা-তা'মালূনা মিন 'আমালিন্ ইল্লা-কুন্না- 'আলাইকুম্ শুহূদান্ ইয্

এবং, সে বিষয়ে কোরআনের যা কিছু পড়েন, তোমরা যে কাজই কর আমি তোমাদের সে কাজের সাক্ষী, যখন তোমরা

আয়াত-৫৭ঃ প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্বরোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এটির প্রমাণ যে, কুরআন মজিদ যেমন আত্মার ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা। (মাঃ কোঃ, তাফঃ রূঃ মাঃ) আয়াত-৫৮ঃ এ আয়াতে দুটি বিষয়কে আনন্দের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি আল্লাহর ফযল এবং অপরটি তার রহমত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, ফযল এর মর্ম হল কুরআন এবং রহমতের মর্মার্থ হল, কুরআন অধ্যায়ন এবং তদানুযায়ী আ'মল করার তাওফীক লাভ। (মাঃ কোঃ)

تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

তুফীদ্বূনা ফীহ্; অমা-ইয়া'যুবু 'আর্ রব্বিকা মিম্ মিছ্ক্বা-লি যার্‌রতিন্ ফিল্ আরদ্বি অলা-ফিস্

এটাতে লিপ্ত হও। আর আসমান ও যমীনের সূক্ষ্ম কোন বস্তুও আপনার প্রতিপালকের অগোচরে নয়;

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦٢﴾ أَلَا إِنَّ

সামা—য়ি অলা ~ আছ্গরা মিন্ যা-লিকা অলা ~ আক্‌বারা ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মুবীন্। ৬২। আলা ~ ইন্না

তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বৃহত্তর কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদদ্ধ নেই (৬২) সাবধান! নিশ্চয়ই

أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

আওলিয়া—আল্লা-হি লা-খওফুন 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ৬৩। আল্লাযীনা আ-মানূ অকা-নূ

আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আর যারা ঈমান এনেছে এবং ও সংযমী

يَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ

ইয়াত্তাক্বূন্।৬৪। লাহুমুল্ বুশ্‌রা-ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-অফিল্ আ-খিরাহ্; লা-তাব্‌দীলা লিকালিমা-তিল্

হয়েছে। ৬৪। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতের জীবনে আর আল্লাহ্‌র কথার কোন

ওয়াক্ফে লাযেম

اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ

লা-হ্; যা-লিকা হুঅল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ৬৫। অলা-ইয়াহ্‌যুন্‌কা ক্বাওলুহুম্ ইন্নাল্ 'ইয্‌যাতা লিল্লা-হি জ্বামী'আ-;

পরিবর্তন নেই; এটাই বড় সাফল্য। (৬৫) আর তাদের কথা আপনাকে যেন দুঃখ না দেয়; সকল সম্মান আল্লাহ্‌র;

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ

হুঅস্ সামী'উল্ 'আলীম। ৬৬। আলা ~ ইন্না লিল্লা-হি মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমান্ ফিল্ আর্‌দ্ব; অমা-ইয়াত্তাবি'উল্

তিনি সব শুনেন, জানেন। (৬৬) স্মরণ কর, আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন; আর যারা

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি শুরাকা—আ; ইঁ ইয়াত্তাবি'উনা ইল্লাজ্জোয়ান্না অইন্ হুম্ ইল্লা-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনা করে, তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং কেবল মিথ্যাই

يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ

ইয়াখ্‌রুছূন্। ৬৭। হুঅল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা লিতাস্‌কুনূ ফীহি অন্নাহা-রা মুব্‌ছিরা-; ইন্না

বলে। (৬৭) তিনি সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত ও দেখবার জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন; নিশ্চয়ই

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই ইয়াস্‌মা'উন্। ৬৮। ক্বা-লুত্তাখযাল্লা-হু অলাদান্ সুব্‌হা-নাহ্;- হুঅল্ গনিয়্যু;

যারা শুনে তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র! তিনি অভাব মুক্ত!

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۭ

লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; ইন্ 'ইন্দাকুম্ মিন্ সুল্ত্বোয়া-নিম্ বিহা-যা-;

আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই মালিকানাধীন। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে কোন সনদ নেই এর সপক্ষে।

اَتَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَي اللّٰهِ الْكَذِبَ

'আতাক্বূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন্। ৬৯। ক্বূল্ ইন্নাল্লাযীনা ইয়াফ্তারূনা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা

তোমরা কি যে বিষয় জান না তা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে বলছ (৬৯) বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা রচনাকারী কখনও

لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ

লা-ইয়ুফ্লিহূন্। ৭০। মাতা-'উন্ ফিদ্দুন্‌ইয়া-ছুম্মা ইলাইনা-মারজি'উহুম্ ছুম্মা নুযীক্বুহুমুল্ 'আযা-বাশ্

সফল হবে না। (৭০) এটা পার্থিব সম্পদমাত্র, তারা আমার কাছেই আসবে। তখন আমি তাদের অবিশ্বাসের কারণে

الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ

শাদীদা বিমা- কা-নূ ইয়াক্ফুরূন্। ৭১। অত্‌লু 'আলাইহিম্ নাবাআ নূহ্। ইয্ ক্বা-লা লিক্বওমিহী ইয়া-ক্বওমি

কঠোর শাস্তি দিব। (৭১) আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন নূহের বৃত্তান্ত; যখন সে তার কাওমকে বলল, হে আমার

اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَي اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ

ইন্ কা-না কাবুরা 'আলাইকুম্ মাক্বা-মী অতায্‌কীরী বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফা'আলাল্লা-হি তাঅক্কাল্‌তু

কাওম! আমার অবস্থান ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ তোমাদের খারাপ লাগলে আল্লাহ্‌র উপরেই আমার

فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاۗءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا

ফাআজ্‌মি'উ ~ আম্‌রাকুম্ অশুরাকা — আকুম্ ছুম্মা লা-ইয়াকুন্ আম্‌রুকুম্ 'আলাইকুম্ গুম্মাতান্ ছুম্মাক্বদূ ~

ভরসা। এখন তোমরাও তোমাদের শরীকদের নিয়ে কর্ম স্থির কর; পরে যেন নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সংশয় না হয়, আমার

اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧٢﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي

ইলাইয়্যা অলা-তুন্‌যিরূন্। ৭২। ফাইন্ তাঅল্লাইতুম্ ফামা-সাআল্‌তুকুম্ মিন্ আজ্‌রূ; ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা-'আলা

ব্যাপারেও স্থির কর, আমাকে সুযোগ দিও না। (৭২) তারপর মুখ ফিরালে আমি তো তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, আমার

اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي

ল্লা-হি অউমির্‌তু আন্ আকূনা মিনাল্ মুস্‌লিমীন্। ৭৩। ফাকায্‌যাবূহু ফানাজ্জাইনা-হু অমাম্ মা'আহূ ফিল্

পাওনা তো আল্লাহ্‌র কাছে, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিম হওয়ার। (৭৩) আর তারা তাকে (নূহকে) মিথ্যুক বলে; তাই

الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰۗىِٕفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ফুল্‌কি অজ্বা'আল্‌না-হুম্ খলা — য়িফা অআগ্‌রাক্বনাল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না

আমি তাকে ও তার নৌকার সঙ্গীদেরকে উদ্ধার করি; তাদেরকে খলীফা করি, আর আয়াত অস্বীকারকারীদের ডুবিয়ে দিই, দেখুন,

ওয়াক্ফে লাযেম রুকু ১২ ১০ ৭ • তিন চতুর্থাংশ

عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿৭৪﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ

'আ-ক্বিবাতুল্ মুন্যারীন্। ৭৪। ছুম্মা বা'আছ্না মিম্ বা'দিহী রুসুলান্ ইলা- ক্বাওমিহিম্ ফাজ্বা — উহুম্

সতর্কপ্রাপ্তদের পরিণাম কিরূপ হল? (৭৪) তারপর আমি বহু রাসূল তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠাই; তারা প্রমাণাদিসহ

بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى

বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফামা-কা-নূ লিইয়্যু'মিনূ বিমা-কায্যাবূ বিহী মিন্ কাব্ল্; কাযা-লিকা নাত্বা'উ 'আলা-

এসেছে; কিন্তু তারা যা পূর্বে অস্বীকার করত তা বিশ্বাস করতে পারে নি, এভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের

قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿৭৫﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ

ক্বুলূবিল্ মু'তাদীন। ৭৫। ছুম্মা বা'আছ্না মিম্ বা'দিহিম্ মূসা-অহা-রূনা ইলা-ফির্'আওনা

মনে ছাপ লাগিয়ে দেই। (৭৫) তারপর আমি মূসা ও হারূনকে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসহ

وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿৭৬﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ

অমালায়িহী বিআ-ইয়া-তিনা-ফাস্তাক্বারূ অকা-নূ ক্বাওমাম্ মুজ্‌রিমীন।৭৬। ফালাম্মা-জ্বা — আহুমুল্ হাক্ব্ক্বু

প্রেরণ করি, আর তারা অহংকারী ও অপরাধী সম্প্রদায় ছিল। (৭৬) অতঃপর তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হক

مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿৭৭﴾ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا

মিন্ 'ইন্দিনা-ক্ব-লূ ~ ইন্না হা-যা- লাসিহ্রুম্ মুবীন্। ৭৭। ক্ব-লা মূসা ~ আতাক্বূলূনা লিল্হাক্ব্ক্বি লাম্মা-

আসলে বলে, নিশ্চয়ই এটা তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, আগত সত্য সম্পর্কে কি তোমরা এমন বলছ?

جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿৭৮﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا

জ্বা — আকুম্; আসিহ্রুন্ হা-যা-; অলা-ইয়ুফ্ লিহুস্ সা-হিরূন্। ৭৮। ক্ব-লূ ~ আজি'তানা-লিতাল্ফিতানা-'আম্মা-

এটা কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফল হয় না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি এ জন্য এসেছ যে, পিতৃপুরুষদেরকে

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا

অজ্বাদ্না-'আলাইহি আ-বা — আনা-অতাকূনা লাকুমাল্ কিব্রিয়া — উ ফিল্ আরদ্বি; অমা-নাহ্নু লাকুমা-

যাতে পেলাম তা হতে বিচ্যুত করতে ও যমীনে তোমাদের দুজনের পতিপত্তির জন্য; আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস

بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿৭৯﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿৮০﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ

বিমু'মিনীন্। ৭৯। অক্ব-লা ফির'আউনু'তূনী বিকুল্লি সা-হিরিন্ 'আলীম্। ৮০। ফালাম্মা ~ জ্বা — আস্ সাহারাতু

করব না। ৭৯। ফিরাউন বলল, সকল অভিজ্ঞ যাদুকরকে নিয়া আস। (৮০) তারপর যখন যাদুকররা আসল তখন

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿৮১﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ

ক্ব-লা লাহুম্ মূসা ~ আল্ক্বূ মা ~ আন্তুম্ মুল্ক্বূন্। ৮১। ফালাম্মা ~ আল্ক্বও ক্ব-লা মূসা-মা-

মূসা বলল, যা নিক্ষেপ করার তোমরা নিক্ষেপ কর। (৮১) তারা নিক্ষেপ করলে মূসা বলল, তোমাদের আনিত সবই

السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ

জ্বি."তুম্ বিহিস্ সিহ্‌র; ইন্নাল্লা-হা সাইয়ুব্ত্বিলুহ; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুছলিহু 'আমালাল্ মুফ্‌সিদীন্। ৮২। অইয়ুহিক্কুল্লা-হুল্

তো যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ এটা এখনই বাতিল করবেন, আল্লাহ দুষ্কৃতীদের কাজ সার্থক করেন না। (৮২) আল্লাহ স্বীয়

الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ

হাক্কা বিকালিমা-তিহী অলাও কারিহাল্ মুজ্‌রিমূন্। ৮৩। ফামা ~ আ-মানা লিমূসা ~ ইল্লা- যুর্‌রিয়্যাতুম্ মিন্ ক্বওমিহী

কথানুযায়ী সত্যকে সত্য করেন। যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না। (৮৩) স্বগোত্রীয় যারা ছিল তাদের মধ্যে কিছু ছাড়া

৮ ১২ ১৩ রুকু

عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ۭ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ

'আলা-খওফিম্ মিন্ ফির'আওনা অমালায়িহিম্ আইয়্যাফ্‌তিনাহুম্; অইন্না ফির'আউনা লা'আ-লিন্ ফিল্ আরদ্বি

আর কেউই মূসাকে বিশ্বাস করে নি ফেরাউন ও তার পরিষদের নির্যাতনের ভয়ে। যমীনে ফিরাউন শক্তিশালী ছিল,

وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۸۳﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ

অইন্নাহূ লামিনাল্ মুস্‌রিফীন্। ৮৪। অক্বা-লা মূসা-ইয়াক্বওমি ইন্ কুন্‌তুম্ আ-মান্‌তুম্ বিল্লা-হি ফা'আলাইহি

আর ছিল সীমালংঘনকারী। (৮৪) মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর, তবে মুসলিম হও,

تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۴﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

তাওক্কালূ ~ ইন্ কুন্‌তুম মুস্‌লিমীন্। ৮৫। ফাক্বা-লূ 'আলাল্লা-হি তাওক্কাল্‌না- রব্বানা-লা-তাজ্‌'আল্‌না-ফিত্‌নাতাল্

এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর। (৮৫) তারপর তারা বলল, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করলাম; হে রব! আমাদেরকে জালিমদের

لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۶﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى

লিল্‌ক্বওমিজ্জোয়া-লিমীন্। ৮৬। অনাজ্জিনা-বিরহ্‌মাতিকা মিনাল্ ক্বওমিল্ কা-ফিরীন্। ৮৭। অআওহাইনা ~ ইলা-

নির্যাতন কেন্দ্র বানিও না। (৮৬) নিজ দয়ায় কাফের হতে আমাদেরকে মুক্ত কর। (৮৭) মূসা ও তাঁর ভ্রাতার কাছে

مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ

মূসা- অআখীহি আন্ তাবাওয়্যাআ-লিক্বওমিকুমা-বিমিছ্‌রা বুইয়ূতাওঁ অজ্‌'আলূ বুইয়ূতাকুম্ কিব্‌লাতাওঁ অ

অহী প্রেরণ করলাম যে, স্বগোত্রীয়দের জন্য মিসরে গৃহস্থাপন কর,এবং তোমাদের বাসগৃহসমূহকে এবাদত গৃহ কর,

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ

আক্বীমুছ্ ছলা-হ্; অবাশ্‌শিরিল্ মু''মিনীন্। ৮৮। অক্বা-লা মূসা-রব্বানা ~ ইন্নাকা আ-তাইতা ফির'আউনা

নামায কায়েম কর, এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দাও। (৮৮) মুসা বলল, হে আমাদের রব! ফিরাউন ও তার সভাষদকে

وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ

অমালায়াহূ যীনাতাওঁ অআম্‌ওয়া-লান্ ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-রব্বানা-লিইয়ুদ্বিল্লূ আন্ সাবীলিকা রব্বানাত্ব্‌মিস্

এ দুনিয়ায় শোভা ও সম্পদ প্রদান করেছি, হে আমাদের রব! যে জন্য তোমার পথ হতে বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের রব!

عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

'আলা ~ আম্ওয়া-লিহিম্ অশ্দুদ্ 'আলা-কু্লূবিহিম্ ফালা-ইয়ু''মিনূ হাত্তা-ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ আলীম্।
তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয়ে মোহর কর, কেননা, তারা মর্মন্তুদ শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

(৮৯) قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

৮৯। ক্বা-লা ক্বদ্ উজ্বীবাত্ দা'অতুকুমা-ফাস্তাক্বীমা-অলা-তাত্তাবি'আ — ন্নি সাবীলাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূন্।
(৮৯) আল্লাহ বললেন, তোমাদের দোয়া গৃহীত হল, অতএব, তোমরা দৃঢ় থাক, অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।

(৯০) وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ

৯০। অজ্বা-অয্না- বিবানী ~ ইস্রা —ঈলাল্ বাহ্রা ফাআত্বা'আহুম্ ফির'আউনু অজু্নূদুহূ বাগ্ইয়াওঁ অ'আদ্ওয়া-;
(৯০) আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম, ফিরাউন ও তার সৈন্যরা বিদ্বেষ ও বাড়াবাড়ি করে পশ্চাদ্ধাবন করল,

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟

হাত্তা ~ ইযা ~ আদ্রকাহুল্ গরাক্বু, ক্বা-লা আ-মান্তু আন্নাহূ লা ~ ইলা-হা ইল্লাল্লাযী ~ আ-মানাত্ বিহী বানূ~
পরিশেষে যখন সে ডুবল, তখন বলল, আমি ঈমান নিলাম যে, সে ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী

إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (৯১) ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ

ইস্রা ~ ঈলা অ আনা মিনাল্ মুস্লিমীন্। ৯১। আল্আ — না অক্বদ্ আ'ছোয়াইতা ক্বব্লু অকুন্তা মিনাল্ মুফ্সিদীন।
ইসরাঈল এবং আমি মুসলিম। (৯১) এখন ঈমান এনেছ অথচ ইতিপূর্বে তুমিই অমান্য করেছ এবং বিপর্যয়কারী ছিলে।

(৯২) فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ

৯২। ফাল্ইয়াওমা নুনাজ্জীকা বিবাদানিকা লিতাকূনা লিমান্ খল্ফাকা আ-ইয়াহ্; অইন্না কাছীরাম মিনান্ না-সি 'আন্
(৯২) আজ আমি তোমার দেহ রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ লোক

ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ (৯৩) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ

আ-ইয়া-তিনা- লাগ-ফিলূন্।৯৩। অলাক্বদ্ বাওয়্যায়''না-বানী ~ ইস্রা — ঈলা মুবাওয়্যা আছিদ্ক্বিওঁ অরাযাক্ব্না-হুম্ মিনাত্ব্
আমার আয়াত হতে গাফিল। (৯৩) আর আমি বনী ইস্রাঈলকে উত্তম ভূমিতে আবাস ও উৎকৃষ্ট রিযিক দিয়েছি; তারা

ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ

ত্বোইয়্যিবা-তি ফামাখ্ তালাফূ হাত্তা-জ্বা — আ হুমুল্ 'ইল্ম্; ইন্না রব্বাকা ইয়াক্ব্দ্বী বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্
অতঃপর তাদের নিকট ইলম্ পৌছার পর তারা বিভেদ সৃষ্টি করল; আপনার রব তাদের মতভেদযুক্ত বিষয়ে

ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (৯৪) فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ

ক্বিয়া-মাতি ফী মা-কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ৯৪। ফাইন্ কুন্তা ফী শাক্কিম্ মিম্মা ~ আন্যাল্না ~ ইলাইকা
কিয়ামতের দিন মীমাংসা করে দেবেন। (৯৪) আপনার প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি যদি আপনার সন্দেহ হয়, তবে

৯ ع ১০ 14 রুকু

فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا

ফাস্আলিল্লাযীনা ইয়াক্ব্রাউনাল্ কিতা-বা মিন্ ক্বব্লিকা লাক্বদ্ জ্বা — আকাল্ হাক্ব্ক্বু মির্ রব্বিকা ফালা-

জিজ্ঞেস করুন আপনার পূর্বের কিতাব পাঠকদের, নিশ্চয়ই আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ হতে সত্যই এসেছে।

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ

তাকূনান্না মিনাল্ মুম্তারীন্। ৯৫। অলা-তাকূনান্না মিনাল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ফাতাকূনা

সুতরাং আপনি সন্দেহমুক্ত থাকুন। (৯৫) সুতরাং আপনি কখনও আল্লাহ্র নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে গণ্য হবেন না,

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَلَوْ

মিনাল খ-সিরীন। ৯৬। ইন্নাল্লাযীনা হাক্ব্ক্বাত 'আলাইহিম্ কালিমাতু রব্বিকা লা-ইয়ু''মিনূন্। ৯৭। অলাও

নচেৎ ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবেন। (৯৬) নিশ্চয়ই যাদের ব্যাপারে রবের বাক্য সাব্যস্ত তারা ঈমান আনবে না। (৯৭) তাদের

جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ

জ্বা — আতহুম্ কুল্লু আ-ইয়াতিন্ হাত্তা- ইয়ারাউল্ 'আযা-বাল্ আলীম্।৯৮। ফালাওলা-কা-নাত্ ক্বার্ইয়াতুন্ আ-মানাত্

কাছে সব নিদর্শন আসলেও, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি দেখবে। (৯৮) কোন জনপদের ঈমান কাজে আসে নি একমাত্র

فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي

ফানাফা'আহা ~ ঈমা-নুহা ~ ইল্লা-ক্বাওমা ইয়ূনুস; লাম্মা ~ আ-মানূ কাশাফ্না-'আন্হুম 'আযা-বাল্ খিয্ইয়ি ফিল্

ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদেরকে মুক্ত করলাম পার্থিব জীবনে হীন শাস্তি

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٩﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ

হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-অমাত্তা'না-হুম্ ইলা-হীন্। ৯৯। অলাও শা — আ রব্বুকা লাআ-মানা মান্ ফিল্ আর্দ্বি কুল্লুহুম্

হতে এবং একটি সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগ করতে দিলাম। (৯৯) আপনার রবের ইচ্ছা হলে যমীনের সবাই ঈমান

جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ

জ্বামী'আ-; আফাআন্তা তুক্রিহুন না-সা হাত্তা-ইয়াকূনু মু''মিনীন্। ১০০। অমা-কা-না লিনাফ্সিন্ আন

আনত, তবে কি আপনি মানুষকে মু'মিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবেন। (১০০) আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া ঈমান

تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠١﴾ قُلِ انْظُرُوْا

তু''মিনা ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ; অইয়াজ্ব'আলুর্ রিজ্ব্সা 'আলাল্লাযীনা লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১০১। ক্বুলিন্যুরূ

আনা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা স্থাপন করেন যারা নির্বোধ।(১০১) আপনি বলুন,

مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ٭

মা-যা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি; অমা-তুগ্নিল্ আ-ইয়া-তু অন্ নুযুরু আন্ ক্বাওমিল্ লা-ইয়ু''মিনূন্।

আকাশ ও যমীনে যা আছে তা দেখ। আর নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন,যারা ঈমান আনে না তাদের কোন উপকার আসে না।

۝١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ

১০২। ফাহাল্ ইয়ান্তাজিরূনা ইল্লা-মিছ্লা আইয়্যা-মিল্লাযীনা খালাও মিন্ ক্বব্লিহিম্; ক্বুল্ ফান্তাজিরূ ~ ইন্নী
(১০২) এরা কি কেবল সেই লোকদের পূর্বেকার অনুরূপ ঘটনার প্রতীক্ষায় আছে যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে? আপনি বলুন, তোমরা

مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝١٠٣ ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ج حَقًّا

মা'আকুম্ মিনাল্ মুন্তাজিরীন্ ১০৩। ছুম্মা নুনাজ্জী রুসুলানা-অল্লাযীনা আ-মানূ কাযা-লিকা হাক্ব্ ক্বান্
অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকি। (১০৩) পরিশেষে রাসূল ও মুমিনদেরকে এভাবেই উদ্ধার করি;

১০ ع ১১ ১৫ রুকু

عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٤ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ

'আলাইনা-নুন্জ্বিল্ মু'মিনীন্। ১০৪। ক্বুল ইয়া-আইয়্যুহান্না-সু ইন্ কুন্তুম্ ফী শাক্কিম্ মিন্ দীনী
মু'মিনদেরকে উদ্ধার করা আমারই দায়িত্ব (১০৪) বলুন, হে মানুষ! যদি তোমরা আমার দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ী হও,

فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ج صلے

ফালা ~ আ'বুদুল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি অলা-কিন্ আ'বুদুল্লাহাল্লাযী ইয়া তাওয়াফ্ফা-কুম্
তবে আমি তাদের এবাদত করি না যাদের এবাদত তোমরা কর আল্লাহকে ছেড়ে বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌র, যিনি

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٥ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج وَلَا تَكُوْنَنَّ

অউমির্তু আন্ আকূনা মিনাল্ মু''মিনীন্। ১০৫। অআন্ আক্বিম্ অজ্‌হাকা লিদ্দীনি হানীফান্ অলা-তাকূনান্না
তোমাদের মৃত্যু দেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি মু'মিন হওয়ার জন্য। (১০৫) আপনি চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে স্থাপন

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٠٦ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ج فَاِنْ

মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১০৬। অলা-তাদ্'উ মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়ান্‌ফা'উকা অলা-ইয়াদ্দু্‌র্‌রুকা ফাইন্
করুন, মুশরিক হবেন না। (১০৬) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেও ডাকবেন না, যা না উপকার করে, আর না অপকার; এমন কাজ

فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠٧ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا

ফা'আল্‌তা ফাইন্নাকা ইযাম্ মিনাজ্ জোয়া-লিমীন। ১০৭। অ ইঁ ইয়াম্‌সাস্‌কাল্লা-হু বিদ্দুররিন্ ফালা-কা-শিফা লাহূ ~ ইল্লা-
করলে আপনি জালিমদের দলভুক্ত হবেন। (১০৭) আর আল্লাহ আপনাকে কোন কষ্টে ফেললে তিনি ছাড়া মুক্ত করার

هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ط يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ

হুঅ অইঁ ইয়ুরিদ্‌কা বিখইরিন্ ফালা-র — দ্দা লিফাদ্বলিহ্; ইয়ুছীবু বিহী মাইঁ ইয়াশা — উ মিন্ 'ইবা-দিহ্; অহুওয়াল্
কেউ নেই। এবং তিনি মঙ্গল চাইলে তা রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে যা ইচ্ছা তাকে তা দেন। তিনি

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٨ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ

গফূরুর্ রহীম্। ১০৮। ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা — আকুমুল্ হাক্ব্ক্বু মির্ রব্বিকুম্ ফামানিহ্
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১০৮) আপনি বলুন, হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছে রবের পক্ষ হতে সত্য; অতএব যে

اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ

তাদা- ফাইন্নামা- ইয়াহ্তাদী লিনাফ্সিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-; অমা ~ আনা 'আলাইকুম্
সুপথ পায় সে তো নিজের হিতের জন্যই পায়। আর যে ভ্রষ্ট হয় ভ্রষ্টতা তারই ঘাড়ে। আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক

১১ ع ৬ ১৬ রুকু

بِوَكِيْلٍ ۞ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰىٓ اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞

বিওয়াকীল্। ১০৯। অত্তাবি' মা- ইয়ূহা ~ ইলাইকা অছ্বির্ হাত্তা-ইয়াহ্কুমাল্লা-হু অহুঅ খইরুল্ হা-কিমীন্।
নই। (১০৯) আপনার কাছে আসা অহীর অনুসরণ করুন, আল্লাহ্র নির্দেশ পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন, তিনি উত্তম নির্দেশদাতা।

সূরা হূদ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২৩
রুকূ ঃ ১০

۞ الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۞ اَلَّا

১। আলিফ্ লা — ম্ র-কিতাবুন্ উহ্কিমাত্ আ-ইয়া-তুহূ ছুম্মা ফুছ্ছিলাত্ মিল্লাদুন্ হাকীমিন্ খবীর্। ২। আল্লা-
(১) আলিফ লাম র, কিতাবের আয়াত সুদৃঢ়; পরে বিজ্ঞ, মহাজ্ঞানীর পক্ষ হতে সুবিন্যস্ত যে। (২) তোমরা আল্লাহরই

تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۞ وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا

তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ইন্নানী লাকুম্ মিন্হু নাযীরুঁও অবাশীর্। ৩। অআনিস্ তাগ্ফিরূ রব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ ~
দাসত্ব করবে, নিশ্চয়ই আমি তার পক্ষ হতে সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা ক্ষমা চাও রবের কাছে, তারপর

اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۚ وَاِنْ

ইলাইহি ইয়ুমাত্তি'কুম্ মাতা-'আন্ হাসানান্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মাঁও অইয়ু'তি কুল্লা যী ফাদ্বলিন্ ফাদ্বলাহ্; অইন্
তাঁর দিকে রুজু হও, তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম ভোগ্য প্রদান করবেন, প্রত্যেক গুণীকে তিনি অনুগ্রহ করবেন;

تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۞ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى

তাওয়াল্লাও ফাইন্নী ~ আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিন্ কাবীর্। ৪। ইলাল্লা-হি মার্জ্বিউ'কুম্ অহুঅ 'আলা-
আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের উপর বড় দিনের আযাবের আশঙ্কা করি। (৪) আল্লাহর কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন

كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ۚ اَلَا حِيْنَ

কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৫। আলা ~ ইন্নাহুম্ ইয়াছ্নূনা ছুদূরহুম্ লিইয়াস্তাখ্ফূ মিন্হু; আলা-হীনা
করতে হবে, তিনি সর্বশক্তিমান। (৫) ওহে! নিশ্চয়ই তারা তাঁর (আল্লাহর) থেকে লুকানোর জন্য তারা বক্ষ ভাজ করে, ওহে!

يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞

ইয়াস্তাগ্শূনা ছিয়া-বাহুম্ ইয়া'লামু মা-ইয়ুসিররূনা অমা-ইউ'লিনূনা, ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্।
যখন তারা কাপড় গায়ে দেয় তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন, তিনি অন্তরের সব বিষয় সম্যক অবহিত।

পারা ১২

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ

৬। অমা-মিন্ দা — ব্বাতিন্ ফিল্ আরদ্বি ইল্লা-'আলাল্লা-হি রিয্ক্বু_হা- অইয়া'লামু মুস্‌তাক্বাররহা- অ
(৬) আর যমীনে বিচরণশীল প্রাণীর জীবিকাই দায়িত্ব আল্লাহর, [১] আর তিনি জানেন তার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি ও

مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۞ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

মুস্‌তাওদা'আহা-; কুল্লুন্ ফী কিতাবিম্ মুবীন্। ৭। অহুওয়াল্লাযী খালাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্বোয়া
স্বল্পকালীন অবস্থিতির স্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট গ্রন্থে সব কিছুই রয়েছে। (৭) আর তিনিই আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন,[২]

فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ

ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিওঁ অ কা-না 'আর্‌শুহূ 'আলাল্ মা — য়ি লিইয়াব্‌লুঅকুম্ আইয়্যুকুম্ আহসানু 'আমালা-; অ লায়িন্
ছয়দিনে, আর তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তোমাদের মধ্য কে উত্তম আচরণকারী তা পরীক্ষা করার জন্য,

قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا

ক্বু_ল্‌তা ইন্নাকুম্ মাব্'উছূনা মিম্ বা'দিল মাওতি লাইয়াক্বূ_লান্নাল্লাযীনা কাফারূ ~ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-
আর যদি আপনি বলেন যে, নিশ্চয়ই 'মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তখন কাফেরা অবশ্যই বলবে, এটি তো

سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا

সিহ্‌রুম্ মুবীন্। ৮। অলায়িন্ আখ্‌খার্‌না-'আন্‌হুমুল্ 'আযা-বা ইলা ~ উম্মাতিম্ মা'দূদাতিল্ লাইয়াক্বূ_লুন্না মা-
স্পষ্ট যাদু। (৮) আর আমি আযাব নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখলে অবশ্যই তারা বলবে, কিসে তা স্থগিত করেছে?

يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ

ইয়াহ্‌বিসুহ্; আলা-ইয়াওমা ইয়া''তীহিম্ লাইসা মাছ্‌রূফান্ 'আন্‌হুম্ অহা-ক্বা বিহীম্ মা-কানূ বিহী
স্মরণ রেখ, যেদিন তা আসবে সেদিন তা তাদের উপর থেকে ফিরান যাবে না, তাদেরকে তা বেষ্টন করবেই যা নিয়ে

ع ১ ৮ ১ রুকু

يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ

ইয়স্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৯। অলায়িন্ আযাক্বু_নাল্ ইন্‌সা-না মিন্না-রহ্‌মাতান্ ছুম্মা নাযা'না-হা মিন্‌হু, ইন্নাহূ
বিদ্রূপ করত। (৯) আর যদি আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ দিয়ে পুনর্বার তা ছিনিয়ে নেই, তবে সে অবশ্যই নিরাশ

لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ۞ وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ

লাইয়ায়ূসুন্ কাফূর্। ১০। অলায়িন্ আযাক্বনা-হু না'মা — য়া বা'দা দ্বোয়াররা — য়া মাস্‌সাত্‌হু লাইয়াক্বূ_লান্না যাহাবাস্ সাইয়্যিয়া-তু
ও অকৃতজ্ঞ হয়। (১০) আর যদি আমি দুঃখের পরে সুখের স্বাদ দেই, তবে সে বলে, আমা হতে বিপদ কেটেছে, তখন

আয়াত-৬ ঃ টীকা ঃ (১) ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী বলে উক্ত আয়াতে সকল প্রাণীকেই বুঝান হয়েছে। কারণ, আকাশচারী পাখীরাও খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্তে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে। আবার সমুদ্রের তলদেশেও যেহেতু মাটি রয়েছে তাই সামুদ্রিক প্রাণীকেও ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল বলা যেতে পারে। মোটকথা, সব ধরনের প্রাণীকূলের রিযিকের দায়িত্বই আল্লাহর উপর। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মত কোন শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-৭ ঃ টীকা ঃ (২) মহান আল্লাহ সৃষ্টির প্রথমেই সবুজ রং এর ইয়াকুত পাথর তৈরি করেন এবং গভীর দৃষ্টির ফলে এটি পানিতে পরিণত হয়। অতঃপর এ পানিকে বায়ুরাশির উপর স্থাপন করে আকাশকে এটির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। (মুঃ কোঃ)

عَنِّيْ ؕ إِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١١﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ

'আন্নী; ইন্নাহূ লাফারিহুন্ ফাখূর। ১১। ইল্লাল্লাযীনা ছোয়াবারূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-ত; উলা — য়িকা লাহুম্
সে উৎফুল্ল ও দাম্ভিক হয়ে ওঠে। (১১) কিন্তু যারা ধৈর্যশীল সৎকর্মশীল হয়েছে (তারা এরূপ হয় না); তাদেরই জন্য

مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ

মাগ্ফিরাতুঁও অআজ্রুন্ কাবীর্। ১২। ফালা'আল্লাকা তা-রিকুম্ বা'দ্বোয়া মা-ইয়ূহা ~ ইলাইকা অদ্বোয়া — য়িকুম্ বিহী
ক্ষমা ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (১২) তবে কি আপনি বাদ দিতে চান তার কিছু যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়?

صَدْرُكَ أَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ إِنَّمَآ أَنْتَ

ছোয়াদ্রুকা আইঁ ইয়াকূলূ লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি কান্যুন্ আও জ্বা — য়া মা'আহূ মালাক্; ইন্নামা ~ আন্তা
আর এতে আপনার মন সংকুচিত হবে, এজন্য যে, তারা বলে, তার কাছে কেন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় না, বা সঙ্গে ফেরেশতা

نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٣﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ

নাযীর; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িঁও অকীল্। ১৩। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-হ্; কুল্ ফা''তূ বি'আশ্রি
আসে না? আপনি তো সাবধানকারী; আল্লাহ সার্বিক কর্তৃত্বশীল। (১৩) অথবা তারা কি বলে যে, সে নিজেই তার

سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ☆

সুঅরিম্ মিছ্লিহী মুফ্তারাইয়া-তিঁও অদ্উ' মানিস্ তাত্বোয়া'তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
(কোরআনের) রচয়িতা? বলুন, তবে দশটি সূরা রচনা করে আন এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাকে পার ডাক, যদি সত্যবাদী হও।

﴿١٤﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا أَنَّمَآ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَأَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج

১৪। ফাইল্লাম্ ইয়াস্তাজ্বীবূ লাকুম্ ফা'লামূ ~ আন্নামা ~ উন্যিলা বি'ইল্মিল্লা-হি অআল্লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুঅ,
(১৪) তোমাদের ডাকে তারা সাড়া না দিলে জেনে রেখ, তা আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা অবতীর্ণ; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٥﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ

ফাহাল্ আন্তুম্ মুস্লিমূন্। ১৫। মান্ কা-না ইয়ুরীদুল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্ইয়া- অযীনাতাহা- নুওয়াফ্ফি
সুতরাং তোমরা মুসলিম হবে কি? (১৫) যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের

إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٦﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي

ইলাইহিম্ আ'মা-লাহুম্ ফীহা-অহুম্ ফীহা-লা-ইয়ুব্খাসূন্। ১৬। উলা — য়িকাল্লাযীনা লাইসা লাহুম্ ফিল্
কর্মফল দিয়ে দিই, আর সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। (১৬) পরকালে দোযখ ছাড়া তাদের জন্য আর কিছুই নেই,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৪ ঃ কারো মতে আলোচ্য আয়াতটি ইহুদী খৃষ্টানদের ব্যাপারে নাযীল হয়েছে। আর কার মতে, ঐ সব আয়াত মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যেত শুধুমাত্র লুটের মাল সঞ্চয়ের উদ্দেশে, পরকাল ও নেকী অর্জনের বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্যও তাদের থাকত না। আর কেউ বলেন, রিয়াকার বা লৌকিকতা প্রদর্শনকারীদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতটি সার্বিক অর্থে রাখা সঙ্গত হবে যে, এতে কাফের, মুনাফিক ও রিয়াকার মু'মিন সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। আশরাফুল ওলামা হযরত থানবী (রঃ) বলেন, এটাই উত্তম হবে যে, আয়াতটিকে কেবল অবিশ্বাসীদের জন্যই বিশিষ্ট অর্থবোধক হিসেবে সাব্যস্ত করে রাখা। কেননা, আয়াতটির শেষ বাক্য এদিকের ইঙ্গিত বহন করছে। যদিও বাক্যটিকে সে সব মুসলমানদের

الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ

আ-খিরাতি ইল্লান্না-রু অহাবিত্বোয়া মা-ছনাউ' ফীহা- অবা-ত্বিলুম্ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৭। আফামান্

তাতে তারা যা করেছিল তার সবই বৃথা যাবে এবং যা উপার্জন করছে তাও নিষ্ফল হবে। (১৭) তারা কি ওদের

كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا

কা-না 'আলা- বাইয়িনাতিম্ মির্ রব্বিহী অইয়াত্লূহু শা-হিদুম্ মিন্হু অমিন্ ক্বব্লিহী কিতা-বু মূসা ~ ইমা-মাঁও

সমান? যারা রবের প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং রব থেকে সাক্ষ্য পেয়েছে, এবং পূর্বে মূসার গ্রন্থ দিশারী

وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ

অ রহ্মাহ্; উলা — য়িকা ইয়ু''মিনূনা বিহ্;অমাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিহী মিনাল্ আহ্যা-বি ফান্না-রু মাও'ইদুহূ,

ও দয়াস্বরূপ আছে; ওরাই তার উপর বিশ্বাসী। আর অন্যান্যের মধ্যে যে তা অস্বীকার করে, দোযখ হবে তার প্রতিশ্রুত

فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

ফালাতাকু ফী মির্ইয়াতিম্ মিন্হু ইন্নাহুল্ হাক্কু মির্ রব্বিকা অলাকিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইয়ু''মিনূন্।

স্থান; আপনি তাতে সন্দেহে থাকবেন না। নিশ্চয়ই তা রবের প্রেরিত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

﴿١٨﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ

১৮। অমান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্ তারা-'আলাল্লা-হি কাযিবা-; উলা — য়িকা ইয়ু'রাদ্বূনা 'আলা–রব্বিহিম্ অইয়াকূলুল্

(১৮) আর যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? তারা তাদের রবের সামনে যাবে, তখন

الْاَشْهَادُ هٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ الَّذِيْنَ

আশ্হা-দু হা ~ য়ুলা — ই ল্লাযীনা কাযাবূ 'আলা- রব্বিহিম্, আলা– লা'নাতুল্লা-হি 'আলাজ্জোয়া-লিমীন্।১৯। আল্লাযীনা

সাক্ষীরা বলবে, এরাই রবের প্রতি মিথ্যারোপ করছে। মনে রেখো, জালিমদের ওপর আল্লাহর লা'নত। (১৯) যারা

يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۞

ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অ ইয়াব্গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-; অহুম্ বিল্আ-খিরাতি হুম্ কা-ফিরূন্।

আল্লাহর পথে বাঁধা প্রদান করে এবং বাঁকা পথে চলতে আগ্রহী, আর এরাই পরকালকে অবিশ্বাস করে।

﴿٢٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

২০। উলা — য়িকা লাম্ ইয়াকূনূ মু'জিযীনা ফিল্ আরদ্বি অ মা-কা-না লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি মিন্

(২০) তারা যমীনে (আল্লাহকে) দুর্বল করতে পারেনি, আর তাদের জন্য না ছিল আল্লাহ

ওপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যারা সৎকাজ কেবল পার্থিব আয়ু-উন্নতির লালসায় করে, তা হলে তারা আপন সদাচরণের বিনিময়ে কেবল লেলিহান অগ্নি শিখাই প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এই অর্থটি অত্যন্ত দূরসম্পর্কীয়। এছাড়া এটাও সম্ভব যে, তাদের ঈমানে আল্লাহপাক তাদের রিয়াকে মাফ করে দিতে পারেন। আর মু'মিন রিয়াকারদের উদ্দেশ্য আরও অনেক ভীতিমূলক বাণী হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। তাতেও বুঝা যায়, আলোচ্য আয়াতটি অহঙ্কারী মু'মিনদের জন্য নয়। আর সেসব কাফেররাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা পরকালের পুণ্য অর্জনার্থে কোন সৎকাজ করে। কারণ অন্যত্র তাদের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, আমল গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান থাকা পূর্বশর্ত। আর কারও মতে আয়াতটি কেবল রিয়াকার মু'মিনদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন এ আয়াতের অর্থ হবে এই তারা প্রথমে আপন রিয়াকারীর বিনিময়ে দোযখে থাকবে এবং পরিণাম ফল ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে।– বয়ানুল কোরআন।

أَوْلِيَاءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا

আউলিয়া —য় ইয়ুদ্বোয়া-'আফু লাহুমুল্ 'আযা-ব; মা-কা-নূ ইয়াস্তাত্বী'ঊনাস্ সাম্'আ অমা-কা-নূ
ছাড়া কোন অভিভাবক। তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে, তারা না ছিল শুনতে সক্ষম আর না পারত

يُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

ইয়ুব্ছিরূন্। ২১। উলা — য়িকাল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্ফুসাহুম্ অদ্বোয়াল্লা 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াফ্তারূন্।
দেখতে। (২১) ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, এবং এরা যেসব অলীক উপাস্যস্থির করে রেখেছিল, তা তাদের নিকট হতে উধাও হয়েছে।

﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا

২২। লা-জ্বারামা আন্নাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি হুমুল্ আক্সারূন্। ২৩। ইন্না ল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্
(২২) নিঃসন্দেহে এরাই হবে পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (২৩) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে ও

الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ

ছোয়া-লিহা-তি অআখ্বাতূ ~ ইলা- রব্বিহিম্ উলা —য়িকা আছ্হা-বুল জ্বান্নাতি, হুম্ ফীহা-খলিদূন্।
তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হয়েছে, তারাই বেহেশতের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরদিন স্থায়ীভাবে থাকবে।

﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ

২৪। মাছালুল্ ফারীক্বাইনি কাল্'আ'মা- অল্ আছোয়াম্মি অল্ বাছীরি অস্সামী'ই; হাল্ ইয়াস্তাওয়িয়া-নি
(২৪) দু দলের উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রোতার; এরা কি তুলনায় সমান? তবুও কি তারা শিক্ষা

مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ ۙ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ

মাছালা-; আফালা-তাযাক্কারূন্। ২৫। অলাক্বদ্ আর্সাল্না- নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ~ ইন্নী লাকুম্ নাযীরুম্
গ্রহণ করবে না? (২৫) আর আমি অবশ্যই নূহকে তার কওমের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, আমি তোমাদের স্পষ্ট

مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللّٰهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ

মুবীন্। ২৬। আল্লা- তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ইন্নী ~ আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিন্ আলীম্।
সাবধানকারী। (২৬) আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করবে না; আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি কষ্টদায়ক দিনের আযাবের।

﴿٢٧﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا

২৭। ফাক্ব-লাল্ মালায়ু ল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বওমিহী মা- নারা-কা ইল্লা- বাশারাম্ মিছ্লানা- অমা-
(২৭) অতঃপর তার গোত্র-প্রধান কাফেররা বলল, আমরাতো তোমাকে আমাদের মত মানুষই দেখছি। আর আমরা তো দেখছি

نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ

নারা-কাত্তাবা'আকা ইল্লাল্লাযীনা হুম্ আরা-যিলুনা- বা-দিয়ার্ রা''য়ি, অমা- নারা-লাকুম্ 'আলাইনা-মিন্
কেবল আমাদের মধ্যের অধম বক্তিরাই অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে। এবং আমরা আমাদের ওপর তোমাদের

ওয়াকফে লাযেম

রুকু ২/১৬ ২

فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ

ফাদ্বলিম্ বাল্ নাজুন্নুকুম্ কা-যিবীন্ । ২৮ । ক্বা-লা ইয়া-কওমি আরায়াইতুম্ ইন্ কুন্তু 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্
শ্রেষ্ঠত্ব তো দেখছি না। তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (২৮) বলল, হে কওম! বলতঃ যদি আমি রবের দলিলে থাকি,

رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا

রব্বী অআ-তা-নী রহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিহী ফা'উম্মিয়াত্ 'আলাইকুম্; আনুল্যিমুকুমূহা অআন্তুম্ লাহা-
তিনি আমাকে তাঁর রহমত দেন এবং তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি?

كٰرِهُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا

কা-রিহূন্ । ২৯ । অইয়া-ক্বওমি লা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মা-লা-;ইন্ আজ্বরিয়া ইল্লা- 'আলা ল্লা-হি অমা ~ আনা-
অথচ তোমরা তাতে বীতশ্রদ্ধ। (২৯) হে আমার কওম! আমি ধন চাই না, আমার পুরস্কারতো আল্লাহর কাছে। আর

بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ *

বিত্বোয়া-রিদিল্ লাযীনা আ-মানূ; ইন্নাহুম্ মুলাক্বূ রব্বিহিম্ অলা-কিন্নী ~ আরা-কুম্ ক্বাওমান্ তাজ্বহালূন্।
আমি মু'মিনদের বিতাড়নকারী নই। তারা রবেরই সাক্ষাতকারী। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

﴿٣٠﴾ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَلَآ اَقُوْلُ

৩০। অ ইয়া-ক্বাওমি মাঁই ইয়ান্ছুরুনী- মিনাল্লা-হি ইন্ ত্বরাত্তুহুম্; আফালা-তাযাক্কারূন্ । ৩১ । অলা ~ আক্বূলু
(৩০) হে কওম! কে আল্লাহর হতে আমাকে সাহায্য করবে? যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তোমরা কি বুঝবে না? (৩১) আমি বলি

لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ

লাকুম্ 'ইন্দী খাযা—য়িনু ল্লা-হি অলা ~ আ'লামুল গইবা অলা ~ আক্বূ লু ইন্নী মালাকুঁও অলা ~
না যে, আল্লাহর ধনাগার আমার কাছে রয়েছে, আর না আমি গায়েব সম্পর্কে জানি, আর আমি এও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা।

اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ

আক্বূ লু লিল্লাযীনা তায্দারী ~ আ'ইয়ুনুকুম্ লাঁই ইয়ু''তিয়াহুমুল্লা-হু খাইরা-; আল্লা-হু আ'লামু বিমা-ফী ~
আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের ব্যাপারে বলি না যে, তাদেরকে কখনও আল্লাহ কল্যাণ দেবেন না। আল্লাহই

اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ

আন্ফুসিহিম্ ইন্নী ~ ইযাল্ লামিনাজ্জোয়া-লিমীন্ । ৩২ । ক্বা-লূ ইয়া-নূহু ক্বদ্ জ্বা-দাল্তানা- ফাআক্ছারতা
তাদের অন্তরের সবকিছু ভালভাবে অবগত। বললে আমি জালিম হব। (৩২) বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে অধিক ঝগড়া করেছ।

جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ

জ্বিদা-লানা- ফা''তিনা- বিমা- তাই'দুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্ । ৩৩ । ক্বা-লা ইন্নামা-ইয়া''তীকুম্
অতএব তুমি যার ভয় আমাদের দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস, যদি সত্যবাদী হও। (৩৩) বলল, ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ই তোমাদের কাছে

بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝٣٤ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ

বিহিল্লা-হু ইন্ শা—য়া অমা ~ আন্তুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৩৪। অলা-ইয়ান্ফা'উকুম্ নুছ্হী ~ ইন্ আরাত্তু

তা আনয়ন করবেন, আর তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৩৪) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ

أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ

আন্ আন্ছোয়াহা লাকুম্ ইন্ কা-নাল্লা-হু ইয়ুরীদু আইঁ ইয়ুগ্ওয়িইয়াকুম্; হুঅ রব্বুকুম্ অইলাইহি

তোমাদের কোন কাজে আসবে না যদি আল্লাহ তোমাদের ভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের রব, তাঁর কাছেই তোমরা

تُرْجَعُونَ ۝٣٥ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا

তুর্জ্বা'ঊন্। ৩৫। আম্ ইয়াকূ্লূ নাফ্ তারা-হ্; কু্ল্ ইনিফ্ তারা-ইতুহূ ফা 'আলাইয়্যা ইজ্ র-মী অআনা

ফিরবে। (৩৫) তবে কি তারা বলে যে, সে রচনা করেছে? বলুন, রচনা করলে, দোষ আমারই উপর বর্তাবে। তবে আমি

بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ ۝٣٦ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا

৩ ع ১১ ৩ রুকু

বারী—য়ুম্ মিম্মা-তুজ্ রিমূন্। ৩৬। অ উহিয়া ইলা- নূহিন্ আন্নাহূ লাইঁ ইয়ু''মিনা মিন্ ক্বওমিকা ইল্লা-

তোমাদের অপরাধ থেকে মুক্ত। (৩৬) আর নূহের কাছে প্রত্যাদেশ হল যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার

مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝٣٧ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

মান্ ক্বদ্ আ-মানা ফালা-তাব্তায়িস্ বিমা-কা-নূ ইয়াফ্'আলূন্। ৩৭। অছ্না'ইল্ ফুল্কা বিআ' ইয়ুনিনা-

সম্প্রদায়ের আর কেউ ঈমান আনবে না; কাজেই তুমি ক্ষোভ করো না তারা যা করেছে তজ্জন্য। (৩৭) আর তুমি আমার

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝٣٨ وَيَصْنَعُ

অ অহ্য়িনা- অলা-তুখা-ত্বিব্নী ফিল্লাযীনা জোয়ালামূ ইন্নাহুম্ মুগ্রাকূ্ন্। ৩৮। অইয়াছ্না'উল্

সপক্ষে ও আদেশে নৌকা বানাও; জালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না, তারা ডুববে। (৩৮) সে নৌকা নির্মান,

الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا

ফুল্কা অকুল্লামা- মার্র 'আলাইহি মালায়ুম্ মিন্ ক্বওমিহী সাখিরূ মিন্হু; ক্ব-লা ইন্ তাস্খরূ

করতে লাগল আর কওমের প্রধানরা উপহাস করছে; বলল, তোমরা আমাদেরকে বিদ্রূপ করলে ওইরূপ বিদ্রূপ

مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝٣٩ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ

মিন্না- ফাইন্না-নাস্খরু মিন্কুম্ কামা-তাস্খরূন্। ৩৯। ফাসাওফা তা'লামূনা মাইঁ ইয়া''তীহি 'আযাবুঁই

আমরাও তোমাদেরকে করব। যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ। (৩৯) তোমরা শ্রীঘ্রই বুঝবে কার প্রতি

يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۝٤٠ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ

ইয়ুখ্যীহি অ ইয়াহিল্লু 'আলাইহি 'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৪০। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা—য়া আম্রুনা-অফা-রাত্তান্নূরু

লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসে ও কার প্রতি স্থায়ী শাস্তি আসে। (৪০) অবশেষে যখন আমার আদেশ আসল ও চুলায় পানি উঠল,

قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ

ক্বুল্ নাহ্মিল্ ফীহা-মিন্ কুল্লিন্ যাওজ্বাইনিছ্ নাইনি অআহ্লাকা ইল্লা-মান্ সাবাক্বা 'আলাইহিল্
তখন আমি বললাম উঠিয়ে নাও যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আছে তারা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর জোড়ায় জোড়ায়

الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤١﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ

ক্বওলু অমান্ আ-মান্;অমা ~ আ-মানা মা'আহূ ~ ইল্লা-ক্বালীল্। ৪১। অক্বলার্ কাবূ ফীহা-বিস্‌মিল্লা-হি
ও যারা ঈমান এনেছে তাদের এবং তারা অল্প সংখ্যকই তাকে বিশ্বাস করেছে। (৪১) এবং সে বলল, এতে আরোহণ কর,

مَجْرٰىهَا وَمُرْسٰىهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ

মাজ্বরে-হা-অমুর্‌সা-হা-; ইন্না রব্বী লাগফূরুর্ রহীম্। ৪২। অহিয়া তাজ্ব্‌রী বিহিম্ ফী মাওজ্বিন্
আল্লাহর নামেই ওর চলা ও স্থিতি; নিশ্চয়ই আমার রব অতিক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪২) অতঃপর নৌকা তাদেরকে নিয়ে

كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا

ক্বল্‌জ্বিবালি অ না-দা-নূহুনিব্ নাহূ অকা-না ফী মা'যিলিইঁ ইয়া-বুনাইয়্যার্ কাব্ মা'আনা- অলা-
পাহাড়তুল্য ঢেউ-এর মধ্যে চলল; নূহ্ তার পুত্রকে আহ্বান করে বলল, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর,

تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا

তাকুম্ মা'আল্ কা-ফিরীন্।৪৩।ক্বা-লা সায়া-ওয়ী ~ ইলা-জ্বাবালিইঁ ইয়া'ছিমুনী মিনাল্ মা — য়্; ক্বা-লা লা-
কাফেরদের সঙ্গে থেকো না। (৪৩) সে বলল, আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছি, তা আমাকে পানি থেকে বাঁচাবে।

عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

'আ-ছিমাল্ ইয়াওমা মিন্ আম্‌রিল্লা-হি ইল্লা-মার্ রহিমা, অ হা-লা বাইনাহুমাল্ মাওজ্বু ফাকা-না মিনাল্
নূহ্ বলল, আজ কেউ রক্ষা করবে না আল্লাহর দয়া ছাড়া। তাঁর আদেশ হতে একটি তরঙ্গ উভয়কে পৃথক করল, অমনি

الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٤﴾ وَقِيلَ يٰأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ

মুগ্‌রাক্বীন্। ৪৪। অক্বীলা ইয়া ~ আর্‌দ্বুব্ লা'ঈ ~ মা — য়াকি অইয়া-সামা — য়ু আক্বলি'ঈ অগীদ্বোয়াল্
সে ডুবে গেল। (৪৪) তারপর বলা হল, হে যমীন! তুমি তোমার পানি শোষণ কর। হে আকাশ! থাম। এরপর পানি হ্রাস

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ☆

মা — য়ু অক্বু্দ্বিয়াল্ আম্‌রু আস্‌তাঅত্ 'আলাল্ জ্বূদিয়্যি অক্বীলা বু'দাল্লিল্ ক্বওমিজ্জোয়া-লিমীন্।
পেল কাজ শেষ হল। আর নৌকা জূদী পাহাড়ে এসে স্থির হল। এবং বলা হল, জালিমরা আল্লাহর দয়া হতে বঞ্চিত।

● এক চতুর্থাংশ

আয়াত-৪১ ঃ একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ এটি এমন একটি ধারণার প্রতি পথ নির্দেশ করে, যা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুতে আল্লাহর বাস্তব উপস্থিতি দর্শনে সক্ষম হয়। জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-৪৪ঃ জূদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামে পরিচিত। তা হযরত নূহ (আঃ) এর মূল আবাসভূমি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। এটি একটি পর্বতাংশের নাম। এর অপর নাম আরারাত পর্বত। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত নৌকা তুফানের মধ্যেই চলছিল। কা'বা শরীফের নিকট পৌছে ৭ বার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করে। (মাঃ কোঃ)

٤٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

৪৫। অনা-দা-নূহুর্ রব্বাহূ ফাক্ব-লা রব্বি ইন্নাব্নী মিন্ আহ্লী অইন্না অ'দাকাল্ হাক্ব্ক্ব্

(৪৫) আর নূহ্ তার রবকে বলল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার পুত্র, আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এবং আপনার

وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ٤٦ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ

অ আন্তা আহ্কামুল্ হা-কিমীন্। ৪৬। ক্ব-লা ইয়া-নূহু ইন্নাহূ লাইসা মিন্ আহ্লিকা, ইন্নাহূ 'আমালুন্

ওয়াদা সত্য আর আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৪৬) (আল্লাহ) বললেন, হে নূহ্! সে তোমার পরিবারের নয়। অবশ্যই

غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ

গাইরু ছোয়া-লিহিন্, ফালা-তাস্য়াল্নি মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্ম্; ইন্নী ~ আ 'ইজুকা আন্ তাকূনা মিনাল্

সে অসৎকর্মশীল। সুতরাং যে বিষয়ে জান না, তা আমার কাছে চেয়ো না। আমি উপদেশ দিতেছি, এতে তুমি মূর্খে

الْجَاهِلِينَ ٤٧ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

জ্বা-হিলীন্। ৪৭। ক্ব-লা রব্বি ইন্নী ~ আ'উযুবিকা আন্ আস্য়ালাকা মা-লাইসা লী বিহী 'ইল্ম্;

পরিণত হবে। (৪৭) বলল, হে আমার রব! আমি যা জানি না তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আপনি

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ٤٨ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا

অ ইল্লা-তাগ্ফির্লী অতার্হাম্নী ~ আকুম্মিনাল্ খা-সিরীন্। ৪৮। ক্বীলা ইয়া-নূহুহ্ বিত্ব্ বিসালা-মিম্ মিন্না-

যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (৪৮) বলা হল, হে নূহ্! আমার পক্ষ হতে শান্তি ও

وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا

অবারাকা-তিন্ 'আলাইকা অ'আলা ~ উমামিম্ মিম্মাম্ মা'আক্; অউমামুন্ সানুমাত্তি'উহুম্ ছুম্মা ইয়ামাস্সুহুম্ মিন্না-

কল্যাণ নিয়ে নাম, যা তোমার ও তোমার অনুসারীদের ওপর আছে। আর অন্যদলকে কিছুকাল ভোগ করতে দিব, পরে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٩ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا

'আযা-বুন্ আলীম্। ৪৯। তিল্কা মিন্ আম্বা —য়িল্ গাইবি নূহী হা ~ ইলাইকা, মা-কুন্তা তা'লামুহা ~

মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে। (৪৯) এটা অদৃশ্য সংবাদ যা আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করি। যা না তুমি জানতে,

أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ وَإِلَىٰ

আন্তা অলা- ক্বওমুকা মিন্ ক্বব্লি হা-যা-; ফাছ্বির্; ইন্নাল্ 'আ-ক্বিবাতা লিল্মুত্তাক্বীন্। ৫০। অ ইলা-

আর না তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জানত। সুতরাং ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (৫০) আমি আদ

عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ

'আ-দিন্ আখ-হুম্ হূদা-; ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহূ; ইন্ আনতুম্

জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলল, কওম আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

রুকু ৪ ১৪ ৪

إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي

ইল্লা-মুফ্তারূন্। ৫১। ইয়া-ক্বওমি লা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি আজ্বরা-; ইন্ আজ্ব্রিয়া ইল্লা-'আলাল্লাযী
তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। (৫১) হে আমার জাতীর লোকেরা! আমি এজন্য তোমাদের নিকট বিনিময় চাই না, স্রষ্টার কাছেই

فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ

ফাত্বোয়ারানী; আফালা-তা'ক্বিলূন্।৫২। অইয়া-ক্বওমিস্ তাগ্ফিরূ রব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ ~ ইলাইহি ইয়ুরসিলিস্
প্রতিদান চাই। তবে কি তোমরা বুঝ না? (৫২) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর প্রতি রুজূ

السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ☆

সামা — য়া 'আলাইকুম্ মিদ্রা-রাঁও অ ইয়াযিদ্কুম্ কু্ওয়্যাতান্ ইলা- কু্ওয়্যাতিকুম্ অলা-তাতাওয়াল্লাও মুজ্ব্রিমীন্।
হও, তোমাদেরকে আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি দিবেন, শক্তির উপর আরো শক্তি বাড়াবেন, অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ

৫৩। ক্বা-লূ ইয়া-হূদু মা- জ্বি'তানা- বিবাইয়্যিনাতিঁও অমা-নাহ্নু বিতা-রিকী ~ আ-লিহাতিনা-'আন্ ক্বওলিকা অমা-নাহ্নু
(৫৩) তারা বলল, হে হূদ! তুমি কোন স্পষ্ট প্রমাণ [১] তো আননি; তোমার কথায় আমাদের ইলাহকে ছাড়ব না; তোমাকে

لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي

লাকা বিমু''মিনীন্। ৫৪। ইন্না ক্বূলু ইল্লা'তারা-ক্ব বা'দ্বু আ-লিহাতিনা-বিসূ — য়্; ক্ব-লা ইন্নী ~
বিশ্বাসও করি না। (৫৪) শুধু বলি যে, আমাদের কোন ইলাহ্ তোমাকে আঘাত করেছে; (হূদ) বলল, আমি আল্লাহকে

أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي

উশ্হিদুল্লা-হা অশ্হাদূ ~ আন্নী বারী — য়ুম্ মিম্মা-তুশ্রিকূন্। ৫৫। মিন্ দূনিহী ফাকীদূনী
সাক্ষী করছি তোমরাও সাক্ষী থাক, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের শিরক্ মুক্ত। (৫৫) আল্লাহ ছাড়া সবাই ষড়যন্ত্র কর,

جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ

জ্বামী'আন্ ছুম্মা লা- তুন্জিরূন্। ৫৬। ইন্নী তাওয়াক্কাল্তু 'আলাল্লা-হি রব্বী অ রব্বিকুম্; মা-মিন্ দা — ব্বাতিন্
তারপর আমাকে অবকাশ দিও না। (৫৬) আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ওপর নির্ভর করি, এমন কোন প্রাণী

إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ

ইল্লা-হুঅ আ-খিযুম্ বিনা-ছিয়াতিহা-; ইন্না রব্বী 'আলা- ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্।৫৭। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাক্বদ
নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার রব সরল পথে রয়েছেন। (৫৭) অতঃপর তোমরা মুখ ফিরালেও যা নিয়ে

আয়াত-৫৪ঃ টীকা ঃ (১) এর অর্থ হল মু'জিযা। আর যে মু'জিযা দিয়ে তিনি তাঁর জাতির লোকদের ওপর স্বীয় প্রমাণ স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল, হযরত হুদ (আঃ) তাদের সকলকে বলেছিলেন, তোমরা সকলেই সম্মিলিতভাবে আমার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালাও, আর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না; তবুও দেখি তোমরা আমাকে কিছু করতে পার কি না। কিন্তু, তারা কিছুই করতে পারল না। এটাই তাঁর মু'জিযা। তদ্রূপ হযরত নূহ্ (আঃ) ও আপন কওমের ওপর দলীল পেশ করে উক্তরূপ বলেছিলেন যে, তোমরা সম্মিলিতভাবে আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পার কি না দেখ। তারা এতদসত্ত্বেও কিছু করতে না পারাই হল মু'জিযা। ঝড়-তুফান যা তাদের ওপর শাস্তিস্বরূপ হয়েছিল তা যদিও মু'জিযা ছিল, কিন্তু তাদের ওপর তা প্রমাণ স্থাপন করার মু'জিযা ছিল না। কারণ, তারপর যখন তারা জীবিতই রইল না, তবে তাদের ওপর প্রমাণ স্থাপন কি করে হবে? (ব. কো.)

أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا

আব্‌লাগ্‌তুকুম্ মা ~ উর্‌সিল্‌তু বিহী ~ ইলাইকুম্; অইয়াস্‌তাখ্‌লিফু রব্বী ক্বওমান্ গইরাকুম্ অলা-

আমি প্রেরিত তা তো আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। আর আমার রব তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করবেন

تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝٥٨ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا

তাদুর্‌রূনাহূ শাইয়া-; ইন্না রব্বী 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ হাফীজ্। ৫৮। অ লাম্মা-জ্বা — য়া আম্‌রুনা-নাজ্জাইনা-হূদাঁও

এবং তোমরা তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না, আমার রব সব কিছুর রক্ষাকারী। (৫৮) আর যখন আমার নির্দেশ আসল

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝٥٩ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ

অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরহমাতিম্ মিন্না-, অনাজ্জাইনা-হুম মিন্ 'আযা-বিন্ গলীজ্। ৫৯। অতিল্‌কা 'আ-দুন্

তখন আমি দয়া দিয়ে রক্ষা করেছি হূদ ও মু'মিনদেরকে এবং কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি দিয়েছি। (৫৯) আর সেই আদ জাতি

جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٦٠ وَأُتْبِعُوا

জ্বাহাদূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ অ'আছোয়াও রুসুলাহূ অত্তাবা'উ ~ আম্‌রা কুল্লি জ্বাব্বা-রিন্ 'আনীদ্। ৬০। অউত্‌বি'উ

রবের আয়াত অস্বীকার ও রাসূলদের অমান্য করেছে, আর তারা পালন করেছে সকল স্বৈরাচারীর নির্দেশ। (৬০) আর এ

فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا

ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া-লা'নাতাঁও অ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; আলা ~ ইন্না 'আ-দান্ কাফারূ রব্বাহুম্; আলা-

দুনিয়ায়ও তাদেরকে লা'নতগ্রস্ত করা হল আর পরকালেও করা হবে। সাবধান! আদ জাতি রবকে অস্বীকার করেছে; ওহে!

بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝٦١ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

বু'দাল্লি 'আ-দিন্ ক্বওমি হূদ্। ৬১। অ ইলা-ছামূদা আখা-হুম্ ছোয়া-লিহা-। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা

হূদ জাতি! আ'দের ধ্বংস। (৬১) ছামূদের কাছে তাদের ভাই ছালেহ্‌কে প্রেরণ করলাম বলল, হে জাতি। আল্লাহর দাসত্ব কর;

مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ

মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহূ; হুওয়া আন্‌শায়াকুম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি অস্‌তা'মারাকুম্ ফীহা ফাস্‌তাগ্‌ফিরূহু

তিনি ছাড়া ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। ওতে আবাস দিয়েছেন; তাঁর কাছেই ক্ষমা চাও;

ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝٦٢ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا

ছুম্মা তূবূ ~ ইলাইহ্; ইন্না রব্বী ক্বরীবুম্ মুজ্বীব্। ৬২। ক্বা-লূ ইয়া-ছোয়া-লিহু ক্বদ্ কুন্‌তা ফীনা

রুজু হও! আমার রব নিকটেই আছেন, তিনি আবেদন মঞ্জুর করেন। (৬২) তারা বলল, হে ছালেহ! ইতোপূর্বে তুমি ছিলে

مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ

মার্‌জুওয়ান্ ক্বব্‌লা হা-যা ~ আতান্‌হা-না ~ আন্ না'বুদা মা-ইয়া'বুদু আ-বা — য়ুনা- অ ইন্নানা-লাফী শাক্কীম্

আশাস্থল; তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ সে সবের উপাসনা করতে? যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষরা করত? তোমার

রুকু ৫

مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٣﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى

মিম্মা-তাদ্উ'না ~ ইলাইহি মুরীব্। ৬৩। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি আরায়াইতুম্ ইন্ কুন্তু 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রব্বী

আহ্বানে আমরা অত্যন্ত সন্দেহে আছি। (৬৩) বলল, হে কাওম! তোমরা কি ভেবে দেখেছ আমি রবের নিদর্শনের ওপর এবং তিনি

وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ فَمَا تَزِيدُونَنِى

অ আ-তা-নী মিন্হু রাহ্মাতান্ ফামাইঁ ইয়ানছুরুনী মিনাল্লা-হি ইন্ 'আছোয়াইতুহূ ফামা-তাযীদূনানী

আমার উপর করুণা করলে যদি আমি অবাধ্য হই, তবে কে আমাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তখন আমার ক্ষতিই

غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٤﴾ وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ

গইরা তাখ্সীর্। ৬৪। অইয়া-ক্বওমি হা-যিহী না-ক্বতুল্লা-হি লাকুম্ আ-ইয়াতান্ ফাযারূহা-তাকুল্ ফী ~ আরদ্বিল্লা-হি

বৃদ্ধি পাবে। (৬৪) হে আমার কওম! এটি আল্লাহর উষ্ট্রী [১], তোমাদের জন্য নিদর্শন, সুতরাং এটিকে যমীনে চরে খেতে

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٥﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا۟ فِى

অলা-তামাস্সূহা বিসূ — য়িন্ ফা ইয়া" খুযাকুম্ 'আযা-বুন্ ক্বরীব্। ৬৫। ফা'আক্বরূহা- ফাক্ব-লা তামাত্তাউ' ফী

দাও। একে ধরো না অসদুদ্দেশে, অন্যথা আকস্মিক শাস্তি পাবে। (৬৫) কিন্তু তারা তাকে বধ করল; তারপর ছালেহ বলল,

دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا

দা-রিকুম্ ছালা-ছাতা আইয়্যা-ম্; যা-লিকা অ'দুন্ গইরু মাক্যূব্। ৬৬। ফালাম্মা-জ্বা — য়া আম্রুনা- নাজ্জাইনা- ছোয়া-লিহাঁও

স্বগৃহে তিনদিন ভোগ কর; এটি মিথ্যা ওয়াদা নয়। (৬৬) আর যখন আমার নির্দেশ আসে তখন আমি স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِىُّ

অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরহমাতিম্ মিন্না- অমিন্ খিয্য়ি ইয়াওমিয়িন্; ইন্না রব্বাকা হুওয়াল্ ক্বওয়িইয়ুল্

করলাম ঐ দিনের লাঞ্ছনা হতে ছালেহ ও তার সাথে যারা মু'মিন ছিল তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনার রবই-মহাশক্তিমান,

ٱلْعَزِيزُ ﴿٦٧﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ

'আযীয্। ৬৭। অ আখাযাল্লাযীনা জোয়ালামুছ্ ছোয়াইহাতু ফাআছ্বাহূ ফী দিয়া-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্।

বিজয়ী। (৬৭) বিকট ধ্বনি জালিমদেরকে পাকড়াও করল, তারা নিজেদের ঘরেই নতজানু হয়ে নিঃশেষ হল।

﴿٦٨﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ

৬৮। কাআল লাম্ ইয়াগ্নাও ফীহা-; আলা ~ ইন্না ছামূদা কাফারূ রব্বাহুম্; আলা-বু'দাল্লি ছামূদ্। ৬৯। অ লাক্বদ্

(৬৮) যেন তাতে তারা কখনও বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদেরা রবের কুফ্রী করেছে, ওহে! ছামূদ জাতির ধ্বংসই ছিল তাদের পরিণতি। (৬৯) এবং

৬ ع ৮ ৬ রুকু

আয়াত-৬৪ ঃ টীকাঃ (১) তারা যেহেতু নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ মু'জিযার আবেদন করেছিল। তাই তিনি বললেন, এই লও তোমাদের প্রার্থিত মু'জিয়া অনুসারে নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর এই উটনীটি, যা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হল। আল্লাহর উটনী এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন। তাদের মু'জিযা দর্শনের আবেদনে বলেছিল–আপনি আমাদের এই সম্মুখস্থ প্রস্তর হতে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের করে দেখান দেখি। তখন হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন; আর অমনি তাদের প্রার্থিত উটনীই প্রস্তরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসল। আর উটনীটি তখনই অদ্রূপ একটি দেহধারী বাচ্চা প্রসব করল।
আয়াত-৬৫ঃ এটি আমার নবুওয়াতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এটির কিছু প্রাপ্য হক রয়েছে। তার একটি হল, একে স্বাধীনভাবে মাঠে বিচরণ করে চলে ফিরে খেতে দেয়া এবং পালাক্রমে পানি পান করতে দেয়া।

جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ

জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা ~ ইব্রা-হীমা বিল্বুশ্রা- ক্ব-লূ সালা-মা-; ক্ব-লা সালামুন্ ফামা-লাবিছা আন্

ইব্রাহীমের কাছে আমার দূতরা সুসংবাদসহ এসে বলল, 'সালাম,' সেও বলল, 'সালাম'। সে ভাঝা গো-বৎস

جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ

জ্বা — য়া বি'ইজ্ব্ লিন্ হানীয্। ৭০। ফালাম্মা- রায়া ~ আই দিয়াহুম্ লা-তাছিলু ইলাইহি নাকিরহুম্ অ আওজ্বাসা

নিয়ে এল। (৭০) কিন্তু যখন দেখল তাদের হাত ওতে যাচ্ছে না, তখন সে তাদরকে অপছন্দ করল এবং মনে মনে

مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧١﴾ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ

মিন্হুম্ খী ফাহ্; ক্ব-লূ লা-তাখাফ্ ইন্না ~ উর্সিল্না ~ ইলা-ক্বওমি লূত্ব্। ৭১। অম্রায়াতুহূ ক্ব — য়িমাতুন্

ভয় পেল। তারা বলল, ভয় নেই, আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১) (৭১) আর তার স্ত্রী সেখানে

فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧٢﴾ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى

ফাদ্বোয়াহিকাত্ ফাবাশ্শার্না-হা- বিইস্হা-ক্ব অমিঁও অর — য়ি ইস্হা-ক্ব ইয়া'ক্বূব্।৭২। ক্ব -লাত্ ইয়া-অইলাতা ~

দাঁড়িয়েছিল, সে হাসল। আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম। (৭২) সে বলল, আশ্চর্য!

ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٣﴾ قَالُوْۤا

আয়ালিদু অ আনা'আজ্বূ যুঁও অহা-যা-বা'লী শাইখা-; ইন্না হা-যা-লাশাইয়ুন্ 'আজ্বীব্। ৭৩। ক্ব-লূ ~

আমার সন্তান হবে? আমি তো বৃদ্ধা; আমার স্বামীও সম্পূর্ণ বৃদ্ধ; নিশ্চয়ই এটি এক আজব বিষয়! (৭৩) বলল,

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ

আতা'জ্বাবীনা মিন্ আম্রিল্লা-হি রাহ্মাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহূ 'আলাইকুম্ আহ্লাল বাইত;ইন্নাহূ

আল্লাহর কাজে বিস্ময়? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর দয়া ও কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি অতি

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا

হামীদুম্ মাজ্বীদ্। ৭৪। ফালাম্মা-যাহাবা 'আন্ ইব্রা-হীমার্ রাওউ' অজ্বা — য়াত্হুল্ বুশ্রা-ইয়ুজ্বা-দিলুনা-

প্রশংসিত, সম্মানিত। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীমের মন থেকে ভয় দূর হয়ে তার কাছে সুসংবাদ পৌছিল, তখন সে লূতের কওমের ব্যাপারে আমার

فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٥﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٦﴾ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ

ফী ক্বওমি লূত্ব্। ৭৫। ইন্না ইব্রা-হীমা লাহালীমুন্ আওয়্যা-হুম্ মুনীব্। ৭৬। ইয়া ~ ইব্রা-হীমু আ'রিদ্ব 'আন হা-যা-,

সাথে বাদানুবাদ শুরু করল।(৭৫) নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল ধৈর্যশীল, কোমল প্রাণ ও বিনয়ী। (৭৬) হে ইব্রাহীম! এ হতে বিরত হও।

اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٧﴾ وَلَمَّا جَآءَتْ

ইন্নাহূ ক্বদ্ জ্বা — য়া আম্রু রব্বিকা, অ ইন্নাহুম্ আ-তীহিম্ 'আযা-বুন্ গইরু মার্দূদ্। ৭৭। অলাম্মা-জ্বা — য়াত্

তোমার রবের আদেশ এসে গেছে। নিশ্চয়ই তাদের ওপর এক অনিবার্য শাস্তি আসবে। (৭৭) তারপর যখন

رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٨﴾ وَجَآءَهٗ

রুসুলুনা- লূ-ত্বোয়ান্ সী — য়া বিহিম্ অদ্বোয়া-ক্ব বিহিম্ যার্'আঁও অক্ব -লা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আছীব্। ৭৮। অজ্বা — য়াহূ

আমার প্রেরিত দূত লূতের কাছে আসে তখন সে তাদের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নিজকে অসমর্থ্য ভেবে বলল এটি অত্যন্ত সংকটময় দিন। (৭৮) আর তাঁর সম্প্রদায়ের

قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ

ক্বওমুহূ ইয়ুহ্রা'উনা ইলাইহ্; অমিন্ ক্বব্লু কা-নূ ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিয়া-ত্; ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি

লোকেরা তাঁর কাছে দৌড়িয়ে আসল, পূর্ব থেকেই তারা অপকর্মে লিপ্ত ছিল। লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এরা

هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ

হা — উলা — য়ি বানা-তীহুন্না আত্ব্হারু লাকুম্ ফাত্তাক্বুল্লা-হা অলা-তুখ্যূনি ফী দ্বোয়াইফী;

আমার কন্যা, তোমাদের জন্য পবিত্র। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। মেহমানদের মাঝে আমাকে লজ্জা দিও না।

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٩﴾ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ

আলাইসা মিন্কুম্ রাজুলুর্ রশীদ্। ৭৯। ক্ব-লূ লাক্বদ্ 'আলিম্তা মা-লানা- ফী বানা-তিকা মিন্ হাক্ব্ক্বিন্

তোমাদের মধ্যে কি কোন সৎলোক নেই? (৭৯) তারা বলল, তুমি তো জান, তোমার কন্যা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٨٠﴾ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

অইন্নাকা লাতা'লামু মা-নুরীদ্। ৮০। ক্ব-লা লাও আন্না লীবিকুম্ কুওয়্যাতান্ আও আ-ওয়ী ~ ইলা-রুক্নিন্ শাদীদ্।

আর তুমি জান যা আমরা চাই। (৮০) বলল, আমার শক্তি থাকলে বা কোন শক্তিশালী আশ্রয় পেলে কতই না উত্তম হত!

﴿٨١﴾ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ

৮১। ক্বালূ ইয়া-লূতু ইন্না- রুসুলু রব্বিকা লাই ইয়াছিলূ ~ ইলাইকা ফাআস্রি বিআহ্লিকা বিক্বিত্ব্'ইম্ মিনাল

(৮১) ফেরেশতারা বলল, হে লূত! আমরা তোমার রবের প্রেরিত, তারা তোমারে নিকট কখনও পৌছতে পারবে না, সুতরাং

الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ

লাইলি অলা-ইয়াল্তাফিত্ মিন্কুম্ আহাদুন্ ইল্লা ম্রয়াতাক্; ইন্নাহূ মুছীবুহা-মা ~ আছোয়া-বাহুম্;

রাতের কোন অংশে তোমার স্ত্রী ছাড়া কেউ পিছনে তাকাবে না, তাদের যা ঘটবে তার উপরও তা ঘটবে।

اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا

ইন্না মাও ই'দাহুমু ছ্ছুব্হু; আলাইসাস্ ছুব্হু বিক্বরীব্। ৮২। ফালাম্মা- জ্বা — য়া আম্রুনা- জ্বা'আল্না-

প্রভাতই তাদের আযাবের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি খুব নিকটবর্তী নয়? (৮২) অতঃপর যখন আমার আদেশ

عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٣﴾ مُّسَوَّمَةً

'আ-লিয়াহা-সা-ফিলাহা-অ আম্ত্বোয়ার্না-'আলাইহা- হিজ্বা-রাতাঁম্ মিন্ সিজ্জীলিম্ মান্দ্বূদ্। ৮৩ মুসাওঅমাতান্

আসল, তখন জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম, তাদের ওপর অনর্গল প্রস্তর, কঙ্কর বর্ষন করলাম। (৮৩) তোমার রবের

عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ

'ইন্দা রব্বিক; অমা-হিয়া মিনাজ্জোয়া-লিমীনা বিবা'ঈদ। ৮৪। অ ইলা-মাদ্ইয়ানা আখ-হুম্ শু'আইবা-;
কাছে চিহ্নত ছিল। তা জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়। (৮৪) আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠালাম।

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহু; অলা-তান্ক্বুছুল্ মিক্ইয়া-লা অল্মীযা-না
বলল, হে জাতি! আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম

إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٥﴾ وَيَا قَوْمِ

ইন্নী ~ আর-কুম্ বিখইরিঁও অইন্নী ~ আখ-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিম্ মুহীত্ব। ৮৫। অইয়া-ক্বওমি
দিও না; আমি তো তোমাদেরকে সচ্ছল দেখি। আমি এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি। (৮৫) হে আমার সম্প্রদায়ের

أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

আওফুল্ মিক্ইয়া-লা অল্মীযা-না বিল্কিস্ত্বি অলা-তাব্ খাসুন্না-সা আশ্ইয়া — য়া হুম্ অলা-
লোকেরা! তোমরা যখন মাপ ও ওজন দিবে, তখন যথার্থভাবে দিবে, লোকদেরকে প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না, যমীনে বিপর্যয়

تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا

ত্বা'ছাও ফীল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্। ৮৬। বাক্বিইয়াতুল্লা-হি খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ মু''মিনীনা, অমা ~
সৃষ্টি করে সীমা অতিক্রম করো না। (৮৬) আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা মু'মিন হও।

أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٧﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا

আনা 'আলাইকুম্ বিহাফীজ্। ৮৭। ক্ব-লূ ইয়া-শু'আইবু আ ছলা-তুকা তা''মুরুকা আন্ নাত্রুকা মা-
আর আমি তোমাদের দারোগা নই। (৮৭) তারা বলল, হে শুয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ করে যে, আমরা

يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ

ইয়া'বুদু আ-বা — য়ুনা ~ আও আন্নাফ্'আলা ফী ~ আম্ওয়া-লিনা- মা-নাশা — য়্; ইন্নাকা লাআন্তাল্ হালীমুর্
পরিত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষ যার উপাসনা করত বা আমাদের সম্পদে আমাদের ইচ্ছামত খরচ না করা? তুমি তো

الرَّشِيدُ ﴿٨٨﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي

রশীদ্। ৮৮। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি আরায়াইতুম্ ইন্ কুন্তু 'আলা-বাইয়িনাতিম্ মির্ রব্বী অরযাক্বানী
ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান। (৮৮) বলল, হে আমার জাতি! বলত যদি আমি রবের প্রমাণের ওপর থাকি এবং তিনি যদি আমাকে

مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا

মিনহু রিয্ক্বন্ হাসানা-; অমা ~ উরীদু আন্ উখা-লিফাকুম্ ইলা- মা ~ আন্হা-কুম্ 'আন্হু; ইন্ উরীদু ইল্লাল্
উত্তম রিযিক দেন আমি চাইব না যে, আমি যা নিষেধ করছি, তার উল্টো আমি নিজেই করি। আমি আমার সাধ্যমত

ع ৭ ১৫ ৭ রুকু

الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

ইছ্‌লা-হা মাস্ তাত্বোয়া'তু অমা-তাওফীক্বী ~ ইল্লা- বিল্লা-হ্; 'আলাইহি তাঅক্‌কালতু অ ইলাইহি
তোমাদের সংশোধন করতে চাই। আল্লাহর কাছেই তাওফীক চাই। তাঁরই ওপর ভরসা করি এবং তারই কাছে

أُنِيبُ ﴿٨٩﴾ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ

উনীব্। ৮৯। অ ইয়া-ক্বওমি লা-ইয়াজ্‌রিমান্নাকুম্ শিক্বা-ক্বী ~ আইঁ ইয়ুছীবাকুম্ মিছ্‌লু মা ~ আছোয়া-বা ক্বওমা
রুজূ। (৮৯) আর হে জাতি! আমার বিরুদ্ধাচরণ তোমাদেরকে যেন অপরাধী না করে, তোমাদের ওপর

نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٩٠﴾ وَاسْتَغْفِرُوا

নূহিন্ আও ক্বওমা হূদিন্ আও ক্বওমা ছোয়া-লিহ্; অমা-ক্বওমু লূত্বিম্ মিন্‌কুম্ বিবা'ঈদ্। ৯০। অস্‌তাগ্‌ফিরূ
নূহের বা হূদের বা ছালেহের কওমের মত বিপদ আসতে পারে আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। (৯০) আর

رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩١﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا

রব্বাকুম্ ছুম্মা তূবূ ~ ইলাইহ্; ইন্না রব্বী রাহীমুঁও অদূদ্। ৯১। ক্ব-লূ ইয়া শু'আইবু মা-নাফ্‌ক্বহু কাছীরাম্
রবের কাছে ক্ষমা চাও। তাঁর প্রতি রুজূ হও। নিশ্চয়ই আমার রব দয়ালু, প্রেমময়। (৯১) তারা বলল, হে শুয়াইব! তোমার

مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ

মিম্মা-তাক্বূলু অ ইন্না-লানার-কা-ফীনা-দ্বোয়া'ঈফান্, অলাওলা-রাহ্‌তুকা লারাজ্‌াম্‌না-কা অমা ~ আন্‌তা
অধিকাংশ কথাই আমরা বুঝি না, তোমাকে দুর্বল দেখছি। পরিজনবর্গ না থাকলে তোমাকে আমরা পাথর মারতাম। তুমি

عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩٢﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ

'আলাইনা বি'আযীয্। ৯২। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি আরহ্‌ত্বী ~ আ 'আয্‌যু 'আলাইকুম্ মিনাল্লা-হ্; অত্তাখায্‌তুমূহু
শক্তিশালী নও। (৯২) বলল, হে জাতি! আল্লাহর চেয়ে পরিজনই কি তোমাদের কাছে মর্যাদাবান? আর তোমরা তাকে

وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٣﴾ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ

অরা—য়াকুম্ জিহ্‌রিয়্যা-;ইন্না রব্বী বিমা- তা'মালূনা মুহীত্ব। ৯৩। অইয়া-ক্বওমি'মালূ 'আলা-
পূর্ণ পিছনে রেখে দিলে। নিশ্চয়ই আমার রব তোমাদের কর্ম বেষ্টন করে আছেন। (৯৩) হে আমার জাতি! স্ব-স্ব

مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ

মাকা-নাতিকুম্ ইন্নী 'আ-মিল্; সাওফা তা'লামূনা মাইঁ ইয়া''তী হি 'আযা-বুঁই ইয়ুখ্‌যীহি অমান্
স্থানে থেকে কাজ কর। আমিও করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি হয় আর কে মিথ্যাবাদী।

هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٤﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا

হুঅ কা-যিব্; অর্‌তাক্বিবূ ~ ইন্নী মা'আকুম্ রক্বীব্। ৯৪। অলাম্মা-জ্বা — য়া আম্‌রুনা- নাজ্জাইনা- শু'আইবাঁও
অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় আছি। (৯৪) আর যখন আমার আল্লাহ্র আদেশ আসল, শুয়াইব ও তার

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا

অল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ বিরহ্মাতিম্ মিন্না-অআখযাতিল্লাযীনা জোয়ালামুছ্ ছোয়াইহাতু ফাআছ্বাহূ
সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে স্বীয় করুণায় মুক্তি দিলাম; জালিমদেরকে বিকট ধ্বনি পাকড়াও করল। তারা স্বগৃহে উপুড়

৮ ع ১২ ৮ রুকু

فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٥﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

ফী দিয়া- রিহিম্ জ্বা-সিমীন্।৯৫। কাআল্লাম্ ইয়াগ্নাও ফীহা-; আলা-বু'দা ল্লিমাদ্ইয়ানা কামা- বা'ইদাত্ ছামূদ্।
হয়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন ওতে তারা ছিল কখনও না। ওহে! মাদইয়ানবাসীদের ওপর অভিশাপ যেমন ছামূদ জাতির উপর ছিল।

﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

৯৬। অলাক্বদ্ আর্সাল্না- মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- অ সুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ৯৭। ইলা-ফির্'আউনা অ মালায়িহী
(৯৬) আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করলাম। (৯৭) ফেরাউন ও তার সভাসদের কাছে।

فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٨﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ফাত্তাবা'উ ~ আম্রা ফির্'আউনা, অমা ~ আম্রু ফির্'আউনা বিরশীদ্। ৯৮। ইয়াক্বদুমু ক্বওমাহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি
কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশ মানল অথচ তার আদেশ সঠিক ছিল না। (৯৮) কিয়ামতের দিন সে নিজ কওমের

فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ

ফাআওরাদা হুমুন্না-র্; অবি''সাল্ ওয়িরদুল্ মাওরূদ্। ৯৯। অউত্বি'উ ফী হা-যিহী লা'নাতাঁও অ ইয়াওমাল্
আগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে অগ্নিতে ঢুকবে। ঐ প্রবেশস্থান কত নিকৃষ্টস্থান। (৯৯) ইহ-পরকালে এরা লা'নতগ্রস্ত।

الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿١٠٠﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا

ক্বিয়া-মাহ্; বি'সার্ রিফ্দুল্ মার্ফূদ্।১০০। যা-লিকা মিন্ আম্বা — য়িল্ কু্রা- নাকু্ছ্ছুহূ 'আলাইকা মিন্হা-
প্রাপ্ত দান কতই না মন্দ। (১০০) এটি সেই জনপদের খবর, যা তোমায় বর্ণনা করছি, যার কিছু এখনও বিদ্যমান

قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠١﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

ক্বা — য়িমুঁও অহাছীদ্। ১০১। অমা-জলাম্না-হুম্ অলা-কিন্ জলামূ ~ আন্ফুসাহুম্ ফামা ~ আগ্নাত্ 'আন্হুম্
এবং কোন কিছু নির্মূল। (১০১) তাদের প্রতি জুলুম করিনি, তারা নিজেদের ওপর নিজেরা জুলুম করেছে। রবের আদেশ

آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا

আ-লিহাতুহুমুল্লাতী ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি মিন্ শাইয়িল্ লাম্মা- জ্বা —য়া আম্রু রব্বিক্; অমা-
আসার পর তাদের সেসব উপাস্যরা তাদের কোন কাজে আসেনি যাদের পূজা তারা করত আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা

زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠٢﴾ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ

যা-দূহুম্ গইরা তাত্বীব্। ১০২। অ কাযা-লিকা আখ্যু রব্বিকা ইযা ~ আখযাল্ কু্রা-অহিয়া
আপন ক্ষতিই বৃদ্ধি করল। (১০২) আর এরূপই আপনার রবের ধরা। কোন জনপদ অত্যাচারী হলে তিনি

ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ

জোয়া-লিমাহ্; ইন্না আখ্যাহূ ~ আলীমুন্ শাদীদ্। ১০৩। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া তাল্লিমান্ খা-ফা 'আযা-বাল্
তাদের ধরেন। নিশ্চয়ই তাঁর ধরা বড়ই কঠিন। (১০৩) আর যে পরকালের আযাবকে ভয় করে তাতে তার জন্য

الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا

আ-খিরাহ্; যা-লিকা ইয়াওমুম্ মাজ্মূউ'ল্ লাহুন্না-সু অ যা-লিকা ইয়াওমুম্ মাশ্হূদ্। ১০৪। অমা-
নিদর্শন আছে, এটা সে দিন যে দিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে; আর সেদিন সকলের উপস্থিতির দিন। (১০৪) আর

نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

নুওয়াখ্খিরুহূ ~ ইল্লা-লিআজ্বালিম্ মা'দূদ্। ১০৫। ইয়াওমা ইয়া''তি লা-তাকাল্লামু নাফ্সুন্ ইল্লা-বিইয্নিহী
আমি ওকে বিলম্বিত করছি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই। (১০৫) ঐদিন আসলে কেউই তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা বলবে না।

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ

ফামিন্হুম্ শাক্বিইয়্যুওঁ অসাঈ'দ্। ১০৬। ফাআম্মাল্লাযীনা শাক্ব ফাফিন্না-রি লাহুম্ ফীহা- যাফীরুঁও অ
তাদের মধ্যে কেউ হতভাগা আর কেউ ভাগ্যবান। (১০৬) অতঃপর যারা হতভাগা তারা দোযখে যাবে, তাতে তাদের চিৎকার ও

شَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ

শাহীক্ব। ১০৭। খলিদীনা ফীহা- মা-দা-মাতিস্ সামাঅতু অল্ আরদ্বু ইল্লা- মা-শা — য়া রব্বুক; ইন্না
আর্তনাদ হতে থাকবে। (১০৭) যতদিন আসমান-যমীন থাকবে তারা সেথায় থাকবে; যদি না তাদের রব অন্য ইচ্ছা করেন,

رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

রব্বাকা ফা'আ-লুল্লিমা-ইয়্যুরীদ্। ১০৮। অ আম্মাল্লাযীনা সুই'দূ ফাফীল্ জ্বান্নাতি খ-লিদীনা ফীহা- মা-দা-মাতিস্
আপনার রব ইচ্ছে মতই করেন।(১০৮) আর যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে আসমান-যমীনের

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي

সামাঅতু অল্ আরদ্বু ইল্লা-মা-শা — য়া রব্বুক; 'আত্বোয়া — য়ান্ গাইরা মাজ্যূয্। ১০৯। ফালা-তাকু ফী
স্থিতিকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে যদি না তাদের রব অন্য ইচ্ছা করেন; তাঁর এ দান অফুরন্ত, নিরবচ্ছিন্ন। (১০৯) সুতরাং তাদের

مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ

মিরইয়াতিম্ মিম্মা-ইয়া'বুদু হা ~ য়ুলা — য়্; মা- ইয়া'বুদূনা ইল্লা-কামা- ইয়া'বুদূ আ-বা — য়ু হুম্ মিন্ ক্বাব্ল;
উপাস্যের ব্যাপারে তুমি সন্দেহে পতিত হয়ো না, তারা তো তাদের পিতৃপুরুষের উপাসনার ন্যায় উপাসনা করছে;

আয়াত-১০৩ঃ উপদেশ লাভের পদ্ধতি হল, ইহকাল চূড়ান্ত কর্মফল ভোগের স্থান নয়, তথাপি এখানকার শাস্তি যখন এত কঠিন তখন কর্মফল ভোগের স্থান পরকালের শাস্তি যে আরও কঠিন হবে এতে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও নেই। (বঃ কোঃ) আয়াত-১০৬ ঃ যখন কারো নিকট কোন কৈফিয়ত তলব করা হবে তখন সে কথা বলতে পারবে। তার বক্তব্য গ্রহণ হোক বা না হোক। (বঃ কোঃ) আয়াত-১০৮ ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, দুর্ভাগ্য কবলিত কাফেররা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অন্য কোন ইচ্ছা হলে ভিন্ন কথা। তবে তিনি যে কাফেরদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ইচ্ছা করবেন না, এটি নিশ্চিত সত্য। কাজেই জাহান্নাম হতে বের হওয়া কাফেরদের ভাগ্যে কখনও জুটবে না। (বাঃ কোঃ)

وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ﴿١١٠﴾ ولقد آتينا موسى الكتاب

অ ইন্না- লামুঅফ্ফূহুম্ নাছীবাহুম্ গইর মান্কূছ্। ১১০। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা

নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রাপ্য পুরো দিব, সামান্যতমও কম নয়। (১১০) আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম,

(৭ ع ১৪ ৯ রুকু)

فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك

ফাখ্তুলিফা ফীহ্; অলাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্ রব্বিকা লাক্বুদ্বিয়া বাইনাহুম্; অইন্নাহুম্ লাফী শাক্কিম্

তারপর ওতেও মতভেদ করা হল। রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে ওদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা হত, তারা ওতে অবশ্যই সন্দেহের

منه مريب ﴿١١١﴾ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون

মিন্হু মুরীব্। ১১১। অইন্না কুল্লাল্লাম্মা- লাইয়ুঅ ফ্ফিয়ান্নাহুম্ রব্বুকা আ'মা-লাহুম্; ইন্নাহূ বিমা-ইয়া'মালূনা

মধ্যে ছিল। (১১১) আর যখন সময় আসবে তখন আপনার রব সবাইকে কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। তিনি তাদের কর্মের খবর

خبير ﴿١١٢﴾ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون

খবীর্। ১১২। ফাস্তাক্বিম্ কামা ~ উমির্তা অমান্ তা-বা মা'আকা অলা-তাত্ব্গও; ইন্নাহূ বিমা-তা'মালূনা

রাখেন। (১১২) সুতরাং আপনি ও সাথী তওবাকারীদের আদেশানুযায়ী স্থির থাকুন, সীমালংঘন করবেন না; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের

بصير ﴿١١٣﴾ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله

বাছীর্। ১১৩। অলা-তার্কানূ ~ ইলা ল্লাযীনা জোয়ালামূ ফাতামাস্সাকুমুন্না-রু অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি

কর্মের সম্যক দ্রষ্টা। (১১৩) আর তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকো না, ঝুঁকলে জাহান্নামের অগ্নি তোমাদের স্পর্শ করবে।

من أولياء ثم لا تنصرون ﴿١١٤﴾ وأقم الصلوة طرفي النهار وزلفا من

মিন্ আউলিয়া — য়া ছুম্মা লা- তুন্ছোয়ারূন্। ১১৪। অআক্বিমিছ্ ছলা-তা ত্বোয়ারাফায়িন্নাহা-রি অযুলাফাম্ মিনাল্

আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই, সাহায্যও পাবে না। (১১৪) নামায কায়েম করবে দিনের দু প্রান্তে ও রাতের একাংশে;

الليل إن الحسنت يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين ﴿١١٥﴾ واصبر

লাইল্; ইন্নাল্ হাসানা-তি ইয়ুয্হিব্নাস্ সাইয়িয়া-ত্; যা-লিকা যিক্র-লিয্যা-কিরীন্। ১১৫। অছ্বির্

পুণ্য অবশ্যই পাপকে মিটায়; এটি একটি উপদেশ, যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য। (১১৫) ধৈর্য অবলম্বন কর,

فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿١١٦﴾ فلولا كان من القرون من قبلكم

ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উআজ্র্ রাল্ মুহ্সিনীন্। ১১৬। ফালাওলা কা-না মিনাল্ ক্বুরূনি মিন্ ক্বব্লিকুম্

আল্লাহ সৎকর্মশীলদের শ্রমের ফল বিনষ্ট করেন না। (১১৬) তোমাদের পূর্বযুগে যাদের রক্ষা করেছিলাম, তাদের সাথে

أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم

উলূবাক্বিয়াতিঁ ইয়ান্হাওনা 'আনিল্ ফাসা-দি ফীল্ আর্দ্বি ইল্লা-ক্বালীলাম্ মিম্মান্ আন্জ্বাইনা-মিনহুম্

অবস্থানকারী গুটিকতক ছাড়া এমন কোন সৎকর্মশীল ছিল না যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে বাধা প্রদান করত;

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝١١٦ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

অত্তাবা'আ ল্লাযীনা জোয়ালামূ মা ~ উত্রিফূ ফীহি অ কা-নূ মুজ্ রিমীন্। ১১৭। অমা-কা-না রব্বুকা

বরং জালিমরা তো যাতে আরাম-আয়েশ পেত তারই অণুসরণ করত; ওরাই অপরাধী। (১১৭) আপনার রব জনপদ

لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝١١٧ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً

লিইয়ুহ্লিকাল্ কু্রা বিজুল্মিঁও অআহ্লুহা-মুছ্লিহূন্। ১১৮। অলাও শা — য়া রব্বুকা লাজ্বা'আলান্না-সা উম্মাতাঁও

ধ্বংস করার নয়, অথচ যার অধিবাসীরা নেককার। (১১৮) আপনার রব ইচ্ছা করলে সবাইকে এক জাতি করতেন,

وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝١١٨ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ

ওয়া-হিদাতাঁও অলা-ইয়াযা-লূনা মুখ্তালিফীন্। ১১৯। ইল্লা-মার্ রহিমা রব্বুক্; অলিযা-লিকা খলাক্বহুম্; অ তাম্মাত্

তবে তারা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে। (১১৯) রবের দয়া যার প্রতি সে নয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি

كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝١١٩ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ

কালিমাতু রব্বিকা লাআম্লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জিন্নাতি অন্না-সি আজ্মা'ঈন্। ১২০। অকুল্লান্ নাকু ছ্ছু 'আলাইকা

করেছেন; আপনার রবের কথা পূর্ণ হবেই যে;"জিন ও মানুষ দ্বারা আমি অবশ্যই পূর্ণ করব জাহান্নামকে"।(১২০) আমি রাসূলদের

مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ

মিন্ আম্বা — য়ির্ রুসুলি মা-নুছাব্বিতু বিহী ফুয়াদাকা, অজ্বা — য়াকা ফী হা- যিহিল্ হাক্কু অমাও 'ইজোয়াতুঁও

ঐসব বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্দারা আপনার চিত্তকে দৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য এসেছে,

وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝١٢٠ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا

অযিক্রা- লিল্মু''মিনীন্। ১২১। অক্বুল্ লিল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা' মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্; ইন্না-

উপদেশ ও স্মরণীয় মু'মিনদের জন্য। (১২১) আর আপনি অবিশ্বাসীদেরকে বলুন, স্ব-স্ব স্থানে থেকে কাজ কর, আমরাও

عَامِلُونَ ۝١٢١ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝١٢٢ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আমিলূন্। ১২২। অন্তাজিরূ ইন্না মুন্তাজিরূন্। ১২৩। অলিল্লা-হি গইবুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি

কাজ করি। (১২২) প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করি। (১২৩) আসমান-যমীনের অদৃশ্য বিষয় এবং আল্লাহর দিকেই

১০ ع ১৪ ১০ রুকু

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অ ইলাইহি ইয়ুর্জ্বা'উল্ আম্রু কুল্লু হূ ফা'বুদ্হু অতাঅক্কাল্ 'আলাইহি অমা-রব্বুকা বিগ-ফিলিন্ 'আম্মা-তা'মালূন্।

প্রত্যাবর্তিত হবে সকল কিছু। তাঁরই দাসত্ব করে, এবং তারই ভরসা করে। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমার রব অনবহিত নন।

আয়াত-১১৭ ঃ অত্র আয়াতের সারমর্ম হল, যে সকল জাতিকে ধ্বংস করা হয় তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী। পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অন্যায় আচরণই তাদের উপর দুনিয়ায় আযাব অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১১৮ ঃ আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হলো-নবীদের শিক্ষা ও সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে ওলামায়ে দ্বীন ও মুজতাহিদ আলেমদের মধ্যে যেই মতবিরোধ ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা মোটেই নিন্দনীয় এবং আল্লাহ্র রহমতের খেলাপ নয়। বরং তা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য মঙ্গলকর এবং আল্লাহর রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকীহদের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীনদের আ'মলের খেলাপ। (মাঃ কোঃ)

সূরা ইউসুফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

﴿١﴾ الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا

১। আলিফ্ লা — ম্ র-, তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন্। ২। ইন্না ~ আন্‌যালনা-হু কু্রআ-নান্ 'আরাবিয়্যাল্
(১) আলিফ লা-ম রা-; নিশ্চয়ই এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (২) নিশ্চয়ই আমি একে নাযিল করেছি কোরআনরূপে

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا

লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ৩। নাহ্নু নাকুছ্ছু 'আলাইকা আহ্‌সানাল্ ক্বাছোয়াছি বিমা ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা হা-যাল্
আরবীতে, যেন তোমরা বুঝ। (৩) আমি আপনার কাছে এক অতি উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহী যোগে এ কোরআন

الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٤﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ

কু্রআ-না অইন্ কুন্‌তা মিন্ ক্বাব্‌লিহী লামিনাল্ গ-ফিলীন্। ৪। ইয্ ক্বা-লা ইয়ূসুফু লিআবীহি ইয়া ~ আবাতি
প্রেরণ করে; যদিও ইতোপূর্বে আপনি এ ব্যাপারে জানতেন না। (৪) স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল, হে

اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ *

ইন্নি-রয়াইতু আহাদা আশারা কাওকাবাঁও অশ্‌শাম্‌সা অল্ ক্বমারা রায়াইতুহুম্ লী সা-জ্বিদীন্।
আমার পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র। আমি তাদেরকে দেখেছি- সেজদারত অবস্থায়।

﴿٥﴾ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۚ اِنَّ

৫। ক্বা-লা ইয়া-বুনাইয়্যা লা-তাকুছুছ্ রু'ইয়া-কা 'আলা ~ ইখ্‌ওয়াতিকা ফাইয়াকীদূ লাকা কাইদা-; ইন্নাশ্
(৫) (পিতা) বলল, হে পুত্র! তোমার ভাইদের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিও না; তারা ষড়যন্ত্র করবে তোমার বিরুদ্ধে। নিশ্চয়

الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦﴾ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ

শাইত্বোয়া-না লিল্‌ইন্‌সা-নি আ'দুওয়্যুম্ মুবীন্। ৬। অকাযা-লিকা ইয়াজ্‌তাবীকা রব্বুকা অইয়ু'আল্লিমুকা মিন্
শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) তোমার রব এ'ভাবেই তোমাকে মনোনীত করবেন; এবং তোমাকে স্বপ্ন-ব্যাখ্যা;

تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى

তা'ওয়ীলিল্ আহা-দীছি অইয়ুতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকা অ'আলা ~ আ-লি ইয়া'ক্বূবা কামা ~ আতাম্মাহা 'আলা~
শেখাবেন, তোমার ও ইয়াকূবের পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন; যেমন তিনি ইতোপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ

শানেনুযূল ঃ সূরা ইউসুফ- জালালুদ্দীন সুয়ূতী হতে বর্ণিত আছে, একদা ছাহাবারা রাসূল (ছঃ)-কে কোন কাহিনী শুনাতে বললে সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এ জন্য সূরাটি একাধারে সম্পূর্ণ বৃত্তান্তের সাথে পরিপূর্ণ (রূহুল মা'আনী)। মুফাস্‌সিরদের মতে, অত্র সূরা ইহুদীদের প্রশ্নানুসারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলে পাঠাল, হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তানরা মিসরে কেন গিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের সাথে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং তিনি কেনানের বাসিন্দা হয়ে মিসরে কিরূপে পৌঁছলেন ইত্যাদি বৃত্তান্তসমূহ। ইহুদীরা ভেবেছিল আহলে কিতাবের ঐতিহাসিকরা ছাড়া অজ্ঞ লোকেরা বিশেষতঃ মক্কাবাসীরা এ ব্যাপারে ঘূর্ণাক্ষরেও জানত না; সুতরাং তিনি বলতে পারবেন না। অনন্তর মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট উক্ত প্রশ্ন করে বসল, তখন এ সূরাটি নাযিল হয়। ইহুদীরা তাঁর মুখে ঐ ঘটনার বিবরণ শুনে অবাক হয়ে গেল এবং মনে মনে তাঁর নবুওয়াতে বিশ্বাস হল। কিন্তু তারা মুখে স্বীকার করার পাত্রই তো ছিল না।

১ ع ৬ ১১ রুকু

أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ لَّقَدْ كَانَ فِى

আবাওয়াইকা মিন্ ক্বাব্লু ইব্রা-হীমা অইসহা-ক্ব; ইন্না রব্বাকা 'আলীমুন্ হাকীম্। ৭। লাক্বদ্ কা-না ফী
ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার রব তো জ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী। (৭) ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের

يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ

ইয়ূসুফা অ ইখ্অতিহী ~ আ-ইয়া-তুল্ লিস্সা — য়িলীন্। ৮। ইয্ ক্বা-লূ লাইয়ূসুফু অআখূহু আহাব্বু ইলা ~
মধ্যে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন আছে। (৮) তারা (ভাইয়েরা) বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই পিতার নিকট বেশি

أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ

আবীনা মিন্না—অনাহ্নু 'উছ্বাহ্; ইন্না আবা-না- লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৯। নিক্ব্তুলূ ইয়ূসুফা আওয়িত্ব্
প্রিয়। অথচ আমরা একই দল। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছেন। (৯) ইউসুফকে হত্যা কর নতুবা

ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ

রাহূহু আর্দ্বোয়াই ইয়াখ্লু লাকুম্ অজ্হু আবীকুম্ অতাকূনূ মিম্ বা'দিহী ক্বওমান্ ছোয়া-লিহীন্।
যমীনে ফেলে দাও, ফলে পিতার স্নেহ দৃষ্টি তোমাদের দিকেই পড়বে এবং এরপর তোমরা ভাল বিবেচতি হবে।

﴿٩﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ

১০। ক্বা-লা ক্বা — য়িলুম্ মিন্হুম্ লা-তাক্ব্তুলূ ইয়ূসুফা অ আল্ক্বূহু ফী গইয়া-বাতিল্ জুব্বি ইয়াল্তাক্বিত্ব্হু বা'দ্বুস
(১০) তাদের একজন বলল, ইউসুফকে কিছু করতে চাইলে তাকে হত্যা না করে কূপে নিক্ষেপ কর, যাতে যাত্রীদের কেউ

ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ

সাইয়্যা-রতি ইন্ কুন্তুম্ ফা'ইলীন্। ১১। ক্বা -লূ ইয়া ~ আবা-না- মা-লাকা লা-তা''মান্না- 'আলা-ইয়ূসুফা অইন্না- লাহূ
তুলে নিয়ে যায়। (১১) বলল, হে পিতা! আপনার কি হয়েছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? অথচ আমরা

لَنَٰصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّى

লানা-সিহূন্। ১২। আর্সিল্হু মা'আনা-গদাই ইয়ার্তা' অইয়াল্'আব্ অইন্না-লাহূ লাহা-ফিজূন্। ১৩। ক্বা-লা ইন্নী
তার হিতাকাংখী। (১২) আপনি তাকে কাল আমাদের সাথে দিবেন, সে বিচরণ করবে ও খেলবে, আর আমরা হিফাযতকারী। (১৩) বলল,

لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ

লাইয়াহ্যুনুনী ~ আন্ তায্হাবূ বিহী অআখ-ফু আইঁইয়া''কুলাহুয্ যি''বু অআন্তুম্ 'আনহু
তোমরা তাকে নিলে আমি চিন্তিত থাকব; আমি আশংক করছি যে, তোমরা অমনোযাগী হলে তাকে কোন নেকড়ে বাঘ

غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ

গাফিলূন্। ১৪। ক্বা-লূ লায়িন আকালাহুয্ যি''বু অনাহ্নু 'উছ্বাতুন্ ইন্না ~ ইযা ল্লাখ-সিরূন্। ১৫। ফালাম্মা-যাহাবূ বিহী-
খেয়ে ফেলে। (১৪) তারা বলল, আমরা সুসংহত একটি দল, তাকে নেকড়ে খেলে আমরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হব। (১৫) অতঃপর তারা

وَأَجْمَعُوْٓا أَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ج وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ

অ আজ্ মাউ’ ~ আইঁ ইয়াজ্ব ‘আলূহু ফী গইয়া-বাতিল্ জুব্বি অ আওহাইনা ~ ইলাইহি লাতুনাব্বিয়ান্নাহুম্

যখন তাকে নিয়ে গভীর কূপে নিক্ষেপে একমত হল, তখন আমি তাকে জানিয়ে দিলাম যে, (পরে) একদিন তুমি অবশ্যই এটা জানিয়ে

بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَجَآءُوْٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا

বিআম্রিহিম্ হা-যা- অ হুম্ লা-ইয়াশ্‌উরূন্। ১৬। অজ্বা — য়ূ ~ আবা-হুম্ ‘ইশা — য়াঁই ইয়াব্‌কূন্। ১৭। ক্বা-লূ

দিবে, যখন তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) রাতে তাদের পিতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে আসল। (১৭) বলল, হে আমার

يٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ج وَمَآ

ইয়া ~ আবা-না ~ ইন্না-যাহাব্‌না-নাস্‌তাবিক্বু অতারাক্‌না-ইয়ূসুফা ‘ইনদা মাতা-‘ইনা-ফাআকালাহুয্ যি”বু অমা ~

পিতা! ইউসুফকে মাল-পত্রের নিকট রেখে আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় গেলাম আর বাঘ তাকে খেয়ে ফেলল, আমরা সত্যবাদী

أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٨﴾ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ط قَالَ

আন্‌তা বিমু’মিনিল্ লানা- অলাও কুন্না-ছোয়া-দ্বিক্বীন্। ১৮। অজ্বা — য়ূ ‘আলা-ক্বমীছিহী বিদামিন্ কাযিব্; ক্বা-লা.

হলেও আপনি বিশ্বাস করবেন না। (১৮) আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে আসল। (ইয়াকূব) বলল, তোমরা নিজেরাই

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ *

বাল্ সাওওলাত্ লাকুম্ আন্‌ফুসুকুম্ আম্‌রা-; ফাছোয়াব্‌রুন্ জ্বামীল্; অল্লা-হুল্ মুস্‌তা‘আ-নু ‘আলা- মা- তাছিফূন্।

এক মনগড়া কাহিনী সাজিয়েছে। তাই এখন আমার জন্য পূর্ণ ধৈর্য ধরাই উত্তম। তোমাদের বক্তব্যে, আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।

﴿١٩﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلٰى دَلْوَهٗ ط قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ط

১৯। অ জ্বা — য়াত্ সাইয়্যা-রতুন্ ফাআর্‌সালূ ওয়া-রিদাহুম্ ফাআদ্‌লা- দাল্‌অহূ; ক্বা-লা ইয়া-বুশরা- হা-যা-গুলা-ম্;

(১৯) আর ঘটনাক্রমে এক যাত্রীদল সেখানে এসে তাদের পানি সংগ্রাহককে পাঠাল। সে বালতি কূপে ফেলে বলল, সুখবর!

وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

অ আসারর্‌রূহু বিদ্বোয়া-‘আহ্; অল্লা-হু ‘আলীমুম্ বিমা-ইয়া’মালূন্। ২০। অশারাওহু বিছামানিম্ বাখ্‌সিন্

এ’যে এক বালক! তারা তাকে পণ্যরূপে লুকাল, আর আল্লাহ্ তাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন। (২০) তারা মাত্র কয়েক দিরহামের

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ج وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ

দার-হিমা মা’দূদাতিন্ অকা-নূ ফীহি মিনায্ যাহিদীন্। ২১। অক্বা-লা ল্লাযিশ্ তারা-হু মিম্ মিছ্‌রা

বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে তাকে বিক্রি করল, তারা ছিল তার ব্যাপারে লোভহীন। (২১) আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল,

ع ২ ১৪ ১২ রুকু

তিন চতুর্থাংশ •

لِامْرَاَتِهٖٓ أَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى أَنْ يَّنْفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ط وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا

লিম্‌রায়াতিহী ~ আক্‌রিমী মাছ্‌ওয়া-হু ‘আসা ~ আইঁ ইয়ান্‌ফা‘আনা ~ আও নাত্তাখিযাহূ অলাদা-; অকাযা-লিকা মাক্কান্না-

সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সযত্নে রাখ, হয়ত সে আমাদের উপকারে আসবে, বা আমরা তাকে পুত্র বানাব। এ’ভাবে

لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ

লি ইয়ূসুফা ফিল্ আর্দ্বি অ লিনু'আল্লিমাহূ মিন্ তা''ওয়ীলিল্ আহা-দীছ্; অল্লা-হু গলিবুন্ 'আলা ~
আমি ইউসুফকে যমীনে স্থান দিলাম, যেহেতু তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখাব। আল্লাহ কর্ম সম্পাদনে বিজয়ী, কিন্তু

أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا

আম্‌রিহী অলা-কিন্না আক্‌ছারা ন্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ২২। অ লাম্মা-বালাগা আশুদ্দাহূ ~ আ-তাইনা-হু হুক্‌মাঁও
অধিকাংশ লোক জানে না। (২২) আর সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলে আমি তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই

وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَٰوَدَتْهُ الَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَ

অ ই'ল্‌মা-;অকাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্। ২৩। অ র-অদাত্ হুল্লাতী হুঅ ফী বাইতিহা-'আন্ নাফ্‌সিহী অ
পুণ্যশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। (২৩) যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিল সে মহিলা তাকে ফুসলাল ও দরজাসমূহ

غَلَّقَتِ الْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ ۖ

গল্লাক্বাতিল্ আব্‌ওয়া-বা অক্ব-লাত্ হাইতা লাক্; ক্ব-লা মা'আ-যাল্লাহি ইন্নাহূ রব্বী ~ আহ্‌সানা মাছ্‌ওয়া-ইয়া;
বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'এস'। সে বলল, আল্লাহর পানাহ চাই, তিনি তো আমার রব, তিনি আমাকে উত্তম আশ্রয় দিলেন,

إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ

ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্‌লিহুজ্ জোয়া-লিমূন্। ২৪। অলাক্বাদ্ হাম্মাত্ বিহী, অহাম্মা বিহা- লাওলা ~ আর্‌রায়া- বুরহা-না
আর জালিমরা কখনও সফলতা লাভ করে না। (২৪) মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল, সেও আসক্ত হত যদি রবের নিদর্শন

رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

রব্বিহ্; কাযা-লিকা লিনাছ্‌রিফা 'আন্‌হুস্ সূ—য়া অল্ ফাহ্‌শা—য়্; ইন্নাহূ মিন্ ই'বা-দিনাল্ মুখলাছীন্।
সে না দেখত এ'ভাবেই আমি তাকে মন্দ ও অশ্লীলতা হতে ফিরাই। নিশ্চয়ই সে নিষ্ঠাবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

﴿٢٥﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ

২৫। অস্ তাবাক্বল্ বা-বা অক্বদ্দাত্ ক্বামীছোয়াহূ মিন্ দুবুরিঁও অআল্‌ফা ইয়া- সাইয়্যিদাহা-লাদাল্ বা-ব্;
(২৫) উভয়ে দরজার দিকে দৌড়াল এবং সে ইউসুফের জামার পিছন ছিঁড়ে ফেলল। উভয়েই মালিককে দরজার পাশে ফেলে.

قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ক্ব-লাত্ মা-জ্বাযা — য়ু মান্ আর-দা বিআহ্‌লিকা সূ — য়ান্ ইল্লা ~ আইঁ ইয়ুস্‌জ্বানা আও 'আযা-বুন্ আলীম্।
মহিলা বলল, যে তোমার পরিবারের সঙ্গে কুকর্ম করতে চায়, তাকে কারারুদ্ধ বা অন্য কোন মারাত্মক শাস্তি দিবে।

আয়াত-২৪ ঃ পাপ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন হল স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ইউসুফ (আঃ) যখন নিজেকে চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বর সুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে তাকে কেউ সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গাম্বর সুলভ বিজ্ঞতা প্রকাশ করে যুলায়খাকে উপদেশ দিলেন যে, তারও উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা হতে বিরত থাকা। তোমার স্বামী আমাকে উত্তম স্থান দিয়েছে। আমি তাঁর ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করলে সীমালংঘনকারী হব। আর আমি কয়েক দিনের লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও অধিক স্বীকার করা প্রয়োজন। (মাঃ কোঃ)

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ ٢٦

২৬। ক্বা-লা হিয়া রা-অদাত্নী 'আন্ নাফ্সী অ শাহিদা শা-হিদুম্ মিন্ আহ্লিহা- ইন্ কা-না ক্বামীছুহূ
(২৬) (ইউসূফ) বলল, মহিলাই তো আমাকে অসৎ উদ্দেশে ফুসলিয়েছে, মহিলার পরিবারের এক সাক্ষ্য সাক্ষী দিল, 'জামার

قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ٢٧ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ

ক্বুদ্দা মিন্ ক্বুবুলিন্ ফাছদাক্বত্ অ হুওয়া মিনা ল্কা-যিবীন্। ২৭। অইন্ কা-না ক্বামীছুহূ ক্বুদ্দা মিন্ দুবুরিন্
সম্মুখ যদি ছিঁড়া থাকে তবে স্ত্রী সত্য, আর সে (পুরুষটি) মিথ্যাবাদী। (২৭) কিন্তু যদি পিছন দিকে ছেড়া থাকে তবে স্ত্রী

فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٢٨ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ

ফাকাযাবাত্ অ হুওয়া মিনাছ ছোয়া-দিক্বীন্। ২৮। ফালাম্মা-রায়া-ক্বমীছোয়াহূ ক্বুদ্দা মিন্ দুবুরিন্ ক্ব-লা ইন্নাহূ মিন্
মিথ্যা, সে সত্যবাদী। (২৮) জামার পিছনে ছিন্ন পেয়ে (মহিলার স্বামী) বলল, এটি অবশ্যই তোমাদের নারীদের চক্রান্ত;

كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۚ

কাইদিকুন্; ইন্না কাইদাকুন্না 'আজীম্। ২৯। ইয়ূসুফু আ'রিদ্ব 'আন্ হাযা-অস্তাগ্ফিরী লিযাম্বিকি,
নিঃসন্দেহে তোমাদের চক্রান্ত ভয়ানক। (২৯) হে ইউসুফ! তুমি একে উপেক্ষা কর। আর হে নারী! তুমি ক্ষমা চাও।

إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ٣٠ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ

ইন্নাকি কুন্তি মিনাল্ খ-ত্বিয়ীন্। ৩০। অ ক্ব-লা নিস্অতুন্ ফিল্ মাদীনাতিম্ রয়াতুল্ 'আযীযি তুরা-ওয়িদু
অবশ্যই তুমি দোষী। (৩০) নগরের নারীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আযীযের স্ত্রী স্বীয় দাসকে আপন কামনা

৩ ع ৯ ১৩ রুকু

فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرٰىهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ٣١ فَلَمَّا سَمِعَتْ

ফাতাহা-'আন্ নাফ্সিহী, ক্বদ্ শাগফাহা-হুব্বা-; ইন্না-লানারা-হা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৩১। ফালাম্মা-সামি'আত্
চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার গভীর প্রেমে আবদ্ধ। আমরা তাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। (৩১) তাদের গুঞ্জরণ

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ

বিমাক্রিহিন্না আরসালাত্ ইলাইহিন্না অ আ'তাদাত্ লাহুন্না মুত্তাকায়াঁও অআ-তাত্ কুল্লা ওয়া-হিদাতিম্ মিন্হুন্না
শুনে তাদের আসন তৈরি করে ডেকে পাঠাল, তাদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে এক একটি

سِكِّينًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ

সিক্কীনাঁও অক্ব-লাতিখ্রুজ্ব 'আলাইহিন্না ফালাম্মা- রায়াইনাহূ ~ আক্বারনাহূ অক্বাত্তোয়া'না আইদিয়াহুন্না অক্ব্ল্না
ছুরি দিয়ে বলল, ইউসূফ! তাদের সামনে যাও তখন তাকে দেখে অভিভূত হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল। বলল,

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ٣٢ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي

হা-শা লিল্লা-হি মা- হাযা- বাশারা-; ইন্ হাযা ~ ইল্লা-মালাকুন্ কারীম্। ৩২। ক্ব-লাত্ ফাযা-লিকুন্নাল্লাযী
আশ্চর্য আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো সম্মানিত ফেরেশতা। (৩২) মহিলা বলল, এ তো সে; যার ব্যাপারে

لمتننى فيه ۖ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ۖ ولئن لم يفعل ما امره

লুম্‌তুন্নানী ফীহ্; অলাকৃদ্ রা-অত্তুহূ 'আন্ নাফ্‌সিহী ফাস্‌তা'ছোয়াম্; অলায়িল্লাম্ ইয়াফ্'আল্ মা ~ আ-মুরুহূ
আমাকে নিন্দা করছিলে। আর বাস্তবিকই স্বীয় কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে সংযত। আমার নির্দেশ পালন না

ليسجنن وليكونا من الصغرين ﴿٣٢﴾ قال رب السجن احب الى مما

লাইয়ুস্‌জ্বানান্না অলাইয়াকূনাম্ মিনাছ্ ছোয়া-গিরীন্। ৩৩। ক্বা-লা রব্বিস্ সিজ্‌নু আহাব্বু ইলাইয়্যা মিম্মা-
করলে তাকে অবশ্যাই কারারুদ্ধ ও হীন হতে হবে। (৩৩) (ইউসুফ) বলল, হে আমার রব! নারীদের আহ্বানের চেয়ে

يدعوننى اليه ۚ والا تصرف عنى كيدهن اصب اليهن واكن من الجهلين ۞

ইয়াদ্'উনানী ~ ইলাইহি অইল্লা-তাছ্‌রিফ্ 'আন্নী কাইদাহুন্না আছ্‌বু ইলাইহিন্না অআকুম্মিনাল্ জ্বা-হিলীন্।
কারাগারই আমার প্রিয়, আপনি। তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা না করলে আমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ব এবং জাহিল সাব্যস্ত হব।

﴿٣٣﴾ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ۚ انه هو السميع العليم ﴿٣٤﴾ ثم

৩৪। ফাস্‌তাজ্বা-বা লাহূ রব্বুহূ ফাছোয়ারাফা 'আন্‌হু কাইদাহুন্;ইন্নাহূ হুঅস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৩৫। ছুম্মা
৩৪। রব তার ডাকে সাড়া দিলেন, এবং তাদের ছলনা থেকে তাকে মুক্তি দিলেন, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (৩৫) অতঃপর

4 ع ٦ 14 রুকু

بدا لهم من بعد ما راوا الايت ليسجننه حتى حين ﴿٣٥﴾ ودخل معه

বাদা-লাহুম্ মিম্ বা'দি মা-রায়ায়ুল্ আ-ইয়া-তি লাইয়াস্‌জুনুন্নাহূ- হাত্তা- হীন্। ৩৬। অদাখালা মা'আহুস্
বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর তাদের মনে হল যে, কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে। (৩৬) তার সঙ্গে দু যুবক

السجن فتين ۖ قال احدهما انى ارىنى اعصر خمرا ۚ وقال الاخر انى

সিজ্‌না ফাতাইয়া-ন্; ক্বা-লা আহাদুহুমা ~ ইন্নী ~ আরনী ~ আ'ছিরু খম্‌রা-'অক্ব-লাল্ আ-খরু ইন্নী ~
কারাগারে গেল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখি যে, শরাব তৈরি করছি। আর অন্যজন বলল, আমি স্বপ্নে নিজকে

ارىنى احمل فوق راسى خبزا تاكل الطير منه ۖ نبئنا بتاويله ۚ انا

আরানী ~ আহ্‌মিলু ফাওক্বা রা''ছী খুব্‌যান্ তা''কুলুত্ব্ ত্বোয়াইরু মিন্‌হু; নাব্বি''না- বিতা''ওয়ীলিহী ইন্না-
এমন অবস্থায় দখি, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি, এবং পাখি তা হতে ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে এর

نرىك من المحسنين ﴿٣٦﴾ قال لا ياتيكما طعام ترزقنه الا نباتكما

নারা-কা মিনাল্ মুহ্‌সিনীন্। ৩৭। ক্বা-লা লা- ইয়া''তীকুমা- ত্বোয়া'আ- মুন্ তুর্‌যাক্ব-নিহী ~ ইল্লা-নাব্বা'' তুকুমা-
ব্যাখ্যা অবগত করান। আমরা আপনাকে পুণ্যবান দেখছি। (৩৭) (ইউসুফ) বলল, তোমাদের যে খাবার দেয়া হয় তা

بتاويله قبل ان ياتيكما ۚ ذلكما مما علمنى ربى ۚ انى تركت ملة قوم

বিতা''ওয়ীলিহী ক্বব্‌লা আইঁ ইয়া''তিয়াকুমা-; যা-লিকুমা-মিম্মা-'আল্লামানী রব্বী; ইন্নী তারাকতু মিল্লাতা ক্বওমিল্
আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে সপ্নের ব্যাখ্যা বলব, যা আমার রব আমাকে শিখিয়েছেন, আমি তাদের ধর্ম ত্যাগ করছি।

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْ إِبْرٰهِيْمَ

লা- ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি অহুম্ বিল্ আ-খিরতিহুম্ কা-ফিরূন্ । ৩৮ । অত্তাবা'তু মিল্লাতা আ-বা — য়ী ~ ইব্রা-হীমা
যে সম্প্রদায় আল্লাহতে বিশ্বাসী নয় এবং তারা পরকালকে বিশ্বাস করে না। (৩৮) আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম,

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ

অ ইস্হা-ক্বা অইয়া'ক্বূব্; মা- কা-না লানা ~ আন্ নুশ্রিকা বিল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্ যা-লিকা মিন্
ইসহাক ও ইয়াকূবের মিল্লাতের অনুসারী, আল্লাহর সাথে অন্য কিছুর শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটি আমাদের

فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٩﴾ يٰصَاحِبَيِ

ফাদ্বলিল্লা-হি 'আলাইনা– অ'আলান্না-সি অলা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা- ইয়াশ্কুরূন্ । ৩৯ । ইয়া-ছোয়া-হিবায়িস্
প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া, কিন্তু অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ৩৯। হে কারাগারের

السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤٠﴾ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

সিজ্নি আ আর্বা-বুম্ মুতাফার্রিকূ্না খাইরুন্ আমিল্লা-হুল্ওয়া-হিদুল্ ক্বহ্হা-র্ । ৪০ । মা-তা'বুদূনা মিন্
সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ভাল? (৪০) তাঁকে ছাড়া কেবল ঐ নামগুলোর

دُوْنِهٖٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ

দুনিহী ~ ইল্লা ~ আস্মা — য়ান সাম্মাইতুমূ হা ~ আন্তুম্ অ আ-বা — য়ুকুম্ মা ~ আন্যালা ল্লা-হু বিহা-মিন্ সুল্ত্বোয়া-ন্;
ইবাদাত করছ যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ, যার প্রমাণ আল্লাহ দেননি। বিধান দেবার তো

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ

ইনিল্ হুক্মু ইল্লা-লিল্লা-হ্; আমারা আল্লা-তা'বুদূ ~ ইল্লা ~ ইয়্যা-হু; যা-লিকাদ্দীনু ল্ক্বাইয়্যিমু অলা-কিন্না
অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তাঁর নির্দেশ, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। এটিই সুদৃঢ় দ্বীন। কিন্তু অনেক

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ

আক্ছারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন্ । ৪১ । ইয়া-ছোয়া-হিবায়িস্ সিজ্নি আম্মা ~ আহাদুকুমা- ফাইয়াস্ক্বী রব্বাহূ খাম্রান্
লোকই তা জানে না।(৪১) হে কারা-সাথীদ্বয়! তোমাদের একজন তোমাদের মালিককে মদ্য পান করাবে। আর অন্যজন

وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهٖ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۞

অ আম্মাল্ আ-খারু ফাইয়ুছ্লাবু ফাতা''কুলুত্ব্ত্বোয়াইরু মির্ র''সিহী-ক্বুদ্বিয়াল্ আম্রুল্লাযী ফীহি তাস্তাফ্তিয়া-ন্।
শুলবিদ্ধ হবে, আর পাখীরা তার মস্তক আহার করবে। তোমরা যে বিষয় আমার নিকট জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

﴿٤٢﴾ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ

৪২। অক্বা-লা লিল্লাযী জোয়ান্না আন্নাহূ না-জিম্ মিন্হুমায্ কুর্নী 'ইন্দা রব্বিকা ফাআন্সা-হুশ্ শাইত্বোয়া-নু
(৪২) তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বলল, তোমার প্রভুকে আমার কথা বলবে, কিন্তু শয়তান

৫ ع ৭ ১৫ রুকু

ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ

যিক্‌র রব্বিহী ফালাবিছা ফিস্ সিজ্‌নি বিদ্ব্'আ সিনীন্। ৪৩। অক্ব-লাল্ মালিকু ইন্নী ~ আরা- সাব্'আ
(ইউসুফের) কথা বলতে ভুলিয়ে দিল। তাই সে (ইউসুফ) কয়েক বছর জেলে রইল। (৪৩) রাজা বলল, আমি স্বপ্নে

بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ط

বাক্বারা-তিন্ সিমা-নিঁই ইয়া''কুলুহুন্না সাব্'উন্ 'ইজ্বাফুঁও অ সাব্'আ সুম্বুলাতিন্ খুদ্বরিঁও অ উখর ইয়া-বিসা-ত্;
দেখলাম সাতটি শীর্ণকায় গাভী সাতটি সবল গাভীকে ভক্ষণ করছে, আর সাতটি সবুজ শীষ রয়েছে ও অন্যগুলো শুষ্ক।

يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُوْٓا أَضْغَاثُ

ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু আফ্‌তূনী ফী রু''ইয়া-ইয়া ইন্ কুন্‌তুম্ লিররু''ইয়া-তা''বুরূন্। ৪৪। ক্ব-লূ ~ আদ্বগা-ছু
হে পরিষদবৃন্দ! আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্ন বিশারদ হয়ে থাক। (৪৪) তারা বলল, এটি অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত

أَحْلَامٍ ج وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا

আহ্‌লা-মিন্ অমা- নাহ্‌নু বিতা''ওয়ীলিল্ আহ্‌লা-মি বি'আ-লিমীন্। ৪৫। অক্ব-লাল্লাযী নাজ্বা-মিন্‌হুমা-
স্বপ্ন। আর আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখা জানিও না। (৪৫) যে কারাবন্দীদ্বয়ের মধ্য হতে যে মুক্ত হয়েছিল ও দীর্ঘকাল পরে

وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٦﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ

অদ্দাকারা বা'দা উম্মাতিন্ আনা উনাব্বিয়ুকুম্ বিতা''ওয়ীলিহী ফাআর্‌সিলূন্। ৪৬। ইয়ূসুফু আইয়্যুহাছ্ ছিদ্দীক্ব,
যার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হল সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখা এনে দিব, আমাকে পাঠাও। (৪৬) ইউসুফ,

أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ

আফ্‌তিনা- ফী সাব'ঈ বাক্বারা-তিন্ সিমা-নিঁ ইয়া''কুলুহুন্না সাব'উন্ 'ইজ্বা-ফুঁও অসাব্'ঈ 'সুম্বুলা-তিন্ খুদ্বরিঁও
হে সত্যবাদী! সাতটি তাজা গাভীকে সাতটি দুর্বল গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক শীষ সম্পর্কে

وَأُخَرَ يٰبِسٰتٍ لا لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ

অউখর ইয়া-বিসা-তি ল্লা'আল্লী ~ আর্‌জি'উ ইলান্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়া'লামূন্। ৪৭। ক্ব-লা তায্‌রা'ঊনা
আমাকে ব্যাখ্যা দাও, যেন আমি লোকদের কাছে গেলে তারাও বুঝে। (৪৭) (ইউসুফ) বলল, তোমরা একাধারে

سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ج فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

সাব্'আ সিনীনা দায়াবান্ ফামা-হাছোয়াত্‌তুম্ ফাযারূহু ফী সুম্বুলিহী ~ ইল্লা–ক্বালীলাম্ মিম্মা-তা''কুলূন্।
সাত বছর চাষ করবে, তারপর তোমরা খাওয়ার অংশ বাদে বাকি সব শীষ সমেত গুদামজাত করে রেখে দিবে।

﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا

৪৮। ছুম্মা ইয়া''তী মিম্ বা'দি যা-লিকা সাব্'উন্ শিদা-দুঁই ইয়া'কুল্‌না মা-ক্বদ্দাম্‌তুম্ লাহুন্না ইল্লা-ক্বলীলাম্
(৪৮) আর তার পরে সাতটি কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর আসবে, সে সময়ে জমাকৃত সব খাবে; সামান্য ছাড়া যা (বীজ) সংরক্ষণ

مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ

মিম্মা-তুহ্ছিনূন্। ৪৯। ছুম্মা ইয়া''তী মিম্ বা'দি যা-লিকা 'আ-মুন্ ফীহি ইয়ুগ-ছুন্ না-সু অ ফীহি
করবে। (৪৯) পরে এমন এক বছর আসবে, সে সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে ও তারা প্রচুর ফলের রস

يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ

ইয়া'ছিরূন্। ৫০। অ ক্ব-লাল্ মালিকু''তূনী বিহী ফালাম্মা-জ্বা — য়াহুর্ রাসূলু ক্ব-লার্ জ্বি'
নিংড়াবে। (৫০) আর বাদশাহ্ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। দূত আসলে সে (ইউসূফ) বলল, মালিকের

ع ৬ ৭ ১৬ রুকু

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ

ইলা-রব্বিকা ফাস্য়ালহু মা- বা-লুন্ নিস্অতিল্ লাতী কাত্ত্বোয়া'না আইদিয়াহুন্না; ইন্না রব্বী বিকাইদিহিন্না
কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীরা নিজের হাত কাটল তাদের অবস্থা কি? আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে

عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ

'আলীম্। ৫১। ক্ব-লা মা- খাত্ব্বুকুন্না ইয্ রা-ওয়াত্তুন্না ইয়ূসুফা 'আন্ নাফ্সিহী; ক্বু-লনা হা-শা
ভালোভাবে অবহিত। (৫১) বাদশাহ মহিলাদের বলল, যখন ইউসুফকে ফুসলালে তখন কি পেলে? তারা বলল,

لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ

লিল্লা-হি মা-'আলিম্না-'আলাইহি মিন্ সূ—য়িন্; ক্ব-লাতিম্ রায়াতুল্ 'আযীযিল্ আ-না হাছ্হাছোয়াল্
পবিত্রতা আল্লাহর, আমরা তার মধ্যে কোন দোষ পাইনি [১]। আযীয-স্ত্রী বলল, এখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ

হাক্বক্বু আনা র-ওয়াত্তুহূ আন্ নাফ্সিহী অইন্নাহূ লামিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৫২। যা-লিকা লিইয়া'লামা
আমিই তাকে ফুসলিয়েছি, নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী [২]। (৫২) ইউসূফ বলল, এটি এ কারণে-যেন সে (আযীয)

أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۞

আন্নী লাম্ আখুন্হু বিল্গইবি অ আন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দী কাইদাল্ খ — য়িনীন্।
জানে যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র চলতে দেন না।

আয়াত-৫১ ঃ ইউসুফ (আঃ) একদা দীর্ঘ বন্দী জীবনে দুঃসহ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করেছিলেন। কাজেই বাদশাহের প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি পয়গাম্বর সুলভ আচরণের পরিচয় দিয়ে নিজের নির্দোষ হওয়ার সনদ স্বয়ং বাদশাহের মাধ্যমে সেই রমণীদের নিকট হতে গ্রহণ করলেন, যাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর পবিত্র ও বিশ্বস্ত রূপে বাদশাহের সান্নিধ্যে গমন করলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ইউসুফ (আঃ) সরাসরি জোলায়খার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন নি। বরং হস্তকর্তনকারীণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি স্বীয় প্রভু আযীযের প্রতি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। (মাঃ কোঃ সামান্য পরিবর্তিত)

টীকা ঃ (১) আমরা ইউসুফকে সম্পূর্ণ বিস্কলুষ পেয়েছি। আর তখন যোলায়খার তদানীন্তর স্বীকৃতির কথা হয়ত এ জন্যই তারা ব্যক্ত করে নি যে, এতটুকুতেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ পেয়েছে, অথবা যোলাযখকার মুখামুখী লজ্জাবোধ করাতে অথবা তার ভয়ে।

টীকা ঃ (২) সম্ভবত ঃ এরূপ স্বীকার করতে যোলায়খা বাধ্য হয়ে পড়েছিল। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমার এ ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ হল, আযীয যেন আমাকে বিশ্বাস ভঙ্গকারী মনে না করে, আমি যে পবিত্র তা যেন অবগত হতে পারে।

পারা ১৩

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ

৫৩। অমা ~ উবার্‌রিয়ু নাফ্‌সী ইন্নান্ নাফ্‌সা লাআম্মা-রতুম্ বিস্‌সূ — য়ি ইল্লা-মা-রহিমা রব্বী ;
(৫৩) আর নিজেকে নির্দোষ মনে করো না, কেননা, মন তো কুকর্মপ্রবণ, তবে সে ছাড়া যার প্রতি আমার রব দয়া করেন;

إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا

ইন্না রব্বী গফূরুর্ রহীম্। ৫৪। অক্বা-লাল্ মালিকু''তূ নী বিহী ~ আস্‌তাখ্‌লিছ্‌হু লিনাফ্‌সী ফালাম্মা-
নিঃসন্দেহে আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৪) আর বাদশাহ্ বলল, তাকে নিয়ে আস, আমার একান্ত সহচর বানাব। যখন

كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ

কাল্লামাহূ ক্বা-লা ইন্নাকাল্ ইয়াওমা লাদাইনা-মাকীনুন্ আমীন্। ৫৫। ক্বা-লা জ্ব্ 'আল্‌নী 'আলা-খযা — য়িনিল্ আর্‌দ্বি
কথা বলল, তখন বাদশা বলল, আজ তুমি আমাদের সম্মানিত, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। (৫৫) (ইউসুফ) বলল, আমাকে দেশের

إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ

ইন্নী হাফীজুন্ 'আলীম্। ৫৬। অকাযা-লিকা মাক্কান্না- লিইয়ূসুফা ফিল্ আর্‌দ্বি; ইয়াতাবাওয়ু মিন্‌হা- হাইছু
ধনাগারের দায়িত্ব দিন, আমি রক্ষক, অভিজ্ঞ। (৫৬) এ'ভাবে আমি ইউসুফকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলাম, সে ইচ্ছামত

يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ

ইয়াশা — য়্; নুছীবু বিরহ্‌মাতিনা- মান্ নাশা — য়্যু অলা-নুদ্বী'উ আজ্‌রল্ মুহ্‌সিনীন্। ৫৭। অলা আজ্‌রুল্ আ-খিরতি
ঘুরতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা করুণা দান করি, আর নেককারদের শ্রম নষ্ট করি না। (৫৭) যারা মু'মিন ও মুত্তাকী

৭ ع ৮ ১ রুকু

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ

খইরুল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ অকা-নূ ইয়াত্তাকূ্ন্। ৫৮। অজা — য়া ইখ্‌ওয়াতু ইউসুফা ফাদাখলূ 'আলাইহি
তাদের জন্য পরকালের পুরস্কারই উত্তম। (৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা তার নিকট এসে হাযির হল। আর ইউসুফ তাদের

فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم

ফা'আরফাহুম্ অহুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন্। ৫৯। অলাম্মা-জ্বাহ্‌হাযা হুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্ ক্বা-লা''তূনী বিআখিল্লাকুম্
চিনল, কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারে নি। (৫৯) সে তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে বলল, তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয়

مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ

মিন্ আবীকুম্ আলা-তারাওনা আন্নী ~ উফিল্ কাইলা অআনা খইরুল্ মুন্‌যিলীন। ৬০। ফাইল্লাম্
ভাইকে নিয়ে এস। তোমরা কি দেখছ না, আমি মাপে পুরো দেই ও শ্রেষ্ঠ মেযবান। (৬০) অতঃপর তোমরা যদি তাকে

আয়াত-৫৩ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর এই উক্তি হতে জানা যায় যে, কোন গুনাহ্ হতে আত্মরক্ষার তাওফীক হলে তজ্জন্য গর্ব কিংবা এর বিপরীতে যারা গুণাহ করে, তাদেরকে হেয় ভাবা উচিত নয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৫৫ ঃ ইউসুফ (আঃ)-এর এ উক্তি হতে বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। তবে তা অহংকার ও গর্ববশতঃ হওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, যদি নিজে ভালভাবে কোন বিশেষ পদ সম্পাদন করতে পারবে বলে আত্মবিশ্বাস থাকে এবং গুনাহেও লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়া জায়েয। এ শর্তে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণই উদ্দেশ্য হতে হবে। যেমন, ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। (মাঃ কোঃ)

تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦١﴾ قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ

তা''তূনী বিহী ফালা- কাইলালাকুম্ 'ইন্দী অলা-তাক্ব্‌রাবূন্। ৬১। ক্ব-লূ সানুরা-ওয়িদু 'আন্‌হু আবা-হু

আমার নিকট না আন, তবে তোমরা কোন বরাদ্দ পাবে না, কাছেও আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল, আমরা আব্বাকে

وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦٢﴾ وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

অইন্না- লাফা-'ইলূন্। ৬২। অক্ব-লা লিফিত্‌ইয়া-নিহিজ্‌'আলূ- বিদ্বোয়া-'আতাহুম্ ফী রিহা-লিহিম্ লা'আল্লাহুম্

সম্মত করতে চেষ্টা করব, এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব। (৬২) ভৃত্যদের বলল, তাদের মূলধন, তাদের মাল-পত্রের মধ্যে

يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾ فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ

ইয়া'রিফূনাহা ~ ইযান্ ক্বলাবূ~ ইলা ~ আহ্‌লিহিম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জি'উন্। ৬৩। ফালাম্মা- রাজা'উ~ ইলা ~ আবীহিম্

রেখে দাও, যেন পরিজনের কাছে ফিরলে বুঝতে পেরে আবার প্রত্যাবর্তন করে। (৬৩) অতঃপর পিতার কাছে পৌঁছে বলল,

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٭

ক্ব-লূ ইয়া ~ আবা-না- মুনি'আ মিন্নাল্ কাইলু ফাআর্‌সিল্ মা'আনা ~ আখা-না-নাক্‌তাল্ অইন্না-লাহূ লাহাফিজূন্।

হে পিতা! আমাদের বরাদ্দ নিষিদ্ধ। আমাদের ভাইকে সাথে দিন, যেন রসদ পাই। আর তাকে আমরা হেফাজত করবই।

﴿٦٤﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ

৬৪। ক্ব-লা হাল্ আ-মানুকুম্ 'আলাইহি ইল্লা-কামা ~ আমিন্‌তুকুম্ 'আলা ~ আখীহি মিন্ ক্বব্‌লু; ফাল্লা-হু খইরুন্

(৬৪) পিতা বলল, আমি তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব ইতোপূর্বে যেরূপ তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম; আল্লাহই উত্তম

حَٰفِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ

হা-ফিজোয়াঁও অহুঅ আর্‌হামুর্ র-হিমীন্। ৬৫। অলাম্মা- ফাতাহূ মাতা-'আহুম্ অজ্বাদূ বিদ্বোয়া-'আতাহুম্

হেফাজতকারী এবং তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৬৫) তারা যখন তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল তাতে তাদের মূলধন

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ

রুদ্দাত্ ইলাইহিম্; ক্ব-লূ ইয়া ~ আ-বা-না-মা-নাব্‌গী হা-যিহী বিদ্বোয়া-'আতুনা- রুদ্দাত্ ইলাইনা- অনামীরু

তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, হে পিতা! আর কি আশা করতে পারি? মূলধন ফেরৎ পেয়েছি। পরিবারের রসদ আনব

أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٦﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ

আহ্‌লানা-অনাহ্‌ফাজু আখ-না-অনায্‌দা-দু কাইলা বা'ঈর্ যা-লিকা কাইলুঁই ইয়াসীর্। ৬৬। ক্ব-লা লান্ উর্‌সিলাহূ

ভাইকে রক্ষা করব। একউষ্ট্র-বোঝাই পন্য আনব, এ তো সহজ হিসাব। (৬৬) বলল, তাকে আমি তোমাদের সঙ্গে

مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ

মা'আকুম্ হাত্তা-তু''তূনি মাওছিক্বম্ মিনাল্লা-হি লাতা''তুন্নানী বিহী ~ ইল্লা ~ আঈ ইয়ুহা-ত্বোয়াবিকুম্, ফালাম্মা ~

দিব না, যতক্ষণ না তোমরা শপথ করবে আল্লাহর নামে যে, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে, তবে যদি তোমরা অসহায় হয়ে পড়,

اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٧﴾ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ

আ-তাওহু মাওছিক্বহুম্‌ ক্ব-লাল্লা-হু 'আলা- মা- নাক্বূলু অক্বীল্‌। ৬৭। অ ক্ব-লা ইয়া-বানিয়্যা লা-তাদ্‌খুলূ মিম্‌

তবে অন্য কথা। অতঃপর তারা তাঁকে ওয়াদা দিলে তিনি বললেন, আল্লাহই সকল বিষয়ে হেফাজতকারী। (৬৭) বলল, হে আমার ছেলেরা!

بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ

বা-বিঁও অহিদিঁও ওয়াদ্‌খুলূ মিন্‌ আব্‌ওয়া-বিম্‌ মুতাফার্‌রিক্বাহ; অমা ~ উগ্‌নী 'আনকুম্‌ মিনাল্লা-হি মিন্‌

তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আমি আল্লাহ হতে তোমাদেরকে

شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ *

শাইয়িন্‌ ইনিল্‌ হুক্‌মু ইল্লা-লিল্লা-হি 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু, অ 'আলাইহি ফাল্‌ইয়াতাঅক্কালিল্‌ মুতাঅক্কিলূন্‌।

বাঁচাতে পারব না, বিধান তো আল্লাহর। আর আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি; তাঁর ওপরই নির্ভরশীলদের নির্ভর করা শ্রেয়।

﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ

৬৮। অ লাম্মা- দাখালূ মিন্‌ হাইছু আমারহুম্‌ আবূহুম্‌ মা-কা-না ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌হুম্‌ মিনাল্লা-হি মিন্‌

(৬৮) আর যখন তারা তাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী প্রবেশ করল, কিন্তু আল্লাহর বিধান হতে তারা রক্ষা পায়নি।

شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ

শাইয়িন্‌ ইল্লা-হা-জ্বাতান্‌ ফী নাফ্‌সি ইয়া'ক্বূবা ক্বদ্বোয়া-হা-; অ ইন্নাহূ লাযূ ই'ল্‌মিল্লিমা-'আল্লাম্‌না-হু অলা-কিন্না

ইয়াকূব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছে, আর নিশ্চয়ই সে জ্ঞানী ছিল। কেননা, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি।

৮ ع ১১ ২ রুকু

اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ

আক্‌ছারা ন্না-সি লা-ইয়া'লামূন্‌। ৬৯। অ লাম্মা- দাখালূ 'আলা- ইয়ূসুফা আ- অ ~ ইলাইহি আখ-হু ক্ব-লা

কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৬৯) আর তারা যখন ইউসুফের কাছে আসল তখন সে ভাইকে কাছে রেখে বলল,

اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

ইন্নী ~ আনা আখূকা ফালা-তাব্‌তায়িস্‌ বিমা-কানূ ইয়া'মালূন্‌। ৭০। ফালাম্মা-জ্বাহ্‌হাযাহুম্‌ বিজ্বাহা-যিহিম্‌

নিশ্চয়ই আমি তোমার ভাই, অতএব তাদের কর্ম-কাণ্ডের জন্য দুঃখ করো না। (৭০) অতঃপর যখন তাদের সামগ্রী

جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ *

জ্বা'আলাস্‌ সিক্ব- ইয়াতা ফী রহ্‌লি আখীহি ছুম্মা আয্‌যানা মুওয়ায্‌যিনুন্‌ আইয়্যাতুহাল্‌ 'ঈরু ইন্নাকুম্‌ লাসা-রিক্বূন্‌।

প্রস্তুত করে ভ্রাতার মাল-পত্রে পান-পাত্র রেখে দিল। পরে আহ্বায়ক ডাকল, হে! যাত্রীদল! তোমরাই চোর'।

আয়াত-৬৯ ঃ অর্থাৎ এ সকল লোক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট তাঁর ভাইকে পৌঁছালে তিনি বললেন, ধন্যবাদ, তোমরা আমার পক্ষ হতে এর বিনিময় পাবে। অতঃপর তাদেরকে স্বীয় পার্শ্বেই বসিয়ে খুব সমাদর ও অভ্যর্থনা করলেন। প্রত্যেক দস্তরখানায় দুজনের জন্য আহারের ব্যবস্থা করালেন এবং তারা দুজন দুজন করে বসে গেল; বিনইয়ামীন একা পড়ে গেল, তখন সে কেঁদে উঠে বলল, আজ আমার ভাই ইউসুফ জীবিত থাকলে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বসাতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) অপরাপর ভাইদের উদ্দেশ্যে বললেন, এ তো একাই পড়ে গেল, কাজেই, আমি নিজের সঙ্গে বসাচ্ছি। রাতে শয়নের সময়ও একত্রে দুজন করে নিদ্রার স্থান ঠিক করলেন এবং বিনইয়ামীন একাই পড়ে থাকল, তখন তাকে নিজের সঙ্গে শয়ন করালেন। সকালে উঠে হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, যেহেতু তোমাদের এ ভ্রাতা সর্বক্ষণে একা পড়ে থাকে, তাই তাকে আমার সঙ্গে আমার কাছেই রাখব।

﴿٧١﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧٢﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ

৭১। ক্বা-লূ অআক্ব্বালূ 'আলাইহিম্ মা-যা-তাফ্ক্বিদূন্। ৭২। ক্বা-লূ নাফ্ক্বিদু ছুঅ-'আল্ মালিকি অলিমান্
(৭১) তারা তাদের দিকে লক্ষ্য করে বলল, কি হারিয়েছ? (৭২) তারা বলল, আমরা বাদশাহ্‌র পান-পাত্র হারিয়েছি। যে তা

جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٣﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا

জ্বা —য়া বিহী হিম্‌লু বাঈ'রিওঁ অআনা বিহী যা'ঈম্।৭৩। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বদ্ 'আলিম্‌তুম্ মা-জ্বি'না
আনবে সে উষ্ট্র-বোঝাই মাল পাবে, আমি তার যিম্মাদার। (৭৩) বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা জান, আমরা

لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ *

লিনুফ্‌সিদা ফিল্ আরদ্বি অমা-কুন্না-সারিক্বীন্। ৭৪। ক্বা-লূ ফামা-জ্বাযা — য়ুহূ ~ ইন্ কুন্‌তুম্ কা-যিবীন্।
এ দেশে আমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোরও নই। (৭৪) তারা বলল, তোমাদের শাস্তি কি হবে।

﴿٧٥﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ *

৭৫। ক্বা-লূ জ্বাযা — য়ুহূ মাওঁ য়ুজ্বিদা ফী রহ্‌লিহী ফাহুঅ জ্বাযা — য়ুহূ কাযা-লিকা নাজ্‌যিজ্ জোয়া-লিমীন্।
(৭৫) তারা বলল, তার শাস্তি হল-যার মাল-পত্রে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই হবে তার বিনিময়। এ'ভাবে আমরা জালিমদের শাস্তি দেই।

﴿٧٦﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ط

৭৬। ফাবাদায়া বিআও'ইইয়াতিহিম্ ক্ববলা ওয়ি'আ — যা আখীহি ছুম্মাস্ তাখ্‌রাজ্বাহা- মিঁও ওয়ি'আ — য়ি আখীহ্;
(৭৬) ভাইয়ের মাল-পত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের গুলো তল্লাশী চলল। পরে ভাইয়ের মাল থেকে পাত্রটি বের করা হল।

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ط مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ

কাযা-লিকা কিদ্‌না-লিইয়ূসুফ; মা-কা-না লিইয়া''খুযা আখ-হু ফী দীনিল্ মালিকি ইল্লা ~ আইঁ
এভাবে ইউসুফকে আমি কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে দেশের রাজার আইন অনুসারে সহোদরকে আটক করা যায় না,

يَشَاءَ اللَّهُ ط نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ قَالُوا

ইয়াশা — য়াল্লা-হ্; নারফাউ' দারাজ্বা-তিম্ মান্ নাশা — য়ু অফাওক্ব কুল্লি যী 'ইল্‌মিন্ 'আলীম্।৭৭। ক্বা-লূ ~
আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি। জ্ঞানীর ওপর মহাজ্ঞানী আছে। (৭৭) তারা বলল,

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ج فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا

ইঁ ইয়াসরিক্ব্‌ ফাক্বদ্ সারাক্বা আখুল্লাহূ মিন্ ক্ববলু, ফাআসাররহা-ইয়ূসুফু ফী নাফ্‌সিহী অলাম্ ইউব্‌দিহা-
সে যদি চুরি করে থাকে, তবে ইতোপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল, ইউসুফ বিষয়টি প্রকাশ না করে গোপন রেখে

لَهُمْ ج قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ج وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٨﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ

লাহুম্, ক্বা-লা আনতুম্ শাররুম্ মাকা-নান্, অল্লা-হু আ'লামু বিমা-তাছিফূন্।৭৮। ক্বা-লূ-ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ 'আযীমু
বলল, এ ব্যাপারে তোমাদের অবস্থা তো হীনতর। আর আল্লাহ তোমাদের কথা সবিশেষ অবগত। (৭৮) তারা বলল, হে আযীয! তার

إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ইন্না লাহূ ~ আবান্ শাইখান্ কাবীরান্ ফাখুয্ আহাদানা- মাকা-নাহূ, ইন্না-নারা-কা মিনাল্ মুহ্সিনীন্।
এক পিতা আছেন, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং তার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন, নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সৎ দেখছি।

৯ ১১ ৩ রুকু

(৭৯) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۙ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ

৭৯। ক্বা-লা মা'আযাল্লা-হি আন্ না"খুযা ইল্লা-মাওঁ অজ্বাদ্না-মাতা-'আনা-'ইন্দাহূ ~ ইন্না ~ ইযাল্লাজোয়া-লিমূন্।
(৭৯) বলল, যার কাছে মাল তাকে বাদে অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। এরূপ করলে আমরাই জালিম হব।

(৮০) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ

৮০। ফালাম্মাস্ তাইয়াসূ মিন্হু খালাছূ নাজ্বিয়্যা-; ক্বা-লা কাবীরুহুম্ আলাম্ তা'লামূ ~ আন্না আবা-কুম্
(৮০) তারা নিরাশ হয়ে নির্জনে গিয়ে পরামর্শে বসল; তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের

قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ

ক্বদ্ আখাযা 'আলাইকুম্ মাওছিক্বম্ মিনাল্লা-হি অমিন্ ক্ববলু মা-ফাররাত্ব্তুম্ ফী ইয়ূসুফা ফালান্ আব্ রহাল্
নিকট থেকে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছেন এবং তোমরা ইতোপূর্বে ইউসুফকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছ? কাজেই আমি পিতার বিনা

الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

আর্দ্বোয়া হাত্তা-ইয়া"যানা লী ~ আবী ~ আও ইয়াহ্কুমাল্লা-হু লী অহুঅ খইরুল্ হা-কিমীন্।
অনুমতিতে এ স্থান কিছুতেই ত্যাগ করব না, অথবা যে পর্যন্ত আল্লাহ কোন ফয়সালা করে না দেন, আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী

(৮১) ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا

৮১। ইর্জ্বিঊ' ~ ইলা ~ আবীকুম্ ফাক্বূলূ ইয়া ~ আবা-না ~ ইন্নাব্ নাকা সারাক্ব, অমা-শাহিদ্না ~ ইল্লা-
(৮১) তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও, অতঃপর বলবে, হে আমাদের পিতা! নিশ্চয়ই আপনার পুত্র চুরি করেছে, যা জানি

بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (৮২) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ

বিমা-'আলিম্না-অমা- কুন্না লিল্গাইবি হা-ফিজীন্। ৮২। অস্য়ালিল্ ক্বর্ইয়াতাল্লাতী কুন্না-ফীহা- অল্'ঈরল
তা-ই বললাম আর আমরা তো অদৃশ্য জানি না। (৮২) জনপদবাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, যেখানে ছিলাম এবং সেই দলকেও

الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (৮৩) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا

লাতী ~ আক্ব্বাল্না- ফীহা-; অইন্না-লাছোয়া-দিক্বূন্। ৮৩। ক্বা-লা বাল্ সাওঅলাত্ লাকুম্ আন্ফুসুকুম্ আম্রা-;
যাদের সঙ্গে আসলাম, আর আমরা সত্যবাদীই। (৮৩) বলল, বরং তোমরাই সাজিয়েছ, তোমাদের জন্য একটি মনগড়া কথা,

আয়াত-৮১ঃ অর্থাৎ তোমরা পিতার নিকট যাও এবং ঘটনাটি সত্য সত্য বল যে, "আপনার ছেলে বিনইয়ামীন শাহী পান-পাত্র চুরি করেছে? ফলে তাকে গোলাম রূপে আটক করে রেখেছে। আর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা তাকে হেফাজত করেছিলাম; কিন্তু চুরি সম্বন্ধে তো আমাদের জানা ছিল না। আমরা কি জানি যে, আমাদের এ ছোট ভাই বিনইয়ামীনই এ পান-পাত্র চুরি করেছে। আপনার বিশ্বাস না হলে মিসরের যে স্থানে আমাদের পথরোধ করা হয়েছিল সেখানে লোক পাঠিয়ে, অথবা আমাদের সাথের কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করুন।" অনন্তর তারা তাদের বড় ভাইকে মিসরে রেখে পিতার নিকট কেনআনে এসে সমস্ত ঘটনা যখন বর্ণনা করল তখন তাদের পিতা তাদের বর্ণনা শুনে বললেন, এসব কিছুই তোমাদের মনগড়া, এবং মিথ্যা; কি করব আর ধৈর্য ব্যতীত, সম্ভবতঃ আল্লাহপাক সকলের সঙ্গে মিলনও ঘটাবেন।

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَ

ফাছোয়াব্‌রুন্ জ্বামীল্; 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া'তিয়ানী বিহিম্ জ্বামী'আ-; ইন্নাহূ হুঅল্ 'আলীমুল্ হাকীম্। ৮৪। অ
এখন ধৈর্যই শ্রেয়-; যাতে অভিযোগ থাকবে না; হয়ত আল্লাহ সকলকে আমার কাছে এক সঙ্গে আনবেন। তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৮৪) সে

تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

তাঅল্লা-'আন্‌হুম্ অ ক্ব-লা ইয়া ~ আ-সাফা- 'আলা-ইয়ূসুফা অব্ ইয়াদ্বদ্বোয়াত্ 'আইনা-হু মিনাল্ হুয্‌নি ফাহুঅ কাজীম্।
মুখ ফিরিয়ে নিল তাদের দিক থেকে এবং বলল, "হায় ইউসুফ!" ইউসুফের শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল, সে আত্মসংবরণকারী।

﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ

৮৫। ক্ব- লূ তাল্লা-হি তাফ্‌তায়ূ তায্‌কুরু ইয়ূসুফা হাত্তা-তাকূনা হারদ্বোয়ান্ আও তাকূনা মিনাল্ হা-লিকীন্।
(৮৫) বলল, আল্লাহর শপথ মনে হয়, আপনি ইউসুফের কথা ভুলবেন না। যে পর্যন্ত মুমূর্ষু না হবেন অথবা মৃত্যু বরণ করবেন।

﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

৮৬। ক্ব-লা ইন্নামা ~ আশ্‌কূ বাছ্‌ছী অহুয্‌নী ~ ইলাল্লা-হি অ আ'লামু মিনাল্লা-হি মা-লা-তা'লামূন্।
(৮৬) বলল, আল্লাহর কাছেই আমি আমার শোক ও দুঃখ পেশ করছি, আল্লাহর তরফ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।

﴿٨٦﴾ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ

৮৭। ইয়া বানিয়্যায্ হাবূ ফাতাহাস্‌সাসূ মিঁ ইয়ূসুফা অআখীহি অলা-তাইয়াসূ মির্ রওহিল্লা-হ্;
(৮৭) হে আমার পুত্ররা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর, আর আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না,

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا

ইন্নাহূ লা-ইয়াই আসু মির্ রওহিল্লা-হি ইল্লাল্ ক্বওমুল্ কা-ফিরূন্। ৮৮। ফালাম্মা-দাখালূ 'আলাইহি ক্ব-লূ
যারা অবিশ্বাসী তারা ছাড়া আল্লাহর দয়া থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না। (৮৮) অতঃপর তারা উপস্থিত হয়ে বলল,

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا

ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ 'আযীযু মাস্‌সানা-অআহ্‌লানাদ্দু্‌রু অজ্বি'না- বিবিদ্বোয়া-'আতিম্ মুয্‌জ্বা-তিন ফাআওফি লানাল্
হে আযীয! কঠিন সংকট আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে পেয়েছে; আমরা স্বল্প মূলধন এনেছি, আপনি আমাদেরকে

الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ

কাইলা অতাছোদ্দাক্ব 'আলাইনা-; ইন্নাল্লা-হা ইয়াজ্‌যিল্ মুতাছোয়াদ্দিক্বীন্। ৮৯। ক্ব-লা হাল্ 'আলিম্‌তুম্
পূর্ণ রসদ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ দানশীলদের পুরস্কৃত করেন। (৮৯) সে বলল, অজ্ঞ অবস্থায় তোমরা

مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ

মা-ফা'আল্‌তুম্ বিইয়ূসুফা অআখীহি ইয্ আন্‌তুম্ জ্বা-হিলূন্। ৯০। ক্ব-লূ ~ 'আইন্নাকা লাআন্‌তা ইয়ূসুফু;
ইউসুফ ও তাঁর ভায়ের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলে তা কি তোমাদের জানা আছে? (৯০) তারা বলল, মনে হয় তুমিই ইউসুফ!

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ

ক্ব-লা আনা ইয়ূসূফু অহাযা ~ আখী ক্বদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা-; ইন্নাহূ মাইঁ ইয়াত্তাক্বি অইয়াছ্‌বির্ ফাইন্না

(ইউসুফ) বলল, আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। যে মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, নিশ্চয়ই

اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٩١ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا

ল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উ আজ্‌রাল্ মুহসিনীন্। ৯১। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বদ্ আ-ছারকাল্লা-হু 'আলাইনা- অইন্ কুন্না-

আল্লাহ ঐরূপ পুণ্যশীলদের শ্রম নষ্ট করেন না। (৯১) বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন,

لَخٰطِـِٕيْنَ ۝٩٢ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ☆

লাখ-ত্বিয়ীন্। ৯২। ক্ব -লা লা-তাছ্‌রীবা 'আলাইকুমুল্ ইয়াওম্; ইয়াগ্‌ফিরু ল্লা-হু লাকুম্ অহুঅ আরহামুর র-হিমীন্।

আমরাই অপরাধী। (৯২) বলল, আজ কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন, তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

۝٩٣ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ

৯৩। ইয্ হাবূ বিক্বমীছী হাযা- ফায়াল্‌ক্বূহু 'আলা-অজ্‌হি আবী ইয়া''তি বাছীরন্, অ''তূনী

(৯৩) আমার জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা পিতার মুখের ওপর রেখ, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, আর পরিবারের

بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩٤ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ

বিআহ্‌লিকুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৯৪। অলাম্মা-ফাছোয়ালাতিল্ 'ঈরু ক্ব-লা আবূহুম্ ইন্নী লাআজিদু রীহা ইয়ূসুফা

সবাইকে নিয়ে আসবে। (৯৪) যাত্রীদল যাত্রা করলে তাদের পিতা বলল, তোমরা আমাকে প্রলাপকারী না ভাবলে বলি,

لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝٩٥ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝٩٦ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ

লাওলা ~ আন্ তুফান্নিদূন্। ৯৫। ক্বা-লূ তাল্লা-হি ইন্নাকা লাফী দ্বলা-লিকাল্ ক্বদীম্। ৯৬। ফালাম্মা ~ আন্ জ্বা — য়াল্

আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) তারা বলল, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আপনি পূর্বের ভ্রান্তিতে আছেন। (৯৬) তারপর যখন

الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ

বাশীরু আল্‌ক্বা-হু 'আলা-অজ্‌হিহী ফার্‌তাদ্দা বাছীরান্ ক্ব-লা আলাম্ আক্বুল্ লাকুম্ ইন্নী ~ আ'লামু মিনাল্লা-হি

সুসংবাদদাতা এসে জামা তাঁর মুখে রাখলে তৎক্ষণাৎ তিনি দৃষ্টি ফিরে পান। বললেন, আমি কি বলিনি, আল্লাহ হতে আমি

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٩٧ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ۝٩٨ قَالَ سَوْفَ

মা-লা-তা'লামূন্। ৯৭। ক্বা-লূ ইয়া ~ আবা-নাস্‌তাগ্‌ফির্‌লানা-যুনূবানা ~ ইন্না-কুন্না-খ-ত্বিয়ীন্। ৯৮। ক্ব-লা সাওফা

যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) বলল, হে পিতা! আমাদের পাপের ক্ষমা চান, আমরা দোষী। (৯৮) বলল, তোমাদের

১০ ع ১৪ 4 রুকু • এক চতুর্থাংশ

আয়াত-৯১ ঃ এ হতে জানা যায় যে, তাক্ওয়া অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে থাকা এবং বিপদে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ হতে মুক্তি দেয়। কোরআন পাকের বহু স্থানে এ দুটি গুণের উপরই মানুষের কামিয়াবি ও সাফল্য নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৯২ ঃ হাসান বসরী (রঃ) বলেন, প্রায় আড়াইশ' মাইল দূরত্ব হতে ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর জামার মাধ্যমে তার গায়ের গন্ধ পান। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ ইউসুফ (আঃ) যখন কেনানের এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকূব (আঃ) এই গন্ধ অনুভব করেন নি। এ হতে বুঝা যায় যে, মু'জিযা নবীদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা পয়গাম্বরদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড নয়; বরং সরাসরি আল্লাহর কর্ম। (মাঃ কোঃ)

أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٩﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ

আস্‌তাগ্‌ফিরু লাকুম্ রব্বী; ইন্নাহূ হুঅল্ গফূরুর্ রহীম্। ৯৯। ফালাম্মা-দাখালূ 'আলা-ইয়ূসুফা আ-ওয়া ~ ইলাইহি
জন্য ক্ষমা চাইব আমার রবের নিকট, তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) তারা ইউসুফের কাছে গেলে সে মাতা-পিতাকে

أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿١٠٠﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

আবাঅইহি অক্বা-লাদ্‌খুলূ মিছ্‌রা ইন্‌শা — য়াল্লা-হু আ-মিনীন্। ১০০। অ রফা'আ আবাঅইহি 'আলাল্ 'আর্‌শি
নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল, আল্লাহ চাহে তো নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। (১০০) আর স্বীয় মা বাবাকে সিংহাসনে

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

অখার্‌রূ লাহূ সুজ্জাদান্ অক্বা-লা ইয়া ~ আবাতি হাযা- তা''ওয়ীলু রু''ইয়া-ইয়া মিন্ ক্বব্‌লু ক্বদ্ জ্বা'আলাহা-
বসিয়ে তার সামনে সিজদায় পড়ল। ইউসুফ বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম;

رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ

রব্বী হাক্ব্‌-ক্ব্-; অক্বদ্ আহ্‌সানা বী ~ ইয্ আখ্‌রজ্বানী মিনাস্ সিজ্‌নি অজ্বা — য়া বিকুম্ মিনাল্ বাদ্‌ওয়ি
আমার রব তা সত্যে পরিণত করলেন; আমাকে কারাগার হতে মুক্তি আমার ও ভাইদের মধ্যে শয়তানের সৃষ্ট বিরোধের পর

مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۚ

মিম্ বা'দি আন্ নাযাগাশ্ শাইত্বোয়া-নু বাইনী অবাইনা ইখ্‌অতী-; ইন্না রব্বী লাত্বীফুল্ লিমা-ইয়াশা — য়্;
আপনাদের সকলকে পল্লী হতে এখানে এনে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, নিশ্চয়ই আমার রব যা ইচ্ছা তা অতি কৌশলে

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠١﴾ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ

ইন্নাহূ হুঅল্ 'আলীমুল্ হাকীম্। ১০১। রব্বী ক্বদ্ আ-তাইতানী মিনাল্ মুল্‌কি অ'আল্লাম্‌তানী মিন্
সম্পন্ন করেন নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানী, কৌশলী। (১০১) হে আমার রব! আপনি তো আমাকে রাজ্য দান করছেন; আমাকে

تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا

তা'ওয়ীলিল্ আহা-দীছি, ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি আন্‌তা অলিয়্যী ফিদ্দুনইয়া-
স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন; হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনি আমার অভিভাবক ইহকালের ও পরকালের। আমাকে

وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠٢﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ

অল্ আ-খিরতি, তাঅফ্‌ফানী মুস্‌লিমাওঁ অ আল্‌হিক্ব্‌নী বিচ্ছোয়া-লিহীন্। ১০২। যা-লিকা মিন্ আম্‌বা — য়িল্ গইবি
পূর্ণ মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে পুণ্যবানদের সঙ্গে যুক্ত করুন। (১০২) এ খবর, গায়েবের যা আমি তোমাকে

نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا

নূহীহি ইলাইকা অমা-কুন্‌তা লাদাইহিম্ ইয্ আজ্‌মা'উ ~ আম্‌রহুম্ অহুম্ ইয়াম্‌কুরূন্। ১০৩। অমা ~
ওহী দ্বারা অবহিত করছি; আর তাদের ষড়যন্ত্রকালে এবং তাদের ঐক্যের সময় তুমি উপস্থিত ছিলে না। (১০৩) তুমি চাইলেও

أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسۡـَٔلُهُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۚ إِنۡ هُوَ

আক্‌ছারুন্না-সি অলাও হারাছ্‌তা বিমু'"মিনীন্। ১০৪। অমা-তাস্‌য়ালুহুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্‌রিন্ ইন্ হুঅ
অধিকাংশ লোক ঈমান আনবার নয়। (১০৪) এ কোরআন প্রচারের বিনিময়ে তাদের কাছে তো তুমি কিছুই চাও না, এটি

إِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا

ইল্লা-যিক্‌রুল্লিল্'আ-লামীন্। ১০৫। অকায়াইঁয়্যিম্মিন্ আ-ইয়াতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি ইয়ামুর্‌রূনা 'আলাইহা-
তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়। (১০৫) আসমান-যমীনের বহু নিদর্শন রয়েছে যা তারা প্রত্যক্ষ করে,

وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ

অহুম্ 'আন্‌হা-মু'রিদ্বূ ন্। ১০৬। অমা-ইয়ু'"মিনু আক্‌ছারুহুম্ বিল্লা-হি ইল্লা- অ হুম্ মুশরিকূন্।
কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি বিমুখ। (১০৬) তাদের অধিকাংশই মুশরিক, আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাঁর সাথে শরীক করে।

أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأۡتِيَهُمۡ غَٰشِيَةٌ مِّنۡ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوۡ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً

১০৭। আফাআ মিনূ ~ আন্ তা'"তিয়াহুম্ গ-শিয়াতুম্ মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি আও তা'"তিয়াহুমুস্‌সা-'আতু বাগ্ তাতাঁও
(১০৭) তবে কি তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সর্বগ্রাসী আযাব হতে বা তাদের উপর তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ কয়ামতের

وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ

অহুম্ লা-ইয়াশ্ 'উরূন্। ১০৮। কুল্ হা-যিহী সাবীলী ~ আদ্'উ ~ ইলাল্লা-হি 'আলা-বাছীরাতিন্ আনা-অমানিত
উপস্থিতি হতে নিরাপদ মন করেছে? (১০৮) আপনি বলুন, এটা আমার পথ; আমি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি,

ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا

তাবা'আনী-; অসুব্‌হা-নাল্লা-হি অমা ~ আনা মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১০৯। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-মিন্ ক্বব্‌লিকা ইল্লা-
আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই। (১০৯) আর আমি আপনার

رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓۗ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ

রিজ্বা-লান্ নূহী ~ ইলাইহিম্ মিন্ আহ্‌লিল্ ক্বু্রা-; আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ
পূর্বে জনপদবাসীর মধ্যে হতে পুরুষকেই ওহী দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম। তবে কি তারা যমীনে পরিভ্রমণ করে নি

টীকা ঃ আয়াতঃ ১০৯ ঃ আরবের যে সকল অবিশ্বাসীরা বলত যে, আল্লাহর রাসূল সত্য দ্বীন প্রচারের জন্য আসমান হতে ফেরেশতা অথবা পরম সুন্দরী স্বর্গ-পরী কেন প্রেরণ করেন নি? প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহ, তা'আলা বলছেন যে, ইতোপূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য হতে আমি যে সকল রসূল ও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলাম, তারা ফেরেশতা ছিল, না কি মানুষ, অথবা তারা সুন্দরী স্বর্গ-পরী ছিল , না পুরুষ? তোমরা যখন (হযরত) ইব্রাহীম, মূসা প্রভৃতি পুরুষদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বর্গ-পরী না হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ও ধর্মপ্রচারক বলে স্বীকার ও মান্য করছ তখন আমার প্রিয়তম রাসূল (ছঃ)-কে কেন সত্য নবী বলে স্বীকার করবে না? যদি তোমরা বল যে, পূর্ববর্তী নবীরা অসাধারণ পুরুষ ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল বলেই আমরা তাদেরকে রাসূল বলে আনুগত্য করি, তবে তোমরা কেন ভাব না যে, আমার প্রিয় রাসূল দুনিয়া সর্বাপেক্ষা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও আদর্শ পুরুষ। ওহী সম্বন্ধে তুলনা করলে তার সাথে জগতের অন্য কারো তুলনা হতে পারে না। ফলতঃ আমার প্রিয়তম রাসূল পুরুষোচিত সমস্ত শক্তি ও সর্বগুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করছে, তারা পূর্ববর্তী নবীদের বিরুদ্ধাচরণের কিরূপ শোচনীয় পরিণাম হয়েছিল, তা স্মরণ করে সতর্ক হোক। কেননা, পরিণামে আমার রাসূলের বিরুদ্ধবাদী ধর্মদ্রোহীদেরকেও সেরূপ শোচনীয় দুঃখ-দুর্গতি এবং কঠোর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে আমার রাসূলের অনুসরণ যারা করে তারা সত্য দ্বীন গ্রহণপূর্বক সুপথগামী হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তারা আমার শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে জান্নাতে অবস্থান করে ধন্য হবে। আল্লাহ তাঁর মনোনীত আদর্শ পুরুষ ব্যতীত ফেরেশতা বা নারীর ওপর যে ওহী অবতীর্ণ করেন নি, এ পবিত্র আয়াত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। (বয়ানুল কোরআন)

রুকু ১১ ৫

ওয়াকফুন্নবী (ছাঃ)

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ

কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতু ল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্; অলাদা-রুল্ আ-খিরতি খইরু ল্লিল্লাযীনাত্তাক্বাও;
যাতে তারা পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখে নিতে পারত? আর যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকালের আবাসই

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১১০। হাত্তা ~ ইযাস্ তাইয়াসার্ রুসুলু অজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ ক্বদ্ কুযিবূ জ্বা — য়াহুম্ নাছ্রুনা-
শ্রেয়। তোমরা কি তা বুঝ না? (১১০) অবশেষে রাসূলরা যখন নিরাশ হল তখন লোকে ভাবল যে, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া

فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١١﴾ لَقَدْ كَانَ

ফানুজ্জিয়া মান্ নাশা — য়্;অলা-ইয়ুরদ্দু বা''সুনা- 'আনিল্ ক্বওমিল্ মুজ্ রিমীন্। ১১১। লাক্বদ্ কা-না
হয়েছিল; আর তখন সাহায্য আসল; যাকে ইচ্ছা উদ্ধার করি; অপরাধী হতে শাস্তি সরানো যায় না। (১১১) তাদের ঘটনায়

فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ

ফী ক্বছোয়াছিহিম্ 'ইব্‌রতু ল্লিউলিল্ আল্‌বা-ব্; মা-কা-না হাদীছাঁই ইয়ুফ্‌তার- অলা-কিন্ তাছ্‌দীক্বল্
বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। এ কোরআন কোন মিথ্যা রচনা নয়। বরং এটা তো পূর্ববর্তী আসমানী

১২
ع ৭ ৬ রুকু

الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

লাযী বাইনা ইয়াদাইহি অতাফ্‌ছীলা কুল্লি শাইয়িঁও অহুদাঁও অরহ্‌মাতাল্ লিক্বওমিঁই ইয়ু''মিনূন্।।
কিতাব সমূহের সমর্থক, সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান এনেছেন তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

সূরা রা'আদ
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৩
রুকূ ঃ ৬

المر ۚ ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۗ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্ র-; তিল্‌কা আ-ইয়াতুল কিতাব্; অল্লাযী ~ উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকাল্ হাক্বুক্বু
(১) আলিফ লা-ম, মীম-রা; তা কোরআনের আয়াত; যা তোমার কাছে তোমার রবের পক্ষ হতে যথার্থই অবতীর্ণ হয়েছে;

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

অলা-কিন্না আক্‌ছারন্না-সি লা-ইয়ু''মিনূ ন্। ২। আল্লা-হুল্লাযী রফা'আস্ সামা-ওয়া-তি বিগইরি 'আমাদিন্
কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করে না। (২) তিনিই আল্লাহ যিনি স্তম্ভ ছাড়া ঊর্ধ্বদেশে আকাশ স্থাপন করেছেন, যা

শানেনুযূল ঃ এ সূরাটি মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ (ছঃ) হিজরত' কালে অথবা এর অব্যবহিত পূর্বে যেসব সূরা নাযিল হয়েছিল, এ সূরা তার অন্যতম। মক্কার অধিবাসীরা আল্লাহর রাসূল এবং ওহীর প্রতি যে সকল মিথ্যারোপ করেছিল এবং দ্বীনের গতিরোধ করার জন্য যেসব হীন ষড়যন্ত্র করেছিল, এ সূরায় সে সকল দুষ্কার্য ও ষড়যন্ত্রে ব্যর্থতা এবং শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করে কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে (৪১-৪২ আয়াত দ্রষ্টব্য)। সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে এ-ও বলা হয়েছে যে, তাদের এ হীন প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র দিয়ে সত্যের গতি কখনো রুদ্ধ করা যাবে না; বরং আল্লাহ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলতেছেন যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর দ্বারাই আমার শক্তি মহিমা এবং একত্ববাদের বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে।

تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِىْ

তারাওনাহা- ছুম্মাস্ তাওয়া-'আলাল্ 'আরশি অসাখ্খরাশ্ শাম্সা অল্ ক্বামার; কুল্লুঁই ইয়াজ্রী

তোমরা অবলোকন করছ। পরে তিনি আরশে সমাসীন হলেন। চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট

لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মা; ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্র ইয়ুফাছ্ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ বিলিক্ব — য়ি রব্বিকুম্ তূক্বিনূন্।

কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করে। কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হও।

۝ وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ

৩। অ হুঅল্লাযী মাদ্দাল্ আরদ্বোয়া অজ্বা'আলা ফীহা- রওয়া-সিয়া অ আন্হা-র-; অমিন্ কুল্লিছ্

(৩) তিনি যমীনকে বিস্তৃত করলেন; অতঃপর তাতে পাহাড় ও নদী স্থাপন করলেন; আর তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল

الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

ছামার-তি জ্বা'আলা ফীহা-যাওজ্বাইনিছ্ নাইনি ইয়ুগ্শিল্ লাইলান্নাহা-র্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল

সৃষ্টি করলেন জোড়ায় জোড়ায়, দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিলেন; এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ

লিক্বওমিঁ ইয়াতাফাক্কারূন্। ৪। অফিল্ আর্দ্বি ক্বিত্বোয়া'উম্ মুতাজ্বা-ওয়ির-তুঁও অজ্বান্নাতুম্ মিন্ আ'না-বিঁও

নিদর্শন রয়েছে। (৪) যমীনে পাশাপাশি ভূখণ্ড আছে, আংগুর বাগানসমূহ, শস্যক্ষেত্র রয়েছে, শিরবিশিষ্ট ও অশির

وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۗ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا

ওয়া যার'উঁও অনাখীলুন্ ছিন্ওয়া-নুঁও অ গইরু ছিনওয়া-নিঁই ইউস্ক্বা-বিমা — ইঁও অ-হিদিন্ অনুফাদ্দিলু বা'দ্বোয়াহা-

বিশিষ্ট খেজুর গাছ একই পানিতে সিঞ্চিত, অথচ ফলসমূহের স্বাদে আমি এদের একটিকে অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَاِنْ تَعْجَبْ

'আলা-বা'দ্বিন্ ফিল্ উকুল্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লিক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্। ৫। অ ইন্ তা'জ্বাব

করেছি। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে। (৫) আর যদি তোমরা বিস্মিত হও, তবে তাদের এ কথায়

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

ফা'আজ্বাবুন্ ক্বওলুহুম্ আ ইযা-কুন্না-তুর-বান্ আ ইন্না-লাফী খল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্; উলা — য়িকাল্লাযীনা

বিস্মিত হও যে, "আমরা যখন মাটি হয়ে যাব তখন কি আবার আমরা নতুন জীবন লাভ করব?" এরাই তাদের রবকে

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

কাফারূ বিরব্বীহিম্ অউলা — য়িকাল্ আগ্লা-লু ফী ~ আ'না-ক্বিহিম্, অউলা — য়িকা আছ্হা-বু ন্না-রি

অস্বীকার করে, এবং তাদেরই গলায় থাকবে লোহার শৃঙ্খল; আর তারাই হবে নরকের অধিবাসী; তাতে তারা চিরকাল

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٦ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ৬। অ ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা বিস্সাইয়িয়াতি ক্বব্লাল্ হাসানাতি অক্বদ খলাত্ মিন্

অবস্থান করবে (৬) আর তারা আপনাকে পীড়াপীড়ি করে অমঙ্গল তরান্বিত করার জন্য মঙ্গলের পূর্বে, অথচ তাদের পূর্বে বহু

قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۭ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ

ক্বব্লিহিমুল্ মাছুলা-ত্;অ ইন্না রব্বাকা লাযূ মাগ্ফিরাতি ল্লিন্না-সি 'আলা-জুল্মিহিম্ অইন্না রব্বাকা

শাস্তির দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে; আপনার রব ক্ষমাশীল মানুষের প্রতি তাদের সীমালংঘন সত্ত্বেও, আর নিশ্চয়ই আপনার

لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ

লাশাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্। ৭। অইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি আ-ইয়াতুম্ মির্ রব্বিহ্;

প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে সুকঠিন। (৭) কাফেররা বলে, তার কাছে তার রবের পক্ষ হতে নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٨ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا

ইন্নামা ~ আন্তা মুন্যিরুঁও অলিকুল্লি ক্বওমিন্ হা-দ্। ৮। আল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাহ্মিলু কুল্লু উনছা-অমা-

আপনি তো কেবল সতর্ককারী; আর প্রত্যেক কাওমের জন্য পথপ্রদর্শক আছে।(৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, নারী গর্ভে যা

تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٩ عٰلِمُ الْغَيْبِ

তাগীদ্বুল্ আর্হা-মু অমা-তায্দা-দ্; অ কুল্লু শাইয়িন্ 'ইন্দাহূ বিমিক্ব্দা-র্। ৯। 'আ-লিমুল্ গইবি

ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু সংকচিত হয় ও বর্ধিত হয় ; আর তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তু পরিমাণ মত আছে। (৯) তিনি দৃশ্য

وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝١٠ سَوَاۗءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ

অশ্শাহাদাতিল্ কাবীরুল্ মুতা'আল্। ১০। সাওয়া — য়ুম্ মিন্কুম্ মান্ আসার্রল্ ক্বওলা অমান্ জ্বাহারা বিহী

অদৃশ্যের সবকিছু অবগত আছেন, তিনি; মহান, মর্যাদাবান। (১০) যে কথা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে, কিংবা যে রাতে

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١١ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ

অমান্ হুঅ মুস্তাখ্ফিম্ বিল্লাইলি অসা-রিবুম্ বিন্নাহা-র্। ১১। লাহূ মুআ'ক্কিবা-তুম্ মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি

নিজেকে গোপন রাখে এবং দিনে চলে তারা সবাই আল্লাহর কাছে সমান। (১১) তার সামনে ও পিছনে প্রহরী আছে, যারা

وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا

অ মিন্ খল্ফিহী ইয়াহ্ফাজূনাহূ মিন্ আম্রিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুগইয়্যিরু মা-বিক্বওমিন্ হাত্তা-ইয়ুগইয়্যিরূ মা-

আল্লাহর আদেশে তাকে রক্ষা করে। আল্লাহ কোন জাতীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা

আয়াত-১১ ঃ মানুষের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ফেরেশতারা পাহারায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কু-কর্ম, কুচরিত্র এবং অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা তুলে নেন। তার পর আল্লাহর গযব ও আযাব তাদের উপর অবতীর্ণ হয়। এই আযাব হতে নিজেকে রক্ষার কোন উপায় থাকে না। আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক রক্ষাণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যেন কোন প্রাচীর ধসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতারা তার হেফাযত করেন। কিন্তু আল্লাহ যদি বিপদ দিতে চান তা হলে ফেরেশতারা সরে যান। (মাঃ কোঃ)

بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ

বিআনফুসিহিম্; অ ইযা ~ আরা-দাল্লা-হু বিক্বওমিন্ সূ ~ য়ান্ ফালা-মারদ্দা লাহূ অমা-লাহুম্ মিন্ দূনিহী মিওঁ
পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যদি কোন জাতীর অমঙ্গল করতে চান, তবে তা রদ করার কোন পথ নেই। তিনি ছাড়া তাদের কোন

وَّالٍ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ

ওয়া-ল্। ১২। হুঅল্লাযী ইয়ুরীকুমুল্ বারক্ব খওফাঁও ওয়া ত্বমা'আঁও অ ইয়ুন্‌শিয়ুস্ সাহা-বাছ্
সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনি তোমাদেরকে বিজলী দেখান, যা তোমাদের ভয় ও আশার সঞ্চয় করে, তিনি ভারী মেঘমালাকে

الثِّقَالَ ﴿١٣﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

ছিক্বা-ল্। ১৩। অ ইয়ুসাব্‌বিহুর্ র'দু বিহাম্‌দিহী অল্‌মালা — য়িকাতু মিন্ খীফাতিহী অইয়ুর্‌সিলুস্ ছোয়াওয়া-'ইক্বা
উত্থিত করেন (১৩) বজ্র ও ফেরেশতারা ভয়ে তাঁর প্রশংসা ও তাসবীহ পড়ে, আর তিনি বজ্র পাঠান, আর যাকে ইচ্ছা

فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٤﴾ لَهٗ

ফাইয়ুছীবু বিহা-মাইঁ ইয়াশা — য়ু অ হুম্ ইয়ুজ়া-দিলূনা ফিল্লা-হি অ হুঅ শাদীদুল্ মিহা-ল্। ১৪। লাহূ
তা দিয়ে আঘাত করেন, তারপরও তারা আল্লাহকে নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, অথচ তিনি মহা শক্তিধর। (১৪) সত্যের

دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا

দা'অতুল্ হাক্ব্; অল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা-ইয়াস্‌তাজীবূনা লাহুম্ বিশাইয়িন্ ইল্লা-
আহ্বান একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। এরা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, যারা তাদের আহ্বানে কোন সাড়া প্রদান

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۗ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا

কাবা-সিত্বি কাফ্‌ফাইহি ইলাল্ মা — য়ি লিয়াব্‌লুগ ফা-হূ অমা-হুওয়া বিবা-লিগিহ্; অমা-দু'আ — য়ুল্ কা-ফিরীনা ইল্লা-
করে না; তার উদাহরণ হল, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে পানির আশায় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে. কিন্তু তা পাবার নয়। কাফেরদের

فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٥﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ

ফী দ্বোয়ালা-ল্। ১৫। অ লিল্লা-হি ইয়াস্‌জুদু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি ত্বোয়াওআঁও অকারহাঁও অ
আহ্বান ভ্রষ্ট।(১৫) আর আসমান-যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহকে সিজদা করে, আর তাদের

ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ

জিলা-লুহুম্ বিল্ গুদুওয়্যি অল্ আ-ছোয়া-ল্। ১৬। ক্বুল্ মার্ রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব্; ক্বুলিল্লা-হ্;
ছায়াসমূহও সকাল-সন্ধ্যায়(সিজদা করে)। (১৬) আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীনের রব কে? বলুন, আল্লাহ।

সিজদাহ-২

قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ قُلْ

ক্বুল্ আফাত্তাখায্‌তুম্ মিন্ দূনিহী ~ আউলিয়া — য়া লা-ইয়াম্‌লিকূনা লিআন্‌ফুসিহিম্ নাফ্ 'আও অলা- দ্বোয়ার্‌রন্; ক্বুল্
বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক করেছ, যারা নিজেদেরই কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারে না? বলুন,

هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا

হাল্ ইয়াস্‌তাওয়িল্ আ'মা-অল্ বাছীরু আম্ হাল্ তাস্‌তাওয়িজ্ জুলুমা-তু অন্‌নূরু আম্ জ্বা'আলূ

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনও সমান হতে পারে, বা অন্ধকার ও আলো কি কখনও সমান হতে পারে? তবে কি তারা আল্লাহর

لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ

লিল্লা-হি শুরাকা — য়া খলাকূ কাখল্‌ক্বিহী ফাতাশা-বাহাল্ খল্‌ক্বু 'আলাইহিম্ ক্বুলিল্লা-হু খ-লিক্বু কুল্লি শাইয়িঁও অহুঅল্

সাথে এমন শরীক করে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যাতে উভয় সৃষ্টি অনুরূপ মনে হয়েছে? বলুন, আল্লাহ সবকিছুর

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٧﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ

ওয়া-হিদুল্ ক্বহ্‌হার্। ১৭। আন্‌যালা মিনাস্‌সামা — য়ি মা — য়ান, ফাসা-লাত্ আও দিয়াতুম্ বি ক্বদারিহা- ফাহতামালাস্

স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাণ মত প্লাবিত হয়

السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ

সাইলু যাবাদার্ র-বিয়া-; অমিম্মা-ইয়ূক্বিদূনা 'আলাইহি ফিন্না-রিব্ তিগ — য়া হিল্‌ইয়াতিন্ আও মাতা-'ইন্

তারপর প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে নিয়ে যায়, আর অলংকার বা তৈজসপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে যা আগুনে

زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

যাবাদুম্ মিছ্‌লুহূ কাযা-লিকা ইয়াদ্‌রিবুল্লা-হুল্ হাক্ব্‌ক্ব অল্ বা-ত্বিল্; ফাআম্মায্ যাবাদু ফাইয়ায্‌হাবু

প্লাবিত হয়, তখন এভাবেই ময়লার গাদ উপরে আসে। এভাবেই আল্লাহ্ সত্য-মিথ্যার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; বস্তুত যা

جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ

জ্বুফা — য়ান্ অআম্মা-মা-ইয়ান্‌ফা'উন্না-সা ফাইয়াম্‌কুছু ফিল্ আরদ্বি; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্

আবর্জনা তা তো এভাবেই ফেলে দেয়া হয়, আর যা মানুষের উপকারী তা যমীনে থেকে যায়; এভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়ে

الْاَمْثَالَ ﴿١٨﴾ لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ

আম্‌ছা-ল্। ১৮। লিল্লাযী নাস্ তাজ্বা-বূ লিরব্বী হিমুল্ হুস্‌না-; অল্লাযীনা লাম্ ইয়াস্‌তাজ্বীবূ লাহূ

থাকেন। (১৮) যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান, কিন্তু যারা সাড়া দেয় না, যদি তাদের

لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ

লাও আন্না লাহুম্ মা-ফিল্ আরদ্বি জ্বামীআঁও অমিছ্‌লাহূ মা'আহূ লাফ্‌তাদাঁও বিহ্; উলা — য়িকা লাহুম্ সূ — য়ুল্

নিকট যমীনের সব কিছু এবং তার সমপরিমাণ থাকে, তবে তা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ নিজেদের জন্য দিত। তাদের হিসেব

আয়াত-১৮ ঃ উভয় উপমার সারমর্ম হল, এ সব দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্য আসল বস্তুর উপর দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছু দিন সত্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু পরিশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। (তাফঃ জাঃ)

২। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্যই ইহ-পরকালের কল্যাণ রয়েছে।

৩। কাফেররা দুনিয়াতে তো যেভাবেই হোক কেটে যাবে, কিন্তু পরকালে পৃথিবীর সমস্ত ধন-ভাণ্ডার এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ সম্পদও তার হস্তগত হলেও তার বিনিময়ে পরকালের আ'যাব হতে নিষ্কৃতির চেষ্টা করবে। কিন্তু নিষ্কৃতি পাবে না। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩﴾ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

হিসা-ব্; অমা''ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অবি''সাল্ মিহা-দ্। ১৯। আফা মাইঁ ইয়া'লামু আন্নামা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা

বড়ই কঠিন হবে, জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, তা কতই না নিকৃষ্টস্থান। (১৯) আপনার রব হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ

مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ

মির্ রব্বিকাল্ হাক্কু কামান্ হুঅ আ'মা-; ইন্নামা-ইয়াতাযাক্কারু উলুল্ আল্‌বা-ব্। ২০। আল্লাযীনা

হয়েছে তাকে যে সত্য জানে সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে অন্ধ? আর যে জ্ঞানী সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে। (২০) তারা এমন

يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ

ইয়ূফূনা বিআ'হ্‌দিল্লা-হি অলা-ইয়ান্‌কুদ্বূনাল্ মীছা-ক্ব্। ২১। অল্লাযীনা ইয়াছিলূনা মা ~ আমারাল্লা-হু

লোক যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করে ও প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে না। (২১) আর যারা আল্লাহর নির্দেশমত সম্পর্ক বজায়

بِهٖٓ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ

বিহী ~ আইঁ ইয়ূছলা অ ইয়াখ্ শাওনা রব্বাহুম্ অ ইয়াখা-ফূনা সু — য়াল্ হিসা-ব্। ২২। অ ল্লাযীনা

রাখে, আর যারা তাদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে (পরকালের) কঠোর হিসাবকে। (২২) আর যারা

صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

ছোয়াবারুব্ তিগা — য়া অজ্‌হি রব্বিহিম্ অ আক্বা-মুছ্ ছলা-তা অআন্‌ফাক্বূ মিম্মা- রযাক্ব্‌না-হুম্ সির্‌রাঁও অ'আলা-নিয়াতাঁও

তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করে, নামায কায়েম করে, আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে তারা গোপনে ও

وَّيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ

অইয়াদ্‌রয়ূনা বিল্ হাসানাতিস্ সাইয়িয়াতা উলা — য়িকা লাহুম্ 'উক্ববাদ্দা-র্। ২৩। জান্না-তু 'আদ্‌নিই

প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল দিয়ে মন্দ তাড়ায়, এদের জন্য রয়েছে পরকালের শুভ পরিণাম (২৩) স্থায়ী জান্নাত,

يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ

ইয়াদ্‌খুলূনাহা-অমান্ ছোয়ালাহা মিন্‌আ-বা — য়িহিম্ অ আয্‌ওয়া-জ্বিহিম্ অ যুর্‌রিয়্যা-তিহিম্ অল্ মালা — য়িকাতু ইয়াদ্‌খুলূনা

যাতে প্রবেশ করবে তারা এবং তাদের পুণ্যবান পিতা-মাতা, তাদের পতি-পত্নী ও সন্তানরা; ফেরেশতারা তাদের কাছে।

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٤﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ

'আলাইহিম্ মিন্ কুল্লি বা-ব্। ২৪। সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ বিমা-ছোয়াবার্‌তুম্ ফানি'মা 'উক্ববাদ্দা-র্। ২৫। অল্লাযীনা

প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। (২৪) ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি অনাবিল শান্তি বর্ষিত হোক, এ পরিণাম কত সুন্দর! (২৫) আর

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهٖ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُوصَلَ وَ

ইয়ানকুদ্বূনা 'আহ্‌দাল্লা-হি মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী অইয়াক্ব্‌ত্বঊনা মা ~ আমারল্লা-হু বিহী ~ আঁই ইয়ূছলা অ

যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর তা ভঙ্গ করে, সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ ছিন্ন করে, আর

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ

ইয়ুফ্সিদূনা ফিল্ আরদ্বি উলা — য়িকা লাহুমুল্লা'নাতু অলাহুম্ সূ — য়ুদ্দা-র্। ২৬। আল্লা-হু ইয়াবসুত্বুর্
বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় যমীনে, তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ ও তাদের জন্যই রয়েছে নিকৃষ্ট ঘর। (২৬) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي

রিয্ক্ব লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াক্ব্ দির্; অফারিহূ বিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অমাল্ হাইয়া-তুদ্দুন্ইয়া-ফিল্
পর্যাপ্ত রিযিক প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। কিন্তু এরা পার্থিব জীবনে খুশী; অথচ ইহকাল তো পরকালের তুলনায়

الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ

আ-খিরতি ইল্লা-মাতা'। ২৭। অইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইহি আ-ইয়াতুম্ মির্ রব্বিহ্;
অতি সামান্য ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। (২৭) কাফেররা বলে, তার রবের কাছ থেকে তার কাছে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন?

রুকু ৯ / ৮ / ৩

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

ক্বুল্ ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদিল্লু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্দী ~ ইলাইহি মান্ আনা-ব্। ২৮। আল্লাযীনা আ-মানূ
আপনি বলুন, নিশ্চয়ই যাকে ইচ্ছে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন; তাঁর দিকে রুজূকারীকে সুপথ প্রদর্শন করেন। (২৮) তারা ঐ লোক

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا

অতাত্ব্ মায়িন্নু ক্বুলূবুহুম্ বিযিক্রিল্লা-হ্; আলা-বিযিক্রিল্লা-হি তাত্ব্ মায়িন্নুল্ ক্বুলূব্। ২৯। আল্লাযীনা আ-মানূ
যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেন রাখ আল্লাহর স্মরণই মন প্রশান্ত হয়। (২৯) যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ

অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহাতি তূ্ বা-লাহুম্ অহুসনু মাআ-ব্। ৩০। কাযা-লিকা আর্সাল্না-কা ফী ~ উম্মাতিন্ ক্বদ্
ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরই জন্যই রয়েছে সু-খবর ও উত্তম স্থান। (৩০) এভাবে আমি আপনাকে এমন এক জাতির কাছে প্রেরণ

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ

খলাত্ মিন্ ক্বব্লিহা ~ উমামুল্ লিতাত্লুওয়া- 'আলাইহিমুল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা অহুম্ ইয়াক্ফুরূনা
করেছি যার আগে বহু জাতি গত হয়ে গিয়েছে; এজন্য যে, আপনাকে যা অহী করি তা যেন তাদেরকে শুনান; তারা রহমানকে

بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ

বির্রহ্মা-ন্; ক্বুল্ হুঅ রব্বী লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুঅ 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু অ ইলাইহি মাতা-ব্। ৩১। অলাও
অস্বীকার করে; বলুন, তিনি রব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁরই ওপর নির্ভর করি, তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৩১) যদি

আয়াত-২৭ ঃ মক্কাবাসীরা পুনঃ পুনঃ একই সমালোচনা করে আসছে যে, তাদের আবদার মত কোন মু'জিযা কেন দেখান হয় না? এর উত্তর অনেকবার দেয়া হয়েছে, কিন্তু পুনরায় যখন এ সমালোচনা করা হল, তখন আরও উত্তমরূপে উত্তর দেয়া হল। উত্তরের সারাংশ হল, অজস্র মু'জিযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা যখন একই প্রশ্ন করছ মনে হয় তোমরা পুরাতন পাপী, তোমাদের কপালে হিদায়ত নেই, তাই তোমাদের এ অবান্তর আবদার হেতু আল্লাহ তোমাদেরকে গোমরাহ করার ইচ্ছা রাখেন। আর যারা পূর্ব হতেই সৎ ও সত্য তারা আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং হেদায়েতও তারা পায়। তাদের জন্য মু'জিযার প্রয়োজন হয় না, বরং আধ্যাত্মিক বড় মু'জিযাহ তাঁদের আছে। তা হল, স্মরণে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়, যেন তাদের অন্তর্দৃষ্টি নবীর কথাসমূহ প্রত্যক্ষ করে, ফলে তাদের হৃদয়ে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না।

أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ

আন্না কু্বরআ-নান্ সুইয়্যিরাত্ বিহিল্ জ্বিবালু আও কু্বত্ত্বিআ'ত্ বিহিল্ আরদ্বু আও কুল্লিমা বিহিল্ মাওতা-;

কোরআন দ্বারা পাহাড় স্থানান্তর করা যেত বা যমীনকে টুকরা করা যেত বা মৃত কথা বলতো, তবু তারা ঈমান আনতো না।

بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى

বাল্ লিল্লা-হিল্ আম্‌রু জ্বামী'আ- আফালাম্ ইয়াইয়াসিল্লাযীনা আ-মানূ~ আল্লাও ইয়াশা — য়ুল্লা-হু লাহাদান

বরং সকল ক্ষমতা আল্লাহর; তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে হেদায়েতের

النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ

না-সা জ্বামীআ'-; অলা-ইয়াযা-লুল্লাযীনা কাফারূ তুছীবুহুম্ বিমা-ছোয়ানা'উক্ব-রি'আতুন্ আও তাহুল্লু

পথ দেখাতে পারেন? আর যারা কুফরী করেছে তাদের কৃত কর্মের কারণে তাদের বিপর্যয় হতে থাকবে বা বাড়ীর আশে পাশে

قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾ وَ

কু্বরীবাম্ মিন্ দা-রিহিম্ হাত্তা-ইয়া''তিয়া ওয়া'দুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুখ্‌লিফুল্ মী'আ-দ্। ৩২। অ

বিপদ আপতিত হবে, যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা এসে পড়ে। আল্লাহ কখনও ওয়াদার খেলাপ করেন না। (৩২) আর বহু

৪ ع ৫ ১০ রুকু

لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ قف

লাকু্বদিস্ তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্ মিন্ কু্বব্‌লিকা ফাআম্‌লাইতু লিল্লাযীনা কাফারূ ছুম্মা আখায্‌তুহুম্

রাসূলের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে, যারা আপনার পূর্বে গত হয়েছে, কাফেরদেরকে অবকাশ দিলাম, তারপর ধরলাম, আমার

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ

ফাকাইফা কা-না ই'কু্ব-ব্। ৩৩। আফামান্ হুঅ কু্ব — য়িমুন্ 'আলা-কুল্লি নাফ্‌সিম্ বিমা-কাসাবাত্ অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি

শাস্তি কেমন ছিল? (৩৩) এতদসত্ত্বেও যিনি প্রত্যেকের কর্মের পর্যবেক্ষক, তিনি কি তাদের অক্ষম ইলাহ্ তূল্য? তারা আল্লাহর

شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ

শুরাকা — য়া কু্বল্ সাম্মূহুম্; আম্ তুনাব্বিয়ূনাহূ বিমা-লা-ইয়া'লামু ফিল্ আরদ্বি আম্ বিজোয়া-হিরিম্ মিনাল্

সাথে বহু শরীক করেছে; বলুন, তাদের নাম বল, তোমরা কি তাঁকে এরূপ খবর দিতেছ যা যমীনে তার অজানা। বা যা

الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

কু্বওল্; বাল্ যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারূ মাক্‌রুহুম্ অছুদ্দূ 'আনিস্ সাবীল্; অমাইঁ ইয়ুদ্‌লিলিল্লা-হু

বাহ্যিক কথা? বরং শোভনীয় করা হয়েছে কাফেরদের চক্রান্ত এবং তারা বাধা পায় সৎপথ থেকে, আল্লাহ ভ্রান্ত করলে পথ

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ج

ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্।৩৪। লাহুম্ 'আযা-বুন্ ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুনইয়া-অলা 'আযা-বুল্ আ-খিরতি আশাকু্ব কু্ব

দেখানোর আর কেউ নেই। (৩৪) দুনিয়ায় জীবনে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি, আর পরকালে রয়েছে আরও কঠোর শাস্তি!

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِىْ مِنْ

অমা-লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিঁও ওয়া-ক্ব্ । ৩৫। মাছালুল্ জান্নাতি ল্লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাক্বূন; তাজ্ রী মিন্
তাদের জন্য কোন রক্ষাকারী নেই আল্লাহর আযাব হতে। (৩৫) মুত্তাকীদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে; ওর অবস্থা হল,

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى

তাহ্তিহাল্ আনহা-র্; উকুলুহা-দা — য়িমুওঁ অজিল্লুহা-; তিল্কা 'উক্ব্ বাল্ লাযীনাত্তাক্বও অ'উক্ব্ বাল্
তার পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তার ফলও ছায়া স্থায়ী। এটাই মুত্তাকীদের কর্মের পরিণাম ফল; কাফেরদের কর্মের

الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ

কা-ফিরীনান্ না-র্। ৩৬। অল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়াফ্রাহূনা বিমা ~ উন্যিলা ইলাইকা অ মিনাল্
পরিণাম আগুন। (৩৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিলাম, তারা আপনার প্রতি অবতারিত নিয়ে খুশী; তবে কেউ কেউ এর

الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَاۤ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ

আহ্যা-বি মাইঁ ইয়ুন্কিরু বা'দ্বোয়াহ্; ক্বুল্ ইন্নামা ~ উমির্তু আন্ আ'বুদাল্লা-হা অলা ~ উশ্রিকা বিহী
কোন কোন অংশ অস্বীকার করে থাকে। বলুন, আমি আল্লাহর ইবাদতে আদিষ্ট, আমি কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি না;

اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٧﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

ইলাইহি আদ্'উঅইলাইহি মাআ-ব্। ৩৭। অ কাযা-লিকা আন্যাল্না-হু হুক্মান্ 'আরাবিয়্যা-; অ লায়িনিত্তাবা'তা
আমি এর প্রতি ডাকি এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৩৭) এভাবে তা আরবী বিধানরূপে নাযীল করলাম, জ্ঞান আসার

اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ

ع ৫ ৬ ১১ রুকু

আহ্ওয়া ~ হুম্ বা'দা মা-জ্বা — কা মিনাল্ 'ইল্মি মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিঁও অলিয়্যিঁও অলা-ওয়া-ক্ব্। ৩৮। অ লাক্বদ্
পরও আপনি তাদের ইচ্ছার অনুকরণ করলে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্যকারী ও বাঁচাবার কেউ নেই। (৩৮) আপনার

اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ

আর্সাল্না- রুসুলাম্ মিন্ ক্বব্লিকা অজ্বা'আল্না-লাহুম্ আয্ওয়া-জ্বাঁও অযুর্রিয়্যাহ্;অমা-কা-না লি রসূলিন্ আইঁ
পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকেও স্ত্রী ও সন্তান প্রদান করেছি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন রাসূলই কোন

يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٩﴾ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ

ইয়া''তিয়া বিআ-ইয়াতিন্ ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ্; লিকুল্লি আজ্বালিন্ কিতা-ব্। ৩৯। ইয়াম্হুল্লা-হু মা-ইয়াশা — যু
নিদর্শন আনতে পারেন না। প্রত্যেক কালের জন্য লিখিত বিধান রয়েছে। (৩৯) আল্লাহ ইচ্ছে মত বিলুপ্ত করেন ও ঠিক

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৭ ঃ প্রত্যেক নবীর প্রতি তাঁর মাতৃভাষায়ই কিতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই নবী (ছঃ) এর মাতৃভাষা আরবি হওয়ায় কোরআনও আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাছাড়া আরবি ভাষা শব্দ সম্ভার ও ভাষা অলংকারের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অন্য কোন ভাষা যার সমকক্ষ নয়। (বঃ কোঃ) **শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৩৮ ঃ** কাফেররা বলতেছিল যে, তিনি কেমন নবী যিনি সংসার করেছেন, স্ত্রী ও সন্তানাদির সাথে সম্পর্ক রাখেন। এর জবাবে আল্লাহপাক এ আয়াতটি নাযিল করেন। এর পূর্বের আয়াতে যখন বলা হয় যে, নবীর কোন স্বাধিকার নেই। তখন কাফেররা বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ (ছঃ)! তোমার ক্ষমতায় তো কিছুই নেই, যা কিছু হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে। তখন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿٤٠﴾ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ

অ ইয়ুছ্বিতু অ 'ইন্দাহূ ~ উম্মুল কিতা-ব্। ৪০। অ ইঁম্মা-নুরিইয়ান্নাকা বা'দ্বোয়াল্লাযী না'ইদুহুম্ আও
রাখেন, তাঁর কাছেই রয়েছে মূল গ্রন্থ। (৪০) আর তাদেরকে আমি যে ওয়াদা দিয়েছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখাই বা

نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا

নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইন্নামা-'আলাইকাল্ বালা-গু অ'আলাইনাল্ হিসা-ব্। ৪১। আওলাম্ ইয়ারাও আন্না-
আপনাকে মৃত্যু দেই, তবে আপনার দায়িত্ব শুধু প্রচার করা, আর আমার কর্তব্য হল হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি দেখে না,

نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ

না''তিল্ আরদ্বোয়া নান্কু্ছুহা-মিন্ আত্ব্র-ফিহা-; অল্লা-হু ইয়াহ্কুমু লা-মু'আক্ক্বিবা লিহুক্মিহ্; অ হুঅ সারীউল্
দেশকে চতুর্দিক হতে কমিয়ে এনেছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন, তাঁর নির্দেশ রোধ করার কেউ নেই। আর তিনি হিসেবে

الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ

হিসা-ব্। ৪২। অ ক্বদ্ মাকারল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্ ফালিল্লা-হিল্ মাক্রু জ্বামী'আ ইয়া'লামু মা- তাক্সিবু কুল্লু
তৎপর। (৪২) তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সকল কৌশল আল্লাহর হাতে। প্রত্যেকের কর্ম তিনি

نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٣﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ

নাফ্স্; অ সাইয়া'লামুল্ কুফ্ফা-রু লিমান্ 'উক্ব্ বা দ্দা-র্। ৪৩। অইয়াক্বূ লু ল্লাযীনা কাফারূ লাস্তা
জানেন। আর কাফেররা অবশ্যই জানতে পারবে শুভ পরিণাম কার? (৪৩) আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'তুমি

مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ع

মুর্সালা ক্বু্ল্ কাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনী-অবাইনাকুম্ অমান্ 'ইন্দাহূ 'ইল্মুল্ কিতা-ব্।
প্রেরিত নও।' বলে দিন আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও কিতাবের জ্ঞানীরাই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

ع ৬ ১২ রুকু

সূরা ইব্রাহীম
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

১। আলিফ্ লা —ম্ র-কিতা-বুন্ আন্যালনা-হু ইলাইকা লিতুখরিজ্বান্না-সা মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি
(১) আলিফ লা ম্ রা-। আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম। যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٢﴾ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا

বিইয্নি রব্বিহিম্ ইলা-সিরাত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ্। ২। আল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-
আসেন তাদের রবের নির্দেশে, বিজয়ী, প্রশংসিতের পথে। (২) তিনিই আল্লাহ যার আধিপত্যে রয়েছে আকাশ

فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ

ফিল্ আর্দ্ব; অ ওয়াইলুল্লিল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্ শাদীদ্। ৩। আল্লাযীনা ইয়াস্তাহিব্বূনাল্

ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সে সবের উপর, কাফেরদের জন্য কঠিন শাস্তির পরিতাপ। (৩) আর যারা প্রাধান্য দেয় পরকালের

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ

হা ইয়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরতি অইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অ ইয়াব্‌গূনাহা- 'ইওয়াজ্বা-;

ওপর ইহকালের জীবনকে, আর আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা প্রদান করে, এবং ওতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়;

اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ

উলা — য়িকা ফি দ্বোয়ালা—লিম্ বা'ঈদ্। ৪। অমা ~ আর্‌সালনা মির্ রসূলিন্ ইল্লা-বিলিসা-নি ক্বওমিহী লিইয়ুবাইয়্যিনা

এ ধরনের লোকেরা সুদূর ভ্রান্তিতে। (৪) আমি কোন রাসূল পাঠাইনি নিজগোত্রীয় ভাষা ছাড়া। যেন সে তাদের কাছে বর্ণনা

لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

লাহুম্ ফাইয়ুদ্বিল্লুল্লা-হু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অ ইয়াহ্‌দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু; অ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।

করতে পারে; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি বিজয়ী, জ্ঞানী।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ

৫। অলাক্বদ্ আর্‌সালনা-মূসা বিআ-ইয়া-তিনা ~ আন্ আখ্‌রিজ্ব্ ক্বওমাকা মিনাজ্জুলুমা-তি ইলান্নূর্;

(৫) আর আমি মূসাকে নিদর্শনসহ প্রেরণ করে বলেছি, তোমার জাতিকে বের করে আন অন্ধকার হতে আলোর দিকে;

وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ

অযাক্কির্‌হুম্ বিআইয়্যা-মিল্লা-হ্; ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্। ৬। অইয্ ক্বা-লা

আল্লাহর দিন (নিয়ামত ও আযাবের) স্মরণ করাও; এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য। (৬) স্মরণ করুন,

مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ

মূসা- লিক্বওমিহিয্ কুরূনি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ আন্‌জ্বা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির'আউনা

মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর করুণা কথা স্মরণ কর, যখন তিনি মুক্ত করেছিলেন তোমাদেরকে ফিরাউন

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَ

ইয়াসূমূ নাকুম্ সূ — য়াল্ 'আযা-বি অ ইয়ুযাব্বিহূনা আব্‌না — য়াকুম্ অনিসা ~ য়াকুম্; অ

সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে ঘৃণ্য শাস্তি প্রদান করত; তারা তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত; এবং

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪ ঃ কাফেররা বলতে লাগল, কোরআন শরীফ মুহাম্মদ (ছঃ)-এর মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হচ্ছে, মনে হয় তিনি নিজে বানিয়ে বলতেছেন; যদি অন্য কোন ভাষায় অবতীর্ণ হত, তবে আমরা ঈমান আনতাম। এর উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
টীকা-(১) আয়াত-৬ ঃ সংক্ষেপে শোকর বা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হল, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়া'মতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম কাজে ব্যয় না করা। মুখেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং স্বীয় কাজ-কর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা। সবরের সারমর্ম হল, স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদিতে অস্থির না হওয়া। কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এবং ইহকালে আল্লাহর রহমতের আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তির বিশ্বাস রাখা। (মাঃ কোঃ)

فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٧ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ

ইয়াস্‌তাহ্‌ইয়ূনা ফী যা-লিকুম্ বালায়ুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আজীম্। ৭। অইয্ তায়ায্‌যানা রব্বুকুম্ লায়িন্ শাকার্‌তুম্

কন্যাদের জীবিত রাখত, এটা রবের পক্ষ হতে মহা পরীক্ষা ছিল।(৭) এবং যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, কৃতজ্ঞ

لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝٨ وَقَالَ مُوْسٰى إِنْ تَكْفُرُوْٓا

লাআযীদান্নাকুম্ অলায়িন্ কাফার্‌তুম্ ইন্না 'আযা-বী লাশাদীদ্। ৮। অক্বা-লা মূসা ~ ইন্ তাক্‌ফুরূ~

হলে অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে আমার শাস্তি হবে বড়ই কঠিন। (৮) আর মূসা বলল, তোমরা ও পৃথিবীর সবাই

أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٩ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

আন্‌তুম্ অ মান্ ফিল্ আর্‌দ্বি জ্বামী'আন্ ফাইন্নাল্লা-হা লাগনিয়্যুন্ হামীদ্। ৯। আলাম্ ইয়া''তিকুম্

যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আল্লাহ অবশ্যই সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তীদের

نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا

নাবায়ুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিকুম্ ক্বওমি নূ-হিঁও অ'আ-দিঁও অছামূদ্; অল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্; লা-

সংবাদ পৌঁছে নি? নূহের সম্প্রদায়ের, আদের সম্প্রদায় ও ছামূদ সম্প্রদায়ের এবং তাদের পরের লোকদের, আল্লাহই

يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا أَيْدِيَهُمْ فِيْٓ أَفْوَاهِهِمْ

ইয়া'লামুহুম্ ইল্লাল্লা-হ্; জ্বা — য়াত্‌হুম রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফারাদ্দূ ~ আইদিয়াহুম্ ফী ~ আফ্‌ওয়া-হিহিম্

তাদেরকে জানেন, রাসূলরাও আগমন করেছিলেন তাদের কাছে নিদর্শনসহ, তারা তাদের হাত মুখে রাখত এবং বলত,

وَقَالُوْٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ إِلَيْهِ مُرِيْبٍ

অক্বা-লূ ~ ইন্না-কাফার্‌না- বিমা ~ উরসিল্‌তুম্ বিহী অইন্না-লাফী শাক্কিম্ মিম্মা- তাদ্'উনানা ~ ইলাইহি মুরীব।

আমরা তো অস্বীকার করি তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা, আমরা তোমার আহ্বানের বিষয় সন্দেহপোষণ করছি।

۝١٠ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَدْعُوْكُمْ

১০। ক্বা-লাত্ রুসুলুম্ আফিল্লা-হি শাক্কুন্ ফাত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি; ইয়াদ্'উকুম্

(১০) রাসূলরা বলল, আল্লাহ সম্পর্কেও কি সন্দেহ আছে? যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা? তিনি আহ্বান করছেন, যেন

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوْٓا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

লিইয়াগ্‌ফিরলাকুম্ মিন যুনূবিকুম্ অইউআখ্‌খিরকুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্; ক্বা-লূ~ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-

তোমাদের গুনাহ মাপ করে দেন এবং নির্দিষ্ট কাল তোমাদেরকে অবকাশ দেন। তারা বলল, তোমরা আমাদের মতই তো

بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ

বাশারুম্ মিছ্‌লুনা-; তুরীদূনা আন্ তাছুদ্দূনা 'আম্মা- কা-না ইয়া'বুদূ আ-বা — য়ুনা-ফা''তূনা-বিসুল্‌ত্বোয়া-নিম্

মানুষ, অথচ আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও পিতৃ পুরুষের উপাস্য হতে, তাই আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে

রুকু ১৩ ৬

তিন চতুর্থাংশ

مُبِينٍ ﴿١١﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ

মুবীন্। ১১। ক্ব-লাত্ লাহুম্ রুসুলুহুম্ ইন্ নাহ্‌নু ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ অ লা-কিন্নাল্লা-হা ইয়ামুন্নু 'আলা-
এস। (১১) তাদের রাসূলরা তাদের বলল, প্রকৃত পক্ষে আমরা তোমাদের মতই মানুষ, তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের

مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

মাইঁ ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহ্; অমা-কা-না লানা ~ আন্ না"তিয়াকুম্ বিসুল্‌ত্বোয়া-নিন্ ইল্লা- বিইয্‌নিল্লা-হ্;
মধ্যে যাকে ইচ্ছা তারপ্রতি অনুগ্রহ করেন, আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া প্রমাণ আনা আমাদের কাজ নয় আর

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا

অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্। ১২। অমা-লানা ~ আল্লা-নাতাওয়াক্কালা 'আলাল্লা-হি অক্বদ্ হাদা-না-
আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে মু'মিনরা।(১২) আর আমরা কেনই বা আল্লাহর ওপর ভরসা করব না? তিনিই তো আমাদেরকে

سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

ع ২ ৬ ১৪ রুকু

সুবুলানা-; অলানাছ্‌বিরন্না 'আলা-মা ~ আ-যাইতুমূনা-অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মুতাওয়াক্কিলূন্।
পথ দেখালেন। তোমাদের প্রদত্ত কষ্ট আমরা সহ্য করব; আর যারা নির্ভরকারী তার তো আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে।

﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ

১৩। অক্বালাল্লাযীনা কাফারূ লিরুসুলিহিম্ লানুখ্‌রিজান্নাকুম্ মিন্ আর্‌দ্বিনা ~ আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা-;
(১৩) কাফেররা তাদের রাসূলদের বলেছিল, তোমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করবই বা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবেই;

فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ

ফাআওহা ~ ইলাইহিম্ রব্বুহুম্ লানুহ্‌লিকান্নাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৪। অ লানুস্‌কিনান্নাকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া মিম্ বা'দিহিম্
রব তাদের কাছে অতঃপর অহী পাঠালেন যে, আমি জালিমদেরকে ধ্বংস করবই। (১৪) তাদের পরে তোমাদেরকে দেশে

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٥﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

যা-লিকা লিমান্ খ-ফা মাক্ব-মী অখ-ফা অ'ঈদ্। ১৫। অস্‌তাফ্‌তাহূ অখ-বা কুল্লু জ্বাব্বা-রিন্
স্থান দিব; এটি যে আমার সমক্ষে হাযির হওয়া ও আমার শাস্তিকে ভয় করে তার জন্য। (১৫) আর তারা বিজয় চাইল,

عَنِيدٍ ﴿١٦﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٧﴾ يَتَجَرَّعُهُ

'আনীদ্। ১৬। মিওঁ অরা — য়িহী জ্বাহান্নামু অইউস্‌ক্ব-মিম্ মা — ইন্ ছোয়াদীদ। ১৭। ইতাজ্বার্‌রু'উহূ
প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ হল। ১৬। প্রত্যেকের পিছে জাহান্নাম, গলিত পুঁজ পান করান হবে। (১৭) সে তা

আয়াত-১৪ ঃ অর্থাৎ পয়গাম্বর (আঃ) গণ যখন কাফেরদেরকে শুনিয়ে দিলেন যে, তোমরা তো প্রমাণাদির মীমাংসা মানলে না। সুতরাং এখন শাস্তির দ্বারা মীমাংসা হবে। যেমন নূহ (আঃ) বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! এখন আমার ও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে আমাকে উদ্ধার করুন। লূত (আঃ) বলেছেনঃ আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে কাফেরদের অপকর্ম হতে উদ্ধার করুন।" (বঃ কোঃ, তাফঃ মাহঃ হাঃ)
আয়াত-১৭ ঃ হাদীসে আছে, জাহান্নামীদের মাথায় ফেরেশতা লোহার হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করে মুখে পুঁজ মিশ্রিত উত্তপ্ত পানি ফেলে দেবে। এই পানি পেটে পৌঁছা মাত্র পাকস্থলী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বের হয়ে পড়বে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) ৩। এই পানি পান করার পর চতুর্দিক হতে মৃত্যু হাজির হবে। মাথা হতে পা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গ মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যু কামনা করবে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ

অলা-ইয়াকা-দু ইউসীগুহূ অইয়া'' তীহিল মাওতু মিন্ কুল্লি মাকানিওঁ অমা- হুঅ বিমাইয়্যিত্; অ মিঁও
গিলতে চাইবে, কিন্তু সহজে সে তা গিলতে পারবে না, চতুর্দিক হতে মৃত্যু আগমন করবে, কিন্তু মরতে পারবে না।

وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٨﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ

অরা — য়িহী'আযা-বুন গলীজ্। ১৮। মাছালুল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্ আ'মা-লুহুম্ কারামা- দিনিশ্ তাদ্দাত্
কঠিন শাস্তি তার পিছনে অপেক্ষমাণ। (১৮) যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত, তাদের কর্ম ছাই সদৃশ যা

بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ

বিহির্ রীহু ফী ইয়াওমিন্ 'আ-ছিফ্; লা- ইয়াক্ব্ দিরূনা মিম্মা-কাসাবূ 'আলা-শাইয়িন্; যা-লিকা হুওয়াদ্ব
ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বায়ু উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জিত কোন কিছুই তারা পরকালের কাজে লাগাতে পারবে না। এটা

الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ

দ্বোয়ালা-লুল্ বা'ঈ-দ্। ১৯। আলাম্ তার আন্নাল্লা-হা খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া বিল্হাক্ব্; ইঁ
সুদূর ভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি দেখনি, আল্লাহ আসমান ও যমীন যথার্থ সৃষ্টি করেছেন? ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস

يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢٠﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢١﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ

ইয়াশা''ইয়ুয্ হিব্কুম্ অ ইয়া''তি বিখল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ২০। অমা-যা-লিকা 'আলাল্লা-হি বি'আযীয্। ২১। অবারাযূ লিল্লা-হি
করে তোমাদের স্থলে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। (২০) আর এটা আল্লাহর পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। ২১। তারা সবাই আল্লাহর

جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ

জ্বামী'আন্ ফাক্ব-লাদ্দু 'আফা — য়ু লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ ~ ইন্না-কুন্না-লাকুম্ তাবা'আন্ ফাহাল্ আন্তুম্ মুগ্নূনা
সামনে হাযির হবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি আল্লাহর শাস্তি

عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا

'আন্না-মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্; ক্বা-লূ লাও হাদা-নাল্লা-হু লাহাদাইনা-কুম্; সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইনা ~
হতে বাঁচাতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের সৎ পথ দিলে তোমাদেরকে পথ দেখাতাম। অধীর হই বা ধৈর্য ধরি,

ع ৩ ৯ 15 রুকু

أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ

আজ্বাযি'না ~ আম্ ছবার্না-মা-লানা-মিম্ মাহীছ্। ২২। অক্ব-লাশ্ শাইত্বোয়া-নু লাম্মা-কু্দিয়াল্ আম্রু ইন্নাল্লা-হা
আমাদের জন্য সবই সমান; আমাদের বাঁচার পথ নেই। (২২) আর যখন কর্ম শেষ হবে, শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে

وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ

অ'আদাকুম্ অ'আদাল্ হাক্বক্বি অওয়াআত্তুকুম্ ফাআখ্লাফ্তুকুম্; অমা-কা-না লিয়া 'আলাইকুম্ মিন্ সুল্ত্বোয়া-নিন্
সত্য ওয়াদা দিয়েছেন এবং আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম কিন্তু রক্ষা করি নি; তোমাদের ওপর আমার আধিপত্য

إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ۖ فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَا۠

ইল্লা ~ আন্ দা'আওতুকুম্ ফাস্‌তাজাব্‌তুম্ লী ফালা-তালূমূনী অলূমূ ~ আন্‌ফুসাকুম্; মা ~ আনা-

ছিল না; আমি ডেকেছি মাত্র, আর তাতে তোমরা সাড়া দিয়েছ। তাই আমাকে দোষী কর না, তোমরা নিজদেরকে

بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ ۖ إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ

বিমুছ্‌রিখিকুম্ অমা ~ আন্‌তুম্ বিমুছ্‌রিখী; ইন্নী কাফারতু বিমা ~ আশ্‌রাক্‌তুমূনি মিন্ ক্বব্‌ল্;

দোষী কর। আমি তোমাদের সাহায্যকারী নই; তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক ঠিক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি।

إِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

ইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ২৩। অউদ্‌খিলাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি

জালিমদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (২৩) যারা মু'মিন ও নেক আমল করেছে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান

جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا

জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হারু খ-লিদীনা ফীহা-বিইয্‌নি রব্বিহিম্; তাহিয়্যাতুহুম্ ফীহা-

হবে, যার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত রয়েছে; তাদের রবের ইচ্ছামত তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। সেথায় সালাম হবে

سَلَـٰمٌ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا

সালাম্। ২৪। আলাম্ তারা কাইফা দ্বরাবাল্লা-হু মাছালান্ কালিমাতান্ ত্বইয়্যিবাতান্ কাশাজ্বারাতিন্ ত্বইয়িবাতিন্ আছ্‌লুহা-

অভিবাদন। (২৪) আপনি কি দেখনে নি, কিভাবে আল্লাহ উপমা দেন? কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা উত্তম বৃক্ষ, যার

ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٥﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ

ছা-বিতুঁও অফার্'উহা-ফিস্ সামা —য়্। ২৫। তু'তী ~ উকুলাহা-কুল্লা হীনিম্ বিইয্‌নি রব্বীহা-;অইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্

মূল দৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে উত্থিত। (২৫) সে বৃক্ষ স্বীয় রবের ইচ্ছায় যা ফল দেয়, আল্লাহ মানুষের জন্য

ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱ

আম্‌ছা-লা লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ২৬। অমাছালু কালিমাতিন্ খবীছাতিন্ কাশাজ্বারাতিন খবীছাতি নিজ্

উপমা দিয়ে থাকেন, যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। (২৬) আর অপবিত্র কালেমার তুলনা একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ মাটির উপর হতে

ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٧﴾ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ

তুছ্‌ছাত্ মিন্ ফাওক্বিল্ আরদ্বি মা-লাহা-মিন্ ক্বরা-র্। ২৭। ইউছাব্বিতুল্লা-হু ল্লাযীনা আ-মানূ বিলক্বওলিছ্

যা অতি সহজে উপড়ানো যায়, যা অস্থায়ী। (২৭) যারা আল্লাহ্‌র দৃঢ় বাণীতে বিশ্বাসী স্থাপন করে আল্লাহ তাদেরকে

আয়াত-২৪ ঃ আলোচ্য আয়াতে মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। খেজুর গাছের শিকড় যেমন মজবুত তদ্রূপ কালেমায়ে তাইয়্যিবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত। দুনিয়ার বিপদাপদ এটাকে টলাতে পারে না। যদ্দরুন ছাহাবীরা নিজের জান-মাল কোরবান করেছেন, কিন্তু ঈমান পরিত্যাগ করেননি। অন্যদিকে খাঁটি মু'মিন যারা তারা দুনিয়ার সকল প্রকার নোংরামি হতে দূরে থাকেন। খেজুর গাছের শাখা যেমন আসমানের দিকে উর্ধে ধাবমান, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি আসমানের দিকে উত্থিত হয়। খেজুর গাছের ফল যেমন সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে ভক্ষণ করা হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময় অব্যাহত থাকে। খেজুর গাছের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। (মাঃ (কোঃ)

الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَ

ছা- বিতি ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া- অফিল্ আ-খিরতি, অইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হুজ্ জোয়া-লিমীন্; অ
ইহকালে ও পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, আর জালিমদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত রাখবেন, আর আল্লাহ সব কিছু

৪ ع ৬ ১৬ রুকু

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا

ইয়াফ্ 'আলুল্লা-হু মা- ইয়াশা — য়্। ২৮। আলাম তার ইলাল্লাযীনা বাদ্দালূ নি'মাতাল্লা-হি কুফ্রাঁও ওয়া আহাল্লূ
তাঁর ইচ্ছামত করেন। (২৮) যারা আল্লাহর অনুগ্রহের স্থলে কুফুরী গ্রহণ করে তাদেরকে কি আপনি দেখনি? আর স্বীয়

قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

ক্বওমাহুম্ দা-রল্ বাওয়া-র্। ২৯। জ্বাহান্নামা ইয়াছ্লাওনাহা–; অবি'সাল্ ক্বর-র্। ৩০। অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাল্
কওমকে ধ্বংসের গৃহে নামিয়েছে? (২৯) জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস। (৩০) আর আল্লাহর পথ হতে

لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ

লিইয়ুদ্বিল্লূ 'আন্ সাবীলিহ্ ক্বুল্ তামাত্তা'উ ফাইন্না মাছীরকুম্ ইলান্না-র্ ৩১। ক্বুল লি'ইবাদিয়াল্লাযীনা
বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ রাখে, বলুন, ভোগ করে নেও, আগুনই তোমাদের ঠিকানা। (৩১) বলে দিন, আমার মু'মিন

اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ

আ-মানূ ইয়ুক্বীমুছ ছলা-তা অ ইয়ুন্ফিক্বূ মিম্মা-রাযাক্ব্না-হুম্ সির্রাঁও অ 'আলা-নিয়াতাম্ মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়া'তিয়া
বান্দাদের, নামায আদায় করতে, গোপণে-প্রকাশ্যে আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করতে, সেদিনের পূর্বে যেদিন

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ

ইয়াওমুল্ লা-বাই'উন্ ফীহি অলা-খিলা-ল্। ৩২। আল্লা হুল্লাযী খলাকাস্সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া অ আন্যালা মিনাস্
ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব চলবে না। (৩২) আল্লাহ তিনিই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আকাশ হতে যিনি পানি

السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ

সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাআখ্রাজ্বা বিহী মিনাছ্ ছামার-তি রিয্ক্বাল্লাকুম্ অ সাখ্রা লাকুমুল্ ফুল্কা
বর্ষণ করিয়ে তা দিয়ে খাদ্যের জন্য ফল-মূল উৎপন্ন করেন, আর যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যা

لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

লিতাজ্বরিয়া ফিল্ বাহ্রি বিআম্রিহী অসাখ্খর লাকুমুল্ আন্হা-র্। ৩৩। অসাখ্খরা লাকুমুশ্ শাম্সা
তাঁর আদেশে সাগর বক্ষে ভেসে চলে; আর নদীকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (৩৩) আর যিনি তোমাদের

وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۗ

অল্ ক্বমারা দা — য়িবাইনি অসাখ্ খরা লাকুমুল্ লাইলা অন্নাহা-র্। ৩৪। অআ-তা-কুম্ মিন্ কুল্লি মা-সায়াল্ তুমূহ্;
অধীন করেছেন পরিক্রমণশীল সূর্য-চন্দ্রকে, অধীন করেছেন রাত-দিনকে। (৩৪) আর যিনি তাঁর নিকট চাওয়া

ع ৫ ৭ ১৭ রুকু

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٥﴾ وَاِذْ

অইন্ তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লা-হি লা-তুহ্ছূহা-; ইন্নাল্ ইন্সা-না লাজোয়ালূমুন্ কাফ্ফা-র্। ৩৫। অইয্

প্রত্যেকটি বস্তু থেকে দিলেন। আল্লাহর নেয়ামত গুনে শেষ করতে পারবে না। মানুষ বড়ই জালিম, অকৃতজ্ঞ। (৩৫) আর যখন

قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ؕ ★

ক্ব-লা ইব্‌রা-হীমু রব্বিজ্‌'আল্ হা-যাল্ বালাদা আ-মিনাঁও অজ্‌নুব্‌নী- অ বানিয়্যা আন্ না'বুদাল্ আছ্‌না-ম্।

ইব্রাহীম বলল, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ কর; এবং আমাকে ও পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রেখ।

﴿٣٦﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ

৩৬। রব্বী ইন্নাহুন্না আদ্বলাল্না কাছীরাম্ মিনান্না-সি ফামান্ তাবি'আনী ফাইন্নাহূ মিন্নী অমান্

(৩৬) হে আমার রব! এ মূর্তি-রাহু অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। যে আমার আনুগত্য করবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে

عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ

'আছোয়া-নী ফাইন্নাকা গফূরুর্ রহীম্। ৩৭। রব্বানা ~ ইন্নী ~ আস্‌কান্‌তু মিন্ যুররিয়্যাতী বিওয়া-দিন্ গইরি যী

অবাধ্য হয়, তুমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তানদেরকে তোমার পবিত্র গৃহের পাশে

زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

যার্'ইন্ 'ইন্দা বাইতিকাল্ মুহাররমি রব্বানা-লিইয়ুক্বীমুছ্ ছলা-তা ফাজ্‌'আল্ আফ্‌য়িদাতাম্ মিনান্না-সি

অনুর্বর প্রান্তে বসতি প্রদান করলাম। হে আমাদের রব! যেন তারা নামায কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের মন তাদের

تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ

তাহ্‌ওয়ী ~ ইলাইহিম্ অর্‌যুক্বহুম্ মিনাস্‌সামারা-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়াশ্‌কুরূন্। ৩৮। রব্বানা ~ ইন্নাকা তা'লামু

প্রতি ঝুকান এবং ফল দ্বারা তাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করে দিন, যেন তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে। (৩৮) হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই

مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي

মা-নুখ্‌ফী অমা-নু'লিন্; অমা-ইয়াখ্‌ফা-'আলাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন্ ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ফিস্

আপনি আমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু অবগত; আল্লাহর কাছে কোন বস্তু গোপন নেই, না-যমীনে, আর না

السَّمَآءِ ﴿٣٩﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ

সামা —য়্। ৩৯। আল্‌হামদু লিল্লা-হিল্লাযী অহাবালী 'আলাল্ কিবারি ইস্‌মা-'ঈলা অইস্‌হা-ক্ব্; ইন্না

আকাশে। (৩৯) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বার্ধক্যে দান করেছেন আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক, নিশ্চয়ই

আয়াত-৩৭ ঃ সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এজন্য করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতার সাওয়াব হাসিল করতে পারে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দিয়ে আরম্ভ করে কৃতজ্ঞতা উল্লেখের দ্বারা শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানদের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়া-কর্ম ও ধ্যান-ধারণার উপর আখেরাতের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা জরুরী এবং সংসারের চিন্তা ততটুকুই করা কর্তব্য, যতটুকু নেহায়েত দরকার। ইমাম মুজাহিদ (রঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) এই দোয়ায় বলেছেনঃ কিছু সংখ্যক লোকের মন তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন নতুবা সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী-খৃষ্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করবে যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (মাঃ কোঃ)

رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَ

রব্বী লাসামী'উদ্ দু'আ—য়্। ৪০। রব্বিজ্‌'আল্‌নী মুক্বীমাছ্ ছলা-তি অমিন্ যুর্‌রিয়্যাতী রব্বানা- অ

আমার রব প্রার্থনা শুনেন। (৪০) হে রব! আমাকে নামায কায়েমকারী করো এবং আমার, সন্তানদের থেকেও। হে রব!

৬ ع ৭ ১৮ রুকু

تَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤١﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

তাক্বাব্বাল্ দু'আ—য়। ৪১। রব্বানাগ্‌ফির্‌লী অলিওয়া লিদাইয়্যা অ- লিল্‌মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল্ হিসা-ব্।

আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। (৪১) হে রব! আমাকে, পিতা-মাতাকে ও মু'মিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।

﴿٤٢﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ

৪২। অলা-তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা গ-ফিলান্ 'আম্মা ইয়া'মালুজ্জোয়া-লিমূন্; ইন্নামা-ইয়ুয়াখ্‌খিরুহুম্ লিইয়াওমিন্ তাশ্‌খাছু

(৪২) আল্লাহকে জালিমরা যা করে সে সম্পর্কে গাফিল ভেবোও না; তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন চক্ষু-স্থির

فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ

ফীহিল্ আব্‌ছোয়া-র্। ৪৩। মুহ্‌ত্বি'ঈনা মুক্ব্‌নি'ঈ রুয়ূসিহিম্ লা-ইয়ার্‌তাদ্দু ইলাইহিম্ ত্বোয়ার্‌ফুহুম্ অআফ্‌য়িদাতুহুম্

হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৪৩) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দৌড়াবে, দৃষ্টি নিজেদের দিকে ফিরবে না; অন্তর

هَوَاءٌ ﴿٤٤﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

হাওয়া—য়্। ৪৪। অআন্‌যিরি ন্না-সা ইয়াওমা ইয়া'তীহিমুল্ 'আযা-বু ফাইয়াকূলু ল্লাযীনা জলামূ রব্বানা ~

হবে খালি। (৪৪) মানুষকে আযাবের দিনের ভয় দেখান; যেদিন আযাব আসবে সেদিন জালিমরা বলবে, হে আমাদের রব! কিছু

أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا

আখ্‌খির্‌না ~ ইলা ~ আজালিন্ ক্বারীবিন্ নুজিব্ দা'অতাকা অনাত্তাবি'ইর্ রুসুল্; আওয়ালাম্ তাকূনূ ~

কালের জন্য আমাদেরকে অবকাশ দাও; তোমার আহ্বানে সাড়া দিব, তোমরা রাসূলদের আনুগত্য করব; তোমরা কি পূর্বে

أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿٤٥﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسٰكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

আক্ব্‌সাম্‌তুম্ মিন্ ক্বব্‌লু মা-লাকুম্ মিন্ যাওয়া-ল্। ৪৫। অসাকান্‌তুম্ ফী মাসা-কিনি ল্লাযীনা জলামূ ~

ওয়াদা কর নি যে, তোমাদের পতন নেই? (৪৫) অথচ তোমরা ছিলে জালিমদের আবাসে; তাদের প্রতি কি ব্যবহার করেছিলাম

أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٦﴾ وَقَدْ

আন্‌ফুসাহুম্ অতাবাইয়্যানা লাকুম্ কাইফা ফা'আল্‌না-বিহিম্ অদ্বরাব্‌না-লাকুমুল্ আম্‌ছা-ল্। ৪৬। অক্বদ্

তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল। তোমাদের নিকট তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছিলাম। (৪৬) তারা ভীষণ চক্রান্ত

مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ

মাকারূ মাক্‌রহুম্ অ'ইন্‌দাল্লা-হি মাক্‌রুহুম্; অইন্ কা-না মাক্‌রুহুম্ লিতাযূলা মিন্‌হুল্

করেছে, সে চক্রান্ত আল্লাহর সম্মুখেই আছে; আর নিঃসন্দেহে ষড়যন্ত্র এমন ছিল যে, সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হলে পর্বতসমূহ

الْجِبَالُ ﴿٤٧﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو

জ্বিবা-ল্। ৪৭। ফালা-তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা মুখ্‌লিফা ওয়া'দিহী রুসুলাহ্‌ ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্‌ যুন্

টলে যেত। (৪৭) সুতরাং এমন ভাববেন না যে, আল্লাহ রাসূলদের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিজয়ী,

انْتِقَامٍ ﴿٤٨﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ

তিক্বা-ম্। ৪৮। ইয়াওমা তুবাদ্দালুল্‌ আর্‌দ্বু গইরল্‌ আর্‌দ্বি অস্‌সামাওয়া-তু অবারযূ লিল্লা-হিল্

প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন এ যমীন বদলিয়ে অন্য যমীন হবে এবং আসমান সমূহকেও বদলান হবে। তারা এক

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٩﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ

ওয়া-হিদিল্‌ ক্বহ্‌হা-র্। ৪৯। অতারাল্‌ মুজ্‌ রিমীনা ইয়াওমায়িযিম্‌ মুক্বার্‌রানীনা ফিল্‌ আছ্‌ফা-দ্।

প্রতাপশালী আল্লাহর সামনে আসবে। (৪৯) আর সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখতে পাবেন।

﴿٥٠﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥١﴾ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ

৫০। সারা-বীলুহুম্‌ মিন্‌ ক্বাতিরা-নিঁও অতাগ্‌শা- উজ্‌ হাহুমুন্না-র্। ৫১। লিইয়াজ্‌ যিয়াল্লা-হু কুল্লা-

(৫০) তাদের জামা হবে আলকাতরার, তাদের চেহারা অগ্নিতে আচ্ছাদিত হবে। (৫১) এ কারণে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ

নাফ্‌সিম্‌ মা-কাসাবাত্; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্‌ হিসা-ব্। ৫২। হা-যা-বালা-গুল্‌ লিন্না-সি অ লিইয়ুন্‌যারূ

তাদের কর্মফল প্রদান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিব তৎপর। (৫২) এটা মানুষের জন্য প্রচার; যেন তা

لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

বিহী অ লিইয়া'লামূ ~ আন্নামা-হুঅ ইলা-হুঁও ওয়া-হিদুঁও অলিয়ায্‌ যাক্কার উলুল্‌ আল্‌বা-ব্।

দ্বারা তারা সাবধান হয়; আর যেন তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ; আর যেন জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।

ع ৭ ১১ ১৯ রুকু

সূরা হিজ্‌র
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৯
রুকূ ঃ ৬

﴿١﴾ الۤرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

১। আলিফ্‌ লা — ম্‌ র- তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্‌ কিতা-বি অক্বু রআ-নিম্‌ মুবীন্।

(১) আলিফ, লাম, রা, এটা কিতাবের ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

টীকা-(১) আয়াত-১ ঃ এর এমন অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি বদলিয়ে দেয়া হবে। এতে কোন বৃক্ষ ও গৃহের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত, গভীরতা কিছুই থাকবে না। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, সম্পূর্ণ এই জগতের আবর্তে অন্য জগত এবং এই আসমানের বদলে অন্য আসমান সৃষ্টি করা হবে। হাদীস হতে উভয়টিই প্রমাণিত আছে। থানবী (রঃ) বলেছেন, সম্ভবতঃ প্রথমে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর দুনিয়ার আকারের পরিবর্তন হবে এবং পরে হিসাব-নিকাশের জন্য মানুষকে অন্য দুনিয়াতে স্থানান্তর করা হবে। এক হাদীসে আছে চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সমতলভূমি হয়ে যাবে। (মাঃ কোঃ বঃ কোঃ)

٢ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا

২। রুবামা- ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারূ লাও কা-নূ মুসলিমীন্। ৩। যারহুম্ ইয়া''কুলূ অইয়াতামাত্তা'উ

(২) কখনও কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তারা মুসলিম হত! (৩) আপনি তাদেরকে ছাড়েন, খেতে থাকুক, অলিক আশা

وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ ٤ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ

অইয়ুল্‌হিহিমুল্ আমালু ফাসাওফা ইয়া'লামূন্। ৪। অমা ~ আহ্‌লাক্‌না-মিন্ ক্বরইয়াতিন্ ইল্লা-অলাহা-কিতা-বুম্

তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, অতি শীঘ্রই তারা জানবে। (৪) আর আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না

مَعْلُومٌ ۝ ٥ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ ٦ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي

মা'লূম্ ।৫। মা-তাস্‌বিক্বু মিন্ উম্মাতিন্ আজালাহা-অমা-ইয়াস্‌তা''খিরূন্।৬। অক্বা-লূ ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযী

হওয়া পর্যন্ত। (৫) কোন জাতি নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে ধ্বংস হয় না, আর পরেও হয় না। (৬) তারা বলে, হে কোরআন

نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ ٧ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ

নুয্‌যিলা 'আলাইহিয্ যিক্‌রু ইন্নাকা লামাজ্‌নূন্।৭। লাও মা-তা''তীনা বিল্ মালা — য়িকাতি ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্

প্রাপ্ত ব্যক্তি! তুমি তো এক উম্মাদ মাত্র। (৭) যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তা আনয়ন কর না

الصَّادِقِينَ ۝ ٨ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ۝ ٩ إِنَّا

ছোয়া-দিক্বীন্।৮। মা-নুনায্‌যিলুল্ মালা — য়িকাতা ইল্লা-বিল্‌হাক্বক্বি অমা-কা-নূ ~ ইযাম্ মুন্‌জোয়ারীন্।৯। ইন্না-

কেন? (৮) যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে আমি ফেরেশতা পাঠাই না, পাঠালে তারা তখন অবকাশ পাবে না। (৯) নিশ্চয়ই

نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ

নাহ্‌নু নায্‌যাল্‌নায্ যিক্‌রা অইন্না-লাহূ লাহা-ফিজূন্। ১০। অলাক্বদ্ আর্‌সালনা-মিন্ ক্ববলিকা ফী শিয়'ইল্

আমি এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সংরক্ষণও আমিই করব (১০) আর আপনার পূর্বে আমি অনেক জাতির নিকট রাসূল

الْأَوَّلِينَ ۝ ١١ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ ١٢ كَذَٰلِكَ

আওঅলীন্। ১১। অমা-ইয়া'' তীহিম্ মির্ রসূলিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ১২। কাযা-লিকা

প্রেরণ করেছি। (১১) আর তাদের নিকট যে রাসূলই আগমন করেছে তারা তার সাথে ঠাট্টা করেছে। (১২) এভাবেই

نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ ١٣ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

নাস্‌লুকুহূ ফী ক্বু-লূবিল্ মুজ্‌ রিমীন্। ১৩। লা-ইয়ু''মিনূনা বিহী অক্বদ্ খলাত্ সুন্নাতুল্ আওঅলীন্।

আমি তা দোষীদের মনে সঞ্চার করি। (১৩) তারা তা বিশ্বাস করে না, তাদের পূর্ববর্তীদেরও এ আচরণই ছিল।

আয়াত-৩ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এক ঃ চোখ হতে অশ্রু নির্গত না হওয়া (অর্থাৎ গুণাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে না কাঁদা।) দুইঃ কঠিন দিল হওয়া। তিন ঃ দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং চার ঃ সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। (কুরতুবী)

আয়াত-৯ ঃ আল্লাহ স্বয়ং এই কোরআনের রক্ষাবেক্ষণ করার কারণে শত্রুরা হাজারও চেষ্টা করার পর এর একটি যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। ইমাম সুফিয়ান ইবনে উওয়াইনা (রঃ) বলেনঃ ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইনজীলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়ার পরও তারা তা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআন হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। এজন্যই পবিত্র কোরআন মুখস্থ করার ধারা বিশ্ব জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। (মাঃ কোঃ)

﴿١٤﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٥﴾ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا

১৪। অলাও ফাতাহ্না- 'আলাইহিম্ বা-বাম্ মিনাস সামা — য়ি ফাজোয়াল্লূ ফীহি ইয়া''রুজূন্। ১৫। লাক্ব -লূ ~ ইন্নামা-

(১৪) আমি তাদের সামনে আকাশের কোন দরজা খুলে আরোহণ করতে দিলে। (১৫) তবু তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি

সُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ

সুক্কিরাত্ আব্ছোয়া- রুনা-বাল্ নাহ্নু ক্বওমুম্ মাস্হুরূন্। ১৬। অলাক্বদ্ জা'আল্না ফিস্ সামা — য়ি

ভ্রম ঘটান হয়েছে, বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (১৬) আর নিশ্চয়ই আমি আকাশে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করে রেখেছি,

১৫ রুকু

بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٧﴾ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٨﴾ اِلَّا مَنِ

বুরূজাঁও অ যাইয়্যান্না-হা- লিন্না-যিরীন্।১৭। অ হাফিজ্নাহা-মিন্ কুল্লি শাইত্বোয়া-নির্ রাজীম্।১৮। ইল্লা-মানিস্

আর সেগুলোকে দর্শকদের জন্য সুন্দর করেছি (১৭) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে তা রক্ষা করি।(১৮) কেউ যদি

اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٩﴾ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا

তারাক্বাস সাম্'আ ফাআত্ বা'আহূ শিহা-বুম মুবীন্। ১৯। অল্ আর্দ্বোয়া মাদাদ্না-হা- অআল্ক্বাইনা- ফীহা-

গোপনে শুনে, তবে উজ্জ্বল দীপ্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১৯) আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করলাম, আর তাতে পাহাড়

رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿٢٠﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ

রওসিয়া অআম্বাত্না-ফীহা-মিন্ কুল্লি শাইয়িম্ মাওযূন্। ২০। অ জা'আল্না-লাকুম্ ফীহা মা'আইয়িশা

স্থাপন করেছি এবং আমি সেখানে তোমাদের জন্য পরিমিত বস্তু উদগত করলাম।(২০) আর তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার

وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢١﴾ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ

অমাল্ লাস্তুম্ লাহূ বির-যিক্বীন্।২১।অ ইঁম্মিন্ শাইয়িন্ ইল্লা ই'ন্দানা- খযা — য়িনুহূ অমা-নুনায্যিলুহূ ~

উপকরণ সৃষ্টি করলাম ও তাদের জন্যও করেছি যাদের ব্যবস্থা তোমরা কর না। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আছে,

اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

ইল্লা- বিক্বদারিম্ মা'লূম্। ২২। অআর্সালনার রিয়াহা লাওয়া-ক্বিহা ফাআন্যাল্না-মিনাস্ সামা — য়ি মা ~ য়ান্

আর আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে থাকি।(২২) আর আমি বৃষ্টিপূর্ণ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাই,

فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَ

ফাআস্ ক্বাইনা-কুমূহু অমা ~ আন্তুম লাহূ বিখ-যিনীন্। ২৩। অইন্না-লানাহ্নু নুহয়ীঅনুমীতু অ

তা তোমাদেরকে পান করাই এবং তার ভাণ্ডার তোমাদের নয়। (২৩) আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু প্রদান করি, এবং

نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ

নাহ্নুল্ ওয়া-রিছূন্। ২৪। অলাক্বদ্ 'আলিম্নাল্ মুস্তাক্ব্ দিমীনা মিন্কুম্ অলাক্বদ্ 'আলিম্নাল্ মুস্তা''খিরীন্।

আমিই তার চূড়ান্ত মালিক। (২৪) আর আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে জানি, এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানি।

২ ৪০ ১০ ২ রুকূ

﴿٢٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ

২৫। অইন্না রব্বাকা হুঅ ইয়াহ্‌শুরুহুম্ ইন্নাহূ হাকীমুন্ 'আলীম্। ২৬। অলাক্বদ্ খলাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না

(২৫) নিঃসন্দেহে আপনার রবই তাদের সকলকে একত্র করবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২৬) এবং নিশ্চয়ই মানুষকে

مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٧﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ

মিন্ ছল্‌ছোয়া-লিম্ মিন্ হামায়িম্ মাস্‌নূন্। ২৭। অল্‌জ্বা — ন্না খলাক্ব্‌না-হু মিন্ ক্ববলু মিন্ না-রিস্

পঁচা কাদা হতে তৈরি শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলাম। (২৭) আর এর পূর্বে অতি উত্তপ্ত বায়ুর অগ্নি হতে জ্বিনকে সৃষ্টি

السَّمُومِ ﴿٢٨﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ

সামূম্। ২৮। অইয্ ক্ব-লা রব্বুকা লিল্‌মালা — য়িকাতি ইন্নী খ-লিকুম্ বাশারাম্ মিন্ ছল্‌ছোয়া-লিম্ মিন্

করেছি। (২৮) স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মানুষ তৈরি করব পঁচা কাদা হতে তৈরি

حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٩﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ☆

হামায়িম্ মাসনূন্। ২৯। ফাইযা সাওঅইতুহূ অনাফাখ্‌তু ফীহি মির্ রূহী ফাক্বাউ লাহূ সা-জ্বিদীন্।

শুষ্ক মাটি দিয়ে। (২৯) অতঃপর যখন তাকে সমান করে তার ভেতর রূহ দিব তখন তোমরা সিজদায় অবনত হবে।

﴿٣٠﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ

৩০। ফাসাজ্বাদাল্ মালা — য়িকাতু কুল্লুহুম্ আজ্‌মা'উন্।৩১। ইল্লা ~ ইব্‌লীস্; আবা ~ আই ইয়াকূনা মা'আস্

(৩০) তখন সকল ফেরেশতা একত্রে সিজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস করল না সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার

السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لَمْ

সা-জ্বিদীন্।৩২। ক্ব-লা ইয়া ~ ইব্‌লীসু মা-লাকা আল্লা-তাকূনা মা'আস্ সা-জ্বিদীন্। ৩৩। ক্ব-লা লাম্

করল। (৩২) বললেন, হে ইবলীস! তোমার কী হল যে, তুমি অন্তর্ভুক্ত হলে না সিজদাকারীদের? (৩৩) সে বলল, আমি

أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٤﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

আকুল্লি আস্‌জুদা লিবাশারিন্ খলাক্ব্‌তাহূ মিন্ ছল্‌ছোয়া-লিম্ মিন্ হামায়িম্ মাস্‌নূন্। ৩৪। ক্ব-লা ফাখ্‌রুজ্ মিন্‌হা-

কি এমন মানুষকে সিজদা করব যাকে পঁচা কাদার তৈরি শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩৪) বললেন, এখান হতে বের হয়ে

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي

ফাইন্নাকা রাজ্বীম্। ৩৫। অ ইন্না 'আলাইকাল্ লা'নাতা ইলা-ইয়াওমিদ্দীন্। ৩৬। ক্ব-লা রব্বি ফাআন্‌জিরনী ~

যাও, নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত। (৩৫) এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতি লা'নত কেয়ামত পর্যন্ত। (৩৬) বলল, রব! পুনরুত্থান

আয়াত-২৮ ঃ মানুষ সৃষ্টির প্রধান উৎস মাটি বলে কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তার মধ্যে সৃষ্টি জগতের পাঁচটি এবং আদেশ জগতের পাঁচটি। সৃষ্টি জগতের চার উপাদান- আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হল এ চারটি হতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প, যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলে। আর আদেশ জগতের পাঁচটি উপকরণ হল, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা। এ পরিব্যাপ্তির দরুন মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফাতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আকৃতি মুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন ঃ "প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে যাকে সে মহব্বত করে।" (মাঃ কোঃ)

إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٨﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ

ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্। ৩৭। ক্ব-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্জোয়ারীন্ ।৩৮। ইলা-ইয়াওমিল্ অক্ব্ তিল্

দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ বললেন, তুমি অবশ্যই অবকাশপ্রাপ্ত। (৩৮) নির্ধারিত সময়ের দিন

الْمَعْلُومِ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ

মা'লূম্।৩৯। ক্ব-লা রব্বি বিমা ~ আগ্ওয়াইতানী লাউযাইয়্যিনান্না লাহুম্ ফিল্ আরদ্বি অলা উগ্ওয়িইয়ান্নাহুম্

পর্যন্ত। (৩৯) শয়তান বলল, হে আমার রব! বিপথগামী তো আমাকে করলেন, অবশ্যই আমি দুনিয়াকে মানুষের জন্য মনরম

أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

আজ্ব্ মা'ঈন্। ৪০। ইল্লা-'ইবা-দাকা মিন্হুমুল্ মুখলাছীন্। ৪১। ক্ব-লা হা-যা- ছিরা-ত্বু ন্ 'আলাইয়্যা

করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। (৪০) তবে আপনার ঐসব বান্দাহ ছাড়া যারা খাঁটি। (৪১) আল্লাহ বললেন, এটি

مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

মুস্তাক্বীম্। ৪২। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম্ সুল্ত্বোয়া-নুন্ ইল্লা-মানিত্তাবা'আকা মিনাল্ গ-ওয়ীন্।

আমার দিকের সরল পথ। (৪২) আমার বান্দাহদের ওপর তোমার ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে ভ্রান্তদের উপর যারা তোমার অনুগত।

﴿٤٣﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٤﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ

৪৩। অইন্না জ্বাহান্নামা লামাও'ইদুহুম্ আজ্ব্ মা'ঈন্। ৪৪। লাহা-সাব্'আতু আব্ওয়া-ব্; লিকুল্লি বা-বিম্ মিন্হুম্

(৪৩) আর জাহান্নাম হবে তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান। (৪৪) তাতে রয়েছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক

جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٥﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٦﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ

জু্যয়ুম্ মাক্ব্সূম্। ৪৫। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জান্না-তিঁও অউ'ইয়ূন্। ৪৬। উদ্খুলূহা-বিসালা-মিন্ আ-মিনীন্।

দল রয়েছে। (৪৫) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা ঝর্ণাযুক্ত জান্নাতে থাকবে। (৪৬) তাতে তোমরা নিরাপদে প্রবেশ করবে।

রুকু ৩ ১৯ ৩

﴿٤٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٨﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا

৪৭। অনাযা'না মা-ফী ছুদূরিহিম্ মিন্ গিল্লিন্ ইখওয়া-নান্ 'আলা-সুরুরিম্ মুতাক্ব-বিলীন্। ৪৮। লা-ইয়ামাস্ সুহুম্ ফীহা-

(৪৭) এবং আমি তাদের মন হতে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদেরকে কোন ক্লান্তি

نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

নাছোয়াবুঁও অমা-হুম্ মিনহা- বিমুখ্রজ্বীন্। ৪৯। নাব্বি'' 'ইবা-দী ~ আন্নী ~ আনাল্ গফূরুর্ রহীম্।

স্পর্শ করবে না, সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাহদের বলে দিন, আমি অতিব ক্ষমাশীল, দয়ালু!

﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾ إِذْ

৫০। অআন্না 'আযা-বী হুঅল্ 'আযা-বুল্ আলীম্। ৫১। অ নাব্বি''হুম্ 'আন্ দ্বোয়াইফি ইব্রা-হীম্; ৫২। ইয্

(৫০) আর আমার শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক। (৫১) ইব্রাহীমের অতিথিদের ব্যাপারে জানিয়ে দিন। (৫২) তারা যখন

دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا

দাখালূ আ'লাইহি ফাক্বা-লূ সালাম্; ক্বা-লা ইন্না-মিন্‌কুম্ অজ্বিলূন্। ৫৩। ক্বা-লূ লা-তাওজ্বাল্ ইন্না-নুবাশ্‌শিরুকা
সেখানে প্রবেশ করে বলল, সালাম; সে বলল, 'তোমাদের আগমনে আমরা আতঙ্কিত'। (৫৩) তারা বলল, ভয় করো না, এক জ্ঞানী

نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٤﴾ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ☆

বিগুলা-মিন্ 'আলীম্। ৫৪। ক্ব-লা আবাশ্‌শারতুমূনী 'আলা ~ আম্মাস্‌সানিইয়াল্ কিবারু ফাবিমা-তুবাশ্‌শিরূন্।
ছেলের সংবাদ দেব'। (৫৪) বলল, তোমরা কি বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে শুভ-সংবাদ দিবে? অতএব তোমরা কিসের সু-সংবাদ দিবে?

﴿٥٥﴾ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ

৫৫। ক্বা-লূ বাশ্‌শার্‌না-কা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফালা-তাকুম্ মিনাল্ ক্বা-নিত্বীন্। ৫৬। ক্ব-লা অমাইঁ ইয়াক্ব্‌নাত্বু মির্
(৫৫) বলল, আমরা আপনাকে যথার্থ সংবাদ দিতেছি, কাজেই নিরাশ হবে না।(৫৬) (ইব্রাহীম) বলল, নিজ রবের রহমত হতে কে

رَحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٧﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ

রহ্‌মাতি রব্বহী ~ ইল্লাদ্ব্ দ্বোয়া ~ ল্লূন্।৫৭। ক্ব-লা ফামা-খাত্ব্ বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুর্‌সালূন্।৫৮। ক্ব-লূ ~ ইন্না ~
নিরাশ হয়? পথ ভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া। (৫৭) বলল, হে প্রেরিতরা! তোমাদের আর কি কাজ? (৫৮) তারা বলল, আমরা

اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٠﴾ اِلَّا

উরসিলনা ~ ইলা ক্বওমিম্ মুজ্‌রিমীন্। ৫৯। ইল্লা ~ আলা লূত্ব্; ইন্না-লামুনাজ্‌জূহুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৬০। ইল্লাম্
প্রেরিত হয়েছি দোষী সম্প্রদায়ের প্রতি। (৫৯) তবে লূতের পরিবার নয়, আমরা তাদেরকে রক্ষা করব। (৬০) কিন্তু

৪ ع ১৬ ৪ রুকু

امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلُوْنَ ☆

রায়াতাহূ ক্বদ্দার্‌না ~ ইন্নাহা-লামিনাল্ গ-বিরীন্। ৬১। ফালাম্মা- জ্বা — য়া আ-লা লূত্বিনিল্ মুর্‌সালূন্।
তার স্ত্রীকে নয়, কেননা, আমরা স্থির করেছি যে, সে পশ্চাৎবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত। (৬১) প্রেরিতরা লূত পরিবারে আসল,

﴿٦٢﴾ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ

৬২। ক্ব-লা ইন্নাকুম্ কাওমুম্ মুন্‌কারূন্। ৬৩। ক্ব-লূ বাল্ জ্বি'নাকা বিমা-কা-নূ ফীহি ইয়াম্‌তারূন্। ৬৪। অ
(৬২) (লূত) বলল, তোমরা অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল, বরং তাদের সন্দেহ করার বিষয় নিয়ে এসেছি। (৬৪) তোমার

اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ

আতাইনা-কা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অ ইন্না-লাছোয়া-দ্বিকূন্।৬৫। ফাআস্‌রি বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব্ 'ঈম্ মিনাল্ লাইলি আত্তাবি'
নিকট সত্যসহ এসেছি, এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) তুমি রাতের কোন অংশে পরিবারসহ চলে যাও, তাদের

আয়াত-৬১ঃ সিরিয়ার দক্ষিণে মৃত বোহাইরার ঝিল প্রান্তরে 'ছুদ্দুম' ও 'আমুরা' নামক কয়েকটি জনপদ ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা শুধু কাফের ও প্রতিমার পূজাই করত না বরং ছোকরাবাজও ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আপন ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত 'লূত' (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্য পাঠান। হযরত লূত (আঃ) তাদের স্বভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বিধায় প্রথমে এই বালক অতিথিবৃন্দের আগমনে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কিন্তু আসল অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর কওমের লোকেরা কুমতলবে তাঁর গৃহ ঘেরাও করল। অবশেষে তিনি ফেরেশ্‌তাদের নির্দেশে আপন দুই কন্যাও স্ত্রীকে নিয়ে স্বীয় এলাকা হতে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী স্বদেশ ও স্বজাতীয় টানে বারংবার পেছনে তাকাচ্ছিল পরিণামে সেও ধ্বংস হয়ে গেল এবং ভোর হতে না হতেই সমগ্র এলাকাই ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। (বঃ কোঃ)

أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ

আদ্‌বা-রাহুম্ অলা-ইয়াল্‌তাফিত্ মিন্‌কুম্ আহাদুঁও অম্‌দ্বূ হাইছু তু'মারূন্ । ৬৬ । অ ক্বাদ্বোয়াইনা ~ ইলাইহি
পিছনে চলুন । কেউ যেন পিছনে না তাকায় । যে স্থানে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট সে স্থানে চলে যাও । (৬৬) এবং লূতের নিকট

ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَجَآءَ اَهْلُ

যা-লিকাল্ আম্‌রা আন্না দা-বিরা হা ~ উলা — য়ি মাক্ব্‌ত্বূ'উম্ মুছ্‌বিহীন্ ।৬৭ । অ জ্বা — য়া আহ্‌লুল্
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানালাম যে,প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে এরা সমূলে বিনাশ হবে । (৬৭) আর নগরীর লোকেরা উল্লাস

الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٨﴾ قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٩﴾ وَاتَّقُوا

মাদীনাতি ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন । ৬৮ । ক্বা-লা ইন্না হা ~ উলা — য়ি দ্বোয়াইফী ফালা-তাফ্‌দ্বোয়াহূন্ । ৬৯ । অত্তাক্বু
করতে করতে হাজির হল । (৬৮) (লূত) বলল, এরা মেহমান, আমাকে অসম্মান করো না । (৬৯) আল্লাহকে ভয় কর,

اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٧٠﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ

ল্লা-হা অলা-তুখ্‌যূন্ ।৭০ । ক্বা-লূ ~ আওলাম্ নান্‌হাকা 'আনিল্ 'আ-লামীন্ ।৭১ । ক্বা-লা হা ~ উলা — য়ি বানাতী~
আমাকে হেয় কর না ।(৭০) তারা বলল, দুনিয়া জোড়া লোকের ব্যাপারে নিষেধ করিনি? (৭১) বলল, যদি কর, তবে

اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧٢﴾ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٣﴾ فَاَخَذَتْهُمُ

ইন্ কুন্‌তুম্ ফা-'ঈলীন্ । ৭২ ।লা'আমরুকা ইন্নাহুম্ লাফী সাক্‌রাতিহিম্ ইয়া'মাহূন্ ।৭৩ । ফাআখাযাত্ হুমুছ
আমার কন্যারা আছে ।(৭২) তোমার জীবনের কসম, তারা তো নেশায় মত্ত ছিল । (৭৩) সূর্যোদয়কালের সময় তাদেরকে

الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٤﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ

ছোয়াইহাতু মুশ্‌রিক্বীন্ । ৭৪ । ফাজ্বা'আল্‌না- আ-লিয়াহা- সা-ফিলাহা- অ আমত্বোয়ারনা-'আলাইহিম্ হিজ্বা-রাতাম্ মিন
পাকড়াও করল একটা মহাধ্বনি । (৭৪) অতঃপর সে জনপদকে উল্টে দিলাম । তাদের উপর পাহাড়ের কঙ্কর বর্ষণ

سِجِّيْلٍ ﴿٧٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ

সিজ্জ্বীল্ ।৭৫ । ইন্না ফী যালিকা লা আ-ইয়া-তিল্ লিল্‌মুতাঅস্‌সিমীন । ৭৬ । অইন্নাহা-লাবিসাবীলিম্ মুক্বীম ।
করলাম ।(৭৫) এ সূক্ষ্ম দর্শিদের ঘটনার জন্য নিদর্শন আছে । (৭৬) আর সে জনপদ তো চলার পথেই বিদ্যমান ছিল ।

﴿٧٧﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ

৭৭ । ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিল্‌মু''মিনীন্ । ৭৮ । অ ইন্ কা-না আছ্‌হা-বুল্ আইকাতি
(৭৭) অবশ্যই যারা মু'মিন তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে । (৭৮) আর আইকা বাসীরাও (শু'আইবের সম্প্রদায়) জালিম

لَظٰلِمِيْنَ ﴿٧٩﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ

লাজোয়া-লিমীন্ । ৭৯ । ফান্‌তাক্বম্‌না-মিন্‌হুম্ অইন্নাহুমা-লাবিইমা-মিম্ মুবীন্ । ৮০ । অলাকাদ্ কায্‌যাবা আছ্‌হা-বুল্
ছিল ।(৭৯) আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি, উভয়টি প্রকাশ্য পথে আছে ।(৮০) হিজরবাসীরা রাসূলদেরকে মিথ্যা

৫ ওয়াক্‌ফে লাযেম

ع ১৯ ৫ রুকু

الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨١﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٢﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ

হিজ্‌রিল্ মুর্‌সালীন্। ৮১। অ আ-তাইনা-হুম্ আ-ইয়াতিনা- ফাকা-নূ 'আন্‌হা-মু'রিদ্বীন্। ৮২। অ কা-নূ ইয়ান্‌হিতূনা
বলেছিল। (৮১) তাদেরকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছি, কিন্তু তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। (৮২) তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَمَا أَغْنَىٰ

মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূতান্ আ-মিনীন্। ৮৩। ফাআখাযাত্ হুমুছ্ ছোয়াইহাতু মুছ্‌বিহীন্। ৮৪। ফামা ~ আগ্‌না-
পাহাড় কেটে গৃহ নির্মান করত। (৮৩) প্রত্যুষে তাদেরকে মহানাদ পাকড়াও করল। (৮৪) তখন তাদের কোন কাজে

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

'আন্‌হুম্ মা-কানূ ইয়াক্‌সিবূন্। ৮৫। অমা-খালাক্ব্‌নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা ~ ইল্লা-
আসে নি অর্জিত বিষয়। (৮৫) আমি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যকার সব কিছুই যথার্থই সৃষ্টি করেছি,

بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ

বিল্‌হাক্ব্; অইন্নাস্ সা-'আতা লাআ-তিয়াতুন্ ফাছ্‌ফাহিছ্ ছোয়াফ্ হাল্ জ্বামীল্। ৮৬। ইন্না রব্বাকা
আর অবশ্যই কেয়ামত আসবে, সুতরাং আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয়ই আপনার রব

هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۞

হু অল খল্লা-কুল্ 'আলীম্। ৮৭। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-কা সাব্'আম্ মিনাল্ মাছানী অল্ কুরআ-নাল্ 'আজীম্।
মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত করার সাত আয়াত দান করেছি [১] ও কোরআন প্রদান করেছি।

﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

৮৮। লা-তামুদ্দান্না 'আইনাইকা ইলা-মা-মাত্তা'না-বিহী ~ আয্‌অজ্বাম্ মিন্‌হুম্ অলা-তাহ্‌যান্ 'আলাইহিম্
(৮৮) তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে আমি যা দিয়েছি আপনি সেদিকে তাকাবেন না। আর তাদের জন্য আপনি ক্ষোভ করবেন না।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٩٠﴾ كَمَا

অখ্‌ফিদ্ব্ জ্বানা-হাকা লিল্‌মু''মিনীন্। ৮৯। অক্বুল্ ইন্নী ~ আনান্ নাযীরুল্ মুবীন্।৯০। কামা ~
মু'মিনদের জন্য আপনার বাহু অবনত করুন। [২] (৮৯) এবং বলুন, আমি তো শুধু এক প্রকাশ্য সতর্ককারী। (৯০) যেমন

أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ

আন্‌যাল্‌না' 'আলাল্ মুক্ব্‌তাসিমীন্। ৯১। আল্লাযী না জ্বা'আলুল্ কুরআ-না 'ইদ্বীন্। ৯২। ফাঅরব্বিকা
আমি নাযিল করেছি তাদের উপর (৯১) যারা কুরআনকে বিভক্ত করেছিল। (৯২) আপনার রবের কসম! আমি অবশ্যই তাদের

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা। (২) অর্থাৎ সদয় হউন। (৩) অর্থাৎ কিছু মানত, কিছু বাদ দিত।

শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৮৫ ঃ একদা কুরাইশদের সাতটি কাফেলা যখন মালপত্রের বোঝা নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন কতিপয় ছাহাবা তাদেরকে দেখে বললেন, এ পরিমাণের মাল-পত্র যদি আমাদের নিকট থাকতো, তবে আমরা খুব দান-খয়রাত করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর মনেও তজ্জন্য কিছুটা ভাবের উদয় হল মুসলমানদের দুরবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়ে। তখন সান্ত্বনাসূচক এ আয়াতটি নাযিল হয়।

لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩٣ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٩٤ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ

লানাস্‌য়ালান্নাহুম্ আজ্‌মা'ঈন। ৯৩। 'আম্মা কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৪। ফাছ্‌দা' বিমা- তু'মারু অআ'রিদ্ব 'আনিল

সবাইকে প্রশ্ন করব। (৯৩) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন, এবং

الْمُشْرِكِينَ ۝٩٥ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝٩٦ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا

মুশ্‌রিকীন্। ৯৫। ইন্না-কাফাইনা-কাল্ মুস্‌তাহ্‌যিয়ীন্। ৯৬। আল্লাযীনা ইয়াজ্'আলূনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্

মুশরিকদের উপেক্ষা করুন। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ

آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝٩٧ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝

আ-খরা ফাসাওফা ইয়া'লামূন্। ৯৭। অলাক্বদ্ না'লামু আন্নাকা ইয়াদ্বীক্ব ছোয়াদ্‌রুকা বিমা-ইয়াক্বূ লূন্।

সাব্যস্ত করে, অতি সত্বর তারা বুঝতে পারবে। (৯৭) আমি জানি, তাদের কথায় আপনার মন সংকুচিত হয়।

۝٩٨ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝٩٩ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

৯৮। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা অকুম্‌মিনাস্ সা-জ্বিদীন্। ৯৯। অ'বুদ্ রব্বাকা হাত্তা-ইয়া''তিয়াকাল্ ইয়াক্বীন্।

(৯৮) অতএব আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন ও সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন। (৯৯) আপনার মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত রবের ইবাদাত করুন।

রুকু ২০

সূরা নহ্‌ল

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২৮
রুকূ ঃ ১৬

۝١ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٢ يُنَزِّلُ

১। আতা ~ আম্‌রুল্লা-হি ফালা-তাস্‌তা'জ্বিলূহ্; সুব্‌হা-নাহূ অতা'আ-লা-'আম্মা- ইয়ুশ্‌রিকূন্। ২। ইয়ুনায্‌যিলুল্

(১) আল্লাহর আদেশ আসল, তাতে তাড়াহুড়া করো না, তিনি পবিত্র, তারা যে শিরক্ করে তা থেকে উর্ধ্বে। (২) তিনি

الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا

মালা — য়িকাতা বির্‌রূহি মিন্ আম্‌রিহী 'আলা-মাই ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী ~ আন্ আন্‌যিরূ ~ আন্নাহূ লা~

নাযিল করেন বান্দাহদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রুহসহ ফেরেশতা, যেন সতর্ক করে যে, আমি ছাড়া আর কোন

إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝٣ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ইলা-হা ইল্লা ~ আনা ফাত্তাক্বূন্ ।৩। খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া বিল্‌হাক্ব; তা'আ-লা-'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্।

ইলাহ্ নেই, আমাকে ভয় কর। (৩) তিনি আসমান-যমীন যথার্থ সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনেক উর্ধ্বে তাদের শিরক করা থেকে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (যখন কেয়ামত সন্নিকট হয়েছে এবং চাঁদ ফেটে গিয়েছে) আয়াতটি নাযিল হয়, তখন কাফেররা পরস্পরের বলাবলি করতে লাগল, এ ব্যক্তি তো কিয়ামত সন্নিকটের দাবি করছে। অতএব, তোমরা কুকর্মের কিছুটা কমিয়ে দাও এবং স্বীয় অবস্থা কিছু সুদরানোর চিন্তা কর। অতঃপর যখন কিছু অনুভব করতে পারল না, তখন বলে উঠল, কই কিয়ামত তো দেখা যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হল "মানুষের হিসাব গ্রহণকাল সন্নিকট হয়েছে তখন তারা পুনরায় কিছুদিন পর হুযূর (ছঃ)-কে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ, তুমি যে সব বিষয়ে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছ তার কোন চিহ্নই তো আমরা আজাও পেলাম না। তখন আয়াতটি নাযিল হল।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

৪। খলাক্বল্ ইন্‌সা-না মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ ফাইযা-হুঅ খাছীমুম্ মুবীন্। ৫। অল্ আন্'আ-মা খলাক্বহা-
(৪) তিনি বীর্য হতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, অথচ মানুষ এখন স্পষ্ট ঝগড়াটে ৫। আর তিনি পশু পাল সৃষ্টি করলেন।

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ

লাকুম্ ফীহা-দিফ্‌য়ুঁও অমানা-ফিউ' অ মিন্‌হা-তা''কুলূন্। ৬। অলাকুম্ ফীহা-জ্বামা-লুন্ হীনা
তাতে রয়েছে শীত নিবারক, উপকার ও কিছু আহার্য। (৬) আর তোমাদের জন্য বিকালে ফিরানো ও প্রত্যূষে চরানোর

تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٧﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ

তুরীহূনা অ হীনা তাস্‌রাহূন্। ৭। অতাহ্‌মিলু আস্‌ক্ব-লাকুম্ ইলা- বালাদিল্লাম্ তাকূনূ বা-লিগীহি
সময় তাতে শোভা রয়েছে। (৭) আর এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায়, এমন শহর যেখানে কষ্ট ছাড়া পৌছতে

إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَ

ইল্লা-বিশিক্ব্ক্বিল্ আন্‌ফুস্;ইন্না রব্বাকুম্ লারয়ূফুর্ রহীম্। ৮। অল্‌খইলা অল্ বিগ-লা অল্
পার না। নিঃসন্দেহে তোমাদের রব অতিশয় স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (৮) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরোহণ ও

الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

হামীরা লিতার্‌কাবূহা- অযীনাহ্; অইয়াখ্‌লুক্বু মা-লা- তা'লামূন্। ৯। অ'আলাল্লা-হি কাছ্‌দুস্ সাবীলি
শোভার জন্য অশ্ব, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের অজানা আরো বহু কিছু। (৯) এর সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছায়,

وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

ع ১ ৯ ৭ রুকূ

অমিন্‌হা-জ্বা — য়ির্; অলাও শা — য়া লাহাদা-কুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ১০। হুঅল্লাযী ~ আন্‌যালা-মিনাস্ সামা — য়ি
তন্মধ্যে বাঁকা পথও আছে। তিনি চাইলে সবাইকে হেদায়েত দিতেন। (১০) তিনি সেই সত্তা যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাণ,

مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١١﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

মা — য়াল্লাকুম্ মিন্‌হু শারা-বুঁও অ মিন্‌হু শাজ্বারুন্ ফীহি তুসীমূন্। ১১। ইয়ুম্‌বিতু লাকুম্ বিহিয্ যার্'আ
তোমাদের জন্য তাতে পানীয় আছে, এবং তা হতে গাছ উৎপন্ন হয়, তাতে পশু চরে। (১১) তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য

وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

অয্ যাইতূনা অন্‌নাখীলা অল্ আ'না-বা অমিন্ কুল্লিছ্ ছামার-ত্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্
উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন্ খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর ও সর্ব প্রকার ফল। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল লোকদের জন্য

আয়াত -৫ ঃ অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। আর এগুলো হতে জৈবসার, খাদ্য, পোশাক, ঔষধ এবং এগুলো দিয়ে মানুষের শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৮ ঃ এখানে সাওয়ারীর তিনটি বস্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাআ'লা ঐ সব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা জান না। এখানে ঐসব নব আবিষ্কৃত যানবাহনের কথা বলা হয়েছে যা প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি। তাছাড়া ভবিষ্যতে যে সব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা লোহা, পিতল, বায়ু, পানি কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তাদের একমাত্র কাজ। (মাঃ কোঃ)

لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَ

লিক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্। ১২। অসাখ্‌খারা লাকুমুল্লাইলা অন্নাহা-রা অশ্‌শাম্‌সা অল্ ক্বামার্; অন্
তাতে নিদর্শন রয়েছে। (১২) আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন, রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যকে; আর তাঁর আদেশ

النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٣﴾ وَمَا

নুজূমু মুসাখ্‌খর-তুম্ বিআম্‌রিহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআইয়া-তিল্লিক্বওমিঁ ইয়া'ক্বিলূন্। ১৩। অমা-
(বিধানে) নক্ষত্রসমূহ বশীভূত রয়েছে। নিশ্চয়ই বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে নিদর্শন আছে। (১৩) আর

ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۞

যারায়া লাকুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি মুখ্‌তালিফান্ আল্‌ওয়া-নুহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়াতাল্লি ক্বওমিঁ ইয়ায্‌যাক্কারূন্।
যমীনে বিভিন্ন রং এর বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করলেন, নিঃসন্দেহে উপদেশ গ্রহীতার জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

﴿١٤﴾ وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً

১৪। অ হুঅল্লাযী সাখ্‌খরল্ বাহ্‌রা লিতা'কুলূ মিন্‌হু লাহ্‌মান্ ত্বোয়ারিয়্যাওঁ অতাস্‌তাখ্‌রিজূ মিন্‌হু হিল্‌ইয়াতান্
(১৪) তিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করলেন, যেন তা হতে তোমরা তাজা মাছ খাও; তা হতে গহনা উঠাও—যা তোমরা

تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞

তাল্‌বাসূনাহা-অতারাল্ ফুল্‌কা মাওয়া-খিরা ফীহি অলিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।
পরিধান করে থাক; তাতে নৌকা পানি চিরে চলতে দেখ, যেন তাঁর অনুগ্রহ খুঁজতে পার, আর কৃতজ্ঞ হতে পার।

﴿١٥﴾ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

১৫। অআল্‌ক্বা-ফিল্ আর্‌দ্বি রাওয়া-সিয়া আন্ তামীদা বিকুম্ অআন্‌হা-রাঁও অসুবুলাল্ লা'আল্লাকুম্
(১৫) আর তিনি যমীনে পর্বত স্থাপন করেছেন, যেন তোমাদের নিয়ে তা অবিচলিত থাকে, আর নদ-নদী ও নানান রাস্তা,

تَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾ وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ

তাহ্‌তাদূন্। ১৬। অ 'আলা-মা-ত্; অ বিন্নাজ্‌মি হুম্ ইয়াহ্‌তাদূন্। ১৭। আফামাইঁ ইয়াখ্‌লুক্বু কামাল্লা-ইয়াখ্‌লুক্ব্;
যেন পথ পাও; (১৬) আর চিহ্নসমূহ যেন তারা নক্ষত্র দ্বারাও পথ পায়। (১৭) যে সৃষ্টি করে, আর যে করে না, উভয়ে কি এক

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

আফালা-তাযাক্কারূন্। ১৮। অইন্ তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লা-হি লা-তুহ্‌ছূহা; ইন্নাল্লা-হা লাগফূরুর রাহীম্।
সমান? তবুও কি বুঝ না? (১৮) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণলে তা তোমরা নির্ণয় করতে পারবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا

১৯। অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তুসির্‌রূনা অমা-তু'লিনূন্। ২০। অল্লাযীনা ইয়াদ্‌উ'না মিন্ দূনিল্লা-হি লা-
(১৯) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু আল্লাহ জানেন। (২০) তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করে তারা

يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ

ইয়াখ্‌লুকূ্‌না শাইয়াঁও অহুম্ ইয়ুখ্‌লাকূ্‌ন্। ২১। আম্‌ওয়া-তুন্ গইরু আহ্‌ইয়া — য়িন্, অমা-ইয়াশ্‌উ'রূনা

কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। (২১) তারা মৃত, নির্জীব; পুনরুত্থান কবে হবে তা

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٢﴾ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

আইয়্যিনা ইয়ুব্‌'আছূন্ ।২২। ইলা-হুকুম্ ইলাহুঁও অ-হিদ্; ফাল্লাযীনা লা-ইয়ু'’মিনূনা বিল্‌আ-খিরাতি ক্বূলূবুহুম্

তারা অবগত নয়। (২২) তোমাদের ইলাহ এক; সুতরাং যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের মন সত্যবিমুখ আর

مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

মুন্‌কিরাতুঁও অহুম্ মুস্‌তাক্‌বিরূন্। ২৩। লা-জ্বারামা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইয়ুসির্‌রূনা অমা- ইয়ু'লিনুন্;

তারাই অহংকারী। (২৩) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহ সম্যক

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا

ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল্ মুস্‌তাক্‌বিরীন্। ২৪। অ ইযা- ক্বীলা লাহুম্ মা-যা ~ আন্‌যালা রব্বুকুম্ ক্বা-লূ ~

অবগত, তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের 'রব কি নাযিল করলেন? তখন

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ

আসা-ত্বীরুল্ আওওলীন্।২৫। লিইয়াহ্‌মিলূ ~ আওয়া-রাহুম্ কা-মিলাতাঁই ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অমিন্ আওয়া-রিল্

তারা বলে,পূর্ববর্তীলোকদের কিস্‌সা কাহিনী।(২৫) ফলে শেষ বিচারের দিন তারা নিজেদের এবং যাদেরকে অজ্ঞতা হেতু

الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٦﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ

লাযীনা ইয়ুদ্বিল্লূনাহুম্ বিগইরি 'ইল্‌ম্; আলা-সা —য়া মা-ইয়াযিরূন্। ২৬। ক্বদ মাকারাল্লাযীনা মিন্

বিপথগামী করেছিল তাদের পূর্ণ পাপ বহন করবে। বহনকৃত কতই না নিকৃষ্ট। (২৬) অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীলোকেরাও

قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ

ক্বব্‌লিহিম্ ফা আতাল্লা-হু বুন্‌ইয়া-নাহুম্ মিনাল্ ক্বাওয়া-'ইদি ফাখার্‌রা 'আলাইহিমুস্ সাক্বফু মিন্ ফাওক্বিহিম্ অ

চক্রান্ত করেছে, আল্লাহ তাদের অট্টালিকার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছেন [১], ফলে ছাদ ধ্বসে তাদের ওপরই পড়েছে,

أَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ

আতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্ হাইছু লা-ইয়াশ্'উরূন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইয়ুখ্‌যীহিম্ অ ইয়াক্বূলু

তাদের ধারণার বাইরে আযাব এসেছে। (২৭) তারপর শেষ বিচারের দিনেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন;

২ ع ১২ ৮ রুকু — ৩ ع ৪ ৯ রুকু

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আয়াত-২৩ ঃ স্মরণযোগ্য যে, অহংকার মোটেই কোন ভাল কাজ নয়। অহংকারীকে এর অশুভ পরিণাম ভোগ করতে হবে। তোমরা হৃদয়ে যে কুফর গোপন রেখেছ আল্লাহর তার সবই জানা আছে। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অপরাধের শাস্তি দিবেন। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৪ ঃ নযর ইবনে হারিসের নিকট ঐতিহাসিক বই-পুস্তক ছিল এবং সে বলত, আমার কথা মুহাম্মদের (ছঃ) নিকট অবতীর্ণ কালাম অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। (কুরআনে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা আছে আমিও তদপেক্ষা আরও অধিক বলতে পারি)। তার এ উক্তি প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়।

أَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَآقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

আইনা শুরাকা — য়ি ইয়াল্লাযীনা কুন্তুম্ তুশা — ক্বক্বূনা ফীহিম্; ক্ব-লাল্লাযীনা ঊতুল্ 'ইল্মা
বলবেন, কোথায় আমার সেসব শরীকেরা, যাদেরকে নিয়ে তোমরা ঝগড়া করতে? যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে,

إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوٓءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿২৮﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ

ইন্নাল্ খিয্ইয়াল্ ইয়াওমা অস্সূ — য়া 'আলাল্ কা-ফিরীন্। ২৮। আল্লাযীনা তাতাঅফ্ফা-হুমুল্ মালা — য়িকাতু
নিশ্চয় আজ লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ একমাত্র কাফেরদেরই। (২৮) ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু দেয় তাদের নিজেদের

ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

জোয়া-লিমী ~ আন্ফুসিহিম্ ফাআল্ক্বওয়ুস্ সালামা মা-কুন্না-না'মালু মিন্ সূ — য়্; বালা ~ ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্
প্রতি জুলুম্ করা অবস্থায়। তারা স্বীকৃতি দিবে যে, আমরা তো কোন দোষ করিনি; হাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক অবগত

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿২৯﴾ فَادْخُلُوٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى

বিমা-কুনতুম্ তা'মালূন্।২৯। ফাদ্খুলূ ~ আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা-; ফালাবি'সা মাছ্অল্
তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। (২৯) তাই চিরকালের জন্য তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর; প্রকৃতপক্ষে কত নিকৃষ্ট

الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿৩০﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ

মুতাকাব্বিরীন্। ৩০। অক্বীলা লিল্লাযীনা ত্তাক্বও মা-যা ~ আন্যালা রব্বুকুম্ ক্ব-লূ খইর-;
অহংকারীদের বাসস্থান। (৩০) আর মুত্তাকীদের বলা হয়-তোমাদের রব কি নাযিল করেছেন? তারা বলবে, কল্যাণ। যারা

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ

লিল্লাযীনা আহ্সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া-হাসানাহ্; অলাদা-রুল্ আ-খিরতি খইর্; অলানি'মা দা-রুল্
দুনিয়ায় পূণ্য করে, তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং পরকালের আবাস আরো উত্তম। আর মুত্তাকীদের আবাস

الْمُتَّقِينَ ﴿৩১﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا

মুত্তাক্বীন্। ৩১। জ্বান্না-তু 'আদ্নি ইয়াদ্খুলূনাহা-তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আনহা-রু লাহুম্ ফীহা-মা-
কত উৎকৃষ্ট। (৩১) চিরস্থায়ী জান্নাত, যাতে তোমরা প্রবেশ করবে, তার পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তথায় যা প্রার্থনা

يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿৩২﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ

ইয়াশা — য়ূন; কাযা-লিকা ইয়াজ্ যিল্লা-হুল্ মুত্তাক্বীন্। ৩২। আল্লাযীনা তাতাঅফ্ফা-হুমুল্ মালা — য়িকাতু
করবে তা তারা পাবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। (৩২) ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায়, পবিত্র

طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿৩৩﴾ هَلْ

ত্বোয়াইয়্যিবীন্; ইয়াক্বূলূনা সালা-মুন্ 'আলাইকুমুদ্ খুলুল্ জ্বান্নাতা বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৩৩। হাল্
অবস্থায়, তারা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ কর। (৩৩) তারা কি

يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ

ইয়ানজুরূনা ইল্লা ~ আন্ তা''তিয়াহুমুল্ মালা — য়িকাতু আও ইয়া''তিয়া আম্রু রব্বিক্; কাযা-লিকা ফা'আলাল্
কাফেররা প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে, বা আপনার রবের আদেশ আসবে? এরূপ করেছে;

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ★

লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্; অমা-জোয়ালামাহুমুল্লা-হু অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্লিমূন্।
তাদের পূর্ববর্তীরাও; আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোন জুল্ম করেননি, বরং নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত।

৪ ع ৯ ১০ রুকু

﴿٣٤﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ

৩৪। ফাআছোয়া-বাহুম্ সাইয়্যিয়া-তু মা-'আমিলূ অ হা-ক্ব বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৩৫। অ ক্ব-লাল্
(৩৪) তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করল এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল। (৩৫) মুশরিকরা বলে-

الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا

লাযীনা আশরাকূ লাও শা — য়াল্লা-হু মা-'আবাদ্না-মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন নাহ্নু অলা ~ আ-বা — য়ুনা-
আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কিছুরই ইবাদত করতাম না, আর না আমাদের পিতৃপুরুষরা করত।

وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى

অলা-হার্রাম্না-মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন কাযা-লিকা ফা'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ফাহাল্ 'আলার্
আর তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধও করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করত, রাসূলদের দায়িত্ব তো কেবল

الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

রুসুলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্। ৩৬। অলাক্বদ্ বা'আছ্না- ফী কুল্লি উম্মাতির রসূলান্ আনি'বুদু ল্লা-হা
স্পষ্টভাবে তাঁর বাণী পৌঁছানো। (৩৬) প্রত্যেক জাতির কাছে আমি কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, তোমরা

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

অজ্ তানিবুত্ব্ ত্বোয়া-গূতা ফামিন্হুম্ মান্ হাদাল্লা-হু অমিন্হুম্ মান্ হাক্ব ক্বত্ 'আলাইহিদ্ব
আল্লাহর ইবাদত কর, এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ হেদায়েত প্রদান করেন, আর কতকের

الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ اِنْ

দ্বোয়ালা-লাহ্; ফাসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফান্জুরূ কাইফা কা-না 'আক্বিবাতুল্ মুকায্যিবীন্। ৩৭। ইন্
ওপর সাব্যস্ত হয়েছে ভ্রষ্টতা। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ কর, দেখ, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কি হয়েছে? (৩৭) আপনি

আয়াত-৩৬ ঃ কাফেরদের সন্দেহ ছিল যে, আল্লাহ তাআ'লা যদি আমাদের কুফর, শিরক বা অবৈধ কাজ-কর্ম পছন্দ না করতেন তবে আমাদেরকে সজোরে ঐ কাজ হতে কেন বিরত রাখেন না? আল্লাহ তাআ'লা অত্র আয়াতে নবী করীম (ছঃ)কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, কাফের ও নবীদের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রাচীনকাল হতেই চলে এসেছে। সকল মানুষ হেদায়েত গ্রহণ না করাও চিরকালীন নিয়ম। তবে আপনার চিন্তা কেন? (মাঃ কাঃ) আয়াত-৩৭ঃ স্বেচ্ছায় মন্দকে বরণ করার জন্য আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন কেউ তাকে না হেদায়েত করতে পারবে, আর না আল্লাহর আ'যাব হতে বাঁচাতে পারবে। আপনি যদি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন, তবে কোন ফায়দা হবে না। কাজেই তাদের জন্য আপনার পেরেশান হওয়া নিরর্থক। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٣٨ وَ

তাহ্রিছ্ 'আলা- হুদা-হুম্ ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দী মাঁই ইয়ুদ্বিল্লু অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্ । ৩৮ । অ
তাদের হেদায়েতে আগ্রহী হলেও, যে পথভ্রষ্ট, আল্লাহ তাকে পথ দেখাবেন না । তাদের সাহায্যকারীও কেউ নেই । (৩৮) আর

اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

আক্ব্সামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ লা-ইয়াব্'আছু ল্লা-হু মাঁই ইয়ামূত্; বালা -অ'দান্ 'আলাইহি হাক্কাওঁ
তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন না; বরং তাঁর (আল্লাহ্র) এ সত্য ওয়াদা

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٩ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ

অলা-কিন্না আক্ছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন্ ।৩৯। লিইয়ুবাইয়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইয়াখ্তালিফূনা ফীহি অ লিইয়া'লামাল্
অবশ্যই পুরা হবে । কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না । (৩৯) (১) যেন তিনি মতানৈক্যের বিষয়টি প্রকাশ করেন এবং

الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ۝٤٠ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ

লাযীনা কাফারূ ~ আন্নাহুম্ কা-নূ কা-যিবীন্ ।৪০ । ইন্নামা-ক্বওলুনা- লিশাইয়িন ইযা ~ আরদ্না-হু আন্ নাক্বূলা
কাফেরদের জানান যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী । (৪০) আমি যদি কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তবে কেবল বলি,

لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝٤١ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্ । ৪১ । অল্লাযীনা হা-জ্বারূ ফিল্লা-হি মিম্ বা'দি মা-জুলিমূ লানুবাইয়্যিয়ান্নাহুম্
'হও' অমনি হয়ে যায় । (৪১) আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই দুনিয়ায়

ع ৫ ৬ ১১ রুকু

فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٢ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

ফীদ্ দুন্ইয়া হাসানাহ্; অলাআজ্ব্রুল্ আ-খিরাতি আক্বারু । লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্ ।৪২ ।আল্লাযীনা ছোয়াবারূ
তাদেরকে উত্তম স্থান প্রদান করব; আর পরকালের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ রয়েছেই । হায়! যদি তারা জানত । (৪২) আর যারা

ওয়াক্ফে লাযেম

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٤٣ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ

অ 'আলা-রব্বিহিম্ ইয়াতাওয়াক্কালূন্ ।৪৩ । অমা ~আর্সাল্না- মিন্ ক্ববলিকা ইল্লা-রিজ্বালান্ নূহী ~
ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে । (৪৩) আমি আপনার পূর্বে ওহীসহ মানুষকেই প্রেরণ করেছি অতএব

اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٤٤ بِالْبَيِّنٰتِ وَ

ইলাইহিম্ ফাস্য়ালূ ~ আহলায্ যিক্রি ইন্ কুন্তুম্ লা- তা'লামূন্ । ৪৪ । বিল্ বাইয়্যিনাতি অয্
তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তাদেরকে জিজ্ঞেস কর । যদি তোমরা জান । (৪৪) তাদের প্রেরণ করেছি মানুষের প্রতি স্পষ্ট

الزُّبُرِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

যুবুর্; অ আন্যাল্না ~ ইলাইকা যিক্রা লিতুবাইয়িনা লিন্না-সি মা-নুয্যিলা ইলাইহিম্ অলা'আল্লাহুম্
নিদর্শন ও কিতাবসমূহ দিয়ে; আর আপনার প্রতি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যেন তাদেরকে সে বিষয় বুঝাতে পারেন; আর তারা যেন

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

ইয়াতাফাক্কারূন্। ৪৫। আফাআমিনাল্লাযীনা মাকারুস্ সাইয়িয়া-তি আইঁ ইয়াখ্সিফাল্লা-হু বিহিমুল্ আর্দ্বোয়া

চিন্তাভাবনা করে। (৪৫) যারা বিভিন্ন অপতৎপরতার সড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا

আও ইয়া''তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু মিন্ হাইছু লা- ইয়াশ্'উরূন্। ৪৬। আও ইয়া''খুযাহুম্ ফী তাক্বল্লু বিহিম্ ফামা-

ধ্বসাবেন না বা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা ধারণাতীত? (৪৬) বা চলাফেরার সময় তাদের পাকড়াও করবেন না?

هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٧﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ *

হুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৪৭। আও ইয়া''খুযাহুম্ 'আলা তাখাওয়ুফ্; ফাইন্না রব্বাকুম্ লারায়ূফুর্ রহীম্।

তারা তো ঠেকাতে পারবে না। (৪৭) বা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাকড়াও করবেন না? তাদের রব তো দয়াদ্র, দয়ালু।

﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ

৪৮। আওয়ালাম্ ইয়ারও ইলা-মা-খলাক্বল্লা-হু মিন্ শাইয়িঁই ইয়াতাফাইয়্যায়ু জিলা-লুহূ 'আনিল ইয়ামীনি অশ্

(৪৮) তারা কি আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখে না? যাদের ছায়া কখনও ডানে এবং আবার কখনও বামে সেজদায় পতিত হয়ে

الشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

শামা — য়িলি সুজ্জাদাল্ লিল্লা-হি অহুম্ দা-খিরূন্। ৪৯। অ লিল্লা-হি ইয়াস্জুদু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-

আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। (৪৯) আর আসমান-যমীনের মধ্যে বিচরণশীল যত জীব-জন্তু আছে তারা সকলে আল্লাহকে

فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم

ফিল্ আরদ্বি মিন্ দা — ব্বাতিঁও অল্ মালা — য়িকাতু অহুম্ লা–ইয়াস্তাক্বিরূন্। ৫০। ইয়াখ-ফূনা রব্বাহুম্

সিজদা করে, এবং ফেরেশতারাও, তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা উর্ধে আসীন তাদের পরাক্রমশালী রবকে

مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥١﴾ (সেজ্দা) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ

মিন্ ফাওক্বিহিম্ অ ইয়াফ্'আলূনা মা-ইয়ু''মারূন্। ৫১। অক্ব-লাল্লা-হু লা-তাত্তাখিযূ ~ ইলা-হাইনিস্

ভয় করে এবং তারা তাঁর আদিষ্ট বিষয় পালন করে। (৫১) আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না;

اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥٢﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

নাইনি ইন্নামা- হুওয়া ইলা-হুওঁ অ-হিদুন্ ফাইয়্যা-ইয়া ফার্হাবূন্। ৫২। অলাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি

তিনিই একমাত্র ইলাহ্। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছ তার সব কিছু তাঁরই;

একটি হাদীস–আয়াত-৫০ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আমি যা দেখি তা তোমরা দেখছ না। এবং যা শুনেছি তা তোমরা শুনছ না। আকাশ চিৎকার করছে এবং চিৎকার করা তার জন্য সঙ্গতও। আল্লাহর কসম আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর মহত্ব ও মহানুভবতার কথা বর্ণনা করছেন না। আমি যা জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তবে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে এবং আপন স্ত্রীর সাথে সজ্জাশায়ী হয়ে সে সুধা আহরণের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে এবং পাহাড় পর্বতে আরোহণ করে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করতে থাকত আর তাঁরই শরণাপন্ন হত। এতদশ্রবণে হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, হায় আমি যদি বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলে দেয়া হত!

وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ

অল্ আর্‌দ্বি অ লাহু দ্দীনু অ ছিবা-; আফাগইরাল্লা-হি তাত্তাকূ্ন্। ৫৩। অমা-বিকুম্ মিন্ নি'মাতিন্ ফামিনাল

আর একনিষ্ঠ দাসত্ব তাঁরই: এতদসত্ত্বেও আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদেরকে দেয়া নেয়ামতগুলো

اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ

লা-হি ছুম্মা ইযা- মাস্‌সাকুমুদ্ব দ্বু্‌ররু ফাইলাইহি তাজ্‌'য়ারূন্। ৫৪। ছুম্মা ইযা-কাশাফাদ্ব দ্বু্‌ররা 'আন্‌কুম্

সবই আল্লাহর পক্ষ হতে, আবার কষ্টে পড়লে তাঁর কাছেই ফরিয়াদ কর। (৫৪)আবার দুঃখ দূর করলে তোমাদের একদল

اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ۗ فَتَمَتَّعُوْا ۗ

ইযা-ফারীকু্ম্ মিন্‌কুম্ বিরব্বিহিম্ ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৫৫। লিয়াক্‌ফুরূ বিমা ~ আ-তাইনা-হুম্; ফাতামাত্তাউ

তোমাদের রবের শরীক করে; (৫৫) যেন আমার দানকে অস্বীকার করতে পারে; কিছুদিন ভোগ কর; শীঘ্রই অবগত

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ

'ফাসাওফা তা'লামূন্।৫৬।অ ইয়াজ্‌'আলূনা লিমা-লা-ইয়া'লামূনা নাছীবাম্ মিম্মা-রাযাকু্না-হুম্; তাল্লা-হি লাতুস্‌য়ালুন্না

হতে পারবে (৫৬) আমার দেয়া রিযিকের একাংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করে যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না; আল্লাহর

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ

'আম্মা-কুন্‌তুম্ তাফ্‌তারূন্। ৫৭। অ ইয়াজ্‌'আলূনা লিল্লা-হিল্ বানা-তি সুব্‌হা-নাহূ অ লাহুম্ মা-ইয়াশ্‌তাহূন্।

শপথ, মিথ্যার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।(৫৭) আর তারা আল্লাহর কন্যা নির্ধারণ করে; তিনি পবিত্র; তাদের জন্য কাম্যবস্তু।

﴿٥٧﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارٰى

৫৮। অ ইযা-বুশ্‌শিরা আহাদুহুম্ বিল্ উন্‌ছা-জোয়াল্লা অজ্‌হুহূ মুস্‌ওয়াদ্দাঁও অহুঅ কাজীম্। ৫৯। ইয়াতাওয়া-রা-

(৫৮) আর যখন তাদের কেউ কন্যার খবর অবগত হয় তখন দুশ্চিন্তায় মুখ কাল হয়ে যায় । (৫৯) প্রদত্ত সংবাদের

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۗ اَيُمْسِكُهُ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ ۗ

মিনাল্ কু্ওমি মিন্ সূ—য়ি মা-বুশ্‌শিরা বিহ্; অইয়ুম্‌সিকুহূ 'আলা-হূনিন্ আম্ ইয়াদুস্‌সুহূ ফিত্ তুরা-ব্;

গ্লানিতে সে সমাজ হতে আত্মগোপন করে; হীনতা সত্ত্বেও সে কি তাকে রাখবে? না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! তাদের

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ

আলা-সা —- য়া মা-ইয়াহ্‌কুমূন্। ৬০। লিল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্‌আ-খিরাতি মাছালুস্ সাওয়ি অ লিল্লা-হিল্

বিচার কত অশুভ। (৬০) যাদের পরকালের প্রতি ঈমান নেই তারা নিকৃষ্ট উপমার অধিকারী; আর আল্লাহ তো মহান

الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ

মাছালুল্ আ'লা-অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬১। অলাও ইয়ুওয়া-খিযুল্লা-হুন্ না-সু বিজুল্‌মিহিম্

উপমার অধিকারী; আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর আল্লাহ মানুষকে তার জুলুমের জন্য শাস্তি দিলে

৭ ع ১০ ১৩ রুকু

مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ

মা-তারাকা 'আলাইহা-মিন্ দা — ব্বাতিঁও অ লা-কিঁ ইয়ুওয়াখ্খিরুহুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ফাইযা-জ্বা — য়া

ছাড়তেন না [১]; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিতেছেন; অবশেষে সে নির্দিষ্ট সময় যখন হাযির হবে

اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿৬২﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ

আজ্বালুহুম্ লা-ইয়াস্ তা''খিরূনা সা- 'আতাঁ ওঅলা-ইয়াস্তাক্ব্ দিমূন্। ৬২। অ ইয়াজ্ব্ 'আলূনা লিল্লা-হি মা-ইয়াক্রাহূনা

তখন এক মুহূর্তও পিছনে হটবে না, এগুতেও পারবে না। (৬২) তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ বিষয়ই আল্লাহর প্রতি

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ

অতাছিফু আল্সিনাতুহুমুল্ কাযিবা আন্না লাহুমুল্ হুস্না-; লা-জ্বারামা আন্না লাহুমুন্না-রা অআন্নাহুম

আরোপ করে; তাদের জিহ্বা মিথ্যা বলে যে, মঙ্গল তাদেরই; নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে আগুন; এবং তারাই সর্বাগ্রে

مُّفْرَطُوْنَ ﴿৬৩﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

মুফ্রত্বূন্। ৬৩। তাল্লা-হি লাক্বদ্ আর্সাল্না ~ ইলা ~ উমামিম্ মিন্ ক্বব্লিকা ফাযাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু

প্রেরিত হবে।(৬৩) আল্লাহর শপথ, আপনার পূর্বেও বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; অনন্তর শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট

اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿৬৪﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

আ'মা-লাহুম্ ফাহুঅ অলিয়্যুহুমুল্ ইয়াওমা অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬৪। অমা ~ আন্যাল্না 'আলাইকাল্

শোভনীয় করে তুলেছিল। সে-ই আজ তাদের বন্ধু। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (৬৪) আর আমি তো আপনার প্রতি অবতীর্ণ

الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

কিতা-বা ইল্লা- লিতুবাইয়িনা লাহুমুল্লাযিখ্ তালাফূ ফীহি অহুদাঁও অ রহমাতাল্ লিক্বাওমিইঁ

করলাম কিতাব যেন আপনি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে মতভেদযুক্ত বিষয় বুঝিয়ে দেন, আর তা মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿৬৫﴾ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ

ইয়ু'মিনূন্। ৬৫। অল্লা-হু আন্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাআহ্ইয়া-বিহিল্ আর্দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-;

দয়াস্বরূপ। (৬৫) আর আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যমীনকে মৃত্যুর পর তা দিয়ে পুনরায় সজীব করেন,

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿৬৬﴾ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বওমিঁ ইয়াস্মা'উন্। ৬৬। অ ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্'আ- মি লা-ইব্রাহ্;

নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের জন্য রয়েছে এতে নিদর্শন। (৬৬) নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে।

৮ ع ৫ ১৪ রুকু

টীকা ঃ (১) সব কাজের জন্য আল্লাহ সময় নির্ধারণ করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আল্লাহ কাকেও আযাব দেন না। পাপ করলেই যদি আযাব দিতেন তবে কেউই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত না। শানেনুযূল ঃ আয়াত –৬২ ঃ কাফেররা বলতো আসলে মৃত্যুর পর কেউই জীবিত হবে না। আর জীবিত হলেও আল্লাহপাকের নিকট আমরা বড় পদ পাব এবং খুব সম্মানের পাত্র হব। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত- ৬৪ ঃ তারপরে আল্লাহ তা'আলা আরো বলতেছেন যে, হে রাসূল, অবিশ্বাসীদেরকে শয়তানের প্ররোচনা হতে সাবধান করার জন্যই আমি তোমার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি। তুমি এর অমূল্য সদুপদেশ প্রচার করে এদেরকে সৎপথ দেখাও; কেননা, এটি ঈমানদারদের জন্য পথ প্রদর্শক ও করুণাস্বরূপ।

نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ

নুস্‌ক্বীকুম্ মিম্মা-ফী বুত্বূনিহী মিম্ বাইনি ফার্‌ছিঁও অদামিল্ লাবানান্ খ-লিছোয়ান্ সা — য়িগল্লিশ্ শা-রিবীন্।
তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই খাঁটি দুগ্ধ যা পানকারীদেরকে পরিতৃপ্তি দান করে।

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴿٦٧﴾

৬৭। অ মিন্ ছামার-তিন্ নাখীলি অল্ 'আনা-বি তাত্তাখিযূনা মিন্‌হু সাকারাঁও অ রিয্‌ক্বান্ হাসানা-;
(৬৭) আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল হতে তোমরা উৎপন্ন করে থাক মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য দ্রব্য, নিঃসন্দেহে

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্‌লিক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্। ৬৮। অআওহা-রব্বুকা ইলান্ নাহ্‌লি আনিত্
এতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উত্তম নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আর আপনার রব মৌমাছিকে ইংগিত দিলেন,

اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن

তাখিযী মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূ তাঁও অ মিনাশ্ শাজ্বারি অ মিম্মা-ইয়া'রিশূন্। ৬৯। ছুম্মা কুলী মিন্
পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ সে সকল গৃহ নির্মাণ করে তাতে মৌচাক তৈরি করত। (৬৯) অতঃপর চোষণ করে নাও

كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ

কুল্লিছ্ ছামার-তি ফাস্‌লুকী সুবুলা রব্বিকি যুলুলা-; ইয়াখ্‌রুজু্ মিন্ বুত্বূনিহা- শারা-বুম্
প্রত্যেক প্রকার ফল হতে, তৎপর তোমরা রবের সহজ সরল পথে চলতে থাক; আর তার উদর হতে নানা বর্ণের

مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

মুখ্‌তালিফুন্ আল্‌অনুহূ ফীহি শিফা — য়ুল্ লিন্না-স্; ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-ইয়াতাল্লি ক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্।
পানীয় (মধু) নির্গত হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا ﴿٧٠﴾

৭০। অল্লা-হু খলাক্বকুম্ ছুম্মা ইয়াতাঅফ্‌ফা-কুম্ অমিন্ কুম্ মাইঁ ইয়ুরাদ্দু ইলা ~ আর্‌যালিল্ উমুরি লিকাই লা-
(৭০) আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; পরে মৃত্যু দেবেন; এবং তোমাদের মধ্যে কাকেও নিকৃষ্ট বয়সে পৌঁছানো হবে,

يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي

ইয়া'লামা বা'দা 'ইল্‌মিন্ শাইয়া- ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ ক্বদীর্। ৭১। অল্লা-হু ফাদ্বদ্বোয়ালা বা'দ্বোয়াকুম্ 'আলা-বা'দ্বিন্ ফির্
যেন জ্ঞানের পর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আল্লাহ জ্ঞানী, সর্ব শক্তিমান। (৭১) আল্লাহ রিযিকে তোমাদের কাউকে অন্যের উপর

ع ৯ ১৫ রুকু

الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

রিয্‌ক্বি ফামাল্লাযীনা ফুদ্বদ্বিলূ বির — দ্দী রিয্‌কিহিম্ 'আলা-মা-মালাকাত্ আইমানুহুম্ ফাহুম্ ফীহি
শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন। যারা শ্রেষ্ঠত্ব পেল তারা দাসদেরকে এভেবে নিজেদের রিযিক দেয় না যে, তারা সবাই সমান হয়ে যায়;

سَوَآءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧٢﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

সাওয়া — য়্; আফাবিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন্। ৭২। অল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্ আয্‌অ-জ্বাঁও
তবুও কি তারা আল্লাহর দান অস্বীকার করে?(৭২) আর আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে জোড়া সৃষ্টি করলেন, আর তোমাদের

وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ

অজ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আয্‌ওয়া-জ্বিকুম্ বানীনা অ হাফাদাতাঁও অরযাক্বাকুম্ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবা-ত্;
স্ত্রীদের থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করলেন, আর উত্তম জীবনোপকরণ তোমাদেরকে দান করেছেন, তবুও কি

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

আফাবিল্‌বা-ত্বিলি ইয়ু''মিনূনা অ বিনি'মাতিল্লা-হি হুম্ ইয়াক্‌ফুরূন্। ৭৩। অইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি
তারা বাতিল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে ও আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৭৩) তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদত

مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٤﴾ فَلَا

মা-লা-ইয়াম্‌লিকু লাহুম্ রিয্‌ক্বাম্ মিনা স্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি শাইয়াঁও অলা- ইয়াস্‌তাত্বী'উন্। ৭৪। ফালা-
করে, যারা তাদের জন্য আসমান-যমীন থেকে রিয্‌ক দিবার মালিক নয়, আর তাদের কোন ক্ষমতাও নেই। (৭৪) সুতরাং তোমরা

تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

তাদ্ব্‌রিবূ লিল্লা-হিল্ আম্‌ছা-ল্; ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু অআন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্।৭৫। দ্বোয়ারাবাল্লা-হু মাছালান্
আল্লাহর তুলনা দিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেছেন

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

'আব্‌দাম্ মাম্‌লূকাল্ লা-ইয়াক্বদিরু 'আলা- শাইয়্যিঁও অমারাযাক্বনা-হু মিন্না-রিয্‌ক্বান্ হাসানান্ ফাহুঅ ইয়ুনফিক্বু মিন্‌হু
যে, এক পরাধীন দাসের, যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না এবং অন্য ব্যক্তি যাকে নিজ থেকে উত্তম রুজী দিলেন, সে তা থেকে

سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ

সির্‌রাঁও অ জ্বাহ্‌রা-; হাল্ ইয়াস্ তায়ূন; আল্‌হামদু লিল্লা-হ্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৭৬। অ দ্বোয়ারবাল্লা-হু
গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তারা পরস্পর সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, অথচ অনেকেই তা জানে না। (৭৬) আল্লাহ দুব্যক্তির

مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ أَيْنَمَا

মাছালার্ রাজু্‌লাইনি আহাদু হুমা ~ আব্‌কামু লা-ইয়াক্বদিরু 'আলা-শাইয়িঁও অ হুঅ কাল্লুন্ 'আলা-মাওলা-হু আইনামা-
উপমা দিলেন, একজন বোবা, কোন কিছুর শক্তি নেই; তাই সে তার মনিবের উপর বোঝাস্বরূপ, মনিব তাকে যেদিকেই

আয়াত-৭৪ঃ সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তাআ'লাকে মানব জাতির অনুরূপ মনে করে। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। আবার রাজা-বাদশাহর মত আল্লাহর সাহায্যকারী সাব্যস্ত করে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআ'লার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, বা উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা কল্পনার অনেক উর্ধে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৭৬ ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, এমন লোক রয়েছে যারা লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভাল কথা শিখায়, এটি তার জ্ঞান শক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে চলে। সুতরাং জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। কোন সৃষ্ট বস্তু কিরূপে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? (মাঃ কোঃ)

يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ

ইয়ুঅজ্জিহহু লা-ইয়া''তি বিখইর্; হাল্ ইয়াস্তাওয়ী হুঅ অমাইঁ ইয়া''মুরু বিল্'আদ্‌লি অহুঅ 'আলা ছির-ত্বিম্

পাঠায় সে কোন কল্যাণ আনতে পারে না; সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হবে, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথের

১০ ع ৬ ১৬ রুকু

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٧﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ

মুস্তাক্বীম্ ।৭৭। অ লিল্লা-হি গইবু স্‌সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; অমা ~ আম্‌রুস্ সা-'আতি ইল্লা-কালাম্‌হিল্

উপর আছে? (৭৭) আর আল্লাহর জন্য আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বিষয়। আর কেয়ামত তো চোখের পলকের

الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٨﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ

বাছোয়ারি আও হুঅ আক্ব্‌রব্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্ ।৭৮। অল্লা-হু আখ্‌রজাকুম্ মিম্

অনুরূপ অথবা তদপেক্ষাও নিকটতম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৭৮) আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে

مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ

বুত্বূনি উম্মাহা-তিকুম্ লা-তা'লামূনা শাইয়াঁও অ জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ অল্ আব্‌ছোয়া-রা অল্ আফ্‌য়িদাতা

এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনিই তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় প্রদান

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا

লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্ ।৭৯। আলাম্ ইয়ারাও ইলাত্ব্ ত্বোয়াইরি মুসাখ্‌খর-তিন্ ফী জ্বাওয়্যিস্ সামা ~ য়্; মা-

করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (৭৯) শূন্য আকাশে নিয়ন্ত্রিত পাখির প্রতি কি লক্ষ্য করে না?

يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ

ইয়ুম্‌সিকুহুন্না ইল্লাল্লা-হ্;ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই ইয়ু''মিনূন্। ৮০। অল্লা-হু জ্বা'আলা

একমাত্র আল্লাহই তাদেরকে সেখানে স্থির রাখেন। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।(৮০) আর আল্লাহ

لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا

লাকুম্ মিম্ বুইয়ূতিকুম্ সাকানাওঁ অজ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ জ্বুলূদিল্ আন্'আমি বুইয়ূতান্ তাস্তাখিফফূনাহা-

তোমাদের ঘরকে তোমাদের জন্য বাসযোগ্য করেন, আর জন্তুর চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যা

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ

ইয়াওমা জোয়া'নিকুম্ অ ইয়াওমা ইক্ব-মাতিকুম্ অ মিন্ আছ্‌অ-ফিহা-অ আও বা-রিহা-অ আশ্'আরিহা ~

ভ্রমণ ও অবস্থান কালে হালকা মনে কর; আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ হতে নির্দিষ্ট

اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨١﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

আছা-ছাঁও অমাতা-'আন্ ইলা-হীন্। ৮১। অল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিম্মা-খলাক্ব জিলা-লাঁও অজ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্

কালের সামগ্রী ও ব্যবহার দ্রব্য বানিয়েছেন। (৮১) আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি হতে তোমাদের জন্য ছায়ার এবং পর্বতে আশ্রয়ের,

الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ

জ্বিবা-লি আক্‌নানাঁও অ জ্বা'আলা লাকুম্ সারা-বীলা তাক্বীকুমুল্ হার্‌রা অসারা-বীলা তাক্বীকুম্
ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের জন্য আরও ব্যবস্থা করেছেন বস্ত্র দ্বারা তাপ হতে এবং বর্মের দ্বারা যুদ্ধে রক্ষার; এভাবে তিনি

بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

বা''সাকুম্ ; কাযা-লিকা ইয়ুতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুস্‌লিমূন্ । ৮২ । ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-
তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করেন; যেন তাঁর অনুগত হও। (৮২) অতঃপর তারা মুখ ফিরালে, আপনার দায়িত্ব তো

عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٣﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ

'আলাইকাল্ বালা-গুল্ মুবীন্ । ৮৩ । ইয়া'রিফূনা নি'মাতাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুন্‌কিরূনাহা-অ আক্‌ছারুহুমুল্
শুধু স্পষ্টভাবে আমার বাণী পৌঁছানো। (৮৩) তারা আল্লাহর নেয়ামত জ্ঞাত আছে কিন্তু অস্বীকার করে, এবং তাদের অধিকাংশই

الْكَافِرُونَ ﴿٨٤﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

কা-ফিরূন্ । ৮৪ । অইয়াওমা নাব্'আছু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ছুম্মা লা-ইয়ু''যানু লিল্লাযীনা কাফারূ
কাফির। (৮৪) আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, সেদিন না কাফেরদের অনুমতি দেয়া হবে,

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

অলা-হুম্ ইয়ুস্‌তা'তাবূন্ । ৮৫ । অ ইযা-রয়াল্লাযীনা জোয়ালামুল্ 'আযা-বা ফালা-ইয়ুখাফ্‌ফাফু 'আন্‌হুম্
আর না তাদের কৈফিয়ত গ্রাহ্য হবে। (৮৫) আর যখন জালিমরা শাস্তি দেখবে, তখন তা লঘু করা হবে না, আর না তারা

وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا

অলা-হুম্ ইয়ুন্‌জোয়ারূন্ । ৮৬ । অ ইযা-রয়াল্লাযীনা আশ্‌রকূ শুরাকা — য়াহুম্ ক্বা-লূ রব্বানা-
অবকাশ পাইবে। (৮৬) আর মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে (যাদেরকে এবাদত তারা করত) দেখিয়ে বলবে, হে আমাদের

هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ

হা — উলা — য়ি শুরাকা — য়ুনাল্লাযীনা কুন্না-নাদ্‌উ' মিন্ দূনিকা ফাআল্‌ক্বও ইলাইহিমুল্ ক্বওলা
রব! এরাই আমাদের শরীক, যাদেরকে তোমার পরিবর্তে ডাকতাম, তখন তারা (তাদের উপাস্যগুলো) উত্তরে তাদেরকে বলবে,

إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٧﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

ইন্নাকুম্ লাকা-যিবূন্ । ৮৭ । অ আল্‌ক্বও ইলাল্লা-হি ইয়াওমায়িযিনিস্ সালামা অদ্বোয়াল্লা 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ
অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা(মুশরিকরা) আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে, এবং তাদের মিথ্যা রচনা সেদিন

১১ ع ৭ ১৭ রুকু

• তিন চতুর্থাংশ

আয়াত-৮১ ঃ ভেবে দেখ, তোমাদের পার্থিব সকল প্রয়োজন মিটাবার জন্য আল্লাহ কিরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তোমরা কত অসাধ্যকে সাধন করছ। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ৮৩ ঃ একদা এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে হাজির হলে হুযুর (ছঃ) তাকে ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা বলতে লাগলেন এবং আয়াতটি শুনালেন এবং গ্রাম্য লোকটিও সেসঙ্গে অনুগ্রহসমূহের কথা স্বীকার করতেছিল। কিন্তু যখন পরিশেষে "তোমরা যেন আত্মসমর্পণ কর" পড়লেন, তখন সে মুখ ফিরায়ে চলে গেল। এ সময় আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৩১

يَفْتَرُونَ ﴿٨٨﴾ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

ইয়াফ্তারূন্। ৮৮। আল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দু 'আন্ সাবীলিল্লা-হি যিদ্না-হুম্ 'আযা-বান্ ফাওক্বল্
তাদের নিকট থেকে উধাও হবে। (৮৮) কাফের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব। কারণ

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٩﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ

'আযা-বি মা বিমা-কা-নূ ইয়ুফ্সিদূন্। ৮৯। অ ইয়াওমা নাব্'আছু ফী কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ 'আলাইহিম্
তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (৮৯) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন সাক্ষী তাদের ব্যাপারেই দাঁড়

مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا

মিন্ আনফুসিহিম্ অ জ্বি'না-বিকা শাহীদান্ 'আলা- হা ~ উলা — য়্; অনায্যাল্না 'আলাইকাল্ কিতা-বা তিব্ইয়া-নাল্
করাব, আর আপনাকে আনব তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষীরূপ। আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম। মুসলিমদের

لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

১২ ع ৬ ১৮ রুকু

লিকুল্লি শাইয়িঁও অহুদাঁও অরহ্মাতাঁও অ বুশ্রা লিল্মুসলিমীন্। ৯০। ইন্নাল্লা-হা ইয়া''মুরু বিল্'আদ্লি
জন্য প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা, হেদায়েত, দয়া ও সুসংবাদরূপে। (৯০) নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেন সুবিচার,

وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ

অল্ ইহ্সা-নি অ ঈতা — য়ি যিল্ক্বু র্বা-অ ইয়ান্হা- 'আনিল্ ফাহ্শা — য়ি অল্ মুন্কারি অল্
সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনদেরকে দান করার আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমা লংঘন করতে। উপদেশ,

الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا

বাগ্য়ি ইয়া'ইজুকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্। ৯১। অআওফূ বি'আহ্দিল্লা-হি ইযা-'আহাত্তুম্ অলা-
দেন যেন তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।(৯১) যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তখন

تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

তান্ক্বুদ্বু ল্ আইমা-না-বা'দা তাওকীদিহা- অক্বদ্ জ্বা'আল্তুমুল্লা-হা 'আলাইকুম্ কাফীলা-; ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর; দৃঢ় শপথের পর তা ভংগ করো না, যখন আল্লাহকে সাক্ষীই বানালে, তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহই সম্যক

مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

মা-তাফ্'আলূন্। ৯২। অলা-তাকূনূ কাল্লাতী নাক্বদ্বোয়াত্ গয্লাহা-মিম্ বা'দি ক্বু অতিন্ আন্কা-ছা-;
অবগত। (৯২) সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকিয়ে পরে খুলে ফেলে, তোমরা নিজেদের শপথসমূহকে

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

তাত্তাখিযূনা আইমা-নাকুম্ দাখলাম্ বাইনাকুম্ আন্ তাকূনা উম্মাতুন্ হিয়া আর্বা-মিন্ উম্মাহ্;
পারস্পরিক প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে এক দল অন্য দল অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হও।

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞

ইন্নামা-ইয়াব্‌লূকুমু ল্লা-হু বিহ্; অলা-ইয়ুবাইয়িনান্না লাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি মা-কুন্‌তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফূন্।
তা দ্বারা আল্লাহ কেবল পরীক্ষা করেন; অবশ্যই আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন কিয়ামতের দিন তোমাদের মতানৈক্যের বিষয়।

(٩٣) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

৯৩। অ লাও শা — য়া ল্লা-হু লাজ্বা'আলাকুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অলা-কিঁ ইয়ুদ্বিল্লু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্‌দী মাইঁ
(৯৩) আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক জাতি করতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা

يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٤) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

ইয়াশা — য়ু অলাতুস্‌য়ালুন্না 'আম্মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্।৯৪।অলা-তাত্তাখিযূ ~ আইমা-নাকুম্ দাখলাম্ বাইনাকুম্
হেদায়েত দেন। তোমরা অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) আর তোমরা প্রবঞ্চনার জন্য শপথ

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ

ফাতাযিল্লা ক্বদামুম্; বা'দা ছুবূতিহা- অতাযূক্বুস্ সূ — য়া বিমা-ছোয়াদাত্‌তুম্ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অলাকুম্
করবে না। করলে দৃঢ়তার পর পা পিছলিয়ে যাবে; এবং আল্লাহর পথে বাধাদানের জন্য তোমরা শাস্তি পাবে; আর তোমাদেরই

عَذَابٌ عَظِيمٌ (٩٥) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

'আযাবুন্ 'আজীম্। ৯৫। অলা-তাশ্‌তারূ বি'আহ্‌দিল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলা-; ইন্নামা-'ইন্‌দাল্লা-হি হুঅ
জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (৯৫) তোমরা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছ তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি কর না। আল্লাহর কাছে

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩٦) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ

খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন্।৯৬।মা-'ইন্‌দাকুম্ ইয়ান্‌ফাদু অমা-'ইন্‌দাল্লা-হি বা-ক্ব্; অলা-নাজ্‌যিয়ান্
যে বস্তু রয়েছে তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (৯৬) তোমাদের নিকট যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর

الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ

নাল্লাযীনা ছোয়াবারূ ~ আজ্‌রাহুম্ বিআহ্‌সানি মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৭। মান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহাম্ মিন্
কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হবে না। আর যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে কাজের চেয়ে উত্তম পুরস্কার দিব। (৯৭) যে ব্যক্তি নেক

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

যাকারিন্ আও উন্‌ছা-অহুঅ মু''মিনুন্ ফালা-নুহ্‌ইয়ান্নাহূ হাইয়া-তান্ ত্বোয়াইয়্যিবাতান্ অলা নাজ্‌যিয়ান্নাহুম্
আমল করবে, মু'মিন নর-নারী সে যে-ই হোক তাকে আমি অবশ্যই এক পবিত্র উত্তম জীবন দান করব, তাদের কাজের

আয়াত-৯৪ঃ ঘুষের সংজ্ঞায় ইবনে আতিয়া বলেন, যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্যে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। আর যেই কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, তা-ই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো নিকট হতে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় ছাড়া কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এটি হতে বুঝা গেল যে, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। (বাহরে মুহীত)

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٩٨ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ

আজ্‌রহুম্ বিআহ্‌সানি মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ৯৮। ফাইযা- ক্বর'’তাল্ ক্বুরআ-না ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হি মিনাশ্

জন্য আমি অবশ্যই তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করব। (৯৮) যখন কোরআন তেলাওয়াত করবে তখন তোমরা আল্লাহর আশ্রয়

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝٩٩ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

শাইত্বোয়া-নির্ রজীম্। ৯৯। ইন্নাহূ লাইসা লাহূ সুলত্বোয়া-নুন্ 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আলা-রব্বিবিহিম

খুঁজবে অভিশপ্ত শয়তান হতে। (৯৯) যারা ঈমান এনেছে ও স্বীয় রবের ওপর নির্ভরশীল তাদের ওপর শয়তানের কোন

১৩ ع ১১ ১৯ রুকু

يَتَوَكَّلُونَ ۝١٠٠ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

ইয়াতাঅক্কালূন্। ১০০। ইন্নামা-সুল্‌ত্বোয়া-নুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়াতাঅল্লাওনাহূ অল্লাযীনাহুম্ বিহী মুশ্‌রিকূন্।

আধিপত্য নেই। (১০০) তার আধিপত্যতা কেবল তাদের ওপর, যারা তাকে বন্ধু বানায় ও যারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে।

۝١٠١ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ

১০১। অ ইযা-বাদ্দাল্‌না ~আ-ইয়াতাম্ মাকা-না আ-ইয়াতিঁও অল্লা-হু আ'লামু বিমা-'ইয়ুনায্‌যিলু ক্বা-লূ~ ইন্নামা ~আন্‌তা

(১০১) এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাযিল করি আর নাযিল সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন তখন তারা বলে তুমি মিথ্যা

مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٠٢ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ

মুফ্‌তার্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১০২। ক্বুল্ নায্‌যালাহূ রূহুল্ ক্বুদুসি মির্ রব্বিবিকা

রচয়িতা। তবে তাদের অনেকেই জানে না।(১০২) বলুন, আমার রবের পক্ষ থেকে জিবরাঈল সত্যসহ কোরআন নাযিল

بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝١٠٣ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

বিল্ হাক্ব্ কি লিইয়ুছাব্বিতাল্লাযীনা আ-মানূ অহুদাওঁ অবুশ্‌রা- লিল্‌মুস্‌লিমীন্। ১০৩। অ লাক্বদ্ না'লামু

করেন, যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখার জন্য এবং হেদায়েত ও সুখবর মুসলিমদের জন্য। (১০৩) আমি জানি,

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ

আন্নাহুম্ ইয়া ক্বূলূনা ইন্নামা-ইয়ু'আল্লিমুহূ বাশার্; লিসা-নু ল্লাযী ইয়ুল্‌হিদূনা ইলাইহি 'আজ্বামিইয়ুঁও

তারা বলে, তাকে তো এক মানুষই শিখায় যার প্রতি তারা এটি আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়। অথচ

وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۝١٠٤ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ

অহা-যা- লিসা-নুন্ 'আরাবিয়্যুম্ মুবীন্। ১০৪। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইয়ু'’মিনূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি লা-ইয়াহ্‌দী হিমুল্

এ কোরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দেন না,

শানেনুযূলঃ আয়াত-১০৩ঃ আমের ইবনে হজরমীর জবর নামক রোমীয় এক গোলাম ছিল। সে আসমানী কিতাবের পণ্ডিত ছিল। অতি আগ্রহের সাথে সে আল্লাহর কালাম শুনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) দরবারে আসা যাওয়া করত। এতে কাফেররা বলত, মুহাম্মদ (ছঃ) এই জবর হতে শিখে পুনরায় তা আল্লাহর কালাম নাম দিয়ে মানুষকে শুনায়। এর প্রতিবাদে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) আয়াত- ১০৪ঃ অনন্তর আল্লাহ বলে দিচ্ছেন, যারা আমার এ সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন বিশ্বাস করে না, সে সকল বদ্ধমূল অবিশ্বাসী কখনোই আমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না অথবা সুপথ প্রাপ্ত হবে না। বরং এ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার পরিণামস্বরূপ আখেরাতে তাদেরকে অতি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে হবে। (বঃ কোঃ)

اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ

লা-হু অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্ ।১০৫। ইন্নামা- ইয়াফ্তারিল্ কাযিবাল্লাযীনা লা-ইয়ু"মিনূনা বিআ-ইয়া-তি

তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (১০৫) মিথ্যা রচনা কেবল তারাই করে যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না।

اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٦﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ

ল্লা-হি অউলা — য়িকা হুমুল্ কা-যিবূন্। ১০৬। মান কাফারা বিল্লা-হি মিম্ বা'দি ঈমা-নিহী ~ ইল্লা-মান্

আর তারাই সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (১০৬) আর যে আল্লাহকে অবিশ্বাস করে ঈমান আনয়ন করার পর–তার ওপর

اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

উক্রিহা-অক্বল্বুহূ মুত্ব্মায়িন্নুম্ বিল্ঈমা-নি অলা-কিম্মান্ শারহা বিল্কুফ্রি ছোয়াদ্রন্ ফা'আলাইহিম্

আল্লাহর গযব, তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু মনে ঈমান ভরপুর, আর যার মন কুফরীর জন্য

غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ

গাদ্বোয়াবুম্ মিনাল্লা-হি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১০৭। যা-লিকা বিআন্নাহুমুস্ তাহাব্বুল্ হা ইয়া-তাদ্

খোলা রাখে, তার উপর আল্লাহর গযব ও মহা শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের

الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ اُولٰٓئِكَ

দুন্ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরাতি অআন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ কা-ফিরীন্ ।১০৮। উলা — য়িকাল্

ওপর প্রাধান্য দেয়, এবং এ কারণে যে, আল্লাহ তো অবিশ্বাসীদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন না। (১০৮) এরাই

الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

লাযীনা ত্বোয়াবা'আল্লা-হু 'আলা-কুলূবিহিম্ অসাম্'ইহিম্ অ আব্ছোয়া-রিহিম্ অউলা — য়িকা হুমুল্ গ-ফিলূন্।

তারা, যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারাই প্রকৃত গাফিল।

﴿١٠٩﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١١٠﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

১০৯। লা-জ্বারামা আন্নাহুম্ ফিল্ আ-খিরতি হুমুল্ খ-সিরূন্। ১১০। ছুম্মা ইন্না রব্বাকা লিল্লাযীনা হা-জ্বারূ

১০৯। নিঃসন্দেহে তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১১০) নিশ্চয়ই রব তো তাদের জন্য, যারা নির্যাতিত হওয়ার পর

১৪ ع ১০ ২০ রুকু

مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

মিম্ বা'দি মা-ফুতিনূ ছুম্মা জ্বা-হাদূ অছবারূ ~ ইন্না রব্বাকা মিম্ বা'দিহা-লাগফূরুর্ রহীম্।

হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে, ধৈর্য ধরেছে। নিশ্চয়ই আপনার রব এ সবের পর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াত–১০৫ ঃ এ আয়াতে অবিশ্বাসীদের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। তাদের প্রথম লক্ষণ হল, তারা সর্বদাই কল্পিত অসত্য কথা বলে এবং দ্বিতীয়ঃ তারা প্রত্যাদেশ প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ নিদর্শনকে কখনোই অন্তরের সাথে বিশ্বাস করে না। আয়াত-১০৬ ঃ হুযূর আকরাম (ছঃ) যখন হিজরতের সংকল্প করলেন, তখন কুরাইশরা দুর্বল ও গরীব ছাহাবা হযরত খাব্বাব, বেলাল ও আম্মার ইবনে হুয়াসীরকে তার পিতামাতাসহ সকলকে গ্রেফতার করে নানাবিধ অত্যাচার করতে লাগল। অত্যাচারের শিকার হয়ে আম্মারের পিতামাতা শাহাদত বরণ করলেন। প্রাণ রক্ষার্থে হযরত আম্মার ছলনা স্বরূপ তাদের ইচ্ছানুকুল কুফর কলেমা মুখে মুখে আওড়ালেন। হুযূর (ছঃ) বললেন। এতে আল্লাহর অনুমতি আছে, প্রাণ রক্ষার্থে এটি বৈধ তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়।

﴿١١١﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ

১১১। ইয়াওমা তা''তী কুল্লু নাফ্‌সিন্ তুজা-দিলু 'আন্ নাফ্‌সিহা-অতুঅফ্‌ফা-কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা-'আমিলাত্
(১১১) স্মরণ কর! যেদিন প্রত্যেকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য আসবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মফল প্রদান করা হবে, তারা

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً

অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্ ।১১২। অদ্বোয়ারাবাল্লা-হু মাছালান্ ক্বরইয়াতান্ কা-নাত্ আ-মিনাতাম্ মুত্বমায়িন্নাতাঁই
অত্যাচারিত হবে না। (১১২) আল্লাহ একটি জনপদের উপমা দিতেছেন যা ছিল নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, প্রত্যেক স্থান হতে

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ

ইয়া''তীহা-রিয্‌ক্বুহা-রগদাম্ মিন্ কুল্লি মাকা-নিন্ ফাকাফারত্ বিআন্'উমিল্লা-হি ফাআযা-ক্বহাল্লা-হু
যথেষ্ট পরিমান আহার্য সামগ্রী আসত, তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করল, ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের

لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ

লিবা-সাল্ জু'ঈ অল্‌খওফি বিমা-কানূ ইয়াছ্‌না'উন্। ১১৩। অ লাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ রসূলুম্ মিন্‌হুম্
কারণে তাদের ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ গ্রহণ করালেন। (১১৩) আর তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছে,

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

ফাকায্‌যাবূহু ফাআখাযাহুমুল্ 'আযা-বু অহুম্ জোয়া-লিমূন্। ১১৪। ফাকুলূ মিম্মা-রযাক্বকুমুল্লা-হু
তারা অস্বীকার করলে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করেছে, তারা জালিম ছিল। (১১৪) তোমরা আহার কর আল্লাহর

حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٥﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

হালা-লান্ ত্বোয়াইয়্যিবাঁও অশ্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি ইন্ কুন্‌তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্। ১১৫। ইন্নামা-হার্‌রামা 'আলাইকুমুল্
দেয়া উত্তম আহার্য হতে আর আল্লাহর নেয়ামতের শুকর কর, যদি তাঁরই ইবাদত কর। (১১৫) নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের

الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

মাইতাতা অদ্দামা অ লাহ্‌মাল্ খিন্‌যীরি অমা ~ উহিল্লা লিগইরিল্লা-হি বিহী ফামানিদ্বত্বুর র-গইরা বা-গিঁও
জন্য মৃত, রক্ত, শুকরের গোশত ও যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য যবেহ হয়,তবে কেউ যদি অন্যায়কারী বা সীমালঙ্ঘনকারী

وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٦﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

অলা-'আদিন ফাইন্নাল্লা-হা গফূরুর রহীম্। ১১৬। অলা-তাক্বূলূ লিমা-তাছিফু আল্‌সিনাতুকুমুল্ কাযিবা
না হয় তবে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা বলার কারণে তোমরা বলো না

আয়াত-১১২ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে মক্কা মুয়া'যযমার কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (ছঃ) মদীনায় হিজরতের পর মক্কাবাসীরা ৭ বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা আবর্জনা খেতে বাধ্য হয়েছিল। আর মুসলমানদের ভয়েও কম্পিত ছিল। মক্কার সর্দাররা অবশেষে মহানবী (ছঃ)-এর কাছে আরয করলে নবী (ছঃ) তাদের জন্য মদীনা হতে খাদ্য সম্ভার পাঠিয়ে দেন। (তাফঃ মাযঃ)
আয়াত-১১৫ ঃ ইসলামের পূর্বে আরববাসীরা সেই সব জন্তুর অধিকাংশকে হালাল বা হারাম জানত। যেগুলোকে আমরা হালাল জেনে ভক্ষণ বা হারাম জেনে বর্জন করছি। তারা প্রবাহমান রক্ত শূকর ও দেব-দেবীর নামে উৎসর্গিত জন্তুকে হালাল মনে করে ভক্ষণ করত। আল্লাহ এ সমস্ত জন্তু হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য অন্য কোন উপায় না থাকলে তা ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। (ইযাঃ কোঃ)

هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ

হাযা-হালা-লুঁও অহাযা-হারমূল্ লিতাফ্‌তারূ আ'লাল্লা-হিল্ কাযিব্; ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াফ্‌তারূনা

যে, এটা বৈধ, এটা অবৈধ; এতে করে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ

عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۸﴾ وَعَلَى

'আলাল্লা-হিল কাযিবা লা-ইয়ুফ্‌লিহূন্। ১১৭। মাতা-'উন্ ক্বালীলুঁও অ লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১১৮। অ 'আলাল্

করে তারা কল্যাণ পায় না। (১১৭) তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্য, ক্ষণস্থায়ী, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। (১১৮) আমি তো

الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا

লাযীনা হা-দূ হার্‌রাম্‌না-মা-ক্বাছোয়াছ্‌না 'আলাইকা মিন্ ক্ববলু অমা জোয়ালাম্‌না-হুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~

কেবল ইহুদীদের জন্য তা-ই নিষিদ্ধ করেছি যা আপনাকে পূর্বেই জানিয়েছি। আমি জুলুম করি নি, বরং তারাই নিজেদের

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا

আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ১১৯। ছুম্মা ইন্না রব্বাকা লিল্লাযীনা 'আমিলুস্ সূ — য়া-বিজ্বাহা-লাতিন, ছুম্মা তা-বূ

প্রতি জুলুম করেছে। (১১৯) যারা না জেনে মন্দ কর্মে লিপ্ত হয়; তারা যদি তওবা করে ও সংশোধিত হয়, তবে

১৫ ع ৯ ২১ রুকু

مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۰﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ

মিম্ বা'দি যা-লিকা অআছ্‌লাহূ ~ ইন্না রব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগফূরুর রহীম্। ১২০। ইন্না ইব্‌রা-হীমা

নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাদের জন্য অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২০) নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন

كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۲۱﴾ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ

কা-না উম্মাতান্ ক্বা-নিতাল্লিল্লা-হি হানীফা-; অলাম্ ইয়াকু মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ১২১। শা-কিরাল্ লিআন্'উমিহ্;

এক উম্মত। আল্লাহর অনুগত, নিষ্ঠাবান, সে মুশরিকদের দলভুক্ত নয়। (১২১) তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞ;

اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۲۲﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى

ইজ্‌ব্‌তাবা-হু অ হাদা-হু ইলা-ছির-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ১২২। অ আ-তাইনা-হু ফিদ্ দুন্‌ইয়া-হাসানাহ্; অ ইন্নাহূ ফিল্

তিনি তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত সহজ সরল পথে। (১২২) আর আমি তাকে দুনিয়ায় কল্যাণ দিয়েছি,

الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ

আ-খিরতি লামিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্।১২৩। ছুম্মা আওহাইনা ~ ইলাইকা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্‌রা-হীমা

পরকালে পুণ্যবানদের অন্তর্গত। (১২৩) পরে আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করলাম, যেন ইব্রাহীমের মিল্লাতের

আয়াত-১১৯ঃ আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায় যে, তওবার মাধ্যমে কেবল না বুঝে বা অনিচ্ছায় করা গুণাহই মাফ হয় না, বরং যে গুণাহ সচেতনভাবে করা হয় তাও মাফ হয়। কেননা, 'জাহালাত' এর অর্থ মুর্খসুলভ কর্ম-যদিও তা বুঝে করা হয়। (মাঃ কোঃ)।

আয়াত-১২০ঃ (উম্মাতুন) শব্দের এক অর্থ দল বা সম্প্রদায়। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় এবং জাতির গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আঁধার। কারণ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উপর অনেক পরীক্ষা এসেছে, যেমন, নমরূদের অগ্নি, শিশু ইসমাইল ও মাতা হাজেরাকে জনশূন্য ময়দানে রেখে আসার নির্দেশ, পুত্রকে কোরবানী, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তাঁকে উক্ত পদে ভূষিত করেন। সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাঁর দ্বীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। (মাঃ কোঃ)

حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

হানীফা-; অমা কা-না মিনাল্ মুশরিকীন্। ১২৪। ইন্নামা-জু'ইলাস্ সাব্তু 'আলাল্ লাযীনাখ্
একনিষ্ঠ অনুগত হও। সে মুশরিকদের দলভুক্ত নয়। (১২৪) শনিবারের সম্মান করা তো শুধু তাদের উপরই বাধ্যতামূলক ছিল,

اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

তালাফূ ফীহ্ ; অইন্না রব্বাকা লা ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি
যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করত, আপনার রব অবশ্যই তাদের মাঝে মিমাংসা করে দিবেন কিয়ামতের দিন যাতে তারা

يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٥﴾ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ

ইয়াখ্তালিফূন্। ১২৫। উদ্'উ ইলা-সাবীলি রব্বিকা বিল্হিক্মাতি অল্ মাও'ইজোয়াতিল্ হাসানাতি অ জ্বা-দিল্হুম্
মতভেদ করত। (১২৫) আপনি হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আপনার রবের পথে আহ্বান করুন। উত্তমভাবে

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ

বিল্লাতী হিয়া আহ্সান্; ইন্না রব্বাকা হুঅ আ'লামু বিমান্ দ্বোয়াল্লা 'আন্ সাবীলিহী অ হুঅ আ'লামু
তাদের সঙ্গে আলাপ করুন; নিশ্চয়ই বিপথগামীদেরকে আপনার রব বিশেষভাবে চেনেন, এবং পথ প্রাপ্তদেরকেও ভালভাবে

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٦﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ

বিল্মুহ্তাদীন্। ১২৬। অইন্ 'আ-ক্বাব্তুম্ ফা'আ-ক্বিবূ বিমিছ্লি মা 'উক্বিব্তুম্ বিহ্; অলায়িন্ ছবার্তুম্ লাহুঅ
জানেন। (১২৬) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে ততটুকু গ্রহণ করবে, যতটুকু অন্যায় তোমরা পেয়েছে। আর ধৈর্য ধারণ করলে

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٧﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

খইরুল্লিছ্ছোয়া-বিরীন্।১২৭। অছ্বির্ অমা- ছোয়াব্রুকা ইল্লা-বিল্লা-হি অলা- তাহ্যান্ 'আলাইহিম্ অলা-তাকু ফী
ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম। (১২৭) আর আপনি ধৈর্য ধরুন, আপনার ধৈর্য তো আল্লাহর সঙ্গে। তাদের কারণে দুঃখ

ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٨﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۞

দ্বোয়াইক্বিম্ মিম্মা-ইয়াম্কুরূন্। ১২৮। ইন্নাল্লা-হা মা'আল্লাযীনাত্তাক্বও অল্লাযীনা হুম্ মুহ্সিনূন্।
করবেন না; এবং তাদের চক্রান্তে মনক্ষুন্ন হবেন না। (১২৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুত্তাকী এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে আছেন।

ع ১৬ ৯ ২২ রুকু

আয়াত-১২১ ঃ সত্য ধর্মের আদর্শ প্রকাশ করার জন্যই এ রুকুর প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শ-চরিত্রে যে সকল গুণ-গরিমা বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ চারটি গুণের উল্লেখ করে বলছেন যে, তিনি আদর্শ অধিনায়ক, আল্লাহ তা'আলা অনুগত সেবক ও অটল সুদৃঢ়পন্থী মুসলমান ছিলেন এবং শরীক অথবা কুফুরীর সাথে তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিল না। ফলতঃ আদর্শ সত্য দ্বীন প্রচারকের চরিত্রে এ সকল গুণের সমাবেশ থাকা একান্ত জরুরী। আয়াত-১২৩ ঃ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) পৃথিবীতে কোন নতুন দ্বীন আবিষ্কার করেন নি যা গ্রহণে তোমরা এত গড়িমসি করছ। বরং এটা তো তোমাদের সর্বজন স্বীকৃত মহামান্য নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতাদর্শ, তোমরা যার অনুসারী হওয়ার দাবী কর। কিন্তু তোমরা শিরকের মাধ্যমে তাতে বিবর্তন করেছ, অথচ ইব্রাহীম (আঃ) অংশীবাদী ছিলেন না; আর ইহুদীরা অন্যান্য কুসংস্কারের মাধ্যমে তাতে পরিবর্তন আনে।

আয়াত-১২৪ ঃ ইহুদীরা হুযুর (ছঃ) এর নিকট এরূপ প্রতিবাদও জানাত যে, আপনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবী কিভাবে করেন ? অথচ শনিবারের প্রতি যেই বিশেষ সম্মান দেখানো রীতি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে ছিল তা বর্জন করে তৎপরিবর্তে আপনি শুক্রবারই সাব্যস্ত করেছেন। তদুত্তরে বলেছেন যে, শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে ছিল না; বরং তা পরে হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগেই হয়েছিল।

আয়াত-১২৫ ঃ দাওয়াতের মূলনীতি দুটিঃ হিকমত ও উপদেশ। এ দুটি হতে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়। তবে দাওয়াতের কাজে কখনও কখনও এমন লোকদেরও মুখোমুখী হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে বলা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

পারা ১৫

মন্জিল ৪

সূরা বনী ইসরাঈল
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১১
রুকূ ঃ ১২

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

১। সুবহা-নাল্লাযী ~ আস্র- বি'আব্দিহী লাইলাম্ মিনাল্ মাস্জিদিল্ হার-মি ইলাল্ মাস্জিদিল্
(১) মহিমাময় তিনি যিনি স্বীয় বান্দাহকে রাতে ভ্রমন করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকছায় ১;

الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝ وَ

আক্বছোয়াল্লাযী বা-রক্না হাওলাহূ লিনুরিয়াহূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা; ইন্নাহূ হুঅস্ সামী'উল্ বাছীর্। ২। অ
যার চর্তুপার্শ্ব বরকতময় করেছি; যেন আমি তাঁকে কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি, নিশ্চিয়ই তিনি শুনেন, দেখেন। (২) মূসাকে

اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ

আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা অজ্বা'আল্না-হু হুদাল্লিবানী ~ ইস্রা — ঈলা আল্লা-তাত্তাখিযূ মিন্
কিতাব দিলাম, এবং তাকে বনী ইস্রাঈলের পথ প্রদর্শক করেছি- যে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক

دُوْنِىْ وَكِيْلًا ۝ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝ وَ

দূনী অকীলা-। ৩। যুর্‌রিয়্যাতা মান্ হামাল্না-মা'আ নূহ্; ইন্নাহূ কা-না 'আব্দান্ শাকূর-। ৪।-অ
বানিও না। (৩) হে নূহের সঙ্গে যাদেরকে উঠিয়েছি তাদের সন্তানেরা! নিশ্চয়ই সে তো ছিল কৃতজ্ঞ বান্দাহ। (৪) আমি

قَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ

ক্বাদ্বোয়াইনা ~ ইলা-বানী ~ ইস্র — ঈলা ফিল্ কিতা-বি লাতুফ্সিদুন্না ফিল্ আরদ্বি মার্‌রাতাইনি অ
বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তোমরা নিঃসন্দেহে যমীনে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও

টীকা ঃ (১) এখানে নবী কারীম (ছঃ)এর মি'রাজ গমনের ঘটনার প্রতি ইংগিত রয়েছে।

মি'রাজ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রাসূলে কারীম (ছঃ) হাতীমে কা'বা অথবা হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপাথরের নিকটে কোথাও শয়নাবস্থায় ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং ঈমানে পরিপূর্ণ একখানা স্বর্ণ পাত্রে ধৌত করে পূর্ববৎ ঠিক করে দিলেন। অতঃপর গর্ধবের চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে ছোট একটি উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের সওয়ারী যাকে 'বোরাক' বলা হয় সওয়ারী হিসেবে উপস্থিত হল, যার গতিবেগ ছিল দৃষ্টি সীমা রেখার বাইরে। এতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, পথে এক বৃদ্ধার সাথে আমার দেখা হল, আর একটি বস্তু আমাকে ঝুঁকে ডাকছিল এবং আর একটি জীব আমাকে সালাম দিল। রাস্তার তিন জায়গায় আমাকে নামায পড়ানো হয়েছে ঃ ১ম, মদীনায় এবং বলা হয়, এটি আপনার হিজরতগাহ বা প্রবাস স্থান, ২য় সীনাই পর্বতে এবং বলা হয় যে, এটি হযরত মূসা (আঃ) ও আল্লাহর কথাপোকথনের স্থান; ৩য় বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং বলা হয় যে, এখানে হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সে পাথরের ছিদ্রের সাথে আমার বোরাক বাঁধা হল, যেখানে নবীদের সওয়ারী বাঁধা হত। তারপর আযান দেয়া হল, আর জিবরাঈল (আঃ) নবী কারীম (ছঃ)-কে ইমাম বানালেন এবং সমস্ত নবী তাঁর (ছঃ) পেছনে নামায পড়লেন। সেখান থেকে তাঁকে ১ম আসমানে আরোহণ করানো হল, অতঃপর ২য়, ৩য় ও ৪র্থ আসমানে তদ্রূপ সপ্তম আসমান পর্যন্ত নেয়া হল এবং প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলার সময় জিজ্ঞেস করা হত। "কে এবং তোমার সঙ্গে কে?" উত্তরে বলা হত" জিবরাঈল এবং আমার সঙ্গী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)। তিনি সপ্তম আসমানে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দেয়া অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কেও দেখতে পান এবং অন্যান্য আসমানসমূহেও অন্যান্য নবীদের সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আমি বাইতুল মামূরে নামায আদায় করেছি; এটি সেই পবিত্র স্থান যেখানে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা তওয়াফ করেন যারা পুনরায় তওয়াফ করার সুযোগ পান না।

لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝٥ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي

লাতা'লুন্না উলুঅন্ কাবীর –।৫।ফাইযা- জ্বা — য়া ওয়া'দু উলা-হুমা-বা'আছ্না- 'আলাইকুম্ 'ইবাদাল্ লানা ~ উলী
বড় দাম্ভিকতা দেখাবে (২)। (৫) অতঃপর প্রথমটির সময় যখন আসল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার যোদ্ধা

بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝٦ ثُمَّ رَدَدْنَا

বা''সিন্ শাদীদিন্ ফাজ্বা-সূ খিলালাদ্দিয়া-র্; অকা-না অ'দাম্ মাফ্'উলা–। ৬। ছুম্মা রদাদ্না-
বান্দাহ প্রেরণ করেছি, তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংস করেছিল, এটি কার্যকরী ওয়াদা। (৬) পরে আমি তোমাদেরকে তাদের

لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا *

লাকুমুল্ কার্‌রতা 'আলাইহিম্ অআম্‌দাদ্‌না-কুম্ বিআম্‌ওয়া- লিঁও অবানীনা অজ্বা'আল্‌না-কুম্ আক্‌ছার নাফীর-।
ওপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলাম, এবং তোমাদেরকে ধন ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করলাম, এবং তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম।

۝٧ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ قف وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

৭।ইন্ আহ্‌সান্‌তুম্ আহ্‌সান্‌তুম্ লিআন্‌ফুসিকুম্ অ ইন্ আসা'তুম্ ফালাহা-; ফা ইযা-জ্বা — য়া ওয়া'দুল্ আ-খিরতি
(৭) তোমরা সৎকর্ম করলে নিজেদের জন্যই কল্যাণ, মন্দ করলে তাও নিজেদের জন্যই করবে । তার পর যখন দ্বিতীয় সময়

لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا

লিয়াসূ — য়ু উজ্বূহাকুম্ অলিইয়াদ্‌খুলুল্ মাস্‌জ্বিদা কামা-দাখালূহু আউঅলা মার্‌রাতিঁও অলিইয়ুতাব্বিরূ মা-'আলাও
উপস্থিত হল, যেন তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে প্রবেশ করে, যেভাবে তারা প্রথমবার প্রবেশ করেছিল

تَتْبِيرًا ۝٨ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

তাত্‌বীরা-। ৮। 'আসা রব্বুকুম্ আইঁ ইয়ার্‌হামাকুম্ অ ইন্ 'উত্‌তুম্ 'উদ্‌না-। অ জ্বা'আল্‌না- জ্বাহান্নামা
এবং যেন সাধ্যমত বিনাশ করে ফেলে। (৮) তোমাদের রব তোমাদেরকে দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পুনরাবৃত্তি কর, তবে তিনিও

لِلْكٰفِرِينَ حَصِيرًا ۝٩ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

লিল্ কা-ফিরীনা হাছীর-।৯।ইন্না হাযা-ল্ কুরআ-না ইয়াহ্‌দী লিল্লাতী হিয়া আক্‌অমু অ ইয়ুবাশ্‌শিরুল্ মু'মিনী নাল্লা
করবেন; কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে আমি কয়েদখানা করলাম। (৯) নিশ্চয়ই এ কোরআন এমন সুদৃঢ় পথের সন্ধান দেয়

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝١٠ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

যীনা ইয়া'মালূনাছ্ ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ আজ্‌রান্ কাবীরা–।১০।অ আন্নাল্ লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা
এবং এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যারা নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।(১০) আর যারা পরকালের প্রতি

بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١١ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ

বিল্‌আ-খিরতি আ'তাদ্‌না-লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা–।১১।অ ইয়াদ্‌'উল্ ইন্‌সা-নু বিশ্‌শার্‌রি দু'আ — য়াহূ
ঈমান রাখে না, তাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (১১) আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে, যেমন সে

ওয়াকফে লাযেম

ع ১ ১০ ১ রুকু

بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا

বিল্ খইর্; অকা-নাল্ ইন্সা-নু 'আজূলা- ।১২। অ জ্বা'আল্নাল্ লাইলা অন্নাহা-রা আ-ইয়াতাইনি ফামাহাওনা ~
কামনা করে কল্যাণ। মানুষ খুবই চঞ্চল। (১২) আর রাত ও দিনকে আমি দুটি নিদর্শন করেছি; রাতের নিদর্শনকে

آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا

আ-ইয়াতাল্লাইলি অ জ্বা'আল্না ~ আ-ইয়াতান্নাহা-রি মুব্ছিরাতাল্লিতাব্ তাগু ফাদ্ব্লাম্ মির্ রব্বিকুম্ অ লিতা'লামূ
করেছি নিষ্প্রভ ও দিনের নিদর্শনকে করেছি দর্শনযোগ্য, যেন তোমরা আপন রবের অনুগ্রহ খুঁজতে পার, আর যাতে

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٣﴾ وَكُلَّ إِنسَانٍ

'আদাদাস্ সিনীনা অল্হিসা-ব্; অকুল্লা শাইয়্যিন্ ফাছ্ছোয়াল্না-হু তাফ্ছীলা- । ১৩। অকুল্লা ইন্সা-নিন্
তোমরা বছর গণনার হিসাবও জানতে পার; প্রতিটি বস্তু আমি ব্যাখ্যা করেছি। (১৩) আর আমি প্রতিটি মানুষের

أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا *

আল্যাম্না-হু ত্বোয়া —য়িরাহূ ফী উনুক্বিহ্; অনুখ্রিজু লাহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি কিতাবাঁই ইয়াল্ক্ব-হু মান্শূর-।
কৃতকর্মকে তার জন্য গলার হার করে রেখেছি; আর কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য বই বের করব; যা সে খোলা পাবে।

﴿١٤﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٥﴾ مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا

১৪। ইক্ব্‌র' কিতা-বাক্; কাফা-বিনাফ্সিকাল্ ইয়াওমা 'আলাইকা হাসীবা- । ১৫। মানিহ্তাদা- ফাইন্নামা-
(১৪) বই পাঠ কর, আজ তোমার হিসেবের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (১৫) যে সুপথ অবলম্বন করে, তা তো তার

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

ইয়াহ্তাদী লিনাফ্সিহী অ মান্ দ্বোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা-; অলা-তাযিরু ওয়া-যিরাতুঁও ওয়িয্র উখ্র-;
নিজের কল্যাণের জন্যই; যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, সেও তার অমঙ্গলের জন্য হয়; কেউ কারো বোঝা নিবে না; কোন রাসূল

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٦﴾ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا

ওমা-কুন্না মু'আয্যিবীনা হাত্তা-নাব'আছা রসূলা- ।১৬।অইযা ~ আরদ্না ~ আন্ নুহ্লিকা ক্বার্ইয়াতান্ আমার্না-
না পাঠিয়ে শাস্তি দেই না।(১৬) আর যখন আমি ধ্বংস করতে চাই কোন জনপদ তখন বিত্তবানদেরকে সৎকাজের আদেশ করি;

مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

মুত্রাফীহা-ফাফাসাকু ফীহা-ফাহাক্ব্ক্বা 'আলাইহাল্ ক্বওলু ফাদাম্মার্নাহা-তাদ্মীর- ।১৭। অকাম্ আহ্লাক্না-
তখন তারা বিপর্যয় করে; ফলে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া হয়, আর আমি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। (১৭) আর নূহের পর

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫ ঃ অলীদ ইবনে মুগীরা কাফেরদেরকে বলে বেড়াত, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সকল পাপ বহন করে নিব। তখন এই মর্মে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। একদা নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট হযরত খাদীজা (রাঃ) মুশরিকদের মৃত শিশু সন্তানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে না কি জাহান্নামে যাবে? নবী কারীম (ছঃ) বললেন, এ সিদ্ধান্ত তাদের পিতার অনুকূলে হবে- পিতা যদি ভাল হয়, তবে তারা ভাল আর যদি মন্দ হয়, তবে তার মন্দ হবে। পরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশুদের কোন শাস্তি হবে না।

مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ﴿١٨﴾ مَنْ

মিনাল্ ক্বুরূ নি মিম্ বা'দি নূহ্; অকাফা- বিরব্বিকা বিযুনূবি 'ইবাদিহী খবীরম্ বাছীর-। ১৮। মান্

কত জনজীবন আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; আর আপনার রবই তাঁর বান্দাদের পাপ জানার ও দেখার জন্য যথেষ্ট।(১৮) দুনিয়ার

كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ

কা-না ইয়ুরীদুল্ 'আ-জ্বিলাতা 'আজ্জ্বাল্না- লাহূ ফীহা- মা-নাশা — য়ু লিমান্ নুরীদু ছুম্মা জ্বা'আল্না- লাহূ জ্বাহান্নামা

যে কেউ আশু সুখ কামনা করলে যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, সে

يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

ইয়াছ্লা-হা-মায্মূমাম্ মাদ্হূর-। ১৯। অমান্ আর-দাল্ আ-খিরতা অসা'আ-লাহা-সা'ইয়াহা-অ হুঅ

লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। (১৯) আর যে পরকাল চায়, এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং

مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٠﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ

মু'মিনুন্ ফাউলা — য়িকা কা-না সা'ইয়ুহুম্ মাশ্কূরা-।২০। কুল্লান্ নুমিদ্দু হা ~ উলা — য়ি অহা ~ উলা — য়ি মিন্ 'আত্বোয়া — য়ি

সে ঈমানদারও বটে; এমন লোকদের চেষ্টাই স্বীকৃত।(২০) আপনার রবের দান হতে এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করি,

رَبِّكَ ۭ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢١﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى

রব্বিক্; অমা-কা-না 'আত্বোয়া — য়ু রব্বিকা মাহ্জূর-। ২১। উন্জুর্ কাইফা ফাদ্বদ্বোয়াল্না-বা'দ্বোয়াহুম্ 'আলা-

আর আপনার রবের দান কারো জন্য বন্ধ হয় না। (২১) আপনি লক্ষ্য করুন, আমি কিভাবে একদলকে অন্য দলের ওপর

بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢٢﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

বা'দ্ব; অলাল্ আ-খিরতু আক্‌বারু দারজ্বা-তিঁও অআক্‌বারু তাফ্দ্বীলা-। ২২। লা- তাজ্ব'আল্ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, এবং পরকাল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, এবং গুণেও শ্রেষ্ঠ।(২২) তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ স্থির করও না; এমন

اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿٢٣﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

ع ২ ১২ ২ রুকু

আ-খরা ফাতাক্ব্'উদা মায্মূমাম্ মাখ্যূলা-। ২৩। অক্বদ্বোয়া- রব্বুকা আল্লা- তা'বুদূ ~ ইল্লা ~ ইয়্যা-হু

কর যদি, তবে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হবে। (২৩) তোমার রব নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না;

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ

অবিল্ওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-না-; ইম্মা-ইয়াব্লুগন্না 'ইন্দাকাল্ কিবার আহাদুহুমা ~ আও কিলা-হুমা-ফালা-তাক্বুল্

পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন বা উভয়ই বৃদ্ধ হলে তাদের প্রতি উহ্ শব্দ পর্যন্ত বলবে না; এবং

لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

লাহুমা ~ উফ্ফিঁও অলা-তান্হার্হুমা- অক্বুল্ লাহুমা-ক্বওলান্ কারীমা-। ২৪। অখ্ফিদ্ব্ লাহুমা-জ্বানাহায্ যুল্লি

তাদেরকে ধমক দিবে না; তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বলবে। (২৪) এবং তাদের প্রতি সদয় বাহু অবনত করবে এবং

مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ﴿٢٥﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي

মিনার্ রহমাতি অ ক্বুর্ রব্বির্ হাম্হুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী ছোয়াগীর-। ২৫। রব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-ফী

বলবে; হে রব! তাদের প্রতি রহম কর, যেরূপ তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (২৫) রব তোমাদের মনের

نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٦﴾ وَءَاتِ ذَا

নুফূসিকুম্; ইন্ তাকূনূ ছোয়া-লিহীনা ফাইন্নাহূ কা-না লিল্আওঅ-বীনা গফূরা-। ২৬। অ আ-তি যাল্

কথা জানেন, যদি তোমরা নেক্কার হও তবে তিনি তো মনোযোগীদের প্রতি ক্ষমাশীল। (২৬) নিকটাত্মীয়কে তার

الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٧﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ

ক্বুর্বা হাক্ব্ক্বহূ অল্মিস্কীনা অব্নাস্ সাবীলি অলা-তুবায্যির্ তাব্যীর-। ২৭। ইন্নাল্ মুবায্যিরীনা

হক দাও; মিসকীন ও পথিককেও তাদের হক দাও। আর তোমরা অপব্যয় থেকে বিরত থাক। (২৭) নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী

كَانُوٓا إِخْوٰنَ الشَّيٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٨﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ

কানূ ~ ইখ্ওয়া-নাশ্ শাইয়াত্বীন্; অ কা-নাশ্ শাইত্বোয়া-নু লিরব্বিহী কাফূর-। ২৮। অইম্মা-তু'রিদ্বোয়ান্না 'আন্হুমুব্

শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) আর যদি আপনি কখনও তাদের থেকে ফিরে

ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٩﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

তিগ — য়া রহ্মাতিম্ মির্ রব্বিকা তার্জূহা- ফাকুল্ লাহুম্ ক্বওলাম্ মাইসূর-। ২৯। অলা-তাজ্'আল্ ইয়াদাকা

থাকতে চান আপনার রব হতে অনুগ্রহ পাবার আশায়, তাহলে তাদেরকে মিষ্টি কথা বলে দিন। (২৯) আপনি স্কন্ধে আবদ্ধ

مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

মাগ্লূলাতান্ ইলা- 'উনুক্বিকা অলা-তাব্সুত্ব্হা-কুল্লাল্ বাস্ত্বি ফাতাক্ব্'উদা মালূমাম্ মাহ্সূর-।

রাখবেন না আপনার হাতকে আবার সম্পূর্ণ খুলেও দিবেন না। তা হলে আপনি নিন্দিত হবেন এবং নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।

﴿٣٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

৩০। ইন্না রব্বাকা ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্কা লিমাই ইয়াশা — য়ু অইয়াক্বদির্; ইন্নাহূ কা-না বি'ইবাদিহী খবীরম্ বাছীর-।

(৩০) নিশ্চয়ই আপনার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযিক্ বাড়িয়ে দেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন, তিনি বান্দাহ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা।

রুকু ৩ ৪ ৩

﴿٣١﴾ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ

৩১। অলা-তাক্ব্তুলূ ~ আওলা-দাকুম্ খাশ্ইয়াতা ইম্লা-ক্ব্; নাহ্নু নার্যুক্বুহুম্ অ ইয়্যা-কুম্; ইন্না ক্বত্লাহুম্

(৩১) আর অভাবের ভয়ে নিজ সন্তান হত্যা করও না; তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক্ দিই। তাদেরকে হত্যা করা

শানেনুযূল ঃ -আয়াত ২৮ঃ কয়েকজন ছাহাবা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে গিয়ে সওয়ারী প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) উত্তর দিলেন, "আমার নিকট কোন সওয়ার নেই, যার ওপর তোমাদেরকে সওয়ার করাতে পারি।" এতে ছাহাবারা মনক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেলেন, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৩২ ঃ এখানে যিনা হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক ঃ এটি একটি অশ্লীল কাজ। দুইঃ সামাজিক অনাসৃষ্টির প্রসার। মহানবী (ছঃ) বলেছেন, সপ্ত আসমান ও যমীন বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি লা'নত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান হতে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা ও সন্ত্রাসের যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর অধিকাংশের নেপথ্যে রয়েছে অবৈধ ও অবাধ যৌনাচার। (মাঃ কোঃ)

كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا

কা-না খিত্ব্য়ান্ কাবীর-।৩২। অলা-তাক্ব্ রাবুয্ যিনা ~ ইন্নাহূ কা-না ফা-হিশাহ্; অসা — য়া সাবীলা-।৩৩। অলা-
মহাপাপ। (৩২) তোমরা ব্যাভিচারের নিকটেও যেয়ো না, এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ। (৩৩) আর যথার্থ কারণ

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ

তাক্ব্তুলুন্নাফ্সা ল্লাতী হার্‌রমাল্লা-হু ইল্লা-বিল্‌হাক্ব্; অমান্ ক্বুতিলা মাজ্‌লূমান্ ফাক্বদ্ জ্বা'আল্‌না-লিঅলিয়্যিহী
ছাড়া আল্লাহর নিষিদ্ধ কাকেও তোমরা হত্যা করো না, কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার ওয়ারিশকে প্রতিকারের

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٤﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

সুল্‌ত্বোয়া-নান্ ফালা-ইয়ুস্‌রিফ্ ফিল্ ক্বত্‌ল্; ইন্নাহূ কা-না মান্‌ছূরা-।৩৪। অলা-তাক্ব্‌রাবূ মা-লাল্ ইয়াতীমি
অধিকার দিয়েছি, তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত।(৩৪) প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

ইল্লা-বিল্লাতী হিয়া আহসানু হাত্তা-ইয়াব্‌লুগা আশুদ্দাহূ অআওফূ বিল্ 'আহ্‌দি ইন্নাল্ 'আহ্‌দা কা-না
ছাড়া এতীমের সম্পদের নিকটে যেয়ো না, তোমরা ওয়াদা পূর্ণ করবে, নিশ্চয়ই ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা

مَسْئُولًا ﴿٣٥﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

মাস্‌ঊলা-।৩৫। অআওফুল্ কাইলা ইযা কিল্‌তুম্ অযিনূ বিল্‌কিস্‌ত্বোয়া- সিল্ মুস্‌তাক্বীম্; যা-লিকা খাইরুঁও
হবে। (৩৫) আর তোমরা মাপার সময় পূর্ণ মাপ দিবে, সঠিক পাল্লায় ওজন দিও; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, আর এর

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ

অ আহ্‌সানু তা"ওয়ীলা-।৩৬। অলা-তাক্ব্‌ফু মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্‌ম্; ইন্নাস্ সাম্'আ অল্ বাছোয়ারা অল্
পরিণাম ফল ভাল।(৩৬) তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করও না, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, কর্ণ, চক্ষু ও মনসহ প্রত্যেকটির

الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٧﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ

ফুওয়া-দা কুল্লু উলা — য়িকা কা-না 'আন্‌হু মাস্‌ঊলা-।৩৭। অলা-তাম্‌শি ফিল্ আর্‌দ্বি মারহান্ ইন্নাকা
ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৭) আর তুমি যমীনে দম্ভভরে চলো না, তুমি যমীনকে না বিদীর্ণ করতে

لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٨﴾ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ

লান্ তাখ্‌রিক্বাল্ আর্‌দ্বোয়া অ লান্ তাব্‌লুগাল্ জ্বিবা-লা তূ্লা।৩৮। কুল্লু যা-লিকা কা-না সাইয়্যিয়ুহূ 'ইন্‌দা
পারবে আর না তুমি পাহাড়ের শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারবে। (৩৮) এ সকল অন্যায় কাজ আপনার রবের নিকট

رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٩﴾ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ

রব্বিকা মাক্‌রূহা-।৩৯। যা-লিকা মিম্মা ~ আওহা ~ ইলাইকা রব্বুকা মিনাল্ হিক্‌মাহ্; অলা-তাজ্‌'আল্ মা'আল্
অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা সেই হিকমতের কথা যা আপনার রব আপনার কাছে প্রেরণ করলেন, আর আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য

اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٤٠﴾ اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ

লা-হি ইলা-হান্ আ-খরা ফাতুল্‌ক্বা-ফী জ্বাহান্নামা মালূমাম্ মাদ্‌হূর- । ৪০ । আফাআছ্‌ফা-কুম্ রব্বুকুম্ বিল্‌বানীনা
কাউকে ইলাহ্ স্থির করবেন না, করলে নিন্দিত এবং বিতাড়িত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) রব কি তোমাদেরকে পুত্র

৪ ع ১০ ৪ রুকূ

وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ

অত্তাখাযা মিনাল্ মালা — য়িকাতি ইনা-ছা-; ইন্নাকুম্ লাতাকূ্লূনা ক্বওলান্ 'আজীমা- । ৪১ । অলাক্বদ্ ছোয়াররফ্‌না ফী
বেছে দিয়েছেন। আর তিনি নিজে ফেরেশ্‌তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা জঘণ্য কথা বলছ। (৪১) এ কোরআনে

هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ

হা-যাল্ কু্‌রআনি লিইয়ায্‌যাক্কারূ-; অমা ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা-নুফূর- । ৪২ । কুল্লু লাও কা-না মা'আহু ~ আ-লিহাতুন্
বহু বর্ণনা প্রদান করেছি, তাদের উপদেশ গ্রহনার্থে অথচ এতে তাদের কেবল ঘৃণাই বাড়ল। (৪২) বলুন, তাদের কথামত

كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٣﴾ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ

কামা-ইয়াকূ্লূনা ইযাল্ লাব্‌তাগও ইলা-যিল্'আর্‌শি সাবীলা- । ৪৩ । সুব্‌হা-নাহূ অ তা'আ-লা 'আম্মা ইয়াকু্লূনা
তাঁর সঙ্গে আরও ইলাহ্ থাকলে তারা আরশের মালিকের পথ খুঁজে নিত। (১) (৪৩) তিনি তাদের বক্তব্য হতে পবিত্র,

عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٤﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ

'উলুঁওঅন্ কাবীর- । ৪৪ । তুসাব্বিহু লাহুস্ সামা-ওয়া-তুস্ সাব্'উ অল্‌আরদ্ব্ অমান্ ফীহিন্; অইম্ মিন্
বহু উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্তাকাশ, যমীন ও তাদের মধ্যকার সকল বস্তু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু

شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ★

শাইয়িন্ ইল্লা-ইয়ুসাব্বিহু বিহাম্‌দিহী অলা-কিল্লা-তাফ্‌ক্বহূনা তাস্‌বীহাহুম্ ইন্নাহূ কা-না হালীমান্ গফূরা- ।
নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে না; তবে তোমরা সেই বর্ণনা বুঝ না, নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا ﴿٤٥﴾

৪৫ । অ ইযা- ক্বর'তাল্ কু্‌রআ-না জ্বা'আল্‌না-বাইনাকা অবাইনাল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্‌আ-খিরতি হিজ্বা-বাম্
(৪৫) যখন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন তখন আমি আপনাকে ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে গোপন পর্দা

مَّسْتُوْرًا ﴿٤٦﴾ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا

মাস্‌তূর- ।৪৬। অ জ্বা'আল্‌না- 'আলা- কু্লূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আইঁ ইয়াফ্‌ক্বহূহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্‌র-; অ ইয়া-
রেখে দেই। (৪৬) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা দিয়েছি, যেন তারা তা না বুঝে; আর তাদের কর্ণেও বধিরতা। আর আপনি

ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٧﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

যাকার্‌তা রব্বাকা ফিল্ কু্‌রআ-নি অহ্‌দাহূ অল্লাও 'আলা ~ আদ্‌বা-রিহিম্ নুফূর- । ৪৭ । নাহ্‌নু আ'লামু বিমা-
কোরআনে একমাত্র রবের কথা উল্লেখ করলে তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান দিয়ে আপনার

يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ

ইয়াস্‌তামি'উনা বিহী ~ ইয্ ইয়াস্‌তামি'উনা ইলাইকা অইয্ হুম্ নাজ্‌ওয়া ~ ইয্ ইয়াকূলুজ্ জোয়া-লিমূনা ইন্

কথা শ্রবণ করে, তখন কেন শ্রবণ করে তা আমি জানি। যখন পরামর্শ করে চলে যায় তখন জালিমরা বলে, তোমরা তো

تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٤٨﴾ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا

তাত্তাবি'উনা ইল্লা-রজুলাম্ মাসহূর-। ৪৮। উন্‌জুর্ কাইফা দোয়ারবূ লাকাল্ আম্‌ছা-লা ফাদ্বোয়াল্লূ ফালা-

যাদুকরের অনুসরণই করছ। (৪৮) দেখুন, তারা আপনার জন্য কি উপমাসমূহ প্রদান করে, বস্তুতঃ তারা পথভ্রষ্ট, সুতরাং

يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

ইয়াস্‌তাত্বী'উনা সাবীলা- ।৪৯। অ ক্বা-লূ ~ আ ইযা-কুন্না-ই'জোয়া মাঁও অ রুফা-তান্ আইন্না-লা মাব্'উছূনা

তারা পথ পাবে না। (৪৯) আর তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার পর কি নতুন সৃষ্টিরূপে আবার

خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥١﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي

খল্‌ক্বান্ জ্বাদীদা- ।৫০। ক্বুল্ কূনূ হিজ্বা-রতান্ আও হাদীদা-। ৫১। আও খল্‌ক্বম্ মিম্মা-ইয়াক্‌বুরু ফী

সৃজিত হয়ে উঠব? (৫০) বলুন, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন সৃষ্ট বস্তু যা তোমাদের

صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

ছুদূরিকুম্ ফাসাইয়াক্বূলূনা মাইঁয়ু'ঈদুনা- ক্বুলিল্লাযী ফাত্বোয়ারকুম্ আউঅলা মার্‌রতিন্

ধারণায় কঠিন; তখন তারা বলবে, কে আমাদেরে পুনঃ উঠাবে? বলুন, তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

ফাসাইয়ুন্‌গিদ্বূনা ইলাইকা রুয়ূসাহুম্ অইয়াক্বূলূনা মাতা-হুয়া; ক্বুল্ 'আসা ~ আইঁ ইয়াকূনা ক্বরীবা-।

করেছেন, অতঃপর তারা মাথা নাড়িয়ে আপনার সম্মুখে বলবে তা কখন আসবে? বলুন, সম্ভবত তা খুব শীঘ্রই আসবে।

﴿٥٢﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٣﴾ وَقُلْ

৫২। ইয়াওমা ইয়াদ্'উকুম্ ফাতাস্‌তাজ্বীবূনা বিহাম্‌দিহী অতাজুন্নূনা ইল্লাবিছ্‌তুম্ ইল্লা-ক্বলীলা- ।৫৩। অ ক্বুল্

(৫২) সেদিন তোমাদেরকে ডাকলে তোমরা সপ্রশংস সাড়া দিবে, এবং তোমরা মনে করবে যেন অল্প সময়ই ছিলে। ৫৩। আমার

لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ

লি'ইবা-দী ইয়াক্বূলুল্ লাতী হিয়া আহ্‌সান্; ইন্নাশ্ শাইতোয়া-না ইয়ান্‌যাগু বাইনাহুম্ ইন্নাশ্ শাইত্বোয়া-না

বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন উত্তম কথা বলে। নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য উস্কানি দিয়ে

● এক চতুর্থাংশ

ع ৫ ১২ ৫ রুকু

আয়াত-৪৭ ঃ পয়গাম্বররা মানবিক বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জ্বিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর উপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। অতএব, যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের খেলাপ নয়। তবে কাফেররা এখানে যাদুগ্রস্ত দ্বারা পাগল হওয়াকে বুঝাতে চেয়েছে। তাই কোরআন একে অস্বীকার করেছে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৪৯ ঃ হে হাবীব! তারা আপনাকে যাদুগ্রস্ত, পাগল, কবি, গণক ইত্যাদি পদবীতে ভূষিত করা যেমন আশ্চর্যের বিষয় ছিল তার চেয়ে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হল উক্ত অপবাদগুলো প্রমাণের জন্য তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। (মাঃ) কোঃ)

كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ

কা-না লিল্ইন্সা-নি 'আদুওঅম্ মুবীনা–।৫৪। রব্বুকুম্ আ'লামু বিকুম্ ইঁইয়াশা" ইয়ার্হাম্কুম্ আও ইঁইয়াশা"

থাকে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) রব তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন, তিনি ইচ্ছা করলে দয়া অথবা শাস্তি

يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ

ইয়ু'আয্যিব্কুম্ অমা — আর্সাল্না-কা 'আলাইহিম্ অকীলা–।৫৫। অরব্বুকা আ'লামু বিমান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি

দিতে পারেন। আর আমি আপনাকে তাদের যিম্মাদার করে পাঠাই নি। (৫৫) আকাশ ও যমীনের সকলের ব্যাপারে আপনার রবই

وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ٭

অল্আরদ্ব্; অলাক্বদ ফাদ্দ্বোয়াল্না-বা'দ্বোয়ান্ নাবিয়্যীনা 'আলা-বা'দ্বিঁও অআ-তাইনা-দা-যূদা যাবূর–।

ভাল জানেন। আর আমি নবীদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছি, দাউদকে যাবূর প্রদান করেছি।

﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا

৫৬। কুলিদ্'উ ল্লাযীনা যা'আম্তুম্ মিন্ দূনিহী ফালা-ইয়াম্লিকূনা কাশ্ফাদ্ব্ দ্বুর্রি 'আন্কুম্ অলা-

(৫৬) বলুন, তাঁকে ছাড়া যাদের দাবি তোমরা কর, তাদেরকে আহ্বান কর। তারা না তোমাদের দুঃখ দূর করে আর না পরিবর্তন

تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

তাহ্ওয়ীলা-।৫৭। উলা — য়িকা ল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা ইয়াব্তাগূনা ইলা-রব্বিহিমুল্ অসীলাতা আইয়্যুহুম্

করে। (৫৭) তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তাদের রবের কাছে উপায় তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক,

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ٭

আক্ব্রাবু অ ইয়ার্জূনা রহ্মাতাহূ অ ইয়াখ-ফূনা 'আযা-বাহ্; ইন্না 'আযা-বা রব্বিকা কা-না মাহ্যূরা-।

নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং তাঁর দয়া কামনা করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে, নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি ভয়াবহ।

﴿٥٧﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا

৫৮। অ ইম্মিন্ ক্বর্ইয়াতিন্ ইল্লা-নাহ্নু মুহ্লিকূহা- ক্বব্লা ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি আও মু'আয্যিবূহা- 'আযা-বান্

(৫৮) আর এমন কোন জনপদ যে জনপদকে কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করা হবে না অথবা কঠিন শাস্তি প্রদান করা

شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ

শাদীদা-; কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্ত্বূর-।৫৯। অমা-মানা'আনা ~ আন্ নুরসিলা বিল্আ-ইয়া-তি

হবে না। কিতাবে তা-ই লিখিত আছে। (৫৯) আর বিষয়টি কেবল আমাকে নিদর্শন পাঠানো হতে বিরত রেখেছিল যে,

إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ

ইল্লা ~ আন্ কায্যাবা বিহাল্ আউওয়ালূন্; অআ-তাইনা- ছামূদা-ন্না-ক্বতা মুবছিরতান্ ফাজোয়ালামূ বিহা-;

পূর্ববর্তী লোকেরা সে নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ছামূদকে শিক্ষাপ্রদ উষ্ট্রী প্রদান করেছি, কিন্তু তারা তার প্রতি

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۝٥٩ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ

অমা- নুরসিলু বিল্আ-ইয়া-তি ইল্লা-তাখ্ওয়ীফা- । ৬০ । অইয্ কুল্না- লাকা ইন্না রব্বাকা আহা-ত্বোয়া বিন্না-স্;
জুলুম করল । ভীতির জন্যই নিদর্শন পাঠাই । (৬০) স্মরণ করুন, আমি যখন আপনাকে বললাম রব মানুষকে বেষ্টন

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ

অমাজ্বা'আল্নার্ রু''ইয়াল্লাতী ~ আরইনা-কা ইল্লা-ফিত্নাতাল্ লিন্না-সি অশ্শাজ্বারতাল্ মাল্'উনাতা
করে আছেন । যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে অভিশপ্ত গাছটি শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য ।

فِي الْقُرْاٰنِ ۭ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝٦٠ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ

ফিল্ কুরআ-নু অনুখওয়্যিফুহুম্ ফামা-ইয়াযীদুহুম্ ইল্লা-ত্বুগ্ইয়া-নান্ কাবীর- । ৬১ । অইয্ কুল্না-লিল্মালা — য়িকাতিস্
আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তুএতে তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পায় । (৬১) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম,

রুকু ৬ / ৮ / ৬

اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا

জ্বদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~ ইল্লা ~ ইব্লীস্; ক্বা-লা আ আস্জ্বদু লিমান্ খলাক্ব্তা ত্বীনা- ।
আদমকে সেজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল ইবলীস ছাড়া । সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যে মাটি হতে তৈরি ।

۝٦١ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۡ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

৬২ । ক্বা-লা আরইতাকা হা-যাল্লাযী কার্রম্তা 'আলাইয়্যা লায়িন্ আখ্খরতানি ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি
(৬২) সে বলল, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা প্রদান করলেন; যদি কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ প্রদান করেন, তবে আমি

لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٦٢ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ

লাআহ্তানিকান্না যুর্রিয়্যাতাহূ ~ ইল্লা-ক্বলীলা- । ৬৩ । ক্বা-লায্ হাব্ ফামান্ তাবি'আকা মিন্হুম্ ফাইন্না জ্বাহান্নামা
তার সকল সন্তানকে আমার আয়ত্বে নিয়ে আসব কয়েকজন ছাড়া । (৬৩) 'বললেন, যাও! যারা তোমার আনুগত্য করবে,

جَزَاۗؤُكُمْ جَزَاۗءً مَّوْفُوْرًا ۝٦٣ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ

জ্বাযা — য়ুকুম্ জ্বাযা — য়াম্ মাওফূর- । ৬৪ । অস্তাফ্যিয্ মানিস্ তাত্বোয়া'তা মিন্হুম্ বিছোয়াওতিকা অ আজ্লিব্
জাহান্নামই তোমাদের পূর্ণ প্রাপ্য । (৬৪) আর তাদের মধ্যে যাকে পার বিভ্রান্ত কর । তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক

عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۭ وَمَا

'আলাইহিম্ বিখইলিকা অরজ্বিলিকা অশা-রিক্হুম্ ফিল্ আম্ওয়া-লি অল্আওলা-দি অ'ইদ্হুম্; অমা-
বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর । তাদের সম্পদে ও সন্তান সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও ।

আয়াত-৬২ ঃ আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে হযরত আদমকে (আঃ) সিজদা না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শয়তান অভিশপ্ত ও বিদূরিত হয়। ফলে পাপিষ্ঠ ইবলিস ঈর্ষাহ্নিত হয়ে হযরত আদমের বংশধর মানব-জাতিকে বিভ্রান্ত, বিপদগামী করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট যে অবকাশ ও শক্তি প্রার্থনা করেছিল, এ আয়াতে তারই আভাস প্রদান করা হয়েছে।

আয়াত- ৬৬ঃ আল্লাহ তা'আলা এখান থেকে আবার তওহীদের প্রমাণাদির বর্ণনা শুরু করছেন। মুশরিকদের অসদাচরণ সত্ত্বেও আল্লাহর দয়া-দানসমূহ এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহই মানুষের কার্যনির্বাহক এবং তাঁর কার্য-সম্পাদন তখনই প্রমাণিত হয় যখন মানুষ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ও

يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٥﴾ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۗ وَكَفٰى

ইয়া'ইদুহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইল্লা-গুরূর-। ৬৫। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম্ সুল্‌ত্বোয়া-ন্; অ কাফা-

আর শয়তানের দেয়া ওয়াদা ছলনা মাত্র। (৬৫) নিশ্চয়ই আমার বান্দাহদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তাদের

بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٦﴾ رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ

বিরব্বিকা অকীলা-। ৬৬। রব্বুকুমু ল্লাযী ইয়ুয্‌জী লাকুমুল্ ফুল্‌কা ফিল্ বাহ্‌রি লিতাব্‌তাগূ মিন্

রব-ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহক। (৬৬) তোমাদের রব তো তিনি যিনি সাগরে তোমাদের জন্য নৌযান পরিচালনা করেন, যেন

فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ

ফাদ্বলিহ্; ইন্নাহূ কা-না বিকুম রহীমা-। ৬৭। অ ইযা-মাস্‌সাকুমুদ্ব্ দ্বুর্‌রু ফিল্ বাহ্‌রি দ্বোয়াল্লা মান্

অনুগ্রহ খুঁজতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি দয়ালু। (৬৭) যখন সাগরে বিপদে পড়, তখন তিনি ছাড়া অন্য যাদেরকে

تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْاِنْسَانُ

তাদ্'উনা ইল্লা~ইয়্যা-হু ফালাম্মা-নাজ্জা-কুম্ ইলাল্ বার্‌রি আ'রদ্ব্‌তুম্ অকা-নাল্ ইন্‌সা-নু

আহ্বান কর তারা সবই অন্তর্হিত হয়। যখন তিনি স্থলের দিকে মুক্তি দেন, তখন তোমরা পুনরায় বিমুখ হও। মানুষ খুবই

كَفُوْرًا ﴿٦٨﴾ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

কাফূর-। ৬৮। আফাআমিন্‌তুম্ আইঁ ইয়াখ্‌সিফা বিকুম্ জ্বা-নিবাল্ বার্‌রি আও ইয়ুর্‌সিলা 'আলাইকুম্ হা-ছিবান্

অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে প্রোথিত করবেন না, তোমাদের প্রতি কংকর বর্ষাবেন

ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٩﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى

ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ লাকুম্ অকীলা-। ৬৯। আম্ আমিন্‌তুম্ আইঁ ইয়ু'ঈদাকুম্ ফীহি তা-রতান্ উখ্‌র-

না? পরে তোমরা নিজেদের জন্য কার্য নির্বাহক পাবে না; (৬৯) অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত যে,তিনি সেথায় পুনঃ প্রত্যাবর্তন

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا

ফা ইয়ুর্‌সিলা 'আলাইকুম্ ক্বা-ছিফাম্ মিনার্ রীহি ফাইয়ুগ্‌রিক্বকুম্ বিমা-কাফার্‌তুম্ ছুম্মা লা-তাজ্বিদূ

করাবেন না, আর তোমাদের উপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করে কুফ্‌রীর কারণে ডুবাবেন না? পরে তোমরা এ বিষয়ে আমার

لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

লাকুম্ 'আলাইনা- বিহী তাবী'আ-। ৭০। অ লাক্বদ কার্‌রাম্‌না-বানী~ আ-দামা অহামাল্‌না-হুম্ ফিল্ বার্‌রি অল্‌বাহ্‌রি

বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৭০) নিশ্চয়ই আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি। এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে

অসহায় হয়ে পড়ে। এরই বিবরণে বলা হচ্ছে, আরবের লোকেরা সাধারণতঃ সমুদ্রগর্ভে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে অভিযান চালায়। সমুদ্র অভিযানে তোমাদের নৌযান ঘূর্ণিবার্তায় পতিত হলে তোমরা যেসব গায়রুল্লাহকে পূজিতে তাদের কেউই থাকে না। বাস্তবে তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের কাছে পৌঁছে না। তখন তোমাদের যে মনোভাব হয় তাতে প্রতীয়মান হয় যে শিরকের অসারতা ও বাতুলতা তোমাদের অন্তরে স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই রক্ষাকারী নেই বলে মনে কর। তা সত্বেও বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার পর আবার শিরকে লিপ্ত হও আল্লাহ তা'আলা এর ওপর সতর্কবাণী জ্ঞাপনপূর্বক বলেছেন, "তবে তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর অন্য কোন গযব প্রেরণ করতে পারবেন না অথবা তোমাদেরকে যমীনে ধসায়ে ফেলতে পারবেন না বা তোমাদের ওপর আকাশ হতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবেন না?

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾ يَوْمَ نَدْعُوا

অ রযাক্ব্‌না-হুম্ মিনাত্ব্‌ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি অফাদ্ব্‌ দ্বোয়াল্‌না-হুম্ 'আলা-কাছীরিম্ মিম্মান্ খলাক্ব্‌না-তাফ্‌দ্বীলা-। ৭১। ইয়াওমা নাদ্'উ
চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি, উত্তম রিয্‌ক দিয়েছি। আমার অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (৭১) সেদিন প্রত্যেককে

كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ

কুল্লা উনা-সিম্ বিইমা- মিহিম্ ফামান্ উতিয়া কিতা-বাহু বিইয়ামীনিহী ফাউলা — য়িকা ইয়াক্ব্‌রয়ূনা কিতা-বাহুম্
তাদের নেতাসহ আহ্বান করব, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তারা স্ব-স্ব আমলনামা পড়বে, তারা সামান্য

৭ ع ১০ ৭ রুকু

وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ

অলা-ইয়ুজ্‌লামূনা ফাতীলা-।৭২। অমান্ কা-না ফী হা-যিহী ~ আ'মা-ফাহুঅ ফিল্ আ-খিরতি আ'মা-অআদ্বোয়াল্লু
পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৭২) আর যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ হবে, সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ হবে এবং পথভ্রষ্ট

سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا

সাবীলা-। ৭৩। অইন্ কা-দূ লা ইয়াফ্‌তিনূনাকা 'আনিল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা লিতাফ্‌তারিয়া 'আলাইনা-
হবে। (৭৩) এরা তো আপনাকে পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তা থেকে, যে অহী আমি দিলাম আপনাকে যেন

غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ

গইরাহূ অইযাল্ লাত্তাখযূকা খলীলা-। ৭৪। অলাওলা ~ আন্ ছাব্বাত্‌না-কা লাক্বদ্ কিত্‌তা তার্‌কানু
আপনি মিথ্যা আরোপ করেন, তখন তারা আপনাকে বন্ধু পেত।(৭৪) আমি দৃঢ় না রাখলে আপনি তাদের দিকে

اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ

ইলাইহিম্ শাইয়ান্ ক্বলীলা-।৭৫। ইযাল্লা আযাক্ব্‌না-কা দ্বি'ফাল্ হা ইয়া-তি অদ্বি'ফাল্ মামা-তি ছুম্মা
কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন; (৭৫) যদি এমন হত, তবে আমি আপনাকে ইহ- পরকালে দ্বিগুন শাস্তি ভোগ করাতাম, তখন আমার

لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ

লা-তাজ্বিদু লাকা 'আলাইনা-নাছীরা-। ৭৬। অইন্ কা-দূ লাইয়াস্‌তাফিয্‌যূনাকা মিনাল্ আরদ্বি লিইয়ুখরিজূকা
বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) তারা তো চেয়েছে আপনাকে দেশ হতে বের করতে। আর যদি এরূপ ঘটেই যেতো

مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا

মিনহা- অ ইযাল্লা-ইয়াল্‌বাছূনা খিলা-ফাকা ইল্লা-ক্বলীলা-।৭৭। সুন্নাতা মান্ ক্বদ্ আর্‌সাল্‌না- ক্বব্‌লাকা মির্ রুসুলিনা-
তবে আপনার পর সেখানে স্বল্পকাল টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, এরূপই তাদের

আয়াত-৭১ ঃ এখানে ইমাম অর্থ আ'মলনামাও হতে পারে এবং নেতাও হতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তারা নেতার নাম ধরে ডাকা হবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৭৬ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন হতে মক্কার কাফেররা একদিনের জন্যও মক্কায় শান্তিতে থাকতে পারেনি। দেড় বছর পর বদরের ময়দানে তাদের সত্তরজন নিহত এবং গোটা শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এর পর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধে তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে যায়। অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সমগ্র মক্কা মুকার্‌রামা জয় করেন। এ সবই রাসূল (ছঃ)-কে মক্কা হতে মদীনায় হিজরতে বাধ্য করার কুফল। (মাঃ কোঃ)

ع ৮ ৭ ৮ রুকু

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٨﴾ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ

অলা-তাজিদু লিসুন্নাতিনা- তাহ্ওয়ীলা-। ৭৮। আক্বিমিছ্ ছলা-তা লিদুলূকিশ্ শাম্সি ইলা-গসাক্বিল্

নিয়ম ছিল, আর আপনি আমার নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না। (৭৮) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার

الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ

লাইলি অক্বু-র্আ-নাল্ ফাজ্বর; ইন্না ক্বু-র্আ-নাল্ ফাজ্ রি কা-না মাশ্হূদা-। ৭৯। অমিনাল্ লাইলি

হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করুন এবং ফজরের নামাযও। নিশ্চয়ই ফজরের নামায লক্ষ্যণীয়।(৭৯) আর রাতে তাহাজ্জুদ

فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٨٠﴾ وَقُل

ফাতাহাজ্জাদ্ বিহী না-ফিলাতাল্লাকা 'আসা ~ আইঁ ইয়াব্'অছাকা রব্বুকা মাক্ব-মাম্ মাহ্মূদা-। ৮০। অক্বু-র্

আদায় করবেন। এটা আপনার জন্য আশা যে, আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন। (৮০) আর বলুন,

رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّى مِن

রব্বি আদ্খিল্নী মুদ্খলা ছিদ্ক্বিঁও অ আখ্রিজ্ নী মুখ্রাজ্বা ছিদ্ক্বিঁও অজ্ব'আল্লী মিল্

হে আমার রব! আমাকে উত্তমভাবে (মদীনায়) দাখিল করুন এবং উত্তমভাবে (মক্কা হতে) বের করুণ। আর আমার জন্য আপনার

لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨١﴾ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ الْبَٰطِلَ كَانَ

লাদুন্কা সুল্ত্বোয়া-নান্ নাছীরা-। ৮১। অক্বুল্ জ্বা — য়াল্ হাক্ব্ ক্বু অযাহাক্বাল্ বা-ত্বিল্; ইন্নাল্ বা-ত্বিলা কা-না

নিকট থেকে আর সাহায্যকারী শক্তি প্রদান করুন। (৮১) আর বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত। নিশ্চয়ই মিথ্যা তো

زَهُوقًا ﴿٨٢﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ

যাহূক্ব-।৮২। অনুনায্যিলূ মিনাল্ ক্বু-র্আ-নি মা-হুঅ শিফা — য়ুঁও অ রহ্মাতুল্লিল্ মু'মিনীনা অলা-ইয়াযীদুজ্

দূরীভূত হবেই। (৮২) আর আমি কোরআন এমন সময় অবতীর্ণ করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, আর এটি

الظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٣﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ ۖ

জোয়া-লিমীনা ইল্লা-খসা-র-।৮৩। অইযা ~ আন'আম্না- 'আলাল, ইন্সা-নি আ'রদ্বোয়া অনায়া-বিজ্বা-নিবিহী

জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৮৩) আর আমি যদি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তবে সে বিমুখ হয়ে দূরে সরে যায়;আর

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا ﴿٨٤﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ

অইযা-মাস্সাহুশ্ শার্রু কা-না ইয়ায়ূসা-।৮৪। ক্বুল্ কুল্লুঁই ইয়া'মালূ 'আলা-শা-কিলাতিহ্; ফারব্ব্ কুম্ আ'লামু

অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন, প্রত্যেকে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে; তার রব

ع ৯ ৭ ৯ রুকু

بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٥﴾ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى

বিমান হুঅ আহ্দা সাবীলা-। ৮৫। অইয়াস্য়ালূনাকা 'আনির্ রূহ্; ক্বুলির্ রূহু মিন্ আম্রি রব্বী

তাকে ভালভাবে জানেন, যে সঠিক পথে চলে। (৮৫) তারা 'রূহ্' সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে; বলুন, রূহ আমার রবের

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٦﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ

অমা ~ উতীতুম্ মিনাল্ 'ইল্মি ইল্লা-ক্বালীলা-। ৮৬। অলায়িন্ শি'না-লানায্হাবান্না বিল্লাযী ~
নির্দেশ মাত্র। তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে। (৮৬) আমি চাইলে আপনার প্রতি অবতারিত অহী

أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٧﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ

আওহাইনা ~ ইলাইকা ছুম্মা লা-তাজ্বিদু লাকা বিহী 'আলাইনা-অকীলা-। ৮৭। ইল্লা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিক্; ইন্না
প্রত্যাহার করতে পারি, এতে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবেন না। (৮৭) হাঁ, আপনার রবের অনুগ্রহ থাকলে;

فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن

ফাদ্ব্লাহূ কা-না 'আলাইকা কাবীরা-। ৮৮। ক্বুল্ লায়িনিজ্ তামা'আতিল্ ইন্সু অল্জ্বিন্নু 'আলা ~ আইঁ
তাঁর বড় রহমত আপনার প্রতি আছে। (৮৮) বলুন, এ কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনার জন্য যদি তোমরা সকল

يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا *

ইয়া''তূ বিমিছ্লি হাযা-ল্ ক্বুর্আ-নি লা ইয়া''তূনা বিমিছ্লিহী অলাও কা-না বা'দ্বুহুম্ লিবা'দ্বিন্ জোয়াহীরা-।
মানুষ ও জ্বিন পরস্পরকে সাহায্য করেও তথাপি তারা কখনও অনুরূপ কোরআন রচনা করে আনতে সক্ষম হতে পারবে না।

﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ

৮৯। অ লাক্বদ্ ছোয়ার্রাফ্না-লিন্নাসি ফী হা-যাল্ ক্বুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিন্ ফাআ-বা ~ আক্ছারুন্
(৮৯) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার উপমা বর্ণনা করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অন্য কিছু স্বীকার

ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٠﴾ وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ

না-সি ইল্লা-কুফূর-। ৯০। অক্বা-লূ লান্নু''মিনা লাকা হাত্তা-তাফ্জু্রা লানা-মিনাল্ আর্দ্বি
করেনি কুফরী করা ছাড়া। (৯০) আর তারা বলল, আমরা কখনোই ঈমান আনয়ন করব না মাটি হতে প্রস্রবণ

يَنۢبُوعًا ﴿٩١﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا

ইয়াম্বূ 'আ-। ৯১। আও তাকূনা লাকা জ্বান্নাতুম্ মিন্ নাখীলিঁও অ 'ইনাবিন্ ফাতুফাজ্জ্বিরল্ আন্হা-র খিলা-লাহা-
প্রবাহিত করা ছাড়া। (৯১) অথবা খেজুর বা আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকবে আর তুমি সে বাগানে বহু নহর প্রবাহিত

تَفْجِيرًا ﴿٩٢﴾ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَ

তাফ্জ্বীর-।৯২।আও তুস্ক্বিতোয়াস্ সামা — য়া কামা-যা'আম্তা 'আলাইনা- কিসাফান্ আও তা''তিয়া বিল্লা-হি অল্
করে দেবে। (৯২) অথবা তোমার বর্ণনানুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলবে কিংবা আল্লাহ ও

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯০ ঃ আবু জাহেল, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি উমাইয়া, অলীদ, আসওয়াদ ও আবুল বোখতরী প্রমুখ কাফেররা একদা হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে এসে বলল, 'তুমি নিজ ভাই বেরাদার ও বংশধরের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছে। আমাদের বড় জনদেরকে গালিগালাজ এবং উপাস্যদের নানা ভাবে বদনাম করেছে। এখন তা হতে নিবৃত্ত হও। এর বিনিময়ে যদি ধনরত্ন চাও তবে তোমাকে সর্বাধিক বড় ধনী করে দিব, আর যদি মান-সম্মানের চাও, তবে তোমাকে আমাদের সর্দার করব। আর তুমি যদি এসব কথোপকথন কোন দুঃস্বপ্নের বশবর্তী হয়ে থাক, তবে আস তোমাকে কোন গুণবন্তের কাছে নিয়ে যাই, যে তোমাকে মন্ত্র দীক্ষায় সুস্থ

الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ۚ

মালা — য়িকাতি ক্বাবীলা-।৯৩।আও ইয়াকূনা লাকা বাইতুম্ মিন্ যুখ্রুফিন্ আও তারক্বা- ফিস্ সামা — য়;
ফেরেশতাদেরকে সামনে আনবে। (৯৩) অথবা স্বর্ণ নির্মীত কোন ঘর থাকবে, অথবা আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু

وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ

অলান্ নু'মিনা লিরুকুব্বিয়িকা হাত্তা-তুনায্যিলা 'আলাইনা-কিতা-বান্ নাক্ব্রয়ুহু; ক্বুল্ সুব্হা-না রব্বী হাল্
তোমার আরোহণ করাকেও কখনও বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না আমাদের জন্য পঠনযোগ্য কিতাব না দাও। বলুন, পবিত্র

১০ ع ৯ ১০ রুকু

كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْٓا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى

কুন্তু ইল্লা-বাশারর্ রসূলা-।৯৪। অমা-মানা'আন্না-সা আইঁ ইয়ু"মিনূ ~ ইয্ জ্বা — য়াহুমুল্ হুদা ~
আমার রব। আমি একজন মানুষ, একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নই। (৯৪) হেদায়েত আসলে ঈমান হতে লোকদেরকে

إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ

ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ ~ আবা'আছাল্লা-হু বাশারর্ রসূলা-।৯৫। ক্বুল্ লাও কা-না ফিল্ আর্দ্বি মালা — য়িকাতুইঁ
বিরত রাখে শুধু এ উক্তিটি, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠালেন'? (৯৫) বলুন, ফেরেশতারা যদি নিশ্চিন্ত মনে ভূপৃষ্ঠে

يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ

ইয়াম্শূনা মুত্বমায়িন্নীনা লানায্যাল্না-'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা — য়ি মালাকার্ রসূলা-।৯৬। ক্বুল্ কাফা-বিল্লা-হি
বিচরণ করত তবে আমি আকাশ হতে ফেরেশতাকেই প্রেরণ করতাম রাসূল করে। (৯৬) বলুন, আমার ও তোমাদের

شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ

শাহীদাম্ বাইনী অবাইনাকুম্; ইন্নাহূ কা-না বি'ইবা-দিহী খবীরাম্ বাছীর-।৯৭। অমাইঁ ইয়াহ্ দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্
মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তিনি বান্দাদেরকে জানেন, দেখেন। (৯৭) আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই পথপ্রাপ্ত হয়।

الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ

মুহ্তাদি অ মাইঁ ইয়ুদ্বলিল্ ফালান্ তাজ্বিদা লাহুম্ আউলিয়া — য়া মিন্ দূনিহ্; অ নাহ্শুরুহুম্ ইয়াওমাল্
আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট করেন, তবে আপনি কখনও তাঁকে ছাড়া আর কাকেও তাদের অভিভাবক পাবেন না। আমি কিয়ামতে তাদেরকে

الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۖ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ

ক্বিয়া-মাতি 'আলা-উজ্বূহিহিম্ উম্ইয়াঁও অবুক্মাঁও অছুম্মা-; মা''ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; কুল্লামা-খবাত্ যিদ্না-হুম্
অন্ধ, মূক ও বধির রূপে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করব। তাদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তা সামান্য নিস্তেজ হবে,

করে তুলবে, তখন হুযূর (ছঃ) বললেন, "এসব কিছু তোমাদের কল্পনা মাত্র, আমি বাস্তবে আল্লাহর রাসূল।" এ বলে হুযূর (ছঃ) উঠে রওয়ানা দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া তাঁর সঙ্গে চলতে চলতে বলল, আচ্ছা, হে মুহাম্মদ (ছঃ) তুমি তো আমাদের কোন কথাই রাখলে না, তবে আমি বলি, যে পর্যন্ত তুমি আমার সম্মুখে সোপান যোগে আকাশে না চড় এবং সেখান থেকে চার ফেরেশতা সাক্ষী হিসেবে এবং তোমার নবুওয়তের স্বীকৃতি পূর্ণ একটি কিতাব সঙ্গে করে না আনতে পার ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথার ওপর নির্ভর করে তোমাকে কখনও রাসূল মেনে নিব না। অতঃপর হুযুর (ছঃ) বিমর্ষ হয়ে চলে আসলে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

سَعِيْرًا ﴿٩٨﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ

সা'ঈ রা- ।৯৮। যা-লিকা জ্বাযা — য়ুহুম্ বিআন্নাহুম্ কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা- অক্ব-লূ আইযা- কুন্না- 'ইজোয়া-মাঁও অ
বাড়িয়ে দিব। (৯৮) তা-ই তাদের প্রাপ্য। কেননা, তারা আমার নিদর্শন মানেনি এবং বলেছে, আমাদের অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও

رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٩﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ

রুফা-তান্ আইন্না লামাব্'উছূনা খল্ক্বান্ জ্বাদীদা-।৯৯। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা- হাল্লাযী খলাক্বস্
কি নতুন সৃষ্টিরূপে আমরা পুনরুত্থিত হব? (৯৯) তারা কি দেখে না, যে আল্লাহ্ আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন,

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া ক্ব-দিরুন্ 'আলা ~ আইঁ ইয়াখ্লুক্ব মিছ্লাহুম্ অজ্বা'আলা লাহুম্ আজ্বালাল্লা-রইবা
তিনি তদ্রূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি তাদের জন্য কাল নির্ধারণ করেছেন, যাতে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

فِيْهِ ط فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿١٠٠﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ

ফীহ্ ; ফাআবাজ্ জোয়া-লিমূনা ইল্লা-কুফূর-।১০০। ক্বু-ল্ লাও আন্তুম্ তাম্লিকূনা খাযা — য়িনা রহ্মাতি
তথাপি জালিমরা কুফ্‌রীতেই লিপ্ত রয়েছে। (১০০) বলুন, তোমরা যদি আমার রবের দয়ার অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক

رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ط وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠١﴾ وَلَقَدْ

১১ ع ৭ ১১ রুকু

রব্বী ~ ইযাল্ লাআম্সাক্তুম্ খাশ্ইয়াতাল্ ইন্ফা-ক্ব; অকা-নাল্ ইন্সা-নু ক্বাতূর-।১০১। অ লাক্বদ
হতে, তবে ব্যয় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তা অবশ্যই ধরে রাখতে; আসলে মানুষ অত্যন্ত কৃপণ। (১০১) আর আমি

اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ

আ-তাইনা মূসা- তিস্'আ 'আ-ইয়া-তিম্ বাইয়িনা-তিন্ ফাস্য়াল্ বানী ~ ইস্র — ঈলা ইয্ জ্বা — য়াহুম্ ফাক্ব-লা লাহূ
মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছিলাম, বনী ইস্রাঈলকে প্রশ্ন করে দেখুন। সে তাদের কাছে আসলে ফেরাউন বলল,

فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠٢﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ

ফির্'আউনু ইন্নী লাআজুন্নুকা ইয়া- মূসা- মাস্হূরা-।১০২। ক্ব-লা লাক্বদ্ 'আলিম্তা মা ~ আন্যালা
হে মূসা! আমি তো মনে করি নিঃসন্দেহে তোমাকে কেউ যাদু করেছে। (১০২) মূসা বলল, তুমি তো অবশ্যই জান, এ

اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ج وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا*

হা ~ উলা — য়ি ইল্লা-রব্বুস্ সামা-ওয়া- তি অলআর্দ্বি বাছোয়া — য়িরা অইন্নী লা আজুন্নুকা ইয়া-ফির্'আউনু মাছ্বূর-।
নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রবই প্রমাণরূপে প্রদান করেছেন। হে ফেরাউন! আমার ধারণা, তুমি নিশ্চিন্ত ধ্বংসমুখী।

আয়াত-১০০ ঃ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারেও মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে, কাকেও দিবে না এই আশংকায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। থানভী (রঃ) বলেন, এখানে রহমতের অর্থ হল নবুওয়াত রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুওয়াতের উৎকর্ষ সাধন। তা হলে অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা কি চাও যে, নবুওয়াতের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক। যাতে তোমরা ইচ্ছামত নবুওয়াত দান করতে পার। এমতাবস্থায় আগের আয়াতের সাথে এ আয়াতের সামঞ্জস্য এরূপ হবে যে, তোমরা নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম হল, তোমরা আমার নবুওয়াত অস্বীকার করতে চাও। (মাঃ কোঃ)

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। ফাআর-দা আইঁ ইয়াস্তাফিয্যাহুম্ মিনাল্ আরদ্বি ফাআগ্রক্ব্না-হু অমাম্মা'আহূ জ্বামী'আ-।
(১০৩) সে (ফেরাউন) তাদেরকে দেশ থেকে বের করতে চাইল; তখন আমি তাকে সংগীসহ (সমুদ্র গর্ভে) ডুবিয়ে দিলাম।

﴿١٠٤﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ

১০৪। অক্বুল্না-মিম্ বা'দিহী লিবানী ~ ইস্র — ঈলাস্ কুনুল্ আর্দ্বোয়া ফাইযা-জ্বা — য়া
(১০৪) পরে আমি বনী ইস্রাঈলদের বললাম, এ দেশেই বসবাস করতে থাক; পরে আখেরাতের ওয়াদা বাস্তবায়িত

وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٥﴾ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

ওয়া'দুল্ আ-খিরতি জ্বি''না বিকুম্ লাফীফা-।১০৫। অবিল্ হাক্ব্ক্বি আন্যাল্না-হু অবিল্হাক্ব্ক্বি নাযাল্;
হলে তোমাদের সকলকে গুটিয়ে আনব। (১০৫) আর তা সত্যসহ নাযীল করেছি, সত্যসহই নাযীল হয়েছে; আপনাকে

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٦﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ

অমা ~ আর্সালনাকা ইল্লা-মুবাশ্শিরাঁও অ নাযীর-। ১০৬। অ ক্বুর্আ-নান্ ফারক্ব্না-হু লিতাক্ব্রয়াহূ
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। (১০৬) কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করে নাযিল করেছি, যেন মানুষকে

عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٧﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا

'আলান্না-সি 'আলা-মুক্ছিঁও অ নায্যাল্না-হু তান্যীলা-। ১০৭। ক্বুল্ আ-মিনূ বিহী ~ আওলা- তু''মিনূ
থেমে থেমে পাঠ করান; আর আমি তা ক্রমশঃ নাযিল করেছি, (১০৭) বলুন, তোমরা এ কোরআনকে বিশ্বাস কর বা না

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ

ইন্নাল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা মিন্ ক্ব্বলিহী ~ইযা-ইয়ুত্লা- 'আলাইহিম্ ইয়াখিররূনা লিল্আয্ক্বা-নি
কর; ইতোপূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের সামনে যখন তা পাঠ করা হত তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে

سُجَّدًا ﴿١٠٨﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٩﴾ وَيَخِرُّوْنَ

সুজ্জাদা-। ১০৮। অ ইয়াক্বূলূনা সুব্হা-না রব্বিনা ~ ইন্ কা-না ওয়া'দু রব্বিনা-লামাফ্'উলা-। ১০৯। অইয়াখিররূনা
পড়ত।(১০৮) আর বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদাই বাস্তব। (১০৯) এবং তারা

لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١١٠﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ

(সেজ্দা)

লিল্আয্ক্বা-নি ইয়াব্কূনা অইয়াযীদুহুম্ খুশূ 'আ-। ১১০। ক্বু লিদ্'উল্লা-হা আওয়িদ্'উর্ রহ্মা-ন্;
কেঁদে লুটিয়ে পড়ে। এটি তাদের বিনয় বাড়িয়ে দেয়। (১১০) বলুন, তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ' বলেই ডাক বা 'রাহমান' বলেই ডাক;

اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

আইয়া-ম্মা- তাদ্'উ ফালাহুল্ আস্মা — য়ুল্ হুস্না-অলা-তাজ্ব্হার্ বিছলা-তিকা অলা-তুখ-ফিত্ বিহা-
যে নামেই ডাক, সুন্দর নাম তো একমাত্র তাঁরই। আর স্বীয় নামাযে কেরাত উচ্চৈঃস্বরেও পড়বে না, আবার ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না;

ওয়াক্বফে গায়েব

সিজদাহ-৪

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١١﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ

অব্তাগি বাইনা যা-লিকা সাবীলা-। ১১১। অকু্লিল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী লাম্ ইয়াত্তাখিয্ অলাদাঁও অ লাম্

মাঝামাঝি পন্থা বলম্বন কর। (১১১) বলুন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি কোন সন্তান গ্রহন করেন নি, সার্বভৌমত্বে

১২ ع ১১ ১২ রুকু

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

ইয়াকুল্ লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্কি অলাম্ ইয়াকুল্ লাহূ অলিয়্যু ম্মিনায্যুল্লি অকাব্বির্হু তাক্বীর-।

তাঁর কোন শরীক নেই তাঁর কোন দুর্বলতা নেই, যার কারণে তাঁর কোন অভিভাবক থাকতে পারে, আর তাঁরই মহত্ব ঘোষণা কর।

সূরা কাহ্ফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১০
রুকূ ঃ ১২

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী ~ আন্যালা 'আলা 'আবদিহিল্ কিতা-বা অ লাম্ ইয়াজ্'আল্ লাহূ 'ইওয়াজ্বা-।

(১) প্রশংসা আল্লাহর, যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করলেন, এবং তাতে তিনি কোন বক্রতা রাখেন নি;

قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

২। ক্বাইয়্যিমাল্ লিইয়ুন্যির বা'সান্ শাদীদাম্ মিল্লাদুন্হু অইয়ুবাশ্ শিরাল্ মু'মিনীনাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাছ্

(২) বরং একে সুদৃঢ় করেছেন যেন তাঁর কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করে এবং সুসংবাদ দেয় মু'মিনদেরকে, যারা নেক

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٣﴾ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٤﴾ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ

ছোয়া-লিহা-তি আন্না লাহুম্ আজ্ব্রান্ হাসানা-। ৩। মা-কিছীনা ফীহি আবাদা-।৪। অইয়ুন্যিরল্লাযীনা

আমল করে তাদের জন্য উত্তম পাওনা রয়েছে; (৩) তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে; (৪) আর সতর্ক করবে তাদেরকে,

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٥﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً

ক্বা-লুত্তাখযাল্লা-হু অলাদা-।৫। মা-লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্মিঁও অলা- লিআ-বা — য়িহিম্; কাবুরত্ কালিমাতান্

যারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন'। (৫) এটি না তাদের জানা আছে, আর না পিতৃপুরুষের জানাছিল; তাদের

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٦﴾ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ

তাখ্রুজু্ মিন্ আফ্ওয়া-হিহিম্; ইঁইয়াকু্ লূনা ইল্লা-কাযিবা-। ৬। ফালা'আল্লাকা বা-খি'উন্নাফ্সাকা 'আলা ~

মুখনিঃসৃত বাক্য কি মারাত্মক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে থাকে। (৬) সম্ভবতঃ আপনি তাদের পিছনে আপনার নিজের

ফযীলত ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাতে অত্র সূরা তেলাওয়াত করছিল আর এমন সময় তাঁর ঘোড়াটি ভীষন লাফালাফি শুরু করে দিল। অগত্যা সে উপরের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল যে, একটি নূরের আলো। সকালে সে হুযূর (ছঃ) কে বললে তিনি বললেন, তুমি এটি পড়তে থাক, কারণ এটি মন-সান্ত্বনার আলো, যা উক্ত সূরা পড়াতে নাযিল হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে বা দিনে এ সূরা পাঠ করবে তার জন্য তাঁর পাঠের স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত একটি আলোক প্রদীপ দেয়া হবে এবং সে শুক্রবার হতে পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত আরও অধিক তিন দিনের পাপ মাফ করে দেয়া হবে এবং সত্তরজন ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫ ঃ কাফেরদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, গুণিজনেরা গায়েব জানে। এর অস্বীকার পূর্বক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝٧ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ

আ-ছা-রিহিম্ ইল্ লাম্ ইয়ু'মিনূ বিহা-যাল্ হাদীছি আসাফা-। ৭। ইন্না- জ্বা'আল্না-মা- 'আলাল্ আর্দ্বি
জীবনটাই শেষ করবেন যদি তারা এ কথা বিশ্বাস না করে। (৭) যমীনে যা কিছু আছে, আমি তার জন্য শোভা করেছি;

زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٨ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا

যীনাতাল্লাহা-লিনাব্লুঅহুম্ আইয়্যুহুম্ আহ্সানু 'আমালা-। ৮। অইন্না-লাজ্বা-'ইলূনা মা-'আলাইহা-ছোয়া'ঈদান্
যেন আমি তাদের মাঝে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করতে পারি। (৮) আর তার ওপরের সকল বস্তুকে শূন্য ময়দানে

جُرُزًا ۝٩ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

জু্রুযা-।৯।আম্ হাসিব্তা আন্না আছ্হা-বাল্ কাহ্ফি অর্রক্বীমি কা-নূ মিন্ আ-ইয়া-তিনা- 'আজ্বাবা-
পরিণত করব। (৯) আপনি কি গুহার অধিবাসী ও রাকীমের অধিবাসীদের আমার বিস্ময়কর নিদর্শন বলে মনে করেন?

۝١٠ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا

১০। ইয্ আওয়াল্ ফিত্ইয়াতু ইলাল্ কাহ্ফি ফাক্বা-লূ রব্বানা ~ আ-তিনা-মিল্লাদুন্কা রাহ্মাতাঁও অহাইয়্যি' লানা-
(১০) যখন যুবকরা গুহায় গিয়ে বলল, হে আমাদের রব! তোমার থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দাও, আমাদের কার্য যথাযথ

مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١١ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١٢ ثُمَّ

মিন্ আম্রিনা- রশাদা-। ১১। ফাদ্বোয়ারব্না-'আলা ~ আ-যা- নিহিম্ ফিল্ কাহ্ফি সিনীনা 'আদাদা-। ১২। ছুম্মা
হওয়ার ব্যবস্থা কর। (১১) অতঃপর আমি তাদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত গুহায় ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (১২) অতঃপর

১ ع ১২ ১৩ রুকু

بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝١٣ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

বা'আছ্না-হুম্ লিনা'লামা আই ইয়ুল্ হিয্বাইনি আহ্ছোয়া-লিমা-লাবিছূ ~ আমাদা-। ১৩। নাহ্নু নাকু্ছ্ছু 'আলাইকা
তাদেরকে জাগালাম, যেন জানি যে, দু দলের মধ্যে কে অবস্থানকাল নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। (১৩) আপনার কাছে তাদের বর্ণনা

نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝١٤ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

নাবায়াহুম্ বিল্হাক্ব; ইন্নাহুম্ ফিত্ইয়াতুন্ আ-মানূ বিরব্বিহিম্ অযিদ্না-হুম্ হুদা-। ১৪। অ রবাত্ব্না- 'আলা-ক্বু্লূ বিহিম্
যথাযথ দিচ্ছি ; তারা ছিল যুবক, রবের প্রতি বিশ্বাসী, তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করলাম। (১৪) তাদের মন শক্ত করলাম;

إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا

ইয্ ক্বা-মূ ফাক্বা-লূ রব্বুনা-রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি লান্ নাদ্'উঅ মিন্ দূনিহী ~ ইলা-হাল্
তারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের রব আসমান যমীনের রব। আর কখন ও তাকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ আহ্বান

لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۝١٥ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ

লাক্বদ্ ক্বু্ল্না ~ ইযান্ শাত্বোয়াত্বোয়া-। ১৫। হা ~ উলা —য়ি ক্বওমুনাত্তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~আ-লিহাহ; লাওলা- ইয়া'তূনা
করব না, করলে অত্যন্ত গর্হিত হব; (১৫) এরা তো আমাদেরই জাতি, এরা তাঁকে ছেড়ে বহু ইলাহ্ বানিয়েছে, কেন তারা

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؐ وَاِذِ

'আলাইহিম্ বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ বাইয়িনিন্; ফামান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তার– 'আলাল্লা-হি কাযিবা- । ১৬। অ ইযি"

স্পষ্ট প্রমাণ আনে না? তবে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করে? (১৬) যখন

اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ

তাযাল্তুমূহুম্ অমা-ইয়া'বুদূনা ইল্লাল্লা-হা ফা"য়ূ ~ ইলাল্ কাহ্ফি ইয়ান্শুর্ লাকুম্ রব্বুকুম্ মির্

তাদের ও আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ্ থেকে ভিন্ন হয়েছ। তখন গুহায় আশ্রয় লও, রব তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন

رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ؑ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ

রহ্মাতিহী অ ইয়ুহাইয়ি"য়ে; লাকুম্ মিন্ আম্রিকুম্ মির্ফাক্বা- ।১৭। অতারা শ্ শাম্সা ইযা- ত্বোয়ালা'আত্ তাযা-অরু

এবং; তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মকে সহায়ক করবেন। (১৭) আর উদয়কালে সূর্যকে তাদের গুহা থেকে ডান দিকে

عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ

'আন্ কাহ্ফিহিম্ যা-তাল্ ইয়ামীনি অ ইযা-গরবাত্ তাক্ব্রিদ্বুহুম্ যা-তাশ্ শিমা-লি অহুম্ ফী

হেলতে দেখবে এবং যখন অস্ত যায় তখন তা তাদেরকে বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করে, অথচ তারা সে গুহার প্রশস্ত স্থানে

فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ

ফাজ্ব্অতিম্ মিন্হু যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হ্; মাইইঁয়াহ্দিল্লা-হু ফাহুওয়াল্ মুহ্তাদি অমাই ইঁয়ুদ্বলিল্

থাকে। এটি আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়; যাকে তিনি বিপথগামী করেন,

فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ؐ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ

ফালান্ তাজ্বিদা লাহূ অলিয়্যাম্মুর্শিদা- । ১৮ । অতাহ্সাবুহুম্ আইক্বা-জোয়াঁও অহুম্ রুকূদুঁও অ নুকাল্লিবুহুম্

সে তার পথ প্রদর্শক, অভিভাবক পাবেন না;(১৮) তাদেরকে দেখলে জাগ্রত মনে করবেন, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আর

ع ২ ৫ 14 রুকু

ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ

যা-তাল্ ইয়ামীনি অযা-তাশ্ শিমা-লি অকাল্বুহুম্ বা-সিতু্ন্ যির-'আইহি বিল্অছীদ্; লাওয়িত্ত্ব ত্বোয়ালা'তা

তাদেরকে আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম। আর তাদের কুকুরটির সামনের পদদ্বয় গুহার মুখের দিকে প্রসারিত ছিল।

عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ؐ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ

'আলাইহিম্ লাওয়াল্লাইতা মিন্হুম্ ফির-রঁও অলামুলি"তা মিন্হুম্ রু'বা- । ১৯। অ কাযা-লিকা বা'আছ্না-হুম্

আপনি যদি দেখতেন, তবে পলায়ন করতেন, আর তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন।(১৯) এ'ভাবে জাগালাম যেন তারা পরস্পর

আয়াত-১৭ ঃ সহীহ মতানুসারে আস্হাবে কাহাফ বর্তমানে জীবিত নেই। আস্হাবে কাহাফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাত করার পর বাদশাহের নিকট হতে তারা বিদায় গ্রহণ করে এবং নিজেদের শয়ন স্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তাআ'লা তখনই তাদের মৃত্যুদান করেন। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ) আয়াত-১৮ ঃ ইবনে আতিয়্যা (রঃ) বলেছেন যে, একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে কোরআন মজীদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছে, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে, যে সকল ঈমানদার লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদের ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় তাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে যারা আ'মলে কাঁচা অথচ রাসূল (ছঃ)-কে ভালবাসে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ

লিইয়াতাসা — য়ালূ বাইনাহুম্; ক্ব-লা ক্ব — য়িলুম্ মিন্‌হুম্ কাম্ লাবিছ্‌তুম্ ; ক্ব-লূ লাবিছ্‌না-ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া
জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাদের মধ্য হতে একজন বলল, তোমরা কতকাল এখানে ছিলে? বলল, আমরা একদিন বা কিছু সময়।

يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى

ইয়াওম্; ক্ব-লূ রব্বুকুম্ আ'লামু বিমা-লাবিছ্‌তুম্; ফাব্‌আছূ ~ আহাদাকুম্ বিওয়ারিক্বিকুম্ হা-যিহী ~ ইলাল্
কেউ বলল, তোমাদের রবই তোমাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে ভাল জানেন। এখন তোমরা একজনকে এ মুদ্রা দিয়ে নগরে

الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا

মাদীনাতি ফাল্‌ইয়ান্‌জুর্ আই ইয়ুহা ~ আয্‌কা-ত্বোয়া'আ-মান্ ফাল্‌ইয়া''তিকুম্ বিরিয্‌ক্বিম্ মিন্‌হু অল্‌ইয়াতালাত্ত্বোয়াফ্ অলা-
প্রেরণ কর; সে যেন যাচাই করে দেখে আমাদের জন্য উত্তম খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন সুকৌশলে কাজ করে; আর

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي

ইয়ুশ্'ইরান্না বিকুম্ আহাদা-। ২০। ইন্নাহুম্ ইঁ ইয়াজ্‌হারূ 'আলাইকুম্ ইয়ারজুমূকুম্ আও ইয়ু'ঈ দূকুম্ ফী
কাকেও যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায়। (২০) তোমাদের ব্যাপারে জানলে হত্যা করবে বা মুরতাদ বানাবে, এমন

مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

মিল্লাতিহিম্ অলান্ তুফ্‌লিহূ ~ ইযান্ আবাদা-।২১। অ কাযা-লিকা আ'ছার্‌না-'আলাইহিম্ লিইয়া'লামূ ~ আন্না অ'দাল্লা-হি
ঘটলে তোমরা সফল হতে পারবে না। (২১) আর এভাবে তাদেরকে প্রকাশ করলাম যেন তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর

حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا

হাক্ব্ক্বুঁও অআন্নাস্‌সা-'আতা লা-রইবা ফীহা-ইয্ ইয়াতানা-যা'ঊনা বাইনাহুম্ আম্‌রহুম্ ফাক্ব-লুবনূ
প্রতিশ্রুতি সত্য। কেয়ামত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তারা যখন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত তখন বলল, তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ

عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ

'আলাইহিম্ বুন্‌ইয়া-না-; রব্বুহুম্ আ'লামু বিহিম্ ; ক্ব-লাল্লাযীনা গলাবূ 'আলা ~ আম্‌রিহিম্ লানাত্তাখিযান্না
করে দাও; তাদের রবই তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন; যারা ঐ ব্যাপারে জয়ী হল-বলল, অবশ্যই আমরা তাদের পাশে

عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢٢﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ

'আলাইহিম্ মাস্‌জিদা-। ২২। সাইয়াক্বূলূনা ছালা-ছাতুর র-বি'উহুম্ কাল্‌বুহুম্ অইয়াক্বূলূনা খাম্‌সাতুন্ সাদিসুহুম্
মসজিদ বানাব। (২২) তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলবে, তারা তিনজন ছিল,চতুর্থ হল তাদের কুকুর; কেউ বলবে, তারা ছিল পাঁচ,

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ

কাল্‌বুহুম্ রাজ্‌মাম্ বিল্‌গইবি অ ইয়াক্বূলূনা সাব্'আতুঁও অ ছা-মিনুহুম্ কাল্‌বুহুম্; ক্বুর্ রব্বী ~ আ'লামু
ষষ্ঠ হল কুকুর; অদৃশ্যে পাথর নিক্ষেপের মত; কেউ বলবে সাত, অষ্টম হল তাদের কুকুর; বলুন, রবই কেবলমাত্র তাদের সংখ্যা

بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ

বি'ইদ্দাতিহিম্‌ মা-ইয়া'লামুহুম্‌ ইল্লা-ক্বলীল্‌; ফালা-তুমা-রি ফীহিম্‌ ইল্লা-মির — য়ান্‌ জোয়া-হিরঁও অলা-তাস্‌তাফ্‌তি
ভাল জানেন, তাদের সংখ্যা অতি কম লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের বিষয়ে তর্ক করবেন না। তাদের

فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٣﴾ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٤﴾ إِلَّآ أَن

ফীহিম্‌ মিন্‌হুম্‌ আহাদা- ।২৩। অলা-তাক্বূ লান্না লিশাইয়িন্‌ ইন্নী ফা-'ইলুন্‌ যা-লিকা গদা- । ২৪। ইল্লা ~ আইঁ
কাউকে প্রশ্নও করবেন না। (২৩) আর কোন ব্যাপারেই বলবেন না যে, 'আমি তা আগামী কাল করব।' (২৪) তবে আল্লাহ

يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ

ইয়াশা — য়াল্লা-হু অয্‌কুর্‌ রব্বাকা ইযা-নাসীতা অক্বুল্‌ 'আসা ~ আইঁ ইয়াহ্‌দিয়ানি রব্বী লিআক্ব্‌রবা
ইচ্ছা করলে; ভুলে গেলে আপনার রবকে স্মরণ করে বলুন, সম্ভবত আমার রব আমাকে এর চেয়ে অধিক নিকটতর

مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٥﴾ وَلَبِثُوا فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٦﴾ قُلِ ٱللَّهُ

মিন্‌ হা-যা-রশাদা- ।২৫। অ লাবিছূ ফী কাহ্‌ফিহিম্‌ ছালা-ছা মিয়াতিন্‌ সিনীনা অয্‌দা-দূ তিস্‌'আ- । ২৬। কুলিল্লা-হু
পথ প্রদর্শন করবেন।(২৫) তারা তাদের গুহায় তিনশ' এবং আরও নয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। (২৬) বলুন, তাদের

أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن

আ'লামু বিমা-লাবিছূ লাহূ গইবুস্‌ সামা-ওয়া-তি অল্‌ আরদ্ব্‌; আব্‌ছির্‌ বিহী অআস্‌মি' মা-লাহুম্‌ মিন্‌
অবস্থান আল্লাহই সম্যক অবগত, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র তাঁরই। কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া

دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن

দূনিহী মিওঁ অলিয়্যিওঁ অলা-ইয়ুশ্‌রিকু ফী হুক্‌মিহী ~ আহাদা- । ২৭। অত্‌লু মা ~ উহিয়া ইলাইকা মিন্‌
তাদের কোন বন্ধু নেই। তিনি কাকেও স্বীয় কর্তৃত্বে অংশীদার বানান না। (২৭) আপনার রবের কিতাবের প্রত্যাদেশ পাঠ করে

كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٨﴾ وَٱصْبِرْ

কিতা-বি রব্বিক্‌;লা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিহী অলান্‌ তাজ্বিদা মিন্‌ দূনিহী মুল্‌তাহাদা- । ২৮। অছ্‌বির্‌
তাদেরকে শ্রবণ করান; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই; তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয় পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেকে

نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ

নাফ্‌সাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা রব্বাহুম্‌ বিল্‌গদা-তি অল্‌'আশিয়্যি ইয়ুরীদূনা অজ্‌হাহূ অলা-তা'দু
তাদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে রাখুন যারা ইবাদত করে নিজেদের রবের; সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সকাল-সন্ধ্যায়; আর পার্থিব

৩ ع ৫ ১৫ রুকু

আয়াত-২২ ঃ ছহীহ্‌ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসহাবে কাহাফের নাম বর্ণনা করেন- মুকসালমীনা, তাম্‌লীখা, মারতূনূস, সানূনূস, সারিনূতূস, যুনওয়াস, কাইয়াস্তাতিয়ূনূস আর অষ্টমটি হল ক্বিত্‌মীর। (মাঃ কোঃ) ২। এ আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হতে বিরত থাকা উচিত। কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এর পরও কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িয়ে পড়লে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করা বাঞ্ছনীয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৪ ঃ আগামীকে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'ইনশাআল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। ইন্‌শাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলে, যখন স্মরণ হবে তখনই বলে নিবে। অবশ্য কেবল বরকত লাভ ও গোলামীর স্বীকারোক্তির জন্যই এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য কোন শর্তারোপ করা উদ্দেশ্য নয়। (মাঃ কোঃ)

عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا

'আইনা-কা 'আন্হুম্ তুরীদু যীনাতাল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অলা-তুত্বি'মান্ আগ্ফাল্না-ক্বল্বাহূ 'আন্ যিক্রিনা-
জীবনের শোভা চেয়ে তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করেছি, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ

وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ

অত্তাবা'আ হাওয়া-হু অ কা-না আম্রুহূ ফুরুত্বোয়া-। ২৯। অক্বু-লিল্ হাক্কু-মির্ রব্বিকুম্ ফামান্ শা — য়া ফাল্ ইয়ু"মিঁও
করে, যার কার্য সীমার বাইরে তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন, সত্য (দীন) হল তোমার রবের, সুতরাং যার ইচ্ছা

وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَاِنْ

অমান্ শা — য়া ফাল্ ইয়াক্ফুর্ ইন্না ~ আ'তাদ্না-লিজ্জ্বোয়া-লিমীনা না-রান্ আহা-ত্বোয়া বিহিম্ সুরা-দিক্বুহা-; অ ইঁ
বিশ্বাস করুক কিংবা যার ইচ্ছা কুফরী করুক; নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য অগ্নি তৈরি করে রেখেছি; যার তাঁবু তাদেরকে

يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ

ইয়াস্তাগীছূ ইয়ুগা-ছূ বিমা — য়িন্ কাল্মুহ্লি ইয়াশ্ওয়িল্ উজ্বূহ্; বি'সাশ্ শারা-ব্; অসা — য়াত্
ঘিরে রাখবে। তারা পানীয় চাইলে গলিত তামার মত পানি দেয়া হবে, যা মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সে পানীয়!

مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ

মুর্তাফাক্ব-। ৩০। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ইন্না-লা-নুদ্বী'উ আজ্ রা মান্ আহ্সানা
কতই না খারাপ সে আবাস!(৩০) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান বিনষ্ট

عَمَلًا ﴿٣٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا

'আমালা-।৩১। উলা — য়িকা লাহুম্ জ্বান্না-তু 'আদ্নিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহিমুল্ আন্হা-রু ইয়ুহাল্লাওনা ফীহা-
করি না। (৩১) তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের উপযোগী জান্নাত যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত।

مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ

মিন্ আসা-ওয়ির মিন্ যাহাবিঁও অ ইয়াল্বাস্না ছিয়াবান্ খুদ্বরাম্ মিন্ সুন্দুসিঁও অ ইস্তাব্রক্বিম্ মুত্তাক্বিয়ীনা
তাদেরকে সোনার কঙ্কন পরানো হবে এবং পরিধান করবে সবুজ-সূক্ষ্ম ও মোটা রেশমী বস্ত্র। পরে তারা সুসজ্জিত পালঙ্কের

فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا

ফীহা-'আলাল্ আর — য়িক্; নি'মাছ্ ছাওয়া-ব্; অহাসুনাত্ মুর্তাফাক্ব-। ৩২। অদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালার্
উপর উপবেশন করবে। কতই না সুন্দর প্রতিদান, সুখময়-নিকেতন! (৩২) আর আপনি তাদেরকে দু ব্যক্তির উপমা প্রদান

رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا

রাজু-লাইনি জ্বা'আল্না-লিআহাদিহিমা-জ্বান্নাতাইনি মিন্ আ'না-বিঁও অ হাফাফ্না-হুমা-বিনাখ্লিঁও অ জ্বা'আল্না-বাইনাহুমা-
করুন, একজনকে আমি দুটি আঙ্গুর বাগান দিলাম এবং এ দুটিকে খেজুর গাছ দিয়ে বেষ্টন করলাম, উভয়ের মাঝে শস্যক্ষেত্রও

তিন চতুর্থাংশ •

৪ ع ৯ 16 রুকু

زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا

যার্'আ- ।৩৩। কিল্‌তাল্ জ্বান্নাতাইনি আ-তাত্ উকুলাহা- অ লাম্ তাজ্‌লিম্ মিন্‌হু শাইয়াঁও অ ফাজ্জার্‌না-খিলা-লাহুমা-নাহর-।

প্রদান করলাম। (৩৩) উভয় বাগানই ফল প্রদান করল, ত্রুটি করে নি; আর তার ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করলাম।

﴿٣٣﴾ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا

৩৪। অ কা-না লাহূ ছামারুন্ ফাক্ব-লা লিছোয়া- হিবিহী অ হুঅ ইয়ুহা-ওয়িরুহূ~ আনা-আক্‌ছারু মিন্‌কা মা-লাওঁ অ আ'আয্‌যু নাফার-।

(৩৪) এবং তার আরও বহু সম্পদ ছিল, কথায় কথায় সে তার সঙ্গীকে বলল, তোমার চেয়ে আমি সম্পদশালী ও জনবলে শ্রেষ্ঠ।

﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ

৩৫। অ দাখালা জ্বান্নাতাহূ অ হুঅ জোয়া-লিমুল্ লিনাফ্‌সিহী ক্ব-লা মা ~ আজুন্নু আন্ তাবীদা হা-যিহী ~ আবাদা-। ৩৬। অমা~

(৩৫) সে জালিম অবস্থায় বাগানে প্রবেশ করে বলল, আমার ধারণা এটি ধ্বংস হবে না। (৩৬) আর আমি কেয়ামত

اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ

আজুন্নুস্ সা'আতা ক্ব—য়িমাতাঁও অলায়ির্ রুদিত্তু ইলা-রব্বী লাআজ্বিদান্না খইরম্ মিন্‌হা- মুন্‌ক্বলাবা-।৩৭।ক্ব-লা

হবার ধারণাও করি না, আর যদি আমাকে কখনও রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়ই তবে সেখানে এতদপেক্ষা উত্তম স্থানই পাব। (৩৭) তার বন্ধু

لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

লাহূ ছোয়া-হিবুহূ অ হুঅ ইয়ুহা-ওয়িরুহূ~ আকাফারতা বিল্লাযী খলাক্বকা মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্ব্ ফাতিন্ ছুম্মা

তাকে বলল, তাঁকে কি তুমি অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি হতে পরে শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তোমাকে

سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ

সাওয়্যা-কা রাজু্‌লা-। ৩৮। লা-কিন্না হুওয়াল্লা-হু রব্বী অলা ~উশ্‌রিকু বিরব্বী ~আহাদা-। ৩৯। অ লাওলা ~ ইয্ দাখাল্‌তা

মানুষ বানিয়েছেন? (৩৮) কিন্তু আল্লাহই আমার রব, কাকেও আমি রবের সাথে শরীক করি না। (৩৯) আর তুমি উদ্যানে

جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ

জ্বান্নাতাকা কু্‌ল্‌তা মা-শা — য়াল্লা-হু লা-কু্‌ওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হি ইন্ তারনি আনা-আক্বল্লা মিন্‌কা মা-লাঁও ওয়া

প্রবেশ করে কেন বললে না, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়ে থাকে, আল্লাহর শক্তিই আসল শক্তি? যদিও আমাকে ধনে-জনে তোমার

وَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ

অলাদা-। ৪০। ফা'আসা-রব্বী ~ আঁই ইয়ু'তিয়ানি খইরম্ মিন্ জ্বান্নাতিকা অইয়ুর্‌সিলা 'আলাইহা- হুস্‌বা-নাম্ মিনাস্

অপেক্ষা কম দেখছ; (৪০) হয়ত আমার রব তোমার উদ্যান অপেক্ষা ভাল কিছু আমাকে দিবেন, আর তাতে আসমানী

আয়াত-৩৯ঃ শুআ'বুল ঈমানে হযরত আনাস (রাঃ)এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন ঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর "মা শাআল্লাহ লা- হাওলা অলা-কুউঅতা ইল্লা বিল্লাহ" বলে দেয়া কোন বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ-নযর হতে নিরাপদ থাকবে। যা হোক, মু'মিন নেক্‌কার লোকটি তার অকৃতজ্ঞ সঙ্গীকে বলল, সম্পদ তো আল্লাহরই দান। অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার জন্য বিপদ আসার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ যে কোন সময় তাঁর নেয়া'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) আয়াত-৪০ ঃ অর্থাৎ আসমান থেকে হয়ত অগ্নি বর্ষিত হবে, অথবা আসমান থেকে অন্য কোন বিপদ নাযিল হবে। (মাঃ কোঃ)

السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤١﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤٢﴾ وَ

সামা — য়ি ফাতুছ্বিহা ছোয়া'ঈদান্ যালাক্ব-।৪১। আও ইয়ুছ্বিহা মা — য়ুহা-গওরান্ ফালান্ তাস্তাত্বী 'আ লাহূ ত্বোয়ালাবা-।৪২। অ
বালা পাঠাবেন, যেন তা উদ্ভিদ শূন্য হয়। (৪১) বা তার পানি অন্তর্হিত হবে, যা চাইতেও পারবে না। (৪২) পরে

أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

উহীত্বোয়া বিছামারিহী ফাআছ্বাহা ইয়ুক্বাল্লিবু কাফ্ফাইহি 'আলা-মা ~ আন্ফাক্ব ফীহা-অ হিয়া খ-ওয়িয়াতুন্ 'আলা-উরূশিহা-
তার সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হল, তাতে ব্যয়ের জন্য সে আক্ষেপ করল, আর তা মঞ্চে পড়ে রইল; তখন সে বলতে

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٣﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

অ ইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানী লাম্ উশ্রিক্ বিরব্বী ~ আহাদা-।৪৩। অলাম্ তাকুল্লাহূ ফিয়াতুঁই ইয়ান্ছুরূ নাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি
লাগল হায়! যদি আমি রবের শরীক না করতাম! (৪৩) আর তার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী দলও ছিল না;

وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٤﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ★

অমা-কা-না মুন্তাছিরা-।৪৪।হুনা-লিকাল্ অলা-ইয়াতু লিল্লা-হিল্ হাক্ব; হুঅ খইরুন্ ছাওয়া-বাঁও অখইরুন্ 'উক্ববা-।
যে নিজেও প্রতিকার করতে পারেনি। (৪৪) সেখানে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহরই; পুণ্য ও পরিণাম দানে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

﴿٤٥﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

৪৫। অদ্বরিব্ লাহুম্ মাছালাল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-কামা — য়িন্ আন্যাল্না-হু মিনাস্ সামা — য়ি ফাখ্তালাত্বোয়া বিহী নাবা-তুল্
(৪৫) আপনি তাদের নিকট পার্থিব উদাহরণ প্রদান করুন, যেমন পানি- যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি। তা দ্বারা

الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ★

আরদ্বি ফাআছ্বাহা হাশীমান্ তায্রূহু র্রিয়া-হু; অকা-নাল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িম্ মুক্ব্তাদির-।
ভূমির উদ্ভিদ ঘন হয়ে উদ্গত হয়, পরে শুকিয়ে এমন চূর্ণ হয় যে, বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

﴿٤٦﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

৪৬।-আল্মালু অল্বানূনা যীনাতুল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অল্ বা-ক্বিয়া-তুছ্ ছোয়া-লিহা-তু খইরুন্ 'ইন্দা রব্বিকা ছাওয়া-বাঁও
(৪৬) ধন সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, স্থায়ী নেক কাজ আপনার রবের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে

وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٧﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

অখইরুন্ আমালা-।৪৭। অ ইয়াওমা নুসাইয়্যিরুল্ জ্বিবা-লা অ তারাল্ আরদ্বোয়া বা-রিযাতাঁও অ হাশার্না-হুম্ ফালাম্ নুগ-দির্
এবং আশার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। (৪৭) সেদিন পর্বতকে সঞ্চালিত করব, ভূমিকে উন্মুক্ত দেখব, সকলকে একত্র করব, কাকেও

مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٨﴾ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

মিন্হুম্ আহাদা-।৪৮। অ উরিদ্বূ 'আলা-রব্বিকা ছফ্ফা-; লাক্বদ্ জ্বি'তুমূনা কামা-খলাক্ব্না-কুম্ আউয়্যালা মার্রাহ্
ছাড়ব না। (৪৮) তাদেরকে আপনার রবের নিকট সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে; আমার কাছে তো আসলে, যেরূপ প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম।

৫ ع ১৩ ১৭ রুকু

بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾ وَوُضِعَ الْكِتَٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

বাল্ যা'আম্তুম্ আল্লান্ নাজ্'আলা লাকুম্ মাও'ইদা- । ৪৯। অ উদ্বি'আল্ কিতা-বু ফাতারাল্ মুজ্ রিমীনা

অথচ তোমরা মনে করতে যে, প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না! (৪৯) এবং আমলনামা রাখা হবে, আপনি পাপীদেরকে

مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا

মুশ্ফিক্বীনা মিম্মা-ফীহি অইয়াক্বূলূনা ইয়া-অইলাতানা-মা-লি হা-যাল্ কিতা-বি লা-ইয়ুগ-দিরু ছোয়াগীর তাঁও অলা-

আতঙ্কগ্রস্ত দেখবেন । তারা বলবে, হায় আফসোস আমাদের জন্য! এটি কেমন আমলনামা? এতে ছোট বড় কিছুই তো

كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٥٠﴾ وَإِذْ

ع ৬ ৫ ১৮ রুকু

কাবীর তান্ ইল্লা~ আহ্ছোয়া-হা-অওয়াজাদূ মা- 'আমিলূ হা-দ্বির-; অলা-ইয়াজ্লিমু রব্বুকা আহাদা- । ৫০। অ ইয্

হিসাব ছাড়া নেই! তাদের কৃতকর্ম তারা হাযির পাবে। আপনার রব কারও প্রতি জুলুম্ করেন না। (৫০) আর যখন

قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ

কুল্না-লিল্ মালা — য়িকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজাদূ ~ ইল্লা ~ ইবলীস্; কা-না মিনাল্ জিন্নি ফাফাসাক্ব 'আন্

ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে জ্বিন ছিল, সে আমান্য করল তার রবের

أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ

আম্রি রব্বিহ্; আফাতাত্তাখিযূনাহূ অ যুররিয়্যাতাহূ ~ আউলিয়া — য়া মিন্ দূনী অহুম্ লাকুম্ 'আদূউ-; বি'সা

নির্দেশ; তোমরাও কি আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার সন্তানকে বন্ধু বানাবে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালিমদের জন্য নিকৃষ্ট

لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥١﴾ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ

লিজ্জোয়া-লিমীনা বাদালা- ৫১। মা ~ আশ্ হাত্তুহুম্ খল্ক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অলা-খল্ক্ব আন্ফুসিহিম্

বিনিময়। (৫১) আসমান-যমীনের সৃষ্টিকালে তাদেরকে আহ্বান করি নি, না তাদের সৃষ্টিকালে; আর আমি এমন নয়

وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٢﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ

অমা- কুন্তু মুত্তাখিযাল্ মুদ্বিল্লীনা 'আদুদা- ।৫২। অ ইয়াওমা ইয়াকূলু না-দূ শুরাকা — য়িয়াল্লাযীনা যা'আম্তুম্

যে ভ্রান্তদেরকে সাহায্যকারী বানাব। (৫২) সেদিন বলবেন, তোমারা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক;

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ

ফাদা 'আওহুম্ ফালাম্ ইয়াস্তাজীবূ লাহুম্ অ জা'আল্না-বাইনাহুম্ মাওবিক্ব- ।৫৩। অরয়াল্ মুজ্ রিমূনা ন্না-র

তখন তারা তাদের ডাকবে, কিন্তু তারা সাড়া দিবে না; তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করব। (৫৩) পাপীরা যখন আগুন দেখবে

টীকা ঃ আয়াত-৫০ ঃ পার্থিব লোভ এবং আখেরাতের প্রতি অমনোযোগীতাই হেদায়াতের অন্তরায়। দুটি কারণেই এ অন্তরায় সৃষ্টি হয়। একঃ ধনৈশ্বর্য ও এর উপকরণ এবং সন্তান-সন্ততি, যার নেশায় সে এমন বিভোর হয় যে, সে না আখেরাতের কোন চিন্তা করতে পারে আর না সেখানকার পাথেয় তৈরির সময় পায়। দুই ঃ শয়তান ও তৎ বংশধররা অথবা তদানুগত্যশীল মানুষ। তার কু-মন্ত্রণা মানুষের মনে এমন কু-ধারণার সৃষ্টি করে, যা সারাক্ষণই মানুষকে অন্যায় ও পঙ্কিল বিষয়সমূহের দিকে তাড়াতে থাকে। অতঃপর শয়তানের এই কু-মন্ত্রণা চালিত ধ্যান ধারণার উপর কিছুদিন অতিক্রান্ত হলে তা একটি রেওয়াজে পরিণত হয়ে যায় এবং তা বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ পর ধর্ম হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় যাতে তারা অত্যন্ত সু-শোভিত দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণকর কাজ ভাবে, এমনকি তার পক্ষে আল্লাহর নবীর সাথে পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। (বঃ কঃ)

৭ ৪ ১৯ রুকু

فَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ

ফাজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্ মুত্ব-ক্বিউ'হা-অলাম্ ইয়াজ্বিদূ 'আন্হা মাছ্‌রিফা-। ৫৪। অ লাক্বদ্ ছোয়ার্‌রাফ্‌না-ফী হা-যাল্ ক্বুরআ-নি
তখন মনে করবে, তাদেরকে তাতে পড়তেই হবে; বাঁচার পথ পাবে না। (৫৪) আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য উপমা

لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ

লিন্না -সি মিন্ কুল্লি মাছাল্; অ কা-নাল্ ইন্‌সা-নু আক্‌ছারা শাইয়িন্ জ্বাদালা-। ৫৫। অমা-মানা'আন্না-সা
দ্বারা বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়াটে। (৫৫) মানুষকে ঈমান আনা এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা

أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

আইঁ ইয়ু'মিনূ ~ ইয্ জ্বা — য়াহুমুল্ হুদা- অ ইয়াস্ তাগ্‌ফিরূ রব্বাহুম্ ইল্লা ~ আন্ তা''তিয়াহুম্ সুন্নাতুল্ আও অলীনা
চাওয়া হতে বিরত রাখে কেবল এটি যে, যখন তাদের কাছে হিদায়াত আসে, তখন তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের মত আচরণ

أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٦﴾ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ

আও ইয়া''তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু ক্বুবুলা-। ৫৬। অমা- নুরসিলুল্ মুরসালীনা ইল্লা-মুবাশ্‌শিরীনা অ মুন্‌যিরীনা
করুক অথবা তাদের প্রতি সরাসরি আযাব অবতীর্ণ হোক। (৫৬) আমি কেবল রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَٰتِى وَمَآ

অ ইয়ুজ্বা-দিলুল্লাযীনা কাফারূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইয়ুদ্‌হিদ্বূ বিহিল্ হাক্ব্‌ক্ব অত্তাখাযূ ~ আ-ইয়া-তী অমা ~
রূপেই প্রেরণ করি। সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য কাফেররা অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়; অথচ আমার আয়াত ও সতর্কতার বিষয়কে

أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا

উন্‌যিরূ হুযুঅ। ৫৭। অমান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ যুক্‌কিরা বি আ-ইয়া-তি রব্বিহী ফাআ'রদ্বোয়া 'আন্‌হা-অনাসিয়া মা-
তারা বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে। (৫৭) তার চেয়ে বড় জালিম কে থাকে রবের আয়াত স্মরণ করালে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়

قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن

কাদ্দামাত্ ইয়াদা-হ্; ইন্না-জ্বা'আল্‌না- 'আলা-ক্বু-লূবিহিম্ আকিন্নাতান্ আইঁ ইয়াফ্‌ক্বাহূহু অফী ~ আ-যা-নিহিম্ অক্ব্‌র-; অ ইন্
ও কৃতকর্ম ভুলে যায় আমি তাদের মনে আবরণ দিয়ে রেখেছি ও কানে বধিরতা দিয়েছি যেন তা (কোরআন) না বুঝে, আর

تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٨﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ

তাদ্'উহুম্ ইলাল্ হুদা-ফালাইঁ ইয়াহ্‌তাদূ ~ ইযান্ আবাদা-। ৫৮। অ রব্বুকাল্ গফূরু যুর্‌রহমাহ্; লাও
আপনি যদি তাদের সৎপথে আহ্বান করেন, তবে তারা কখনো আসবে না। (৫৮) রব ক্ষমাশীল, দয়ালু, কৃতকর্মের জন্য

يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن

ইয়ুআ খিযুহুম্ বিমা-কাসাবূ লা'আজ্জ্বালা লাহুমুল্ 'আযা-ব্; বাল্ লাহুম্ মাও'ইদুল্লাইঁ ইয়াজিদূ মিন্
পাকড়াও করতে চাইলে শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, বরং তাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল আছে, যা থেকে তারা কখনও লুকানোর

ع ৮ ৬ ২০ রুকু

دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرٰىٓ اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ٭

দূনিহী মাওয়িলা- ।৫৯। অ তিল্কাল্ কুরা ~ আহ্লাক্না-হুম্ লাম্মা- জোয়ালামূ অজ্বা'আল্না-লিমাহ্লিকিহিম্ মাও'ইদা- ।

জায়গা পাবে না। (৫৯) আর জনপদবাসীকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেছি এবং ধ্বংসের জন্য কাল নির্ধারণ করেছি।

﴿٦٠﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰىٓ اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ٭

৬০। অইয্ ক্বা-লা মূসা -লিফাতা-হু লা ~ আব্রহু হাত্তা ~ আব্লুগ মাজ্ব্মা'আল্ বাহ্রাইনি আও আম্দ্বিয়া হুকুবা- ।

(৬০) আর যখন মূসা যুবককে [১] বলল, দু সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত থামব না, বা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

﴿٦١﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا

৬১। ফালাম্মা-বালাগ মাজ্ব্মা'আ বাইনিহিমা-নাসিয়া-হূতাহুমা- ফাত্তাখাযা সাবীলাহূ বিল্ বাহ্রি সারাবা-। ৬২। ফালাম্মা-

(৬১) চলতে চলতে উভয়ের মিলনস্থলে পৌঁছলে মাছের কথা ভুলে গেল, এবং তা সমুদ্রের সুড়ংগ পথে চলে গেল। (৬২) অতঃপর অগ্রসর

جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ

জ্বা-অযা-ক্বা-লা লিফাত্বা-হু আ-তিনা- গদা — য়ানা-লাক্বদ্ লাক্বীনা-মিন্ সাফারিনা-হাযা-নাছোয়াবা-। ৬৩। ক্বা-লা আরায়াইতা

হলে মূসা যুবককে বলল, প্রাতঃরাশ আন, আমরা এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সঙ্গী বলল, আপনি কি লক্ষ্য

اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ

ইয্ আওয়াইনা ~ ইলাছ্ ছোয়াখ্রতি ফাইন্নী নাসীতুল্ হূতা অমা ~ আন্সানীহু ইল্লাশ্ শাইত্বোয়া-নু আন্

করেছেন? আমরা যখন পাথরে বিশ্রাম করছিলাম তখন মাছের কথা আমরা ভুলে গিয়ছিলাম, শয়তানই তাদেরকে তা

اَذْكُرَهٗ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٤﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰٓى

আয্কুরাহূ ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহূ ফিল্ বাহ্রি 'আজ্বাবা-।৬৪। ক্বা-লা যা-লিকা মা-কুন্না- নাব্গি ফারতাদ্দা 'আলা ~

ভুলিয়েছে, মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে পথ ধরে চলে গেল। (৬৪) মূসা বলল, তাই তো চাচ্ছি, তাই তারা পদচিহ্ন

اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ

আ-ছা-রিহিমা ক্বাছোয়াছোয়া-। ৬৫। ফাঅজ্বাদা-'আব্দাম্ মিন্ 'ইবা-দিনা ~ আ-তাইনা-হু রহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিনা-অ 'আল্লাম্না-হু মিল

ধার ফিরে চলল।(৬৫) তারপর তারা এক বান্দাহকে পেল, যাকে আমার অনুগ্রহ প্রদান করেছি, আমার পক্ষ হতে তাকে

لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ٭

লাদুন্না 'ইল্মা-।৬৬। ক্বা-লা লাহূ মূসা- হাল্ আত্তাবি'উকা 'আলা ~ আন্ তু'আল্লিমানি মিম্মা-'উল্লিম্তা রুশ্দা-।

শিক্ষা দিয়েছি এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার অনুগামী হব? তা আমাকে শিখাবেন যা শিখেছেন।

টীকা ঃ ১ আয়াত-৫৮ঃ হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, শেষ বিচারের দিন কাফেরকে তার ঈমান ও আ'মল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে ঈমান ও নেক আ'মলের দাবি করবে। তার সামনে যখন তার আ'মলনামা ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ও লাওহে মাহফূযের লেখা তার দাবির হাযির পেশ করা হবে, তখন সে সব অগ্রাহ্য করবে ও বিতর্ক করবে। পরিশেষে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার দাবি খণ্ডন করবে। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৫৯ ঃ আ'দ ও সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষসমূহ দেখ, তাদের ঘটনা সকলেরই জানা। তাদের বাসস্থান সকলের নিকট পরিচিত। সীমা লংঘনের কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তা হতে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। তোমরা যদি রাসূল (ছঃ)-এর বিরোধিতা কর, তবে সেই একই পরিণতি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

٦٧ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ٦٨ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا *

৬৭। ক্বা-লা ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী 'আ মাই'য়া ছোয়াব্‌রা-। ৬৮। অ কাইফা তাছ্‌বিরু 'আলা-মা-লাম্ তুহিত্ব্ বিহী খুব্‌রা-।
(৬৭) বলল, আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। (৬৮) আর যা তোমার জ্ঞানায়ত্ব নয় তাতে ধৈর্য ধরবে কিভাবে?

٦٩ قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ٧٠ قَالَ فَاِنِ

৬৯। ক্বা-লা সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্ শা — য়াল্লা-হু ছোয়া-বিরাঁও অলা ~ আ'ছী লাকা আম্‌র-।৭০। ক্বা-লা ফাইনিত্
(৬৯) মূসা বলল, আল্লাহ চাইলে আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আপনার নির্দেশ অমান্য করব না। (৭০) বলল, অনুগমণ

৯ ع ১১ ২১ রুকু

اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧١ فَانْطَلَقَا

তাবা'তানী ফালা-তাস্‌য়াল্‌নী 'আন্ শাইয়িন্ হাত্তা —উহ্‌দিছা লাকা মিন্‌হু যিক্‌র-। ৭১। ফান্‌ত্বোয়ালাক্ব-
করলে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি তা বলে দেই। (৭১) অতঃপর তারা উভয়ে চলল, যখন নৌকায়

حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ

হাত্তা ~ ইযা-রকিবা-ফিস্ সাফীনাতি খারাক্বাহা-; ক্বা-লা আখারাক্ব্ তাহা-লিতুগ্‌রিক্ব আহ্‌লাহা-লাক্বদ্ জ্বি''তা
উঠল, সে তা ছিদ্র করে দিল; মূসা বলল, আপনি কি নৌকাটিকে এ জন্য ছিদ্র করলেন যে এর আরোহীদের ডুবিয়ে দিবেন? নিঃসন্দেহে গুরুতর

شَيْـًٔا اِمْرًا ٧٢ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ٧٣ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ

শাইয়ান্ ইম্‌র-।৭২। ক্বা-লা আলাম্ আক্বু্ল্ ইন্নাকা লান্ তাস্‌তাত্বী'আ মাইয়া ছোয়াব্‌র-। ৭৩। ক্বা-লা লা-তুওয়া-খিয্‌নী
অন্যায় কাজ করেছেন।(৭২) বলল, আমি কি বলি নি তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরতে পারবে না? (৭৩) মূসা বলল, ভুলের

بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ٧٤ فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا

বিমা-নাসীতু অলা- তুর্‌হিক্ব্‌নী মিন্ আম্‌রী'উস্‌র-। ৭৪। ফান্‌ত্বোয়ালাক্ব-হাত্তা ~ ইযা-লাক্বিয়া-গুলা-মান্
জন্য আমাকে ধরবেন না, আমার ব্যাপারে কঠোর হবেন না। (৭৪) পুনরায় উভয়ে চলতে লাগল, যখন একটি বালকের সঙ্গে

فَقَتَلَهٗ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا *

ফাক্বতালাহূ ক্বা-লা আক্বতাল্‌তা নাফ্‌সান্ যাকিয়্যাতাম্ বিগইরি নাফ্‌স্; লাক্বদ্ জ্বি''তা শাইয়ান্ নুক্‌রা-।
সাক্ষাত হয়, তখন সে তাকে হত্যা করে, বলল, নিষ্পাপ একটি জীবনকে হত্যা করলেন, এতো অন্যায় করলেন।

আয়াত-৭১ঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত খিযির (আঃ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মূসা (আঃ) প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোরআনের পূর্বাপর ঘটনা হতে জানা যায় যে, নৌকাটি ডুবে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আল্লামা বাগবীর রেওয়াতে মতে ঐ ভাঙ্গা তক্তার জায়গায় খিযির (আঃ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম, মাঃ কোঃ)

(২) সম্ভবত হযরত ইউশা ইবনে নুনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুচর হিসেবে ছিলেন, তাই মূখ্যজনের উল্লেখে অনুচরের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এটি হতে অনেক বিশারদরা এ মাসআলাও বের করেন যে, ব্যাপক ও সার্বিক বিষয়ে আদিষ্ট জনের লক্ষ্য ধরা যায় না, বরং সে ক্ষেত্রে আদেশ দাতার লক্ষ্যই ধরতে হয়।

আয়াত-৭৪ ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে, আলোচ্য আয়াতে যে বালকটিকে খিযির (আঃ) হত্যা করেন সে বালকটি ছিল নাবালেগ। একবার নাজদাহ হারূরী ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, হযরত খিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ খিযির (আঃ) ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে তা করেছেন। (মাঃ কোঃ)

﴿٧٥﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٦﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ

৭৫। ক্ব-লা আলাম্ আক্বুল্ লাকা ইন্নাকা লান্ তাস্তাত্বী'আ মা'ইয়া ছোয়াব্‌র-। ৭৬। ক্ব-লা ইন্ সায়াল্তুকা

(৭৫) তিনি বললেন, আমি কি বলি নি, আপনি কিছুতেই ধৈর্যরক্ষায় সক্ষম হবেন না? (৭৬) তনি বললেন, আর যদি আপনাকে

عَنْ شَیْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِیْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّیْ عُذْرًا ﴿٧٧﴾ فَانْطَلَقَا وقفه

আন্ শাইয়িম্ বা'দাহা-ফালা-তুছোয়া-হিব্নী, ক্বদ্ বালাগ্তা মিল্লাদুন্নী 'উয্‌র-। ৭৭। ফান্‌ত্বোয়ালাক্ব-

প্রশ্ন করি, তবে আমাকে সংগে রাখবেন না, আমার পক্ষ থেকে আপনার নিকট আমার এ শেষ ওযর। (৭৭) অতঃপর তারা

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا

হাত্তা ~ ইযা ~ আতাইয়া ~ আহ্লা ক্বরইয়াতিনিস্ তাত্ব্'আমা ~ আহ্লাহা-ফাআবাও আই ইয়ুদ্বোয়াইয়িফূ হুমা- ফাওয়াজ্বাদা-

উভয়ে চলতে চলতে এক জনপদে এসে খাদ্য চাইল; তারা তাদের আতিথ্য অস্বীকার করল, তারা দেখল, একটি প্রাচীর ধসে

فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ☆

ফীহা-জ্বিদা-রই ইয়ুরীদু আইঁ ইয়ান্‌ক্বদ্বোয়া ফায়াক্ব-মাহ্; ক্ব-লা লাও শি'তা লাত্তাখয্‌তা 'আলাইহি আজ্ব্‌র-।

পড়ার উপক্রম হয়েছে, তিনি (খিযির) তা সোজা করে দিলেন, মূসা বলল, ইচ্ছা করলে আপনি পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।

﴿٧٨﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ☆

৭৮। ক্ব-লা হা-যা-ফির-ক্বু বাইনী অবাইনিকা সাউনাব্বিয়ুকা বিতা"ওয়ীলি মা-লাম্ তাস্তাত্বি' 'আলাইহি ছোয়াব্‌র-।

(৭৮) তিনি বলল, আমাদের মধ্যে এটাই শেষ। তবে যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, তার রহস্য আপনাকে জানাব।

﴿٧٩﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ

৭৯। আম্মাস্ সাফীনাতু ফাকা-নাত্ লিমাসাকীনা ইয়া'মালূনা ফিল্ বাহ্‌রি ফাআরত্‌তু আন্ আ'ঈবাহা-অকা-না

(৭৯) যা হোক নৌকাটি ছিল কতিপয় মিসকীনের, তারা সমুদ্রে কাজ করত। আমি তাকে ক্রটিযুক্ত করতে চেয়েছি; কেননা,

وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٨٠﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ

অর — য়াহুম্ মালিকুঁই ইয়া"খুযু কুল্লা সাফীনাতিন্ গাছ্‌বা-।৮০। অআম্মাল্ গুলা-মু ফাকা-না আবাওয়া-হু মু'মিনাইনি

ওখানকার রাজা জোর পূর্বক নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) আর বালকটির মাতা-পিতা মু'মিন ছিল, আমার আশংকা হল যে, সে তার

فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨١﴾ فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ

ফাখাশীনা ~ আইঁ ইয়ুর্‌হিক্বাহুমা- ত্বু্গইয়া-নাওঁ অ কুফ্‌র-।৮১। ফাআরদ্‌না ~ আইঁ ইয়ুব্‌দিলাহুমা- রব্বুহুমা-খইরম্ মিন্‌হু

অবাধ্যতা ও কুফুরী দিয়ে তাদেরকে বিব্রত করবে। (৮১) সুতরাং আমি চাই যে, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন

আয়াত-৭৭ ঃ খিযির (আঃ) কোন জনপদে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এন্তাকিয়া' ইবনে শিরীনের মতে 'আইকা' এবং আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মতে সেইটি ছিল স্পেনের একটি জনপদ। এক জালিম বাদশাহ ছিল যে এ পথে চলাচল করত। চলাচলাকালে যেসব নিখুঁত নৌকা তার নযরে পড়ত সেসব নিখুঁত নৌকা সে ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির (আঃ) এ কারণেই নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেলেন, যাতে জালিম বাদশাহের লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত হতে বেঁচে যায়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৮০ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, নিহত ছেলের পিতা মাতাকে আল্লাহ তাআ'লা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দুজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। (মাঃ কোঃ)

زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨٢﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ

যাকা-তাঁও অআক্ব্রাবা রুহ্মা-।৮২। অআম্মাল্ জ্বিদা-রু ফাকা-না লিগুলা-মাইনি ইয়াতীমাইনি ফিল্ মাদীনাতি

এক পবিত্র, দয়ালু ও নেক সন্তান দিবেন। (৮২) আর ঐ প্রাচীরটি ছিল শহরের অধিবাসী দু' এতিম কিশোরের এবং ঐ

وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا

অকা-না তাহ্তাহূ কান্যুল্ লাহুমা-অকা-না আবূহুমা-ছোয়া-লিহান্ ফাআর-দা রব্বুকা আইঁ ইয়াব্লুগা ~

প্রাচীরের নিচে গুপ্তধন প্রোথিত ছিল। আর তাদের পিতা একজন ভাল লোক ছিল। আপনার রব চাইলেন যে, তারা যৌবনে

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ

আশুদ্দা হুমা-অইয়াস্তাখ্রিজ্বা-কান্যাহুমা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা অমা-ফা'আল্তুহূ 'আন্ আম্রী; যা-লিকা

পদার্পণ করুক। আর রবের দয়ায় তারা তাদের সে গুপ্তধন বের করুক। আর আমি আপন ইচ্ছায় এ কাজ করি নি। যে

১০ ع ১২ ১ রুকু

تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٣﴾ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ

তা''ওয়ীলু মা-লাম্ তাস্ত্বি' 'আলাইহি ছোয়াব্রা-।৮৩। অইয়াস্য়ালূনাকা আন্ যিল্ক্বার্নাইন্; ক্বুল্

বিষয়ের ধৈর্য আপনার ছিল না, তার রহস্য এটাই। (৮৩) আর তারা আপনাকে 'যুলকারনাইন' [১] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি

سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٤﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

সায়াত্লূ আলাইকুম্ মিন্হু যিক্র-।৮৪। ইন্না- মাক্কান্না-লাহূ ফিল্ আর্দ্বি অ আ-তাইনা-হু মিন্ কুল্লি শাইয়িন্

বলুন, এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে বলব। (৮৪) নিশ্চয় আমি তাকে যমীনে আধিপত্য প্রদান করেছি ও তাকে সর্বাধিক উপকরণ

سَبَبًا ﴿٨٥﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٦﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ

সাবাবা-।৮৫। ফাআত্বা'আ ~ সাবাবা-।৮৬। হাত্তা ~ ইযা-বালাগ মাগ্রিবাশ্ শাম্সি অ জ্বাদাহা-তাগ্রুবু ফী

দিয়েছি। (৮৫) অতঃপর সে অন্য এক পথ ধরল।(৮৬) এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল তখন সে তাকে (সূর্যকে)

عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّاۤ

'আইনিন্ হামিয়াতিঁও অ অজ্বাদা 'ইন্দাহা- ক্বাওমা-; ক্বুল্না-ইয়াযাল্ ক্বার্নাইনি ইম্মা ~ আন্ তু'আয্যিবা অ ইম্মা ~

কালো পানিতে ডুবতে দেখল এবং সেখানে সে এক জাতিকে পেল। বললাম, হে যুলকারনাইন! হয় তাদেরকে শাস্তি দাও,

اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ

আন্ তাত্তাখিযা ফীহিম্ হুস্না-।৮৭। ক্বা-লা আম্মা-মান জোয়ালামা ফাসাওফা নু'আয্যিবুহূ ছুম্মা ইয়ুরদ্দু ইলা-রব্বিহী

নতুবা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (৮৭) সে বলল, অচিরেই জালিমকে শাস্তি দিব; তার পর সে তার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত

টীকা-১. যুল্কারনাইন ঃ এর ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত আছে। কারো মতে, এটি 'দারা'র উপাধি। কারো মতে, এটি ফেলক্বুছ রুমীর ছেলে। কারো মতে এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের কেউ। আর কারো মতে, যুলকারনাইন দু জনই ছিলেন, একজন ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে যার উযীর ছিলেন হযরত খিযির (আঃ) আর একজন ছিলেন সেই যুলকারনাইন যার উযীর ছিলেন এরিস্টটল। তাফসীরে কবীর প্রণেতার মতে, এখানে শেষোক্ত যুলকার-নাইন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যার নাম সেকান্দার ছিল। যা হোক, আয়াতে উল্লিখিত যুলকারনাইনকে কেউ বলেন, একজন নবী এবং কেউ তাঁকে একজন আল্লাহভক্ত লোক বলেছেন। ইবনে কাছীরে

فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ

ফাইয়ু'আয্যিবুহূ 'আযা-বান্ নুক্র-। ৮৮। অআম্মা-মান্ আ-মানা অ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালাহূ জ্বাযা — য়ানিল্ হুস্না-

হবে; তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। (৮৮) আর যে মু'মিন ও সৎকর্মশীল, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

অ সানাক্বূলু লাহূ মিন্ আম্রিনা-ইয়ুস্র-। ৮৯। ছুম্মা আত্বা'আ সাবাবা-। ৯০। হাত্তা ~ ইযা-বালাগ মাত্বলি'আশ্ শাম্সি

তার সাথে নম্র কথা বলব। (৮৯) তার পরে সে অন্য পথ ধরল। (৯০) এমন কি যখন সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছল তখন

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ

অজ্বাদাহা- তাত্বলু'উ 'আলা-ক্বওমিল্ লাম্ নাজ্ব'আল্ লাহুম্ মিন্ দূনিহা-সিত্র-। ৯১। কাযা-লিক্; অক্বদ্

সে ওকে এমন জাতির ওপর উদীয়মান দেখল, যাদের জন্য সূর্যতাপ অন্তরায় করি নি। (৯১) এটাই তো প্রকৃত ঘটনা,

أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن

আহাত্বনা- বিমা-লাদাইহি খুব্র-। ৯২। ছুম্মা আত্বা'আ সাবাবা-। ৯৩। হাত্তা ~ ইযা-বালাগ বাইনাস্ সাদ্দাইনি অজ্বাদা মিন্

তার বৃত্তান্ত আমার আয়ত্বে। (৯২) পরে সে অন্য পথ ধরল। (৯৩) অবশেষে সে যখন দু পাহাড়ের মাঝে পৌঁছল তখন

دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ

দূনিহিমা-ক্বওমাল্ লা-ইয়াকা-দূনা ইয়াফ্ক্বাহূনা ক্বওলা-। ৯৪। ক্ব-লূ ইয়াযাল্ ক্বর্নাইনি ইন্না ইয়া'জূজ্বা

সেখানে এমন এক সম্প্রদায়ের দেখা পেল, যারা কোন কথাই বুঝতে পারত না। (৯৪) তারা বলল, হে যুলকারনাইন! নিশ্চয়

وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ

অ মা'জূজ্বা মুফ্সিদূনা ফিল্ আর্দ্বি ফাহাল্ নাজ্ব'আলু লাকা খারজ্বান্ 'আলা ~ আন্ তাজ্ব'আলা

ইয়াজুজ ও মাজূজ যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে; আপনাকে কি আমরা কর দিব যে, আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٥﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ

বাইনানা-অবাইনাহুম্ সাদ্দা-। ৯৫। ক্ব-লা মা-মাক্কান্নী ফীহি রব্বী খইরুন্ ফাআ'ঈনূনী বিক্বওতিন্ আজ্ব'আল্

নির্মাণ করে দিবেন? (৯৫) সে বলল, আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট, আমাকে তোমরা শ্রম দ্বারা সাহায্য

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ

বাইনাকুম্ অ বাইনাহুম্ রদ্মা-। ৯৬। আ-তূনী যুবারল্ হাদীদ্; হাত্তা ~ ইযা- সা-ওয়া-বাইনাছ্

কর, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে প্রাচীর করে দিব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও; অবশেষে যখন দু'পর্বতের

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একজন আল্লাহভক্ত নেককার লোক ছিলেন, নিজ গোত্রের লোকদেরকে তিনি দ্বীনে হকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, লোকেরা তাঁকে এক পার্শ্বে আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করেন এবং পুনরায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তাই তাকে যুলকারনাইন বলা হয়, অর্থাৎ দুই পার্শ্বওয়ালা। হযরত শো'বা হতে বর্ণিত, তিনি পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমন করেছিলেন বিধায় তার উপাধি যুলকারনাইন হয়েছিল।

টীকা- ২ঃ এরা পার্বত্য জাতি। মানুষের ওপর নির্যাতন করত। তাদের বাসস্থান কোথায় তা সঠিক ভাবে জানা নেই। কিয়ামতের পূর্বে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।

الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ

ছদাফাইনি ক্ব-লান্ ফুখূ; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা'আলাহূ না-রন্ ক্ব-লা আ-তূনী ~ উফ্‌রিগ্ 'আলাইহি
ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হল, তখন (সে) বলল, তোমরা এতে তাপ দাও। যখন তা চরম গরম হল তখন সে বলল, তামা আন, তাতে

قِطْرًا ؕ ﴿۹۷﴾ فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿۹۸﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ

ক্বিত্বরা-। ৯৭। ফামাস্ ত্বোয়া-উ~ আইঁ ইয়াজ্‌হারূহু অমাস্ তাত্বোয়া'উ লাহূ নাক্ব্‌বা-। ৯৮। ক্ব-লা হা-যা- রহ্‌মাতুম্
ঢালব। (৯৭) তারা তার উপর আরোহণও করতে পারে নি, আর ভেদও করতে পারে নি। (৯৮) সে বলল, এটি আমার রবের

مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ؕ

মির্ রব্বী ফাইযা-জ্বা — য়া অ'দু রব্বী জ্বা'আলাহূ দাক্কা — য়া অ কা-না অ'দু রব্বী হাক্ব্‌ক্ব-।
পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। প্রতিপালকের ওয়াদা যখন পূর্ণ হবে তখন তিনিই এটা চূর্ণ করবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য।

﴿۹۹﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ

৯৯। অ তারক্‌না- বা'দ্বোয়াহুম্ ইয়াওমায়িযিঁ ইয়ামূজু ফী বা'দ্বিও অ নুফিখ ফিছ্ ছূরি ফাজ্বামা'না-হুম্
(৯৯) আর সেদিন একদল অন্য দলের উপর ঢেউয়ের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তারপর আমি তাদের

جَمْعًا ﴿۱۰۰﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۙ ﴿۱۰۱﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ

জ্বাম্'আ-। ১০০। অ 'আরদ্বনা-জ্বাহান্নামা ইয়াওমায়িযিল্লিল্ কা-ফিরীনা 'আর্‌দ্বোয়া-। ১০১। নিল্লাযীনা কা-নাত্
সকলকেই একত্র করব। (১০০) এবং আমি সেদিন কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে সামনে আনব। (১০১) যাদের

اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿۱۰۲﴾ اَفَحَسِبَ

'আইয়ুনুহুম্ ফী গিত্বোয়া — য়িন্ 'আন্ যিক্‌রী অকা-নূ লা- ইয়াস্‌তাত্বী 'উনা সাম্'আ-। ১০২। আফাহাসিবাল্
চক্ষু আমার আয়াতের প্রতি অন্ধ ছিল এবং তারা শুনতেও অক্ষম ছিল। (১০২) এর পরও কি কাফেররা মনে করে,

الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا

লাযীনা কাফারূ ~ আইঁ ইয়্যাত্তাখিযূ 'ইবা-দী মিন্ দূনী ~ আওলিয়া — য়্; ইন্না ~ 'আতাদ্‌না-জ্বাহান্নামা
তারা আমাকে ছাড়া আমার বান্দাহকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে? আমি তো কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নামকে

جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿۱۰۳﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿۱۰۴﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ

লিল্ কা-ফিরীনা নুযুলা-।১০৩। কুল্ হাল্ নুনাব্বিয়ুকুম্ বিল্‌আখ্‌সারীনা 'আমা-লা-।১০৪। আল্লাযীনা দ্বোয়াল্লা
আপ্যায়নের জন্য। (১০৩) আপনি তাদেরকে বলুন; আমি কি তোমাদেরকে কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের খবর দিব? (১০৪) তারা ঐসব

سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿۱۰۵﴾ اُولٰٓئِكَ

সা'ইয়ুহুম্ ফীল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অ হুম্ ইয়াহ্‌সাবূনা আন্নাহুম্ ইয়ুহ্‌সিনূনা ছুন্'আ-। ১০৫। উলা — য়িকাল
লোক যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা ভাল কাজ করছে। (১০৫) তারা এমন লোক

১১ ع ১৯ ২ রুকু

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ

লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্‌ অলিক্ব—য়িহী ফাহাবিত্বোয়াত্‌ আ'মা-লুহুম্‌ ফালা-নুক্বীমু লাহুম্‌
যারা রবের নিদর্শনাবলী ও তার সঙ্গে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের যাবতীয় কর্ম নষ্ট হয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٦﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا

ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়া-মাতি অয্‌না-। ১০৬। যা-লিকা জ্বাযা—য়ুহুম্‌ জ্বাহান্নামু বিমা-কাফারূ অত্তাখাযূ~
আমলের জন্য কোন ওযনই প্রতিষ্ঠা করব না।(১০৬) এ জাহান্নামই হবে তাদের প্রাপ্য। কেননা, তারা কুফুরী করেছিল, এবং তারা

اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ

আ-ইয়া-তী অরুসুলী হুযুওয়া-। ১০৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্‌ ছোয়া-লিহা-তি কা-নাত্‌
আমার আয়াতসমূহ ও রাসূলদেরকে উপহাসের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। (১০৭) নিশ্চয় মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের আতিথেয়তার

لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا

লাহুম্‌ জ্বান্নাতুল্‌ ফিরদাউসি নুযুলা-। ১০৮। খা-লিদীনা ফীহা-লা-ইয়াব্‌গূনা 'আন্‌হা-হিওয়ালা-।
জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১০৮) তারা সেখানে চীরদিন থাকবে, সেখান থেকে তারা স্থানান্তর কামনা করবে না।

﴿١٠٩﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ

১০৯। ক্বুল্‌ লাও কা-নাল্‌ বাহ্‌রু মিদা-দাল্‌ লিকালিমাতি রব্বী লানাফিদাল্‌ বাহ্‌রু ক্বাব্‌লা আন্‌ তান্‌ফাদা
(১০৯) আপনি বলুন, রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয়, তবে নিঃসন্দেহে আমার রবের কথা শেষ হবার

كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١١٠﴾ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

কালিমা-তু রব্বী অলাও জ্বি''না-বিমিছ্‌লিহী মাদাদা-। ১১০। ক্বুল্‌ ইন্নামা ~ আনা-বাশারুম্‌ মিছ্‌লুকুম্‌
পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও অনুরূপ আর একটি সমুদ্রও সাহায্যের জন্য আনয়ন করি। (১১০) বলুন, আমি তো

يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ

ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা আন্নামা ~ ইলা-হুকুম্‌ ইলাহুঁও ওয়া- হিদুন্‌ ফামান্‌ কা-না ইয়ারজ্বূ লিক্ব—য়া
তোমাদের ন্যায়ই মানুষ, আমার কাছে অহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ লাভের আশা

رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

রব্বিহী ফাল্‌ইয়া'মাল্‌ 'আমালান্‌ ছোয়া-লিহাঁও অলা-ইয়ুশ্‌রিক্‌ বিই'বা-দাতি রব্বিহী ~ আহাদা-।
পোষন করে তার রবের, সে যেন সৎকার্য করতে থাকে এবং তার রবের ইবাদাতে কাকেও অংশীদার না বানায়।

১২ রুকু ৩

আয়াত-১১০ ঃ টীকা-(১) এখানে শিরক দ্বারা ছোট শিরক তথা রিয়াকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মাহ্‌মূদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছঃ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয় সর্বাপেক্ষা বেশি আশংকাযুক্ত তা হল ছোট শিরক। ছাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন ঃ রিয়া। রিয়ার কারণে নেক কাজের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হতে হয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাহদের কাজ-কর্মের প্রতিদান দিবেন, তখন রিয়াকারীদের বলবেনঃ তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা কাজ করেছিলে। (মাঃ কোঃ)

সূরা মারইয়াম
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৮
রুকূ ঃ ৬

كٓهٰيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً

১। কা — ফ্ হা-ইয়া-'আই — ন্ ছোয়া — দ্। ২। যিক্‌রু রহ্‌মাতি রব্বিকা 'আব্‌দাহূ যাকারিয়্যা-। ৩। ইয্ না-দা- রব্বাহূ নিদা — য়ান্

(১) কাফ, হা, ইয়া, 'আইন, ছোয়াদ্। (২) স্বীয় বান্দাহ যাকারিয়ার প্রতি রবের অনুগ্রহের বর্ণনা। (৩) যখন তিনি তাঁর

خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ

খফিয়্যা- ।৪। ক্বা-লা রব্বি ইন্নী অহানাল্ 'আজ্‌মু মিন্নী অশ্‌তা'আলার্ রা''সু শাইবাঁও অলাম্

রবকে গোপনে আহ্বান করেছিল। (৪) তখন সে বলল, হে আমার রব। আমার হাড় দুর্বল, বার্ধক্যের দরুণ মাথার চুল উজ্জ্বল হয়েছে;

اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ

আকুম্ বিদু'আ — য়িকা রব্বি শাক্বিয়্যা-। ৫। অইন্নী খিফ্‌তুল্ মাওয়া-লিয়া মিঁও অর — য়ী অকা-নাতিম্

হে আমার রব! তোমাকে ডেকে কখনও আমি বঞ্চিত হইনি। (৫) আর আমার পরবর্তী বংশীয়দের ব্যাপারে আমি ভয় করছি

امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ

রায়াতী 'আ-ক্বিরন্ ফাহাব্‌লী মিল্লাদুন্‌কা অলিয়্যা-। ৬। ইয়ারিছুনী অইয়ারিছু মিন্ আ-লি

এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দাও। (৬) যে উত্তরাধিকারী হবে আমার

يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ

ইয়া'ক্বূবা-অজ্ব্'আল্‌হু রব্বি রদ্বিয়্যা-। ৭। ইয়া-যাকারিয়্যা ~ ইন্না-নুবাশ্‌শিরুকা বিগুলা-মিনিস্‌মুহূ ইয়াহ্‌ইয়া-লাম্

ও ইয়াকূব বংশের এবং হে আমার রব! তাকে সন্তোষভাজন কর। (৭) হে যাকারিয়া! তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়া নামের পুত্রের

نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ

নাজ্‌ 'আল্‌লাহূ মিন্ ক্বব্‌লু সামিয়্যা-। ৮। ক্বা-লা রব্বি আন্না-ইয়াকূনুলী গুলামুঁও অ কা-নাতিম্ রায়াতী

সুসংবাদ দিতেছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া, পূর্বে এ নাম কারও রাখিনি। (৮) বলল, হে আমার রব! কিভাবে আমার পুত্র হবে?

عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ

'আ-ক্বিরাঁও অক্বদ্ বালাগ্‌তু মিনাল্ কিবারি ই''তিয়্যা-।৯।ক্বা-লা কাযা-লিকা ক্বা-লা রাব্বুকা হুঅ 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুঁও

আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমি চূড়ান্ত বৃদ্ধ। (৯) বললেন, এভাবেই। তোমার রব বলেন, এটা আমার জন্য সহজ। ইতোপূর্বে

নামকরণ ঃ মারইয়াম্ হযরত ঈসা (আঃ)- এর মাতা বিবি মরিয়মের নামানুসারেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। রমণীকুল-গৌরব বিবি মরিয়ম্ ও তৎপর নবীবর হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে খৃষ্টান জাতির মধ্যে যে ভ্রম-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত মতবাদসমূহ প্রচলিত ও বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে, এ সূরায় তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। ভ্রান্ত-খৃষ্টানরা মুশরিকদের ন্যায় হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর জাত পুত্র অর্থাৎ "আল্লাহ" বা "আল্লাহর বেটা" মনে করে তাঁর জননী বিবি মরিয়মকেও স্ত্রীরূপে খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এ জন্য কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় তাদের কল্পিত "আল্লাহ" বা "আল্লাহর বেটা আল্লাহ" যীশু-খৃষ্টের সাথে তাঁর জননী "মাতা মেরী" অর্থাৎ বিবি মরিয়মেরও পূজা-করত। বিবি মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে খৃষ্টান জাতির এ হীন কল্পনা যে কিরূপ ভয়াবহ গুরুতর অপরাধ, এ পবিত্র সূরায় তা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿١٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ

অ ক্বদ্ খলাক্ব্‌তুকা মিন্ ক্বব্‌লু অলাম্ তাকু শাইয়্যা- ।১০। ক্ব -লা রব্বিজ্‌'আল্ লী ~ আ-ইয়াহ্; ক্ব -লা আ-ইয়াতুকা

তুমি তো কিছুই ছিলে না, তোমাকেও তো সৃষ্টি করেছি। (১০) বলল, হে আমার রব! আমাকে নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, সুস্থ

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١١﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ

আল্লা-তুকাল্লিমান্না-সা ছালা-ছা লাইয়া-লিন্ সাওয়্যিা-। ১১। ফাখরজা 'আলা-ক্বওমিহী মিনাল্ মিহ্‌রা-বি

থেকেও তুমি মানুষের সঙ্গে কোন কথা বলতে পারবে না। (১১) তার পর কক্ষ হতে বের হয়েসে মানুষের কাছে আগমন

فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١٢﴾ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَ

ফাআওহা ~ ইলাইহিম্ আন্ সাব্বিহূ বুক্‌রাতাঁও অ'আশিয়্যা- ।১২। ইয়া-ইয়াহ্‌ইয়া-খুযিল্ কিতা-বা বিক্বুওয়্যাহ্; অ

করে সকালেও-সন্ধ্যায় তাসবীহ পড়তে ইংগিত করল।(১২) হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়ভাবে এ কিতাব ধারণ কর। আর আমি তাকে

اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٣﴾ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٤﴾ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

আ-তাইনা-হুল্ হুক্‌মা ছোয়াবিয়্যা-। ১৩। অহানা-নাম্ মিল্লাদুন্না- অযাকা-হ্; অকা-না তাক্বিয়্যা-। ১৪। অবার্‌রম্ বিওয়া-লিদাইহি

শৈশবেই জ্ঞান দিয়েছি।(১৩) আর আমার নিকট হতে তাকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল মুত্তাকী। (১৪) আর মাতা-পিতার

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٥﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ

অলাম্ ইয়াকুন্ জ্বাব্বা-রন্ 'আছিয়্যা- ।১৫। অসালা-মুন্ 'আলাইহি ইয়াওমা উলিদা অইয়াওমা ইয়ামূতু অইয়াওমা ইয়ুব্'আছু

সেবক, আর সে না ছিল নিষ্ঠুর আর না ছিল অবাধ্য। (১৫) তার ওপর শান্তি— জন্মের দিনে, মৃত্যুর দিনে এবং পুনরুত্থানের

حَيًّا ﴿١٦﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

হাইয়্যা-। ১৬। অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি মার্‌ইয়া-ম্' ইযিন্ তাবাযাত্ মিন্ আহ্‌লিহা-মাকা-নান্ শার্‌ক্বিয়্যা-।

দিনে। (১৬) এ কিতাবে বর্ণিত মরিয়মের কথা উল্লেখ করুন। যখন সে স্বীয় পরিবার হতে পূর্ব দিকে একস্থানে গিয়েছিল।

ع ১৫ 4 রুকু

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا ﴿١٧﴾

১৭। ফাত্তাখযাত্ মিন্ দূনিহিম্ হিজ্বা-বান্ ফাআর্‌সাল্‌না ~ ইলাইহা-রূহানা-ফাতামাছ্‌ছালা লাহা--বাশারন্

(১৭) সে তাদের হতে আড়ালে পর্দা করল, তারপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে মানবাকৃতিতে

سَوِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا

সাওয়িয়্যা-।১৮। ক্ব-লাত্ ইন্নী ~ আ'উযু বির্‌রহ্‌মা-নি মিন্‌কা ইন্ কুন্‌তা তাক্বিয়্যা-। ১৯। ক্ব-লা ইন্নামা ~ আনা

প্রকাশিত হল। (১৮) (মরিয়ম) বলল, তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিতেছি, যদি মুত্তাকী হও। (১৯) বলল, আমি তো কেবল

رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ

রাসূলু রব্বিকি লিআহাবা লাকি গুলা-মান্ যাকিয়্যা-। ২০। ক্ব-লাত্ আন্না- ইয়াকূনুলী গুলা-মুঁও অলাম্

আমার রবের দূত, যেন আমি তোমাকে নেক সন্তান দান করি। (২০) বলল, কিভাবে আমার পুত্র হবে? আমাকে তো কোন

يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢١﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ

ইয়াম্‌সাস্‌নী বাশারুঁও অলাম্ আকু বাগিয়্যা-। ২১। ক্বা-লা কাযা-লিকি ক্বা-লা রব্বুকি হুঅ 'আলাইয়্যা হাইয়্যিনুন্

পুরুষ স্পর্শ করে নি, আর আমি অসতীও নই। (২১) বলল, এভাবেই হবে। আপনার রব বললেন, এটা আমার জন্য সহজ।

وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢٢﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ

অলিনাজ্‌'আলাহূ ~ আ-ইয়াতাল্লিন্না-সি অরহ্‌মাতাম্ মিন্না-অকা-না আম্‌রম্ মাক্ব্‌দ্বিয়্যা-। ২২। ফাহামালাত্‌হু ফান্‌তাবাযাত্

যেন তা মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমার করুণা হয়, আর বিষয়টি তো স্থিরীকৃত। (২২) তার পর সে তাকে গর্ভে ধারণ

بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٣﴾ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ

বিহী মাকা-নান্ ক্বছিয়্যা। ২৩। ফাআজ্বা — য়া হাল্ মাখ-দ্বু ইলা-জ্বিয্‌ইন্নাখ্ লাতি ক্বা-লাত্ ইয়া-লাইতানী

করে দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) অবশেষে প্রসব-বেদনা তাকে খেজুর বৃক্ষ তলায় নিয়ে আসল; সে বলল, হায়!

مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٤﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ

মিত্তু ক্ববলা হা-যা-অকুন্‌তু নাস্‌ইয়াম্ মান্‌সিয়্যা-। ২৪। ফানা-দা হা- মিন্ তাহ্‌তিহা ~ আল্লা-তাহ্‌যানী ক্বদ্

যদি এর পূর্বেই আমি মরতাম! এবং সম্পূর্ণ স্মৃতিহারা হতাম! (২৪) নিচ হতে ফেরেশ্‌তা তাকে ডাকল, তুমি দুঃখ করো

جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٥﴾ وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ

জ্বা'আলা রব্বুকি তাহ্‌তাকি সারিয়্যা-। ২৫। অহুয্‌যী ~ ইলাইকি বিজ্বিয্ ইন্নাখ্‌লাতি তুসা-ক্বিত্ব্ 'আলাইকি

না, তোমার পাশে তোমার রব নহর প্রবাহিত করলেন। (২৫) আর তুমি খেজুরের ডাল নিজের দিকে ঝুঁকাও! তাতে তোমার

رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٦﴾ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا

রুত্বোয়াবান্ জ্বানিয়্যা-। ২৬। ফাকুলী অশ্‌রবী অক্বর্‌রী 'আইনান্ ফাইম্মা-তারয়িন্না মিনাল্ বাশারি আহাদান্

নিকট সদ্য পাকা খেজুর ঝরিয়ে দিব। (২৬) অতঃপর খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। কোন মানুষকে যদি দেখ

فَقُوْلِىْۤ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٧﴾ فَاَتَتْ بِهٖ

ফাক্বূ লী ~ ইন্নী নাযারতু লির্‌রাহ্‌মা-নি ছোয়াওমান্ ফালান্ উকাল্লিমাল্ ইয়াওমা ইন্‌সিয়্যা-। ২৭। ফাআতাত্ বিহী

তবে তাকে বলো, আমি দয়াময়ের জন্য রোযা রেখেছি, সুতরাং কারো সঙ্গে আজ কথা বলব না। (২৭) তাকে কোলে

قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٨﴾ يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ

ক্বওমাহা-তাহ্‌মিলুহু, ক্বা-লূ ইয়া-মার্‌ইয়ামু লাক্বদ্ জ্বি'তি শাইয়ান্ ফারিয়্যা-। ২৮। ইয়া ~ উখ্‌তা হা-রূনা মা-কা-না

নিয়ে কওমে আসল; তারা বলল, হে মরিয়ম! তুমি তো জঘন্য বস্তু নিয়ে এসেছ। (২৮) হে হারূনের ভগ্নি! তোমার পিতা

আয়াত-২৬ ঃ আলোচ্য আয়াতে হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর প্রতি সান্ত্বনা প্রদান এবং ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ রয়েছে। যেমন তৃষ্ণা নিবারণের উপকরণ নিহিত ছিল প্রথম আদেশে। শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড হতে সদ্য পাকা খেজুর বের হওয়া এবং শুষ্ক যমীন হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ভবিষ্যৎ শুভ কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে। আরায়েছ নামক কিতাবে আছে, বৃক্ষ কাণ্ডটি শুকনা ছিল। মাদরদী হতে বর্ণিত আছে, স্ত্রীলোক হলে প্রসবে অসুবিধার সম্মুখীন খেজুরের চেয়ে উপকারী বস্তু অন্য কিছু নেই। কারণ, খেজুর হল অধিক রক্তবর্ধক খাদ্য এটি শরীরকে যেমন মোটা তাজা করে তেমনি গোর্দানে, কোমরে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় শক্তি সৃষ্টি করে। অবশ্য, উষ্ণতাধিক্যে যে আশঙ্কা থাকে তা আর্দ্র খেজুরে থাকে না। এটি ছাড়া পানি দিয়ে সে ক্ষতির সংশোধন করা যায়। অধিকন্তু এটি একটি সুস্বাদু ফল। (আরায়েছ, মারদরী)

أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۝٢٩ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ

আবূ কিম্‌রায়া সাওয়িঁও অমা-কা-নাত্‌ উম্মুকি বাগিয়্যা- । ২৯ । ফাআশা-রত্‌ ইলাইহি; ক্ব-লূ কাইফা নুকাল্লিমু

খারাপ ছিল না, আর তোমার মাতাও অসতী ছিল না। (২৯) সে ছেলের প্রতি ইংগিত দিল; তারা বলল, কোলের শিশুর সঙ্গে

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٣٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي

মান্‌ কা-না ফিল্‌ মাহ্‌দি ছোয়াবিয়্যা- । ৩০ । ক্ব-লা ইন্নী 'আবদুল্লা-হ্‌; আ-তা-নিয়াল্‌ কিতা-বা অজ্বা'আলানী

কিভাবে কথা বলব? (৩০) (শিশু) বলল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর বান্দাহ। আমাকে তিনি কিতাব প্রদান করেছেন, এবং আমাকে

نَبِيًّا ۝٣١ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

নাবিয়্যা- । ৩১ । অ জ্বা'আলানী মুবা-রকান্‌ আইনা মা-কুন্‌তু অআওছোয়া-নী বিছ্‌ছলা-তি অয্‌যাকা-তি মা-দুম্‌তু

নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নামায ও

حَيًّا ۝٣٢ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٣ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ

হাইয়্যা- ।৩২ । অবার্‌রম্‌ বিওয়া-লিদাতী অলাম্‌ ইয়াজ্‌'আল্‌নী জ্বাব্বা-রন্‌ শাক্বিয়্যা- । ৩৩ । অস্‌সালা-মু 'আলাইয়্যা ইয়াওমা

যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (৩২) এবং মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন, আমাকে হতভাগা করেন নি। (৩৩) আমার

وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٤ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ

উলিত্‌তু অইয়াওমা আমূতু অইয়াওমা উব্‌'আছু হাইয়্যা- । ৩৪ । যা-লিকা 'ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়ামা ক্বওলাল্‌

প্রতি শান্তি আমার জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে এবং জীবিত পুনরুত্থিত হবার দিনে। (৩৪) এ হল ঈসা-ইবনে মরিয়ম; যে বিষয়ে

الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝٣٥ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ

হাক্ব্‌ ক্বিল্লাযী ফীহি ইয়াম্‌তারূন্‌। ৩৫ । মা-কা-না লিল্লা-হি আইঁ ইয়াত্তাখিযা মিঁও অলাদিন্‌ সুব্‌হা-নাহ্‌;

তারা বিতর্ক করে তা তো সত্য। (৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন, যখন তিনি পবিত্র কোন কিছু

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٣٦ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

ইযা- ক্বদ্বোয়া ~ আম্‌রন্‌ ফাইন্নামা- ইয়াকূ্‌লু লাহূ কুন্‌ ফাইয়াকূন্‌। ৩৬ । অইন্নাল্লা-হা রব্বী অরব্বুকুম্‌

করতে ইচ্ছা করেন তখন 'হও' বলেন, আর অমনি তা হয়ে যায়। (৩৬) নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার ও তোমাদের রব, অতএব

فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٣٧ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ

ফা'বুদূহ্‌ হা-যা-ছির-তুম্‌ মুস্‌তাক্বীম্‌। ৩৭ । ফাখ্‌ তালাফাল্‌ আহ্‌যা-বু মিম্‌ বাইনিহিম্‌ ফাওয়াইলুল্‌

তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সোজা পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল। অতএব

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٣٨ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

লিল্লাযীনা কাফারূ মিম্‌ মাশ্‌হাদি ইয়াওমিন্‌ 'আজীম্‌। ৩৮ । আস্‌মি' বিহিম্‌ অআব্‌ছির্‌ ইয়াওমা ইয়া''তূনানা-

মহাদিবস আগমনে দুর্ভোগ কাফেরদের। (৩৮) সেদিন তারা কত চমৎকার শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে

لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ

লা-কিনিজ্জোয়া- লিমূনাল্ ইয়াওমা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্ । ৩৯ । ওয়াআন্‌যির্‌হুম্ ইয়াওমাল্ হাস্‌রতি ইয্ কুদ্বিয়াল্

আগমন করবে। কিন্তু আজ জালিমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে। (৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিনের ভয় প্রদর্শন

الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ

আমর্ । অহুম্ ফী গাফ্‌লাতিঁও অহুম্ লা-ইয়ু''মিনূন্ । ৪০ । ইন্না-নাহ্‌নু নারিছুল্ আর্‌দ্বোয়া

করেন, যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে। আর তারা গাফেল এবং তারা বিশ্বাস করে না। (৪০) নিশ্চয়ই আমি প্রকৃত মালিক

وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ؕ اِنَّهٗ كَانَ

অ মান্ 'আলাইহা-অইলাইনা-ইয়ুর্‌জ্বা'উন্ । ৪১ । অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি ইব্‌রা-হীম্; ইন্নাহূ কা-না

এ যমীন ও তার অধিবাসীর, আর আমার নিকটেই সকলে প্রত্যাবর্তণ করবে। (৪১) এ কিতাবে ইব্রাহীমকে স্মরণ করুন সে ছিল

صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤٢﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا

ছিদ্দীকা ন্নাবিয়্যা । ৪২ । ইয্ ক্বা-লা লিআবীহি ইয়া ~ আবাতি লিমা তা'বুদু মা-লা-ইয়াস্‌মা'উঅলা-ইয়ুব্‌ছিরু অলা-

সত্যনিষ্ট নবী। (৪২) যখন সে তার পিতাকে বলল, হে আমার পিতা! কেন তার ইবাদত কর, যে না শুনে আর না দেখে, আর

يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٣﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ

ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌কা শাইয়া- । ৪৩ । ইয়া ~ আবাতি ইন্নী ক্বদ্ জ্বা — য়ানী মিনাল্ 'ইল্‌মি মা-লাম্ ইয়া''তিকা

না তোমার কোন উপকারে আসে? (৪৩) হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসে নি

فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ

ফাত্তাবি'নী ~ আহ্‌দিকা ছিরা-ত্বোয়ান্ সাওয়িয়্যা- । ৪৪ । ইয়া ~ আবাতি লা-তা'বুদিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; ইন্নাশ্ শাইত্বোয়া-না

সুতরাং আমাকে অনুসরণ কর, আমি সঠিক পথ প্রদর্শন করাব। (৪৪) হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই

كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٥﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ

কা-না লির্‌রহ্‌মা-নি 'আছিয়্যা- । ৪৫ । ইয়া ~ আবাতি ইন্নী ~ আখ-ফু আইঁ ইয়ামাস্ সাকা 'আযা-বুম্ মিনার্ রহমা-নি

শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা! আমার আশংকা হয়, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, ফলে

فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ

ফাতাকূনা লিশ্‌শাইত্বোয়া-নি অলিয়্যা- । ৪৬ । ক্বা-লা আর-গিবুন্ আন্‌তা 'আন্ আ-লিহাতী ইয়া ~ ইব্‌রা-হীমু লায়িল্লাম্

তুমি শয়তানের সাথী হবে। (৪৬) পিতা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার ইলাহ্‌দের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? নিবৃত না

আয়াত-৪০ঃ সিদ্দীক শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে না, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, কথা ও কর্মে সত্যবাদী। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নবী রাসূলগণই প্রকৃত সিদ্দীক। অন্যরা নবী রাসূলদের অনুসরণ করে সিদ্দীক এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে স্বয়ং পবিত্র কোরআনে সিদ্দিকাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং নবী ও রাসূলদের জন্য সিদ্দীক হওয়া অপরিহার্য। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৪৩ঃ একজন প্রখ্যাত রাসূল। নিজেকে খোদাদাবী করে নমরূদ নামক এক জালিম বাদশাহের যুগে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। গোটা দেশের জনসাধারণ ছিল মুশরিক। নবীর পিতাও ছিল শির্‌কের ধ্বজাধারীদের অন্যতম একজন। এখানে তিনি তাঁর পিতাকে অত্যন্ত ভদ্রোচিত ভাষায় শির্‌ক পরিত্যাগের আবেদন করেছেন।

تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ

তান্‌তাহি লাআর্‌জুমান্নাকা অহ্‌জুর্‌নী মালিয়্যা- । ৪৭ । ক্ব-লা সালা-মুন্ 'আলাইকা সাআস্‌তাগ্‌ফিরু লাকা রব্বী;
হলে তোমাকে পাথরে চূর্ণ করব; চিরতরে দূর হয়ে যাও। (৪৭) বলল, তোমাকে সালাম আমি রবের কাছে ক্ষমা চাইব,

اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ

ইন্নাহূ কা-না বী হাফিয়্যা- । ৪৮ । অ 'আতাযিলুকুম্ অমা-তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি অআদ্'উ রব্বী
তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল। (৪৮) আর আমি ত্যাগ করছি তোমাদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান কর তাদেরকে, আমি

عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ

'আসা ~ আল্লা ~ আকূ না বিদু'আ — য়ি রব্বী শাক্বিয়্যা- । ৪৯ । ফালাম্মা' তাযালাহুম্ অমা-ইয়া'বুদূনা মিন্
রবকেই আহ্বান করি, আশা করি, আমার রবকে আহ্বান করে ব্যর্থ হব না। (৪৯) অতঃপর সে তাদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া

دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ

দূনিল্লা-হি অহাব্‌না লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্ব অ ইয়া'কূ্ব্; অকুল্লান্ জ্বা'আল্‌না-নাবিয়্যা- । ৫০ । অওয়াহাব্‌না-লাহুম্ মির্
উপাস্যদেরকে ছেড়ে গেল, তাকে ইসহাক ও ইয়া'কূব দান করলাম, প্রত্যেককে নবী করেছি। (৫০) তাদেরকে দিয়েছি

رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۫ اِنَّهٗ

রহমাতিনা-অজ্বা'আল্‌না- লাহুম্ লিসা-না ছিদ্‌ক্বিন্ 'আলিয়্যা- । ৫১ । অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি মূসা ~ ইন্নাহূ
আমার রহমত এবং উঁচুমানের সত্যভাষী বানিয়েছি। (৫১) আর আপনি এ কিতাবে মূসাকে স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই সে

كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ

কা-না মুখ্‌লাছোঁয়াও অকা-না রাসূলান্ নাবিয়্যা- । ৫২ । অনা-দাইনা-হু মিন্ জ্বা-নিবিত্ব্ ত্বূ রিল্ আইমানি অক্বার্‌রব্‌না-হু
ছিল মনোনীত রাসূল ও নবী। (৫২) আর আমি তাকে তূর পর্বতের দক্ষিণ হতে ডাকলাম এবং গোপন কথার জন্য নিকটবর্তী

نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ

নাজ্বিয়্যা- । ৫৩ । অ ওয়াহাব্‌না-লাহূ মির্ রহ্‌মাতিনা ~ আখা-হু হা-রূনা নাবিয়্যা- । ৫৪ । অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি
করলাম। (৫৩) আর তার ভাই হারূনকে দয়াপূর্বক নবী করে তাকে প্রদান করলাম। (৫৪) আর স্মরণ করুন! এ কিতাবে

اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ

ইস্‌মা'ঈলা ইন্নাহূ কা-না ছোয়া-দিক্বল্ অ'দি অ কা-না রাসূলান্নাবিয়্যা- । ৫৫ । অকা-না ইয়া''মুরু আহ্‌লাহূ
বর্ণিত ইসমাঈলকে। নিঃসন্দেহে সে ছিল ওয়াদায় সত্যবাদী এবং ছিল রাসূল, নবী। (৫৫) আর তার পরিবারবর্গকে নামায

بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫

বিছ্‌ছলা-তি অয্‌যাকা-তি অকা-না 'ইন্‌দা রব্বিহী মার্‌দ্বিয়্যা- । ৫৬ । অয্‌কুর্ ফিল্ কিতা-বি ইদ্‌রীসা
ও যাকাতের নির্দেশ দিত; সে ছিল স্বীয় রবের সন্তোষভাজন। (৫৬) আর এ কিতাবে বর্ণিত ইদ্রীসকে স্মরণ করুন।

রুকু ৩/১০/৬

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٧﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم

ইন্নাহূ কা-না ছিদ্দীক্বান্ নাবিয়্যা-।৫৭। অ রফা'না-হু মাকা-নান্ 'আলিয়্যা-।৫৮। উলা — য়িকাল্লাযীনা আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহিম্

সে মহা সত্যবাদী নবী। (৫৭) আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উঠিয়েছি। (৫৮) এরাই আদম সন্তানের মধ্যকার নবী

مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ

মিনান্নাবিয়্যীনা মিন্ যুর্রিয়্যাতি আ-দামা অ মিম্মান্ হামাল্না- মা'আ নূহিঁও অমিন্ যুর্রিয়্যাতি ইব্রা-হীমা

যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদেরকে নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি, আর যারা ইব্রাহীম ও

وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا

অইস্র — ঈলা-অ মিম্মান্ হাদাইনা- অজ্ তাবাইনা-; ইযা-তুত্লা- 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুর্ রহ্মা-নি খর্রূ

ইস্রাঈলের বংশধর; যাদেরকে হিদায়াত প্রদান করলাম; বাছাই করলাম; তাদের সামনে দয়াময়ের আয়াত পঠিত হলে তারা

سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٩﴾ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

সুজ্জাদাঁও অবুকিয়্যা-।৫৯। ফাখলাফা মিম্ বা'দিহিম্ খল্ফুন্ আদোয়া-উছ্ ছলা-তা অত্তাবা'উশ্ শাহাওয়া-তি

সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত। (৫৯) আর তাদের পরে যারা আসল, তারা নামায নষ্ট করল ও লালসার

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٦٠﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

ফাসাওফা ইয়াল্ক্বওনা গইয়্যা-।৬০। ইল্লা- মান্ তা-বা অ আ-মানা অ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফাউলা — য়িকা

অনুসরণ করল। অচিরেই তারা শাস্তি দর্শন করবে। (৬০) তবে যারা তাওবাকারী, এবং যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦١﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ

ইয়াদ্খুলূনাল্ জান্নাতা অলা-ইয়ুজ্লামূনা শাইয়া-।৬১। জান্না-তি 'আদ্নি নিল্লাতী অ'আদার্ রাহ্মানু

করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; তারা অত্যাচারিত হবে না। (৬১) স্থায়ী জান্নাতে যার ওয়াদা দয়াময় অদৃশ্যে থেকে

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦٢﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ

'ইবা-দাহূ বিল্গইব্; ইন্নাহূ কা-না অ'দুহূ মা''তিয়্যা-।৬২। লা-ইয়াস্মা'উনা ফীহা- লাগ্ওয়ান্ ইল্লা-সালা-মা-;

তাদেরকে প্রদান করেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁর ওয়াদা অবশ্যম্ভাবী।(৬২) তারা তথায় শুনতে পাবে না শান্তি ছাড়া বাজে কোন কথা;

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٣﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا

অলাহুম্ রিয্ক্বুহুম্ ফীহা-বুক্রাতাঁও অ'আশিয়্যা-।৬৩। তিল্কাল্ জান্নাতুল্লাতী নূরিছু মিন্ 'ইবা-দিনা-

আর সেখানে সকালেও সন্ধ্যায় তাদের জন্য জীবিকা থাকবে। (৬৩) এ হল ঐ জান্নাত যার উত্তরাধিকারী এমন বান্দাদের করা

مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٤﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا

মান্ কা-না তাক্বিয়্যা-।৬৪। অমা-নাতানায্যালু ইল্লা-বিআম্রি রব্বিকা লাহূ মা-বাইনা আইদীনা-অমা-খল্ফানা-

হবে যারা মুত্তাকী। (৬৪) আর রবের নির্দেশ ছাড়া নাযিল করি না; তাঁরই আয়ত্বে রয়েছে যা আমাদের সামনে, পশ্চাতে

وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْاَرْضِ السَّمٰوٰتِ رَبُّ ﴿٦٥﴾ نَسِيًّا رَبُّكَ كَانَ وَمَا ذٰلِكَ ج وَمَا بَيْنَ

অমা-বাইনা যা-লিকা অমা কা-না রব্বুকা নাসিয়্যা-। ৬৫। রব্বুস্ সামা-অ-তি অল্ আরদ্বি অমা-বাইনাহুমা-
ও এ দুয়ের মাঝে আছে। আপনার রব ভুলেন না। (৬৫) তিনি রব আকাশ মণ্ডল, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর;

ءَاِذَا الْاِنْسَانُ وَيَقُوْلُ ﴿٦٦﴾ سَمِيًّا لَهٗ تَعْلَمُ هَلْ لِعِبَادَتِهٖ وَاصْطَبِرْ فَاعْبُدْهُ

৪ ع ১৫ ৭ রুকু

ফা'বুদ্হু অছ্‌ত্বোয়াবির্ লি'ইবা-দাতিহ্; হাল্ তা'লামু লাহূ সামিয়্যা-।৬৬। অ ইয়াক্বূ লুল্ ইন্‌সা-নু আ ইযা-
সুতরাং তাঁরই দাসত্ব কর, তারই দাসত্বে ধৈর্য ধারণ কর; আপনি কি তাঁর সমগুণী কাকেও চিনেন? (৬৬) আর মানুষ বলে, মৃত্যুর

مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٧﴾ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ

মা-মিত্তু লাসাওফা উখ্‌রাজু হাইয়্যা-।৬৭। আওয়ালা- ইয়ায্‌কুরুল্ ইন্‌সা-নু আন্না-খলাক্ব্‌না-হু মিন্ ক্বব্‌লু
পরে কি জীবিত বের হব? (৬৭) মানুষ কি এ কথা স্মরণ করে না যে, তাকে আমিই ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছি; যখন সে

وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٨﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ

অলাম্ ইয়াকু শাইয়া-। ৬৮। ফাওয়া রব্বিকা লানাহ্‌শুরন্নহুম্ অশ্‌শাইয়াত্বীনা ছুম্মা লানুহ্‌দ্বিরন্নাহুম্ হাওলা
কিছুই ছিল না। (৬৮) রবের শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে শয়তানসহ একত্র করব, পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের

جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا *

জ্বাহান্নামা জ্বিছিয়্যা-। ৬৯। ছুম্মা লানান্‌যি'আন্না মিন্ কুল্লি শী'আতিন্ আইয়্যুহুম্ আশাদ্দু 'আলার্ রহ্‌মা-নি 'ইতিয়্যা-।
পাশে নতজানু অবস্থায় হাযির করব। (৬৯) অত:পর যে দয়াময়ের অবাধ্য তাকে প্রত্যেক দল থেকে টেনে বের করবই।

﴿٧٠﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧١﴾ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ج

৭০। ছুম্মা লানাহ্‌নু আ'লামু বিল্লাযীনা হুম্ আওলা বিহা-ছিলিয়্যা-।৭১। অ ইম্মিন্‌কুম্ ইল্লা-ওয়া-রিদুহা-
(৭০) যারা জাহান্নামী তাদের বিষয়ে আমি ভালভাবে অবগত রয়েছি। (৭১) আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে,

كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا

কা-না 'আলা-রব্বিকা হাত্‌মাম্ মাক্ব্‌দিয়্যা-। ৭২। ছুম্মা নুনাজ্জিল্লাযী নাত্তাক্বও অ নাযারুজ্ জোয়া-লিমীনা ফীহা-
এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (৭২) পরে আমি মুত্তাকীদেরকে মুক্তি প্রদান করব এবং জালিমদেরকে নতজানু অবস্থায়

جِثِيًّا ﴿٧٣﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

জ্বিছিয়্যা-।৭৩। অইযা-তুত্‌লা-'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-বাইয়িনা-তিন্ ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ~
(জাহান্নামে) ছেড়ে দিব। (৭৩) আর যখন তাদেরকে আমার স্পষ্ট আয়াত শুনান হয় তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে,

আয়াত-৬৬ ঃ এখানে ঐ উত্তরসূরীদের আক্বীদা সম্বন্ধে বিবৃত হচ্ছে, যারা হাশরে অবিশ্বাস করে। এরা বলত, আমরা কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব। এর উত্তরে বলা হচ্ছে , আদম সন্তানের কি এটা স্মরণ নেই যে, তারা কিছুই ছিল না, তাদেরকে অস্তিত্ব আমিই দিয়েছি? সুতরাং, যিনি অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্বে আনতে পারেন তাঁর পক্ষে পুনর্জীবিত করা কি কোন জটিল বিষয়? এ উপস্থাপনার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতিই সুদৃঢ় করছেন যে, আমি তাদেরকে মৃত্যুর পর অবশ্যই একত্রিত করব এবং তাদের পথভ্রষ্টকারী শয়তানদেরকেও। অতঃপর এদের সকলকে জাহান্নামের নিকট সমবেত করব আর তারা বিষন্ন বদনে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর কাফেরদের প্রত্যেকটি দল হতে অহংকারকারীদেরকে ও বিভ্রান্তকারীদেরকে বাছাই করে নিব এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনার সাথে প্রথমে এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আয়াত-৭১ ঃ জাহান্নাম প্রত্যেক মু'মিন

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٤﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ

আইয়্যুল্ ফারীক্বইনি খইরুম্ মাক্ব-মাঁও অআহ্সানু নাদিয়্যা-।৭৪-আ কাম্ আহ্লাক্না-ক্বব্লাহুম্ মিন্ ক্বরনিন্ হুম্
উভয়দলের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে কার স্থান উত্তম ও কার মজলিস সুন্দর?(৭৪) আর আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি

أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿٧٥﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ

আহ্সানু আছা ছাঁও- অরি’’ইয়া-।৭৫। ক্বু-ল্ মান্ কা-না ফিদ্ব দ্বোয়ালা-লাতি ফাল্ ইয়াম্দুদ্ লাহুর্ রহ্মা-নু
বহু জনপদকে যারা ছিল সম্পদে ও জাঁকজমকে এদের চেয়ে উত্তম। (৭৫) বলুন, যে ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে দয়াময় তাদেরকে

مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ط فَسَيَعْلَمُونَ

মাদ্দা-হাত্তা ~ ইযা-রায়াও মা-ইয়ূ’আদূনা ইম্মাল্ ‘আযা-বা অ ইম্মাস্ সা-‘আহ্; ফাসাইয়া’লামূনা
যথেষ্ট অবকাশ দিতেছেন; অবশেষে যখন তারা সে বিষয় প্রত্যক্ষ করবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল- হয় আযাব না হয়

مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٦﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ط

মান্ হুওয়া শার্রুম্ মাকা-নাঁও অআদ্ব’আফু জু্ন্দা-।৭৬। অইয়াযীদুল্লা-হু ল্লাযী নাহ্তাদাও হুদা-;
কিয়ামত, তখন জানতে পারবে যে, কে নিকৃষ্ট স্থানে ও দুর্বল দলে আছে।(৭৬) যারা হেদায়াত প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের হেদায়াত

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٧﴾ أَفَرَأَيْتَ

অল্বা-ক্বিয়া-তুছ্ ছোয়া-লি হা-তু খইরুন্ ‘ইন্দা রব্বিকা ছাওয়া-বাঁও অ খাইরুম্ মারাদ্দা-। ৭৭। আফারয়াইতাল্
বৃদ্ধি করেন; স্থায়ী সৎকর্ম আপনার রবের কাছে প্রতিদান ও পরিণাম হিসেবে শ্রেষ্ঠ। (৭৭) যারা আমার আয়াতসমূহ

الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٨﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ

লাযী কাফার বিআ-ইয়া-তিনা-অক্ব-লা লাউতাইয়ান্না মা-লাঁও অ অলাদা-।৭৮। আত্তোয়ালা’আল্ গইবা আমিত্তাখযা
অস্বীকার করে তারা কি দেখেন নি? যে বলে, আমাকে ধন-জন দেয়া হবে। (৭৮) তবে কি সে গায়েব জানতে পেরেছে, না

عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٩﴾ كَلَّا ط سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ✲

‘ইন্দার্ রহ্মা-নি ‘আহ্দা-। ৭৯। কাল্লা-; সানাক্তুবু মা-ইয়াক্বূলু অনামুদ্দু লাহূ মিনাল্ ‘আযা-বি মাদ্দা-।
কি দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। (৭৯) কখনো না, সে যা বলে তা আমি লিখব। এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করব।

﴿٨٠﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨١﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا

৮০। অ নারিছুহূ মা-ইয়াক্বূলু অ ইয়া’’তীনা-ফারদা-। ৮১। অত্তাখাযূ মিন্ দূ নিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লিইয়াকূনূ
(৮০) তাকে স্বীয় কথার অধিকারী করব, আমার কাছে একা আসবে। (৮১) তারা গ্রহণ করে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ্ যেন

ও কাফেরকে তা দেখানো হবে, অবশ্য এর উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ আলাদা। কাফেরগণকেতো তাতে ঢুকাবার জন্য এবং অনন্তকাল শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দেখান হবে, আর মু’মিনদেরকে তার উপর বিদ্যমান পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য যেন বেহেশতে প্রবেশ করে তারা অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর গুনাহ্গার মু’মিনদেরকে সেখানে কিছু দিন শাস্তি দিয়ে পবিত্র করে তোলা হবে।
আয়াত-৭৫ ঃ অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা নিজেদের সহায়কভাবে এবং তজ্জন্য গর্ববোধ করে, পরকালে তাদের উপলব্ধি হবে, তাদের মধ্যে শক্তি সামর্থ্য কত আছে। কারণ, সেখানে তাদের শক্তি বলতে কিছুই থাকবে না। উল্লেখ্য যে, এখানে “আদ্ব’আফু” তুলনামূলক শব্দ হওয়াতে কারও যেন তাতে এ সন্দেহ না হয় যে, সেখানে ওদেরও শক্তি থাকবে, অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম হবে। (বঃ কোঃ)

৫ ع ১৯ ৮ রুকু

لَهُمْ عِزًّا ﴿٨٢﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٣﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّا

লাহুম্ ই'য্‌যা- ।৮২। কাল্লা-; সাইয়াক্‌ফুরূনা বি'ইবা-দাতিহিম্ অইয়াকূনূনা 'আলাইহিম্ দ্বিদ্দা- ।৮৩। আলাম্‌তার আন্না ~
তারা তাদের সহায় হয়। (৮২) কখনো না। তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হবে। (৮৩) আপনি কি

اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٤﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّمَا

আর্‌সাল্‌নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা 'আলাল্ কা-ফিরীনা তায়ুয্‌যুহুম্ আয্‌যা- ।৮৪। ফালা-তা'জ্বাল্ 'আলাইহিম্; ইন্নামা-
দেখেন নি উত্তেজনার জন্য কাফেরদের নিকট শয়তান প্রেরণ করেছি। (৮৪) তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি

نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٥﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٦﴾ وَّنَسُوْقُ

না'উদ্দু লাহুম্ 'আদ্দা- । ৮৫। ইয়াওমা নাহ্‌শুরুল্ মুত্তাক্বীনা ইলার্ রহমা-নি অফ্‌দা- । ৮৬। অ নাসূ ক্বুল্
তাদেরকে গুণে রাখছি। (৮৫) সেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে দয়াময়ের মেহমানরূপে জমা করব। (৮৬) আর পাপীদেরকে

ওয়াকফে লাযেম

الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٧﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

মুজ্‌রিমীনা ইলা-জ্বাহান্নামা ওয়িরদা-৮৭। লা-ইয়াম্‌লিকূনাশ্ শাফা-'আতা ইল্লা-মানিত্তাখযা 'ইন্‌দার্
তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৮৭) তখন কেউ হবে না সুপারিশের অধিকারী দয়াময়ের

ওয়াকফে লাযেম

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٨﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٩﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۞

রহমা- নি 'আহ্‌দা- । ৮৮। অ ক্বা-লুত্তাখযার্ রহ্‌মা-নু অলাদা- । ৮৯। লাক্বদ্ জ্বি''তুম্ শাইয়ান্ ইদ্দা- ।
অনুমতিপ্রাপ্ত ছাড়া। (৮৮) তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিঃসন্দেহে তোমরা জঘন্য বিষয় এনেছ;

﴿٩٠﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞

৯০। তাকা-দুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতাফাত্ত্বোয়ার্‌না মিন্‌হু অতান্‌শাক্বক্বুল্ আর্‌দ্বু অতাখির্‌রুল্ জ্বিবা-লু হাদ্দা- ।
(৯০) এতে হয়ত আকাশ মণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর যমীন খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যাবে।

﴿٩١﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۞

৯১। আন্ দা'আও লির্‌রহ্‌মা-নি অলাদা- । ৯২। অমা-ইয়াম্‌বাগী লির্‌রহ্‌মা-নি আইঁ ইয়াত্তাখিযা অলাদা- ।
(৯১) কেননা, তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি সন্তান দাবি করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ দয়াময় জন্য শোভা পায় না।

﴿٩٣﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٤﴾ لَقَدْ

৯৩। ইন্ কুল্লু, মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি ইল্লা ~ আ-তির্ রহ্‌মা-নি 'আব্‌দা- । ৯৪। লাক্বদ্
(৯৩) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই হাযির হবে দয়াময় আল্লাহর সিমীপে তাঁর বান্দারূপে। (৯৪) তিনি

اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٥﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আহ্‌ছোয়া-হুম্ অ 'আদ্দাহুম্ 'আদ্দা- । ৯৫। অ কুল্লুহুম্ আ-তীহি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফার্‌দা- । ৯৬। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ
তাদের সকলকে ঘিরে ও গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) আর তারা সকলে একা আসবে পরকালে। (৯৬) যারা ঈমান এনেছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٧﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি সাইয়াজ্ব'আলু লাহুমুর্ রহ্মা-নু উদ্দা- । ৯৭ । ফাইন্নামা-ইয়াস্সার্না-হু বিলিসা-নিকা
এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্যমানুষের হৃদয়ে দয়াময় ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। (৯৭) অতঃপর কোরআনকে আপনার

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٨﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

লিতুবাশ্শির বিহিল্ মুত্তাক্বীনা অতুন্যির বিহী ক্বওমাল্ লুদ্দা- । ৯৮ । অকাম্ আহ্লাক্না- ক্বব্লাহুম্
ভাষায় সহজ করে দিয়েছি। যাতে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দেন আর কলহকারীদের সাবধান করেন। (৯৮) আর তাদের পূর্বে বহু

مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٩﴾

মিন্ ক্বরন্; হাল্ তুহিস্সু মিন্হুম্ মিন্ আহাদিন আও তাস্মা'উ লাহুম্ রিক্যা- ।
মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি! আপনি কি তাদের কাকেও দেখেন বা তাদের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পান?

অর্ধাংশ ৬ ع ১৬ ৯ রুকু

সূরা ত্বোয়া-হা- মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৩৫
রুকূ ঃ ৮

طٰهٰ ﴿١﴾ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰۤى ﴿٢﴾ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٣﴾

১। ত্বোয়া-হা-। ২। মা ~ আন্যাল্না- 'আলাইকাল্ ক্বুর্আ-না লিতাশ্ক্ব ~ । ৩। ইল্লা-তায্কিরতাল্ লিমাইঁ ইয়াখ্শা-।
(১) তোয়া, হা। (২) আপনি কষ্ট করার জন্য কোরআন নাযিল করি নি। (৩) বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদানের জন্য যে ভয় করে।

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ﴿٤﴾ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ

৪। তান্যীলাম্ মিম্মান, খলাক্বল্ আর্দ্বোয়া অস্সামা-ওয়া-তিল্ 'উলা-। ৫। আর্রহমানু 'আলাল্ 'আর্শিস্
(৪) (এ কোরআন) যমীন ও উচ্চ আকাশের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে নাযিলকৃত। (৫) তিনি পরম দয়ালু, আরশে

اسْتَوٰى ﴿٥﴾ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ

তাওয়া-। ৬। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্বি অমা-বাইনাহুমা-অমা-তাহ্তাছ্
সমাসীন। (৬) তার স্বত্ত্বাধীন যা কিছু রয়েছে আকাশে, আর যা কিছু রয়েছে যমিনে, আর উভয়ের মধ্যকার ও ভূগর্ভের

الثَّرٰى ﴿٦﴾ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ﴿٧﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ

ছার-। ৭। অ ইন্ তাজ্হার্ বিল্ক্বওলি ফাইন্নাহূ ইয়া'লামুস্ সির্র অআখ্ফা-। ৮। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হূ;
সবই। (৭) আপনি উচ্চৈঃ স্বরে যা-ই বলেন, তিনি গোপন ও অব্যক্ত সবই জানেন। (৮) আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴿٩﴾ وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٠﴾ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ

লাহুল্ আস্মা —য়ুল্ হুস্না-। ৯। অহাল্ আতা-কা হাদীছু মূসা-। ১০। ইয্ রয়া-না-রন্ ফাক্ব-লা
সকল উত্তম নাম তাঁরই। (৯) আর আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত এসেছে? (১০) যখন সে আগুন দেখল, অতঃপর নিজ

لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ

লিআহ্লিহিম্কুছূ ~ ইন্নী ~ আ-নাস্তু না-রল্লা'আল্লী ~ আ-তীকুম্ মিন্হা- বিক্বাসিন্ আও আজ্বিদু 'আলান্না-রি
পরিবারকে বলল, তোমরা থাম আমি আগুন দেখছি। তোমাদের জন্য আগুন আনতে পারি বা আগুনের কাছে কোন পথ

هُدًى ﴿١١﴾ فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ﴿١٢﴾ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ

হুদা-। ১১। ফালাম্মা ~ আতা-হা- নূদিয়া ইয়া-মূসা-। ১২। ইন্নী ~ আনা রব্বুকা ফাখ্লা' না'লাইকা ইন্নাকা
পাব। (১১) যখন তার কাছে আসল, শব্দ হল, হে মূসা! (১২) আমিই তোমার রব। তুমি তোমার পাদুকাদ্বয় খোল, তুমি এখন

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٣﴾ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿١٤﴾ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ

বিল্ওয়া-দিল্ মুক্বাদ্দাসি তুঅ-। ১৩। অ আনাখ্ তারতুকা ফাস্তামি' লিমা- ইয়ূহা-। ১৪। ইন্নানী ~ আনাল্লা-হু
অবস্থান করছ পবিত্র তুয়া উপত্যকায়। (১৩) তোমাকে নির্বাচিত করলাম, কাজেই অহী মন দিয়ে শোন। (১৪) আমিই আল্লাহ্!

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ لا وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿١٥﴾ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ

লা ~ ইলা-হা ইল্লা ~ আনা ফা'বুদ্নী অআক্বিমিছ্ ছলা-তা লিযিক্রী। ১৫। ইন্নাস্ সা'আতা আ-তিয়াতুন্ আকা-দু
আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমার ইবাদাত কর। আমার স্মরণে নামায আদায় কর। (১৫) কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তা আমি

اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٦﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا

উখ্ফীহা-লিতুজ্ যা-কুল্লু নাফ্সিম্ বিমা-তাস্'আ-। ১৬। ফালা-ইয়াছুদ্দান্নাকা 'আন্হা-মাল্লা-ইয়ু''মিনু বিহা-
গোপন রাখতে চাই, যেন সবাই কর্মের ফল পায়। (১৬) যে তা বিশ্বাস করে না ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে

وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٧﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٨﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ج

অত্তাবা'আ হাওয়া-হু ফাতারদা-। ১৭। অমা-তিল্কা বিইয়ামীনিকা ইয়া-মূসা-। ১৮। ক্ব-লা হিয়া 'আছোয়া-ইয়া
বিরত না রাখে; নতুবা তুমি ধ্বংস হবে। (১৭) হে মূসা! ডান হাতে ওটা কি? (১৮) মূসা বলল; এটা আমার লাঠি; এর

اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٩﴾ قَالَ اَلْقِهَا

আতাওয়াক্কায়ু 'আলাইহা-অআহুশ্শু বিহা-'আলা-গনামী অলিয়া ফীহা- মা-আ-রিবু উখ্র-। ১৯। ক্ব-লা আল্ক্বিহা-
উপর ভর দিই, ছাগলের জন্য পাতা পাড়ি, আর এটা আমার অন্য কাজেও লাগে। (১৯) আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! তা

يٰمُوْسٰى ﴿٢٠﴾ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢١﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ وقفه سَنُعِيْدُهَا

ইয়া-মূসা-। ২০। ফাআল্ক্ব-হা- ফাইযা-হিয়া হাইয়্যাতুন্ তাস্'আ-। ২১। ক্ব-লা খুয্হা-অলা- তাখাফ্ সানু'ঈদুহা-
নিক্ষেপ কর। (২০) অত:পর সে তা নিক্ষেপ করল, সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান সাঁপ হল। (২১) বললেন, ধর, ভয় করো না

سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

সীরতাহাল্ ঊলা-। ২২। ওয়াদ্বমুম্ ইয়াদাকা ইলা-জ্বানা-হিকা তাখ্রুজ্ব্ বাইদ্বো — য়া মিন্ গইরি সূ — য়িন

আমি ওটাকে, পূর্বরূপে ফিরিয়ে দিব। (২২) আর তুমি তোমার হাত বগলে রাখ দেখবে তা দোষ ছাড়া সাদা হয়ে বের

১ ع ২৪ ১০ রুকু

آيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

আ-ইয়াতান্ উখ্র-। ২৩। লিনুরিয়াকা মিন্ আ-ইয়া-তিনাল্ কুব্র-। ২৪। ইয্হাব্ ইলা-ফির'আউনা ইন্নাহূ ত্বগা-।

হবে, এটি অন্য নিদর্শন। (২৩) যেন মহা নিদর্শনের কিছু দেখাই। (২৪) ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমা লংঘণকারী।

﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ

২৫। ক্ব-লা রব্বিশ্ রহ্লী ছোয়াদ্রী। ২৬। অ ইয়াস্সির্লী ~ আম্রী। ২৭। ওয়াহ্লুল্ 'উক্বদাতাম্ মিল্

(২৫) বলল, হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) আমার কর্ম সহজ করুন। (২৭) আর জড়তা দূর করুন আমার

لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي

লিসা-নী। ২৮। ইয়াফ্ক্বাহূ ক্বওলী। ২৯। অজ্ব'আল্লী অযীরাম্ মিন্ আহ্লী। ৩০। হারূনা আখী

জিহ্বার। (২৮) যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) পরিবার থেকে সাহায্যকারী দিন; (৩০) ভাই হারুনকে;

﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ

৩১। শ্দুদ্ বিহী ~ আয্রী। ৩২। অ আশ্রিক্হু ফী ~ আম্রী। ৩৩। কাই নুসাব্বিহাকা কাছীর-। ৩৪। অ নায্ কুরকা

(৩১) তারদ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন; (৩২) তাকে আমার কর্মে শরীক করুন। (৩৩) যেন আপনার অধিক তাস্বীহ করি; (৩৪) আপনাকে বেশি

كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ

কাছীর- ৩৫। ইন্নাকা কুন্তা বিনা-বাছীর-। ৩৬। ক্ব-লা ক্বদ্ ঊতীতা সু'লাকা ইয়া-মূসা-। ৩৭। অ লাক্বদ্

বেশি স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনিতো আমাদেরকে দেখেন। (৩৬) বললেন, হে মূসা! অবশ্যই তোমাকে দেয়া হল, যা তুমি চেয়েছ। (৩৭) তোমার

مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي

মানান্না- 'আলাইকা মার্রতান্ উখ্র ~ । ৩৮। ইয্ আওহাইনা ~ ইলা ~ উম্মিকা মা-ইয়ূহা ~ । ৩৯। আনিক্ব্ যি ফীহি ফিত

প্রতি আরও একবার দয়া করেছি; (৩৮) যা নির্দেশ করার, তোমার মায়ের প্রতি নির্দেশ করেছি। (৩৯) যে, তাকে সিন্দুকে

التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ

তা-বূতি ফাক্ব্ যি ফীহি ফিল্ ইয়াম্মি ফাল্ইয়ুল্ক্বিহিল্ ইয়াম্মু বিস্সা-হিলি ইয়া'খুয্হু 'আদুওউল্লী ওয়া'আদুওউল

রাখ; তারপর তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও; অতঃপর সমুদ্র তাকে তীরে উঠাবে; আমার শত্রু ও তার শত্রু তাকে উঠিয়ে নিয়ে

আয়াত-৩৮ ঃ যে সময় ফিরাউন বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তান হত্যায় মেতেছিল, সে সময়ে হযরত মূসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ভীত হয়ে পড়লেন। ফিরাউনের কর্মচারীরা সংবাদ পেলে প্রিয় পুত্রকে তো হত্যা করবেই তদুপরি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার খবর অবহিত না করায় তাদের ওপরও লাঞ্ছনা আসবে। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাকে স্বপ্নযোগে অথবা এলহামের দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে, মূসাকে সিন্দুকে ভরে নীল-নদে ভাসিয়ে দাও এবং প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তাঁর সন্তান তাঁর ক্রোড়ে শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। তদনুসারে মূসা (আঃ)-কে একটি সিন্দুকে ভরে তাঁকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ফেরাউনের হস্তগত হলেন। অনন্তর ফিরাউন স্বীয় মমতায় এবং আছিয়ার অভিলাসে হযরত মূসা (আঃ)- কে পুষ্যপুত্র বানিয়ে নিল।

لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٤٠﴾ إِذْ تَمْشِي

লা-হূ; অআল্ক্বইতু 'আলাইকা মাহাব্বাতাম্ মিন্নী অলিতুছ্না'আ 'আলা-আইনী । ৪০ । ইয্ তাম্শী ~

যাবে; আর আমি আমার ভালবাসা তোমাকে দিয়েছি, যেন আমার সামনে গড়ে ওঠ। (৪০) যখন তোমার বোন এসে বলল,

أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ

উখ্তুকা ফাতাক্বূ লু হাল্ আদুল্লুকুম্ 'আলা-মাইঁ ইয়াক্ফুলুহূ; ফারাজা'না-কা ইলা ~ উম্মিকা কাই তাক্বর্‌র

আমি কি তোমাদেরকে বলব, কে তাকে লালন পালন করবে? অত:পর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম; যেন তার

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ قف

'আইনুহা-অলা-তাহ্যান্; অ ক্বতাল্তা নাফ্সান্ ফানাজ্জাইনা-কা মিনাল্ গম্মি অফাতান্না-কা-ফুতূনা-;

চোখ জুড়ায়, দুঃখ না পায়। তুমি একজনকে হত্যা করেছ, অত:পর আমি তোমাকে চিন্তা হতে মুক্তি দিয়েছি। আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি, তুমি

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ﴿٤١﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ

ফালাবিছ্তা সিনীনা ফী ~ আহ্লি মাদ্ইয়ানা ছুম্মা জ্বি'তা 'আলা- ক্বদারিঁই ইয়া-মূসা-। ৪১। অছ্ত্বোয়ানা'তুকা

মাদ্ইয়ানীবাসীদের মাঝে কয়েক বছর ছিলে, পরে নির্দিষ্ট সময়ে এখানে এসেছ, হে মূসা!। (৪১) তোমাকে আমার জন্য

لِنَفْسِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٣﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ

লিনাফ্সী। ৪২। ইয্হাব্ আন্তা অআখূকা বিআ-ইয়া-তী অলা-তানিয়া-ফী যিক্রী। ৪৩। ইয্হাবা ~ ইলা-

তৈরি করেছি। (৪২) তোমার ভাইসহ আমার আয়াত নিয়ে যাও, আমার স্মরণে তোমরা শৈথিল্য করো না। (৪৩) উভয়ে ফেরাউনের

فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٤﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَا رَبَّنَا

ফির'আউনা ইন্নাহূ ত্বোয়াগ-।৪৪। ফাক্বূ লা লাহূ ক্বওলাল্ লাইয়্যিনা ল্লা'আল্লাহূ ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখ্শা-। ৪৫। ক্বা-লা রব্বানা ~

নিকট যাও, সে অবাধ্য। (৪৪) তাকে কথা বলবে, সম্ভবত সে গ্রহণ করবে উপদেশ অথবা ভয় পাবে। (৪৫) বলল, হে রব!

إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٦﴾ قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا

ইন্নানা-নাখা-ফু আইঁ ইয়াফ্রুত্বোয়া 'আলাইনা ~ আও আইঁ ইয়াত্ব গ-। ৪৬। ক্বা-লা লা-তাখ-ফা ~ ইন্ননী মা 'আকুমা ~

আমরা ভয় করি, সে আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি বা দৌরাত্ম করবে।(৪৬) আল্লাহ বললেন, ভয় পেয়ো না; আমি তোমাদের সঙ্গে

أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٧﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۥ

আস্মা'উ আআর-।৪৭। ফা''তিয়া-হু ফাক্বূ লা ~ ইন্না রসূলা-রব্বিকা ফাআর্সিল্ মা 'আনা বানী ~ ইস্রা — ঈলা

আছি; আমি শুনি ও দেখি। (৪৭) অতঃপর যাও, বল, আমরা তোমার রবের রাসূল, বনী ইস্রাঈলদেরকে আমাদের সঙ্গে গমন করতে

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ☆

অলা-তু'আয্যিব্হুম্; ক্বদ্ জ্বি'না-কা বিআ-ইয়াতিম্ মির্ রব্বিক্; অস্সালা-মু 'আলা-মানিত্তাবা'আ ল্ হুদা-।

দাও। তাদেরকে তোমরা কষ্ট দিও না। আমরা আমাদের রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সৎপথের অনুসারীদের জন্য শান্তি।

﴿٤٨﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا

৪৮। ইন্না-ক্বদ্ উহিয়া ইলাইনা ~ আন্নাল্ 'আযা-বা 'আলা-মান্ কায্যাবা অ তাওয়াল্লা- ।৪৯। ক্বা-লা ফামার্ রব্বুকুমা-

(৪৮) আমাদের প্রতি অহী এসেছে যে, আযাব তো তার জন্য, যে মিথ্যাবাদী ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) বলল, হে মূসা!

يَا مُوسَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ فَمَا

ইয়া-মূসা-। ৫০। ক্বা-লা রব্বুনাল্লাযী ~ 'আত্বো য়া-কুল্লা শাইয়িন্ খল্‌ক্বহূ ছুম্মা হাদা-। ৫১। ক্বা-লা ফামা-

তোমাদের রব কে? (৫০) (মূসা) বলল, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে আকৃতি দিয়েছেন, পরে পথ দিয়েছেন। (৫১) বলল, প্রাথমিক

بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥٢﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا

বা-লুল্ ক্বুরূনি নিল্ উলা-। ৫২। ক্বা-লা 'ইল্‌মুহা 'ইন্‌দা রব্বী ফী কিতা-বিন্ লা-ইয়াদ্বিল্লু রব্বী অলা-

যুগের কি অবস্থা? (৫২) বলল, তার জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে লিখিত আছে, তিনি বিভ্রান্ত হন না, ভুলেও

يَنسَى ﴿٥٣﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ

ইয়ান্‌সা-। ৫৩। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া মাহ্‌দাঁও অ সালাকা লাকুম্ ফীহা-সুবুলাঁও অ আন্‌যালা

যান না। (৫৩) যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা করেছেন, আর তাতে চলার পথ দিয়েছেন, এবং তিনি আকাশ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٤﴾ كُلُوا وَارْعَوْا

মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়; ফাআখ্‌রাজ্ব্‌না-বিহী ~ আয্‌ওয়া জ্বাম্ মিন্ নাবা-তিন্ শাত্তা-। ৫৪। কুলূ অর্'আও

থেকে পানি বর্ষালেন; অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদ উদগত করাই। (৫৪) তোমরা খাও, এবং তোমাদের গবাদি

أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٥﴾ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

আন্'আ-মাকুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিউলিন্নুহা-। ৫৫। মিন্‌হা খালাক্ব্‌না-কুম্ অ ফীহা নু'ঈদুকুম্

পশু চরাও; নিঃসন্দেহে জ্ঞানীদের জন্য তাতে নিদর্শন আছে। (৫৫) তা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর তাতেই প্রত্যাবর্তন

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

অ মিন্‌হা- নুখ্‌রিজুকুম্ তা-রাতান্ উখ্‌রা-।৫৬। অ লাক্বদ্ আরইনা-হু আ-ইয়া-তিনা- কুল্লাহা-ফাকায্‌যাবা অ আবা-।

করার এবং তা হতে আবার বের করব। (৫৬) তাকে (ফিরঊন) সকল নিদর্শন দেখিয়েছি, কিন্তু সে মিথ্যারোপ ও অমান্য করেছে।

﴿٥٧﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٥٨﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ

৫৭। ক্বা-লা আজ্বি'তানা-লিতুখ্‌রিজ্বানা- মিন্ আর্‌দ্বিনা-বিসিহ্‌রিকা ইয়া-মূসা-। ৫৮। ফালানা'' তিয়ান্নাকা বিসিহ্‌রিম্

(৫৭) সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদেরকে যাদু বলে দেশ হতে বহিষ্কার করতে এসেছ?(৫৮) তা হলে আমরাও অদ্রূপ

রুকু ১১ / ১৩

আয়াত-৫৫ ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, কোরআনের ভাষা হতে বাহ্যতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। এ বিষয়ে সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতেও বর্ণিত রয়েছে। যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃষ্টি কাজে নিয়োজিত ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এ মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃষ্টি মাটি ও বীর্য উভয় দ্বারাই হয়। (মাঃ কোঃ)

مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى

মিছ্লিহী ফাজ্আল্ বাইনানা-অ বাইনাকা মাও'ইদাল্ লা- নুখ্লিফুহূ নাহ্নু অলা ~ আন্তা মাকা-নান্ সুওয়া-।
যাদু নিয়ে আসব আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রশস্ত স্থানে, সময় নির্দিষ্ট কর, ব্যতিক্রম না আমরা করব, আর না তুমি করবে।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ ﴿٦٠﴾

৫৯। ক্ব-লা মাও'ইদু কুম্ ইয়াওমুয্ যীনাতি অআইঁ ইয়ুহ্শারান্না-সু দ্বুহা-। ৬০। ফাতাওয়াল্লা-ফির্'আউনু
(৫৯) (মূসা) বলল, তোমাদের প্রতিশ্রুতির দিন মেলার দিনই, যেন পূর্বাহ্নেই সব লোক জমা হয়। (৬০) ফেরাউন প্রস্থান করল

فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦١﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

ফাজ্বামা'আ কাইদাহূ ছুম্মা আতা-। ৬১। ক্বা- লা লাহুম্ মূসা- অইলাকুম্ লা-তাফ্তারূ 'আলাল্লা-হি কাযিবান্
পরে তার কৌশল নিয়ে ফিরে আসল। (৬১) মূসা তাদেরকে বলল; ধিক তোমাদের, আল্লাহর প্রতি তোমরা মিথ্যারোপ করো না, তিনি

فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦٢﴾ فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

ফাইয়ুস্হিতাকুম্ বি'আযা-বিন্ অক্বদ্ খ-বা মানিফ্ তার-। ৬২। ফাতানা-যা'উ ~ আমরহুম্ বাইনাহুম্
তোমাদেরকে আযাব দ্বারা নিশ্চিহ্ন করবেন; যারা মিথ্যা রচনাকারী তারা সফল হয় না। (৬২) তারপর যাদুকররা তাদের নিজেদের

وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٣﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ

অ আসাররুন্ নাজ্ ওয়া-। ৬৩। ক্ব-লূ ~ ইন্ হা-যা-নি লাসা-হির-নি ইয়ুরীদা-নি আইঁ ইয়ুখ্রিজ্বাকুম্ মিন্
মধ্যেই বিতর্ক শুরু করে দিল এবং গোপন পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল, এ দুজন যাদুকর, তারা চায় তাদের যাদুর দ্বারা তোমাদেরকে

اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٤﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا

আরদ্বিকুম্ বিসিহ্রিহিমা-অইয়ায্হাবা- বিত্বোয়ারীক্বতিকুমুল্ মুছ্লা-। ৬৪। ফাআজ্ মিঊ' কাইদাকুম্ ছুম্মা''তূ
এ দেশ হতে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের সুখী জীবনের বিলুপ্তী সাধন করতে। (৬৪) তোমাদের কৌশল একত্র কর,

صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٥﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ

ছফ্ফান্, অ-ক্বদ আফ্লাহাল্ ইয়াওমা মানিস্ তা'লা-।৬৫। ক্ব-লূ ইয়া মূসা ~ ইম্মা ~ আন্ তুল্ক্বিয়া অইম্মা ~
তারপর সারিবদ্ধভাবে হাযির হও। আজকে যে জয়ী হবে সে-ই সফলকাম। (৬৫) তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ করবে,

اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٦﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ

আন্ নাকূনা আওঅলা মান্ আল্ক্ব-। ৬৬। ক্ব-লা বাল্ আল্কূ, ফাইযা-হিবা-লুহুম্ অ 'ইছিয়্যুহুম্ ইয়ুখইয়্যালু
না হয় আমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হই। (৬৬) (মূসা) বলল, বরং তোমরা প্রথমে নিক্ষেপ কর, হঠাৎ যাদুর প্রভাবে মনে হল,

اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٧﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٨﴾ قُلْنَا

ইলাইহি মিন্ সিহ্রিহিম্ আন্নাহা-তাস্'আ। ৬৭। ফাআওজ্বাসা ফী নাফ্সিহী খীফাতাম্ মূসা-। ৬৮। ক্বুল্না-
দড়ি ও লাঠিগুলো সব ছোটাছুটি করতেছে। (৬৭) ফলে অন্তরে কিছুটা ভয় অনুভব করল মূসা। ৬৮। আমি (মূসাকে) বললাম,

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٩﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا

লা-তাখাফ্ ইন্নাকা আন্তাল্ 'আলা- ।৬৯। অ আল্ক্বি মা-ফী ইয়ামীনিকা তাল্ক্বফ্ মা-ছোয়ানা'উ; ইন্নামা-
ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর; তাদের বানানো সর্বগ্রাস করবে।

صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٧٠﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا

ছোয়ানা'উ কাইদু সা-হির্; অলা -ইয়ুফ্লিহুস্ সা- হিরু হাইছু আতা- । ৭০। ফাউল্ক্বিয়াস্ সাহারতু সুজ্জাদান্
তারা যা করেছে তা যাদুর কৌশল, যাদুকররা কোথায়ও সফল হয় না। (৭০) অত:পর যাদুকররা সেজদায় পড়ল ও বলল,

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧١﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ

ক্ব-লূ ~ আ-মান্না -বিরব্বি হা-রূনা অমূসা- । ৭১। ক্ব-লা আ-মান্তুম্ লাহূ ক্ববলা আন্ আ-যানা লাকুম্; ইন্নাহূ
হারুন ও মূসার রবকে বিশ্বাস করলাম। (৭১) ফেরাউন বলল, কি অনুমতির পূর্বেই ঈমান আনলে! মনে হয় সে তোমাদের প্রধান,

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ

লাকাবী রুকুমুল্লাযী 'আল্লামাকুমুস্ সিহ্র ফালাউক্বত্তি'আন্না আইদিয়াকুম্ অআর্জু লাকুম্ মিন্ খিলা-ফিঁও
সে তোমাদেরকে যাদু শিখায়েছে। সুতরাং অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলবে, তোমাদেরকে

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ

অ লায়ুছোয়াল্লিবান্নাকুম্ ফী জুযূ 'ইন্নাখ্লি অলা-তা'লামুন্না আইয়্যুনা ~ আশাদ্দু 'আযা-বাঁও অআব্ক্বা-।
আমি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করব; তোমরা অবগত হতে পারবে যে, কার শাস্তি কঠোর ও স্থায়ী।

﴿٧٢﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ

৭২। ক্ব-লূ লান্ নু'ছিরকা 'আলা - মা -জ্বা — য়ানা মিনাল্ বাইয়্যিনা -তি অল্লাযী ফাত্বোয়ারনা ফাক্ব্দ্বি
(৭২) যাদুকররা বলল, তোমাকে প্রাধান্য দিবই না; আমাদের কাছে যে নিদর্শন এসেছে এবং ঐ সত্তার উপর যিনি আমাদের স্রষ্টা

مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٣﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا

মা ~ আন্তা ক্ব-দ্বি; ইন্নামা- তাক্বদী হা-যিহিল্ হা-ইয়াতাদ্দুন্ইয়া- ।৭৩।ইন্না ~ আ-মান্না -বিরব্বিনা- লিইয়াগ্ফিরলানা-
তোমার যা ইচ্ছা, তা কর; তুমিতো পার্থিব জীবনের কিছু করতে পার। (৭৩) আমরা আমাদের রবকে বিশ্বাস করেছি,

خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٤﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ

খাত্বোয়া-ইয়া -না অমা ~ আক্রহ্তানা 'আলাইহি মিনাস্ সিহ্র; অল্লা-হু খইরুঁও অ আব্ক্ব- ৭৪। ইন্নাহূ মাইঁ ইয়া'তি
যেন তিনি আমাদের পাপ ও তোমার দ্বারা বাধ্য যাদু ক্ষমা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। (৭৪) নিঃসন্দেহে যে রবের

আয়াত-৭৪ ঃ যাদুকররা ফিরআ'উনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে এ পাপ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর যাদুকররা স্বেচ্ছায় মুকাবিলা করার জন্য এসেছিল এবং এই মোকাবেলার জন্য ফিরআ'উনের সাথে দর কষাকষিও করেছিল, কিন্তু প্রশ্ন জাগে ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করার জন্য বাধ্য করার অভিযোগ কিভাবে উত্থাপিত হতে পারে? এর জবাব হল, যাদুকররা প্রথমে পুরস্কার ও সম্মানের আশায় রাযী হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছে যে, খোদায়ী মু'জিযার বিরোধিতা করতে পারবে না। এ কথা জানবার পর ফেরআ'উন তাদের যাদু করার জন্য বাধ্য করেছে। (তাফঃ রূঃ মাঃ)

•তিন চতুর্থাংশ

رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٥﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ

রব্বাহূ মুজ্‌রিমান্ ফাইন্না লাহূ জ্বাহান্নাম্; লা -ইয়ামূতু ফীহা -অলা- ইয়াহ্ইয়া- ।৭৫। অমাইঁ ইয়া'তিহী
কাছে অপরাধী হয়ে আগমন কর, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম; সেখানে সে না মরবে, আর না বেঁচে থাকবে। (৭৫) আর যে ব্যক্তি

مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٦﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ

মু'মিনান্ ক্বাদ্ 'আমিলাছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফাউলা — য়িকা লাহুমুদ্দারাজ্বা-তুল্ 'উলা- ।৭৬। জ্বান্না-তু 'আদ্‌নিন্
মু'মিনরূপে আগমন করবে এ অবস্থায় যে, সে সৎকর্ম করে। তাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে। (৭৬) স্থায়ী জান্নাত,

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ

তাজ্ব্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-; অযা-লিকা জ্বাযা — য়ু মান্ তাযাক্কা- ।৭৭। অলাক্বদ্
যার ছায়ার তলে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, এটাই পবিত্রদের জন্য পুরস্কার। (৭৭) আর আমি তো

ع ৩ ২২ ১২ রুকু

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ

আওহাইনা ~ ইলা -মূসা ~ আন্ আস্‌রি বি'ইবা-দী ফাদ্বরিব্ লাহুম্ ত্বোয়ারীক্বান্ ফিল্ বাহ্‌রি
মূসার প্রতি এ মর্মে অহী দিলাম যে, আমার বান্দাহদের নিয়ে তুমি রাতে বেরিয়ে পড়ো। আর তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্ক পথ নির্মাণ কর।

يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٨﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ

ইয়াবাসা ল্লা-তাখা-ফু দারকাঁও অলা-তাখ্‌শা- ।৭৮। ফাআত্‌বা'আহুম্ ফির্'আউনু বিজুনূদিহী ফাগশিয়াহুম্ মিনাল্
পিছন থেকে এসে তোমাদেরকে ধরে ফেলবে এ আশংকা ও ভয় করও না। (৭৮) ফেরাউন সৈন্যদল নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, সমুদ্র তাদেরকে

الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٩﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٨٠﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ

ইয়াম্মি মা-গশিয়াহুম্। ৭৯। অ আদ্বোয়াল্লা ফির্'আউনু ক্বওমাহূ অমা-হাদা- ।৮০। ইয়া-বানী ~ ইস্‌রা — ঈলা ক্বদ্
পূর্ণ নিমজ্জিত করল।(৭৯) আর ফেরাউন তার জাতিকে ভ্রষ্ট করল, এবং সুপথ দেখায় নি। (৮০) হে বনী ইস্রাঈল!

أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

আনজ্বাইনা-কুম্ মিন্ 'আদুওয়্যিকুম্ অওয়া-'আদ্‌না-কুম্ জ্বা-নিবাত্ব্ ত্বূরিল্ আইমানা অনায্‌যাল্‌না- 'আলাইকুমুল্ মান্না
আমি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি শত্রু হতে, তোমাদেরকে তূরের দক্ষিণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তোমাদের ওপর মান্না ও

وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨١﴾ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ

অস্‌সাল্‌ওয়া। ৮১। কুলূ মিন্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তি মা-রযাক্ব্‌না-কুম্ অলা-তাত্ব্‌গও ফীহি ফাইয়াহিল্লা 'আলাইকুম্
সালওয়া নাযিল করেছি। (৮১) আমি তোমাদের কে যা দিয়েছি তা হতে উত্তম বস্তু খাও; সীমা লংঘন করো না, আমার

غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨٢﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ

গদ্বোয়াবী অমাইঁ ইয়াহ্‌লিল্ 'আলাইহি গদ্বোয়াবী ফাক্বদ্ হাওয়া- ।৮২। অইন্নী লাগফ্‌ফা-রুল্লিমান্ তা-বা অআ-মানা
গযব পতিত হবে; আর যার ওপর আমার গযব পড়বে, সে-ই ধ্বংস হবে। (৮২) আর আমি ক্ষমাশীল তওবাকারী, মু'মিন,

وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٣﴾ وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ

অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ছুম্মাহ্তাদা-। ৮৩। অমা ~ আ'জ্বালাকা 'আন্ ক্বওমিকা ইয়া-মূসা-। ৮৪। ক্ব-লা

সৎকর্মশীল ও পথ প্রাপ্তদের জন্য। (৮৩) হে মূসা! তোমার জাতিকে পিছনে ফেলে তুমি কেন ত্বরা করলে? (৮৪) মূসা বলল, হে

هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٥﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا

হুম্ উলা — য়ি 'আলা ~ আছারী অআজিল্তু ইলাইকা রব্বি লিতার্দ্বোয়া-। ৮৫। ক্ব-লা ফাইন্না-ক্বদ্ ফাতান্না-

আমার রব! তারা তো আমার পিছনে, তোমার খুশীর জন্য তাড়াতাড়ি আসলাম। (৮৫) আল্লাহ বললেন, তোমার আসার পর

قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٦﴾ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ

ক্বওমাকা মিম্ বা'দিকা অআদ্বোয়াল্লাহুমুস্ সা-মিরী। ৮৬। ফারজ্বা'আ মূসা ~ ইলা-ক্বওমিহী গাদ্ববা-না

তোমরা জাতিকে পরীক্ষা করেছি, সামিরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। (৮৬) অত:পর মূসা ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায় কওমে ফিরল;

اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۬ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ

আসিফান্ ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি আলাম্ ইয়া'ইদ্কুম্ রব্বুকুম্ ওয়া'দান্ হাসানা-; আফাত্বোয়া-লা 'আলাইকুমুল্ 'আহ্দু

বলল, হে আমার কওম! আমাদের রব কি তোমাদেরকে উত্তম ওয়াদা দেন নি? ওয়াদাকাল কি দীর্ঘ হয়েছে, না কি তোমরা

اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ﴿٨٧﴾ قَالُوْا مَآ

আম্ আরত্তুম্ আইঁ ইয়াহিল্লা 'আলাইকুম্ গদ্বোয়াবুম্ মির্ রব্বিকুম্ ফাআখ্লাফ্তুম্ মাও'ইদী। ৮৭। ক্ব-লূ মা ~

চেয়েছ যে, তোমাদের ওপর রবের গযব পড়ুক যে জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করলে। (৮৭) তারা বলল,

اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا

আখ্লাফ্না-মাও'ইদাকা বিমাল্কিনা-অলা-কিন্না-হুম্মিল্না ~ আওযা-রাম্ মিন্যীনাতিল্ ক্বওমি ফাক্বযাফ্না-হা-

আমরা স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করি নি, তবে আমাদের ওপর জাতির অলংকারের বোঝা চাপিয়েছিল; আমরা তা আগুনে ফেলে

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ﴿٨٨﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ

ফাকাযা-লিকা আল্ক্বস্ সা-মিরী। ৮৮। ফাআখ্রজ্বা লাহুম্ 'ইজ্ব্লান্ জ্বাসাদাল্ লাহূ খুওয়া-রুন্ ফাক্ব-লূ হা-যা ~

দিয়েছি, সামেরীও ফেলে দিয়েছে। (৮৮) সে তাদের জন্য গো-বৎস বানাল, যার শব্দ ছিল। বলল, এটা তোমাদের ইলাহ্

اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۬ فَنَسِىَ ﴿٨٩﴾ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۬ وَّلَا يَمْلِكُ

ইলা-হুকুম্ অইলা-হু মূসা- ফানাসী। ৮৯। আফালা- ইয়ারওনা আল্লা-ইয়ারজ্বি'উ ইলাইহিম্ ক্বওলাঁও অলা-ইয়াম্লিকু

মূসারও ইলাহ, কিন্তু সে ভুলেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা

لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٩٠﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ

লাহুম্ দ্বোয়ার্রাঁও অলা-নাফ্'আ-। ৯০। অলাক্বদ্ ক্ব-লা লাহুম্ হারূনু মিন্ ক্বব্লু ইয়া-ক্বওমি ইন্নামা-ফুতিন্তুম্ বিহী

উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। (৯০।) হারূন পূর্বেই তাদেরকে বলেছে; হে আমার জাতি! তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন!

4 ع ১৩ ১৩ রুকু

وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩١﴾ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ

অ ইন্না রব্বাকুমুর্ রহ্মানু ফাত্তাবি'ঊনী অ আত্বী'ঊ ~ আম্রী। ৯১। ক্ব-লূ লান্ নাব্রহা 'আলাইহি

আর তোমাদের রব দয়াময়; আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মান। (৯১) তারা বলল, আমাদের নিকট মূসা ফিরে

عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩٢﴾ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا

'আ-কিফীনা হাত্তা-ইয়ার্জ্বি'আ ইলাইনা- মূসা-। ৯২। ক্ব-লা ইয়া-হা-রূনু মা-মানা'আকা ইয্ রয়াইতাহুম্ দ্বোয়াল্লূ ~।

না আসা পর্যন্ত আমরা তার প্রতি অটল থাকব। (৯২) বলল, হে হারূন! তাদের ভ্রষ্টতা দেখার পরও কেন বিরত রইলে?

﴿٩٣﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ

৯৩। আল্লা-তাত্তাবি'আন্; আফা'আছোয়াইতা আম্রী। ৯৪। ক্ব-লা ইয়াব্নায়ুম্মা লা-তা'খুয্ বিলিহ্ইয়াতী অলা-বিরা"সী

৯৩। যে, আমাকে মানলে না, আমার আদেশ অমান্য করলে। (৯৪) হারুন বলল, হে সহোদর! আমার দাঁড়ি ও মাথা

إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

ইন্নী খাশীতু আন্ তাকূ্লা ফার্রাক্ব্তা বাইনা বানী ~ ইস্রা—ঈলা অলাম্ তার্ক্বুব্ ক্বাওলী।

ধরো না, আমার ভয় ছিল যে, তুমি আমাকে বলবে, 'বনী ইস্রাঈলরে মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ আমার কথা রক্ষা কর নি।

﴿٩٥﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٩٦﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ

৯৫। ক্ব-লা ফামা-খাত্বুবুকা ইয়া-সা মিরীয়্যু। ৯৬। ক্ব-লা বাছুর্তু বিমা-লাম্ ইয়াব্ছুরূ বিহী ফাক্ববাদ্বতু

(৯৫) (মূসা) বলল, হে সামিরী, ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল, আমি দেখেছি এমন কিছু যা তারা দেখে নি, আমি সে দূতের

قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٧﴾ قَالَ

ক্বাদ্বোয়াতাম্ মিন্ আছারির্ রাসূলি ফানাবায্তুহা-অকাযা-লিকা সাওঅলাত্লী নাফ্সী। ৯৭। ক্ব-লা

পদচিহ্ন হতে একমুষ্টি মাটি নিয়েছি ও তা নিক্ষেপ করেছি; আমার মনই এরূপ করতে বলেছে। (৯৭) (মূসা) বলল,

فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن

ফায্হাব্ ফাইন্না লাকা ফিল্ হাইয়াতি আন্ তাকূ্লা লা-মিসা-সা অইন্না লাকা মাও'ঈদাল্লান্

দূর হয়ে যাও; তোর জীবদ্দশার জন্য এ শাস্তিই যে, তুই কেবল বলে বেড়াবি 'আমাকে স্পর্শ করো না' তোমার এক নির্দিষ্ট কাল

تُخْلَفَهُ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ

তুখ্লাফাহূ অন্জুর্ ইলা ~ হিকাল্লাযী জোয়াল্তা 'আলাইহি 'আ-কিফা-; লানুহার্রিক্বন্নাহূ ছুম্মা-; লানান্সিফান্নাহূ

আছে যার অন্যথা হবে না, আর তোমার সেই ইলাহের প্রতি দৃষ্টি দাও যার পূজা তুমি করতে, অবশ্যই তাকে জ্বালাব, পরে সাগরে

فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٨﴾ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

ফিল্ ইয়াম্মি নাস্ফা-। ৯৮। ইন্নামা ~ ইলাহুকুমুল্লা-হুল্লাযী লা ~ ইলা- হা ইল্লা-হু; অসি'আ কুল্লা শাইয়িন্ 'ইল্মা-।

নিক্ষেপ করব। (৯৮) তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্বাবিষয়ে ব্যপ্ত।

﴿٩٩﴾ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا

৯৯। কাযা-লিকা নাকুছছু 'আলাইকা মিন্ আম্বা — য়ি মা-ক্বদ্ সাবাক্ব অক্বদ্ আ-তাইনা-কা মিল্লাদুন্না-যিক্র- ।

(৯৯) (হে নবী) পূর্বের সংবাদ এভাবেই আমি তোমার নিকট বিবৃত করি এবং তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ (কোরআন) দিয়েছি।

﴿١٠٠﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠١﴾ خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ

১০০। মান্ আ'রদ্বোয়া 'আন্হু ফাইন্নাহূ ইয়াহ্মিলু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ওয়িয্র- ।১০১। খ-লিদীনা ফীহ্; অ সা — য়া

(১০০) তা (কোরআন) হতে যে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে পরকালে বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে স্থায়ী হবে,

لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠٢﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ

লাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি হিম্লা- ।১০২। ইয়াওমা ইয়ুন্ফাখু ফিছ্ ছুরি অনাহ্শুরুল্ মুজ্রিমীনা ইয়াওমায়িযিন্

পরকালে তাদের জন্য এ বোঝা অত্যন্ত মন্দ হবে! (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন পাপীদেরকে নীল চোখ করে

زُرْقًا ﴿١٠٣﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

যুর্ক্বা- ।১০৩। ইয়াতাখ-ফাতূনা বাইনাহুম্ ইল্লাবিছ্তুম্ ইল্লা- 'আশর- ।১০৪। নাহ্নু 'আলামু বিমা- ইয়াক্বূলূনা

উঠাব। (১০৩) তারা পরস্পরে চুপ-চাপ বলবে, তোমরা কেবল মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ। ১০৪। আমি জানি তারা কি বলবে,

৫ ع ১৫ 14 রুকু

إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٥﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ

ইয্ ইয়াক্বূলু আম্ছালুহুম্ ত্বোয়ারীক্বতান্ ইল্লাবিছ্তুম্ ইল্লা- ইয়াওমা- । ১০৫। অইয়াস্য়ালূ নাকা 'আনিল্ জ্বিবা-লি ফাক্বুল্

তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎলোকটি বলবে 'একদিন অবস্থান করেছ।' (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে; আপনি

يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٦﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٧﴾ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

ইয়ান্সিফুহা- রব্বী নাস্ফা- ।১০৬। ফাইয়াযারুহা-ক্ব- 'আন্ ছোয়াফ্ছোয়াফা- ।১০৭। লা- তারা-ফীহা 'ই অজ্বাঁও অলা ~ আম্তা- ।

বলুন, আমার রব তাকে বিক্ষিপ্ত করবেন। (১০৬) তিনি যমীনকে সমতল ময়দান করবেন। (১০৭) তাকে বক্র ও উচ্চ দেখবেন না।

﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا

১০৮। ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াত্তাবি'উনাদ্দা'ইয়া লা-'ইওয়াজ্বা লাহূ, অখশা'আতিল্ আছ্ওয়া-তু লির্রহ্মা- নি ফালা-

(১০৮) সেদিন তারা আহ্বানকারীকে আনুগত্য করবে, অবাধ্যতা থাকবে না; দয়াময়ের সামনে শব্দ স্তব্ধ হবে, আপনি

تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٩﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ

তাস্মা'উ ইল্লা- হাম্সা- । ১০৯। ইয়াওমায়িযিল্লা- তান্ফা'উশ্ শাফা-'আতু ইল্লা-মান্ আযিনা লাহুর্ রহ্মা-নু অ রদ্বিয়া

ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনবেন না। (১০৯) দয়াময়ের অনুমতি ও পছন্দনীয় ব্যক্তি ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কাজে

لَهُ قَوْلًا ﴿١١٠﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١١﴾ وَعَنَتِ

লাহূ ক্বওলা- ।১১০। ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম্ অমা-খল্ফাহুম্ অলা-ইয়ুহীতূনা বিহী 'ইল্মা- । ১১১। অ 'আনাতিল্

আসবে না। (১১০) তাদের পূর্বাপর সব কিছু তিনি জানেন, জ্ঞান দিয়ে তাকে বেষ্টন করা যায় না। (১১১) সেদিন সকল

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١٢﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

উজ্বূহু লিল্হাইয়্যিল্ ক্বাইয়্যূম্; অক্বদ্ খ-বা মান্ হামালা জুল্মা-। ১১২। অমাইঁ ইয়া'মাল্ মিনাছ্
মুখই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী আল্লাহর সামনে অবনমিত এবং অনাচারী ব্যক্তিই বঞ্চিত। (১১২) যে মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٣﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا

ছোয়া-লিহা-তি অহুঅ মু'মিনুন্ ফালা-ইয়াখ-ফু জুল্মাঁও অলা- হাদ্বমা-। ১১৩। অকাযা-লিকা আন্যাল্না-হু ক্বুর্আ-নান্
করে, তার না জুলুমের ভয় আছে, আর না ক্ষতির। (১১৩) আর এভাবেই আমি কুরআনকে আরবীতে নাযিল করেছি,

عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٤﴾ فَتَعَالَى

'আরবিয়্যাঁও অছোয়ার্ রফ্না-ফীহি মিনাল্ অ'ঈদি লাআল্লাহুম্ ইয়াত্তাক্বূনা আও ইয়ুহ্দিছু লাহুম্ যিক্র-।১১৪। ফাতা 'আলাল্
এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণীর বর্ণনা দিয়েছি, যেন তারা ভয় করে এবং তাদের জন্য স্মরণ সৃষ্টি করে। (১১৪) বস্তুত:

اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ

লা-হুল্ মালিকুল্ হাক্ব্ ক্বু অলা-তা'জ্বাল্ বিল্ক্বুর্আ-নি মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়ুক্ব্দ্বোয়া ~ ইলাইকা অহ্ইয়ুহূ
আল্লাহ অতী মহান, প্রকৃত মালিক; আর আপনার প্রতি অহী পূর্ণ হবার পূর্বে কুরআন পাঠে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না।

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ

অক্বুর্ রব্বি যিদ্নী 'ইল্মা-। ১১৫। অ লাক্বদ্ 'আহিদ্না ~ ইলা ~ আ-দামা মিন্ ক্বব্লু ফানাসিয়া অলাম্ নাজ্বিদ্ লাহূ
বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়াও। (১১৫) ইতোপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছি, সে ভুলে গিয়েছে; তাকে দৃঢ়

عَزْمًا ﴿١١٦﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ

ع ৬ ১১ ১৫ রুকু

'আয্মা-। ১১৬। অ ইয্ক্বুল্না-লিল্ মালা — য়িকাতিস্ জুদূ লি আ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~ ইল্লা ~ ইব্লীস্; আবা-।
পাইনি। (১১৬) যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল, সে অমান্য করল।

﴿١١٧﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

১১৭।ফাক্বুল্না-ইয়া ~ আ-দামু ইন্না হা-যা- 'আদুওয়্যুল্লাকা অলিযাওজ্বিকা ফালা-ইয়ুখ্রিজ্বান্নাকুমা-মিনাল্ জ্বান্নাতি ফাতাশ্ক্ব-।
(১১৭) অত:পর বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন বেহেশ্ত হতে বহিষ্কার না করে; দুর্ভাগা হবে।

﴿١١٨﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٩﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ

১১৮।ইন্না লাকা আল্লা-তাজ্বূ 'আ ফীহা-অলা-তা'রা-। ১১৯। অ আন্নাকা লা-তাজ্মায়ু ফীহা- অলা-তাদ্বহা-।
(১১৮) সেখানে সব আছে, না ক্ষুধার্ত থাকবে, আর না উলঙ্গ।(১১৯) সেখানে না পিপাসার্ত না রোদ্র তাপে কষ্ট হবে।

﴿١٢٠﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ

১২০। ফা অস্অসা ইলাইহিশ্ শাইতোয়া-নু ক্ব-লা ইয়া ~ আ-দামু হাল্ আদুল্লুকা 'আলা-শাজ্বারতিল্ খুল্দি অমুল্কিল্
(১২০) শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা প্রদান করেছে সে বলল, হে আদম! তোমাকে কি চিরস্থায়ী বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা

لَا يَبْلٰى ﴿١٢١﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ

লা-ইয়াব্লা- ।১২১। ফা আকালা-মিন্হা-ফাবাদাত্ লাহুমা-সাওআ-তুহুমা-অত্বোয়াফিক্বা-ইয়াখ্ছিফা-নি 'আলাইহিমা-মিওঁ
বলবঃ (১২১) অত:পর তারা উভয়ে তা হতে খেলে তৎক্ষনাৎ তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল; তাই জান্নাতের পাতা দিয়ে আবৃত

وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۖ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى *

অরক্বিল্ জান্না-তি অ'আছোয়া ~ আ-দামু রব্বাহূ ফাগওয়া-। ১২২। ছুম্মাজ্ তাবা-হু রব্বুহূ ফাতা-বা 'আলাইহি অহাদা-।
করতে লাগল, আর আদম রবের অবাধ্য হয়ে বিভ্রান্ত হল। (১২২) রব পরে তাকে বাছাই করলেন, ক্ষমা করে পথ দিলেন।

﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۵

১২৩। ক্বা-লাহ্ বিত্বোয়া-মিন্হা-জামী'আম্ বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন্ 'আদুওয়্যুন্ ফাইম্মা-ইয়া''তিয়ান্নাকুম্ মিন্নী হুদান্
(১২৩) বললেন, তোমরা উভয়ে এক সাথে তা হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর শত্রু। অত:পর আমা হতে হেদায়াত

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ

ফামানি ত্তাবা'আ হুদা-ইয়া ফালা-ইয়াদিল্লু অলা-ইয়াশ্ক্বা-। ১২৪। অমান্ 'আরদ্বোয়া আন্ যিক্রী ফাইন্না লাহূ
আসলে, যে অনুসরণ করবে, সে না ভ্রান্ত হবে, আর না দুর্ভাগা। (১২৪) যে আমার উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে

مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى

মা'ঈশাতান্ দ্বোয়ান্কাঁও অনাহ্শুরুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি আ'মা-। ১২৫। ক্বা-লা রব্বি লিমা হাশারতানী ~ আ'মা-
তার সংকীর্ণ জীবন, এবং পরকালে তাকে অন্ধাবস্থায় উঠাব। (১২৫) সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে অন্ধাবস্থায় উঠালে

وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٦﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ

অক্বদ্ কুন্তু বাছীরা-।১২৬। ক্বা-লা কাযা-লিকা আতাত্কা আ-ইয়া-তুনা ফানাসী তাহা- অ কাযা-লিকাল্ ইয়াওমা
কেন? আমি তো দেখতাম। (১২৬) (আল্লাহ্) বলবেন, এভাবেই, আমার আয়াত আসলে তোমরা ভুলেছিলে, আজ তুমি বিস্মৃত

تُنْسٰى ﴿١٢٧﴾ وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۗ وَلَعَذَابُ

তুন্সা- ।১২৭। অ কাযা-লিকা নাজ্যী মান্ আস্রফা অলাম, ইয়ু''মিম্ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহ্; অলা'আযা-বুল্
হলে। (১২৭) আর এ ভাবেই আমি বাড়াবাড়িকারী ও তার রবের আয়াতে অবিশ্বাশীকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। পরকালের

الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٨﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ

আ-খিরতি আশাদ্দু অআব্ক্বা-; ১২৮। আফালাম্ ইয়াহ্দি লাহুম্ কাম্ আহ্লাক্না-ক্বব্লাহুম্ মিনাল্ কুরূনি ইয়াম্শূনা
আযাব বড় কঠিন ও স্থায়ী। (১২৮) কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা চলে, তা-ও কি তাদেরকে

৭ ع ১৭ ১৬ রুকু

فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٩﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ

ফী মাসা-কিনিহিম্ ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-ইয়া-তিল্লি উলিন্ নুহা- ।১২৯। অলাও লা-কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্
সুপথ দেখায় নি? নিঃসন্দেহে এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। (১২৯) আর যদি আপনার রবের পক্ষ হতে সিদ্ধান্ত

رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٣٠﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

রব্বিকা লাকা-না লিযা-মাঁও অ আজ্বালুম্ মুসাম্মা। ১৩০। ফাছ্বির্ 'আলা-মা-ইয়াকূলূনা অসাব্বিহ্ বিহাম্দি

না থাকত ও নির্ধারিত কাল না থাকত, তবে আশু শাস্তি হত। (১৩০) আপনি তাদের কথায় ধৈর্য ধরুন এবং আপনার

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ

রব্বিকা ক্ববলা ত্বুলূইশ্ শামসি অক্ববলা গুরূবিহা-অমিন্ আ-না — য়ি ল্লাইলি ফাসাব্বিহ্ অআত্ব্‌র-ফান্

রবের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে। রাতে ও দিনে তাসবীহ পাঠ করুন, যেন

النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣١﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ

নাহা-রি লা'আল্লাকা তার্দ্বোয়া-।১৩১। অলা-তামুদ্দান্না 'আইনাইকা ইলা-মা-মাত্তা'না-বিহী ~ আয্‌ওয়া-জ্বাম্ মিন্‌হুম্ যাহ্‌রতাল্

পরিতৃপ্ত হতে পারেন। (১৩১) আর আপনি সেদিকে চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করবেন না যদ্দারা বিভিন্ন দলকে দুনিয়ায়

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ۬ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣٢﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ

হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া- লিনাফ্‌তিনাহুম্ ফীহ্ ; অ রিয্‌ক্বু রব্বিকা খইরুঁও অআব্‌ক্বা-। ১৩২। অ''মুর্ আহ্‌লাকা

সুখ উপভোগ করতে দিয়েছি। যেন তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। রবের দানই উত্তম ও স্থায়ী। (১৩২) পরিবারকে নামাযের

بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

বিছ্ ছ্বলা-তি অছ্‌ত্বোয়াবির্ 'আলাইহা-; লা-নাস্‌য়ালুকা রিয্‌ক্বা-; নাহ্‌নু নার্‌যুক্বুক্; অল্ 'আ-ক্বিবাতু লিত্তাক্বওয়া-।

নির্দেশ দিন ও তাতে অটল থাকুন, আপনার কাছে কোন রুজী চাই না, আমিই দিব; আর শুভফল তো তাক্‌ওয়াধারীদের জন্যই।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

১৩৩। অক্বা-লূ লাওলা ইয়া''তীনা-বিআ-ইয়াতিম্ মির্ রব্বিহ্; আওয়ালাম্ তা''তিহিম্ বাইয়্যিনাতু মা-ফিছ্ ছুহুফিল্ উলা-।

(১৩৩) বলে, কেন রবের পক্ষ হতে নিদর্শন আনে না? তাদের কাছে কি আসেনি স্পষ্ট প্রমাণ যা রয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে

وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا ﴿١٣٤﴾

১৩৪। অলাও আন্না ~ আহ্‌লাক্‌না-হুম বি 'আযা-বিম্ মিন্ ক্ববলিহী লাক্বা-লূ রব্বানা-লাওলা ~ আর্‌সাল্‌তা ইলাইনা-

(১৩৪) আগেই যদি আমি তাদেরকে ধ্বংস করতাম, তারা বলত, হে আমাদের রব! কেন আমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ

رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٥﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ

রসূলান্ ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা মিন্ ক্ববলি আন্ নাযিল্লা অনাখ্‌যা-। ১৩৫। ক্বুল্ কুল্লুম্ মুতারব্বিছুন্

কর নি? তবে তো আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার পূর্বেই আয়াতকে মানতাম। (১৩৫) আপনি বলুন, সকলেই অপেক্ষমাণ,

فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ع

ফাতারব্বাছূ ফাসাতা'লামূনা মান্ আছ্‌হা-বুছ্ ছির-ত্বিস্ সাওয়্যি অমানিহ্ তাদা-।

তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক। অত:পর শীঘ্রই জানতে পারবে, কে সরল পথে আর কে সৎপথ প্রাপ্ত।

ع ৮ ৭ ১৭ রুকু

পারা ১৭

সূরা আম্বিয়া-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১২
রুকূ ঃ ৭

① اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ② مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ

১। ইক্ব্ তারবা লিন্না-সি হিসা-বুহুম্ অহুম্ ফী গফ্লাতিম্ মু''রিদূন্। ২। মা-ইয়া''তী হিম্ মিন্

(১) মানুষের হিসাব-নিকাসের সময় অত্যাসন্ন কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ২। তাদের নিকট তাদের

ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ③ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ

যিক্‌রিম্ মির্ রব্বিহিম্ মুহ্‌দাছিন্ ইল্লাস্ তামা'উহু অহুম্ ইয়াল্'আবূন্। ৩। লা-হিয়াতান্ ক্বু-লূবুহুম্ ;

রবের পক্ষ থেকে যখনই নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা ক্রীড়াচ্ছলেই তা শ্রবণ করে। (৩) তারা থাকে অন্যমনস্ক।

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ

অআসার্‌রুন্নাজ্ব্ ওয়াল্ লাযীনা জোয়ালামূ হাল্ হা-যা ~ ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ আফাতা''তূ নাস্

জালিমরা পরস্পর কানাকানি করে যে, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, এর পরও কি তোমরা জেনে শুনে

السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ④ قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ

সিহ্‌র অআন্‌তুম্ তুব্‌ছিরূন্। ৪। ক্বা-লা রব্বী ইয়া'লামুল্ ক্বওলা ফিস্ সামা —য়ি অল্ আর্‌দ্বি

যাদুর কবলে পড়বে? (৪) সে (রাসূল) বলল, আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সব কথাই আমার রব অবগত আছেন; তিনি সব

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

অ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৫। বাল্ ক্বা-লূ ~ আদ্বগ-ছু আহ্‌লা-মিম্ বালিফ্ তার-হু বাল্ হুঅ শা-'ইরুন্

কিছু শুনেন, জানেন।(৫) বরং তার এররূপও বলে যে, এ তো অলীক কল্পনা; না তাও নয় বরং সে এটা নিজে বানিয়েছে, বা সে

فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ⑥ مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

ফাল্‌ইয়া'' তিনা-বিআ-ইয়াতিন্ কামা~ উর্‌সিলাল্ আউঅলূন্। ৬। মা ~ আ-মানাত্ ক্বব্‌লাহুম্ মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিন্ আহ্‌লাক্‌না-হা-

একজন কবি। নচেৎ সে নিজে পূর্বের রাসূলদের মত কোন নিদর্শন আনুক। (৬) তাদের পূর্বে যে সকল জনপদ আমি ধ্বংস

اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑦ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ

আফাহুম্ ইয়ুমিনূন্। ৭। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-ক্বাব্‌লাকা ইল্লা-রিজ্বা-লান্ নূহী ~ ইলাইহিম্ ফাস্‌য়ালূ ~ আহ্‌লায্

করেছি, তারা কেউই ঈমান আনে নি; এরা কি করবে? (৭) আর আমি আপনার পূর্বে অহীসহ কেবল মানুষই পাঠিয়েছি, না

টীকা ঃ ১। আয়াত-১ ঃ এখানে কৃতকর্মের হিসাবের দিন দ্বারা হয়ত কিয়ামত দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে কিয়ামতের দিবস নিকটবর্তী। কেননা, মুহাম্মদ (ছঃ)-এর উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। অথবা এর দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী কবরের হিসাবকে বুঝান হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর মুহূর্তেই এ হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার পরকাল বলা হয়েছে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২ঃ যারা পরকাল ও কবরের আযাব হতে বেখবর এবং সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটি তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসলে এবং পঠিত হলে- তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের মন আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। (মাঃ কোঃ)

الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٨ وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا

যিক্‌রি ইন্ কুন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্। ৮। অমা-জ্বা'আল্‌না-হুম্ জ্বাসাদাল্লা-ইয়া''কুলূনা ত্বোয়া'আ-মা অমা-
জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। (৮) আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নি, যে তারা খায় না; আর তারা

كَانُوا خَٰلِدِينَ ۝٩ ثُمَّ صَدَقْنَٰهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَٰهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا

কা-নূ খ-লিদীন্। ৯। ছুম্মা ছোয়াদাক্ব্‌না-হুমুল্ অদা ফাআন্‌জ্বাইনা-হুম্ অমান্ নাশা — য়ু অআহ্‌লাক্‌নাল্
চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) তারপর তাদেরকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করলাম, তাদেরকে ও বাছাইকৃতকে মুক্তি দিয়ে জালিমদেরকে

ع ১০ ১ রুকু

الْمُسْرِفِينَ ۝١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١١ وَكَمْ

মুস্‌রিফীন্। ১০। লাক্বদ্ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকুম্ কিতা-বান্ ফীহি যিক্‌রুকুম্; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ১১। অকাম্
ধ্বংস করলাম। (১০) তোমাদেরকে উপদেশ সম্বলিত কিতাব দিলাম, তারপরও কি তোমরা বুঝবে না? ১১। আমি বহু

قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝١٢ فَلَمَّا أَحَسُّوا

ক্বাছোয়াম্‌না-মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিন্ কা-নাত্ জোয়া-লিমাতাঁও অআন্‌শা''না-বা'দাহা-ক্বওমান্ আ-খরীন্। ১২। ফালাম্মা ~ আহাস্‌সূ
জনপদকে ধ্বংস করেছি যার অধিবাসীরা ছিল জালিম। অতঃপর সেখানে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। (১২) যখন সে জালিমরা

بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝١٣ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ

বা''সানা ~ ইযা-হুম্ মিন্‌হা- ইয়ার্‌কুদ্বূন্। ১৩। লা-তার্‌কুদ্বূ ওয়ার্‌জ্বি'উ ~ ইলা-মা ~ উত্‌রিফ্‌তুম্
আমার শাস্তি দেখল তখনই তারা পালাতে ছিল।(১৩) পালিও না, তোমরা তোমাদের আবাসে ফিরে যাও, যাতে তোমরা মত্ত

فِيهِ وَمَسَٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۝١٤ قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝١٥ فَمَا

ফীহি অ মাসা-কিনিকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুস্‌য়ালূন্। ১৪। ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ১৫। ফামা-
ছিলে যেন জিজ্ঞাসিত হও।(১৪) তারা বলল, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তো অবশ্যই জালিম ছিলাম! (১৫) এভাবে

زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَٰهُمْ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ ۝١٦ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ

যা-লাত্ তিল্‌কা দা'ওয়া-হুম্ হাত্তা-জ্বা'আল্‌না-হুম্ হাছীদান্ খ-মিদীন্। ১৬। অমা-খলাক্ব্‌নাস্ সামা — য়া
তাদের চিৎকার চলছিল, যতক্ষণ না কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নিসদৃশ করেছি।(১৬) আর আসমান, যমীনও, তদস্থ সবকিছু

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ۝١٧ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَٰهُ مِنْ

অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা-লা-'ঈবীন্। ১৭। লাও আরদ্‌না ~ আন্ নাত্তাখিযা লাহ্‌ওয়াল্ লাত্তাখয্‌না-হু মিল্
আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি।(১৭) আমি যদি খেলনা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতাম, তবে নিজের নিকট থেকেই করতাম,

لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَٰعِلِينَ ۝١٨ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا

লাদুন্না ~ ইন্ কুন্না-ফা-'ঈলীন্। ১৮। বাল্ নাক্ব্‌যিফু বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি 'আলাল্ বা-ত্বিলি ফাইয়াদ্‌মাগুহূ ফাইযা-
তা আমি কখনও করি নি। (১৮) বরং আমি সত্য দ্বারা মিথ্যায় আঘাত হানি, ফলে মিথ্যা চূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়;

هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٩﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

হুঅ যা-হিক্ব; অলাকুমুল্ অইলু মিম্মা-তাছিফূন্। ১৯। অলাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি;
আর তোমরা যা বলছ তার জন্য দুর্ভোগ তোমাদের। (১৯) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই; আর

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿٢٠﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ

অ মান্ 'ইন্দাহূ লা-ইয়াস্ তাক্বিরূনা 'আন্ 'ইবা-দাতিহী অলা-ইয়াস্তাহ্সিরূন্। ২০। ইয়ুসাব্বিহূনাল্ লাইলা
আল্লাহ্র সান্নিধ্যে যারা আছে তারা ইবাদতে অহংকার করে না, ক্লান্তও হয় না।(২০) তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতাও মহিমা

وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢١﴾ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَوْ

অন্নাহা-র লা-ইয়াফ্তুরূন্। ২১। আমিত্তাখযূ ~ আ-লিহাতাম্ মিনাল্ আর্দ্বি হুম্ ইয়ুন্শিরূন্। ২২। লাও
বর্ণনা করে ক্ষান্ত হয় না। (২১) তারা কি মাটি দিয়ে তৈরি দেবতা গ্রহণ করেছে, তারা তাদেরকে সৃষ্টি করবে? (২২) যদি

كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

কা-না ফীহিমা ~ আ-লিহাতুন্ ইল্লাল্লা-হু লাফাসাদাতা- ফাসুব্হা-নাল্লা-হি রব্বিল্ 'আরশি 'আম্মা-ইয়াছিফূন্।
আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হত। তাদের বক্তব্য হতে আরশের রব পবিত্র।

﴿٢٣﴾ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٤﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ

২৩। লা- ইয়ুস্য়ালূ 'আম্মা -ইয়াফ্ 'আলু অহুম্ ইয়ুস্য়ালূন্। ২৪। আমিত্তাখযূ মিন্ দূনিহী ~ আ-লিহাহ্; কুল্
(২৩) তাঁর কর্মে প্রশ্ন করা যাবে না, তারাই জিজ্ঞাসিত হবে।(২৪) তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ নিয়েছে? আপনি বলুন,

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

হা-তূ বুর্হা-নাকুম্ হাযা-যিক্রু মাম্ মা'ঈয়া অযিক্রু মান্ ক্ববলী; বাল্ আক্ছারু হুম্
তার স্বপক্ষে তোমরা প্রমাণ নিয়ে আস। আর এটা আমার সঙ্গী যারা ছিল তাদের জন্য ও তাদের পূর্বেকার লোকদের জন্য

لَا يَعْلَمُونَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

লা-ইয়া'লামূন ; আলহাক্ব্ক্ব ফাহুম্ মু'রিদ্বূন্। ২৫। অমা ~ আর্সালনা-মিন্ ক্ববলিকা মির্ রসূলিন্ ইল্লা-
উপদেশ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।(২৫) পূর্বের রাসূলদেরকে আমি এ অহী

نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٦﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا

নূহী ~ ইলাইহি আন্নাহূ লা ~ ইলা-হা ইল্লা ~ আনা ফা'বুদূন্। ২৬। অ ক্বা-লূত্ তাখযার্ রহ্মা-নু অলাদান্
দিয়ে পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ

আয়াত-২০ ঃ এখানে একথা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর ইবাদত নাও করলেও তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। কেননা, আল্লাহর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাকুলই আল্লাহর ইবাদতের জন্য যথেষ্ট। তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল রয়েছে। তারা আল্লাহর ইবাদত হতে অহংকার বশতঃ না মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আর না ইবাদতের কারণে তাদের মধ্যে ক্লান্তি আসে। বরং- রাত দিন নিরলসভাবে তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত থাকে। উল্লেখ যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ করা আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করার ন্যায়। এ দুটি কাজ সব সময় এবং সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজ এর অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। তদ্রূপ ফেরেশতাদের অন্যান্য কাজে মশগুল থাকলেও তাদের তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয় না। (মাঃ কোঃ, কুরতুবী)

سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

সুব্হা-নাহ্ বাল্ 'ইবাদুম্ মুক্রামূন্। ২৭। লা-ইয়াস্বিক্বূ নাহূ বিল্ক্বাওলি অহুম্ বিআম্রিহী ইয়া'মালূন্।
করেছেন; তিনি পবিত্র। তারা তো সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তাঁর আদেশেই কাজ করে থাকে।

﴿۲۸﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ

২৮। ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম্ অমা- খল্ফাহুম্ অলা-ইয়াশ্ফা'উনা ইল্লা- লিমানির্তাদ্বোয়া-অহুম্ মিন্
(২৮) তাদের অগ্র-পশ্চাতে যা কিছু আছে তার সবই তিনি জানেন, তারা তাঁর সন্তুষ্টি প্রাপ্তদের জন্য সুপারিশ করে, আর

خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ

খশ্ইয়াতিহী মুশ্ফিকূন্। ২৯। অমাইঁ ইয়াকুল্ মিন্হুম্ ইন্নী ~ ইলা-হুম্ মিন্ দূনিহী ফাযা-লিকা নাজ্যীহি জাহান্নাম্;
তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্য থেকে যে বলবে, তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আমি ইলাহ্, তাকে আমি জাহান্নামেই দিব,

كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۰﴾ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

কাযা-লিকা নাজ্যিয্ জোয়া-লিমীন্। ৩০। আওয়ালাম্ ইয়ারল্লাযীনা কাফারূ ~ আন্নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া
এভাবেই আমি জালিমদের শাস্তি প্রদান করে থাকি। (৩০) কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী মিশে ছিল,

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَ

কা-নাতা- রত্ক্বন্ ফাফাতাক্ব্না-হুমা-অজ্বা'আল্না-মিনাল্ মা — য়ি কুল্লা শাইয়িন্ হাইয়িন্; আফালা-ইয়ু" মিনূন্। ৩১। অ
আর আমিই তা পৃথক করে দিলাম, পানি হতে সব প্রাণী সৃষ্টি করলাম, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?(৩১) আর আমি

جَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ

জ্বা'আল্না-ফীল্ আর্দ্বি রাওয়া- সিয়া আন্ তামীদা বিহিম্ অজ্বা'আল্না—ফীহা-ফিজ্বা-জ্বান্ সুবুলাল্ লা'আল্লাহুম্
যমীনে পর্বত সৃষ্টি করলাম, যেন যমীন টলতে না পারে, এবং আমি তথায় তাদের চলার জন্য প্রশস্ত পথ নির্মান করে

يَهْتَدُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ

ইয়াহ্তাদূন্। ৩২। অ জ্বা'আল্নাস্ সামা —য়া সাক্ব্ফাম্ মাহ্ফূজোয়াঁও অহুম্ 'আন্ আ-ইয়া-তিহা- মু'রিদ্বূন্।
রেখেছি। (৩২) আর আমি আসমানকে রক্ষিত ছাদ করেছি; আর তারা অপমানের সে নিদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

﴿۳۳﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ

৩৩। অহুওয়াল্লাযী খলাক্বল্ লাইলা অন্নাহা-র অশ্ শাম্সা অল্ ক্বামার্; কুল্লুন্ ফী ফালাকিঁই
(৩৩) আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ

يَّسْبَحُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ

ইয়াস্বাহূন্। ৩৪। অমা-জ্বা'আল্না-লিবাশারিম্ মিন্ ক্বাব্লিকাল্ খুল্দ্; আফায়িম্ মিত্তা ফাহুমুল্ খ-লিদূন্।
করছে। (৩৪) আর আমি তাদের পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করি নি। আপনি মরলে তারা কি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে?

২ ع ১৯ ২ রুকু

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। কুল্লু নাফ্‌সিন্ যা — য়িক্বতুল্ মাউত্;অনাব্‌লূকুম্ বিশ্‌শার্‌রি অল্ খাইরি ফিত্‌নাহ্; অইলাইনা তুর্‌জা'উন্।
(৩৫) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের পরীক্ষা করি, মন্দ ও ভাল দিয়ে, অতঃপর আমার কাছেই আসবে।

﴿٣٦﴾ وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا الَّذِي

৩৬। অ ইযা-রয়া-কাল্লাযীনা কাফারূ ~ইঁ ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা-হুযুওয়া-; আ হা-যাল্লাযী
(৩৬) আর কাফেররা যখন তোমাকে দেখে তখনই তারা বিদ্রূপ করে। তারা বলে, এ কি সে, যে তোমাদের দেব-দেবী সম্পর্কে

يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ خُلِقَ الْإِنْسَانُ

ইয়ায্‌কুরু আ-লিহাতাকুম্ অহুম্ বিযিক্‌রির্ রাহ্‌মা-নি হুম্ কাফিরূন্। ৩৭। খুলিক্বাল্ ইন্‌সা-নু
সমালোচনা করে থাকে? অথচ তারাই রহমানের আলোচনায় অবিশ্বাস করে থাকে। (৩৭) মানুষ সৃষ্টিতেই ত্বরা প্রবণ, অচিরেই

مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ اٰيٰتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ

মিন্ 'আজ্বাল্; সাউরীকুম্ আ-ইয়া-তী ফালা তাস্‌তা'জ্বিলূন্। ৩৮। অ ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ অ'দু
আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব, তাড়াহুড়ো করো না। (৩৮) তারা বলত, এ ওয়াদা কবে আসবে! বল,

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٩﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ

ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৯। লাও ইয়া'লামুল্লাযীনা কাফারূ হীনা লা-ইয়াকুফ্‌ফূনা আওঁ য়ুজূ হিহিমুন্
যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৩৯) যদি কাফেররা জানত সে সময়ের কথা যখন তারা অগ্র-পশ্চাতের অগ্নি প্রতিরোধ

النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٠﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا

না-রা অলা-'আন্ জুহূরিহিম্ অলা-হুম্ ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্। ৪০। বাল্ তা''তী হিম্ বাগ্‌তাতান্ ফাতাব্‌হাতুহুম্ ফালা-
করতে সক্ষম হবে না, সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪০) বরং তা হঠাৎ এসে তাদেরকে বিমূঢ় করবে; তখন তারা তা না

يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ

ইয়াস্‌তাত্বী'উনা রদ্দাহা-অলা-হুম্ ইয়ুন্‌জোয়ারূন্। ৪১। অলাক্বাদিস্ তুহ্‌যিয়া বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বব্‌লিকা ফাহা-ক্ব
প্রতিরোধ করতে পারবে, আর না তারা অবকাশ পাবে। (৪১) আর তারা আপনার পূর্বেও রাসূলদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ

بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٢﴾ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ

বিল্লাযীনা সাখিরূ মিন্‌হুম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৪২। ক্বূল মাইঁ ইয়াক্‌লায়ুকুম্
করেছে, যে বিষয় নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। (৪২) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে

৩ ع ১২ ৩ রুকু

আয়াত-৩৬ ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আবু জেহেলের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সে হতভাগ্য, বিদ্রূপ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল; ঐ দেখ, বনী আবদে মনাফের নবী আসতেছে। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৩৭ ঃ এখানে কোন কাজে তড়িঘড়ি করার নিন্দা করা হয়েছে। পবিত্র কোনআনের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "মানুষ অতিব তাড়াহুড়াপ্রবণ"। হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল হতে অগ্রগামী হয়ে তূর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই তড়িঘড়ি প্রবণতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করেন। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হল, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে তড়িঘড়ি করার প্রবণতা। (মাঃ কোঃ)

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾ اَمْ لَهُمْ

বিল্লাইলি অন্নাহা-রি মিনার্ রহ্মান্; বাল্হুম্ 'আন্ যিক্রি রব্বিহিম্ মু'রিদ্বূ ন্। ৪৩। আম্ লাহুম্

'রাহ্মান' হতে রক্ষা করবে রাতে ও দিনে বরং তারা তাদের রবের স্মরণ হতে বিমুখ। (৪৩) তবে কি তাদের কাছে আমাকে

اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ

আ-লিহাতুন্ তাম্না'উহুম্ মিন্ দূনিনা-; লা-ইয়াস্তাত্বী'উনা নাছ্রা আন্ফুসিহিম্ অলাহুম্ মিন্না-ইয়ুছ্হাবূন্।

ছাড়া আরও উপাস্য আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা নিজেদের সাহায্যেই সক্ষম নয়, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য পাবে না।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى

৪৪। বাল্ মাত্তা'না- হা ~ উলা — য়ি অআ-বা — য়াহুম্ হাত্তা-ত্বোয়া-লা 'আলাইহিমুল্ 'উমুর; আফালা-ইয়ারাওনা আন্না-না''তিল্

(৪৪) তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রচুর ভোগ্য দিয়েছি, আয়ুও লম্বা ছিল; তারা কি দেখে না, আমি তাদের

الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۫ۖ

আর্দ্বোয়া নান্কুছুহা-মিন্ আত্ব্রা-ফিহা-; আফাহুমুল্ গ-লিবূন্। ৪৫। কুল্ ইন্নামা ~ উন্যিরুকুম্ বিল্ অহ্য়ি

যমীনকে তাদের চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করছি। তারপরেও কি বিজয়ী হবে? (৪৫) আপনি বলুন, আমি তো কেবল অহী দ্বারাই

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ

অলা-ইয়াস্মা'উছ্ ছুম্মুদ্ দু'আ — য়া ইযা-মা-ইয়ুন্যারূন্। ৪৬। অলায়িম্ মাস্সাত্হুম্ নাফ্হাতুম্ মিন্ 'আযা-বি

তোমাদেরকে সতর্ক করি, বধিররাই সতর্কবাণী শ্রবণ করে না যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়। (৪৬) আপনার রবের কিছু

رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

রব্বিকা লাইয়াকু্লুন্না ইয়া-ওয়াইলানা ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ৪৭। অ নাদ্বোয়াউ'ল্ মাওয়া-যীনাল্ ক্বিস্ত্বোয়া লিইয়াওমিল্

শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করলে নিঃসন্দেহে বলবে, হায়! আমরাই জালিম ছিলাম। (৪৭) আর আমি পরকালে ন্যায়ের মানদণ্ড

الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ

ক্বিয়া-মাতি ফালা-তুজ্লামু নাফ্সুন্ শাইয়া; অইন্ কা-না মিছ্ক্বা-লা হাব্বাতিম্ মিন্ খর্দালিন্ আতাইনা-বিহা-;

রাখব,(তোমাদের মধ্যে) কেউ অত্যাচারিত হবে না। কারও আমল যদি তিল পরিমাণও হয়, তবুও তা উপস্থিত করব, আমিই

وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا

অকাফা-বিনা-হা-সিবীন্। ৪৮। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসা-অহা-রূনাল্ ফুরক্বা-না অদ্বিয়া — য়াঁও অযিক্রাল্

যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী। (৪৮) আর আমি অবশ্যই দিয়েছিলাম মূসা ও হারূনকে ফুরকান, আর জ্যোতি ও উপদেশ

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

লিল্মুত্তাক্বীন্। ৪৯। আল্লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রব্বাহুম্ বিল্ গইবি অহুম্ মিনাস্ সা- 'আতি মুশ্ফিক্বূ ন্।

মুত্তাকিদের জন্য অবতীর্ণ করেছি;(৪৯) যারা না দেখেও নিজেদের রবকে ভয় করে এবং পরকাল সম্বন্ধে ভীত।

৪ ع ৯ ৪ রুকু • এক চতুর্থাংশ

﴿٥٠﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۚ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ

৫০। অ হা-যা -যিক্‌রুম্ মুবা-রকুন্ আন্‌যাল্‌না-হু আফাআন্‌তুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন। ৫১। অলাক্বদ্ আ- তাইনা ~ ইব্‌র-হীমা
(৫০) এটা এক কল্যাণকর উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি। তারপরও কি তোমরা কুফুরী কর? (৫১) আর আমি পূর্বে ইব্রাহীমকে

رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ

রুশ্‌দাহূ মিন্ ক্বব্‌লু অকুন্না-বিহী 'আ-লিমীন্। ৫২। ইয্ ক্ব-লা লিআবীহি অক্বওমিহী মা-হা-যিহিত্ তামা-ছীলুল্
সুবুদ্ধি দিয়েছি, আর আমি তার ব্যাপারে অবগত ছিলাম। (৫২) যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলল, এ মূর্তিগুলো

الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٤﴾ قَالَ لَقَدْ

লাতী ~ আন্‌তুম্ লাহা-'আ-কিফূন্। ৫৩। ক্ব-লূ অজাদ্‌না ~ আ-বা — য়ানা লাহা-'আ-বিদীন্। ৫৪। ক্ব- লা লাক্বদ্
কি, যাদের পূজা কর? (৫৩) তারা বলল, আমরা পিতৃপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) সে বলল, তোমরা

كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٥﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ

কুন্‌তুম্ আন্‌তুম্ অআ-বা — য়ুকুম্ ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৫৫। ক্ব-লূ ~ আজি্‌'তানা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি আম্ আন্‌তা মিনাল্
ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।(৫৫) তারা বলল, আমাদের নিকট কি সত্য এনেছ, না কি আমাদের সঙ্গে

اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَ

লা-'ঈবীন্। ৫৬। ক্ব-লা বার্ রব্বুকুম্ রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বিল্লাযী ফাতারহুন্না অ
কৌতুক কর? (৫৬) (ইব্রাহীম) বলল, না, খেল তামাশা নয়, তোমাদের রব আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর রব, তিনিই তাদের

اَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا

আনা 'আলা- যা-লিকুম্ মিনাশ্ শা-হিদীন্। ৫৭। অ তাল্লা-হি লাআকীদান্না আছ্‌না-মাকুম্ বা'দা আন্ তুওয়াল্লূ
সৃষ্টি করেছেন; আর এ বিষয়ে আমি সাক্ষী। (৫৭) আল্লাহর শপথ, তোমরা চলে গেলে আমি অবশ্যই মূর্তির ব্যাপারে

مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا

মুদ্‌বিরীন্। ৫৮। ফাজ্বা'আলাহুম্ জু্যা-যান্ ইল্লা- কাবীরল্ লাহুম্ লা'আল্লাহুম্ ইলাইহি ইয়ার্‌জ্বি'ঊন্। ৫৯। ক্ব-লূ
ব্যবস্থা নিব। (৫৮) তারপর সে বড়টি ছাড়া সব মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করল, যেন তারা বড়টির কাছে ফিরে।(৫৯) বলল,

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ

মান্ ফা'আলা হা-যা-বিআ- লিহাতিনা ~ ইন্নাহূ লামিনাজ্ জোয়া-লিমীন্।৬০। ক্ব-লূ সামি'না- ফাতাই ইয়ায্‌কুরুহুম্
আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ কাজ করল কে? সে বড় জালিম। (৬০) কেউ কেউ বলল, আমরা ইব্রাহীম নামক এক

টীকা-১। আয়াত-৫ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ), তাঁর পিতা এবং তাঁর কওম বাবেল শহরে বসবাস করত। তাদের বাদশাহ ছিল নমরূদ। তারা প্রায় একশ'টি প্রতিমার পূজা করত। সব চেয়ে বড় প্রতিমাটি নির্মাণ করেছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা আযর। তারা ইব্রাহীম (আঃ) এর কথা শুনে বলল, আমরা আমাদের পুর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। কাজেই, আমরাও করছি। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবিলা করার মত তাঁর কোন শক্তি ছিল না। ইবরাহীম (আঃ) এর কথা তাদের মনে ছিল না, তাদের মনে থাকলে তো ইবরাহীম (আঃ) কেই এ প্রতিমা ভাঙ্গার জন্য দায়ী করত। অথবা ইবরাহীম (আঃ) যে বলেছিলেন সেদিকে তারা লক্ষ্যও করে নি। (বঃ কোঃ)

يُقَالُ لَهُ إِبْرٰهِيمُ ﴿٦١﴾ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلٰى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٭

ইয়ুক্ব-লু লাহূ ~ ইব্রা-হীম্। ৬১। ক্ব-লূ ফা'’তূ বিহী 'আলা ~ আ'ইয়ুনিন্ না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াশ্ হাদূন্।
যুবককে সমালোচনা করতে দেখেছি (৬১) তারা বলল, তবে তাকে জনসমক্ষে হাজির কর, যেন তার সাক্ষ্য দিতে পারে।

﴿٦٢﴾ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰإِبْرٰهِيمُ ﴿٦٣﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۚ

৬২। ক্ব-লূ ~ আআন্‌তা ফা'আল্‌তা হা-যা-বিআ-লিহাতিনা-ইয়া ~ ইব্রা-হীম্। ৬৩। ক্ব-লা বাল্ ফা'আলাহূ
(৬২) তারা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের ইলাহগুলোকে এরূপ করেছ?(৬৩) (ইব্রাহীম) বলল, বরং এদের কেউ

كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَرَجَعُوا إِلٰى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا

কাবীরুহুম্ হা-যা-ফাস্‌য়ালূহুম্ ইন্ কা-নূ ইয়ানত্বিক্বূন্। ৬৪। ফারজ্বা'উ ~ ইলা ~ আন্‌ফুসিহিম্ ফাক্ব-লূ ~
এরূপ করেছে;বড়টি তো এটিই; সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা কর, যদি বলতে পারে। (৬৪) মনে মনে চিন্তা করে তারা একে

إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلٰى رُءُوسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ

ইন্নাকুম্ আন্‌তুমুজ্ জোয়া-লিমূন্। ৬৫। ছুম্মা নুকিসূ 'আলা-রুয়ূসিহিম্ লাক্বদ্ 'আলিম্‌তা মা-হা ~ য়ুলা —য়ি
অপরকে বলল, তোমরাই জালিম। (৬৫) অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হল;(বলল, হে ইব্রাহীম!) তুমি তো জান, এরা

يَنْطِقُونَ ﴿٦٦﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٭

ইয়ান্‌ত্বিক্বূ‌ন্। ৬৬। ক্ব-লা আফাতা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা -হি মা-লা-ইয়ান্‌ফা'উকুম্ শাইয়াঁও অলা-ইয়াদ্বুর্‌রুকুম্।
কথা বলে না। (৬৬) ইব্রাহীম বলল, তবুও আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত কর, যা না উপকার করে, আর না ক্ষতি?

﴿٦٧﴾ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ

৬৭। উফ্‌ফিল্লাকুম্ অলিমা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৬৮। ক্ব-লূ হার্‌রিক্বূ হু
(৬৭) ধিক তোমাদেরকে ও আল্লাহ ছাড়া আর যার ইবাদত কর সে উপাস্যকে। তবে কি বুঝ না? (৬৮) তারা বলল, তাকে

وَانْصُرُوا اٰلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِينَ ﴿٦٩﴾ قُلْنَا يٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلٰمًا عَلٰى

অন্‌ছুরূ ~ আ-লিহাতাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ ফা-'ইলীন্। ৬৯। কুল্‌না- ইয়া-না-রু কূনী বারদাঁও অসালা-মান্ 'আলা ~
আগুনে পুড়িয়ে দাও; তোমাদের দেবতা বাঁচাও; যদি কিছু করতে চাও।(৬৯) বললাম, হে অগ্নি! ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও

إِبْرٰهِيمَ ﴿٧٠﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧١﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوطًا إِلَى

ইব্রা-হীম্। ৭০। অআর-দূ বিহী কাইদান্ ফাজ্বা'আল্‌না-হুমুল্ আখ্‌সারীন্। ৭১। অনাজ্জাইনা-হু অলূত্বোয়ান্ ইলাল্
ইব্রাহীমের জন্য। (৭০) তারা তার ক্ষতি করতে চেয়ে ছিল; আমি তাদের ক্ষতি করে দিলাম। (৭১) আর আমি তাকে ও লূতকে

الْأَرْضِ الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعٰلَمِينَ ﴿٧٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ ۖ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ

আরদ্বিল্লাতী বা-রাক্‌না-ফীহা- লিল্'আ-লামীন্। ৭২। অওয়াহাব্‌না-লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্ব্; অ ইয়া'ক্বূ বা না-ফিলাহ্;
উদ্ধার করে এমন দেশে মুক্তি দিলাম, যেথায় ঈমানদারদের জন্য বরকত রেখেছি। (৭২) তাকে ইসহাক ও অতিরিক্ত ইয়া'কূব

وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ

অ কুল্লান্ জ্বা'আল্না-ছোয়া-লিহীন্ ।৭৩। অ জ্বা'আল্না-হুম্ আয়িম্মাতাঁই ইয়াহ্দূনা বিআম্রিনা-অ আওহাইনা ~ ইলাইহিম্

দিলাম; আর আমি তাদের প্রত্যেককে সৎকর্মশীল বানালাম। (৭৩) তাদেরকে নেতা বানালাম; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে

فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۞

ফি'লাল্ খইর-তি ও অ ইক্ব-মাছ্ ছলা-তি অই-তা — য়ায্ যাকা-তি অকা-নূ লানা-আ'বিদীন্।

পথ দেখাত; আমি তাদেরকে সৎকর্ম করতে নামায প্রতিষ্ঠা করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ করেছি; তারা আমারই দাস ছিল।

﴿٧٤﴾ وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ

৭৪। অলূত্বোয়ান্ আ-তাইনা- হু হুক্মাঁও অ 'ইল্মাঁও অনাজ্জাইনা-হু মিনাল্ ক্বার্ইয়াতিল্লাতী কা-নাত্ তা'মালুল্

(৭৪) আমি লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিলাম; আর আমি তাকে মুক্তি দিলাম ঐ জনপদ থেকে যার অধিবাসী ঘৃণ্য কাজে

الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ

খবা — য়িছ্ ; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমা সাওয়িন্ ফা-সিক্বীন্। ৭৫। অআদ্খল্না-হু ফী রহ্মাতিনা- ; ইন্নাহূ মিনাছ্

লিপ্ত ছিল; নিঃসন্দেহে তারা পাপাচারী কওম ছিল। (৭৫) আর আমি তাকে করুণায় দাখিল করেছি, নিঃসন্দেহে সে ছিল

الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ

ছোয়া-লিহীন্ ।৭৬। অনূহান্ ইয্ না-দা-মিন্ ক্বব্লু ফাস্তাজ্বাব্না-লাহূ ফানাজ্জাইনা-হু অআহ্লাহূ মিনাল্

সৎকর্মশীল। (৭৬) আর নূহকে– যখন সে আমাকে ডাকল, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম; আর তাকে ও তার পরিবারকে

الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٧﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ

কার্বিল্ 'আজীম্। ৭৭। অ নাছোয়ার্না-হু মিনাল্ ক্বওমিল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ; ইন্নাহুম্

মহাসংকট থেকে মুক্তি দিলাম। (৭৭) আর আমি তাকে সাহায্য করেছি নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে, তারা সকলে

كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي

কা-নূ ক্বওমা সাওয়িন্ ফাআগ্রাক্ব্না-হুম্ আজ্মা'ঈন্। ৭৮। অদা-উদা অ সুলাইমা-না ইয্ ইয়াহ্কুমা-নি ফিল্

ছিল পাপাচারী, সবাইকে নিমজ্জিত করেছি। (৭৮) আর দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা শস্যের বিচার করছিল,

الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٩﴾ فَفَهَّمْنٰهَا

হারছি ইয্ নাফাশাত্ ফীহি গনামুল্ ক্বওমি অকুন্না-লিহুক্মিহিম্ শা-হিদীন্। ৭৯। ফাফাহ্হাম্না-হা-

এক দলের মেষ রাতে তাতে প্রবেশ করে তা খেয়ে ফেলেছিল। (১) তাদের বিচার সম্পর্কে আমি সাক্ষী। (৭৯) আমি

৫ ع ২৫ ৫ রুকু

আয়াত-৭৬ ঃ এই তৃতীয় কাহিনী হযরত নূহ (আঃ) সম্বন্ধে, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক বিপদাপন্ন ও নির্যাতিত হন, তখন তিনি আমাকে ডাকেন ফলে আমি তাঁকেও তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুসারীদেরকে নৌকায় আরোহন করিয়ে সেই মহা প্লাবন হতে উদ্ধার করলাম, আর অবিশ্বাসীদের সকলের উপর আমার গযব পতিত হল এবং সকলই অতল পানিতে ডুবে গেল। অতএব, হে মুহাম্মদ (ছঃ)! আগেকার উম্মতরা নিজেদের নবীদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিণামে ধৃত হয়েছিল, সুতরাং আপনার উম্মতরা যেন সাবধান হয়। তারা যেন আপনার এই বিরুদ্ধাচরণের পর অবকাশ দেয়াতে গর্বিত না হয়। (বঃ কোঃ)

سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ

সুলাইমা-না অকুল্লান্ আ-তাইনা-হুক্মাঁও অ ই'ল্মাঁও অ সাখ্খার্না-মা'আ দা-ঊদাল্ জ্বিবা-লা ইয়ুসাব্বিহ্না

সুলাইমানকে বুঝ দিয়েছি; প্রত্যেককে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছি। আমি পর্বত দাউদের অনুগত করেছি যেন তারা তার সাথে

وَالطَّيْرَ ۭ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝٨٠ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ

অত্ত্বোয়াইর্; অকুন্না-ফা-'ইলীন্। ৮০। অ 'আল্লাম্না-হু ছোয়ান্'আতা লাবূসিল্ লাকুম্ লিতুহ্ছিনাকুম্ মিম্

তাসবীহ পড়ে। আমি ছিলাম কর্তা। (৮০) এবং আমি তাকে লৌহ বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়েছি কল্যাণের জন্য, যেন যুদ্ধে

بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ۝٨١ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ

বা''সিকুম্ ফাহাল্ আন্তুম্ শা-কিরূন্। ৮১। অ লিসুলাইমা-নার্ রীহা 'আ-ছিফাতান্ তাজ্‌রী বিআম্‌রিহী ~

তা তোমাদেরকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। তবু কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে কি?(৮১) এবং আমি সুলাইমানের বশে রাখলাম বিক্ষুব্ধ

اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝٨٢ وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ

ইলাল্ আর্দ্বিল্লাতী বা-রাক্না-ফীহা-; অ কুন্না-বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আ-লিমীন্। ৮২। অ মিনাশ্ শাইয়া-ত্বীনি

বায়ুকে; তা তার আদেশে বরকতময় দেশের দিকে যেত, সব বিষয় আমি জানি। (৮২) আর শয়তানদের কেউ কেউ তার জন্য

مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝٨٣ وَاَيُّوْبَ

মাইঁ ইয়াগূছূনা লাহূ অ ইয়া'মালূনা 'আমালান্ দূনা যা-লিকা অকুন্না-লাহুম্ হা-ফিজীন্। ৮৩। অ আইইয়ূবা

ডুবুরী কাজে নিয়োজিত ছিল, এতদ্ভিন্ন অন্য কাজও করত। নিশ্চয় আমি তাদের সংরক্ষক ছিলাম।(৮৩) আর স্মরণ কর

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝٨٤ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ

ইয্ না-দা-রব্বাহূ ~ আন্নী মাস্ নানিয়াদ্ব্ দ্বুর্‌রু অআন্তা আর্হামুর্ র-হিমীন্। ৮৪। ফাস্তাজ্বাব্না-লাহূ

আইউবকে যখন সে আপন রবকে ডেকে বলল, আমি কষ্টে আছি, আর তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তার

فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى

ফাকাশাফ্না-মা-বিহী মিন্ দ্বুর্রিঁও অ আ-তাইনা-হু আহ্লাহূ অ মিছ্লাহুম্ মা'আহুম্ রহ্মাতাম্ মিন্ 'ইন্দিনা-অযিক্র-

আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাকে তার পরিবার দিলাম, সমসংখ্যক আরও দিলাম রহমত স্বরূপ এবং আমি ইবাদাতকারীদের

لِلْعٰبِدِيْنَ ۝٨٥ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝٨٦ وَ

লিল্'আ-বিদীন্। ৮৫। অইস্মাঈ'লা অইদ্রীসা অযাল্ কিফ্ল্ ; কুল্লুম্ মিনাছ্ ছোয়া-বিরীন্। ৮৬। অ

জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৮৫) আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুল কিফ্লকে তারা সবাই ধৈর্যশীল ছিল (৮৬) আর আমি

اَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٨٧ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا

আদ্খল্না-হুম্ ফী রহমাতিনা-; ইন্নাহুম্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ৮৭। অ যান্নূ নি ইয্ যাহাবা মুগ-দ্বিবান্

তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করলাম। তারা সৎকর্মশীল ছিল। (৮৭) আর যূন্ নূন্কে যখন সে রাগে চলে গেল;

فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ

ফাজোয়ান্না আ ল্লান্ নাক্ব্‌ দিরা 'আলাইহি ফানা-দা-ফিজ্ জুলুমা-তি আল্লা ~ ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা সুবহা-নাকা
সে মনে করল যে, আমি তাদেরকে শাস্তি দিব না। অবশেষে অন্ধকারে বলল, "তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র, আমিই

اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ

ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ জোয়া-লিমীন্। ৮৮। ফাস্‌তাজ্বাব্‌না- লাহূ অনাজ্জাইনা-হু মিনাল্ গম্; অ কাযা-লিকা
জালিম।" (৮৮) তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম, এভাবেই আমি মু'মিনকে

نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ

নুন্‌জ্বিল্ মু''মিনীন্। ৮৯। অ যাকারিয়্যা ~ ইয্ না-দা-রব্বাহূ রব্বি লা-তাযার্‌নী ফার্‌দাঁও অআন্‌তা
মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) স্মরণ কর! যখন যাকারিয়া তার রবকে ডাকল, হে আমার রব! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না

خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ

খাইরুল্ ওয়ারিছীন্। ৯০। ফাস্‌তাজ্বাব্‌না-লাহূ অওয়াহাব্‌না-লাহূ ইয়াহ্‌ইয়া-অআছ্‌লাহ্‌না- লাহূ যাওজ্বাহ্ ;
তুমি শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী দাতা। (৯০) আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম, তাকে ইয়াহ্‌ইয়াকে দিলাম, স্ত্রীকে সন্তান ধারণের যোগ্য

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا

ইন্নাহুম্ কা-নূ ইয়ুসা-রি'উনা ফিল্ খইর-তি অ ইয়াদ্'উ নানা- রাগবাঁও অ রহাবা- ; অকা-নূ লানা-
করলাম, তারা পরস্পর সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে আহ্বান করত, তারা ছিল আমার সামনে

خٰشِعِيْنَ ﴿٩١﴾ وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ

খ-শি'ঈ'ন্। ৯১। অল্লাতী ~ আহ্‌ছোয়ানাত্ ফারজ্বাহা-ফানাফাখ্‌না-ফীহা মির্ রূহিনা-অজ্বা'আল্‌না-হা- অবনাহা ~
বিনীত। (৯১) আর যে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করেছিল, তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকলাম, তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বের

اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٣﴾ وَ

আ-ইয়াতাল্ লিল্'আ-লামীন্। ৯২। ইন্না হা-যিহী ~ উম্মাতুকুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অআনা রব্বুকুম্ ফা'বুদূ ন্। ৯৩। অ
জন্য নিদর্শন করলাম। (৯২) তোমাদের এ জাতি, একই জাতি, আমিই তোমাদের রব, সুতরাং আমারই ইবাদত কর। ৯৩। কিন্তু

৬ ع ১৮ ৬ রুকু

تَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٤﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ

তাক্বত্তোয়া'উ ~ আম্‌রহুম্ বাইনাহুম্ কুল্লুন্ ইলাইনা-র-জ্বি'উন্। ৯৪। ফামাই ইয়া'মাল্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহা-তি
তারা নিজেদের ব্যাপারে বিভেদ সৃষ্টি করল, সবাই আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।(৯৪) যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম

টীকা-১। আয়াত-৮৮ ঃ অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনূসকে দুশ্চিন্তা ও সংকট হতে নাজাত দিয়েছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও নাজাত দিয়ে থাকি। যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনূস (আঃ) এর দোয়াটি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করবেন। (মাঃ কোঃ, তাফঃ মাযঃ) আয়াত-৯০ ঃ আয়াতটির মর্মার্থ হল, তারা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট কবূল ও সাওয়াবের আশাও রাখে আবার স্বীয় গুনাহ ও ত্রুটির জন্য ভয়ও করে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٥﴾ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ

অহুঅ মু'মিনুন্ ফালা-কুফ্র-না লিসা 'ইয়িহী অইন্না-লাহূ কা-তিবূন্। ৯৫। অহার-মুন্ 'আলা-ক্বর্ইয়াতিন্

করে, তার চেষ্টা কখনও অগ্রাহ্য হবে না, আমি তা লিখে রাখি। (৯৫) আর আমি যেসব জনপদ ধ্বংস করেদিয়েছি, তাদের

أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ

আহ্লাক্নাহা ~ আন্নাহুম্ লা-ইয়ার্জি'উন্। ৯৬। হাত্তা ~ ইযা-ফুতিহাত্ ইয়া''জূজু অমা''জূজু অহুম্

প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ ও মাজূজ ছেড়ে দেয়া হবে, আর তারা প্রত্যেকে উচ্চভূমি হতে

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٧﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

মিন্ কুল্লি হাদাবিই ইয়ান্সিলূন্ । ৯৭। অক্ব্তারবাল্ অ'দুল্ হাক্ব্ক্বু ফাইযা-হিয়া শা -খিছোয়াতুন্

বের হয়ে ছুটে আসবে। (৯৭) আর যখন সত্য প্রতিশ্রুতিকাল আসন্ন হবে তখন হঠাৎ কাফেরদের চোখগুলো উর্ধস্থির

أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

আব্ছোয়া-রুল্ লাযীনা কাফারূ; ইয়া-অইলানা-ক্বদ্ কুন্না- ফী গফ্লাতিম্ মিন্ হা-যা-বাল্ কুন্না-জোয়া-লিমীন্।

হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এ ব্যাপারে আমরা তো উদাসীন ছিলাম, বরং আমরা জালিমই ছিলাম।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮। ইন্নাকুম্ অমা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি হাছোয়াবু জ্বাহান্নাম্ ; আন্তুম্ লাহা-ওয়া-রিদূন্।

(৯৮) নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানি হবে, আর সেখানেই তোমরা সবাই প্রবেশ করবে।

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا ﴿١٠٠﴾

৯৯। লাও কা-না হা ~ উলা — য়ি আ-লিহাতাম্ মা-অরাদূহা-; অকুল্লুন্ ফীহা-খা-লিদূন্। ১০০। লাহুম্ ফীহা-

(৯৯) তারা যদি প্রকৃত ইলাহ হত, তবে জাহান্নামে যেত না, তারা সবাই সেখানে স্থায়ী হবে। (১০০) নিশ্চয়ই সেখানে থাকবে তাদের

زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ

যাফীরুঁও অহুম্ ফীহা- লা-ইয়াস্মা'উন্। ১০১। ইন্নাল্লাযীনা সাবাক্বত্ লাহুম্ মিন্নাল্ হুস্না ~

আর্তনাদ, সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) নিশ্চয়ই যাদের জন্য পূর্বেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত ছিল,

أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ

উলা —য়িকা 'আন্হা-মুব্'আদূ ন্। ১০২। লা-ইয়াস্মা'উনা হাসীসাহা-অহুম্ ফী মাশ্তাহাত্

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। (১০২) তারা ক্ষীণ শব্দও শুনবে না, আর তারা সেথায় মনমত সব কিছুই

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৯৮ ও ১০১ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কাফেরদের সঙ্গে তাদের হাতে গড়া দেব-দেবীসমূহকেও জাহান্নামের ইন্ধন করা হবে বলে সাবধান করা হলে, ইবনুয যাবারী নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল, হযরত ওযাইর, হযরত ঈসা (আঃ) প্রমুখের এবং বহু ফেরেশতারাও বন্দনা করা হয় আল্লাহ ব্যতীত; অতএব, তাদেরকেও কি জাহান্নামে দেয়া হবে? এর জবাবে এ আয়াতটি নাযিল হয়। টীকা-১। আয়াত-৯৫ঃ আয়াতটির উদ্দেশ্য হল, মৃত্যুর পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেউ পুনরায় দুনিয়ায় এসে সৎকর্ম করতে চাইলে, সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো কেবল পরকালের জীবনই হবে। (মাঃ কোঃ)

أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

আন্‌ফুসুহুম্ খ-লিদূন্। ১০৩। লা-ইয়াহ্‌যুনুহুমুল্ ফাযা'উল্ আক্‌বারু অ তাতালাক্ব্‌ক্ব- হুমুল্ মালা — য়িকাহ্;
স্থায়ীভাবে ভোগ করবে। (১০৩) কেয়ামতের ময়দানের মহা ভীতি তাদেরকে বিষণ্ণ করবে না, ফেরেশতারা তাদেরকে এ বলে

هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ

হা-যা ইয়াওমুকুমুল্লাযী কুন্‌তুম্ তূ 'আদূন্। ১০৪। ইয়াওমা নাত্ব্‌ওয়িস্ সামা — য়া কাত্বোইয়্যিস্
অভ্যর্থনা করবে; এটাই সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশ মণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব,

ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا

সিজ্বিল্লি লিল্ কুতুব্; কামা-বাদা''না ~ আউআলা খল্‌ক্বিন্ নু'ঈ দুহ্; অ'দান্ 'আলাইনা-; ইন্না-
যেভাবে লিখিত দফতরসমূহ গুটিয়ে নেয়া হয়, প্রথম সৃষ্টির মতই পুনরায় সৃষ্টি করব; এ' আমার কৃত প্রতিশ্রুতি; আমি অবশ্যই

كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا

কুন্না-ফা-'ইলীন্। ১০৫। অলাক্বদ্ কাতাব্‌না-ফিয্ যাবূরি মিম্ বা'দিয্ যিক্‌রি আন্নাল্ আর্‌দ্বোয়া ইয়ারিছুহা-
তা পূর্ণ করব। (১০৫) আর আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখেদিয়েছি যে, আর আমার সৎকর্মশীল বান্দারাই যমীনের

عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ فِى هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ

'ইবা-দিয়াছ্ ছোয়া-লিহূন্। ১০৬। ইন্না ফী হা-যা-লাবালা-গল্ লি ক্বওমিন্ 'আ-বিদীন্। ১০৭। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-কা
(জান্নাতের) উত্তরাধিকারী হবে। (১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ আছে। (১০৭) আমি তো আপনাকে

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٨﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ

ইল্লা-রহ্‌মাতাল্ লিল্'আ-লামীন্! ১০৮। কুল্ ইন্নামা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা আন্নামা ~ ইলা-হুকুম্ ইলা-হুঁও ওয়া-হিদুন্
ঈমানদারদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (১০৮) বলুন, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একই ইলাহ,

فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِىٓ

ফাহাল্ আন্‌তুম্ মুস্‌লিমূন্। ১০৯। ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফাকুল্ আ-যান্‌তুকুম্ 'আলা- সাওয়া — য়্; অইন্‌আদ্‌রী ~
সুতরাং তোমরা কি মুসলিম হবে? (১০৯) এরপরও যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে আপনি তাদের বলুন, আমি তো তোমাদেরকে যথাযর্থই

أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا

আক্বারীবুন্ আম্ বা'ঈদুম্ মা-তূ 'আদূন্। ১১০। ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জ্বাহ্‌র মিনাল্ ক্বওলি অ ইয়া'লামু মা-
জানিয়েছি; প্রতিশ্রুত বিষয় কি আসন্ন, না দূরে জানি না। (১১০) নিঃসন্দেহে তিনি তোমরা যা ব্যক্ত কর তা জানেন এবং জানেন যা

تَكْتُمُونَ ﴿١١١﴾ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ *

তাক্‌তুমূন্। ১১১। অ ইন্ আদ্‌রী লা'আল্লাহূ ফিত্‌নাতুল্লাকুম্ অ মাতা'উন্ ইলা-হীন্।
তোমরা গোপন কর। (১১১) আর আমি জানি না, হয় তো এটা তোমাদের পরীক্ষা এবং কিছু সময়ের জন্য ভোগ্যের সুযোগ রয়েছে।

قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। ক্বা-লা রব্বিহ্‌ কুম্ বিল্‌হাক্ব্‌; অ রব্বুনার্ রহ্‌মা-নুল্ মুসতা'আ-নু 'আলা-মা-তাছিফূন্।

(১১২) (রাসূল) বললেন, হে রব! সুবিচার কর; আমাদের রব পরম দয়ালু; তোমাদের বক্তব্যের বিষয় তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

সূরা হজ্জ্ব
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ১০

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সুত্তাক্বূ রব্বাকুম্ ইন্না যাল্‌যালাতাস্ সা-'আতি শাইয়্যুন্ 'আজীম্। ২। ইয়াওমা

(১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের প্রকম্পন ভীষণতর। (২) যেদিন তোমরা

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ

তারওনাহা- তায্‌হালু কুল্লু মুরদ্বি'আতিন্ 'আম্মা ~ আর্‌দ্বোয়া'আত্ অ তাদ্বোয়া'উ কুল্লু যা-তি হাম্‌লিন্ হাম্‌লাহা- অ

তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার স্তন্যপায়ীকে ভুল যাবে, এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে;

تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ﴿٢﴾ وَمِنَ

তারন্না-সা সুকার-অমা-হুম্ বিসুকা-র-অলা-কিন্না 'আযা-বা ল্লা-হি শাদীদ্। ৩। অ মিনান্

তুমি মানুষকে মাতাল অবস্থায় দেখতে পারে, অথচ তারা মাতাল নয়, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। (৩) কিছু মানুষ

النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ﴿٣﴾ كُتِبَ عَلَيْهِ

না-সি মাইঁ ইয়ুজ্বা-দিলু ফীল্লা-হি বিগইরি 'ইল্‌মিওঁ অইয়াত্তাবি'উ কুল্লা শাইত্বোয়া-নিম্ মারীদ্। ৪। কুতিবা 'আলাইহি

এমন আছে, যারা না জেনে আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করে আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসারী হয়। (৪) তার ব্যাপারে একথা

اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

আন্নাহূ মান্ তাওয়াল্লা-হু ফাআন্নাহূ ইয়ুদ্বিল্লুহূ অ ইয়াহ্‌দীহি ইলা-'আযা-বিস্ সা'ঈর্। ৫। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু

নির্ধারিত রয়েছে যে, যে কেউ তাকে বন্ধু করবে সে তাকেই বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের পথে চালাবে। (৫) হে মানুষ! যদি

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

ইন্ কুনতুম্ ফী রইবিম্ মিনাল্ বা''ছি ফাইন্না- খলাক্ব্‌না-কুম্ মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ ছুম্মা

পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমরা সন্দিহান হও, তবে ভেবে দেখ যে, আমিই তো তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, তারপর

টীকা-১। আয়াত-৫ ঃ এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে নবী করীম (ছঃ) বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে রূপান্তরিত হয়। আরও চল্লিশ দিন পার হলে তা মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকিয়ে চারটি বিষয় লিখে দেন। (১) তার বয়স কত? (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে? (৩) সে কি কাজ করবে এবং পরিণামে সে ভাগ্যবান না হতভাগ্য? (কুরতুবী, মাঃ কোঃ) অন্য বর্ণনায় আছে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহর নিকট এর পরিণাম সম্বন্ধে জানতে চায়। যদি অসম্পূর্ণ বলা হয়, তবে গর্ভপাত করে দেয়া হয়। (মাঃ কোঃ)

مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي

মিন্ 'আলাক্বতিন্ ছুম্মা মিন্ মুদ্ব্ গতিম্ মুখল্লাক্বতিঁও অগইরি মুখল্লাক্বতিল্লি লিনুবাইয়্যিনা লাকুম্; অনুক্বিররু ফিল্

শুক্র হতে, তারপর রক্ত পিণ্ড হতে, তারপর পূর্ণ ও অপূর্ণাকৃতি গোশ্তপিণ্ড হতে; তোমাদের নিকট আমার কুদরত ব্যক্ত

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ

আর্‌হা-মি মা-নাশা — য়ু ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ছুম্মা নুখ্‌রিজু কুম্ ত্বিফ্‌লান্ ছুম্মা লিতাব্‌লুগূ ~ আশুদ্দাকুম্

করার জন্য; আমার ইচ্ছেমতই জরায়ুতে নির্দিষ্ট সময় রাখি। পরে আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, অতঃপর তোমরা

وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن

অ মিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুতাওয়াফ্‌ফা-অমিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুরদ্দু ইলা ~ আর্‌যালিল্ উমুরি লিকাইলা-ইয়া'লামা মিম্

যৌবনে পদার্পন কর; অতঃপর তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হয় যৌবনের পূর্বে; আবার কেউ অকর্মণ্য বয়সে পৌঁছে; ফলে যে বিষয়

بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

বা'দ্বি 'ইল্‌মিন শাইয়া-; অতারাল্ আর্‌দ্বোয়া হা-মিদাতান্ ফাইযা ~ আন্‌যাল্‌না- 'আলাইহাল্ মা — য়াহ্ তায্‌যাত্

তার জানা ছিল তাও তার মনে থাকে না; তুমি ভূমিকে শুষ্ক দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষাই তখন তা

وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ

অরবাত্ অআম্‌বাতাত্ মিন্ কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্ । ৬। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্ব্ ক্ব্ অআন্নাহূ

শস্যশ্যামল হয় এবং আমি তাতে নানাবিধ সুন্দর উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে থাকি (৬) এসব এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য, তিনি

يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٦ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ

ইয়ুহ্‌য়িল্ মাওতা অ আন্নাহূ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৭। অ আন্নাস্ সা'আতা আ- তিয়াতুল্লা-রইবা

মৃতকে প্রাণ দান করেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুই উপর ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান। (৭) কেয়ামত নিঃসন্দেহে আসবেই;

فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۝٧ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

ফীহা-অআন্নাল্লা-হা ইয়াব্ 'আছু মান্ ফিল্ ক্বুবূ র্। ৮। অ মিনান্না-সি মাইঁ ইয়ুজ্বা-দিলু ফিল্লা-হি

কবর বাসীদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন। (৮) আর কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, না

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝٨ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ

বিগইরি 'ইল্‌মিঁও অলা-হুদাঁও অলা-কিতা-বিম্ মুনীর্। ৯। ছা-নিয়া 'ঈত্ব্ ফিহী লিইয়ুদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; লাহূ

জেনে, বিনা প্রমাণে ও বিনা উজ্জ্বল গ্রন্থে (৯) গর্ব ভরে গর্দান বাঁকিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, যেন আল্লাহর পথ হতে লোকদের ভ্রষ্ট

فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٩ ذَٰلِكَ بِمَا

ফীদ্দুন্‌ইয়া-খিয্‌ইয়ুঁও অনুযীক্বুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'আযা-বাল্ হারীক্ব্ । ১০। যা-লিকা বিমা-

করতে পারে; দুনিয়াতেই তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, পরকালে তাকে আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।(১০) এটা তোমার কৃতকর্মের

قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ

ع ১০ ৮ রুকু

ক্বদ্দামাত্ ইয়াদা-কা অআন্না ল্লা-হা লাইসা বিজোয়াল্লা-মিল্লিল্ 'আবীদ্। ১১। অ মিনা ন্না-সি মাইঁইয়া'বুদুল্লা-হা
প্রতিফল, কেননা, আল্লাহ বান্দাহদের প্রতি অবিচার করেন না।(১১) কোন কোন মানুষ দ্বিধার ওপর আল্লাহর ইবাদত করে,

عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ

'আলা-হারফিন্ ফাইন্ আছোয়া-বাহূ খইরু নিত্ব্ মায়ান্না বিহী, অ ইন্ আছোয়া-বাত্হু ফিত্নাতুনিন্ ক্বলাবা
অতঃপর তার যদি পার্থিব কল্যাণ লাভ হয়, তবে তা দিয়ে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়; আর যদি কোন বিপর্যয় এসে পড়ে, তবে

عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا مِنْ

'আলা-অজ্ব্ হিহী খাসিরা দ্দুন্ইয়া-অল্আ-খিরহ্; যা-লিকা হুওয়াল খুস্র-নুল্ মুবীন্। ১২। ইয়াদ্'উ মিন্
সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরি যায়। সে দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এটাই চরম বিভ্রান্তি। (১২) সে আল্লাহকে ছাড়া

دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٣﴾ يَدْعُوْا لَمَنْ

দূনিল্লা-হি মা-লা ইয়াদ্বুররুহূ অমা-লা-ইয়ান্ফা'উহ্; যা-লিকা হুওয়াদ্ব্ দ্বোয়ালা-লুল্ বা'ঈদ্। ১৩। ইয়াদ্'উ লামান্
এমন কিছুকে ডাকে, যা না পাবে অপকার করতে, আর না উপকার; এটাই চরম বিভ্রান্তি। (১৩) সে এমন বস্তুকে ডাকে

ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ

দ্বোয়াররুহূ ~ আক্ব্ রাবু মিন্ নাফ্'ইহ্; লাবি''সাল্ মাওলা-অলাবি''সাল্ আশীর্। ১৪। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদ্খিলুল
যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক আর এর সহচর। (১৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ছোয়া-লিহা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-র্; ইন্নাল্লা-হা
প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করছে, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, আল্লাহ যা ইচ্ছা

يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٥﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

ইয়াফ্'আলু মা-ইয়ুরীদ্। ১৫। মান্ কা-না ইয়াজুন্নু আল্লাইঁইয়ান্ ছুরাহুল্লা-হু ফিদ্দুনইয়া-অল্আ-খিরতি
তা-ই করেন। (১৫) যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ (তাঁর রাসূলকে) ইহকালে ও পরকালে কখনওই সাহায্য করবেন না, সে যেন

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاۤءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ☆

ফাল্ইয়াম্দুদ্ বিসাবাবিন্ ইলাস্ সামা — য়ি ছুম্মাল্ ইয়াকৃ্ত্বোয়া' ফাল্ইয়ান্জুর্ হাল্ ইয়ুয্ হিবান্না-কাইদুহূ মা-ইয়াগীজ্।
আকাশের সাথে রসি টানায়, পরে তা কেটে দেয়; তারপর দেখুক যে, তার চেষ্টা আক্রোশকে দূর করতে পারে কি না?

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১ ঃ গ্রাম থেকে একদল লোক মদীনা মনোয়ারায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হল। অতঃপর তাদের মধ্যে যাদের কোন পার্থিব উপকার হয়েছে অর্থাৎ ছেলে না হলে মেয়ে হয়েছে, বর্ধিতহারে অর্থাগমন হয়েছে, অথবা অসুস্থতা হতে সুস্থতা লাভ করেছে; তখন তারা বলতে থাকে যে, ইসলাম ধর্ম বড় ভাল ধর্ম, এতে আমাদের কেবল উপকারই হয়েছে। আর যার কোন রোগ হল, অথবা কোন সন্তান হল না, কিংবা আর্থিক কোন ক্ষতি হল তখন তারা পুনরায় যেদিক হতে এসেছে সে দিকেই ফিরে গেল এবং মুরতাদ হয়ে বলতে লাগল, এ ধর্মগ্রহণে (নাউযুবিল্লাহ) আমারসমূহ ক্ষতি হয়েছে।

⑯ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ⑰ اِنَّ الَّذِيْنَ

১৬। অ কাযা-লিকা আন্যাল্না-হু আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিঁও অ আন্নাল্লা-হা ইয়াহ্দি মাইঁ ইয়ুরীদ্। ১৭। ইন্না ল্লাযীনা

(১৬) এভাবে স্পষ্ট নিদর্শনরূপে তা(কোরআন) নাযিল করেছি, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। (১৭) নিঃসন্দেহে যারা

اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓاۖ

আ-মানূ অল্লাযীনা হা-দু অছ্ছোয়া-বিয়ীনা অন্ নাছোয়া-রা অল্মাজূ সা অল্লাযীনা আশ্রাকূ ~

বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর যারা ইহুদী হয়েছে, ছাবিয়ী হয়েছে, এবং যারা খৃষ্টান. অগ্নিপূজক ও যারা মুশ্রিক হয়েছে

اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑱ اَلَمْ تَرَ

ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্ছিলু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ১৮। আলাম্ তার

নিশ্চয় আল্লাহ পরকালে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু দেখেন। (১৮) আপনি কি লক্ষ্য

اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

আন্নাল্লা-হা ইয়াস্জুদু লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমান্ ফিল্ আর্দ্বি অশ্শাম্সু অল্ক্বমারু

করেন নি নিশ্চয়ই আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সবাই, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী

وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ

অন্নুজূমু অল্জিবা-লু অশ্শাজারু অদ্দাওয়া —ব্বু অকাছীরুম্ মিনান্না-স্; অকাছীরুন্ হাক্ব্ক্ব

পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তুসমূহ ও বহু সংখ্যক মানুষ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং মানুষের মধ্যে অনেকের ওপর শাস্তি

সেজ্দা

عَلَيْهِ الْعَذَابُؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩

'আলাইহিল্ 'আযা-ব্ ; অ মাইঁ ইয়ুহিনিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুক্রিম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়াফ্ 'আলু মা-ইয়াশা — য়্।

সাব্যস্ত হয়েছে, আল্লাহ যাকে হেয় প্রতিপন্ন করেন তার সম্মান দেয়ার কেউ নেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই তিনি করেন।

সিজদাহ্-৫

⑲ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ

১৯। হা-যা-নি খছ্মা- নিখ্ তাছোয়ামূ ফী রব্বিহিম্ ফাল্লাযীনা কাফারূ ক্বুত্ত্বি'আত্ লাহুম্ ছিয়া-বুম্ মিন্

(১৯) বিবাদমান এ দুটি দল তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়; যারা কাফের তাদের জন্য আগুনের পোষাক

نَّارٍؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ⑳ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۩

না-র্; ইয়ুছোয়াব্বু মিন্ ফাওক্বি রুয়ূ সিহিমুল্ হামীম্। ২০। ইয়ুছ্ হারু বিহী মা-ফী বুত্বূনিহিম্ অল্ জুলূদ্।

প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে। (২০) যা দ্বারা পেটের বস্তু ও চামড়া বিগলিত হবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ ঃ কিতাবীরা মুসলমানদের সাথে তর্কের সময় একবার বলেছিল, হে মুসলিম সমাজ। আমরা আল্লাহর সাথে তোমাদের চেয়ে অধিক সম্পর্কের অধিকারী। কেননা, আমাদের নবী তোমাদের নবীর আগে এসেছেন এবং আমাদের কিতাবও তোমাদের কিতাবের আগে অবতীর্ণ হয়েছে। জবাবে মুসলমানরা বলেন, আমরাতো তোমাদের নবী ও আমাদের নবী উভয়কেই সত্য বলে স্বীকার করি এবং আমাদের কুরআন ও তোমাদের কিতাব তৌরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদির উপরও ঈমান আনছি। আর তোমরা আমাদের নবী ও কুরআন উভয়ের সত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও হিংসা বশতঃ মেনে নিচ্ছ না। অতএব, চিন্তা করে দেখ প্রকৃত সত্য কি আমাদের পক্ষে, না তোমাদের পক্ষে? উভয় দলের এ অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ أَرَادُوْٓا أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ

২১। অ লাহুম্ মাক্ব-মি'উ মিন্ হাদীদ্। ২২। কুল্লামা ~ আরা দূ ~ আইঁ ইয়াখ্রুজূ মিন্হা-মিন্ গম্মিন্
(২১) আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার গুর্জ। (২২) যখনই তারা কাতর হয়ে তা হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে

أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

উ'ঈ দূ ফীহা-অযূক্বূ 'আযা-বাল্ হারীক্ব্। ২৩। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদ্খিলুল্লাযীনা আ-মানূ
ওতে (জাহান্নামে) ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে 'দহন যন্ত্রণা আস্বাদনা কর। (২৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করাবেন

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ

অ 'আমিলুছ্ছোয়া-লিহা-তি জ্বান্নাতিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ইয়ুহাল্লাওনা ফীহা মিন্
তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণের

أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوْٓا إِلَى الطَّيِّبِ

আসাওয়িরা মিন্ যাহাবিঁও অ লু''লুওয়া অলিবা-সুহুম্ ফীহা-হারীর্। ২৪। অহুদূ ~ ইলাত্ত্বোয়ায়্যিবি
কাঁকন ও মুক্তা পরিধান করান হবে, আর তথায় তাদের লেবাস হবে রেশমের। (২৪) এবং তাদের পবিত্র বাক্যের অনুগামী

مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوْٓا إِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ

মিনাল্ ক্বওলি অহুদূ ~ ইলা-ছির-ত্বিল্ হামীদ্। ২৫। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অইয়াছুদ্দূনা
করা হয়েছিল, এবং তারা পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথ প্রাপ্ত হয়েছিল।(২৫) নিঃসন্দেহে যারা কাফের, এবং বাধা প্রদান করে

عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ

'আন্ সাবীলিল্লা-হি অল্ মাস্জ্বিদিল্ হারা-মিল্লাযী জ্বা'আল্না-হু লিন্না-সি সাওয়া — য়ানিল্ 'আ-কিফু
আল্লাহর পথে ও মসজিদুল হারাম হতে, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান করে দিয়েছি,

فِيْهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ

ফীহি অল্ বা-দ্; অমাইঁ ইয়ুরিদ্ ফীহি বিইল্হা-দিম্ বিজুল্মিন্ নুযিক্বহু মিন্ 'আযা- বিন্ আলীম্। ২৬। অ ইয্
আর যারা সেখানে পাপ করতে ইচ্ছা করে আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। (২৬) আর যখনই আমি

بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ

বাওয়্যা''না-লিইব্রা- হীমা মাকা-নাল্ বাইতি আল্লা-তুশ্রিক্বী শাইয়াঁও অ ত্বোয়াহ্হির্ বাইতিয়া লিত্ত্বোয়া —য়িফীনা
ইব্রাহীমকে কা'বা ঘরে স্থান দিলাম, (তখন বললাম) আমার সঙ্গে কাকেও শরীক করো না; আর আমার এ গৃহকে পবিত্র রেখ

রুকু ২/১২/৯ — রুকু ৩/১৩/১০

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৫ ঃ একদা নবী কারীম (ছঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসকে একজন আনসারী ও জনৈক মুহাজিরের সঙ্গে একস্থানে পাঠিয়ে ছিলেন। পথ চলতে চলতে এক সময়ে তারা পরস্পরের সাথে বংশগত মর্যাদা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আনসারী লোকটিকে হত্যা করে ফেলে এবং সে মুর্তাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাফসীরে কাবীরে আছে, আলোচ্য আয়াত আবু সুফিয়ান প্রমুখ যারা হযরত রসূলে কারীম (ছঃ)কে ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে নাযিল হয়।

وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٧﴾ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا

অল্‌ক্ব—য়িমীনা অর্ রুক্কা'ইস্ সুজু্‌দ্। ২৭। অ আয্‌যিন্ ফিন্না-সি বিল্‌হাজ্জি ইয়া''তূকা-রিজ্বা-লাঁও

তাওয়াফকারী, নামাযী ও রুকূ সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) মানুষের কাছে হজ্জের ঘোষণা প্রদান করে দাও; লোকেরা

وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٨﴾ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

অ 'আলা-কুল্লি দ্বোয়া-মিরিইঁ ইয়া'' তীনা মিন্ কুল্লি ফাজ্জিন্ 'আমীক্ব্। ২৮। লিইয়াশ্‌হাদূ মানা-ফি'আ লাহুম্ অইয়ায্‌কুরুস্

পদব্রজে এবং ক্ষীণকায় উটের পিঠে করে দূর দূরান্ত হতে তোমার কাছে আসবে।(২৮) যেন তারা কল্যাণময় স্থানে হাযির হতে

اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا

মাল্লা- হি ফী ~ আইয়্যা-মিম্ মা'লূ মা-তিন্ 'আলা-মা-রযাক্বহুম্ মিম্ বাহীমাতিল্ আন্'আ-মি ফাকুলূ মিন্‌হা-

পারে এবং প্রদত্ত জন্তুর ওপর নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর নাম নিতে পারে, যা তাদেরকে তিনি রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অতঃপর তা

وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٩﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا

অআত্ব্'ইমুল্ বা — য়িসা ল্ ফাক্বীর্। ২৯। ছুম্মাল্ ইয়াক্ব্‌দ্বূ তাফাছাহুম্ অল্‌ইয়ূফূ নুযূরহুম্ অল্‌ইয়াত্ত্বোয়াওঅফূ

হতে খাও আর যারা দুঃস্থ অসহায় তাদেরকে খাওয়াও।(২৯) তারপর তারা যেন অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, মান্নত পূর্ণ করে, মুক্ত ঘরের

بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٠﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ

বিল্ বাইতিল্ 'আতীক্ব্। ৩০। যা-লিকা অমাইঁ ইয়ু 'আজ্জিম্ হুরুমা-তিল্লা-হি ফাহুওয়া খাইরুল্লাহূ 'ইন্‌দা রব্বিহ্;

(কা'বা) তাওয়াফ করে, (৩০) এটাই বিধান, যে আল্লাহর বিধানের মর্যাদা রক্ষা করে, তার রবের কাছে তার জন্য উত্তম;

وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

অউহিল্লাত্ লাকুমুল্ আন্'আ-মু ইল্লা-মা ইয়ুত্‌লা- 'আলাইকুম্ ফাজ্ব্‌তানিবুর্ রিজ্ব্‌সা মিনাল্ আওছা-নি

আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনান হয়েছে, অপবিত্র প্রতিমা

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴿٣١﴾ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

অজ্ব্‌তানিবূ ক্বওলায্ যূর্। ৩১। হুনাফা — য়া লিল্লা-হি গইরা মুশ্‌রিকীনা বিহ্; অমাইঁ ইয়ুশ্‌রিক্ বিল্লা-হি

হতে বাঁচ, মিথ্যা পরিহার কর। (৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে থাকে আর তার সাথে শরীক না করে; আর যে আল্লাহর

فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ

ফাকাআন্নামা—খর্‌র মিনাস্ সামা — য়ি ফাতাখ্‌ত্বোয়াফুহুত্ ত্বোয়াইরু আও তাহ্‌ওয়ী বিহির্ রীহু ফী মাকা-নিন্

সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ হতে ছিটকে পড়ল আর পাখি ছোঁ মারল, অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে দূরে নিয়ে

سَحِيْقٍ ﴿٣٢﴾ ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٣﴾ لَكُمْ

সাহীক্ব্। ৩২। যা-লিকা অমাইঁ ইয়ু'আজ্জিম্ শা'আ — য়িরাল্লা-হি ফাইন্নাহা-মিন্ তাক্ব্‌ওয়াল্ ক্বু-লূব্। ৩৩। লাকুম্

গেল। (৩২) এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর বিধানের মর্যাদা দিলে তা-ই মনের তাক্‌ওয়া। (৩৩) তাতে

৪ ৮ ১১ রুকু

فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ

ফীহা- মানা-ফি'উ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ছুম্মা মাহিল্লুহা ~ ইলাল্ বাইতিল্ 'আতীক্ব্। ৩৪। অলিকুল্লি উম্মাতিন্

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, অনন্তর তাদের কুরবানীর স্থান মুক্ত ঘরের পাশে। (৩৪) আর আমি

جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ

জ্বা'আল্না-মান্সাকা ল্লিইয়ায্ কুরুস্ মাল্লা-হি 'আলা-মা-রযাক্বহুম্ মিম্ বাহীমাতিল্ আন্'আ-ম্; ফাইলা-হুকুম্

প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী রাখলাম, যেন আল্লাহ প্রদত্ত জন্তুর ওপর যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে,

إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

ইলা-হুঁও অ-হিদুন্ ফালাহূ ~ আস্লিমূ; অবাশ্শিরিল্ মুখ্বিতীন্। ৩৫। আল্লাযীনা ইযা-যুকিরাল্লা-হু অজ্বিলাত্

তোমাদের ইলাহ্ই এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা তাঁকেই মান, বিনীতদেরকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) তাদের মন 'আল্লাহ' স্মরণে

قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

ক্বুলূবুহুম্ অছ্ছোয়া-বিরীনা 'আলা-মা ~ আছোয়া-বাহুম্ অল্মুক্বীমিছ্ ছলা-তি অমিম্মা –রযাক্ব্না-হুম্

ভয়ে প্রকম্পিত হয়, আর বিপদ আপতিত হলে ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে

يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا

ইয়ুন্ফিক্বূন্। ৩৬। অল্ বুদ্না জ্বা'আল্না-হা-লাকুম্ মিন্ শা'আ — য়িরিল্লা-হি লাকুম্ ফীহা-খইরুন্ ফায্ কুরুস্মা

খরচ করে। (৩৬) আর উটকে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করলাম, তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ আছে। সুতারাং তোমরা

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ

ল্লা-হি 'আলাইহা-ছওয়া — ফ্ফা ফাইযা-অজ্বাবাত্ জ্বুনূবুহা-ফাকুলূ মিন্হা-অআত্ব্'ইমুল্ ক্বা-নি'আ

সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তাতে আল্লাহর নাম লও, তা ভূপাতিত হলে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল ও যাঞ্চাকারীদের

وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا

অল্ মু'তার্; কাযা-লিকা সাখ্খর্না-হা- লাকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ৩৭। লাইঁইয়ানা-লাল্লা-হা লুহূমুহা-

অভাবগ্রস্থকেও, এভাবেই তা তোমাদের অধীন করলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৩৭) আর আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না

وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا

অলা-দিমা —য়ুহা- অলা- কিঁ ইয়ানা-লুহু ত্তাক্ব্ওয়া- মিন্কুম্; কাযা-লিকা সাখ্খরহা-লাকুম্ লিতুকাব্বিরুল্

তার গোশত ও রক্ত, পৌঁছে শুধু তাক্ওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিলেন, যেন এ হিদায়াতের

শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৩৭ ঃ হজ্জ ইসলামের পূর্বেও ছিল; কিন্তু ইসলামের পূর্বের হজ্জে কাফেররা বহু কুসংস্কার এবং শিরক অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তন্মধ্যে কোরবানীর গোশ্ত বায়তুল্লায় জড়িয়ে দিত এবং তার দেয়ালে রক্ত লেপন করে দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর সমস্ত কু-সংস্কার নির্মূল করে কা'বা গৃহকে পাক পবিত্র করে ইবাদতের রঙ্গে সুশোভিত করা হয়। মুসলমানরা যখন প্রথম হজ্জব্রত পালনে আসলেন, তখন তাঁরাও কা'বা শরীফকে পূর্ব প্রথানুযায়ী কোরবানীর রক্ত মাংস দিয়ে প্রলেপ দিতে উদ্যত হলে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ

লা-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম্; অবাশ্‌শিরিল্ মুহ্‌সিনীন্। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুদা-ফি'উ 'আনিল্লাযীনা আ-মানূ ;
কারণে তোমরা তাঁরই মহত্ত্ব প্রচার কর। নেককারদের সুসংবাদ দাও।(৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ হেফাজত করেন মু'মিনদেরকে;

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٩﴾ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ

ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্ব্ কুল্লা খাওয়্যা-নিন্ কাফূর্। ৩৯। উযিনা লিল্লাযীনা ইয়ুক্ব-তালূনা বিআন্নাহুম্ জুলিমূ
নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন প্রতারকও কাফেরকে ভালবাসেন না।(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, নিহতদের সম্প্রদায় মাযলূম হওয়াতে

وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿٤٠﴾ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ

অ ইন্নাল্লা-হা 'আলা-নাস্‌রিহিম্ লাক্বাদীর্। ৪০। নিল্লাযীনা উখ্‌রিজূ মিন্ দিয়া-রিহিম্ বিগইরি হাক্ব্কিন্
আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যারা বহিস্কৃত হয়েছে অন্যায়ভাবে বাড়ি হতে; তারা শুধু বলত, আমাদের

اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ

ইল্লা ~ আইঁ ইয়াক্বূলূ রব্বুনাল্লা-হ্ অলাওলা-দাফ্'উল্লা-হি ন্না-সা বা'দ্বোয়াহুম্ বিবা'দ্বিল্লা-হুদ্দিমাত্
রবতো আল্লাহই; আর যদি আল্লাহ মানুষের এক দলকে দিয়ে অন্য দল প্রতিহত না করতেন, তবে আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয়

صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ

ছওয়া-মি'উ অবিয়া'উওঁ অ ছলাওয়া-তুওঁ অমাসা-জিদু ইয়ুয্‌কারু ফীহাস্‌মুল্লা-হি কাছীর--; অলা-ইয়ান্ ছুরন্নাল্
ও মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত, যেগুলোতে অধিক হারে 'আল্লাহ' ধ্বনিত হয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে সাহায্য

اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ

লা-হু মাইঁ ইয়ান্‌ছুরুহ্; ইন্নাল্লা-হা লাক্বওয়িয়্যুন্ 'আযীয্। ৪১। আল্লাযীনা ইম্ মাক্কান্না-হুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি
করেন, যে তাঁকে সাহায্য করে (দ্বীনকে)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত।(৪১) আমি তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে

اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ

আক্ব-মুছ্ ছলা-তা অআ-তায়ুয্ যাকা-তা অ আমারূ বিল্ মা'রূফি অ নাহাও 'আনিল্ মুন্‌কার্; অ লিল্লা-হি
তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকর্মের নির্দেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান করবে; তাদের কর্মের পরিণাম

عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ

'আ-ক্বিবাতুল্ উমূর্। ৪২। অইঁ ইয়ুকায্‌যিবূকা ফাক্বদ্ কায্‌যাবাত্ ক্বব্‌লাহুম্ ক্বওমু নূহিঁও অ
আল্লাহরই হাতে। (৪২) আর আপনাকে যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছে নূহ,

১২ রুকু • তিন চতুর্থাংশ

আয়াত-৩৯ ঃ কাফেরদের অত্যাচার অবিচার চরমে পৌঁছলে অসহায় নির্যাতিত ছাহাবারা রাসূল (ছঃ)-এর দরবারে ফরিয়াদ করতেন। হুযুর (ছঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন এবং এ বলে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন যে, এখনও জিহাদের হুকুম দেয়া হয় নি। অতঃপর হিজরত করে যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন তখন বদলা ও প্রতি আক্রমণমূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত আদেশের ভিত্তিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত-৪১ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাদের উপর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ কার্যকর করা বিশেষ প্রয়োজন- (১) নামায কায়েম করা, (২) যাকাত আদায় করা (৩) সৎকাজের আদেশ দেয়া, (৪) অসৎ কাজে নিষেধ করা।

عَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٣﴾ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٤﴾ وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ج

'আ-দুঁও অ ছামূদ্। ৪৩। অক্বওমু ইব্রা-হীমা অক্বওমু লূত্ব্। ৪৪। অ আছ্হা-বু মাদ্ইয়ানা অ কুয্যিবা

আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়। (৪৩) আর ইব্রাহীম ও লূতের সম্প্রদায়। (৪৪) আর মাদ্ইয়ানের অধিবাসীরা মূসাকেও মিথ্যা বলেছে,

وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ج فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ★

মূসা-ফাআম্‌লাইতু লিল্‌কা-ফিরীনা ছুম্মা আখয্‌তুহুম্ ফাকাইফা কা-না নাকীর্।

সুতরাং আমি সুযোগ প্রদান করেছি কাফেরদেরকে এবং অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি, কেমন ছিল ঐ শাস্তি?

﴿٤٥﴾ فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا

৪৫। ফাকাআইয়িম্ মিন্ ক্বরইয়াতিন্ আহ্ লাক্‌না-হা-অহিয়া জোয়া-লিমাতুন্ ফাহিয়া খ-ওয়িয়াতুন্ 'আলা-'উরূ শিহা-

(৪৫) অতঃপর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল জালিম; এসব জনপদ ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, এবং

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٦﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ

অ বি''রিম্ মু'আত্তোয়ালাতিঁও অক্বাছ্‌রিম্ মাশীদ্। ৪৬। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাতাকূনা লাহুম্

কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কত বড় বড় প্রাসাদসমূহ অকেজো হয়ে গেল। (৪৬) তারা কি দেশ ভ্রমণে গমন করেনি? তা হলে

قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ

ক্বুলূবুই ইয়া'ক্বিলূনা বিহা ~ আও আ-যা-নুঁই ইয়াস্‌মা'ঊনা বিহা-ফাইন্নাহা-লা-তা'মাল্ আব্‌ছোয়া-রু

তারা বুদ্ধিসম্পন্ন মনের অধিকারী হতে পারত অথবা তারা এমন কর্ণ পেত যা শোনার যোগ্য। কেননা, চোখ আর তো তাদের

وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ﴿٤٧﴾ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ

অলা-কিন্ তা'মাল্‌ক্বু-লূবু ল্লাতী ফিছ্‌ছুদূর্। ৪৭। অ ইয়াস্‌তা'জ্বিলূনাকা বিল্ 'আযা-বি

অন্ধ নয়, বরং বক্ষে অবস্থিত তাদের অন্তরই অন্ধ। (৪৭) আর তারা আপনার কাছে তড়িৎ শাস্তি প্রার্থনা করে, অথচ

وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ط وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ★

অলাইঁ ইয়ুখ্ লিফাল্লা-হু ওয়া'দাহূ; অ ইন্না ইয়াওমান্ 'ইন্‌দা রব্বিকা কাআল্‌ফি সানাতিম্ মিম্মা- তা'উদ্দূন্।

আল্লাহ কখনও ভংগ করেন না প্রতিশ্রুতি। নিঃসন্দেহে তোমাদের রবের একদিন তোমাদের হিসেবের হাজার বছরের সমান।

ع ৬ ১০ ১৩ রুকু

﴿٤٨﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ج وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ★

৪৮। অ কায়াইয়িম্মিন্ ক্বরইয়াতিন্ আম্‌লাইতু লাহা-অহিয়া জোয়া-লিমাতুন্ ছুম্মা আখয্‌তুহা-অইলাইয়্যাল্ মাছীর্।

(৪৮) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি, যার অধিবাসীরা ছিল জালিম তারপর পাকড়াও করেছি, আমার কাছেই ফিরবে।

﴿٤٩﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৪৯। ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু ইন্নামা ~ আনা লাকুম্ নাযীরুম্ মুবীন। ৫০। ফাল্লাযীনা আ-মানূ অ

(৪৯) আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫০) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٥١ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا

'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অরিয্কুন্ কারীম্। ৫১। অল্লাযীনা সা'আও ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-
নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫১) আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ

مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝٥٢ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا

মু'আজ্বিযীনা উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জ্বাহীম্। ৫২। অমা ~ আর্সাল্না-মিন্ ক্বব্লিকা মির্ রসূলিঁও অলা-
করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারাই জাহান্নামী। (৫২) আর আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, যখনই

نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي

নাবিয়্যিন্ ইল্লা ~ ইযা-তামান্না ~ আল্ক্বশ্ শাইত্বোয়া-নু ফী ~ উম্নিয়্যাতিহী, ফাইয়ান্সাখুল্লা-হু মা-ইয়ুল্ক্বিশ্
তাদের কেউ কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে; তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় সন্দেহ সৃষ্টি করে দিত, তবে শয়তানের সৃষ্ট সন্দেহ

الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٥٣ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي

শাইত্বোয়া-নু ছুম্মা ইয়ুহ্কিমুল্লা-হু আ-ইয়াতিহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৫৩। লিইয়াজ্'আলা মা-ইয়ুল্ক্বিশ্
আল্লাহ দূর করেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতকে দৃঢ় করেন; আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৫৩) যেন শয়তানের উদ্ভাবিত

الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ

শাইত্বোয়া-নু ফিত্নাতা ল্লিল্লাযীনা ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বুঁও অল্ক্ব-সিয়াতি ক্বুলূবুহুম্; অইন্নাজ্
সন্দেহকে এমন লোকদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয় কঠিন। আর

الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ ۢ بَعِيْدٍ ۝٥٤ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

জোয়া-লিমীনা লাফী শিক্ব-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ৫৪। অলিইয়া' লামাল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা আন্নাহুল্ হাক্ব্ক্ব্ মির্
বাস্তবিকই জালিমরা রয়েছে সুদূর মতভেদে লিপ্ত। (৫৪) এজন্য যে, তাদের অন্তরে বোধশক্তি রয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে,

رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

রব্বিকা ফাইয়ু''মিনূ বিহী ফাতুখ্বিতা লাহূ ক্বুলূবুহুম্; অ ইন্নাল্লা-হা লাহা- দিল্লাযীনা আ-মানূ ~
এটা প্রেরিত সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, ফলে তোমরা মু'মিন হবে এবং অন্তর বিনত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদেরকে

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٥٥ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ

ইলা-ছির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৫৫। অলা-ইয়াযা-লুল্লাযীনা কাফারূ ফী মির্ইয়াতিম্ মিন্হু হাত্তা-তা''তিয়াহুমুস্
সরল পথে পরিচালিত করেন। (৫৫) আর কাফেররা তাতে সন্দেহ পোষন করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের নিকট

টীকা-১। আয়াত-৫১ ঃ অর্থাৎ যারা আমার কোরআনের আয়াতসমুহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নবীকে পরাস্ত করতে এবং নিজে সত্যবাদী হতে ইচ্ছা করে, তারা জাহান্নামী। (মুঃ কোঃ) আয়াত- ৫২ ঃ যখন কোন নবী রাসূল কোন কথা বলতেন বা আয়াত পাঠ করতেন তখনই শয়তান ঐ কথায় বা আয়াতে নানা প্রকারের সন্দেহ প্রবেশ করাত। যেমন– মৃত ভক্ষণ হারাম এ আয়াত নাযিল হলে শয়তানের প্ররোচনায় কাফেররা বলেছিল, চমৎকার তো নিজেরা মেরে আহার করা যায়। আর আল্লাহ যদি মারে, তবে তা হারাম হয়ে যায় ইত্যাদি। আল্লাহ সুদৃঢ় আয়াত নাযিল করে যদি তাদের এসব অমূলক অপনোদন করতেন। (ফাওঃ ওছঃ)

السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ط

সা-'আতু বাগ্‌তাতান্ আও ইয়া''তিয়াহুম্ 'আযাবু ইয়াওমিন্ 'আক্বীম্। ৫৬। আল্‌মুল্‌কু ইয়াওমায়িযিল্লিল্লা-হ্;
আকস্মিককভাবে কেয়ামত আগমন করবে অথবা আসবে এক অমঙ্গল দিনের শাস্তি। (৫৬) সেদিন আধিপত্য আল্লাহরই,

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম্; ফাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফী জান্না-তি ন্না'ঈম্।
তিনিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; সুতরাং যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে তাদের জন্য হবে সুখকর জান্নাত।

ع ৭ ৯ ১৪ রুকু

﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِيْنَ

৫৭। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ফাউলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ৫৮। অল্লাযীনা
(৫৭) আর যারা কাফের ও আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৫৮) এবং যারা

هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط

হা-জারূ ফী সাবীলিল্লাহি ছুম্মা ক্বুতিলূ ~ আও-মা তূ লাইয়ার্‌যু ক্বান্নাহুমুল্লা-হু রিয্‌ক্বান্ হাসানা;
আল্লাহর পথে হিজরতকারী, পরে আহত হয়েছে বা মারা গিয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা প্রদান করবেন।

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٩﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ط وَاِنَّ اللّٰهَ

অইন্নাল্লা-হা লাহুঅ খইরুর্ র-যিক্বীন্। ৫৯। লাইয়ুদ্‌খিলান্নাহুম্ মুদ্‌খলাইঁ ইয়ার্‌দ্বোয়াওনাহ্; অইন্নাল্লা-হা
আর আল্লাহ্‌ই উত্তম রিয্‌কদাতা। (৫৯) তিনি তাদেরকে অবশ্যই তাদের পছন্দনীয় স্থানে দাখিল করবেন, নিঃসন্দেহে

لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾ ذٰلِكَ ج وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ

লা'আলীমুন্ হালীম্। ৬০। যা-লিকা অমান্ 'আ-ক্বাবা বিমিছ্‌লি মা-'উক্বিবা বিহী ছুম্মা বুগিইয়া 'আলাইহি
আল্লাহ তা'আলা মহা জ্ঞানী, সহনশীল। (৬০) এটাই; প্রাপ্ত যুলুমের প্রতিশোধ নিয়ে পুনঃ মাযলূম হলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই

لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي

লা-ইয়ান্ ছুরান্নাহুল্লা-হ্ ;ইন্নাল্লাহা লা'আফুয়্যুন্ গফূর্। ৬১। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা ইয়ূলিজ্বু ল্লাইলা ফিন
সাহায্য করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল। (৬১) আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রবেশ করান রাতকে

النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٦٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ

নাহা-রি অইয়ূলিজ্বু ন্ নাহা-রা ফিল্লাইলি ওয়াআন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাছীর্। ৬২। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা
দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ'জন্যও যে,

هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ

হুঅল্ হাক্বক্বু অআন্না মা-ইয়াদ্'উন মিন্ দূনিহী হুওয়াল্ বা-ত্বিলূ অআন্না ল্লা-হা হুওয়াল্ 'আলিইয়ুল্
আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করে ওরা একেবারেই বাতিল, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলাই

الْكَبِيرُ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ

কাবীর্। ৬৩। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাতুছ্‌বিহুল্ আর্দ্বু

মহিমান্বিত। (৬৩) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাণ, যাতে যমীন সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে, নিশ্চয়ই

مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

মুখ্ দ্বোয়ার্‌রহ্; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন্ খবীর্। ৬৪। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্ব;

আল্লাহ তা'আলা অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, মহাজ্ঞানী। (৬৪) যা কিছু রয়েছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁরই,

৮ ع ৭ ১৫ রুকু

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

অইন্নাল্লা-হা লাহুওয়াল্ গানিইয়ুল্ হামীদ্। ৬৫। আলাম্ তার আন্নাল্লা-হা সাখ্‌খার লাকুম্ মা-ফিল্ আর্দ্বি

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৬৫) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ আপনাদের আয়ত্বাধীন করেছেন

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ

অল্‌ফুল্‌কা তাজ্‌রী ফীল্ বাহ্‌রি বিআম্‌রিহ্; অইয়ুম্‌সিকুস্ সামা — য়া আন্ তাক্বা'আ 'আলাল্ আর্দ্বি

পৃথিবীর সব বস্তুকে ও তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত সামুদ্রিক যানকে; তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন, যেন অনুমতি ছাড়া

إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ

ইল্লা-বিইয্‌নিহ্ ইন্নাল্লা-হা বিন্না-সি লারায়ূফুর্ রহীম্। ৬৬। অহুওয়াল্লাযী ~ আহ্ইয়া-কুম্

যমীনে পতিত না হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু, করুণাময়। (৬৬) এবং তিনি তোমাদের জীবন দিলেন, পরে

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٧﴾ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا

ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়ুহ্‌য়ীকুম্; ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাকাফূর্। ৬৭। লিকুল্লি উম্মাতিন্ জ্বা'আল্‌না-

তিনিই মৃত্যু দিবেন। আবার জীবন দিবেন, মানুষ মাত্রই অকৃতজ্ঞ। (৬৭) প্রত্যেক দলের জন্য আমি ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারণ

مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ

মান্‌সাকান্ হুম্ না-সিকূহু ফালা-ইয়ুনা-যি'উন্নাকা ফিল্ আম্‌রি ওয়াদ্'উ ইলা-রব্বিক্; ইন্নাকা

করি দিয়েছি, সেভাবে তারা পালন করে, এ ব্যাপারে যেন আপনার সঙ্গে তর্ক না করে; আপনার রবের প্রতি ডাকুন,

لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ☆

লা 'আলা-হুদাম্ মুস্‌তাক্বীম্। ৬৮। অইন্ জ্বা-দালূকা ফাক্বুলিল্লা-হু 'আলামু বিমা-তা'মালূন্।

নিঃসন্দেহে আপনি সু-পথেই আছেন। (৬৮) এ সত্ত্বেও তারা তর্ক করলে বলুন, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জানেন।

আয়াত-৬৭ঃ অনেক কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জন্তু সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হত। তারা বলত তোমাদের দ্বীনের এ বিধান আশ্চর্যজনক যে, যেই বস্তুকে তোমরা নিজ হাতে হত্যা কর তা তো হালাল, আর যে জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুদান করেন। তাদের এ বিতর্কের জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নারীর শরীয়তের জন্য যবেহের বিধান আলাদা রেখেছেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহেও মৃত জন্তু খাওয়া হারাম ছিল। সুতরাং তাদের জন্য এরূপ ভিত্তিহীন কথার উপর নির্ভর করে নবীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে "মানসাক" শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। (তাফঃ রূঃ মাঃ, মাঃ কোঃ)

اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (৬৯) أَلَمْ تَعْلَمْ

৬৯। আল্লা-হু ইয়াহ্‌কুমু বাইনাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা-কুন্‌তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফূন্। ৭০। আলাম্ তা'লাম্
(৬৯) আল্লাহ পরকালে সে বিষয় মীমাংসা করে দিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ। (৭০) আপনি কি জানেন না যে,

أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۗ إِنَّ ذٰلِكَ

আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা—য়ি অল্‌আরদ্ব্; ইন্না যা-লিকা ফী কিতা-ব্; ইন্না যা-লিকা
আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন, নিঃসন্দেহে সবকিছু এ গ্রন্থে আছে; আর একাজ

عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ (৭০) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ৭১। অ ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লাম্ ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী সুল্‌ত্বোয়া-নাঁও অমা-লাইসা
আল্লাহর জন্য খুবই সহজ; (৭১) আর তারা আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করতেছে যার সম্পর্কে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল

لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ (৭১) وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

লাহুম্ বিহী 'ইল্‌ম্ ; অমা–লিজ্‌জোয়া-লিমীনা মিন্ নাছীর্। ৭২। অইযা-তুত্‌লা 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা-;
করেন নি, যার ব্যাপারে তারা জানেও না, আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) তাদের কাছে স্পষ্ট আয়াত তুলে

بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۗ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ

বাইয়্যিনা-তিন্ তা'রিফু ফী উজ্বূ হিল্ লাযীনা কাফারুল্ মুন্‌কার্; ইয়াকা-দূনা ইয়াস্‌ত্বূনা বিল্লাযীনা
ধরলে আপনি দেখবেন কাফেরদের মুখে ঘৃণার ভাব, আর যারা তাদের সামনে আয়াত পাঠ করে তাদের উপর তারা হামলা

يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۗ النَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللهُ

ইয়াত্‌লূনা 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিনা- ক্বুল্ আফাযুনাব্বিয়ুকুম্ বিশার্‌রিম্ মিন্ যা-লিকুম্; আন্না-র্; অ 'আদাহা ল্লা-হুল্
করতে উদ্যত হয়; বলুন, তোমাদেরকে কি এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর সংবাদ অবগত করার? দোযখই ; আর এ প্রতিশ্রুতি

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (৭২) يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا

লাযীনা কাফারূ; অবি''সাল্ মাছীর্।৭৩। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু দ্বুরিবা মাছালুন্ ফাস্‌তামি'উ
কাফেরদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তা কত নিকৃষ্ট বাসস্থান! (৭৩) হে মানুষ! একটি উপমা শুন। তোমরা আল্লাহকে

ع ৯ ৮ ১৬ রুকু

لَهٗ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا

লাহূ; ইন্নাল্লাযীনা তাদ্'উ না মিন্ দূনিল্লা-হি লাইঁ ইয়াখ্‌লুক্বূ যুবা-বাঁও অলাওয়িজ্‌তাম'উ
বাদ দিয়ে যাদেরকে আহ্বান কর তারা সকলে একত্র হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না; আর যদি মাছিও তাদের

لَهٗ ۗ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ

লাহ্; অ ইঁইয়াস্‌লুব্ হুমুয্ যুবা-বু শাইয়া ল্লা-ইয়াস্ তান্‌ক্বিযূহু মিন্‌হু; দ্বোয়া'উফাত্ব্ ত্বোয়া-লিবু
নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবুও তারা তা উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না; উপাসক ও উপাস্য তারা উভয়ে

وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٤﴾ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অল্‌মাত্‌লূব্। ৭৪। মা-ক্বদারু ল্লা-হা হাক্ব্‌ক্ব কদ্‌রিহ্; ইন্নাল্লা-হা লাক্বওয়্যিন্ 'আযীয্।
অতিব দুর্বল। (৭৪) তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা দেয় না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী

﴿٧٥﴾ اَللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ

৭৫। আল্লা-হু ইয়াছ্ ত্বোয়াফী মিনাল্ মালা — য়িকাতি রুসুলাঁও অ মিনান্না-সি্ ইন্নাল্লা-হা সামীউ'ম্
(৭৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ দূত নির্বাচন করেন ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সব কিছু শুনেন,

بَصِيرٌ ﴿٧٦﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ

বাছীর্। ৭৬। ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম্ অমা-খালফাহুম্; অইলা ল্লা-হি তুরজ্বা'উল্ উমূর্।
দেখেন। (৭৬) তিনি জানেন, তাদের সামনের ও পেছনের সব কিছু। আর সব কিছু আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

﴿٧٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

৭৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুর্ কা'ঊ অস্‌জুদূ ওয়া'বুদূ রব্বাকুম্ অফ্'আলুল্
(৭৭) হে লোকেরা! তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা রুকূ ও সিজদা কর, আর তোমাদের রবের দাসত্ব কর, আর

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٨﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ

খইর লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্। ৭৮। অ জ্বা-হিদূ ফিল্লা-হি হাক্ব্‌ক্বা জ্বিহা -দিহ্; হুওয়াজ্‌তাবা-কুম্
সৎকর্ম কর, যেন সফলকাম হতে পারে।(৭৮) আর তোমরা আল্লাহর পথে যথার্থভাবে জিহাদ কর। তিনি তোমাদেরকে

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيمَ ؕ هُوَ سَمّٰكُمُ

অমা-জ্বা'আলা আলাইকুম্ ফিদ্দীনি মিন্ হারাজ্; মিল্লাতা আবীকুম্ ইব্রা-হীম্; হুঅ ছাম্মা-কুমুল্
বাছাই করলেন, দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেন নি, তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীনের

الْمُسْلِمِينَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

মুস্‌লিমীনা মিন্ ক্বাব্‌লু অফী হাযা-লিয়াকূনার্ রাসূলু শাহীদান্ 'আলাইকুম্
উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; তিনিই তোমাদেরকে মুসলিম' নাম প্রদান করলেন পূর্বেও আর এখনও; যেন রাসূল তোমাদের জন্য

وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অ তাকূনূ শুহাদা — য়া 'আলান্ না-সি ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা অ আ-তুয্ যাকা- তা
সাক্ষী হন এবং তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার। অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর,

وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

অ'তাছিমূ বিল্লা-হ্; হুঅ মাওলা-কুম্ ফানি'মাল্ মাওলা-অনি'মান্নাছীর্।
আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ ধর, তিনি তোমাদের মাওলা, তিনি তোমাদের জন্য কতই না উত্তম মাওলা, উত্তম সাহায্যকারী।

১০ ع ৬ ১৭ রুকু

সূরা মু''মিনূন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১৮
রুকূ ঃ ৬

পারা ১৮

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ

১। ক্বাদ্ আফ্লাহাল্ মু''মিনূন্। ২। আল্লাযীনা হুম্ ফী ছলা-তিহিম্ খা-শি'ঊন্। ৩। অল্লাযীনা
(১) নিঃসন্দেহে মু'মিনরা সফলকাম্ হয়েছে (২) যারা নিজেরা নামাযরত অবস্থায় বিনয়ী থাকে (৩) আর যারা

هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤ وَالَّذِيْنَ هُمْ

হুম্ 'আনিল্লাগ্‌ওয়ি মু'রিদূন্। ৪। অল্লাযীনা হুম্ লিয্‌যাকা-তি ফা-'ইলূন্। ৫। অল্লাযীনা হুম্
অনর্থক কার্য কলাপ থেকে বিরত থাকে, (৪) এবং যারা যথাযথভাবে যাকাত আদায় করে, (৫) আর যারা

لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ

লিফুরূজিহিম্ হা-ফিজূন্। ৬। ইল্লা 'আলা~ আয্‌ওয়া-জিহিম্ আও মা- মালাকাত্ আইমা-নু হুম্ ফাইন্নাহুম্ গইরু
নিজেদের যৌনাংগ সংরক্ষণ করে, (৬) তবে আপন স্ত্রী বা তাদের কৃত দাসী ব্যতীত, কেননা এতে তারা

مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧ وَالَّذِيْنَ هُمْ

মালূমীন্। ৭। ফামানিব্‌তাগ- অর — য়া যা-লিকা ফাউলা — য়িকা হুমুল্ আ'দূন্। ৮। অল্লাযীনা হুম্
তিরস্কৃত নয়, (৭) এ ছাড়া যারা অন্যকে কামনা করবে তারা সীমালংঘনকারী হবে, (৮) আর যারা নিজেদের

لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ

লিআমা-না-তি হিম্ অ'আহ্‌দিহিম্ র-'উন্। ৯। অল্লাযীনা হুম্ 'আলা-ছলাওয়া-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন্। ১০। উলা — য়িকা
আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে, (৯) আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ

هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

হুমুল্ ওয়া-রিছূন্। ১১। আল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ ফির্‌দাউস্া হুম্ ফীহা-খ-লিদূন্। ১২। অলাক্বদ্ খলাক্ব্‌নাল্
করবে,(১১) তার (জান্নাতুল্) ফিরদাউসের অধিকারী হবে, তাতে তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে (১২) আর আমি তো

الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا

ইন্‌সা-না মিন্ সুলা-লাতিম্ মিন্ ত্বীন্। ১৩। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না- হু নুত্বফাতান্ ফী ক্বর-রিম্ মাকীন্। ১৪। ছুম্মা খলাক্ব্‌নান্
মানুষকে মাটির সার হতে সৃষ্টি করেছি, (১৩) পরে তা শুক্রবিন্দুরূপে নিরাপদ স্থানে রাখি, (১৪) পরে শুক্রবিন্দুকে

ওয়াকফে লাযেম

আয়াত-১ ঃ আলোচ্য 'সূরা মু'মিনুন' এর প্রথমে মু'মিনের যে সাতটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল– (এক) বিনয়, নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা। (দুই) বেহুদা বিষয়াদি হতে বিরত থাকা। (তিন) যাকাত আদায় করা। (চার) যৌনাঙ্গকে হেফাযত করা। তারা স্ত্রী ও শরীয়ত সম্মত দাসী ছাড়া অন্য কোন নারীর মাধ্যমে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে না। (পাঁচ) আমানত প্রত্যার্পণ করা। এতে এমন প্রত্যেকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যার দায়িত্ব কোন্ ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করা হয়। (ছয়) অঙ্গীকার পূর্ণ করা। এখানে অঙ্গীকার দ্বারা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও এক তরফা প্রতিশ্রুতি দুটিকেই বুঝানো হয়েছে। (সাত) নামাযে যত্নবান হওয়া। উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এ আয়াতে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী বলা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم

নুত্ব্ ফাতা 'আলাক্বতান্ ফাখলাক্ব্ নাল্ 'আলাক্বতা মুদ্বগতান্ ফাখলাক্ব্ নাল্ মুদ্বগতা 'ইজোয়া- মান্ ফাকাসাওনাল্ 'ইজোয়া-মা
জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করি, তারপর ওই জমাট বাঁধা রক্তকে মাংস পিণ্ডে পরিণত করি, ওই মাংস পিণ্ডকে অস্থিতে, পরে অস্থিকে

لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبرك الله احسن الخلقين (১৫) ثم انكم بعد

লাহ্মান্ ছুম্মা আন্শা''না-হু খল্ক্বন্ আ-খর; ফাতাবা-রকাল্লা-হু আহ্সানুল্ খ-লিক্বীন্। ১৫। ছুম্মা ইন্নাকুম্ বা'দা
গোশ্ত দ্বারা ঢেকে দিয়েছি, তারপর তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মহান আল্লাহ যিনি উত্তম স্রষ্টা। (১৫) তারপর অবশ্যই

ذلك لميتون (১৬) ثم انكم يوم القيمة تبعثون (১৭) ولقد خلقنا فوقكم

যা-লিকা লামাইয়্যিতূন্। ১৬। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি তুব্'আছূ ন্। ১৭। অ লাক্বদ্ খলাক্ব্ না-ফাওক্বকুম্
তোমাদের মৃত্যু হবে, (১৬) পরে তোমরা কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে, (১৭) আর আমি তো তোমাদের ওপরে

سبع طرائق وما كنا عن الخلق غفلين (১৮) وانزلنا من السماء ماء بقدر

সাব্'আ ত্বোয়া — রইকা-অমা-কুন্না- 'আনিল্ খল্ক্বি গফিলীন্। ১৮। অ আন্যালনা- মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াম্ বিক্বদারিন্
সপ্তম স্তর সৃষ্টি করেছি, আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে গাফিল নই। (১৮) আর আমি আকাশ হতে পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকি,

فاسكنه في الارض وانا على ذهاب به لقدرون (১৯) فانشانا لكم

ফাআস্কান্না-হু ফিল্ আরদ্বি অইন্না-আলা যাহা- বিম্ বিহী লাক্ব-দিরূন্। ১৯। ফাআন্শা''না লাকুম্
অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করি, এবং আমি তার বিলুপ্তি ঘটতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য

به جنت من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون

বিহী জান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিওঁ অ আ'নাব্। লাকুম্ ফীহা-ফাওয়া-কিহু কাছীরাতুওঁ অমিন্হা-তা''কুলূন্।
আমি খেজুর ও আংগুর বাগান সৃষ্টি করি, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফল, তা-হতে তোমরা আহার করে থাক।

(২০) وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين (২১) و

২০। অ শাজ্বারাতান্ তাখ্রুজু মিন্ তূরি সাইনা — য়া তাম্বুতু বিদ্দুহ্নি অ ছিব্গিল্লিল্ আ-কিলীন্। ২১। অ
(২০) আর এক বৃক্ষ, যা 'সীনা' পাহাড়ে জন্মায়, যারা আহার করে তাদের জন্য তেল ও আহার্য দেয়, (২১) আর নিশ্চয়ই

ان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع

ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্'আ-মি লা'ইব্রহ্; নুস্ক্বীকুম্ মিম্মা-ফী বুত্বূ নিহা-অলাকুম্ ফীহা-মানা-ফি'উ
চতুষ্পদ জন্তুতে তোমাদের শিক্ষণীয় আছে। তাদের উদর হতে তোমাদেরকে পান করাই, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে

كثيرة ومنها تاكلون (২২) وعليها وعلى الفلك تحملون (২৩) ولقد

কাছীরাতুঁও অ মিন্হা- তা''কুলূন্। ২২। অ 'আলাইহা-অ'আলাল্ ফুল্কি তুহ্মালূন্। ২৩। অ লাক্বদ্
প্রচুর উপকারিতা, তা হতে খাও, (২২) তাতে ও নৌযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (২৩) নূহকে তার

ওয়াক্ফে লাযেম

১ ع ২২ ১ রুকু

أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا

আর্সাল্না- নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি' বুদু ল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহু; আফালা-
কওমের প্রতি প্রেরণ করেছি; সে বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই,

تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

তাত্তাক্বূ-ন্। ২৪। ফাক্বা-লাল্ মালায়ুল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী মা-হাযা ~ ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুকুম্
তোমরা কি ভয় করবে না ? (২৪) তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বলল, এ তো তোমাদের মতই মানুষ, সে তোমাদের

يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا

ইয়ুরীদু আঁই ইয়াতাফাদ্দোয়ালা 'আলাইকুম্ অলাও শা — য়াল্লা-হু লাআন্যালা মালা — য়িকাতাম্ মা- সামি'না বিহা-যা-
ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়, আল্লাহ যদি রাসূল প্রেরণ করতে চাইতেন, তবে ফেরেশ্তাই প্রেরণ করতেন, এরূপ কথা পূর্ব-

فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ

ফী ~ আ-বা — য়িনাল্ আউয়ালীন্। ২৫। ইন্ হুঅ ইল্লা-রাজুলুম্ বিহী জিন্নাতুন্ ফাতারব্বাছূ বিহী হাত্তা-হীন্।
পুরুষদের মধ্যে শুনিনি। (২৫) নিশ্চয়ই এ লোকটির মধ্যে উন্মত্ততা আছে, সুতরাং এর ব্যাপারে তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।

﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٧﴾ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ

২৬। ক্ব-লা রব্বিন্ ছুরনী বিমা-কায্যাবূন্। ২৭। ফাআওহাইনা ~ ইলাইহি আনিছ্ না'ঈল্ ফুল্কা
(২৬) বলল, হে আমার রব! সাহায্য করুন এরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। (২৭) তাকে অহী দিলাম, আমার সামনে এবং

بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ

বি-আ'ইয়ুনিনা-অ ওয়াহ্য়িয়েনা- ফাইযা-জ্বা — য়া আম্রুনা-অফা-রত্তান্ নূরু ফাস্লুক্ ফীহা-মিন্ কুল্লিন্ যাওজ্বাইনিছ্
নির্দেশে নৌকা তৈরি কর, যখন নির্দেশ আসবে, উনুন উথলিয়ে উঠতে থাকবে, তখন নৌকায় তুলে নেবে একজোড়া করে

ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ

নাইনি অ আহ্লাকা ইল্লা-মান্ সাবাক্ব 'আলাইহিল্ ক্বওলু মিন্হুম্ অলা-তুখা-ত্বিব্নী ফিল্লাযীনা
প্রত্যেক প্রাণীর আর তোমার পরিবার; তবে পূর্বে যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আছে সে নয়, আর তুমি জালিমদের ব্যাপারে আমাকে

ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ

জোয়ালামূ ইন্নাহুম্ মুগ্রাক্বূ-ন্। ২৮। ফাইযাস্ তাওয়াইতা আন্তা অমাম্ মা'আকা 'আলাল্ ফুল্কি ফাক্বুলিল্
বলো না, তারা ডুববে। (২৮) যখন তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে নৌকায় উঠবে, তখন বলবে সকল প্রশংসা তো আল্লাহর, যিনি

আয়াত-২৭ ঃ অর্থাৎ চুল্লী যা রুটি পাকানোর জন্যে বানানো হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত। এর অপর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ বা চুল্লী। যা কুফার মসজিদের বা সিরিয়ার কোন এক স্থানে ছিল। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৮ ঃ আল্লাহর নবীরা তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তর হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত এবং তৃতীয় স্তর হযরত মূসা (আঃ) হতে নবী করীম (ছঃ) পর্যন্ত। প্রথম স্তরের জন্য হালাল-হারাম সম্বন্ধে কোন শরীয়ত ছিল না। কেবল কতিপয় দোয়া কালাম এবং কিছু নিয়ম পালন করতে হত। দ্বিতীয় স্তরের জন্য হালাল-হারাম ও ইবাদতের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত হয়। তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ ছিল না। বরং বিরোধিতা চরমে পৌঁছলে ধ্বংস করা হত। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি জেহাদের হুকুম আসে এবং ব্যাপক ধ্বংসের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। (ইবঃ জাঃ, তাবারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٢٩ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا

হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী নাজ্জানা-মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ২৯। অক্কুর রব্বি আন্যিল্নী মুন্যালাম্
জালিম সম্প্রদায় থেকেও উদ্ধার করলেন। (২৯) এবং বল আমাকে, হে আমার রব! আমাকে কল্যাণকরভাবে অবতরণ করাও।

مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝٣٠ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ

মুবা-রকাঁও অআন্তা খইরুল মুন্যিলীন্। ৩০। ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়া-তিঁও অইন্ কুন্না- লামুব্তালীন্।
আর তুমিই সর্বোত্তম অবতরণকারী। (৩০) নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে, আর আমি পরীক্ষা করে থাকি।

۝٣١ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٣٢ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ

৩১। ছুম্মা আন্শা''না-মিম্ বা'দিহিম ক্বরনান্ আ-খরীন্। ৩২। ফাআর্সাল্না-ফীহিম্ রাসূ লাম্ মিন্হুম্ আনি'
(৩১) আর আমি তাদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করলাম। (৩২) তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রাসূল করেছি;(সে বলল)

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٣٣ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ

বুদু ল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গইরুহূ; আফালা- তাত্তাক্বূন্। ৩৩। অক্ব-লাল্ মালায়ূ মিন্ ক্বওমিহিল্
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; তোমরা কি সাবধান হবে না? (৩৩) আর তার সম্প্রদায়ের

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا

লাযীনা কাফারূ অ কায্যাবূ বিলিক্ব—য়িল্ আ-খিরতি অ আত্রফ্না-হুম্ ফীল্ হা-ইয়া-তি দ্দুন্ইয়া-মা-
কাফের, যারা পরকাল অস্বীকার করে তারা এবং দুনিয়ার জীবনে আমার দেয়া প্রচুর সম্পদের মালিক প্রধানরা বলল, এ-তো

هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ

হা-যা ~ ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুকুম্ ইয়া''কুলু মিম্মা-তা''কুলূনা মিন্হু অইয়াশ্রাবু মিম্মা-তাশ্রাবূন্।
দেখছি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর এবং পান কর তাই সেও আহার করে এবং পান করে;

۝٣٤ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝٣٥ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ

৩৪। অলায়িন্ আত্বোয়া'তুম্ বাশারম্ মিছ্লাকুম্ ইন্নাকুম্ ইযা ল্লাখা-সিরূন্। ৩৫। আ ইয়া'ঈদুকুম্ আন্নাকুম্
(৩৪) আর তোমরা যদি তোমাদের মত মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়

اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝٣٦ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا

ইযা- মিত্তুম্ অকুন্তুম্ তুর-বাঁও অঈ'জোয়া-মান্ আন্নাকুম্ মুখ্রজূন্। ৩৬। হাইহা-তা হাইহা-তা লিমা-
যে, তোমরা যদি মরে মাটি ও অস্থি হও তবুও কি তোমরা পুনরুত্থিত হবে? (৩৬) তোমাদেরকে দেয় তারা প্রতিশ্রুত বিষয়টি

تُوْعَدُوْنَ ۝٣٧ اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

তূ'আদূন্। ৩৭। ইন্ হিয়া ইল্লা-হাইয়া-তুনাদ্ দুন্ইয়া-নামূতু অ নাহ্ইয়া-অমা-নাহ্নু
সুদূরে পরাহত। (৩৭) কেবলমাত্র দুনিয়াবী জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন, এখানেই আমরা মরি আর বাঁচি,

রুকু ২/১৫/২

بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٨﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ نِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ *

বিমাব্'উছীন্। ৩৮। ইন্ হুওয়া ইল্লারাজুলু নিফ্তারা-'আলাল্ল-হি কাযিবাঁও অমা-নাহ্নু লাহূ বিমু'মিনীন্।
কখনও পুনরুত্থিত হব না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাকে বিশ্বাস করব না।

﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿٤٠﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ *

৩৯। ক্ব-লা রব্বিন্ ছুরনী বিমা-কায্যাবূন্। ৪০। ক্ব-লা 'আম্মা -ক্বলীলিল্ লাইয়ুছ্বিহুন্না না-দিমীন্।
(৩৯) বলল, হে আমার রব! সাহায্য করুন, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। (৪০) বললেন, অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে।

﴿٤١﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ ثُمَّ

৪১। ফাআখযাত্ হুমুছ্ ছোয়াইহাতু বিল্হাক্ব্ক্বি ফাজ্বা'আল্না-হুম্ গুছা — য়ান্ ফাবু'দাল্লিল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ৪২। ছুম্মা
(৪১) অতঃপর সত্যই বিকট শব্দ তাদেরকে পেল। তাদেরকে খড়কুটা করে দিলাম, জালিমরা দূর হয়েছে। (৪২) অতঃপর

اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٣﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ *

আন্শা''না-মিম্ বা'দিহিম্ কুরূনান্ আ-খরীন্। ৪৩। মা-তাস্বিকু মিন্ উম্মাতিন্ আজ্বালাহা-অমা-ইয়াস্ তা''খিরূন্।
তাদের পরে আমি বহু সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করলাম। (৪৩) কোন সম্প্রদায়ই তাদের নির্দিষ্ট কালকে আগ-পর করতে পারে না।

﴿٤٤﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

৪৪। ছুম্মা আর্সাল্না-রুসুলানা-তাত্র-; কুল্লামা- জ্বা — য়া উম্মাতার্ রসূলুহা-কায্যাবূহু ফাআত্বা'না-বা'দ্বোয়াহুম্ বা'দ্বোয়াঁও
(৪৪) অতঃপর আমি ধারাবাহিক রাসূল পাঠালাম; যখনই কোন উম্মতের নিকট রাসূল আসল, তাকে মিথ্যাবাদী বলল, আমি

وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ

অজ্বা'আল্না-হুম্ আহা-দীছা ফাবু'দাল্ লিক্বাওমিল্লা-ইয়ু''মিনূন্। ৪৫। ছুম্মা আর্সাল্না-মূসা-অআখ-হু
একের পর এক ধ্বংস করেছি, তাদেরকে কাহিনী বানালাম, অবিশ্বাসীরা দূর হোক। (৪৫) আমি পাঠালাম মূসা ও তার

هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٦﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا

হা-রূনা বিআ-ইয়া-তিনা-অসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ৪৬। ইলা-ফির্'আওনা অমালায়িহী ফাস্তাক্বারূ অকা-নূ
ভাই হারূনকে নিদর্শন ও প্রমাণসহ, (৪৬) ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট কিন্তু তারা অহংকার করল, তারা ছিল

قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ *

ক্বওমান্ 'আ-লীন্। ৪৭। ফাক্ব-লূ ~ আনু''মিনু লিবাশারইনি মিছ্লিনা-অক্বও মুহুমা-লানা 'আ-বিদূন্।
উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) তারা বলল, আমরা কি আমাদের মত দুজনকে বিশ্বাস করব? অথচ তাদের লোকেরা আমাদের দাস।

আয়াত-৪৪ ঃ আর আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করছেন, হযরত নূহ, হুদ ও সালিহ এর পরে আমি মানুষের হেদায়েতের জন্য পর পর বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু যখনই কোন কওমের নিকট রাসূল আগমন করতেন, তখনই তারা তার প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং তার ফলে তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যেত। আমি বিভিন্ন কওমের প্রতি এজন্য পরপর রাসূল পাঠিয়েছিলাম যেন পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের অবিশ্বাস, মিথ্যারোপ ও ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা শুনে তারা সংযত ও সতর্ক হতে পারে; কিন্তু কাফেরদের প্রকৃতিই অন্যরূপ। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাদের কেউই সংযত বা সতর্ক হতে পারে নি। সুতরাং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ও দূরীভূত হওয়া একরূপ অনিবার্য। আমার প্রিয় রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ অথবা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করলে তাদেরকে অবশ্যই বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হবে।

﴿٤٨﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ

৪৮। ফাকায্ যাবূ হুমা-ফাকা-নূ মিনাল্ মুহ্লাকীন্। ৪৯। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা লা'আল্লাহুম্

(৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যা বলল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। (৪৯) আর আমি তো মূসাকে কিতাব প্রদান করেছে,

يَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنٰهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ

ইয়াহ্তাদূন্। ৫০। অ জ্বা'আল্নাব্না মার্ইয়ামা অ উম্মাহূ ~ আ-ইয়াতাঁও অ আ-অইনা-হুমা ~ ইলা-রবওয়াতিন্ যা-তি ক্বর-রিঁও

যেন তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়।(৫০) আমি মরিয়ম-তনয় ও তার মাকে নিদর্শন করলাম এবং আমি তাদের উভয়কে আশ্রয় দিলাম

وَمَعِينٍ ﴿٥١﴾ يٰأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

অ মা'ঈন্। ৫১। ইয়া ~ আইয়ুহার্ রুসুলু কুলূ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইয়িবা-তি ওয়া'মালূ ছোয়া-লিহা-; ইন্নী বিমা-তা'মালূনা

নিরাপদ ও শস্যভূমিতে। (৫১) হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম বস্তু আহার কর, সৎকর্ম কর; আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে

৩ ع ১৮ ৩ রুকু

عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٣﴾ فَتَقَطَّعُوا

'আলীম্। ৫২। অ ইন্না হা-যিহী ~ উম্মাতুকুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অআনা রব্বুকুম্ ফাত্তাকূ্ন্। ৫৩। ফাতাক্বত্ত্বোয়াউ'~

জানি।(৫২) আর তোমাদের এই যে উম্মত, তা তো একই উম্মত, আমি তোমাদের রব, সুতরাং আমাকে ভয় কর। (৫৩) তারা

أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٤﴾ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ

আম্রহুম্ বাইনাহুম্ যুবুর-; কুল্লু হিয্বিম্ বিমা-লাদাইহিম্ ফারিহূন্। ৫৪। ফাযার্হুম্ ফী গম্রতিহিম্

নিজেদের মধ্যে কার্যকে ভাগ করেছে, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্মে তুষ্ট।(৫৪) অতএব তাদেরকে কিছু কাল পর্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে থাকতে

حَتّٰى حِينٍ ﴿٥٥﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٦﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي

হাত্তা- হীন্। ৫৫। আইয়াহ্সাবূনা আন্নামা-নুমিদ্দুহুম্ বিহী মিম্ মা-লিঁও অবানীন্। ৫৬। নুসা-রিউ' লাহুম্ ফিল্

দাও। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দিয়ে; (৫৬) তা দ্বারা তাদের

الْخَيْرٰتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

খইর-ত্; বাল্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ৫৭। ইন্নাল্লাযীনা হুম্ মিন্ খশ্ইয়াতি রব্বিহিম্ মুশ্ফিক্বূ্ন্।

জন্য সকল প্রকার কল্যাণ তরান্বিত করি? না, তারা বুঝতেছে না। (৫৭) নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের ভয়ে ভীত।

﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا

৫৮। অল্লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ ইয়ু''মিনূন্। ৫৯। অল্লাযীনা হুম্ বিরব্বিহিম্ লা-

(৫৮) আর যারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান রাখে,(৫৯) আর তারা তাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক

يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ

ইয়ুশ্রিকূন্। ৬০। অল্লাযীনা ইয়ু''তূনা মা ~ আ-তাও অক্বুলূবুহুম্ অজ্বিলাতুন্ আন্নাহুম্ ইলা-রব্বিহিম্

করে না, (৬০) আর যারা দান করে তারা ভীত মনে দান করার বস্তু দান করে, এজন্য যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে

رٰجِعُوْنَ ﴿٦١﴾ أُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَلَا نُكَلِّفُ

রা-জ্বি'ঊন্। ৬১। উলা — য়িকা ইয়ুসা-রি'ঊনা ফীল্ খইর-তি অহুম্ লাহা-সা-বিক্বূ-ন্। ৬২। অলা-নুকাল্লিফু
প্রত্যাবর্তন করতে হবে।(৬১) তারা দ্রুত কল্যাণ কার্য সম্পাদন করে, এবং তারা তাতে অগ্রগামী।(৬২) আর আমি কাকেও তাদের

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ بَلْ قُلُوْبُهُمْ

নাফ্সান্ ইল্লা-উস্'আহা-অ লাদাইনা-কিতা-বুঁই ইয়ান্‌ত্বিক্বু বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্। ৬৩। বাল্ ক্বুলূবুহুম্
সাধ্যাতীত দায়িত্ব প্রদান করি না, আমার কাছের গ্রন্থটি সত্য বলে, তারা বিন্দুমাত্রও মজলুম হবে না।(৬৩) না বরং এ বিষয়ে

فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمٰلٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ حَتّٰٓى إِذَآ

ফী গম্‌রতিম্ মিন্ হা-যা-অলাহুম্ আ'মালুম্ মিন্ দূনি যা-লিকা হুম্ লাহা-'আ-মিলূন্। ৬৪। হাত্তা ~ ইযা~
তাদের মন অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে, এছাড়াও তাদের আরও নিন্দনীয় কাজ আছে, যা তারা করে। (৬৪) যখন আমি তাদের

أَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ قف إِنَّكُمْ

আখয্‌না-মুত্‌রফীহিম্ বিল্'আযা-বি ইযা-হুম্ ইয়াজ্‌ য়ারূন্। ৬৫। লা- তাজ্‌ য়ারুল্ ইয়াওমা ইন্নাকুম্
ধনীদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি, তখনই তারা আর্তনাদ করে। (৬৫) আজ আর্তনাদ করো না, তোমরা আমার কোন

مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٦﴾ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۞

মিন্না-লা-তুন্‌ছোয়ারূন্। ৬৬। ক্বদ্ কা-নাত্ আ-ইয়া-তী তুত্‌লা-'আলাইকুম্ ফাকুন্‌তুম্ 'আলা ~ আ'ক্বা-বিকুম্ তান্‌কিছূন্।
সাহায্য পাবে না। (৬৬) আমার আয়াত তোমাদের সামনে পাঠ করে শুনান হত, কিন্তু তোমরা পিছনে সরে যেতে।

﴿٦٧﴾ مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ

৬৭। মুস্‌তাক্‌বিরীনা বিহী সা-মিরান্ তাহ্‌জুরূন্। ৬৮। আফালাম্ ইয়াদ্দাব্বারুল্ ক্বওলা আম্ জ্বা — য়াহুম্ মা-লাম্
(৬৭) দম্ভভরে, অর্থহীন কথার মাধ্যমে। (৬৮) তবে কি তারা কালাম সম্পর্কে চিন্তা করে না? নাকি তাদের কাছে তা

يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٧٠﴾ أَمْ

ইয়া''তি আ-বা — য়াহুমুল্ আউওয়ালীন্। ৬৯। আম্ লাম্ ইয়া'রিফূ রসূলাহুম্ ফাহুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন্। ৭০। আম্
এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসে নি? (৬৯) বা তারা কি তাদের রাসূলকে না চিনে অস্বীকার করে? (৭০) বা তারা

يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ۭ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧١﴾ وَلَوِ اتَّبَعَ

ইয়াক্বূলূনা বিহী জ্বিন্নাহ্; বাল্ জ্বা — য়া হুম্ বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অআক্‌ছারুহুম্ লিল্‌হাক্ব্‌ক্বি কা-রিহূন্। ৭১। অলা ওয়িত্তাবা'আল্
কি বলে, সে উন্মাদ? বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে, তাদের অধিকাংশই সত্য অপছন্দকারী। (৭১) এবং যদি

আয়াত-৬৭ ঃ রাতে কিস্‌সা-কাহিনী বলার প্রথা আরব ও আ'যমে প্রচলিত ছিল। এতে বহু ক্ষতিকর দিক ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এই প্রথা মিটানোর জন্য এ'শার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এ'শার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। কারণ এ'শার নামাযের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেই দিনের কাজ-কর্মে সমাপ্তি ঘটে। এই নামায সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। এ'শার পর অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীতে লিপ্ত হলে প্রথমতঃ এতে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরও বহু প্রকারের গুনাহ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) এ'শার পর কাউকে গল্প-গুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنٰهُم

হাক্বক্বু আহ্ওয়া—য়াহুম্ লাফাসাদাতিস্ সামাওয়া-তু অল্ আরদ্বু অমান্ ফীহিন্; বাল্ আতাইনা-হুম্
সত্য তাদের প্রবৃত্তির অনুকরণ করত তবে আসমান-যমীন ও তাদের মধ্যস্থিত সব কিছু বিনষ্ট হত, বরং আমি তাদেরকে

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٢﴾ أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ

বিযিক্‌রি হিম্ ফাহুম্ 'আন্ যিক্‌রি হিম্ মু'রিদ্বূন্। ৭২। আম্ তাস্য়ালুহুম্ খার্‌জান্ ফাখর-জু রব্বিকা
উপদেশ প্রদান করলাম, কিন্তু তারা উপদেশ গ্রহণে বিমুখ। (৭২) অথবা তুমি কি তাদের কাছে প্রতিদান চাও; তোমর রবের

خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلٰى صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٤﴾ وَإِنَّ

খাইরুঁও অ হুঅ খাইরুর্ র-যিক্বীন্। ৭৩। অ ইন্নাকা লাতাদ্'উহুম্ ইলা-সির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৭৪। অ ইন্নাল্
প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ। আর তিনিই উত্তম রিয্ক্ দাতা।(৭৩) আর নিশ্চয়ই তুমি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে ডাকছে। (৭৪) আর

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرٰطِ لَنٰكِبُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَ

লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্আ-খিরতি 'আনিছ্ ছির-ত্বি লানাকিবূন্।৭৫। অলাও রহিম্না-হুম্ অ
যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তারা তো সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।(৭৫) আমি যদি দয়া করিও

كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنٰهُم

কাশাফ্না-মা-বিহিম্ মিন্ দ্বুররিল্লালাজ্জু ফী ত্বুগইয়া-নিহিম্ ইয়া'মাহূন্। ৭৬। অলাক্বদ্ আখয্না-হুম্
তাদের দুঃখ দূর করও, তবু তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (৭৬) আমি তো তাদেরকে শাস্তি

بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٧﴾ حَتّٰى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

বিল্'আযা-বি ফামাস্ তাকা-নূ লিরব্বিহিম্ অমা-ইয়াতাদ্বোয়ার্‌রা'উন।৭৭।হাত্তা ~ ইযা- ফাতাহ্না-'আলাইহিম্ বা-বান্
দ্বারা পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা তাদের রবের জন্য বিনয়ী ও কাতর হল না। (৭৭) অবশেষে যখন কঠোর শাস্তির

ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ

যা-'আযা-বিন্ শাদীদিন্ ইযা-হুম্ ফীহি মুব্‌লিসূন্। ৭৮। অ হুওয়াল্লাযী আন্শায়ালাকুমুস্ সাম্'আ অল্
দরজা খুললাম, তখনই তারা হতাশ হল। (৭৮) আর তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও মন,

ع ২৭ ৪ ৪ রুকু

الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ

আব্ছোয়া-রা অল্ আফ্য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্কুরূন্। ৭৯। অ হুওয়াল্লাযী যারায়াকুম্ ফিল্ আরদ্বি
তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (৭৯) আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরই কাছে

وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٨٠﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

অ ইলাইহি তুহ্শারূন্। ৮০। অহুওয়াল্লাযী ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীতু অলাহুখ্তিলা-ফুল্ লাইলি অন্নাহা-র্;
তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, রাত ও দিনের আবর্তন তারই নিয়ন্ত্রণে,

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨١﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨٢﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

আফালা-তা'ক্বিলূন্। ৮১। বাল্ ক্বা-লূ মিছ্লা মা-ক্বা-লাল্ আউওয়ালূন্। ৮২। ক্বা-লূ — আইযা-মিত্না-অকুন্না-তুর-বাঁও
তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা সেরূপ কথাই বলে যেমন বলত তাদের পূর্ববর্তীরা। (৮২) তারা বলে, আমরা

وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٣﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ

অ 'ইজোয়া-মান্ আইন্না-লামাব্'উছূন্। ৮৩। লাক্বদ্ উ'ইদ্না-নাহ্নু অ আ-বা — য়ুনা-হা-যা-মিন্ ক্বব্লু ইন্
মরে মাটি ও অস্থি হলেও কি পুনরুত্থিত হব? (৮৩) এমন ওয়াদা আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে পিতৃপুরুষদেরকেও দেয়া

هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٤﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন্। ৮৪। কুল্ লিমানিল্ আরদ্বু অমান্ ফীহা ~ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্।
হয়েছে, এটা পূর্বেকার ইতিকথা। (৮৪) বলুন, এ পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা কার যদি তোমরা জান?

﴿٨٥﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ

৮৫। সাইয়াক্বূলূ না লিল্লা-হ্; ক্বুল্ আফালা-তাযাক্কারূন্। ৮৬। ক্বুল্ মার্ রব্বুস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব্'ঈ
(৮৫) তারা বলবে, আল্লাহর, আপনি বলুন,তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (৮৬) বলুন, কে মালিক সপ্তাকাশ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٧﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٨﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ

অ রব্বুল্ 'আর্শিল্ 'আজীম্। ৮৭। সাইয়াক্বূলূনা লিল্লা-হ্; ক্বুল্ আফালা তাত্তাকূন্। ৮৮। ক্বুল্ মাম্ বিইয়াদিহী
ও মহাআরশের ? (৮৭) তারা বলবে, আল্লাহ, আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? (৮৮) আপনি বলুন,

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ سَيَقُولُونَ

মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁও অহুঅ ইয়ুজ্বীরু অলা-ইয়ুজ্বা-রু 'আলাইহি ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্। ৮৯। সাইয়াক্বূলূনা
সকল বস্তুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দেন, যাঁর বিরুদ্ধে আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান? (৮৯) তারা বলবে,

لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٩٠﴾ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩١﴾ مَا

লিল্লা-হ্; ক্বুল্ ফাআন্না-তুস্হারূন্। ৯০। বাল্ আতাইনা-হুম্ বিল্হাক্ব্ক্বি অইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ৯১। মাত্
আল্লাহর। বলুন, তারপরও কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে? । (৯০) বরং আমি তাদেরকে সত্য দিয়েছি, তারাই মিথ্যুক। (৯১) আল্লাহ

اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَ

তাখযাল্লা-হু মিওঁ অলাদিঁও অমা-কা-না মা'আহূ মিন্ ইলা-হিন্ ইযাল্লা যাহাবা কুল্লু ইলা-হিম্ বিমা-খলাক্ব অ
সন্তান নেন নি, তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ও নেই; যদি থাকতো, তবে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত, একে

আয়াত-৮৫ ঃ গভীরভাবে চিন্তা করলেই তো আল্লাহ্ তাআলার পুনর্জীবন দানের ক্ষমতা এবং তাঁর একত্ব এই উভয়ের প্রমাণ পাবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-৮৮ ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা আ'যাব, গযব, মসীবত হতে হেফাজত করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তাঁর মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট হতে বাঁচায়। দুনিয়ার দিক দিয়েও এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তাআ'লা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা হতে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এ বিষয় সত্য যে, যাকে তিনি আ'যাব প্রদান করবেন, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ প্রদান করবেন তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না। (মাঃ কোঃ কুরতুবী)

لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩٢﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

লা'আলা-বা'দ্বু হুম্ 'আলা-বা'দ্ব; সুব্হা-না ল্লা-হি 'আম্মা-ইয়াছিফূন্ । ৯২ । 'আলিমিল্ গইবি অশ্‌শাহা-দাতি
অন্যের ওপর প্রাধান্য নিত। তাদের বক্তব্য হতে আল্লাহ পবিত্র। (৯২) তিনি জ্ঞানী দৃশ্য ও অদৃশ্যের বিষয় এবং তিনি তাদের

فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٣﴾ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٤﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي

ফাতা'আ-লা-'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্ । ৯৩ । ক্বুর্ রব্বি ইম্মা-তুরিয়ান্নী মা-ইয়ূ'আদূ ন্ । ৯৪ । রব্বি ফালা-তাজ্ব'আল্‌নী
শিরক্ হতে বহু উর্ধ্বে। ৯৩। বলুন, হে আমার রব! তাদের সাথে প্রতিশ্রুত বিষয়টি আমাকে দেখান ; (৯৪) হে আমার রব!

فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿٩٦﴾ ادْفَعْ بِالَّتِي

ফিল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্ । ৯৫ । অইন্না-'আলা ~ আন্ নুরিয়াকা মা -না'ঈদুহুম্ লাক্ব-দিরূন্ । ৯৬ । ইদ্‌ফা বিল্লাতী
আমাকে অত্যাচারি বানিও না। (৯৫) আর আমি প্রতিশ্রুত বিষয়টি দর্শন করাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) তাদের দুর্ব্যবহারের

هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٧﴾ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

হিয়া আহ্‌সানুস্ সাইয়িয়াহ্; নাহ্‌নু আ'লামু বিমা-ইয়াছিফূন্ । ৯৭ । অক্বুর্ রব্বি আ'ঊযুবিকা মিন্
মুকাবিলা উত্তম ব্যবহার দ্বারা কর, তাদের কথা আমি অবশ্যই অবগত।(৯৭) আপনি বলুন, হে আমার রব! শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে

هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٨﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ

হামাযা -তিশ্ শাইয়া-ত্বীন্ । ৯৮ । অ আ'ঊ যুবিকা রব্বি আইঁ ইয়াহ্‌দ্বুরূন্ । ৯৯ । হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়া আহাদাহুমুল্
আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।(৯৮) হে রব! তাদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই, (৯৯) অবশেষে যখন কারো মৃত্যু

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ

মাওতু ক্বা-লা রব্বির্ জ্বি'ঊন্ । ১০০ । লা'আল্লী ~ আ'মালু ছোয়া-লিহান্ ফীমা-তারাক্‌তু কাল্লা-ইন্নাহা-কালিমাতুন্
হয় তখন বলে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পাঠাও। (১০০) তা হলে আমি সৎকর্ম করব, যা করিনি। কখনোও নয়,

هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠١﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ

হুঅ ক্বা — য়িলুহা-; অ মিওঁ অর — য়িহিম্ বার্‌যাখুন্ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্ । ১০১ । ফাইযা-নুফিখ ফিছ্ ছূরি
এটা তো তারই উক্তি। তাদের সামনে আলমে বরযখ, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (১০১) অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফু'দেয়া হবে

فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠٢﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

ফালা ~ আন্‌সা-বা বাইনাহুম্ ইয়াওমায়িযিঁও অলা-ইয়াতাসা — য়ালূন্ । ১০২ । ফামান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা — য়িকা
সে দিন, না আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকবে, আর না কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (১০২) সেদিন যাদের পাল্লা ভারী হবে,

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্ । ১০৩ । অমান্ খফ্‌ফাত্ মাওয়াযীনুহূ ফাউলা — য়িকাল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্
তারাই হবে সফলকাম।(১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা ঐ সব লোক, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করার কারণে

ع ৫ ১৫ ৫ রুকু

فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٤﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اَلَمْ

ফী জ্বাহান্নামা খ-লিদূন্। ১০৪। তাল্‌ফাখু উজূ হাহুমুন্না-রু অহুম্ ফীহা-কা-লিহূন। ১০৫। আলাম্

চির জাহান্নামী। (১০৪) জান্নামের আগুন তাদের চেহারা পোড়াবে, এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। (১০৫) তোমাদের

تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٦﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

তাকুন আ-ইয়া-তী তুত্‌লা- 'আলাইকুম ফাকুন্‌তুম্ তুকায্‌যিবূন্। ১০৬। ক্ব-লূ রব্বানা-গলাবাত্ 'আলাইনা

কাছে কি আয়াত পাঠ করা হত না? তা তো অস্বীকার করতে। (১০৬) বলবে, হে আমার রব! আমাদের দুর্ভাগ্য বিজয়ী,

شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٧﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ

শিক্ব্‌ওয়াতুনা-অকুন্না- ক্বওমান্ দ্বোয়া — য়ালীন্। ১০৭। রব্বানা ~ আখ্‌রিজ্‌না-মিন্‌হা-ফাইন্ 'উদ্‌না- ফাইন্না-জোয়া-লিমূন্। ১০৮। ক্ব-লাখ্

আমরা ভ্রান্ত জাতি। (১০৭) হে রব! এখান হতে আমাদের বের কর, পুনরায় করলে নিশ্চয়ই আমরা জালিম হব। (১০৮) আল্লাহ বলবেন,

اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٩﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا

সায়ূ ফীহা-অলা-তুকাল্লিমূন্। ১০৯। ইন্নাহূ কা-না ফারীক্বুম্ মিন্ ই'বা-দী ইয়াক্বূলূনা রব্বানা ~ আ-মান্না-

হীন হয়ে থাক, কথা বলো না। (১০৯) আমার একদল বান্দাহ বলত, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান আনলাম, আমাদেরকে

فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى

ফাগ্‌ফির্‌লানা-অর্‌হাম্‌না-অআন্‌তা খইরুর্ র-হিমীন্। ১১০। ফাত্তাখয্‌তুমূহুম্ সিখ্‌রিয়্যান্ হাত্তা ~

ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) তখন তোমরা তাদের ঠাট্টা করতে, এমন কি তা

اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١١﴾ اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا ۙ

আন্‌সাওকুম্ যিক্‌রী অকুন্‌তুম্ মিন্‌হুম্ তাদ্বহাকূন্। ১১১। ইন্নী জ্বাযাইতুহুমুল্ ইয়াওমা বিমা-ছবারূ ~

তোমাদেরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে, আর তোমরা হাসতে। (১১১) আজ আমি তাদেরকে ধৈর্যের কারণে

اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١٢﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا

আন্নাহুম্ হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ১১২। ক্ব-লা কাম্ লাবিছ্‌তুম্ ফীল্ আর্‌দ্বি 'আদাদা সিনীন্। ১১৩। ক্ব-লূ লাবিছ্‌না-

পুরস্কার প্রদান করলাম, তারাই সফল।(১১২) বলবেন, দুনিয়ায় কতকাল অবস্থান করলে? (১১৩) বলবে, একদিন অথবা

يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٤﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ

ইয়াওমান্ আও বা'দ্বোয়া ইয়াওমিন্ ফাস্‌য়ালিল্ 'আ — দ্দীন্। ১১৪। ক্ব-লা ইল্লাবিছ্‌তুম্ ইল্লা-ক্বলীলা ল্লাওঁ আন্নাকুম্ কুন্‌তুম্

একদিনের কম সময় ছিলাম; না হয় গণকদের জিজ্ঞাসা করুন।(১১৪) বলবেন, তোমরা অল্পকালই অবসস্থান করছিলে, যদি তোমরা

আয়াত-১০৫ ঃ অর্থাৎ কাফেরদের আর্তনাদ ও রোনাযারী শুনে ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের নিকট কি পৃথিবীতে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান হয়নি, যা তোমরা মিথ্যা বলছিলে? তখন তারা বলবে, "আমাদের দুর্ভাগ্যই ছিল, আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট এখন আমাদেরকে এ অগ্নি থেকে বের করে দাও, অতঃপর আমরা পুনরায় তদ্রূপ করলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হব।" তখন ফেরেশতারা বলবে, এখানেই তোমরা নিগৃহীত হয়ে পড়ে থাক অন্য কোন কথা বলো না।

আয়াত-১১৪ ঃ দুনিয়াতে তো কাফেররা আযাবের জন্য তাগিদ করতেছিল এখন সে আযাবই তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন তাদের নিকট দুনিয়াতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সল্প সময়ের জন্য মনে হবে। বেশি হলে এক দিনই মনে হবে। কতিপয় ওলামার মতে "কাম লাবিছ্‌তুম্' প্রশ্নটি মরণের পর কবরে অবস্থান কালীন সময় সম্বন্ধে হবে, যা পরকালের মোকাবেলায় অতি সামান্য সময় অনুভূত হবে।

تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٥﴾ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

তা'লামূন্। ১১৫। আফাহাসিব্তুম্ আন্নামা-খলাক্ব্না-কুম্ 'আবাছাঁও অআন্নাকুম্ ইলাইনা-লা-তুর্জ্বা'উন্।
জানতে। (১১৫) তোমরা কি মনে কর তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি, এবং তোমরা আমার কাছে ফিরবে না?

﴿١١٦﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٧﴾ وَمَنْ

১১৬। ফাতা'আ-লাল্লা-হুল্ মালিকুল্ হাক্ব্কু, লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু অ রব্বুল্ 'আরশিল্ ক্বরীম্। ১১৭। অ মাইঁ
(১১৬) সুতরাং আল্লাহই সমুন্নত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনিই মহান আরশের রব। (১১৭) আর যে

يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ

ইয়াদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর লা-বুর্হা-না লাহূ বিহী ফাইন্নামা-হিসা-বু-হূ 'ইন্দা রব্বিহ্'
ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে আহ্বান করে, তার নিকট যার কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার রবের নিকট হবে;

৬ ع ২৬ ৬ রুকু

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٨﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুল্ কা-ফিরূন্। ১১৮। অক্বুর্ রব্বিগ্ ফির্ অর্হাম্ অআন্তা খইরুর্ র-হিমীন্।
নিশ্চয়ই কাফেররা সফল হবে না। (১১৮) আপনি বলুন, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা নূর
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬৪
রুকূ ঃ ৯

﴿١﴾ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

১। সূরাতুন্ আন্যাল্না-হা-অ ফারদ্বনা-হা-অ আন্যাল্না-ফীহা ~আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-তিল্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্।
(১) এটি একটি সূরা যা নাযিল করে ফরয করেছি, তাতে স্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, যেন তোমরা উপদেশ নাও।

﴿٢﴾ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ

২। আয্যা-নিয়াতু অয্যা-নী ফাজ্লিদূ কুল্লা অ-হিদিম্ মিন্হুমা-মিয়াতা জ্বাল্দাতিঁও অলা-তা''খুয্কুম্
(২) আর ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত প্রদান কর,(১) আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে গিয়ে

بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ

বিহিমা-র''ফাতুন্ ফীদীনিল্লা-হি ইন্ কুন্তুম্ তু''মিনূনা বিল্লা-হি অল্ইয়াওমিল্ আ-খিরি অল্ ইয়াশ্হাদ্
তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া যেন তোমাদেরকে না পায়, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মু'মিনদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ ঃ রাসূলে কারীম (ছঃ) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রবাসে যাওয়ার সময় উম্মুল মু'মিনীনদের নামে লটারী করতেন, লটারীতে যার নাম উঠত তাঁকে সাথে নিয়ে যেতেন। তদানুসারে পঞ্চম হিজরী সনে জঙ্গে মুরাইসীতে যাওয়ার সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকার নাম লটারীতে উঠে যায়। তিনি হুযুর (ছঃ)-এর সঙ্গে গেলেন। সফর থেকে ফেরার সময় মদীনার অদূরে প্রাতে বিশ্রাম করার জন্য অবস্থান করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে গেলে তথায় তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ হারের সন্ধানে সে দিকে যান, তা খুঁজে আনতে কিছুক্ষণ দেরী হয়। এদিকে তাঁর ফিরে আসার পূর্বেই যাত্রীরা রওয়ানা হয়ে যায় এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উষ্ট্র চালকও তাঁর উষ্ট্রারোহণের দোলনাটি উটের পিঠে উঠিয়ে দিলেন।

عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ز

'আযা-বা হুমা-ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিনাল্ মু''মিনীন্। ৩। আয্‌যা-নী লা-ইয়ান্‌কিহুহা ~ ইল্লা-যা-নিয়াতান্ আও মুশ্‌রিকাতাঁও
একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রদানকালে উপস্থিত থাকে (৩) ব্যভিচারী' ব্যভিচারিনী বা মুশ্‌রিকা ছাড়া বিবাহ করে না;

وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

অয্‌যা-নিয়াতু লা-ইয়ান্‌কিহুহা ~ ইল্লা-যা-নিন্ আওমুশ্‌রিকূন্ অহুর্‌রিমা যা-লিকা 'আলাল্ মু''মিনীন্।
ব্যভিচারিনীকে কেবল ব্যভিচারী বা মুশ্‌রিকই বিবাহ করে, আর এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ

৪। অল্লাযীনা ইয়ার্‌মূনাল্ মুহ্‌ছোয়ানা-তি ছুম্মা লাম্ ইয়া'তূ বিআর্‌বা'আতি শুহাদা — য়া ফাজ্‌লিদূহুম্
(৪) এবং যারা সতী সাধ্বী রমনীকে অপবাদ দেয়, আর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না তাদেরকে তোমরা

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا

ছামা-নীনা জ্বাল্‌দাতাঁও অলা তাক্ববালূ লাহুম্ শাহা-দাতান্ আবাদান্ অ উলা — য়িকা হুমুল্ ফা- সিকূন্। ৫। ইল্লাল
আশি বেত্রাঘাত করবে, তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না, আর এরাই তো সত্য ত্যাগী। (৫) তবে এর অপবাদের

الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ

লাযীনা তা-বূ মিম্ বা'দি যা-লিকা অআছ্‌লাহূ ফা ইন্নাল্লা-হা গফূরুর রহীম্। ৬। অল্লাযীনা ইয়ার্‌মূনা
যারা পরে তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধিত করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৬) এবং যারা আপন

اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ

আয্‌ওয়া-জ্বাহুম্ অলাম্ ইয়াকুল্লাহুম্ শুহাদা — য়ু ইল্লা ~ আন্‌ফুসুহুম্ ফাশাহা-দাতু আহাদিহিম্ আর্‌বা'উ
স্ত্রীকে অপবাদ প্রদান করে, নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষীও নেই; এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে

شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ

শাহা-দা-তিম্ বিল্লা-হি ইন্নাহূ লামিনাছ্ ছোয়া-দ্বিকীন্। ৭। অল্‌খ-মিসাতু আন্না লা'নাত ল্লা-হি 'আলাইহি ইন্
এ ভাবে যে, তারা আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে সত্যবাদী, (৭) এবং পঞ্চম বারে বলবে যদি 'মিথ্যাবাদী হয়

كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ

কা-না মিনাল্ কা-যিবীন্। ৮। অ ইয়াদ্‌রায়ু 'আন্‌হাল্ 'আযা-বা আন্ তাশ্‌হাদা আর্‌বা'আ শাহা-দা-তিম্ বিল্লা-হি
তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত। (৮) এবং স্ত্রীর রহিত হবে শাস্তি,যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ দেয় যে,

আয়েশা (রাঃ) ছিলেন হালকা পাতলা, তাই বন্ধ দোলনা উত্তোলনকালে তিনি হযরত আয়েশার অবস্থান সম্বন্ধে কিছু অনুভব করতে পারেন নি। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) ফিরে এসে দেখতে পান শূন্য মাঠ প্রান্তর এবং নিস্তব্ধ জঙ্গল। অবশেষে তিনি এ ধারণায় সেখানে অবস্থান করলেন যে, তাঁর দোলনা শূন্য দেখলে নিশ্চয় কেউ তাঁর সন্ধান করতে আসবে। এ অভিযানে পশ্চাতে কিছু রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করতে এসে হযরত সফওয়ান ইবনে মো'আত্তল কিছু দূর হতে মানবাকৃতির ন্যায় এক প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেলেন। নিকটে এসে দেখলেন তা স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) ও পর পুরুষের আগমন দেখে নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করে ফেললেন। হযরত সফওয়ান (রাঃ) তখন দ্রুত গতিতে উট হতে অবতরণ করে হযরত আয়েশাকে উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দিলেন এবং তিনি লাগাম ধরে আগে আগে চলতে লাগলেন।

১ ع ১০ ৭ রুকু

إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٩﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ইন্নাহূ লামিনাল্ কা-যিবীন্। ৯। অল্ খ-মিসাতা আন্না গদ্বোয়াবাল্লা-হি 'আলাইহা ~ ইন্ কা-না মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্।
তার স্বামীই মিথ্যাবাদী, (৯) আর পঞ্চম বারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে নিজের ওপর আল্লাহর গযব পড়ুক।

﴿١٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ

১০। অলাওলা- ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ অরহ্মাতুহূ অআন্নাল্লা-হা তাউওয়া-বুন্ হাকীম্। ১১। ইন্না ল্লাযীনা
(১০) আর আল্লাহর করুণা ও দয়া না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হত, নিশ্চয় আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময় (১১) নিঃসন্দেহে যারা

جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ

জ্বা —য়ূ বিল্ইফ্কি উছ্বাতুম্ মিন্কুম্; লা-তাহ্সাবূহু শার্রাল্লাকুম্; বাল্ হুঅ খইরুল্লাকুম্; লিকুল্ লিম্
এ অপবাদ আরোপ করল তারা তোমাদেরই এক দল, আর তোমরা একে নিজেদের জন্য অনিষ্ট মনে করো না, বরং তা তোমাদের

امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ

রিয়িম্ মিন্হুম্ মাক্তাসাবা মিনাল্ ইছ্মি অল্লাযী তাওয়াল্লা-কিব্রাহূ মিন্হুম্ লাহূ 'আযা-বুন্
জন্য কল্যাণকরই হবে। পাপ কর্মের ফল তাদেরই, তাদেরই ভেতর থেকে যে ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল, তার

عَظِيمٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

'আজীম্। ১২। লাওলা ~ ইয্ সামি'তুমূহু জোয়ান্নাল্ মু''মিনূনা অল্ মু''মিনা-তু বি আন্ফুসিহিম্ খইরাঁও অ ক্বা-লূ
শাস্তি কঠিন হবে। (১২) এ কথা শুনার পর মুমিন পুরুষ ও মু'মিন-নারীরা কেন আপন লোকদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করে নি এবং

هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ

হা-যা ~ ইফ্কুম্ মুবীন্। ১৩। লাওলা জ্বা — য়ূ 'আলাইহি বিআর্বা'আতি শুহাদা — য়া ফাইয্ লাম্ ইয়া''তূ বিশ্শুহাদা — য়ি
বলে নি যে, এটি তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) যারা অপবাদ প্রদান করেছে তারা এ বিষয়ে কেন চারজন সাক্ষী হাজির করে নি? যেহেতু

فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٤﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا

ফাউলা — য়িকা 'ইন্দাল্লা-হি হুমুল্ কা-যিবূন্। ১৪। অলাওলা-ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম্ অ রহ্মাতুহূ ফিদ্দুন্ইয়া-
তারা সাক্ষী আনেনি, সুতরাং আল্লাহর বিধানে তারাই মিথ্যাবাদী।(১৪) তোমাদের প্রতি যদি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর করুণা

وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

অল্ আ-খিরাতি লামাস্সাকুম্ ফীমা ~ আফাদ্বতুম্ ফীহি 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১৫। ইয্ তালাক্ক ক্বও নাহূ বিআল্সিনাতিকুম্
ও দয়া না হত লিপ্ত বিষয়ের জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা মুখে মুখে তা প্রচার করছিলে এবং

ঘটনা তো ছিল এ পর্যন্ত; কিন্তু মুনাফিকরা একে ভিত্তি করে নানা অপবাদ রটাতে লাগল এবং পূর্ণ এক মাস পর্যন্ত গোপন চর্চা চলল। এর প্রধান নায়ক ছিল মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। রাসূল (ছঃ) যখন এতদবিষয়ে জানতে পারলেন তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে পৃথক থাকার ভাব ধারণ করলেন, মুখে কিছু বললেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকটও এ অকথ্য বৃত্তান্তের সংবাদ পৌঁছল। রাসূল(ছঃ) ও আপন সতী স্বাধ্বী স্ত্রী সম্বন্ধে সম্ভাব্য অনুসন্ধান চালিয়ে নিষ্কলঙ্কতারই প্রমাণ পান। অবশেষে উম্মতের দিশারী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) বিবি আয়েশার পিত্রালয়ে যান এবং বললেন, তোমার সম্বন্ধে আমি এমন এমন সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু এটি যদি মানুষের পক্ষ হতে এক অপবাদ মাত্র হয়, প্রকৃতপক্ষে তুমি নিষ্পাপ হও, তবে শীঘ্রই আল্লাহ পাক তোমার নিষ্কলঙ্কতা নাযিল করবেন। আর যদি অপবাদ না হয়ে বাস্তবতার কিছু

وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ

অতাক্বূলূনা বিআফ্ওয়া-হিকুম্ মা-লাইসা লাকুম্ বিহী ই'ল্মুঁও অ তাহ্সাবূনাহূ হাইয়িনাঁও অহুওয়া 'ইন্দাল্লা-হি

মুখে এমন বিষয় বলছিলে যে বিষয় তোমরা জান না, আর তাকে অতি তুচ্ছ ভাবছিলে, অথচ তা আল্লাহর কাছে ছিল

عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ

'আজীম্। ১৬। অ লাওলা ~ ইয্ সামি'তুমূহু ক্বুল্তুম্ মা-ইয়াকূনু লানা ~ আন্না তাকাল্লামা বিহা-যা- সুব্হা-নাকা

গুরুতর। (১৬) যখন শুনলে, কেন বললে না যে, এটা বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, তোমার পবিত্রতা! এটি

هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

হাযা- বুহ্তা- নুন্ 'আজীম্। ১৭। ইয়া'ইজুকুমুল্লা-হু আন্ তা'ঊদূ লিমিছ্লিহী ~ আবাদান্ ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন্।

বড় অপবাদ! (১৭) আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা পুনরায় কখনো এরূপ করবে না যদি তোমরা মুমিন হও।

﴿١٨﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ

১৮। অ ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-ত্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ১৯। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুহিব্ব্ূনা আন্ তাশী'আল্

(১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে যারা মুমিনদের মধ্যে

الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ

ফা-হিশাতু ফিল্লাযীনা আ-মানূ লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীমুন্ ফিদ্দুন্ইয়া-অল্ আ-খিরা-হ্; অল্লা-হু

অশ্লীলতা প্রচার করাকে ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরতে মর্মন্তুদ শাস্তি; আর আল্লাহ জানেন, তোমরা

يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ

ইয়া'লামু অ আন্তুম্ লা-তা'লামূন্। ২০। অলাওলা-ফাদ্বলু ল্লা-হি 'আলাইকুম্ অরহ্মাতুহূ অআন্নাল্লা-হা রায়ূফুর্ রহীম্।

জান না। (২০) আর তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা ও দয়া না হলে কেউ রক্ষা পেত না, তবে আল্লাহ পরম দয়ালু করুণাময়।

﴿٢١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

২১। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাবিউ' খুত্বুওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; অমাইঁ ইয়াত্তাবি' খুত্বুওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-নি

(২১) হে মুমিনরা! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যদি কেউ শয়তানের অনুসরণ করে, তবে সে তো

فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى

ফাইন্নাহূ ইয়া"মুরু বিলফাহ্শা — য়ি অল্মুন্কার্; অ লাওলা-ফাদ্বলু ল্লা-হি 'আলাইকুম্ অ রহ্মাতুহূ মা-যাকা-

অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর করুণা ও দয়া না হত, তবে কখনও তোমাদের কেউ

থাকে, তবে মানুষ তো ভুল-ত্রুটিরই প্রতীক, তোমার গোনাহ্ মাফের জন্য তওবা করা উচিত। এতদশ্রবণে হযরত আয়েশা (রাঃ) শুধু এতটুকু বললেন, আমি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার ন্যায় কেবল বলে চুপ থাকা ব্যতীত আর কি-ই বা করতে পারি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নির্মল চরিত্রবতী হওয়ার ওপর পূর্ণ দু' রুকূ বিবরণ নাযিল করেন।

এ আপদের বেড়াজালে অনেক লোকেই ফেঁসেছিল। কতিপয় মুসলমান তো এ ঘটনা শুনার সাথে সাথেই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় আর কেউ কেউ নীরবতা পালন করে আর কেউ কেউ কৌতুক হাসির মাধ্যমে তার আলোচনা করছিল আর কেউ কেউ অনুতাপমূলক বলাবলি করছিল। অতএব, যারা একে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ বলে স্পষ্টভাবে ইনকার করেছিল, তারা ব্যতীত অন্যান্য সকলকে অভিযুক্ত করা হয় এবং মিথ্যা অপবাদে মানহানিকারীদেরকে শাস্তিস্বরূপ আশিটি করে দোররা লাগান হয়। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে এ অপবাদের আবিষ্কারক, বিধর্মচারণ, মুনাফিক এবং নবী করীম (ছঃ)-এর সাথে শত্রুতার কারণে সে পূর্ব থেকেই জাহান্নামী। আর এ অপবাদের জন্য আরো অধিক আযাবের যোগ্য হয়েছে।

مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

মিন্‌কুম্ মিন্ আহাদিন্ আবাদাঁও অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়ুযাক্কী মাইঁ ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্।
পবিত্র হতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন, আর আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন, জানেন।

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَ ﴿٢٢﴾

২২। অলা-ইয়া''তালি উলুল্ ফাদ্বলি মিন্‌কুম্ অস্‌সা'আতি আই ইয়ু''তূ ~ উলিল ক্বুর্‌বা-অল্ মাসাকীনা অল্
(২২) আর তোমাদের মাঝে যারা মর্যাদাবান ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা যেন শপথ আকারে না বলে যে, তারা স্বজন, অভাবী ও আল্লাহর রাস্তায় গৃহ-ত্যাগ

الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ

মুহা-জ্বিরীনা ফী সাবীলিল্লা-হি অল্ ইয়া'ফূ অল্ ইয়াছ্‌ফাহূ; আলা-তুহিব্ব্ূনা আইঁ ইয়াগ্‌ফিরল্লা-হু
কারিদেরকে কিছু দান হতে বিরত থাকবে; আর যেন তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করে দেয়। তোমরা কি আল্লাহর ক্ষমা চাও না?

لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

লাকুম্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ২৩। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ার্‌মূনাল্ মুহ্‌ছোয়ানা-তিল্ গ-ফিলা-তিল্ মু''মিনাতি
আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২৩) নিঃসন্দেহে যারা অপবাদ আরোপ করে সাধ্বীও আত্মভোলা মু'মিন নারীদের

لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ

লু'ইনূ ফিদ্দুন্‌ইয়া- অল্ আ-খিরতি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ২৪। ইয়াওমা তাশ্‌হাদু 'আলাইহিম্ আল্‌সিনাতুহুম্
উপর, তারা ইহ-পরকালে অভিশপ্ত, তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। (২৪) যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের কর্ম সম্পর্কে

وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ

অআইদীহিম্ অআর্‌জুলুহুম্ বিমা-কানূ ইয়া'মালূন্। ২৫। ইয়াওমায়িযিঁই ইয়ুওয়াফ্‌ফী হিমু ল্লা-হু দীনাহুমুল্ হাক্ব্‌ক্ব অ
তাদের জিহ্বা, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান করবে। (২৫) সেদিন আল্লাহ তাদেরকে যথার্থ ফল প্রদান করবেন, তারা জানতে

يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٦﴾ اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ

ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ হাক্ব্‌ক্বুল্ মুবীন্। ২৬। আল্ খবীছা-তু লিল্‌খবীছীনা অল্ খবীছূনা
পারবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই সত্য, তিনি সত্য প্রকাশকারী। (২৬) আর দুশ্চরিত্র রমনীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য,

لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ

লিল্ খবীছা-তি অত্বোয়াইয়্যিবা-তু লিত্বোয়াইয়্যিবীনা অত্বোয়াইয়্যিবূনা লিত্বোয়াইয়্যিবা-তি উলা — য়িকা মুবার্‌রায়ূনা
দুশ্চরিত্র পুরুষ্বা দুশ্চরিত্র রমনীদের জন্য; আর সাধ্বী নারীরা সৎব্যক্তিদের জন্য আর সৎ ব্যক্তিরা সাধ্বী নারীদের জন্য, এরা

مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا

মিম্মা-ইয়াকূ্লূন্; লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও অরিয্‌কুন্ কারীম্। ২৭। ইয়া ~ আইয়্যু হাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্‌খুলূ বুইয়ূতান্
তাদের বক্তব্য হতে পবিত্র, তাদের জন্য ক্ষমা ও সু-জীবিকা আছে। (২৭) হে মু'মিনরা! আপনগৃহ ব্যতীত কারো গৃহে

ع ৩ ৬ ৯ রুকু

غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ☆

গইরা বুইয়ূতিকুম্ হাত্তা-তাস্তা''নিসূ অতুসাল্লিমূ 'আলা ~ আহ্লিহা-; যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম, লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্।
প্রবেশ করো না, গৃহবাসীর অনুমতি না নিয়ে ও সালাম না দিয়ে এটাই তোমাদের কল্যাণ। যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(٢٨) فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ

২৮। ফাইল্লাম্ তাজিদূ ফীহা ~ আহ্দান্ ফালা-তাদ্খুলূহা-হাত্তা-ইয়ূ'' যানা লাকুম্ অইন্ ক্বীলা
(২৮) অতঃপর গৃহে যদি কাকেও না পাও, তবে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমতি প্রদান করা হয়; যদি 'ফিরে যাও' বলে,

لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٢٩) لَيْسَ عَلَيْكُمْ

লাকুমুরজ্বি'উ ফার্জ্বি'উ হুঅ আয্কা-লাকুম্ অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা 'আলীম্। ২৯। লাইসা 'আলাইকুম্
তবে ফিরে যাবে, তাই তোমাদের জন্য উত্তম, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।(২৯) যে ঘরে কেউ অবস্থান করে না,

جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ

জু্না-হুন্ আন্ তাদ্খুলূ বুইয়ূতান্ গইর মাস্কূনাতিন্ ফীহা-মাতা-'উল্ লাকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তুব্দূনা
সেখানে যদি তোমাদের মাল থাকে, তবে তোমরা ঢুকতে পার, আর আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন তোমাদের প্রকাশ্য ও

وَمَا تَكْتُمُوْنَ (٣٠) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ

অমা- তাক্তুমূন্। ৩০। ক্বুল্ লিল্মু''মিনীনা ইয়াগুদ্দূ মিন্ আব্ছোয়া-রিহিম্ অইয়াহ্ফাজূ ফুরূজ্বাহুম্
গোপনীয় সব কিছু; (৩০) আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত,

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (٣١) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ

যা- লিকা আয্কা-লাহুম্ ইন্নাল্লা-হা খবীরুম্ বিমা-ইয়াছ্নাউ'ন্। ৩১। অক্বুল্ লিল্মু''মিনা-তি ইয়াগ্দু্দ্বনা
করে এটা তাদের পবিত্রতা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (৩১) আর মু'মিন নারীদের বলেদিন, তারা

مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

মিন্ আব্ছোয়া- রিহিন্না অইয়াহ্ফাজ্না ফুরূজ্বাহুন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-মা- জোয়াহারা মিন্হা-
তাদের দৃষ্টি যেন সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান হিফাযাত করে, সাধারণতঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত কারো কাছে রূপ প্রকাশ না করে;

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ

অল্ইয়াদ্বরিব্না বিখুমুরিহিন্না 'আলা-জু্ইয়ূবিহিন্না অলা-ইয়ুব্দীনা যীনাতাহুন্না ইল্লা-লিবু'উলাতিহিন্না আও
আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না স্বীয় বক্ষের ওপর জড়িয়ে রাখে; আর নিজেদের সৌন্দর্য ঐ সব লোকদের ছাড়া যারা তাদের

اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ

'আ-বা — য়ি হিন্না আও আ-বা — য়ি বু'উলাতিহিন্না আও আব্না- য়িহিন্না আও আব্না — য়ি বু'উ লাতিহিন্না আও ইখ্ওয়া-নিহিন্না আও
স্বামী, অথবা তাদের পিতা, অথবা তাদের শ্বশুর, অথবা তাদের পুত্র, অথবা তাদের স্বামীর পুত্র, অথবা তাদের ভাই, অথবা

بَنِىٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ

বানী~ ইখ্ওয়ানিহিন্না আও বানী য় আখাওয়া-তিহিন্না আও নিসা — য়িহিন্না আও মা-মালাকাত্ আইমা-নুহুন্না আওয়িত্তা-বি'ঈনা
তাদের ভাইপো, অথবা তাদের বোনপো, অথবা আপন নারীগণ, অথবা অধীনস্থ দাসী, অথবা কামনাহীন

غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ

গইরি উলিল্ ইর্বাতি মিনার্ রিজ্বা-লি আওয়িত্তিফ্লি ল্লাযীনা লাম্ ইয়াজ্ হারূ 'আলা-'আওরা-তিন
পুরুষ অথবা এমন বালক যারা নারীদের আবরণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের ছাড়া আর কারও কাছে স্বীয় বেশ-ভূষা

النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى

নিসা — য়ি অলা- ইয়াদ্বরিব্না বিআরজুলিহিন্না লিইয়ু'লামা মা-ইয়ুখ্ফীনা মিন্ যীনাতিহিন্না; অতূবূ ~ ইলা
প্রকাশ না করে। আর যেন এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের অলংকার প্রকাশ পায়। হে মু'মিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহর

اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ

ল্লা-হি জ্বামী'আন্ আইইয়ুহাল্ মু''মিনূনা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৩২। অআন্কিহুল্ আইয়া-মা-মিন্কুম্
সমীপে তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (৩২) আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ কার্য সম্পাদন

وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ

অছ্‌ছোয়া-লিহীনা মিন্ 'ইবা-দিকুম্ অইমা — য়িকুম্; ইঁ ইয়াকূনূ ফুক্বার — য়া ইয়ুগ্নিহিমুল্লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ্;
করে দাও তোমাদের সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহে সমর্থ তাদেরকেও, অভাবী হলে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয়

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٣﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ

অল্লা-হু ওয়া-সি'উন্ 'আলীম্। ৩৩। অল্ ইয়াস্তা' ফিফিল্লাযীনা লা-ইয়াজ্বিদূনা নিকা-হান্ হাত্তা-ইয়ুগ্নিয়াহুমুল্
করুণায় ধনী করবেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানী। (৩৩) আর যারা বিবাহের অযোগ্য তারা যেন সংযত থাকে আল্লাহর দয়ায়

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ

লা-হু মিন্ ফাদ্বলিহ্; অল্লাযীনা ইয়াব্তাগূনাল্ কিতা-বা মিম্মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ ফাকা-তিবূহুম্
সম্পদশালী না হওয়া পর্যন্ত, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ যদি মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি প্রার্থনা করে, তবে তাদের

اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا

ইন্ 'আলিম্তুম্ ফীহিম্ খইরাঁও অ আ-তূহুম্ মিম্মা-লিল্লা-হিল্লাযী ~ আ-তা-কুম্; অলা-তুক্রিহূ
সাথে লিখিত চুক্তি কর যদি তোমরা মঙ্গলকামী হও; তবে আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে তাদেরকে দান কর; দাসীরা যদি তাদের

فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ

ফাতাইয়া-তিকুম্ 'আলাল্ বিগা — য়ি ইন্ আরাদ্না তাহাছ্ছুনাল্লি তাব্তাগূ 'আরাদ্বোয়াল্ হাইয়া-তি দ্দুন্ইয়া-; অ মাইঁ
সতীত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে পার্থিব স্বার্থে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে না; আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে

يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ

ইয়ুক্‌রিহ্‌ হুন্না ফাইন্না ল্লা-হা মিম্‌ বা'দি ইক্‌র-হিহিন্না গফূরুর্‌ রহীম্‌। ৩৪। অলাক্বদ্‌ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকুম্‌ আ-ইয়া-তিম্‌
জবরদস্তী করে তবে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১) (৩৪) আর আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট (নিদর্শন)

৪ ع ৮ ১০ রুকু

مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ

মুবাইয়্যিনা-তিঁও অমাছালাম্‌ মিনাল্লাযীনা খলাও মিন্‌ ক্বব্‌লিকুম্‌ অমাও'ইজোয়াতাল্লিল্‌ মুত্তাক্বীন্‌। ৩৫। আল্লা-হু নূরুস্‌
অবতীর্ণ করেছি; পূর্ববর্তীদের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত আর মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط

সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্ব; মাছালু নূরিহী কামিশ্‌কা-তিন্‌ ফীহা-মিছ্‌বাহ্‌; আল্‌ মিছ্‌বা-হু ফী যুজা-জ্বাহ্‌;
পৃথিবীর নূর, তাঁর নূরের উপমা এমন একটি তাক, যার মধ্যে আছে এমন একটি প্রদীপ, প্রদীপটি কাঁচের ফানুষের মধ্যে রয়েছে,

اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ

আয্‌যুজ্বা-জ্বাতু কাআন্নাহা-কাওকাবুন্‌ দুর্‌রিইয়ুঁই ইয়ূক্বদু মিন্‌ শাজারতিম্‌ মুবা-রকাতিন্‌ যাইতূনাতিল্লা-শার্‌ক্বিয়্যাতিঁও
যেন কাঁচের ফানুসটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসম; আর প্রদীপটি এমন পবিত্র যাইতুন বৃক্ষ দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়, যা না পূর্বমুখী,

وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ

অলা-গর্‌বিয়াতিঁ ইয়াকা-দু যাইতুহা-ইয়ুদ্বী — য়ু অলাও লাম্‌ তাম্‌সাস্‌হু না-র্‌; নূরুন্‌ 'আলা নূর্‌; ইয়াহ্‌দিল্লা-হু
আর না পশ্চিমমুখী। আগুন তা স্পর্শ না করলেও তার তেলই প্রদীপ্ত মনে হয়। নুরের ওপর নূর। আল্লাহ যাকে

لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

লিনূরিহী মাই ইঁয়াশা — য়্‌; অইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্‌ আম্‌ছা-লা লিন্না-স্‌; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্‌ 'আলীম্‌।
ইচ্ছা করেন তাকে নূরের পথ দেখান, আর আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত।

﴿٣٦﴾ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ لا يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ

৩৬। ফী বুইয়ূতিন্‌ আযিনাল্লা-হু আন্‌ তুরফা'আ অ ইয়ুয্‌কারা ফীহাস্‌মুহূ ইয়ুসাব্বিহু লাহূ ফীহা-বিল্‌গুদুওয়্যি
(৩৬) গৃহসমূহে, যা সমুন্নত করতে ও যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা

وَالْاٰصَالِ ﴿٣٧﴾ رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ

অল্‌ আ-ছোয়া-ল্‌। ৩৭। রিজ্বা-লু ল্লা-তুল্‌হীহিম্‌ তিজ্বা-রতুঁও অলা-বাই'উন্‌ 'আন্‌ যিক্‌রিল্লা-হি অইক্বা-মিছ্‌ ছলা-তি
ঘোষণা করে থাকেন। (৩৭) যাদেরকে ভুলাতে পারে না ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায প্রতিষ্ঠা

وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

অই-তা — য়িয্‌ যাকা- তি ইয়াখা ফূনা ইয়াওমান্‌ তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল্‌ ক্বু-লূবু অল্‌ আব্‌ছোয়া-র্‌।
করা ও যাকাত আদায় করা হতে; তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও তাদের দৃষ্টি বিবর্তিত হয়ে পড়বে।

﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ

৩৮। লিইয়াজ্‌যিয়াহুমুল্লা-হু আহ্সানা মা-'আমিলূ অ ইয়াযীদাহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহ্; অল্লা-হু ইয়ার্‌যুক্বু
(৩৮) আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন এবং আপন দয়ায় আরও অধিক প্রদান করেন; আর

مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ

মাঁই ইয়াশা — য়ু বিগাইরি হিসা-ব্। ৩৯। অল্লাযীনা কাফারূ ~ আ'মা-লুহুম্ কাসার-বিম্ বিক্বীআতিঁ ইয়াহ্সাবুহুজ্
আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমত অগণিত দান করেন। (৩৯) আর যারা কুফ্রী করে তাদের কর্ম-পিপাসু ব্যক্তি মরুভূমির মরীচিকাকে যেমন

الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ

জোয়াম্‌য়া-নু মা — য়; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়াহূ লাম্ ইয়াজিদ্হু শাইয়াঁও অঅজ্বাদা ল্লা-হা 'ইন্দাহূ ফাওয়াফ্ফা-হু হিসা-বাহ্;
পানি মনে করে দৌড়ে যায়, কিন্তু কাছে আসলে কিছুই পায় না; সেখানে সে আল্লাহকে অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়, তিনি পূর্ণ হিসাব দেবেন।

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤٠﴾ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ

অল্লাহু সারীউ'ল্ হিসাব্। ৪০। আও কাজুলুমা-তিন্ ফী বাহ্‌রিল্লুজ্জিয়্যিইঁ ইয়াগ্শাহু মাওজুম্ মিন্ ফাওক্বিহী মাওজুম্ মিন্
তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা গহীন সাগরের অন্ধকার, যাকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ও মেঘমালা আচ্ছন্ন করে;

فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ

ফাওক্বিহী সাহা-ব্; জুলুমা-তুম্ বা'দুহা-ফাওক্ব বা'দ্ব; ইযা ~ আখ্‌রজা ইয়াদাহূ লাম্
সেখানে একের পর এক অন্ধকারের স্তরসমূহ; এমন কি যখন কেউ নিজের হাত বের করে তখন সে আদৌ দেখতে পায় না

ع ৫ ৬ ১১ রুকু

يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤١﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ

ইয়াকাদ্ ইয়ার-হা-; অমাল্ লাম্‌ইয়াজ্ 'আলিল্লা-হু লাহূ নূরান্ ফামা লাহূ মিন্ নূর্। ৪১। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইয়ুসাব্বিহু
নয়, আল্লাহ যাকে হেদায়াতের আলো দেন না, তার কোন আলো নেই। (৪১) আপনি কি দেখেন না যে, আকাশ মন্ডলী

لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَ

লাহূ মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অত্ব্ ত্বোয়াইরু ছোয়া — ফ্ ফা-ত্; কুল্লুন্ ক্বাদ্ 'আলিমা ছলা-তাহূ অ
ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ও উড়ন্ত পাখিকুল প্রত্যেকেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, প্রত্যেকেরই নামায ও তাসবীহ্ বিদ্যা

تَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى

তাস্‌বীহাহূ; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিমা-ইয়াফ্'আলূন্। ৪২। অ লিল্লা-হি মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অ ইলাল্
জানা আছে, আর আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।(৪২) আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর, প্রত্যাবর্তন

اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ

লা-হিল্ মাছীর্। ৪৩। আলাম্ তার আন্নাল্লা-হা ইয়ুয্‌জ্বী সাহা-বান্ ছুম্মা ইয়ুআল্লিফু বাইনাহূ ছুম্মা ইয়াজ্'আলুহূ
তো তাঁরই দিকে। (৪৩) আপনি কি দেখেন না যে, আল্লাহ মেঘ চালনা করেন, পরে তা একত্র করেন, পরে তা স্তরীভূত

رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ج وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا

রুকা-মান্ ফাতারল্ অদ্ক্বা ইয়াখ্রুজু মিন্ খিলা-লিহী অইয়ুনায্যিলু মিনাস্ সামা — য়ি মিন্ জ্বিবা-লিন্ ফীহা-
করেন? আর আপনি কি দেখেন যে, তা থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়; আকাশমণ্ডলীর শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ط يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ

মিম্ বারদিন্ ফাইয়ুছীবু বিহী মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াছরিফুহূ 'আঁম্ মাইঁ ইয়াশা — য়ু; ইয়াকা-দু সানা-বার্ক্বিহী
আর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছে তিনি আঘাত করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছে দূরে সরিয়ে দেন; তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি শক্তি

يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي

ইয়ায্হাবু বিল্ আব্ছোয়া-র্। ৪৪। ইয়ুক্বল্লিবু ল্লা-হুল্ লাইলা অন্নাহা-র্; ইন্না ফী যা-লিকা লা-'ইব্রতাল্লি উলিল্
হরণ করতে চায়। (৪৪) আল্লাহ রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটান, নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য

الْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج وَ

আব্ছোয়া-র্। ৪৫। অল্লা-হু খলাক্ব কুল্লা-দা — ব্বাতিম্ মিম্ মা — য়িন্ ফামিন্হুম্ মাইঁ ইয়াম্শী 'আলা ~ বাত্বনিহী অ
শিক্ষা। (৪৫) এবং আল্লাহ পানি হতে সকল জীব সৃষ্টি করেছেন। এদের কিছু পেটের ওপর ভর দিয়ে চলে; আর কিছু

مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا

মিন্হুম্ মাইঁ ইয়াম্শী 'আলা-রিজ্ লাইনি অ মিন্হুম্ মাইঁ ইয়াম্শী 'আলা ~ আর্বা'; ইয়াখ্লুক্বু ল্লা-হু মা-
দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলাচল করে, আর কিছু চলাচল করে চারি পায়ের ওপর ভর দিয়ে, আল্লাহ ইচ্ছেমত সৃষ্টি

يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٦﴾ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط وَاللّٰهُ

ইয়াশা — য়ু; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৪৬। লাক্বদ্ আন্যাল্না ~ আ-ইয়া-তিম্ মুবাইয়্যিনা-ত্; অল্লা-হু
করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৪৬) নিশ্চয়ই আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; যাকে ইচ্ছা আল্লাহ সরল পথে

يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَ

ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু ইলা-ছির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ৪৭। অ ইয়াকু্লূনা আ-মান্না-বিল্লা-হি অবির্রসূলি অ
পরিচালিত করে থাকেন। (৪৭) তারা বলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম, এবং আমরা

اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِذَا

আত্বোয়া'না ছুম্মা ইয়াতাওয়াল্লা-ফারীক্বুম্ মিন্হুম্ মিম্ বা'দি যা-লিক; অমা ~ উলা — য়িকা বিল্ মু''মিনীন্। ৪৮। অ ইযা-
মানলাম, তারপরও তাদের ভিতর থেকে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলতঃ তারা মু'মিন নয়। (৪৮) যখন তাদেরকে আল্লাহ

دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنْ

দু'উ ~ ইলাল্লা-হি অরসূলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্ ইযা-ফারীক্বুম্ মিন্হুম্ মু'রিদ্বূন্। ৪৯। অ ইঁ
ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) আর

يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوٓا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝٥٠ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوٓا أَمْ

ইয়াকু ল্লাহুমুল্ হাক্বু ক্বু ইয়া'তূ ~ ইলাইহি মুয্'ঈনীন্। ৫০। আ ফী ক্বুলূবিহিম্ মারাদ্বু ন্ আমির্ তাবূ ~ আম্

যদি ফয়সালা তাদের অনুকূলে হয়, তবে রাসূলের কাছে বিনীতভাবে ছুটে আসে। (৫০) তাদের মনে কি কোন ব্যাধি আছে, না কি

يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ

ইয়াখ-ফূনা আইঁ ইয়াহীফাল্লা-হু 'আলাইহিম্ অ রসূলুহূ; বাল্ উলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া-লিমূন্।

তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং তারাই প্রকৃত জালিম।

۝٥١ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن

৫১। ইন্নামা-কা-না ক্বওলাল্ মু''মিনীনা ইযা-দু'উ ~ ইলাল্লা-হি অরসূলিহী লিইয়াহ্কুমা বাইনাহুম্ আইঁ

(৫১) মু'মিনদের উক্তি হল যখন তাদেরকে ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন

يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥٢ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

ইয়াক্বূ লূ সামি'না- অ'আত্বোয়া'না-; অউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৫২। অ মাই ইউত্বি'ইল্লা-হা অ রসূলাহূ

তারা বলে আমরা শ্রবণ করলাম, আর মান্য করলাম। আর এরাই সফলকাম। (৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۝٥٣ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ

অ ইয়াখ্শাল্লা-হা অ ইয়াত্তাক্বহি ফাউলা — য়িকা হুমুল্ ফা — য়িযূন্। ৫৩। অ আকুসামূ বিল্লাহি জাহ্দা আইমা-নিহিম্

করে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিরোধিতা হতে বিরত থাকে, তারাই সফল। (৫৩) এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে

لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا

লায়িন্ আমারতাহুম্ লাইয়াখ্রুজুন্ন্; ক্বুল্ লা-তুক্ব্সিমূ ত্বোয়া-আ'তুম্ মা'রূফাহ্; ইন্নাল্লা-হা খবীরুম্ বিমা-

বলে, আপনার আদেশে তারা বের হবেই; বলে দিন, শপথ করো না, যখন আনুগত্যই কাম্য; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের

تَعْمَلُونَ ۝٥٤ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ

তা'মালূন্। ৫৪। ক্বুল্ আত্বী 'উল্লা-হা অ আত্বী'উর্ রসূলা ফাইন্ তাওল্লাও ফাইন্নামা- 'আলাইহি মা-হুম্মিলা

কর্ম সম্পর্কে জানেন। (৫৪) আপনি বলুন, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। মুখ ফিরালে তার ওপর

وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ

অ 'আলাইকুম্ মা-হুম্মিল্তুম্; অইন্ তুত্বী'উহু তাহ্তাদূ; অমা-'আলার্ রসূলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্।

তার দায়িত্ব তোমাদের ওপর তোমাদের দায়িত্ব। আনুগত্য করলে সুপথ পাবে; রাসূলের কাজ সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছানো।

۝٥٥ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

৫৫। অ'আদাল্লা-হু ল্লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম্ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাইয়াস্তাখলিফান্নাহুম্ ফিল্ আরদ্বি

(৫৫) আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, যমীনে প্রতিনিধিত্ব তাদেরকে

৬ ع (১০) ১২ রুকু • তিন চতুর্থাংশ

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

কামাস্ তাখ্লাফাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ অলা ইয়ুমাক্কিনান্না লাহুম্ দীনা হুমু ল্লাযীর্ তাদ্বোয়া-লাহুম্

প্রদান করবেন, যেমন করেছেন পূর্ববর্তীদের, আর তিনি তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেনই যা তাদের জন্য মনোনীত করেছেন,

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ؕ وَمَنْ

অলাইয়ুবাদ্দি লান্নাহুম্ মিম্ বা'দি খাওফিহিম্ আম্না-; ইয়া'বুদূ নানী লা- ইয়ুশ্রিকূনা বী শাইয়া-; অমান্

এবং তাদের জন্য ভয়ের পরিবর্তে নিরাপত্তার বিধান করবেনই, আমার দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না;

كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ

কাফারা বা'দা যা-লিকা ফাউলা — য়িকা হুমুল্ ফা-সিকূন্। ৫৬। অআক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা-অ

আর এর পরেও যারা কুফুরী করবে, তারাই ফাসিক নাফরমান। (৫৬) আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায়

اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى

আত্বী'উর্ রসূলা-লা'আল্লাকুম্ তুর্হামূন্। ৫৭। লা-তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কাফারূ মু'জ্বিযীনা ফিল্

কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৫৭) কাফেরদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করোনা যে তারা (সত্যকে)

الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٨﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ

৭ ع ৯ ১৩ রুকু

আরদ্বি অমা''ওয়া হুমুন্না-র্; অলাবি''সাল্ মাছীর্। ৫৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লিইয়াস্তা'' যিন্কুমুল্

হারিয়ে দেবে পৃথিবীতে; তাদের স্থান অগ্নি, তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান! (৫৮) হে মু'মিনরা! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী ও

الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ

লাযীনা মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ অল্লাযীনা লাম্ ইয়াব্লুগুল্ হুলুমা মিন্কুম্ ছালা-ছা মার্র-ত্; মিন্ ক্বব্লি

অপ্রাপ্তবয়স্করা যেন তোমাদের নিকট আগমন করতে তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে- ফজরের

صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۗ ثَلٰثُ

ছলা-তিল্ ফাজ্বরি অ হীনা তাদ্বোয়া'ঊনা ছিয়া-বাকুম্ মিনাজ্ জোয়াহীরতি অমিম্ বা'দি ছলা-তিল্ ইশা — য়্;

নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর; এ তিন সময় তোমাদের

ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ

ছালা-ছু 'আওরা-তিল্লাকুম্; লাইসা 'আলাইকুম্ অলা-'আলাইহিম্ জুনা হুম্ বা'দা হুন্; ত্বোয়াওয়া- ফূনা 'আলাইকুম্

পর্দার সময়; এ সময় ছাড়া তোমাদের কাছে আসলে তাদের কোন দোষ হবে না; তোমাদেরকে একে অন্যের নিকট তো

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৫ ঃ গরীব মুহাজিররা যখন কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের জন্মভূমি পবিত্র মক্কা হতে মদীনা শরীফে হিজরত করলেন, তখনও ফ্যাসাদী কাফেররা তাঁদেরকে নিরাপদে থাকতে দিল না। সর্বদা মদীনার আরব গোত্রদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করত এবং সন্ত্রাসমূলক সংবাদের মাধ্যমে তাঁদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখত। মুহাজিররা বহুবার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে সশস্ত্র সজ্জিত হয়েছিলেন। এ ভয়-ত্রাসের সময় একদা তাঁরা বলতে লাগলেন, আমাদের এ দূরবস্থার অবসান কবে হবে এবং কবে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের সুযোগ পাব? তখন, সুসংবাদস্বরূপ সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হয়, সে সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাময় জীবন লাভ তোমদের অত্যাসন্ন আর তখন শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে তোমরাই।

بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَإِذَا

বা'দ্বুকুম্ 'আলা-বা'দ্ব কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনু ল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-ত্; অল্লা-হু আ'লীমুন্ হাকীম্। ৫৯। অ ইযা-
যাতায়াত করতেই হয়; এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতের বিবরণ দেন; আল্লাহ জ্ঞানী, বিজ্ঞ। (৫৯) আর যখন

بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

বালাগাল্ আত্ব্ফা-লু মিন্কুমুল্ হুলুমা ফাল্ইয়াস্তা''যিনূ কামাস্তা''যানাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্;
তোমাদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তারা যেন তোমাদের অনুমতি চায়, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা অনুমতি চাইত। এভাবেই

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي

কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৬০। অল্ ক্বওয়া-'ইদু মিনান্নিসা — য়িল্লা-তী
আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করে থাকেন, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(৬০) যারা বৃদ্ধানারী, যাদের বিবাহের কোন

لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

লা-ইয়ার্ জূ্ না নিকা-হান্ ফালাইসা 'আলাইহিন্না জুনা-হুন্ আঁই ইয়াদ্বোয়া'না ছিয়া-বা হুন্না গইর মুতাবাররিজ্বা-তিম্
সাধ নেই, তাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বহির্বাস খুলে রাখে, আর যদি এ হতেও

بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ

বিযীনাহ্; অআঁই ইয়াস্তা''ফিফ্না খইরুল্লাহুন্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ৬১। লাইসা 'আলাল্ 'আমা-হারাজুঁও
বিরত থাকে, তবে এটা তাদের পক্ষে আরও উত্তম। আল্লাহ সব কিছু শ্রবণ করেন, জানেন। (৬১) আর যারা অন্ধ তাদের জন্য

وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا

অলা- 'আলাল্ আ'রজ্বি হারজুঁও অলা- 'আলাল্ মারীদ্বি হারজুঁও অলা- 'আলা ~ আন্ফুসিকুম্ আন্ তা''কুলূ
কোন দোষ নেই, নেই খোঁড়ার জন্য কোন দোষ, রোগীর জন্যও কোন দোষ নেই এবং নেই তোমাদের নিজেদের জন্য যে, তোমরা

مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ

মিম্ বুইয়ূতিকুম্ আও বুইয়ূতি আ-বা — য়িকুম্ আও বুইয়ূতি উম্মাহা-তিকুম্ আও বুইয়ূতি ইখ্ওয়া-নিকুম্ আও
আহার করবে তোমাদের নিজেদের গৃহে বা তোমাদের পিতার গৃহে বা তোমাদের মায়ের গৃহে বা তোমাদের ভ্রাতার গৃহে,

بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ

বুইয়ূতি আখাওয়া-তিকুম্ আও বুইয়ূতি আ'মা-মিকুম্ আও বুইয়ূতি 'আম্মা-তিকুম্ আও বুইয়ূতি আখ্ওয়া-লিকুম্ আও
অথবা তোমাদের বোনের গৃহে বা তোমাদের চাচাদের গৃহে বা তোমাদের ফুফুদের গৃহে বা তোমাদের মাতুলদের গৃহে অথবা

بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن

বুইয়ূতি খ-লা-তিকুম্ আও মা-মালাক্তুম্ মাফা-তিহাহূ ~ আও ছোয়াদীক্বিকুম্; লাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আন্
তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা ওই গৃহে যার চাবির মালিক তোমরা বা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে; তোমরা একত্রে আহার

تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً

তা''কুলূ জ্বামী'আন্ আও আশ্তা-তা-; ফাইযা-দাখল্তুম্ বুইয়ূতান্ ফাসাল্লিমূ 'আলা ~ আন্ফুসিকুম্ তাহিয়্যাতাম্

কর কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আহার কর, তোমাদের কোন দোষ নেই, যখন ঘরে ঢুকবে তখন তোমরা স্বজনদেরকে দো'য়াস্বরূপ

مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি মুবা-রাকাতান্ ত্বোয়াইয়্যিবাহ্; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্।

সালাম দিবে যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণকর ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ আয়াতের বর্ণনা দেন, যেন তোমরা বুঝ।

৮ রুকু ১৪

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ (٦٢)

৬২। ইন্নামাল্ মু''মিনুনাল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরসূলিহী অইযা-কা-নূ মা'আহূ 'আলা ~ আম্রিন্ জ্বা-মি'ইল্

(৬২) নিশ্চয়ই মু'মিন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, যখন তারা সমষ্টিগত ব্যাপারে তাঁর (রাসূলের)

لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

লাম্ ইয়ায্হাবূ হাত্তা-ইয়াস্তা''যিনূহ্; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তা''যিনূনাকা উলা — য়িকাল্ লাযীনা

সাথে থাকে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে যায় না; আর যারা আপনার নিকট অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ-রাসূলের প্রতি

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ

ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অ রসূলিহী ফাইয়াস্ তা'যানূকা লিবা'দ্বি শা'নিহিম্ ফা'যা ল্লিমান্ শি'তা

বিশ্বাস রাখে। তারা নিজেদের কাজে যখন বাইরে গমন করতে চাইবে তখন আপনার ইচ্ছামত তাদেরকে অনুমতি প্রদান

مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٦٣) لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ

মিন্হুম্ অস্তাগ্ ফির্লাহুমুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ৬৩। লাতাজ্ 'আলূ দু'আ — য়ার্ রসূলি

করবেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা পারস্পরিক

بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ

বাইনাকুম্ কাদু'আ — য়ি বা'দ্বিকুম্ বা'দ্বোয়া-; ক্বাদ্ ইয়া'লামুল্লা-হুল্ লাযীনা ইয়াতাসাল্লালূনা মিন্কুম্

আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না; আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা চুপে চুপে আড়ালে সরে

لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

লিওয়া-যান্ ফাল্ইয়াহ্যারি ল্লাযীনা ইয়ুখা-লিফূনা 'আন্ আম্রিহী ~ আন্ তুছীবাহুম্ ফিত্নাতুন্ আও ইয়ুছীবাহুম্

পড়ে; যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর অবশ্যই বিপদ আসবে বা কঠিন শাস্তি

عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٤) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ

'আযা-বুন্ আলীম্। ৬৪। আলা ~ ইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; ক্বদ্ ইয়া'লামু মা ~ আনতুম্

আসবে। (৬৪) সাবধান! আসমান-যমীনের সকল বস্তু আল্লাহরই; তিনি অবশ্যই জানেন তোমরা যা নিয়ে আছ তা; যেদিন তাঁর

৯ ع ৩ ১৫ রুকু

عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আলাইহ্; অইয়াওমা ইয়ুরজ্বা'উনা ইলাইহি ফাইয়ুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা-'আমিলূ; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।
কাছে ফিরবে সেদিন তিনি তাদের কৃতকর্ম জানাবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু উত্তমরূপে অবগত আছেন। আল্লাহ সব বিষয় জানেন।

সূরা ফুরক্বা-ন
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৭
রুকূ ঃ ৬

﴿١﴾ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي

১। তাবা-রকাল্লাযী নায্যালাল্ ফুর্ক্বা-না 'আলা-আব্দিহী লিইয়াকূনা লিল্'আ-লামীনা নাযীর-। ২। নিল্লাযী
(১) মহান তিনি যিনি বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করলেন, যেন তিনি বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হন। (২) যিনি

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অলাম্ ইয়াত্তাখিয্ অলাদাঁও অলাম্ ইয়াকুল্লাহূ শারীকুন্ ফিল্ মুল্কি
আকাশ ও পৃথিবীর মালিক, তিনি না সন্তান নিয়েছেন, আর না আধিপত্যে তাঁর কোন শরীক আছে ; প্রতিটি বস্তু তিনিই

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

অ খলাক্ব কুল্লা শাইয়িন্ ফাক্বদ্দারহূ তাক্ব্দীর-। ৩। অত্তাখযূ মিন্ দূনিহী ~ আ-লিহাতা ল্লা-ইয়াখ্লুক্বূনা শাইয়াঁও
সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে পরিমিত করলেন।(৩) তাঁকে ছাড়া এমন উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা সৃষ্টি করতে পারে না বরং

وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً

অহুম্ ইয়ুখ্লাক্বূনা অলা-ইয়াম্লিকূনা লিআন্ফুসিহিম্ দ্বোয়ার্রাঁও অলা-নাফ্আঁও অলা- ইয়াম্লিকূনা মাওতাঁও অলা-হাইয়া-তাঁও
নিজেরাই সৃষ্ট, এবং তারা নিজেদের কোন ক্ষতি-লাভের ক্ষমতা রাখে না; তারা না মৃত্যু, না জীবন, আর না পুনরুত্থানের উপর

وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ

অলা-নুশূর-।৪। অক্ব-লাল্ লাযীনা কাফারূ ~ ইন্হা-যা ~ ইল্লা ~ ইফ্কুনিফ্ তার-হু অ আ'আ-নাহূ 'আলাইহি ক্বওমুন্
কোন ক্ষমতা রাখে। (৪) কাফেররা বলে, 'এটা তো নিছক মিথ্যা বৈ আর কিছু নয়, এটি তার নিজের বানানো; অন্য লোকেরা

آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا

আ-খারূনা ফাক্বদ্ জা — য়ূ জুল্মাঁও অযূর-। ৫। অ ক্ব-লূ ~ আসা-ত্বীরুল্ আউয়্যালীনাক্ তাতাবাহা-
তাকে সাহায্য করেছে'। এভাবে তারা অনাচার ও মিথ্যা বলে। (৫) আরো বলে, এটা তো 'পূর্বেকার ইতিকথা, যা সে নিজেই

فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ

ফাহিয়া তুম্লা-'আলাইহি বুক্রতাঁও অআছীলা-। ৬। ক্বুল্ আন্যালাহু ল্লাযী ইয়া'লামুস্ সির্‌র ফিস্ সামা-ওয়া-তি
লিখে নিয়েছে, সকাল-সন্ধ্যায় তাকে শুনানো হয়'। (৬) আপনি বলুন, 'তাঁরই অবতারিত, যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর

মোআনাক্বা-৬০

وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۶﴾ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ

অল্ আরদ্ব; ইন্নাহূ কা-না গফূরার্ রহীমা-। ৭। অ ক্ব-লূ মা-লি হা-যার্ রসূলি ইয়া''কুলুত্ব

সকল রহস্য অবগত আছেন, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (৭) তারা আরো বলে, এ কেমন রাসূল, যে আহার

الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا

ত্বোয়া'আ-মা অইয়াম্‌শী ফিল্ আস্‌ওয়া-ক্ব্; লাওলা ~ উন্‌যিলা ইলাইহি মালাকুন্ ফাইয়াকূনা মা'আহূ নাযীর-।

করে বাজারেও গমন করে; তার কাছে কোন ফেরেশতা নাযিল হল না কেন যে তাঁর সাথে সাথে সতর্ককারীরূপে থাকত?

﴿۷﴾ اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ

৮। আও ইয়ুল্‌ক্ব ~ ইলাইহি কান্‌যুন্ আও তাকূনু লাহূ জ্বান্নাতুঁই ইয়া''কুলূ মিন্‌হা-; অক্ব-লাজ্ জোয়া-লিমূনা ইন্

(৮) অথবা তাকে কোন ধন-ভাণ্ডার প্রদান করত, অথবা তার এমন একটি বাগান থাকত যা হতে সে আহার করত? জালিমরা

تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۸﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا

তাত্তাবি'উ না ইল্লা-রাজু্লাম্ মাস্‌হূর-। ৯। উন্‌জুর্ কাইফা দ্বোয়ারাবূ লাকাল্ আম্‌ছা-লা ফাদ্বোয়াল্লূ ফালা-

আরো বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকেই মানছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার উপমা কি প্রদান করে? তারা ভ্রান্ত,

১ ع ৯ ১৬ রুকু

يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹﴾ تَبٰرَكَ الَّذِيْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ

ইয়াস্‌তাত্বী'উনা সাবীলা-। ১০। তাবা-রকাল্লাযী ~ ইন্ শা — য়া জ্বা'আলা লাকা খইরম্ মিন্ যা-লিকা জ্বান্না-তিন্

পথ পাবে না। (১০) মহান তিনি, যিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আপনাকে এর চেয়ে উত্তম উদ্যান প্রদান করতে পারেন,

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿۱۰﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَ

তাজ্ব্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু অইয়াজ্ব্‌'আল্ লাকা ক্বুছূরা-। ১১। বাল্ কায্‌যাবূ বিস্‌সা 'আতি অ

যার পাশে ঝর্ণা প্রবাহিত; আরও দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। (১১) কিন্তু তারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে, আর আমি

اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿۱۱﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا

আ'তাদ্‌না-লিমান্ কায্‌যাবা বিস্‌সা-'আতি সা'ঈর-। ১২। ইযা-রায়াত্‌হুম্ মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈ দিন্ সামি'উ লাহা-

কিয়ামত অস্বীকারকারীর জন্য অগ্নি শিখা তৈরি রেখেছি। (১২) যখন দূর হতে অগ্নি তাদেরকে দেখবে, তখন তারা তার

تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿۱۲﴾ وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا

তাগাইয়্যুজোয়াঁও অযাফীর-। ১৩। অইযা ~ উলক্ব্ মিন্‌হা- মাকা-নান্ দ্বোয়াইয়্যিক্বাম্ মুক্বর্‌রনীনা দা'আও হুনা-লিকা ছুবূর-।

গর্জন ও চিৎকার শুনবে। (১৩) যখন তারা বন্ধনাবস্থায় সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা সেখানে কেবল ধ্বংস চাইবে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ কাফের ও মুশরিকরা বলত, মুহাম্মদ (ছঃ) রাসূল হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এত ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁর জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না। হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হত না। তাছাড়া তিনি যে, আল্লাহর রাসূল এ কথা আমরা কি ভাবে মানতে পারি? প্রথমত ঃ তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়তঃ কোন ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করবে। সম্ভবত তিনি যাদুগ্রস্ত। ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং আগা-গোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াত তাদের উপরোক্ত উদ্ভট বক্তব্যের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾ قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ

১৪। লা-তাদ্'উল্ ইয়াওমা ছুবূরাঁও ওয়া-হিদাঁও অদ্'উ ছুবূরান্ কাছীর-। ১৫। ক্বুল্ আযা-লিকা খইরুন্ আম্
(১৪) আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করো না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর। (১৫) আপনি তাদের বলুন, তোমাদের জন্য এটাই

جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيْهَا مَا

জান্নাতুল্ খুল্ দিল্লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাক্বূন্; কা-নাত্ লাহুম্ জ্বাযা — য়াঁও অমাছীর-। ১৬। লাহুম্ ফীহা-মা-
ভাল, না স্থায়ী জান্নাত, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রতিশ্রুত? এটাই তাদের প্রতিদান ও আবাস। (১৬) যা চাইবে সেখানে তা-ই

يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ

ইয়াশা — য়ূনা খ-লিদীন্; কা-না 'আলা-রব্বিকা অ'দাম্ মাস্য়ূলা-। ১৭। অ ইয়াওমা ইয়াহ্শুরুহুম্ অমা-ইয়া'বুদূনা
স্থায়ীভাবে পাবে এটাই ছিল আপনার রবের প্রতিশ্রুতি, যা পূরণের জিম্মাদারী তাঁর। (১৭) ঐ দিন তিনি তাদেরকে ও আল্লাহ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا

মিন্ দূ নিল্লা-হি ফাইয়াক্বূলূ আআন্তুম্ আদ্বলাল্তুম্ 'ইবা-দী হা ~ উলা — য়ি আম্হুম্ দ্বোয়াল্লুস্ সাবীল্। ১৮। ক্বা-লূ
ছাড়া উপাস্যদেরকে একত্র করে বলবেন, তোমরাই কি এ বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারাই ভ্রান্ত? (১৮) তারা বলবে,

سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ

সুব্হা-নাকা মা-কা-না ইয়াম্বাগী লানা ~ আন্ নাত্তাখিযা মিন্ দূনিকা মিন্ আউলিয়া — য়া অলা-কিম্
পবিত্র তুমি! আমরা কি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নিতে পারি ? তুমিই তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে

مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًاۢ بُوْرًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا

মাত্তা'তাহুম্ অআ-বা — য়াহুম্ হাত্তা-নাছুয্ যিক্র অকা-নূ কাওমাম্ বূর-। ১৯। ফাক্বদ্ কায্যাবূকুম্ বিমা-
ভোগ-সম্ভার প্রদান করলে, ফলে তারাই তোমার স্মরণই ভুলে গেল; যাতে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। (১৯) তারা তোমাদের

تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ☆

তাক্বূলূনা ফামা-তাস্তাত্বী 'ঊনা ছোয়ার্ফাঁও অলা-নাছ্রন্, অমাইঁ ইয়াজ্লিম্ মিন্কুম্ নুযিক্বহু 'আয্-বান্ কাবীর-।
সকল কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; ফলে তোমরা না ঠেকাতে পার, আর না সাহায্য পাবে। অত্যাচারীকে বড় আযাব ভোগাব।

﴿١٩﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى

২০। অমা ~ আর্সাল্না- ক্বব্লাকা মিনাল্ মুরসালীনা ইল্লা ~ ইন্নাহুম্ লাইয়া'কুলূনা ত্বোয়া'আ মা-অ ইয়াম্শূনা ফিল্
(২০) এবং ইতোপূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি, তারা সবাই অবশ্যই খাদ্য গ্রহণ করত, বাজারেও যেত। আর তোমাদের

الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ☆

আস্ওয়াক্বি অজ্বা'আল্না-বা'দ্বোয়াকুম্ লিবা'দ্বিন্ ফিত্নাহ্; আতাছ্বিরূনা অকা-না রব্বুকা বাছীরা-।
একেকে আমি অন্যের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ সৃষ্টি করেছি। তোমরা ধৈর্য ধরবে কি? আর তোমার রব সব কিছু অবলোকন করেন।

ع ২ ১১ ১৭ রুকু

۞ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ أَوْ نَرٰى

২১। অক্ব-লাল্ লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না লিক্ব — য়ানা লাওলা ~ উন্যিলা 'আলাইনাল্ মালা — য়িকাতু আও নার-
(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ চায় না, তারা বলে, আমাদের কাছে কেন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না? বা আমরা আমাদের

رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢٢﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا

রব্বানা-; লাক্বাদিস্ তাক্বারূ ফী ~ আনফুসিহিম্ অ 'আতাও উ'তুওয়্যান্ কাবীর-।২২।ইয়াওমা ইয়ারাওনাল্ মালা — য়িকাতা লা-
রবকে দেখি না কেন? তারা মনে অহংকার পোষণ করে আর সীমালংঘন করে। (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে

بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٣﴾ وَقَدِمْنَا إِلٰى مَا

বুশ্‌র ইয়াওমায়িযিল্লিল্ মুজ্‌ রিমীনা অইয়াক্বূলূনা হিজ্‌রাম্ মাহ্‌জূ্‌র-।২৩। অ ক্বদিম্‌না ~ ইলা-মা-
দেখবে সেদিন অপরাধীদের কোন সুখবর থাকবে না; আর তারা বলবে আমাদের রক্ষা কর। (২৩) আর আমি তাদের কৃতকর্ম

عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٤﴾ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ

'আমিলূ মিন্ 'আমালিন্ ফাজ্বা'আল্‌না-হু হাবা — য়াম্ মান্‌ছূর-। ২৪। আছ্‌হা-বুল্ জ্বান্নাতি ইয়াওমায়িযিন্ খইরুম্ মুস্‌তাক্বর্‌রঁও অ
সামনে নিয়ে বাতাসে উড়ন্ত ধুলিকণায় পরিণত করব। (২৪) সেদিন বেহেশ্‌তবাসীদের আবাস হবে উত্তম ও সেখানে শ্রেষ্ঠ

أَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٥﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٦﴾ الْمُلْكُ

আহ্‌সানু মাক্বীলা-।২৫।অইয়াওমা তাশাক্ব্‌ক্বকূ্‌স্ সামা — য়ু বিল্‌গমা-মি অনুয্‌যিলাল্ মালা — য়িকাতু তান্‌যীলা-। ২৬। আল্‌মুল্‌কু
বিশ্রামাগার থাকবে। (২৫) যেদিন আকাশ মেঘসহ বিদীর্ণ হবে ও ফেরেশতাদেরকে নামানো হবে। (২৬) সেদিন মূল

يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ

ইয়াওমায়িযিনিল্ হাক্ব্‌কু লির্‌রহ্‌মা-ন্; অকা-না ইয়াওমান্ 'আলাল্ কা-ফিরীনা 'অসীর-। ২৭। অইয়াওমা ইয়া'আদ্দু্‌জ্
কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহরই, আর কাফেরদের জন্য সেদিনটি হবে বড়ই কঠিন। (২৭) এবং সেদিন জালিম ব্যক্তি স্বীয়

الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُولُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٨﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِي

জোয়া-লিমু 'আলা-ইয়াদাইহি ইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানিত্ তাখায্‌তু মা'আর্ রাসূলি সাবীলা-। ২৮। ইয়া-অইলাতা- লাইতানী
হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়, যদি আমরা রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম! (২৮) হায়! অমুককে যদি

لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٩﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ

লাম্ আত্তাখিয্ ফুলা-নান্ খালীলা-। ২৯। লাক্বদ্ আদ্বোয়াল্লানী 'আনিয্ যিক্‌রি বা'দা ইয্ জ্বা — য়ানী অকা-নাশ্
বন্ধু না বানাতাম! তবে, কতই না ভাল হত। (২৯) সে-ই তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছে, উপদেশ আসার পর।

আয়াত-২৪ ঃ 'মাকীলান' শব্দের অর্থ– দ্বি-প্রহরের বিশ্রামের স্থান। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা দ্বি-প্রহরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বি-প্রহরের নিদ্রার সময় বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে পৌঁছে যাবে। (কুরতুবী) আয়াত-২৯ঃ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যে দু বন্ধু ব্যাপক কর্মে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে একে অন্যের সাহায্য করে। তাদের সবারই বিধান হল, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে ক্রন্দন করবে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, "কোন অমুসলিমকে সংগী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ যেন (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) আল্লাহ ভীরু লোকই ভক্ষণ করে। (মাঃ কোঃ)

الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا

শাইত্বোয়া-নু লিল্ইন্সা-নি খযূলা-। ৩০। অক্বা-লার্ রসূলু ইয়া-রব্বি ইন্না ক্বওমিত্তাখযূ হা-যাল্

শয়তান মানুষের জন্য বড় প্রতারক। (৩০) আর রাসূল বলল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এ

الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط وَ

ক্বুর্আ-না মাহ্জু র-। ৩১। অকাযা-লিকা জ্বা'আল্না-লিকুল্লি নাবিয়্যিন্ 'আদুওয়্যাম্ মিনাল্ মুজ্ রিমীন্; অ

কোরআনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিল।(৩১) এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম, পথ প্রদর্শক ও

كَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ

কাফা -বিরব্বিকা হা- দিয়াওঁ অনাছীর-।৩২। অক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লাওলা নুয্যিলা 'আলাইহিল্ ক্বুর্আ-নু

সাহায্যকারীরূপে আপনার রবই আপনার জন্য যথেষ্ট। (৩২) আর কাফেররা বলে, সমগ্র কোরআন একত্রে নাযিল হল না কেন?

جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَذٰلِكَ ج لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا

জু ম্লাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ কাযা-লিকা লিনুছাব্বিতা বিহী ফুওয়া-দাকা অরত্তাল্না-হু তার্তীলা-। ৩৩। অলা-

এভাবে এজন্য করেছি ; যাতে আপনার মন দৃঢ় হয়, আর এজন্যই আমি ধারাবাহিকভাবে আবৃত্তি করেছি। (৩৩) তারা

يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٤﴾ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ

ইয়া''তূনাকা-বিমাছালিন্ ইল্লাজ্বি''না-কা বিল্হাক্ব্ক্বি অআহ্সানা তাফসীর-। ৩৪। আল্লাযীনা ইয়ুহ্শারূনা

আপনার নিকট এমন উপমা আনেনি যার যথার্থতা ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দেইনি। (৩৪) যাদের নিজের মুখের ওপর

عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ لا اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا

ع ৩ ১৪ ১ রুকু

'আলা-উজ্ হিহিম্ ইলা-জ্বাহান্নামা উলা —য়িকা শার্রুম্ মাকানাঁও অ আদ্বোয়াল্লু সাবীলা -। ৩৫। অ লাক্বদ্ আ-তাইনা-

ভর করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট ও বিভ্রান্ত। (৩৫) এবং আমি মূসাকে কিতাব প্রদান

مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٦﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ

মূসাল্ কিতা-বা অ জ্বা'আল্না-মা'আহূ ~ আখ-হু হারূনা অযীর-।৩৬। ফাক্বুল্নায্ হাবা ~ ইলাল্ ক্বওমিল্

করলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে করলাম সহকারী।(৩৬) অতঃপর আমি নির্দেশ দিলাম, তোমরা উভয়ে আয়াত

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٧﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ

লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ফাদাম্মার্না-হুম্ তাদ্মীর-। ৩৭। অক্বওমা নূহিল্লাম্মা-কায্যাবুর্ রুসুলা

অস্বীকারকারী জাতীর কাছে যাও, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। (৩৭) নূহের কওম রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করলে

اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ط وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٨﴾ وَّعَادًا

আগ্রাক্ব্না-হুম্ অজ্বা'আল্না-হুম্ লিন্না-সি আ-ইয়াহ্; অ আ'তাদ্না-লিজ্জোয়া-লিমীনা 'আযা-বান্ আলীমা-। ৩৮। অআ'দাঁও

তাদেরকে ডুবালাম ও মানুষের জন্য নিদর্শন করলাম; জালিমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি বানিয়েছিলাম।(৩৮) আর স্মরণ কর

وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ

অছামূদা অআছ্হা- বার্ রাস্সি অক্বুরূনাম্ বাইনা যা-লিকা কাছীর-। ৩৯। অকুল্লান্ দ্বোয়ারাব্না-লাহুল্
আদ, ছামূদ, কূপবাসী ও তাদের মধ্যবর্তী কালের বহু জনপদের কথা যাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। (৩৯) আমি এদের

الْاَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ

আম্ছা-লা অকুল্লান্ তাব্বার্না তাত্বীর-। ৪০। অ লাক্বদ্ আতাও 'আলাল্ ক্বর্ইয়াতিল্লাতী ~ উম্ত্বিরত্
প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত রাখলাম, তাদের প্রত্যেককে পূর্ণ ধ্বংস করলাম। (৪০) তারা সে গ্রাম দিয়ে যায়, যেখানে

مَطَرَ السَّوْءِ ؕ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤١﴾ وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ

মাত্বোয়ারস্ সাওয়ি; আফালাম্ ইয়াকূনূ ইয়ারওনাহা-বাল্ কা-নূ লা-ইয়ার্জূনা নুশূর-। ৪১। অ ইযা-রয়াওকা ইঁ
অশুভ বর্ষণ হয়েছিল, তারা কি দেখে নি? বরং তারা পুনরুত্থানের আশা করে না। (৪১) আর আপনাকে দেখলেই তারা

يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤٢﴾ اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ

ইয়াত্তাখিযূনাকা ইল্লা-হুযুওয়া-; আহা-যাল্লাযী বা'আছাল্লা-হু রসূলা-। ৪২। ইন্ কা-দা লাইয়ুদ্বিল্লুনা-'আন্
ঠাট্টা বিদ্রোপ করে যে, এই কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সে আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ

اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ

আ-লিহাতিনা-লাওলা ~ আন্ ছোয়াবার্না-'আলাইহা-;অসাওফা ইয়া'লামূনা হীনা ইয়ারওনাল্ 'আযা-বা মান্
হতে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত, যদি আমরা দৃঢ় না থাকতাম। তারা যখন অচিরে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানবে

اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٣﴾ اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۙ

আদ্বোয়াল্লু সাবীলা-। ৪৩। আরয়াইতা মানিত্ তাখযা ইলা-হাহূ হাওয়া-হু; আফাআন্তা তাকূনু 'আলাইহি অকীলা-।
কে পথভ্রান্ত। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন নি' যে প্রবৃত্তিকে স্বীয় ইলাহ্ বানিয়েছে? তবুও কি তার কার্যনির্বাহক হবেন?

﴿٤٤﴾ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ

৪৪। আম্ তাহ্সাবু আন্না আক্ছারহুম্ ইয়াস্মা'উনা আও ইয়া'ক্বিলূন্; ইন্ হুম্ ইল্লা-কাল্ আন্'আ-মি বাল্
(৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে ও বুঝে? তারা তো একমাত্র চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তারা

هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٥﴾ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ

৪ ع ১০ ২ রুকু

হুম্ আদ্বোয়াল্লু সাবীলা-। ৪৫। আলাম্ তারা ইলা-রব্বিকা কাইফা মাদ্দাজ্ জিল্লা অলাও শা — য়া লাজ্বা'আলাহূ সা-কিনান্
আরও অধম! (৪৫) আপনার রব কিভাবে ছায়া বিস্তার করেন, আপনি কি দেখেন নি? ইচ্ছা করলে স্থির রাখতে পারেন,

আয়াত-৪৩ঃ এ আয়াতে ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (কুরতবী)
আয়াত-৪৫ঃ রোদ ও ছায়া দুটি নেয়ামত যা ছাড়া মনুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রোদ থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য ভীষণ বিপদ হত। পক্ষান্তরে সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রোদ না থাকলে মানুষের স্বাস্থ্যও ঠিক থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা এ নেয়ামত দুটি সৃষ্টি করে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে মানুষকে অন্তঃচক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু এ কথাও ভাব যে, সূর্যকে এত উজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং এর গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে নিয়ন্ত্রিত রাখল? (মাঃ কোঃ)

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٦﴾ ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ

ছুম্মা জ্বা'আল্নাশ্ শাম্সা 'আলাইহি দালীলা-। ৪৬। ছুম্মা ক্বাবাদ্না-হু ইলাইনা-ক্ববদোয়াইঁ ইয়াসীর- ।৪৭। অ হুওয়া ল্লাযী জ্বা'আলা
অনন্তর সূর্যকে তার নির্দেশক করেছি। (৪৬) পরে আমি তাকে আমার প্রতি ধীরে ধীরে সংকুচিত করেছি। (৪৭) আর তিনিই রাতকে

لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٨﴾ وَهُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ

লাকুমুল্লাইলা লিবা-সাঁও অন্নাওমা সুবা-তাঁও অজ্বা'আলান্ নাহা-র নুশূর-। ৪৮। অ হুওয়া ল্লাযী ~ আরসালার্
তোমাদের জন্য আবরণ, নিদ্রাকে দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য ও দিনকে জাগরণ থাকার সময় করলেন। (৪৮) তিনিই আপন

الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٩﴾ لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ

রিয়া-হা বুশ্রম্ বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহী অ আন্যাল্না-মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ত্বোয়াহূর-। ৪৯। লিনুহ্য়িইয়া বিহী
করুণার বৃষ্টি বর্ষনের পূর্বে সুখবররূপে বায়ু পাঠান; আকাশ থেকে পবিত্রকারী বৃষ্টি বর্ষণ করি। (৪৯) যাদ্বারা আমি মৃতবত ধরণীকে

بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ

বাল্দাতাম্ মাইতাঁও অ নুস্ক্বিয়াহূ মিম্মা-খালাক্ব্না ~ আন্'আ মাঁও অ আনা-সিয়্যা কাছীর-।৫০। অ লাক্বাদ্ ছোয়াররাফ্না-হু বাইনাহুম্
জীবিত করি এবং তা পান করাই আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে। (৫০) আর উপদেশ গ্রহণার্থে তাদের মাঝে তা

لِيَذَّكَّرُوا۟ ۖ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥١﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ

লিইয়ায্যাক্কারূ ফাআবা ~ আক্ছারুন্না-সি ইল্লা-কুফূর-।৫১। অলাও শি'না-লাবা'আছ্না- ফী কুল্লি ক্বরইয়াতিন
ছড়িয়ে দেই, যেন তারা; ভেবে দেখে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রতি এলাকায় সতর্ককারী

نَّذِيرًا ﴿٥٢﴾ ۖ فَلَا تُطِعِ الْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِى

নাযীর-। ৫২। ফালা-তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা অজ্বা-হিদ্হুম বিহী জ্বিহা-দান্ কাবীর-। ৫৩। অ হুওয়াল্লাযী
প্রেরণ করতাম।(৫২) সুতরাং আপনি কাফেরদেরকে মানবেন না, বরং তদ্দারা প্রবল সংগ্রাম করুন। (৫৩) এবং তিনিই

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

মারাজ্বাল্ বাহ্রাইনি হা-যা- 'আয্বুন্ ফুর-তুঁও অহা-যা-মিল্হুন্ উজ্বা-জুন্; অজ্বা'আলা- বাইনাহুমা-বার্যাখাঁও
দু সমুদ্রকে মিলিত ভাবে চালিত করেন, যার একটি মিষ্টি-তৃপ্তিকর, অন্যটি লবনাক্ত খর; উভয়ের মাঝে অন্তরায় ও ব্যবধান

وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٤﴾ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ط

অহিজ্বরম্ মাহ্জ্বূর-।৫৪। অহুঅল্লাযী খলাক্ব মিনাল্ মা — য়ি বাশারন্ ফাজ্বা'আলাহূ নাসাবাঁও অ ছিহ্র-;
রেখেছেন। (৫৪) এবং তিনিই মানুষকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তার বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন;

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٥﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ط

অ কা-না রব্বুকা ক্বদীর-। ৫৫। অ ইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়ান্ফা'উহুম্ অলা- ইয়াদ্বুর্রুহুম্;
আপনার রবই শক্তিশালী। (৫৫) তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসণা করে, যা না উপকার করে, আর না অপকার।

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٧﴾ قُلْ مَا

অকা-নাল কা-ফিরু 'আলা-রব্বিহী জোয়াহীর-। ৫৬। অমা ~ আর্সাল্না-কা ইল্লা-মুবাশ্শিরাঁও অনাযীর-। ৫৭। ক্বু-ল্ মা ~
আর কাফেররাতো রব-বিরোধী।(৫৬) আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই। (৫৭) বলুন, আমি

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٨﴾ وَ

আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্রিন্ ইল্লা-মান্ শা —য়া আইঁ ইয়াত্তাখিয ইলা-রব্বিহী সাবীলা-। ৫৮। অ
তোমাদের কাছে এর প্রতিদানের আশাকরি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আর

تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্ হাইয়িল্লাযী লা-ইয়ামূতু অসাব্বিহ, বিহাম্দিহ্; অকাফা-বিহী বিযুনূবি ই'বাদিহী
তুমি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন সত্ত্বায় নির্ভর কর, তাঁর স্ব-প্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর, তাঁর বান্দার পাপসমূহ সংরক্ষণে তিনিই

خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

খাবীর-। ৫৯। নিল্লাযী খলাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অলআর্দোয়া অমা- বাইনাহুমা- ফী সিত্তাতি আইয়্যা- মিন্ ছুম্মাস্
যথেষ্ট। (৫৯) তিনি আকাশ মণ্ডলী ও যমীনে তার মধ্যর্বতী সব কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করলেন, তারপর আরশে অধিষ্ঠিত হন;

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

তাওয়া 'আলাল্ 'আর্শি আর্রহ্মা-নু ফাস্য়াল্ বিহী খবীর-। ৬০। অইযা ক্বীলা লাহুমুস্ জু-দূ
তিনি পরম করুণাময়, তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞদেরকে প্রশ্ন করুন। (৬০) যখন তাদের বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর।

সেজদা

لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩

লির্রহ্মা-নি ক্বা-লূ অমার্ রহ্মানু আনাস্জু-দু লিমা-তা''মুরুনা-অযা-দাহুম্ নুফূর-।
তখন তারা বলে, রহ্মান আবার কে? তুমি নির্দেশ দিলেই কি আমরা সিজদা করব? এতে তাদের বিমুখতা আরো বৃদ্ধি পায়

﴿٦١﴾ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

৬১। তাবা-রকাল্লাযী জ্বা'আলা ফি স্ সামা — য়ি বুরূজাঁও অ জ্বা'আলা ফীহা-সিরা-জাঁও অক্বমারম্ মুনীর-।
(৬১) মহান সত্বাই আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, এবং তাতে প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র স্থাপন করেছেন।

﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

৬২। অহুওয়াল্লাযী জ্বা'আলাল্ লাইলা অন্নাহা-র খিল্ফাতাল্ লিমান্ আর-দা আইঁ ইয়ায্যাক্কার আও আর-দা শুকূর-।
(৬২) তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে সৃষ্টি করলেন; যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য।

মোনযিল-৪ সিপারাহ-১৯ রুকু ৫/১৬/৩

আয়াত-৫৬ ঃ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত প্রদান করি। আল্লাহর বিধি-বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে ইহ -পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। আমি এই শ্রমের কোন বিনিময় তোমাদের নিকট আশা করি না। ছহীহ্ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ অনুযায়ী সৎ কাজ করে, এ সৎ কাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরাপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয় সেও পাবে। (তাফঃ মাযঃ) আয়াত-৬০ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য এদের মাধ্যমে দিন-রাতের পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল তথা সমগ্র সৃষ্ট জগত এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো হতে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভে সক্ষম হতে পারে। (মাঃ কোঃ)

﴿٦٣﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ

৬৩। অ ই'বা-দুর রহ্মা-নিল্ লাযীনা ইয়াম্শূনা 'আলাল্ আরদ্বি হাওনাঁও অইযা- খা-ত্বোয়াবাহুমুল্ জ্বা-হিলূনা

(৬৩) দয়াময়ের বান্দা তারাই যারা যমীনে নম্রভাবে চলাফেরা করে; যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন

قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٥﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

ক্ব-লূ সালামা-। ৬৪। অল্লাযীনা ইয়াবীতূনা লিরব্বিহিম্ সুজ্জ্বাদাঁও অক্বিয়ামা-। ৬৫। অল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা

শান্তিসূচক কথা বলে। (৬৪) তারা তাদের রবের সম্মুখে সিজদায় ও দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে। (৬৫) এবং বলে,

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٦﴾ اِنَّهَا سَاءَتْ

রব্বানাছ্ রিফ্ 'আন্না-'আযা-বা জ্বাহান্নামা ইন্না 'আযা-বাহা-কা-না গরা-মা-। ৬৬। ইন্নাহা-সা — য়াত্

হে আমাদের রব! আমাদের থেকে দোযখের শাস্তি দূরে রাখুন, তার শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ করে।(৬৬) নিশ্চয়ই তা অতি নিকৃষ্ট

مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ

মুস্তাক্বররাঁও অমুক্ব-মা -। ৬৭। অল্লাযীনা ইযা ~ 'আন্ফাক্বূলাম্ ইয়ুস্রিফূ অলাম্ ইয়াক্বতুরূ অকা-না বাইনা

বিশ্রামাগার ও আবাস। (৬৭) আর যখন তারা ব্যয় করে তখন না অপব্যয় করে, আর না কার্পণ্য করে; তারা মধ্যম

ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ

যা-লিকা ক্বওয়া-মা-। ৬৮। অল্লাযীনা লা-ইয়াদ্ 'ঊনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর অলা-ইয়াক্বতুলূ নান্ নাফ্সাল্লাতী

পন্থা অবলম্বন করে। (৬৮) আর তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহর ইবাদত করে না। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ আত্মাকে

حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٩﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ

হার্রমাল্লা-হু ইল্লা-বিল্হাক্ব্ক্বি অলা-ইয়াযনূনা অমাই ইঁয়াফ্আল্ যা-লিকা ইয়াল্ক্ব আছা-মা-।৬৯। ইয়ুদ্বোয়া'আফ্ লাহুল্

তারা যথার্থতা ছাড়া হত্যা করে না; তারা যেনা করে না; আর যে এগুলো করল সে শাস্তি পাবে। (৬৯) পরকালে তার শাস্তি

الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٧٠﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا

'আযা-বু ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অইয়াখ্লুদ্ ফীহি মুহা-না-। ৭০। ইল্লা-মান্ তা-বা অ আ-মানা অ 'আমিলা আমাল্সান্

দ্বিগুণ করা হবে, সেখানে সে হীনভাবে অনন্ত কাল থাকবে; (৭০) তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে,

صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧١﴾ وَ

ছোয়া-লিহান্ ফাউলা — য়িকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লা-হু সাইয়িয়া-তিহিম্ হাসানা-ত্; অকা-নাল্লা-হু গফূরর রহীমা-। ৭১। অ

আল্লাহ তাদের গুনাহ সমূহকে তাদের পূণ্যের দ্বারা বদল করে দেবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) এবং

مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ

মান্ তা-বা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফাইন্নাহূ ইয়াতূবু ইলাল্লা-হি মাতা-বা-। ৭২। অল্লাযীনা লা-ইয়াশ্হাদূনায্

যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকাজ করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।(৭২) আর তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং নিরর্থক

الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿۷۲﴾ وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ

যূরা অইযা-মার্রূ বিল্লাগ্ওয়ি মার্রূ কির-মা-।৭৩। অল্লাযীনা ইযা- যুক্কিরূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম লাম

কার্যকে মর্যাদার সাথে পরিহার করে চলে। (৭৩) আর তাদেরকে তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি

يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا ﴿۷۳﴾ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ

ইয়াখির্রূ 'আলাইহা- ছুম্মাঁও অ 'উম্ইয়া-না-। ৭৪। অল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা রব্বানা-হাব্লানা-মিন্ আয্ওয়া-জ্বিনা-অ

বধির ও অন্ধের মত ঝুঁকে পড়ে না।(৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা

ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا

যুর্রিয়্যা-তিনা-ক্বুর্রতা আ'ইয়ুনিঁও অজ্'আল্না-লিল্মুত্তাক্বীনা ইমা-মা-। ৭৫। উলা — য়িকা ইয়ুজ্ যাওনাল্ গুরফাতা বিমা-ছোয়াবারূ

চোখ-জুড়ানো হয়, আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও। (৭৫) ধৈর্যের কারণে তাদেরকে কক্ষ দেয়া হবে, এবং সেখানে

وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ﴿۷۵﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

অইয়ুলাক্ক্বাওনা ফীহা–তাহিয়্যাতাঁও অসালা-মা-। ৭৬। খ-লিদীনা ফীহা-; হাসুনাত্ মুস্তাক্বর্রাঁও অমুক্বা-মা-।

তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে ও সালাম প্রাপ্ত হবে। (৭৬) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, তা কত উত্তম বসতি ও বিশ্রামাগার।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿۷۷﴾

৭৭। ক্বুল্ মা- ইয়া'বায়ু বিকুম্ রব্বি লাওলা-দু'আ — য়ুকুম্ ফাক্বদ্ কায্যাব্তুম্ ফাসাওফা ইয়াকূনু লিযা-মা-।

(৭৭) বলুন, রবকে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না; তোমরা অস্বীকার করেছে, তাই অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য বিপদ।

রুকু ৪ / ৬ এক চতুর্থাংশ

সূরা শু'আরা- মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২২৭
রুকূ ঃ ১১

طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا

১। ত্বোয়া-সী — ম্মী — ম্। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন্। ৩। লা'আল্লাকা বা-খি'উন্ নাফ্সাকা আল্লা-ইয়াকূনূ

(১) ত্বোয়া সীন মীম। (২) এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা মু'মিন না হওয়ায় সম্ভবতঃ নিজের জীবন বিসর্জন

مُؤْمِنِيْنَ ﴿۳﴾ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ

মু''মিনীন্। ৪। ইন্ নাশা'' নুনায্যিল্ 'আলাইহিম্ মিনাস্ সামা — য়ি আ-ইয়াতান্ ফাজোয়াল্লাত্ 'আনা-ক্বুহুম্ লাহা-খ-দ্বি'ঈন্।

দেবেন।(৪) আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে আকাশ হতে তাদের উপর নিদর্শন নাযিল করতাম, যাতে তাদের ঘাড় বিনীত হয়।

মঞ্জিল ৫

আয়াত-৩ ঃ অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! স্ব-জাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হবে না। এ হতে জানা গেল যে, যার ভাগ্যে ঈমান নেই-কোন কাফের সম্পর্কে এরূপ জানার পরও তার নিকট দ্বীন প্রচার করতে হবে। মানুষকে দ্বীন হতে বিমুখ হতে দেখে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর বেশি দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৪ঃ এখানে "আ'নাকহুম" অর্থ- তাদের গ্রীবা বা গর্দান। কেননা, নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গ্রীবায় প্রকাশ পায়। (মাঃ কোঃ) ৩। বরং আল্লাহ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করে থাকে। মোটকথা, আল্লাহর সাথে শরীক করা নবুওয়াতের অবিশ্বাস করার চেয়েও অধিক নিন্দনীয়। শত্রুতা মুলক মনোভাব তাদের প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়েছে। (বঃ কোঃ)

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝٥ فَقَدْ

৫। অমা-ইয়া'’তীহিম্ মিন্ যিক্‌রিম্ মিনার্ রহ্‌মা-নি মুহ্‌দাছিন্ ইল্লা-কা-নূ 'আন্‌হু মু'রিদ্বীন্। ৬। ফাক্বদ্
(৫) যখনই তাদের কাছে দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা মুখ ফিরায়। (৬) অতঃপর তারা

كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٦ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ

কায্‌যাবূ ফাসাইয়া'’তী হিম্ আম্‌বা — য়ু মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৭। আওয়ালাম্ ইয়ারাও ইলাল্ আরদ্বি কাম্
মিথ্যারোপ করে, তাদের ঠাট্টার বিষয়ের প্রকৃত বার্তা শীঘ্রই আসবে। (৭) তারা কি যমীনের দিকে তাকায় না? তাতে আমি

أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨

আম্‌বাত্‌না-ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজ্বিন্ কারীম্। ৮। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা- কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন্।
প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বস্তু উৎপন্ন করেছি। (৮) নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শন আছে, তাদের অধিকাংশই তা বিশ্বাস করে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ

৯। অ ইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ১০। অ ইয্ না-দা- রব্বুকা মূসা ~ আনি'’তিল্
(৯) আর নিশ্চয়ই আপনার রবই বিজয়ী, দয়ালু।(১০) আর যখন রব মূসাকে আহ্বান করে বললেন যে, 'জালিম সম্প্রদায়ের

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن

ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমী ন্। ১১। ক্বওমা ফির্'আউন্; আলা-ইয়াত্তাক্বূন্। ১২। ক্ব-লা রব্বি ইন্নী ~ আখ-ফু আইঁ
নিকট গমন কর, (১১) ফেরাউনের জাতীর কাছে; তারা কি ভয় করে না? (১২) বলল, হে আমার রব! ভয় হয় যে,

يُكَذِّبُونِ ۝١٢ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝١٣

ইয়ুকায্‌যিবূন্।১৩। অ ইয়াদ্বীক্ব ছোয়াদ্‌রী অলা-ইয়ান্‌ত্বোয়ালিক্ব লিসা-নী ফাআর্‌সিল্ ইলা-হা-রূন্।
আমাকে অস্বীকার করবে। (১৩) আমার মন সংকুচিত হবে, আমার জিহ্বা চলবে না, অতএব হারূনকেও রাসূল করুন।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۝١٤ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم

১৪। অলাহুম্ 'আলাইয়্যা যাম্‌বুন্ ফাআখা-ফু আইঁ ইয়াক্ব্‌তুলূন্।১৫। ক্ব-লা কাল্লা-ফায্‌হাবা-বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইন্না-মা'আকুম্
(১৪) আমি অভিযুক্ত, ভয় করি যে, আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ বললেন, কখনও না; উভয়েই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও;

مُّسْتَمِعُونَ ۝١٥ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦ أَنْ أَرْسِلْ

মুস্‌তামি'উন্। ১৬। ফা'’তিয়া-ফির্'আউনা ফাক্বূলা ~ ইন্না-রাসূলু রব্বিল্ 'আ-লামীন্।১৭। আন্ আর্‌সিল্
আমি সাথে শ্রোতারূপে আছি।(১৬) ফেরাউনের কাছে যাও, বল, আমরা উভয়েই বিশ্ব-রবের রাসূল। (১৭) বণী ইসরাঈলকে

مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ

মা'আনা-বানী ~ ইসর — ঈল্। ১৮। ক্ব-লা আলাম্ নুরব্বিকা ফীনা অলীদাঁও অলাবিছ্‌তা ফীনা-মিন্ 'উমুরিকা
আমাদের সাথে গমন করতে দাও। (১৮) বলল, তোমাকে কি শৈশবে পালন করি নি? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর

১ ع ৯ ৫ রুকু

سِنِيْنَ ۝١٩ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٠ قَالَ

সিনীন্ । ১৯ । অ ফা'আল্তা ফা'লাতাকাল্ লাতী ফা'আল্তা অ আন্তা মিনাল্ কা-ফিরীন্ । ২০ । ক্বা-লা

আমাদের সঙ্গে অতিবাহিত করছে ।(১৯) তুমি তোমার অপকর্ম যা করার তা-ই করেছ, তুমি অকৃতজ্ঞ । (২০)(মূসা ফেরাউন) কে বলল,

فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝٢١ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ

ফা'আল্তুহা ~ ইযাঁও অ আনা মিনাদ্ব্ দ্বোয়া — ল্লীন্ । ২১ । ফাফারর্তু মিন্কুম্ লাম্মা -খিফ্তুকুম্ ফাওয়াহাবা লী

আমি বিভ্রান্ত অবস্থায় তা করেছি । (২১) তারপর আমি যখন ভীত হলাম তখনই পলায়ন করলাম; অতঃপর আমার

رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٢٢ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ

রব্বী হুক্মাঁও অজ্বা'আলানী মিনাল্ মুর্সালীন্ । ২২ । অতিল্কা নি'মাতুন্ তামুন্নু হা-'আলাইয়্যা আন্ 'আব্বাত্তা

রব আমাকে বিশেষ জ্ঞান প্রদান করলেন, আমাকে রাসূল বানালেন ।(২২) যে অনুগ্রহের খোটা তোমরা আমাকে দিচ্ছ তা হল,

بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝٢٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٤ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ

বানী ~ ইসর — ঈল্ । ২৩ । ক্বা-লা ফির্'আউনু অমা-রব্বুল্ 'আ-লামীন্ । ২৪ । ক্বা-লা রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি

তুমি বণী ইস্রাঈলকে দাস বানিয়েছ ।(২৩) ফিরাউন (মূসাকে) বলল, বিশ্ব রব আবার কি?(২৪) মূসা বলল, যিনি আকাশ মণ্ডলী ও

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝٢٥ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ *

অল্ আর্দ্বি অমা-বাইনাহুমা-; ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন্ । ২৫ । ক্বা-লা লিমান্ হাওলাহূ ~ আলা-তাস্তামি'উন্ ।

পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থিত সব কিছুর রব । যদি তোমরা বিশ্বাস কর ।(২৫) ফেরাউন তার পরিষদকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা শুনছ কি?

۝٢٦ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٢٧ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ

২৬ । ক্বা-লা রব্বুকুম্ অরব্বু আ-বা — য়িকুমুল্ আউওয়ালীন্ । ২৭ । ক্বা-লা ইন্না রাসূলাকুমু ল্লাযী ~ উর্সিলা

(২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের রব ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরও রব ।(২৭) (ফেরাউন) বলল, তোমাদের

اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝٢٨ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ

ইলাইকুম্ লামাজ্নূন্ । ২৮ । ক্বা-লা রব্বুল্ মাশ্রিক্বি অল্ মাগ্রিবি অমা-বাইনাহুমা-; ইন্ কুন্তুম্

কাছে প্রেরিত রাসূলটি পাগল । (২৮) মূসা বলল, আল্লাহ পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর রব, যদি তোমরা

تَعْقِلُوْنَ ۝٢٩ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ *

তা'ক্বিলূন্ । ২৯ । ক্বা-লা লায়িনি ত্তাখায্তা ইলা-হান্ গইরী লাআজ্ব্'আলান্নাকা মিনাল্ মাস্জূনীন্ ।

বুঝ । (২৯) ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানাও, তবে তোমাকে আমি কারারুদ্ধ করব ।

আয়াত-২৩ ঃ টীকা ঃ (১) এ আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়; কেননা, ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। মূসা (আঃ) স্বরূপ বর্ণনা না করে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অবাস্তব। (তাফঃ রূঃ মাঃ) আয়াত-৩১ ঃ অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর যখন ফেরাউনের দিকে হা করে মুখ বাড়াল, তখন ফেরাউন সিংহাসন হতে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আঃ) এর স্মরণাপন্ন হল, আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মারা গেল। (তাফঃ কঃ, মাঃ কোঃ)

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩০। ক্ব-লা আওয়ালাও জ্বি'তুকা বিশাইয়িম্ মুবীন্। ৩১। ক্ব-লা ফা'তি বিহী ~ ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্।
(৩০) মূসা বলল, তোমার কাছে যদি স্পষ্ট কিছু আনি, তবুও ? (৩১) ফেরাউন বলল, সত্যবাদী হলে আন।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ

৩২। ফা আল্‌ক্বা- 'আছোয়া-হু ফাইযা-হিয়া ছু'বানুম্ মুবীন্। ৩৩। অনাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা-হিয়া বাইদ্বোয়া — য়ু
(৩২) অতঃপর মূসা লাঠি নিক্ষেপ করলে তখনই স্পষ্ট অজগর হল। (৩৩) এবং হাত বের করল, তা দর্শকদের জন্য

২
২৪
৬
রুকু

لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ

লিন্না-জিরীন্। ৩৪। ক্ব-লা লিল্‌মালায়ি হাওলাহূ ~ ইন্না হা-যা-লাসা-হিরুন্ 'আলীম্। ৩৫। ইয়ুরীদু আই ইয়ুখ্ রিজাকুম্
শুভোজ্জ্বল হল। (৩৪) ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, এ-তো সুদক্ষ যাদুকর। (৩৫) সে তার যাদু দিয়ে তোমাদেরকে

مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي

মিন্ আরদ্বিকুম্ বিসিহ্‌রিহী ফামা-যা- তা''মুরূন্। ৩৬। ক্ব-লূ ~ আর্‌জ্বিহ্ অআখ- হু ওয়াব্'আছ্ ফিল্
দেশান্তর করতে চায়, তোমাদের অভিমত কি? (৩৬) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং আর

الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ

মাদা — য়িনি হা-শিরীন্। ৩৭। ইয়া''তূকা বিকুল্লি সাহ্‌হা-রিন্ 'আলীম্। ৩৮। ফাজুমি'আস্ সাহারাতু লিমীক্ব -তি
শহরে দূত পাঠাও।(৩৭) যেন সুদক্ষ যাদুকর নিয়ে আসে। (৩৮)(দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত) যাদুকরদেরকে সমবেত করা হল

يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ

ইয়াওমিম্ মা'লূম্। ৩৯। অক্বীলা লিন্না-সি হাল্ আন্‌তুম্ মুজ্‌তামি'উন্। ৪০। লা'আল্লানা-নাত্তাবি'উস্
নির্দিষ্ট সময়ে এক নির্ধারিত দিনে। (৩৯) আর লোকদেরকে বলা হল, তোমরা একত্রিত হবে কি? (৪০) যেন আমরা

السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا

সাহারতা ইন্ কা-নূ হুমুল্ গলিবীন্। ৪১। ফালাম্মা- জ্বা — য়াস্ সাহারতু ক্ব-লূ লিফির্'আউনা আয়িন্না লানা-
যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।(৪১) তারপর যাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, বিজয়ী হলে

لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ

লাআজ্‌রন্ ইন্ কুন্না -নাহ্‌নুল্ গ-লিবীন্।৪২। ক্ব-লা না'আম্ অ ইন্নাকুম্ ইযা ল্লামিনাল্ মুক্বার্‌রাবীন্। ৪৩। ক্ব-লা
আমাদের জন্য পুরস্কার আছে তো? (৪২) বলল, হাঁ,তোমরা তখন আমার ঘনিষ্ট লোক হবে। (৪৩) মূসা তাদেরকে বলল,

لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ

লাহুম্ মূসা ~ আল্‌ক্বূ মা ~ আন্‌তুম্ মুল্‌ক্বূন্। ৪৪। ফাআল্‌ক্বও হিবা-লাহুম্ অ ইছিয়্যাহুম্ অক্ব-লূ বি'ইয্‌যাতি
তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা কর। (৪৪) তারপর তারা রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করে বলল, ফেরাউনের ইয্‌যতের শপথ!

فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ

ফির্'আওনা ইন্না লানাহ্নুল্ গলিবূন্। ৪৫। ফা আল্ক্বা-মূসা-'আছোয়া-হু ফাইযা-হিয়া তাল্ক্বফু মা-ইয়া''ফিকূন্।
নিশ্চয়ই আমরাই বিজয়ী হ'ব। (৪৫) অতঃপর মূসা স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলে তাদের অলীক বস্তুগুলো সব গিলে ফেলে।

﴿٤٦﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٧﴾ قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٨﴾ رَبِّ مُوْسٰى

৪৬। ফাউল্ক্বিয়াস্ সাহারতু সা-জ্বিদীন্। ৪৭। ক্বা-লূ ~ আ-মান্না- বিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৪৮। রব্বি মূসা-
(৪৬) তখন যাদুকররা সবাই সিজদায় পড়ে গেল।(৪৭) এবং বলল, বিশ্ব-রবের প্রতি আমরা ঈমান আনলাম। (৪৮) যিনি মূসা

وَهٰرُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ

অহা-রূন্। ৪৯। ক্বা-লা আ-মান্তুম্ লাহূ ক্বব্লা আন্ আ-যানা লাকুম্ ইন্নাহূ লাকাবীরুকুমুল্লাযী 'আল্লামা কুমুস্
ও হারূনের রব। (৪৯) ফেরাউন বলল, অনুমতির পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? এ ব্যক্তি তো তোমাদের বড়

السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ

সিহ্র ফালাসাওফা তা'লামূন্; লাউক্বত্তি'আন্না আইদিয়াকুম্ অআরজুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিঁও অলা-উছোয়াল্লিবান্নাকুম্
যাদু শিক্ষক। শীঘ্রই এর পরিণাম বুঝবে। অবশ্যই আমি তোমাদের হাত, পা, বিপরীতভাবে কাটব, আর তোমাদের

أَجْمَعِيْنَ ﴿٥٠﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥١﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ

আজ্ব্মা'ঈন্। ৫০। ক্বা-লূ লা-দ্বোয়াইর ইন্না ~ইলা-রব্বিনা- মুন্ক্বালিবূন্। ৫১। ইন্না-নাত্ব্মা'উ আইঁ
সবাইকে আমি শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, তাতে ক্ষতি নেই, রবের কাছেই তো যাব। (৫১) আমরা আশা করি, রব

৩ ع ১৪ ৭ রুকু

يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ أَنْ كُنَّآ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰى أَنْ أَسْرِ

ইয়াগ্ফির লানা-রব্বুনা-খত্বোয়া-ইয়া-না ~ আন্ কুন্না ~ আউওয়ালাল্ মু'মিনীন্। ৫২। অ আওহাইনা ~ ইলা-মূসা ~ আন্ আস্রি
আমাদের পাপ মার্জনা করবেন, কেননা আমরা প্রথম মুমিন। (৫২) আর আমি মূসাকে অহী করলাম যে, রাতে আমার

بِعِبَادِيْٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ

বি'ইবা-দী ~ইন্নাকুম্ মুত্তাবা'উন্।৫৩।ফাআর্সালা ফির্'আউনু ফিল্ মাদা — য়িনি হা-শিরীন্। ৫৪। ইন্না
বান্দাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়, তোমরা অনুসৃত হবে। (৫৩) ফেরাউন শহরে লোক সংগ্রহে পাঠাল যে, (৫৪) নিশ্চয়ই

هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَإِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ

হা ~ উলা — য়ি লাশির্যিমাতুন্ ক্বালীলূন্। ৫৫। অইন্নাহুম্ লানা-লাগ — য়িজূন্। ৫৬। অইন্না-লাজামী'উন্ হা-যিরূন্।
এরা তো ক্ষুদ্র দল। (৫৫) এবং এরা তো আমাদেরকে ক্রোধান্বিত করেছে। (৫৬) আমরা সদা সতর্ক একটি দল।

আয়াত-৫২ ঃ এখানে মিসর ত্যাগের বৃত্তান্তই বর্ণনা করা হয়েছে। মূসা (আঃ) কোন উৎসবের কথা বলে ফিরাউন হতে অনুমতি নিয়ে বনী ঈসরাইলকে সপরিবারে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বনী ঈসরাইলেরা ফিরাউন সম্প্রদায় হতে এ উপলক্ষে অলঙ্কারাদিও ধার করে নিয়েছিল। ফিরাউন এ সংবাদ অবগত হয়ে ফিরাউন তার দলবলসহ তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং প্রত্যুষে লোহীত সাগরের তীরে এসে সাক্ষাৎ পেল। বনী ঈসরাইল তাদেরকে দেখে ভীত হল। হযরত মূসা (আঃ) তাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের সুরে বললেন, " আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।

فَأَخْرَجْنٰهُم مِّن جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَّكُنُوزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ ط

৫৭। ফাআখ্‌রজ্‌না-হুম্‌ মিন্‌ জান্নাতিঁও অ'উইয়ূন্‌। ৫৮। অ কুনূযিঁও অমাক্বা-মিন্‌ কারীম্‌। ৫৯। কাযা-লিক্‌;
(৫৭) বাগান ও ঝর্ণা হতে তাদেরকে (ফেরাউনের দলকে) বের করলাম, (৫৮) আর ধন-ভাণ্ডার ও সু-প্রাসাদ হতে। (৫৯) এভাবেই,

وَأَوْرَثْنٰهَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَآءَ

অআওরছ্‌না-হা-বানী ~ইস্‌রা —ঈল্‌। ৬০। ফাআত্‌বা'উহুম্‌ মুশ্‌রিক্বীন্‌। ৬১। ফালাম্মা-তারা —য়াল্‌
বণী ইস্রাঈলকে মালিক করলাম। (৬০) সূর্যোদয়কালে তারা অনুসরণ করল। (৬১) উভয়ে পরস্পরকে দেখলে মূসার

الْجَمْعٰنِ قَالَ أَصْحٰبُ مُوسٰىٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ج إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

জাম্‌'আ-নি ক্বা-লা আছ্‌হা-বু মূসা ~ ইন্না-লামুদ্‌রাকূন্‌। ৬২। ক্বা-লা কাল্লা-ইন্না মা'ইয়া রব্বী সাইয়াহ্‌দীন্‌।
সাথীরা বলল, নিশ্চয়ই আমরা ধৃত হব।(৬২) মূসা বলল, কখনো না, আমাদের রব আমাদের সাথে আছেন, পথ দেখাবেন

﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوسٰىٓ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ

৬৩। ফাআওহাইনা ~ ইলা-মূসা ~ আনিদ্ব্‌ রিব্‌ বি'আছোয়া-কাল্‌ বাহ্‌র; ফান্‌ফালাক্ব ফাকা-না কুল্লু
(৬৩) অতঃপর আমি মূসার কাছে নির্দেশ প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর, বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক

فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْأٰخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسٰى وَمَن مَّعَهُ

ফির্‌ক্বিন্‌ কাত্তোয়াওদিল্‌ 'আজীম্‌। ৬৪। অ আয্‌লাফ্‌না ছাম্মাল্‌ আ-খরীন্‌। ৬৫। অআন্‌জাইনা-মূসা-অমাম্মা'আহূ ~
অংশ বিশাল বড় পাহাড় সাদৃশ হল; (৬৪) আর সেখানে অন্যদলকে পৌঁছেদিলাম। (৬৫) মূসা ও তার সকল সঙ্গীকে

أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأٰخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَأٰيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞

আজ্‌মা'ঈন্‌। ৬৬। ছুম্মা আগ্‌রক্বনাল্‌ আ-খরীন্‌। ৬৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্‌; অমা-কা-না আক্‌ছারুহুম্‌ মু''মিনীন্‌।
মুক্তি দিলাম। (৬৬) অন্য দলকে নিমজ্জিত করলাম। (৬৭) এতে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু অধিকাংশই তাতে বিশ্বাসী নয়।

ওয়াক্‌ফে লাযেম ৪ ع ১২ ৮ রুকু

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

৬৮। অ ইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্‌ 'আযীযুর রহীম্‌। ৬৯। অত্‌লু 'আলাইহিম্‌ নাবায়া ইব্রা-হীম্‌। ৭০। ইয্‌ ক্বা-লা লিআবীহি
(৬৮) আর নিশ্চয়ই আপনার রব পরাক্রমশালী, দয়ালু। (৬৯) তাদেরকে ইব্রাহীমের বিবরণ শুনান। (৭০) যখন সে তার পিতা

وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ

অক্বাওমিহী মা-তা'বুদূন্‌।৭১। ক্বা-লূ না'বুদু আছ্‌না- মান্‌ ফানাজোয়াল্লু লাহা-'আ-কিফীন্‌।৭২। ক্বা-লা-হাল্‌
ও জাতিকে বলল, তোমারা কিসের পূজা কর? (৭১) তারা বলল, প্রতিমার পূজা করি, একনিষ্ঠভাবে এদের আকড়ে ধরি। (৭২) বলল, তাদের

يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَآ أٰبَآءَنَا

ইয়াসমা'উনাকুম ইয্‌ তাদ্‌'উন্‌।৭৩। আও ইয়ানফা'উনাকুম্‌ আও ইয়াদ্বুর্‌রূন্‌।৭৪। ক্বা-লূ কাল্‌ অজ্বাদ্‌না ~ আ-বা — য়ানা-
যখন ডাক তখন কি তারা তোমাদের ডাক শোনে? (৭৩) বা উপকার অথবা অপকার করে? (৭৪) বলল, বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরএরূপ

كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ

কাযা-লিকা ইয়াফ্'আলূন্ ।৭৫। ক্বা-লা আফারায়াইতুম্ মা-কুন্তুম্ তা'বুদূন্। ৭৬। আন্তুম্ অ আ-বা — য়ুকুমুল্
করতে দেখেছি। (৭৫) ইব্রাহীম বলল, তোমারা কি তোমাদের উপাস্য সম্পর্কে ভেবেছ। (৭৬) তোমরা ও তোমাদের পূর্ব

الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٨﴾ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ

আক্বদামূন্ ।৭৭। ফাইন্নাহুম্ আ'দুওয়ুল্লী ~ ইল্লা-রব্বাল্ 'আ-লামীন্। ৭৮। আল্লাযী খলাক্বনী ফাহুওয়া
পুরুষেরা? (৭৭) বিশ্ব-রব ছাড়া এরা সবই আমার শত্রু। (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন

يَهْدِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيْ

ইয়াহ্দীন্। ৭৯। অল্লাযী হুওয়া ইয়ুত্ব্'ইমুনী অইয়াস্ক্বীন্। ৮০। অ ইযা-মারিদ্বতু ফাহুওয়া ইয়াশ্ফীন্। ৮১। অল্লাযী
করাবেন। (৭৯) আর তিনিই আমাকে পানাহার করান। (৮০) আর আমি যখন অসুস্থ হই, তিনিই তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন। (৮১) তিনিই

يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ

ইয়ুমীতুনী ছুম্মা ইয়ুহ্য়ীন্। ৮২। অল্লাযী ~ আত্ব্মাউ' আইঁ ইয়াগ্ফিরালী খাতী — আতী ইয়াওমাদ দীন্।
মৃত্যু দেন, অতঃপর তিনিই পুনঃ জীবিত করবেন। (৮২) এবং আমি আশা করি পরকালে আমার পাপ ক্ষমা করবেন।

﴿٨٣﴾ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي

৮৩। রব্বি হাব্লী হুক্মাঁও অআল্হিক্নী বিছ্ছো-লিহীন্। ৮৪। অজ্ব 'আল্লী লিসা-না ছিদ্ক্বিন্ ফিল্
(৮৩) হে আমার রব! আমাকে জ্ঞান দাও, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (৮৪) এবং আমাকে সত্যভাষী কর অন্যদের

الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٦﴾ وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ

আ-খিরীন্। ৮৫। অজ্ব'আল্নী মিঁও অরছাতি জ্বান্নাতিন্ না'ঈম্। ৮৬। অগ্ফির্ লিআবী ~ ইন্নাহূ কা-না মিনা দ্ব দ্বোয়া — লীন্।
মধ্যে। (৮৫) আমাকে সুখকর জান্নাতের অধিকারী বানাও। (৮৬) হে আমার রব! পিতাকে ক্ষমা কর, সে পথভ্রষ্ট ছিল।

﴿٨٧﴾ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٨﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٩﴾ اِلَّا

৮৭। অলা-তুখ্যিনী ইয়াওমা ইয়ুব্'আছূন্। ৮৮। ইয়াওমা লা-ইয়ান্ফা'উ মা-লুঁও অলা-বানূন্। ৮৯। ইল্লা-
(৮৭) তাকে পুনরুত্থান দিনে লাঞ্ছিত করো না। (৮৮) যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি উপকার দেবে না। (৮৯) হাঁ, যে

مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٩٠﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩١﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ

মান্ আতাল্লা-হা বিক্বল্বিন্ সালীম্। ৯০। অ উয্লিফাতিল্ জ্বান্নাতু লিল্মুত্তাক্বীন্। ৯১। অবুর্রিযাতিল্ জ্বাহীমু
আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ মন নিয়ে আসে। (৯০) সেদিন জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটতম হবে। (৯১) এবং জাহান্নাম বিভ্রান্তদের জন্য উন্মুক্ত

আয়াত-৮৪ ঃ অত্র আয়াতের অর্থ হল, হে আল্লাহ! আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতী অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণাবলী দিয়ে স্মরণ করে। এর আসল লক্ষ্য মনোপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দোয়া করা যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার পরকালের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের উৎসাহ জাগে এবং আমার পরও যেন মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। ইমাম গায্যালী (রঃ) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও মনোপ্রত তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। (১) নিজেকে বড় এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ না হয়ে পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্য হওয়া। (২) মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য হয়া চলবে না। (৩) তা অর্জনে কোন গুনাহ অথবা দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্য করা চলবে না। (ইবঃ কাঃ)

لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٣﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ

লিল্‌গ-ওয়ীন্। ৯২। অক্বীলা লাহুম্ আইনামা- কুন্‌তুম্ তা'বুদূন্ । ৯৩। মিন্ দূনিল্লা-হ্; হাল্ ইয়ান্‌ছুরূনাকুম্
করে দেয়া হবে। (৯২) আর তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের উপাস্যরা এখন কোথায়; (৯৩) আল্লাহ ছাড়া তারা কি তোমাদেরকে

اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٤﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٥﴾ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا

আও ইয়ান্‌তাছিরূন্। ৯৪। ফাকুব্‌কিবূ ফীহা হুম্ অল্ গ-যূন্। ৯৫। অ জুনূদু ইব্‌লীসা আজ্‌মা'উন্। ৯৬। ক্ব-লূ
সাহায্য করে, আর না তারা নিজেরা আত্মরক্ষায় সক্ষম?(৯৪) তাদেরকে ও ভ্রষ্টদেরকে তাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে। (৯৫) ইবলীসের

وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٨﴾ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ

অহুম্ ফীহা-ইয়াখ্‌তাছিমূন্। ৯৭। তাল্লা-হি ইন্ কুন্না-লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৯৮। ইয্ নুসাওয়্যী কুম্
পুরোবাহিনীকেও। (৯৬) তারা সেখানে তর্ক করে বলবে। (৯৭) আল্লাহর কসম! আমরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় ছিলাম,(৯৮) যখন তোমাদেরকে

بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٠٠﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ

বিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৯৯। অমা ~ আদ্বোয়াল্লানা ~ ইল্লাল্ মুজ্‌রিমূন্। ১০০। ফামা-লানা-মিন্ শা-ফি'ঈন্।
বিশ্ব রবের সমান মানতাম। (৯৯) এ পাপীরাই আমাদেরকে ভ্রান্ত করেছে। (১০০) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।

﴿١٠١﴾ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ اِنَّ فِيْ

১০১। অলা-ছোয়াদীক্বিন্ হামীম্। ১০২। ফালাও আন্না লানা-কার্‌রতান্ ফানাকূনা মিনাল্ মু'মিনীন্। ১০৩। ইন্না ফী
(১০১) এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই,(১০২) আমাদেরকে যদি পুনর্বার পাঠাত, তবে আমরা মু'মিন হতাম! (১০৩) অবশ্যই

ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

যা- লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আকছারুহুম্ মু''মিনীন্। ১০৪। অইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্।
তাতে আমার নিদর্শন আছে, তবে তারা অধিকাংশই তাতে বিশ্বাসী নয়।(১০৪) নিশ্চয়ই তাদের রব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

﴿١٠٥﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

১০৫। কায্‌যাবাত্ কাওমু নূহিনিল্ মুরসালীন্।১০৬। ইয্ ক্ব-লা লাহুম্ আখূহুম্ নূহুন্ আলা-তাত্তাকূন্ ।
(১০৫) নূহের সম্পদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করল। (১০৬) যখন তাদের ভাই নূহ বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না?

﴿١٠٧﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٩﴾ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

১০৭। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্। ১০৮। ফাত্তাকুল্লা-হা অআত্বী'উন্।১০৯। অমা ~ আস্‌য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্
(১০৭) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) আল্লাহকে ভয় কর,আর আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আর আমি এজন্য তোমাদের

اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١١﴾ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ

আজ্‌রিন্ ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- 'আলা -রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১১০। ফাত্তাকুল্লা-হা অআত্বী'উন্। ১১১। ক্ব-লূ ~ আনু'মিনু
কাছে প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান বিশ্ব-রবের নিকট। (১১০) আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে মান। (১১১) তারা বলল,

রুকু ৫ ৩৬ ৯

لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١٢﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٣﴾ اِنْ

লাকা অত্তাবা'আকাল্ আর্‌যালূন্ । ১১২ । ক্ব-লা অমা-'ইল্‌মী বিমা– কানূ ইয়া'মালূন্ । ১১৩ । ইন্

আমরা কি তোমাকে বিশ্বাস করব, ইতররাই তো করছে;(১১২) নূহ বলল, আমি জানি না, তারা যা করে ।(১১৩) যদি তোমরা

حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٥﴾ اِنْ اَنَا اِلَّا

হিসা-বু হুম্ ইল্লা-'আলা-রব্বী লাও তাশ্'উরূন্ । ১১৪ । অমা ~ আনা বিত্বোয়া-রিদিল্ মু'মিনীন্ । ১১৫ । ইন্ আনা ইল্লা-

বুঝতে যে, তোমাদের রবের কাছেই তাদের হিসেব । (১১৪) আমি মু'মিনদেরকে তাড়াতে পারি না । (১১৫) আমি তো শুধু স্পষ্ট

نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٦﴾ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٧﴾ قَالَ

নাযীরুম্ মুবীন্ । ১১৬ । ক্ব -লূ লায়িল্লাম্ তান্‌তাহি ইয়া-নূহু লাতাকূনান্না-মিনাল্ মার্‌জূমীন্ । ১১৭ । ক্ব-লা

সতর্ককারী ।(১১৬) তারা বলল, হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করা হবে ।(১১৭) নূহ বলল, হে আমার

رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٨﴾ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ

রব্বি ইন্না ক্বওমী কায্‌যাবূন্ । ১১৮ । ফাফ্‌তাহ্ বাইনী অবাইনাহুম্ ফাত্‌হাঁও অনাজ্জিনী অমাম্

রব!আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ।(১১৮) অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে মীমাংসা তুমি করে দাও, আমাকে ও

مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٢٠﴾ ثُمَّ

মা'ইয়া মিনাল্ মু''মিনীন্ । ১১৯ । ফাআন্‌জ্বাইনা-হু অমাম্ মা'আহূ ফিল্ ফুল্‌কিল্ মাশ্‌হূন্ । ১২০ । ছুম্মা

আমার মু'মিন সঙ্গীদেরকে রক্ষা কর । (১১৯) অতঃপর আমি তাকে ও সঙ্গীদেরকে বোঝাই নৌকায় রক্ষা করলাম ।(১২০) পরে

اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾ وَاِنَّ

আগ্‌রক্ব্‌না বা'দুল্ বাক্বীন্ । ১২১ । ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্‌ছারুহুম্ মু'মিনীন্ । ১২২ । অইন্না

অবশিষ্ট সবাইকে ডুবালাম । (১২১) অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে, তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয় । (১২২) আপনার

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٣﴾ كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ

রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্ । ১২৩ । কায্‌যাবাত্ 'আ-দুনিল্ মুরসালীন্ । ১২৪ । ইয্ ক্ব-লা লাহুম্

রব মহাপরাক্রমশালী, মহাদয়ালু । (১২৩) অস্বীকার করল আ'দ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে । (১২৪) যখন তাদের ভাই হূদ

اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٦﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞

আখূহুম্ হূদুন্ আলা-তাত্তাক্বূন্ । ১২৫ । ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্ । ১২৬ । ফাত্তাক্বু ল্লা-হা অ আত্বী'উন্ ।

বলল, সাবধান হবে না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল । (১২৬) আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর ।

ع ৬ ১৮ ১০ রুকু

টীকা ঃ (১) আয়াত-১১১ ঃ আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ মুশরিকদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নিচু শ্রেণীর লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের হয়ে তাদের সাথে কিভাবে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আঃ) এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করার এটিই ছিল প্রধান কারণ। নূহ (আঃ) বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক আভিজাত্য, ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁক-জমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয়। বরং সম্মান ও অপমান এবং ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের তরফ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলা চরম মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে অবগত নই। অতএব, প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্র, আমরা তার মিমাংসা করতে পারি না। (মাঃ কোঃ)

١٢٧ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ١٢٨ أَتَبْنُوْنَ

১২৭। অমা ~আস্আলুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ রিন্ ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা- আলা-রব্বিল 'আ-লামীন্। ১২৮। আতাবনূনা বিকুল্লি
(১২৭) আমি প্রতিদান তোমাদের নিকট চাইনা, প্রতিদান তো বিশ্ব রবের কাছে।(১২৮) তোমরা কি অযথা প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে

بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ١٢٩ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ١٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ

রী'ঈন্ আ-ইয়াতান্ তা'বাছূন্। ১২৯। অতাত্তাখিযূনা মাছোয়া-নি'আ লা'আল্লাকুম্ তাখ্লুদূন্। ১৩০। অইযা-বাত্বোয়াশ্তুম্
স্মৃতি তৈরি করছ?(১২৯) তোমরা বিরাট প্রসাদ তৈরি করছ চিরস্থায়ী হবে ভেবে।(১৩০) আর ধরলে অত্যাচারী হয়েই

بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ١٣١ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ١٣٢ وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ أَمَدَّكُمْ بِمَا

বাত্বোয়াশ্তুম্ জ্বাব্বা-রীন্। ১৩১। ফাত্তাক্বুল্লা-হা অ আত্বীউ'ন্। ১৩২। অত্তাক্বুল্লাযী ~ আমাদ্দাকুম্ বিমা-
ধরে থাক। (১৩১) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর আমাকে মান। (১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদের কে জানা বস্তু

تَعْلَمُوْنَ ١٣٣ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ١٣٤ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ١٣٥ إِنِّىْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ

তা'লামূন্। ১৩৩। আমাদ্দাকুম্ বিআন্'আ-মিঁও অবানীন্ ১৩৪। অ জ্বান্না-তিঁও অ 'উইয়ূন্। ১৩৫। ইন্নী ~ আখা-ফু 'আলাইকুম্
দ্বারা সাহায্য করেছেন।(১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন জন্তু আর সন্তান।(১৩৪) বাগান ও ঝর্ণা দিয়ে;(১৩৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ١٣٦ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ

'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্।১৩৬। ক্ব-লূ সাওয়া —য়ুন্ 'আলাইনা ~ আওয়া 'আজ্তা আম্ লাম্ তাকুম্ মিনাল্ ওয়া-'ইজীন্।
ব্যাপারে মহা-দিনের শাস্তির ভয় করি। (১৩৬) তারা বলল, তুমি তাদের উপদেশ দাও, আর না দাও, সবই সমান।

١٣٧ إِنْ هٰذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ١٣٩ فَكَذَّبُوْهُ

১৩৭। ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-খুলুক্বুল্ আউওয়ালীন্। ১৩৮। অমা-নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন্। ১৩৯। ফাকায্যাবূহু
(১৩৭) তুমি যা বলছ তা তো পূর্ববর্তীদের চরিত্র। (১৩৮) আর আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত নই। (১৩৯) অতঃপর তারা তাকে

فَأَهْلَكْنٰهُمْ ۗ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ١٤٠ وَإِنَّ رَبَّكَ

ফাআহ্লাক্না-হুম; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৪০। অইন্না রব্বাকা
প্রত্যাখ্যান করলে আমি ধ্বংস করলাম, এতে নিদর্শন আছে: কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।(১৪০) রবই পরাক্রমশালী;

৭
ع
১৮
১১
রুকু

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ١٤١ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ١٤٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ

লাহুয়াল্ 'আযী যুর্ রহীম্। ১৪১। কায্যাবাত্ ছামূদুল্ মুরসালীন্। ১৪২। ইয্ ক্ব-লা লাহুম্ আখূহুম্ ছোয়া-লিহুন্
দয়ালু। (১৪১) ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদের অস্বীকার করল। (১৪২) যখন তাদের ভাই ছালেহ্ বলল, তোমরা কি সাবধান

أَلَا تَتَّقُوْنَ ١٤٣ إِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ١٤٤ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ١٤٥ وَمَآ

আলা-তাত্তাক্বূন্। ১৪৩। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্। ১৪৪। ফাত্তাক্বুল্লা-হা-অআত্বী'উন্। ১৪৫। অমা ~
হবে না? (১৪৩) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) কাজেই ভয় কর আল্লাহকে আর আমাকে মান। (১৪৫) আর

أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٤٦﴾ أَتُتْرَكُونَ

আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ রিন্ ইন্ আজ্ রিয়া ইল্লা- আলা- রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১৪৬। আতুত্ রকূনা
আমি এরজন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদানের প্রত্যাশি নই, আমার প্রতিদান বিশ্ব-রবের কাছে। (১৪৬) এখানে কি

فِي مَا هٰهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٧﴾ فِي جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٨﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

ফী মা-হা-হুনা ~ আ-মিনীন্ ।১৪৭। ফী জান্না-তিওঁ অ উ'ইয়ূন্। ১৪৮। অ যুরূ 'ইওঁ অনাখ্লিন্ ত্বোয়াল্'উহা- হাদ্বীম্।
তোমাদেরকে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে? (১৪৭) বাগানে ও ঝর্ণাসমূহ, (১৪৮) শস্যক্ষেত্র ও গুচ্ছদার খেজুর বাগানে?

﴿١٤٩﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فٰرِهِينَ ﴿١٥٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥١﴾ وَلَا تُطِيعُوا

১৪৯। অ তান্হিতূনা মিনাল্ জিবা-লি বুইয়ূতান্ ফা-রিহীন্। ১৫০। ফাত্তাকু ল্লা-হা অআত্বী'উ ন্। ১৫১। অলা- তুত্বী'উ~
(১৪৯) তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পর্বত কেটে ঘর বানাচ্ছ। (১৫০) নিজেই আল্লাহকে ভয়কর, আমাকে মান। (১৫১) তোমরা

أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥٢﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٣﴾ قَالُوا

আম্রল্ মুস্রিফীন্। ১৫২। আল্লাযীনা ইয়ুফ্সিদূনা ফিল্ আর্দ্বি অলা-ইয়ুছ্লিহূন্। ১৫৩। ক্ব-লূ ~
সীমা লংঘণকারীদের নির্দেশ মেনো না।(১৫২) যারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কিন্তু সংশোধন করে না। (১৫৩) তারা বলল,

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٤﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ

ইন্নামা ~ আন্তা মিনাল্ মুসাহ্হারীন্। ১৫৪। মা ~ আন্তা ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুনা-ফা"তি বিআ-ইয়াতিন্ ইন্ কুন্তা
তোমাকে তো কেউ সাংঘাতিক যাদু করেছে।(১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই মানুষ, কাজেই কোন নিদর্শন পেশ কর যদি

مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٥٥﴾ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৫৫। ক্ব-লা হাযিহী না-ক্বাতুল্লাহা-শির্বুঁও অলাকুম্ শির্বু ইয়াওমিম্ মা'লূম্।
তুমি সত্যবাদী হও। (১৫৫) সালেহ বলল, এ উষ্ট্রীর পানি পানের পালা একদিন, আর তোমাদের একদিন নির্ধারিত।

﴿١٥٦﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٧﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا

১৫৬। অলা-তামাস্সূহা-বিসূ — য়িন্ ফাইয়া"খুযাকুম্ 'আযা-বু ইয়াওমিন্ 'আজীম। ১৫৭। ফা'আক্বরূহা-ফাআছ্বাহূ
(১৫৬) আর তোমরা তার ক্ষতি করো না; যদি কর তবে মহা দিবসে তোমরা পাকড়াও হবে। (১৫৭) কিন্তু তারা তাকে বধ করল,

نٰدِمِينَ ﴿١٥٨﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

না-দিমীন্ ।১৫৮। ফাআখযাহুমুল্ 'আযা-ব; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু"মিনীন্।
ফলে তারা অনুতপ্ত হল। (১৫৮) অতঃপর তারা শাস্তি পেল, এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

আয়াত-১৪৯ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরী জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১৫৫ ঃ সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ) এর কাছে মু'জিযা চাইল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহর হুকুমে পাথর হতে একটি গর্ভবতী উটনী বের হয়ে আসল। তৎক্ষণাৎ এটি বাচ্চাও প্রসব করল। তাদের এলাকায় একটি কূপ ছিল। সালেহ (আঃ) নির্ধারণ করলেন যে, উক্ত কূপ হতে ঐ উষ্ট্রীটি একদিন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের পশুগুলো অন্য দিন পানি পান করবে। বস্তুতঃ যে দিন হযরত সালেহ (আঃ) এর উটনী পানি পান করত সেদিন অন্যদের পানি পান করার মত পানিই থাকত না। ফলে সম্প্রদায়ের লোকেরা দিনে দিনে উটনীটির শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। (মাঃ কোঃ)

৮ ع ১৯ ১২ রুকু

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ

১৫৯। অ ইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ১৬০। কায্যাবাত্ ক্বওমু লূ তিনিল্ মুরসালীন্। ১৬১। ইয্ ক্ব-লা

(১৫৯)। নি'শ্চয়ই আপনার রব বিজয়ী, দয়ালু। (১৬০) লূতের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করল। (১৬১) তাদের ভাই লূত

لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

লাহুম্ আখূহুম্ লূতুন্ আলা-তাত্তাকূন্। ১৬২। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্। ১৬৩। ফাত্তাকু ল্লা-হা অআত্বী'ঊন্।

তাদেরকে বলল, তোমরা কি সতর্ক হবে না? (১৬২) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে মান।

﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ

১৬৪। অমা ~ আস্আলুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ রিন্ ইন্ আজ্ রিয়া ইল্লা-'আলা-রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১৬৫। আতা'তূ নায্

(১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব রবের কাছে। (১৬৫) বিশ্বের

الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ

যুক্র-না মিনাল্ 'আ-লামীন্। ১৬৬। অ তাযারূনা মা-খলাক্ব লাকুম্ রব্বুকুম্ মিন্ আয্ওয়া জ্বিকুম্; বাল্

পুরুষদের কাছেই কি তোমরা আসবে?(১৬৬) অথচ তোমরা বর্জন করছ তোমাদের জন্য আমাদের রবের সৃষ্টি স্ত্রীকে, তোমরা

أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

আন্তুম্ ক্বওমুন্ 'আ-দূন্। ১৬৭। ক্ব-লূ লায়িল্লাম্ তান্তাহি ইয়া-লূতু লাতাকূনান্না মিনাল্ মুখরজ্বীন্।

বড়ই সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।(১৬৭) তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে।

﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

১৬৮। ক্ব-লা ইন্নী লি'আমালিকুম্ মিনাল্ ক্ব-লীন্। ১৬৯। রব্বি নাজ্জিনী অআহ্লী মিম্মা-ইয়া'মালূন্।

(১৬৮) লূত বলল, আমি তোমাদের কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার রব! আমাকে ও পরিবারকে তাদের কর্ম হতে রক্ষা কর।

﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

১৭০। ফানাজ্জাইনাহু অআহ্লাহূ ~ আজ্মাঈ'ন্।১৭১। ইল্লা -'আজূযান্ ফিল্ গ-বিরীন্। ১৭২। ছুম্মা দাম্মারনাল্ আ-খরীন্।

(১৭০) আমি,তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, (১৭১) এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পশ্চাতী।(১৭২) পরে অন্য সবাইকে ধ্বংস করলাম।

﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

১৭৩।অআম্ত্বোয়ার্না-'আলাইহিম্ মাত্বোয়ারন্ ফাসা — য়া মাত্বোয়ারুল্ মুন্যারীন্ ।১৭৪। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্;

(১৭৩) তাদের ওপর এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি দিলাম, সতর্ককারীদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল নিকৃষ্ট। (১৭৪) এতে রয়েছে তাদের জন্য

৯ ع ১৬ ১৩ রুকু

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَّبَ أَصْحَابُ

অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৭৫। অইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ১৭৬। কায্যাবা আছ্হা-বুল্

নিদর্শন কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।(১৭৫) রবই বিজয়ী, মহাদয়ালু। (১৭৬) অস্বীকার করেছিল আইকাবাসীরা

لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٨﴾ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ

আইকাতিল্ মুরসালীন্। ১৭৭। ইয্ ক্ব-লা লাহুম্ শু'আইবুন্ আলা-তাত্তাক্বূন্। ১৭৮। ইন্নী লাকুম্ রসূলুন্ আমীন্।
তাদের রাসূলদেরকে।(১৭৭) যখন শোয়াইব তার জাতীকে বলল, সাবধান কি হবে না?(১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসূল।

﴿١٧٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٨٠﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ

১৭৯। ফাত্তাক্বু ল্লা-হা অআত্বী'উন্। ১৮০। অমা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্ রিন্ ইন্ আজ্ রিয়া ইল্লা-'আলা-রব্বিল্
(১৭৯) আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, প্রতিদান তো বিশ্ব

الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨١﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ

'আ-লামীন্। ১৮১। আওফুল্ কাইলা অলা-তাকূনু মিনাল্ মুখ্সিরীন্। ১৮২। অযিনূ বিল্ কিস্ত্বোয়া- সিল্
জাহানের রবের কাছে।(১৮১) তোমরা যখন মাপ দাও তখন পূর্ণ মাপ দিও, ক্ষতিকারকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।(১৮২) এবং সঠিক

الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

মুস্তাক্বীম্। ১৮৩। অলা-তাব্খাসূন্ না-সা আশ্ইয়া — য়াহুম্ অলা-তা'ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্।
পাল্লায় ওজন দেবে।(১৮৩) আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, আর দুনিয়ায় বিপর্যয় ঘটাবে না,

﴿١٨٤﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٨٥﴾ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ

১৮৪। অত্তাক্বু ল্লাযী খলাক্বকুম্ অল্ জ্বিবিল্লাতাল্ আউওয়ালীন্। ১৮৫। ক-লূ ~ ইন্নামা ~ আন্তা মিনাল্
(১৮৪) তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভয় কর।(১৮৫) তারা বলল, নিশ্চয়ই তুমি

الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٦﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٧﴾ فَأَسْقِطْ

মুসাহ্হারীন্। ১৮৬। অমা ~ আন্তা ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুনা-অইন্ নাজুন্নু কা লামিনাল্ কা-যিবীন্। ১৮৭। ফাআস্ক্বিত্ব্
যাদুগ্রস্ত। (১৮৬) আর তুমি তো আমাদের ন্যায় মানুষ, আর আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (১৮৭) আর তুমি যদি

عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٨﴾ قَالَ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَا

'আলাইনা- কিসাফাম্ মিনাস্ সামা — য়ি ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৮৮। ক্ব-লা রব্বী ~ আ'লামু বিমা-
সত্যবাদী হও, তবে আকাশের এক-খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।(১৮৮) শোয়াইব বলল, আমার রব তোমাদের কর্মকাণ্ড

تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٩﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ

তা'মালূন্। ১৮৯। ফাকায্যাবূহু ফাআখযাহুম্ 'আযা-বু ইয়াওমিজ্ জুল্লাহ্; ইন্নাহূ কা-না 'আযা-বা ইয়াওমিন্
সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। (১৮৯) তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, ফলে তমাসাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল; এটি

আয়াত-১৮১ ঃ এর মর্মার্থ হল, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য জিনিস কম দিবে না। উদ্দেশ্য হল, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু পাওনা, তাকে তার চেয়ে কম দেয়া হারাম। তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। এটি হতে আরও জানা গেল যে, কোন শ্রমিক কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৮৭ ঃ যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, তুমি সত্যই নবী। আর তোমাকে অবিশ্বাস করার ফলে আমাদের এ আযাব হল। শোআ'ইব (আঃ) বললেন, আযাব আনার বা আযাবের ধরন নির্ধারণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার রব তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তিনিই সবকিছু করবেন। (বঃ কোঃ)

عَظِيمٍ ﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

'আজীম্। ১৯০। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াহ্; অমা-কা-না আক্ছারুহুম্ মু'মিনীন্। ১৯১। অইন্না রব্বাকা লাহুওয়াল্

মহাদিনের শাস্তি।(১৯০) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে, তোমাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।(১৯১) আর নিশ্চয়ই আপনার রব

১০ ع ১৬ ১৪ রুকু

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٢﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

'আযীযুর্ রহীম্। ১৯২। অইন্নাহূ লাতান্‌যীলু রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ১৯৩। নাযালা বিহির্ রূহুল্ আমীন্।

বিজয়ী, পরম দয়ালু। (১৯২) নিশ্চয় এটা কোরআন বিশ্ব-রবের নাযিলকৃত। (১৯৩) তা নাযিল করলেন বিশ্বস্ত জিব্রাঈল।

﴿١٩٤﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٥﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّهُ لَفِي

১৯৪। 'আলা-ক্বল্‌বিকা লিতাকূনা মিনাল্ মুন্‌যিরীন্। ১৯৫। বিলিসা-নিন্ 'আরবিয়্যিম্ মুবীন্। ১৯৬। অইন্নাহূ লাফী

(১৯৪) আপনার অন্তরে, যেন আপনি সাবধানকারী হতে পারেন, (১৯৫) স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) তার উল্লেখ পূর্ববর্তী

زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٧﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٨﴾ وَلَوْ

যুবুরিল্ আউওয়ালীন্।১৯৭। আওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহুম্ আ-ইয়াতান্ আইঁ ইয়া'লামাহূ ' উলামা — যু বানী ~ ইস্‌র — ঈল্। ১৯৮। অলাও

গ্রন্থসমূহ ছিল। (১৯৭) এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? এ বিষয়ে জানে বণী ইস্রাঈলের জ্ঞানীরা। (১৯৮) আর যদি

نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٩﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ كَذَٰلِكَ

নায্‌যাল্‌না-হু 'আলা বা'দ্বিল্ 'আজ্বামীন্। ১৯৯। ফাক্বরয়াহূ 'আলাইহিম্ মা-কানূ বিহী মু'মিনীন্। ২০০। কাযা-লিকা

আমি তা অনারবির প্রতি নাযিল করতাম। (১৯৯) সে তাদের কাছে তা পড়ত, তবুও তারা তা বিশ্বাস করত না। (২০০) এভাবেই

سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠١﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

ছালাক্‌না-হু ফী ক্বু-লূবিল্ মুজ্ব্‌রিমীন্। ২০১। লা-ইয়ু''মিনূনা বিহী হাত্তা-ইয়ারাঅুল্ 'আযা-বাল্ আলীম্।

আমি তা দোষীদের মনে অবিশ্বাস ঢুকিয়েছি। (২০১) তারা তা বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না মর্মন্তুদ শাস্তি অবলোকন করবে।

﴿٢٠٢﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٣﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ

২০২। ফাইয়া''তিয়াহুম্ বাগ্‌তাতাঁও অহুম্ লা-ইয়াশ্ 'উরূন্। ২০৩। ফাইয়াক্বূলূ হাল্ নাহ্‌নু মুন্‌জোয়ারূন্।

(২০২) তা হঠাৎ তাদের নিকট আসবে, তারা তা টেরই পাবে না,(২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব?

﴿٢٠٤﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٥﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا

২০৪। আফাবি 'আযা-বিনা-ইয়াস্‌তা'জ্বিলূন্। ২০৫। আফারয়াইতা ইঁম্ মাত্তা'না-হুম্ সিনীন্। ২০৬। ছুম্মা জ্বা — য়াহুম্ মা-কা-নূ

(২০৪) তবে তারা কি আযাবে ত্বরা করে। (২০৫) আপনি ভেবেছেন কি- যদি তাদের বহু বছর ভোগ করতে দেই,(২০৬) পরে তাদের কাছে ওয়াদাকৃত বস্তু

يُوعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٨﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا

ইয়ূ'আদূন্। ২০৭। মা ~ আগ্‌না-'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়ু মাত্তা'উন্। ২০৮। অমা ~ আহ্‌লাক্‌না-মিন্ ক্বরইয়াতিন্ ইল্লা-

এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ্য তাদের কোন কাজে আসবে কি? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি নি;

لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٩﴾ ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢١٠﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١١﴾ وَمَا

লাহা-মুন্যিরূন্। ২০৯। যিক্‌রা অমা-কুন্না- জোয়া-লিমীন্। ২১০। অমা-তানায্ যালাত্ বিহিশ্ শাইয়া-ত্বীন্।২১১। অমা-

সতর্ককারী ছাড়া।(২০৯) উপদেশ, গ্রহণের জন্য, আর আমি জালিম নই। (২১০) আর শয়তানরা তা নিয়ে আসেনি। (২১১) তারা

يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١٢﴾ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٣﴾ فَلَا تَدْعُ

ইয়াম্‌বাগী লাহুম্ অমা-ইয়াস্‌তাত্বী'উন্। ২১২। ইন্নাহুম্ 'আনিস্ সাম্‌ঈ' লামা'যূলূন্। ২১৩। ফালা-তাদ্'উ

এ কাজের উপযোগী নয়, এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তারা শ্রবণ হতে দূরে (১) (২১৩) অতএব আল্লাহর সাথে অন্য

مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ☆

মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর ফাতাকূনা মিনাল্ মু'আয্‌যাবীন্। ২১৪। অআন্‌যির্ আশীরতাকাল্ আক্ব্‌রবীন্।

ইলাহর, ইবাদত করো না। যদি কর, তবে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।(২১৪) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।

﴿٢١٥﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٦﴾ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ

২১৫। অখ্‌ফিদ্ব জ্বানা-হাকা লিমানিত্তাবা'আকা মিনাল্ মু''মিনীন্। ২১৬। ফাইন্ 'আছোয়াওকা ফাক্বুল্ ইন্নী

(২১৫) আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি আপনি বিনয়ী হোন।(২১৬) তারা আপনার অবাধ্য হলে বলুন, তোমাদের কর্মে

بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٨﴾ الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ☆

বারী — য়ুম্ মিম্মা-তা'মালূন্।২১৭।অ তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্ 'আযীযির্ রহীম্।২১৮।আল্লাযী ইয়ার-কা হীনা তাকূম্।

আমি অসন্তুষ্ট। (২১৭) পরাক্রমশালী, দয়ালুর ওপর নির্ভর করুন। (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি দাঁড়ান (নামাযের জন্য),

﴿٢١٩﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢٢٠﴾ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢١﴾ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ

২১৯। অতাক্বাল্লু্বাকা ফিস্ সা-জ্বিদীন্। ২২০। ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ২২১। হাল উনাব্বিউকুম্

(২১৯) সিজদাকারীদের সাথে আপনার উঠাবসা। (২২০) তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২১) তোমাদেরকে কি আমি

عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢٢﴾ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٣﴾ يُلْقُوْنَ

'আলা-মান্ তানায্‌যালুশ্ শাইয়া-ত্বীন্। ২২২। তানায্‌যালু 'আলা-কুল্লি আফ্‌ফা-কিন্ আছীম্। ২২৩। ইয়ুল্‌ক্বূনাস্

জানাব, শয়তান কার কাছে আসে?(২২২) তারা তো যারা মিথ্যাবাদী ও পাপাচারী তাদের কাছে আসে। (২২৩) যারা কান

السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٤﴾ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٥﴾ اَلَمْ تَرَ

সাম্'আ অআক্‌ছারুহুম্ কা-যিবূন্। ২২৪। অশ্‌শু'আর — য়ু ইয়াত্তাবিউ'হুমুল্ গা-যূন্। ২২৫। আলাম তার

পেতে শুনে তাদের অধিকাংশই মিথ্যা কথা বলে।(২২৪) যারা বিভ্রান্ত তারাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) আপনি কি

টীকা ঃ (১) আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ফেরেশ্‌তাদের কাছে কোন কিছুর ঘোষণা হতে থাকে তখন শয়তান তা শুনতে চায়। তখন ফেরেশতারা তার প্রতি আগুন নিক্ষেপ করে। কোন কথা শুনতে দেয়া হয় না।ঃ শানেনুযূল ঃ আয়াত- ২২৭ঃ ২ এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে যখন কবীদের বদনাম করা হয়, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা, কা'আব ইবনে মালেক এবং হযরত হাসান ইবনে সাবেত (রাঃ) প্রমুখ সাহাবারা নবী কারীম (ছঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আয়াতের মধ্যে তা সার্বিকভাবে সকল কবিদের বদনাম করা হয়েছে অথচ আমরাও কবিতা আবৃত্তি করি? তখন তাদের স্বাতন্ত্র্যের ওপর অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٦﴾ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٧﴾ اِلَّا

আন্নাহুম্ ফী কুল্লি ওয়া- দিঁ ইয়াহীমূন্। ২২৬। অআন্নাহুম্ ইয়াক্বূলূনা মা-লা ইয়াফ্'আলূন্। ২২৭। ইল্লাল্

দেখেন না, তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে প্রতিটি প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়।(২২৬) আর তারা যা বলে তা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا

লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া- লিহা-তি অযাকারুল্লা-হা কাছীরাওঁ ওয়ান্তাছোয়ারূ

সতন্ত্র যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে বার বার স্মরণকারী ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ

مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ٭

মিম্ বা'দি মা-জুলিমূ; অসাইয়া'লামুল্লাযীনা জোয়ালামূ ~ আইয়্যা মুন্ক্বালাবিঁই ইয়ান্ক্বালিবূন্।

গ্রহণ করে। আর যারা জুলুম করেছে তারা অচিরেই অবগত হবে তাদের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে।

১১ ع ৩৬ ১৫ রুকূ

সূরা নাম্ল্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৩
রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾ هُدًى وَّبُشْرٰى

১। ত্বোয়া-সী — ন্; তিলকা আ-ইয়া-তুল্ ক্বুর্আ-নি অকিতা-বিম্ মুবীন্। ২। হুদাঁও অবুশ্রা লিল্

(১) তোয়া সীন, এগুলো কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের,(২)এটা মু'মিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও

لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ

মু'মিনীন্। ৩। আল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছ্লা-তা অ ইয়ু''তূনায্ যাকা-তা অহুম বিল্আ-খিরতি হুম্

সুসংবাদ। (৩) আর যারা নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারাই পরকালে দৃঢ়

يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ٭

ইয়ূক্বিনূন্ ।৪। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্আ-খিরতি যাইয়্যান্না-লাহুম্ আ'মা-লাহুম্ ফাহুম্ ইয়া'মাহূন্।

বিশ্বাসী। (৪) যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তাদের জন্য কর্মকে শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

﴿٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ٭

৫। উলা — য়িকাল্ লাযীনা লাহুম্ সূ — য়ুল্ 'আযা-বি অহুম্ ফিল্ আ-খিরতি হুমুল্ আখ্সারূন্।

(৫) তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে হীনকর শাস্তি এবং পরকালে তারাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

﴿٦﴾ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ

৬। অইন্নাকা লাতুলাক্ক্বল্ ক্বুর্আ-না মিল্লাদুন্ হাক্বীমিন্ 'আলীম্। ৭। ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিআহ্লিহী ~ ইন্নী ~

(৬) প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের (আল্লাহর) নিকট হতে আপনি কোরআন পাচ্ছেন।(৭) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই

তিন চতুর্থাংশ

آنَسْتُ نَارًا ۗ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۞

আ-নাস্‌তু না-র-; সাআ-তীকুম্ মিন্‌হা-বিখাবারিন্ আও আ-তীকুম্ বিশিহা-বিন্ ক্ববাসিল্ লা'আল্লাকুম্ তাছ্‌ত্বোয়ালূন্।
আমি আগুন দর্শন করেছি, এখনই আমি তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসব, বা আগুন আনব, যেন পোহাতে পার,

(٨) فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ

৮। ফালাম্মা-জ্বা — য়াহা-নূদিয়া আম্ বুরিকা মান্ ফিন্না-রি অমান্ হাওলাহা-অসুব্‌হা-নাল্লা-হি রব্বিল্
(৮) আর যখন মূসা তার কাছে আসল, তখন তাকে বলা হয় আগুনের মাঝে যিনি রয়েছেন তার প্রতি বরকত হোক এবং এর চার পাশে যারা রয়েছে তাদের প্রতি এবং

الْعٰلَمِيْنَ (٩) يٰمُوْسٰىٓ اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٠) وَاَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا

'আ-লামীন্। ৯। ইয়া-মূসা ~ ইন্নাহূ ~ আনাল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ১০। অ আল্‌ক্বি 'আসোয়া-ক্; ফালাম্মা-রয়া-হা-
বিশ্ব রব আল্লাহর পবিত্রতা। (৯) হে মূসা; আমি আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (১০) তোমার লাঠি ছাড়। সাপের

تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ اِنِّيْ لَا يَخَافُ

তাহ্‌তায্‌যু কায়ান্নাহা-জ্বা — নুঁও অল্লা-মুদ্‌বিরাঁও অলাম্ ইয়ু'আক্ব্‌ক্বিব্; ইয়া-মূসা-লা-তাখাফ্ ইন্নী লা-ইয়াখ-ফু
ন্যায় ছুটতে দেখে পালাতে লাগল, পেছনে ফিরে তাকাল না। বলা হল, হে মূসা! ভয় করো না। নিশ্চয়ই আমি তো আছি,

لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ (١١) اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًاۢ بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

লাদাইয়্যাল্ মুরসালূন্। ১১। ইল্লা-মান্ জোয়ালামা ছুম্মা বাদ্দালা হুস্‌নাম্ বা'দা সূ — য়িন্ ফাইন্নী গফূরুর্ রহীম্।
আমার কাছে রাসূলরা ডরায় না। (১১) তবে যে জুলুমের পর মন্দের পরিবর্তে ভাল কাজ করে, আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(١٢) وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۗ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ

১২। অআদ্‌খিল্ ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা তাখ্‌রুজ্ বাইদ্বোয়া — য়া মিন্ গইরি সূ — য়িন্ ফী তিস্'ঈআ -ইয়া-তিন্ ইলা-
(১২) তোমার হাত স্বীয় বগলে প্রবেশ করাও, নির্দোষ শুভ্র হয়ে বের হবে; এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি আনিত নয়টি

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (١٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً

ফির্'আউনা অক্বওমিহ্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ১৩। ফালাম্মা-জ্বা — য়াত্‌হুম্ আ-ইয়া-তুনা মুব্‌ছিরতান্
নির্দশনের একটি, তারা ছিল অত্যন্ত সীমা লংঘনকারী জাতি। (১৩) অবশেষে যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হয়,

শানেনুযূল ঃ সূরা ঃ নমল ঃ এ পবিত্র সূরা মক্কা শরীফে নাযিল হয়। তফসীরকারকরা এর নাযিলের সময় পূর্ববর্তী সূরার সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্তীকাল বলে নির্দেশ করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নবুওয়ত এবং কোরআন মজীদের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের অন্যায় দোষারোপ ও অলীক অপবাদের প্রতিবাদে যে সকল সূরা নাযিল হয়েছিল, এ সূরা তার অন্যতম। তাই এ সূরার প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে যে, এ কোরআন কোন জিন বা যাদুগ্রস্ত উন্মত্তের প্রলাপ অথবা কোন ভ্রান্ত কবির রচিত কবিতা নয়। বরং এটা সে স্বর্গীয় কোরআন ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ, যা সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে হযরত রসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। (৬ষ্ঠ আয়াত)। অনন্তর এ সূরার ৭ম আয়াত হতে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা প্রকারান্তরে বলে দিয়েছেন, ইসরাঈল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মূসা (আঃ) তূর পর্বতে যেরূপ অলৌকিকভাবে আল্লাহর-জ্যোতি দর্শন ও আল্লাহর বাণী শ্রবণ করেছিলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) সেরূপ অলৌকিকভাবেই আল্লাহর মহিমা অবলোকন ও আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে কুরআন শরীফ প্রচার করছেন। অতএব, সত্যের অনুসারী মুমিনদের পক্ষে এতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করার কোনই অবকাশ নেই।

قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

ক্ব-লূ হাযা-সিহ্‌রুম্ মুবীন্। ১৪। অজ্বাহাদু বিহা-অস্‌তাইক্বনাত্‌হা ~ আন্‌ফুসুহুম্ জুল্‌মাঁও অ'উলুওয়া-;
তখন তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (১৪) আর মনে মনে সত্য জানার পরও অন্যায় ও দম্ভভরে তা প্রত্যাখ্যান করে;

ع ১ ১৪ ১৬ রুকূ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুফ্‌সিদীন্। ১৫। অ লাক্বদ্ আ-তাইনা দা-যূদা অ সুলাইমা-না 'ইল্‌মান্
অতঃপর দেখুন, পরিণাম কি হয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের।(১৫) আর আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছি,

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ

অক্ব-লাল্ হাম্‌দু লিল্লা-হিল্ লাযী ফাদ্দ্বলানা-'আলা-কাছীরিম্ মিন্ 'ঈবা-দিহিল্ মু'মিনীন্। ১৬। অওয়ারিছা সুলাইমানু
এবং তারা বলল, সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে বহু মু'মিন বান্দাহর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন। (১৬) সুলাইমান ছিল

دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ

দা-যূদা অক্ব-লা ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু উল্লিম্‌না-মান্‌ত্বিক্বত্ ত্বোয়াইরি অ ঊতীনা- মিন্ কুল্লি শাইয়িন্
দাউদের উত্তরসূরী, বলল,হে মানুষ!আমাকে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সব বস্তু থেকে প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয়ই এটা

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

ইন্না-হা-যা- লাহুওয়াল্ ফাদ্ব্‌লুল্ মুবীন্। ১৭। অহুশির লিসুলাইমা-না জুনূদুহূ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্‌ইনসি
তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।(১৭) সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনী জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকূলকে সমবেত করে বিন্যস্ত করা

وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا

অত্ব্ ত্বোয়াইরি ফাহুম্ ইয়ূযা'উন্।১৮। হাত্তা ~ ইযা ~ আতাও 'আলা-ওয়া-দিন্নাম্‌লি ক্ব-লাত্ নাম্‌লাতু'ই ইয়া ~ আইয়ুহান্
হল বিভিন্ন ব্যূহে।(১৮) তারা যখন পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা (তাদের সর্দার) বলল, হে

النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

নাম্‌লুদ্ খুলূ মাসা-কিনাকুম্ লা-ইয়াহ্‌ত্বিমান্নাকুম্ সুলাইমা-নু অজ্বুনূদুহূ অহুম্ লা-ইয়াশ্‌উ'রূন্।
পিপীলিকার দল! প্রবেশ কর নিজ নিজ ঘরে, যেন সুলাইমান ও তার সৈন্যরা অজ্ঞতাসারে তোমাদেরকে পিষ্ট না করে।

﴿١٩﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

১৯। ফাতাবাস্ সামা দ্বোয়া-হিকাম্ মিন্ ক্বওলিহা-অক্ব-লা রব্বি আওযি'নী ~ আন্ আশ্‌কুরা নি'মাতাকাল্লা
(১৯) সুলাইমান তার কথা শ্রবণ করে মুচকী হেসে বলল, হে আমার রব! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শক্তি দাও আমার

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

তী~ আন্'আম্‌তা 'আলাইয়্যা অ'আলা- ওয়া-লিদাইয়্যা অআন্ আ'মালা ছোয়া-লিহান্ তারদ্বোয়া-হু অ আদ্‌খিল্‌নী বিরহ্‌মাতিকা
প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তোমার করুণার জন্য এবং যেন তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি; আর স্বীয়

فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ

ফী 'ইবা-দিকাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ২০। অতাফাক্ব্ক্বাদাত্ব্ ত্বোয়াইর ফাক্ব-লা মা-লিয়া লা ~ আরল্ হুদ্ হুদা
দয়ায় আমাকে পুণ্যবানবান্দাদের দলভুক্ত কর।(২০) আর সে (সুলাইমান) পাখিদের খোঁজ-খবর নিল; বলল, হুদ্হুদ্কে (পাখি)

أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢١﴾ لَأُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهٗٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ

আম্ কা-না মিনাল্ গ — য়িবীন্। ২১। লা'উআয্যিবান্নাহূ 'আযা-বান্ শাদীদান্ আওলা আয্বাহান্নাহূ ~ আও লাইয়া''তিইয়ান্নী
দেখছি না কেন? সে কি অনুপস্থিত?(২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করব বা যবাহ করব, না হয় সে উপযুক্ত

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ

বিছুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ২২। ফামাকাছা গইর বা'ঈদিন্ ফাক্ব-লা আহাত্তু বিমা-লাম্ তুহিত্ব্ বিহী অজ্বি''তুকা
কারণ দর্শাবে। (২২) কিছুক্ষণ পরই সে আসল; অতঃপর বলল, আমি যা জানি আপনি তা জানেন না, দৃঢ় খবর নিয়ে

مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٣﴾ إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

মিন্ সাবা-য়িম্ বিনাবায়িঁ ইয়াক্বীন্। ২৩। ইন্নী অজ্বাত্তুম্ রায়াতান্ তাম্লিকুহুম্ অউতিয়াত্ মিন্ কুল্লি শাইয়িঁও
সাবা হতে এসেছি। (২৩) আমি একজন নারীকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি, সে প্রত্যেক প্রকার সরঞ্জাম প্রাপ্ত। আর

وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অ লাহা-'আর্শুন্ 'আজীম্। ২৪। অজ্বাদ্তুহা-অ ক্বাওমাহা-ইয়াস্ জু্দূনা লিশ্শাম্সি মিন্দূ নিল্লা-হি
সে এক বিরাট সিংহাসনের 'অধিকারী।(২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনায় লিপ্ত থাকতে

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٥﴾ أَلَّا

অ যাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বো-য়ানু আ'মা-লাহুম্ ফাছোয়াদ্দা হুম্ 'আনিস্ সাবীলি ফাহুম্ লা- ইয়াহ্তাদূন্। ২৫। আল্লা-
দেখেছি। আর শয়তান তাদের কর্মকে সুশোভিত করে রেখেছে, এবং তাদেরকে বাধা দিচ্ছে; তারা পথ পায় না; (২৫) যেন

يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

ইয়াস্জু্দূ লিল্লা-হিল্লাযী ইয়ুখরিজু্ল্ খব্য়া ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি অ ইয়া'লামু মা-তুখ্ফূনা
তারা আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের লুক্কায়িতকে প্রকাশ করেন, যিনি তোমাদের গোপন-

وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٧﴾ (সেজদা) قَالَ سَنَنْظُرُ

অমা-তু'লিনূন্। ২৬। আল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হু ওয়া রব্বুল্ আর্শিল্ 'আজীম্। ২৭। ক্ব-লা সানান্জুরু
প্রকাশ্য জানেন। (২৬) তিনি আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি মহান-আরশের রব। (২৭) বলল, তুমি

সিজদাহ্-৮

আয়াত-২১ ঃ হুদহুদ পাখির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কোন্ স্থানের মাটির নিচে পানি আছে তা সে জানত। হযরত সুলায়মান (আঃ) যে স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন ঐ স্থানে পানি না পেয়ে পানির খবর জানার জন্য হুদহুদকে খোঁজ করেছিল। হুদহুদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জ্ঞানীরা! এ সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে। কিন্তু মাটির উপরে অবস্থিত বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়েনা, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণে হুদহুদকে অনুপস্থিত দেখে তিনি এ শাস্তির কথা বলেছেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২২ ঃ সাবা ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যার অপর নাম মাআ'রিবও। সাবা ও ইয়ামেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল (মাঃ কোঃ)

أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ﴿٢٨﴾ اذْهَب بِّكِتَٰبِى هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ

আছোয়াদাক্ব্‌তা আম্ কুন্‌তা মিনাল্ কা-যিবীন্। ২৮। ইয্‌হাব্ বিকিতা-বী হা-যা-ফাআল্‌ক্বিহ্ ইলাইহিম্ ছুম্মা

সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী; তা আমি দেখব। (২৮) তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের নিকট নিক্ষেপ কর, আর

تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ

তাওয়াল্লা 'আন্‌হুম্ ফান্‌জুর্ মা-যা-ইয়ার্‌জ্বি'উন্। ২৯। ক্ব-লাত্ ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু ইন্নী ~ উল্‌ক্বিয়া ইলাইয়্যা কিতা-বুন্

তার নিকট থেকে সরে থেকো, দেখবে তারা কি করে? (২৯) সে নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে সম্মানিত পত্র দেয়া

كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣١﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ

কারীম্। ৩০। ইন্নাহূ মিন্ সুলাইমা-না অইন্নাহূ বিস্‌মিল্লা-হির্ রহ্‌মা-নির্ রহীম্। ৩১। আল্লা-তা'লূ 'আলাইয়্যা

হয়েছে। (৩০) সুলাইমানের পক্ষ হতে, তা পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, (৩১) তোমরা আমার ওপর অহমিকা দেখিও না,

২ ع ১৭ ১৭ রুকু

وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى ۚ مَا كُنتُ

অ''তূনী মুসলিমীন্। ৩২। ক্ব-লাত্ ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু আফ্‌তূনী ফী ~ আম্‌রী মা-কুন্‌তু

আমার নিকট অনুগত হয়ে উপস্থিত হও। (৩২) নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ

ক্ব-ত্বিয়াতান্ আম্‌রান্ হাত্তা-তাশ্‌হাদূন্। ৩৩। ক্ব-লূ নাহ্‌নু উলূ ক্বু ওয়াতিঁও অ উলূ বা''সিন্ শাদীদিঁও

তোমাদের উপস্থিতিতেই তো আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিবান, বীর যোদ্ধা; সিদ্ধান্ত

وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً

অল্ আম্‌রু ইলাইকি ফান্‌জুরী মা-যা-তা''মুরীন্। ৩৪। ক্ব-লাত্ ইন্নাল্ মুলূকা ইযা-দাখালূ ক্বার্‌ইয়াতান্

আপনারই; সুতরাং আপনিই স্থির করুন, কি নির্দেশ দেবেন। (৩৪) সে বলল, যখন রাজারা কোন জনপদে আসে তখন

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ

আফ্‌ছাদূহা-অজ্বা'আলূ ~ আই'য্‌যাতা আহ্‌লিহা ~ আযিল্লাতান্ অকাযা-লিকা ইয়াফ্‌'আলূন্। ৩৫। অ ইন্নী মুরসিলাতুন্

তাকে বিপর্যস্ত করে, এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে, তারাও এ'রূপ করবে। (৩৫) তাদেরকে উপঢৌকন

إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ

ইলাইহিম্ বিহাদিয়্যাতিন্ ফানা-জিরাতুম্ বিমা-ইয়ার্‌জ্বি'উল্ মুরসালূন্। ৩৬। ফালাম্মা-জ্বা — য়া সুলাইমা-না ক্ব-লা আ-তুমিদ্দুনানি

দিতেছি; দেখি, দূতেরা কি জবাব নিয়ে আসে? যখন সে সুলাইমানের নিকট আগমন করল, তখন সে বলল, আমাকে

بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم ۚ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

বিমা-লিন্ ফামা ~ আ-তা-নিয়াল্লহু খইরুম্ মিম্মা ~ আ-তা-কুম্ বাল্ আন্‌তুম্ বিহাদিয়্যাতিকুম্ তাফ্‌রাহূন্।

কি ধন দিয়ে সাহায্য করতে চাচ্ছ? আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে উত্তম দিয়েছেন, অথচ তোমরা উপঢৌকন নিয়ে খুশী।

﴿٣٧﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً

৩৭। ইর্জি' ইলাইহিম্ ফলানা"তিয়ান্নাহুম্ বিজুনূদিল্ লা-ক্বিবালা লাহুম্ বিহা-অলানুখ্‌রিজান্নাহুম্ মিন্‌হা ~ আযিল্লাতাঁও
(৩৭) তোমরা ফিরে যাও তার নিকট, আমরা অপ্রতিরোধ্য সৈন্য নিয়ে আসছি, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অবনমিতভাবে

وَهُمْ صٰغِرُونَ ﴿٣٨﴾ قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ

অহুম্ ছোয়া-গিরূন্। ৩৮। ক্ব-লা ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ মালায়ু আই ইয়ুকুম্ ইয়া"তীনী বি 'আর্‌শিহা-ক্বব্‌লা আই
বহিষ্কার করব। (৩৮) বলল, হে পরিষদবর্গ। তার আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে তার

يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ

"ইয়া"তূনী মুস্‌লিমীন্। ৩৯। ক্ব-লা ইফ্‌রীতুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি আনা আ-তীকা বিহী ক্বব্‌লা আন্‌তাক্বূমা
সিংহাসন নিয়ে আসতে পারে? (৩৯) শক্তিধর এক জ্বিন বলল, আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা আপনার

مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ

মিম্ মাক্ব-মিকা অইন্নী 'আলাইহি লাক্বওয়িয়্যুন্ আমীন্। ৪০। ক্ব-লা ল্লাযী 'ইন্‌দাহূ 'ইল্‌মুম্ মিনাল্ কিতা-বি
সম্মুখে হাযির করব, এ বিষয়ে আমি শক্তিধর, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞানী জ্বিন বলল, আমি তো তা আপনার সামনে

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ

আনা আ-তীকা বিহী ক্বব্‌লা আইঁ ইয়ার্‌তাদ্দা ইলাইকা ত্বোয়ার্‌ফুক্; ফালাম্মা-রায়াহূ মুস্‌তাক্বির্‌রন্ 'ইন্‌দাহূ ক্ব-লা
চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আনব। যখনই তা সামনে দেখল, তখন বলল, এটা রবের করুণা, যেন তিনি আমাকে

هٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ

হা-যা-মিন্ ফাদ্বলি রব্বী লিইয়াব্‌লুওয়ানী ~ আ আশ্‌কুরু আম্ আক্‌ফুর্; অমান্ শাকার ফা ইন্নামা- ইয়াশ্‌কুরু
পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ হই, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞ হয় সে তো তার নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়;

لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤١﴾ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ

লিনাফ্‌সিহী অমান্ কাফার ফাইন্না রব্বী গানিয়্যুন্ কারীম্। ৪১। ক্ব-লা নাক্‌কিরূ লাহা-আ'র্‌শাহা-নান্‌জুর্
যে অকৃতজ্ঞ, তার মনে রাখা উচিত আমার রব অভাব মুক্ত, মর্যাদাবান। (৪১) বলল, তার সিংহাসনের রূপ পরিবর্তন

أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهٰكَذَا

আ তাহ্‌তাদী ~ আম্ তাকূনু মিনাল্লাযীনা লা-ইয়াহ্‌তাদূন্। ৪২। ফালাম্মা-জ্বা — য়াত্ ক্বীলা আহা-কাযা-
করে দেও; দেখি, সে চিনে, না অচেনাদের দলভুক্ত হয়।(৪২) অতঃপর সে (রানী বিলকিস) যখন আসল তখন তাকে বলা হল,

عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٣﴾ وَ

'আর্‌শুক্; ক্ব-লাত্ কায়ান্নাহূ হুওয়া অঊতীনাল্ ই'ল্‌মা মিন্ ক্বব্‌লিহা-অকুন্না-মুস্‌লিমীন্। ৪৩। অ
তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে বলল, মনে হয় তো তা-ই। ইতোপূর্বে জেনেছি, আমরা আত্মসমর্পণকারীও। (৪৩) এবং

صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٤﴾ قِيْلَ لَهَا

ছোয়াদ্দাহা-মা-কা-নাত্ তা'বুদু মিন্ দূনিল্লা-হ্; ইন্নাহা-কা-নাত্ মিন্ ক্বওমিন্ কা-ফিরীন্। ৪৪। ক্বীলা লাহাদ্
আল্লাহ ছাড়া যার পূজা সে করত, তা-ই তাকে ঈমান আনা থেকে বাধা দিত, সে ছিল কাফের। (৪৪) তাকে বলা হল,

ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ

খুলিছ্ ছোয়ার্‌হা ফালাম্মা-রয়াত্‌হু হাসিবাত্‌হু লুজ্জাতাঁও অকাশাফাত্ 'আন্ সা-ক্বইহা-ক্ব-লা ইন্নাহূ ছোয়ার্‌হুম্
এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। দেখে তার মনে হল, এটা স্বচ্ছ গভীর এক জলাশয়; তাই সে হাটু উন্মুক্ত করল; সুলাইমান বলল, এটা

مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ

মুমার্‌রদুম্ মিন্ ক্বওয়া-রীর্; ক্ব-লাত্ রব্বি ইন্নী জোয়ালাম্‌তু নাফ্‌সী অআস্‌লাম্‌তু মা'আ সুলাইমা-না লিল্লা-হি
তো একটি অট্টালিকা যা স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত, নারী বলল, হে রব! নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্ব রব

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا

ع ৩ ১৭ ১৮ রুকু

রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৪৫। অ লাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না ~ ইলা-ছামূদা আখ-হুম্ ছোয়া-লিহান্ আনি'বুদুল্লা-হা ফাইযা-
আল্লাহর নিকট সমর্পিত হলাম। (৪৫) আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই ছালেহ্‌কে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি যে,

هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ

হুম্ ফারীক্ব-নি ইয়াখ্‌তাছিমূন্। ৪৬। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি লিমা-তাস্‌তা'জ্বিলূনা বিস্‌সাইয়িয়াতি ক্বব্‌লাল্ হাসানাতি
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর; তখন তারা দু'দল হয়ে তর্ক করতেছিল।(৪৬) বলল, হে আমার কওম! কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণকে

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ

লাওলা- তাস্‌তাগ্‌ফিরূনাল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন্। ৪৭। ক্ব-লুত্ত্বাইয়্যার্‌না-বিকা অবিমাম্ মা'আক্;
কেন ত্বরা চাচ্ছ? আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও না কেন? যেন অনুগ্রহ পাও। (৪৭) তারা বলল, তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে

قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ

ক্ব-লা ত্বোয়া — য়িরুকুম্ 'ইন্‌দাল্লা-হি বাল্ আন্‌তুম্ ক্বওমুন্ তুফ্‌তানূন্। ৪৮। অকা-না ফিল্ মাদীনাতি
অকল্যাণ মনে করি। বলল, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর কাছে, তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন। (৪৮) আর উক্ত শহরে এমন নয়

تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ

তিস্'আতু রহ্‌ত্বিঁও ইয়ুফ্‌সিদূনা ফিল্ আর্‌দ্বি অলা-ইয়ুছ্‌লিহূন্। ৪৯। ক্ব-লূ তাক্ব-সামূ বিল্লা-হি
ব্যক্তি ছিল, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত ও সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আমরা রাতের বেলা গিয়ে

لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ٭

লানুবাইয়্যিতান্নাহূ অআহ্‌লাহূ ছুম্মা লানাকূলান্না লি অলিয়্যিহী মা-শাহিদ্‌না-মাহ্‌লিকা আহ্‌লিহী অইন্না-লাছোয়া-দিকূন্।
তাকে ও পরিবারকে আক্রমণ করব; পরে তার অভিভাবককে বলব, হত্যায় আমরা ছিলাম না, এ বিষয়ে আমরা সত্যবাদী।

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

৫০। অ মাকারূ মাক্রঁও অমাকার্না মাক্রাঁও অহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ৫১। ফান্জুর্ কাইফা কা-না
(৫০) তারা এক গোপ চক্রান্ত করল, আমি এক কৌশল করলাম, কিন্তু তারা তা বুঝে নি। (৫১) দেখুন, তাদের চক্রান্তের

عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً

'আ-ক্বিবাতু মাক্রিহিম্ আন্না-দাম্মার্না-হুম্ অক্বওমাহুম্ আজ্মা'ঈন্। ৫২। ফাতিল্কা বুইয়ূতুহুম্ খা-ওয়িয়াতাম্
পরিণাম ফল কি হল, তাদের সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করলাম।(৫২) অতঃপর তাদের জুলুমের কারণে তাদের বাড়ি-ঘর

بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ

বিমা- জোয়ালামূ ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তাল্লিকওমিঁ ইয়া'লামূন্। ৫৩। অ আন্জ্বাইনাল্লাযীনা আ-মানূ অ
জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে, এতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা আছে।(৫৩) আর আমি যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে

كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ☆

কা-নূ ইয়াত্তাকূন্। ৫৪। অ লূত্বোয়ান্ ইয্ ক্বা-লা লিক্বওমিহী ~ আতা''তূনাল্ ফা-হিশাতা অআন্তুম্ তুব্ছিরূন্।
উদ্ধার করলাম। (৫৪) স্মরণ কর লূতকে, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা জেনেও এ অশ্লীল কাজ কেন করছ?

﴿٥٥﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

৫৫। আয়িন্নাকুম্ লাতা''তূনার্ রিজ্বা-লা শাহ্ওয়াতাম্ মিন্ দূনি ন্নিসা —য়্; বাল্ আন্তুম্ ক্বওমুন্
(৫৫) তোমরা কি যৌন তৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে নারী ছেড়ে পুরুষের পিছনে ছুটে চল? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক অজ্ঞ

تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا اٰلَ لُوطٍ مِّنْ

তাজ্ব্হালূন্। ৫৬। ফামা-কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ ~ আখ্রিজু ~ আ-লা লূতিম্মিন্
সম্প্রদায়।(৫৬) উত্তরে তার সম্প্রদায় কেবল বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বের করে দাও এরা তো এমন লোক,

قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَّرْنٰهَا

ক্বর্ইয়াতিকুম্ ইন্নাহুম্ উনা-সুঁই ইয়া তাত্বোয়াহ্হারূন্। ৫৭। ফাআন্জ্বাইনা-হু অ আহ্লাহূ ~ ইল্লাম্ রায়াতাহূ ক্বাদ্দার্না-হা
যারা পবিত্রতা সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া তাকে ও তার পরিবারকে মুক্তি দিলাম, তাকে ধ্বংস

مِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ

মিনাল্ গ-বিরীন্। ৫৮। অ আম্ত্বোয়ার্না- 'আলাইহিম্ মাত্বোয়ারান্ ফাসা — য়া মাত্বোয়ারুল্ মুন্যারীন্। ৫৯। কুলিল্
করলাম। (৫৮) আর আমি তাদের ওপর বৃষ্টিই দিলাম, সতর্কীতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল মারাত্মক। (৫৯) আপনি বলুন,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰى ۗ اٰللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ☆

হামদু লিল্লা-হি অসালা-মুন্ 'আলা-ই'বা-দি হিল্লাযী নাছ্ত্বোয়াফা- আ — ল্লাহু খইরুন্ আম্মা-ইয়ুশ্রিকূন্।
আল্লাহর সকল প্রশংসা, তার মনোনীত বান্দাহদের প্রতি সালাম। আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ, না যারা শরীক করে তারা শ্রেষ্ঠ?

৪ ع ১৪ ১৯ রুকু

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ ﴿٦٠﴾

৬০। আম্মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অআন্‌যালা লাকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি মা — আন্

(৬০) না কি যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ মণ্ডল হতে বৃষ্টি বর্ষন করলেন?

فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ

ফাআম্‌বাত্‌না-বিহী হাদা — য়িক্বা যা-তা বাহ্‌জ্বাতিন্ মা-কা-না লাকুম্ আন্ তুম্‌বিতূ শাজ্বারহা-; আ ইলা-হুম্

তাতে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি; গাছ উৎপাদনের শক্তি তোমাদের নেই। অন্য কোন ইলাহ কি আছে? আল্লাহর সঙ্গে

مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ

মা'আল্লা-হ্; বাল্ হুম্ ক্বওমুঁই ইয়া'দিলূন্। ৬১। আম্মান্ জ্বা'আলাল্ আর্‌দ্বোয়া ক্বরা-রাঁও অজ্বা'আলা-খিলা-লাহা ~

বরং তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (৬১) না কি যিনি এ জগতকে তোমাদের জন্য বাসস্থান করলেন, এবং তার মাঝে মাঝে

اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ

আন্‌হা-রাঁও অজ্বা'আলা লাহা- রওয়া-সিয়া অজ্বা'আলা বাইনাল্ বাহ্‌রাইনি হা-জ্বিযা-আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; বাল্

দিলেন নদী; রাখলেন পর্বত মালা ও দুই নদীতে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়, আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে?

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَ

আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৬২। আম্মাই ইয়ুজ্বীবুল মুদ্বত্বোয়ার্‌র ইযা-দা'আ-হু অ ইয়াক্‌শিফুস্ সূ — য়া অ

বরং তাদের অনেকেই জানে না (৬২) না কি যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ মুক্ত করেন, তোমাদেরকে তিনি এ দুনিয়ার

يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ

ইয়াজ্ব্'আলুকুম্ খুলাফা — য়াল্ আর্‌দ্ব; আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; ক্বলীলাম্ মা-তাযাক্কারূন্। ৬৩। আম্মাইঁ ইয়াহ্‌দীকুম্

প্রতিনিধি করেন; আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কি ইলাহ আছে? তোমরা খুব কমই উপদেশ নিয়ে থাক। (৬৩) না কি যিনি স্থল ও

فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ

ফী জুলুমা-তিল্ বার্‌রি অলবাহ্‌রি অ মাইঁ ইয়ুর্‌সিলুর্ রিয়া-হা বুশ্‌রাম্ বাইনা ইয়াদাই রহ্‌মাতিহ্; আ ইলা-হুম্

পানির অন্ধকারে পথ দেখান তিনি, যিনি তাঁর দয়ার পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন; আল্লাহর সঙ্গে কি তাদের অন্য

مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ

মা'আল্লা-হ্; তা'আলাল্লা-হু 'আম্মা- ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৬৪। আম্মাইঁ ইয়াব্‌দায়ুল্ খল্‌ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ অমাইঁ

কোন ইলাহ আছে? আল্লাহ শিরকের বহু ঊর্ধ্বে। (৬৪) না- কি যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন,

টীকা-(১) আয়াত-৬২ঃ ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করেন এবং উক্ত আয়াতে এ কথা ঘোষিত হয়েছে। এর মূল কারণ হল, দুনিয়ার সব ধরনের সহায় হতে নিরাশ এবং সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী স্থির করে দোয়া করা ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার নিকট ইখলাসের মর্তবা অনেক বড়। মু'মিন, কাফের, পাপিষ্ট ও পরহেযগার নির্বিশেষে যার নিকট হতেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়-এতে কোন সন্দেহ নেই। এক মজলূমের দোয়া, দুই ঃ মুসাফিরের দোয়া এবং তিনঃ সন্তানের জন্য মা. বাবার বদদোয়া। (কুরতুবী, মাঃ কোঃ)

يرزقكم من السماء والأرض ءإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن

ইয়ার্‌যুক্বুকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্ আর্‌দ্বি; আ ইলা-হুম্ মা'আল্লা-হ্; ক্বুল্ হা-তূ বুর্‌হা-নাকুম্ ইন্
এবং যিনি আকাশ-পৃথিবী হতে রুযী দেন; আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ

كنتم صدقين ﴿٦٥﴾ قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب إلا الله

কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৬৫। ক্বুল্ লা-ইয়া'লামু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বিল্ গইবা ইল্লাল্লা-হ্;
নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৬৫) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান যমীনের কেউ গায়েব সম্বন্ধে অবগত নয়,

وما يشعرون أيان يبعثون ﴿٦٦﴾ بل ادرك علمهم في الأخرة بل هم في

অমা-ইয়াশ্'উরূনা আইয়্যা-না ইয়ুব্'আছূন্। ৬৬। বালিদ্ দা-রকা 'ইল্‌মুহুম্ ফিল্ আ-খিরতি বাল্ হুম্ ফী
তারা জানে না কখন পুনরুত্থিত হবে। (৬৬) বস্তুত পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, মূলতঃ এ ব্যাপারে

شك منها بل هم منها عمون ﴿٦٧﴾ وقال الذين كفروا ءإذا كنا ترابا

শাক্‌কিম্ মিন্‌হা-বাল্ হুম্-মিন্‌হা 'আমূন্। ৬৭। অক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ ~ আ ইযা-কুন্না তুরা-বাঁও
তারা সন্দেহের মধ্যে আপতিত আছে, তারা এ বিষয়ে অন্ধ। (৬৭) এবং কাফেররা বলে, আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি

৫ ৮ ১ রুকু

وءاباؤنا أئنا لمخرجون ﴿٦٨﴾ لقد وعدنا هذا نحن وءاباؤنا من قبل إن

অ আ-বা — য়ুনা ~ আইন্না লামুখ্‌রাজূন্। ৬৮। লাক্বদ্ উ'ইদ্‌না-হাযা-নাহ্‌নু অ আ-বা — য়ুনা মিন্ ক্বাব্‌লু ইন্
মাটি হই, তবুও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এ বিষয়ে তো পূর্বেও আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে

هذا إلا أساطير الأولين ﴿٦٩﴾ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان

হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউওয়ালীন্। ৬৯। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না
এরূপ ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, বরং এটি পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। (৬৯) আপনি বলুন, তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর

عاقبة المجرمين ﴿٧٠﴾ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون

'আ-ক্বিবাতুল্ মুজ্‌রিমীন্। ৭০। অলা-তাহ্‌যান্ 'আলাইহিম্ অলা-তাকুন্ ফী দ্বোয়াইক্বিম্ মিম্মা-ইয়াম্‌কুরূন্।
দেখ, কি হয়েছিলে পাপীদের পরিণাম। (৭০) আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, তাদের ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হবেন না।

﴿٧١﴾ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين ﴿٧٢﴾ قل عسى أن يكون

৭১। অ ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৭২। ক্বুল্ 'আসা ~ আঁই ইয়্যাকূনা
(৭১) তারা বলে, কখন সে ওয়াদা কার্যে পরিণত হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭২) আপনি বলুন, আশ্চার্য নয় যে, যা আযাবের

ردف لكم بعض الذي تستعجلون ﴿٧٣﴾ وإن ربك لذو فضل على

রদিফা লাকুম্ বা'দ্বুল্লাযী তাস্‌তা'জিলূন্। ৭৩। অ ইন্না রব্বাকা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলান্
জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, সম্ভবতঃ তার কিছু অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। (৭৩) নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের

النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

না-সি অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়াশ্‌কুরূন্। ৭৪। অ ইন্না রব্বাকা লা-ইয়া'লামু মা- তুকিন্নু

জন্য বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু তোমাদের অনেকেই কৃতজ্ঞ নয়।(৭৪) এবং নিশ্চয়ই আপনার রব অবগত আছেন

صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ

ছুদূরুহুম্ অমা-ইয়ু'লিনূন্। ৭৫। অমা-মিন্ গ — য়িবাতিন্ ফিস্ সামা — য়ি অল্ আর্‌দ্বি ইল্লা-ফী কিতা-বিম্

তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু। (৭৫) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে এমন কোন কিছু গোপন নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে

مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ

মুবীন্। ৭৬। ইন্না হা-যাল্ কু্বর্‌আ-না ইয়াকু্‌ছ্‌ছু 'আলা-বানী ~ ইস্‌রা — য়ীলা আক্‌ছারাল্লাযী হুম্ ফীহি

(লাওহে মাহফূযে) নেই।(৭৬) নিশ্চয়ই এই কোরআন ইস্রাঈলীদের কাছে অধিকাংশ ওই বিষয়ই বর্ণনা করে, যাতে তারা

يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ

ইয়াখ্‌তালিফূন্। ৭৭। অ ইন্নাহূ লাহুদাঁও অ রহ্‌মাতু ল্লিল্ মু''মিনীন্। ৭৮। ইন্না রব্বাকা ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্

মতভেদ করে। (৭৭) আর তা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (৭৮) নিশ্চয়ই আপনার রব তাদের মাঝে মীমাংসা

بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٩﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ *

বিহুক্‌মিহী অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ 'আলীম্। ৭৯। ফাতাওয়াক্কাল্ 'আলা ল্লা-হ্; ইন্নাকা 'আলাল্ হাক্কিল্ মুবীন্।

করবেন, তিনি বিজয়ী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন, নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছেন।

﴿٨٠﴾ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَمَآ

৮০। ইন্নাকা লা-তুস্ মি'উল্ মাওতা অলা-তুস্‌মি'উছ্ ছুম্মাদ্দু'আ — য়া ইযা-অল্লাও মুদ্‌বিরীন্। ৮১। অমা ~

(৮০) নিশ্চয়ই মৃতকে আহ্বান শুনাতে পারবেন না, বধিরকেও নয়; যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। (৮১) আর আপনি

اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ *

আন্‌তা বিহা-দিল্ 'উম্‌য়ি 'আন্ দ্বোয়ালা-লাতিহিম্ ইন্ তুস্‌মি'উ ইল্লা-মাইঁ ইয়ু'মিনু বিআ-ইয়া-তিনা-ফাহুম্ মুস্‌লিমূন্।

ভ্রষ্টতা হতে অন্ধকে পথে আনতে পারবেন না, তাদেরকেই শুনাতে পারবেন যারা বিশ্বাসী আমার আয়াত সমূহে। তারাই আত্মসমর্পণকারী।

﴿٨٢﴾ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ

৮২। অ ইযা-অক্বা'আল্ ক্বাওলু 'আলাইহিম্ আখ্‌রাজ্‌না লাহুম্ দা — ব্বাতাম্ মিনাল্ আর্‌দ্বি তুকাল্লিমুহুম্ আন্নান্

(৮২) যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসবে, তখন আমি মাটি হতে জন্তু বের করব, যে কথা বলবে,

আয়াত-৭৯ ঃ কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীস থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক ঃ মৃতরা শুনতে পায়। দুইঃ তাদের শুনা এবং আমাদের শুনানো আমাদের ইখতিয়ারভূক্ত নয়; বরং আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন শুনিয়ে দেন। ইমাম গাযযালী (রঃ) এর মতে ছহীহ্ হাদীস ও একাধিক আয়াত হতে প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শুনে। সূরা নামল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে শুনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন। সুতরাং যে যে ক্ষেত্রে ছহীহ্ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা উচিত। আর যেখানে প্রমাণ নেই সেখানে শুনা নাশুনা উভয় সম্ভাবনা ই বিদ্যমান আছে। (মাঃ কোঃ)

النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٣﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ

ع ٦ ١٦ ২ রুকু

না-সা কা-নূ বি আ-ইয়া-তিনা-লা-ইয়ূক্বিনূন্। ৮৩। অ ইয়াওমা নাহ্শুরু মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ ফাওজাম্ মিম্মাইঁ

মানুষ তো আমার নিদর্শন বিশ্বাস করে না। (৮৩) যেদিন আমি একত্র করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা

يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٤﴾ حَتّٰى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ

ইয়ুকায্যিবু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম ইয়ূযা'উন্।৮৪। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ূ ক্ব-লা আকায্যাব্তুম্ বিআ-ইয়া-তী অ লাম্

আমার আয়াত মানত না, যারা শ্রেণীবদ্ধ হবে। (৮৪) যখন তারা আসবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আয়াত মান নি?

تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ

তুহীত্বূ বিহা- 'ইল্মান্ আম্মা-যা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৮৫। অ অক্ব'আল্ ক্বওলু 'আলাইহিম্ বিমা-জোয়ালামূ ফাহুম্

অথচ তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা আরও কত কি করতে? (৮৫) আর শাস্তি আসবে তাদের উপর তাদের জুলুম এর জন্য, সুতরাং তারা কোন কিছু

لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٦﴾ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ

লা- ইয়ান্ত্বিকূন্। ৮৬। আলাম্ ইয়ারও আন্না জ্বা'আল্নাল্লাইলা লিইয়াস্কুনূ ফীহি অন্নাহা-র মুব্ছির-; ইন্না

বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাতকে তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে আলোকপ্রদ করেছি?

فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٧﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লিক্বওমিই ইয়ু'মিনূন্। ৮৭। অ ইয়াওমা ইয়ুন্ফাখু ফিছ্ ছূরি ফাফাযি'আ মান্ ফিস্

নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৮৭) এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আসমান যমীনে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত

السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٨﴾ وَتَرَى

সামা-ওয়া-তি অ মান্ ফিল্ আর্দ্বি ইল্লা-মান্ শা — য়াল্লা-হ্; অ কুল্লুন্ আতাওহু দা-খিরীন্। ৮৮। অ তারল্

হয়ে পড়বে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন সে ছাড়া, আর তাঁর নিকট সবাই বিনীত অবস্থায় হাযির হবে। (৮৮) আর আপনি

الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ

জ্বিবা-লা তাহ্সাবুহা- জ্বা-মিদাতাঁও অহিয়া তামুররু মাররস্ সাহা-ব্; ছুন্'আল্ল-হি ল্লাযী ~ আত্ক্বনা

পাহাড়সমূহকে দেখে ভাবতেছেন, এগুলো টলবে না, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত উড়বে; আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি সব

كُلَّ شَىْءٍ ط اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٩﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج

কুল্লা শাইয়িন্ ইন্নাহু খাবীরুম্ বিমা-তাফ্'আলূন্। ৮৯। মান্ জ্বা — য়া বিল্হাসানাতি ফালাহূ খইরুম্ মিন্হা-

কিছুকে সুষম করলেন, তিনি তোমাদের কর্মের খবর রাখেন। (৮৯) সেদিন যে পুণ্য নিয়ে আসবে সেদিন সে তদপেক্ষা

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ

অ হুম্ মিন্ ফাযাই; ইয়াওমায়িযিন্ আ-মিনূন্। ৯০। অ মান্ জ্বা — য়া বিস্ সাইয়িয়াতি ফাকুব্বাত্ উজূহুহুম্

উত্তম বিনিময় পাবে, সেদিন আতংক হতে নিরাপদ হবে। (৯০) আর যে কুকর্ম নিয়ে আসবে, তারা আগুনে অধোমুখে

فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ

ফীন্না-র্; হাল্ তুজ্ব্ যাওনা ইল্লা-মা-কুনতুম্ তা'মালূন্। ৯১। ইন্নামা ~ উমির্তু আন্ আ'বুদা

নিক্ষিপ্ত হবে;তাদেরকে বলা হব, তোমরা যা করতে তারই শাস্তি ভোগ করবে। (৯১) বলুন, আমি তো এ নগরীর রবের

رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

রব্বাহা-যিহিল্ বাল্দাতিল্লাযী হার্রামাহা-অ লাহূ কুল্লু শাইয়িঁও অ উমির্তু আন্ আকূনা

ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মান দিয়েছেন, এবং তাঁরই সব কিছু; আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٢﴾ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

মিনাল্ মুস্লিমীন্। ৯২। অ আন্ আত্লুওয়াল্ ক্বুর্আ-না ফামানিহ্ তাদা-ফাইন্নামা-ইয়াহ্তাদী

তাঁরই অনুগত হয়ে থাকি; (৯২) আর যেন আমি কোরআন পড়ে শুনাই; আর যে সৎপথ অনুসরণ করে, সে নিজের কল্যাণেই

لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٣﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ

লিনাফ্সিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাক্বুল্ ইন্নামা ~ আনা মিনাল্ মুন্যিরীন্। ৯৩। অ ক্বুলিল্ হাম্দু

সৎপথ অবলম্বন করে, আর যে ভ্রষ্ট হবে (তাকে) আপনি বলুন, আমি তো সতর্ককারী মাত্র।(৯৩) আপনি বলুন, সকল প্রশংসা একমাত্র

ع ৭ ১১ ৬ রুকু

لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

লিল্লা-হি সাইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী ফাতা'রিফূনাহা-; অমা-রব্বুকা বিগ-ফিলিন্ আম্মা-তা'মালূন্।

আল্লাহর জন্য তিনি অতি শীঘ্র তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন বুঝবে; তোমাদের রব তোমাদের কর্ম সম্পর্কে গাফেল নন।

সূরা ক্বাছোয়াছ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ ঃ ৯

طسم ﴿١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ

১।ত্বোয়া-সী ~ ম্ মী — ম্। ২। তিল্কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ মুবীন্।৩। নাত্লু 'আলাইকা মিন্ নাবা-য়ি মূসা-

(১) ত্বোয়া, সীন, মীম, (২) এটি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি মূসা ও

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ

অ ফির্'আউনা বিল্হাক্বক্বি লিক্বওমিঁ ইয়ু'মিনূন্। ৪। ইন্না ফির্'আউনা 'আলা-ফিল্ আর্দ্বি অজ্বা'আলা

ফেরাউনের ঘটনা মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। (৪) নিশ্চয়ই ফেরাউন যমীনে বেড়ে গিয়েছিল, দেশবাসিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে

টীকা-১। আয়াত-১ঃ মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল্-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন জুহফা অর্থাৎ রাবেগের নিকট উপনীত হয় তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলেন, হে মুহাম্মদ (ছঃ)! আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি জবাবে বললেন, হ্যা, মনে পড়ে বৈ কি? অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে এই সূরা পাঠ করে শুনালেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৩ ঃ উপদেশ লাভ ও নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ গ্রহণ করা এবং অন্যান্য উপকার বর্তমানে প্রকৃত মু'মিন হোক অথবা ভবিষ্যতে ঈমান আনার ইচ্ছুক হোক। এরা ছাড়া কেউ এ উদ্দেশে কাহিনীগুলো শ্রবণ করে না, সুতরাং তাদের জন্য কল্যাণকরও নয়। (মাঃ কোঃ)

أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

আহ্‌লাহা-শিয়া'আই ইয়াস্ তাদ্ব'ঈফু ত্বোয়া — য়িফাতাম্ মিন্‌হুম্ ইয়ুযাব্বিহু আব্‌না — য়া হুম্ অ ইয়াস্‌তাহ্‌য়ী নিসা — য়া হুম্;
বিভক্ত করে একদলকে দুর্বল করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখত নিশ্চয়ই

إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي

ইন্নাহূ কা-না মিনাল্ মুফ্‌সিদীন্। ৫। অ নুরীদু আন্ নামুন্না 'আলাল্লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ ফিল্
সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (৫) এবং আমি ইচ্ছা করলাম যে, সে যমীনে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছে তাদের প্রতি অনুগ্রহ

الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٦﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

আর্‌দ্বি অনাজ্ব'আলাহুম্ আয়িম্মাতাঁও অনাজ্ব'আলা-হুমুল্ ওয়া-রিছীন্। ৬। অ নুমাক্কিনা লাহুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি
করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে, তাদেরকে দেশের অধিকারী করতে; (৬) এবং তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং

وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٧﴾ وَأَوْحَيْنَا

অ নুরিয়া ফির্'আউনা অহা-মা-না অজ্বু নূদাহুমা- মিন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়াহ্‌যারূন্। ৭। অআওহাইনা ~
যে কারণে ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী (দুর্বল বনী ইসরাঈলের পক্ষ হতে) আশঙ্কা করত তা দেখাতে।(৭) আর আমি অহী

إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

ইলা ~ উম্মি মূসা ~ আন্ আর্‌দ্বি'ঈহি ফাইযা-খিফ্‌তি 'আলাইহি ফাআল্‌ক্বীহি ফিল্ ইয়াম্মি অলা-তাখ-ফী
প্রেরণ করলাম মূসার মায়ের কাছে, তুমি তাকে স্তন্য দান করতে থাক, আর যদি আশংকা কর, তবে তাকে নদীতে ছেড়ে দাও, ভয়

وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨﴾ فَالْتَقَطَهُ آلُ

অলা তাহ্‌যানী ইন্না রা — দ্দূহু ইলাইকি অজ্বা-'ইলূহু মিনাল্ মুরসালীন্। ৮। ফাল্‌তাক্বত্বোয়াহূ ~ আ-লু
করো না, দুঃখও করো না আমি অবশ্যই তাকে তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করাব, এবং তাকে রাসূল বানাব। (৮) অতঃপর তাকে

فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

ফির্'আউনা লিইয়াকূনা লাহুম্ 'আদুঅও অ হাযানা-; ইন্না ফির্'আউনা অহা-মা-না অ জ্বু নূদাহুমা- কা-নূ
উঠাল ফেরাউনের লোকেরা; অথচ সে তাদের শত্রু এবং সে তাদের দুঃখের কারণ হবে; নিঃসন্দেহে ফেরাউন, হামান ও তাদের

خَاطِئِينَ ﴿٩﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ

খত্বিয়ীন্। ৯। অক্ব-লাতিম্ রয়াতু ফির্'আউনা ক্বু র্‌রতু 'আইনিল্লী অলাকা; লা-তাক্ব্‌তুলূহু
বাহিনী ভুল করেছিল। (৯) আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশুটি আমার ও তোমার নয়ন মনি; একে হত্যা করো না;

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ

'আসা ~ আঁই ইয়ান্‌ফাআ'না ~ আও নাত্তাখিযাহূ অলাদাঁও অহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ১০। অআছ্‌বাহা-ফুয়া- দু উম্মি
সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, কিংবা তাকে আমাদের সন্তানও বানাতে পারি; তারা বুঝেনি। (১০) মূসার মায়ের মন

مُوسٰى فٰرِغًا ۭ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِیْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ

মূসা-ফা-রিগ-; ইন্ কা-দাত্ লাতুব্‌দী বিহী লাওলা ~ আর্‌রবাত্ব্‌না- 'আলা-ক্বল্‌বিহা-লিতাকূনা মিনাল্

অস্থির ছিল; যেন আশ্বস্ত হয়, তার জন্য তার মনকে দৃঢ় না করলে সে তো সব প্রকাশ করে দিত; এইরূপ করলাম, যেন সে

الْمُؤْمِنِیْنَ ⑩ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّیْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا

মু''মিনীন্। ১১। অক্ব-লাত্ লিউখ্‌তিহী ক্বুছ্‌ছীহি ফাবাছোয়ারত বিহী 'আন্ জুনুবিঁও অহুম্ লা-

বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। (১১) আর সে মূসার বোনকে বলল, তুই এর সঙ্গে যা, সে দূর হতে দেখতেছিল, আর তারা

یَشْعُرُوْنَ ⑫ وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ

ইয়াশ্'উরূন্। ১২। অ হার্‌রম্‌না- 'আলাইহিল্ মার-দ্বি'আ মিন্ ক্বব্‌লু ফাক্ব-লাত্ হাল্ আদুল্লুকুম্ 'আলা ~ আহ্‌লি

জানত না। (১২) আর আমি পূর্বেই ধাত্রীস্তন্য পান নিষিদ্ধ করেছি; মূসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের খবর

بَیْتٍ یَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ⑬ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا

বাইতিঁ ইয়াক্‌ফুলূনাহূ লাকুম্ অহুম্ লাহূ না-ছিহূন্। ১৩। ফারদাদ্‌না-হু ইলা ~ উম্মিহী কাই তাক্বর্‌র 'আইনুহা-

দিব? যারা তোমাদের হয়ে তার লালন পালন করবে, তারা তার মঙ্গলকামী হবে? (১৩) আমি তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম,

وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ⑭ وَلَمَّا

'অলা-তাহ্‌যানা অলিতা'লামা আন্না অদাল্লা-হি হাক্বুকুঁও অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১৪। অ লাম্মা-

যেন তার চোখ জুড়ায়, দুঃখ না করে, আর বুঝে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তবে অনেকেই জানে না। (১৪) আর যখন

بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَیْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۞

বালাগ আশুদ্দাহূ অস্‌তাওয়া ~ আ-তাইনা-হু হুক্‌মাঁও অ'ইল্‌মা-; অকাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্।

সে যৌবনে পৌঁছল ও পূর্ণত্ব লাভ করল তখন তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দিলাম, আর আমি পুণ্যশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

⑮ وَدَخَلَ الْمَدِیْنَةَ عَلٰى حِیْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیْهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلٰنِ ق

১৫। অ দাখালাল্ মাদীনাতা 'আলা-হীনি গাফ্‌লাতিম্ মিন্ আহ্‌লিহা- ফাওয়াজ্বাদা ফীহা-রজুলাইনি ইয়াক্ব্‌তাতিলা-নি

(১৫) আর মূসা এমন সময় নগরে প্রবেশ করল যখন নগরবাসী অসতর্কছিল সে এসে দেখল দুটি লোক সংঘর্ষে

هٰذَا مِنْ شِیْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِیْ مِنْ شِیْعَتِهٖ عَلَى الَّذِیْ

হাযা-মিন্ শী'আতিহী অ হাযা-মিন্ 'আদুওয়িয়্যিহী ফাস্‌তাগা-ছাহুল্ লাযী মিন্ শী 'আতিহী 'আলাল্লাযী

লিপ্ত; একজন ছিল তার নিজ সম্প্রদায়ের, আর অন্যজন ছিল তার শত্রুদলের, তার সম্প্রদাদায়ের লোকটি শত্রুর বিরুদ্ধে তার

● এক চতুর্থাংশ ১

ع ১৩ 4 রুকু

আয়াত-১২ ঃ যেহেতু তখন তারা হযরত মূসাকে (আঃ) কারও দুধপান করাতে পারছিল না। সুতরাং এই পরামর্শকে সুযোগ মনে করে সেই ধাত্রীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তার মাতার ঠিকানা বলে দিল। অবশেষে তাকে ডেকে আনা হল। মূসা (আঃ) কে তাঁর কোলে দেয়া মাত্রই তিনি দুধপান করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের অনুমতিক্রমে হযরত মূসা (আঃ)-এর মা শান্ত মনে তাকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাঝে মাঝে নিয়ে আছিয়াও ফেরাউনকে দেখিতে আনতেন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসার (আঃ)-এর মা ফেরআউন থেকে তাঁকে দুধপান করাবার বিনিময়ও গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, বিনিময় গ্রহণ না করলে তারা ধারণা করবে, এ স্ত্রীলোটিই শিশুটির, তাই সে বাৎসল্যবশতঃ বিনিময় গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। (বঃ কোঃ)

مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

মিন্ 'আদুওয়িহী ফা অকাযাহূ মূসা-ফাক্বদ্বোয়া 'আলাইহি ক্ব-লা হাযা-মিন্ 'আমালিশ্ শাইত্বোয়ান্

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল; তখন মূসা তাকে ঘুষি মারে এবং এতে সে মৃত্যু মুখে পতিত হল। মূসা বলল, এটা শয়তানের কাণ্ড,

اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٦ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ

ইন্নাহূ 'আদুওয়্যুম্ মুদ্বিল্লুম্ মুবীন্। ১৬। ক্ব-লা রব্বি ইন্নী জোয়ালাম্তু নাফ্সী ফাগ্ফির্লী ফাগফার লাহূ;

সে স্পষ্ট শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। (১৬) সে বলল, হে আমার রব! আমি আমার প্রতি জুলুম্ করেছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝١٧ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا

ইন্নাহূ হুওয়াল্ গফূরুর্ রহীম্। ১৭। ক্ব-লা রব্বি বিমা ~ আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা ফালান্ আকূনা জোয়াহীরল্

তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৭) বলল, হে আমার রব! আমাকে যে করুণা করেছেন এরপর আমি

لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝١٨ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ

লিল্মুজ্রিমীন্। ১৮। ফায়াছ্বাহা ফিল্ মাদীনাতি খ — য়িফাইঁ ইয়াতারক্ব্ক্বু ফাইযাল্লাযিস্ তান্ছোয়ারহূ

কখনও সহযোগী হব না অপরাধীদের।(১৮) ভীত অবস্থায় নগরীতে তার ভোর হল, যে পূর্বদিন তার নিকট সাহায্য চেয়েছিল

بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۝١٩ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ

বিল্আম্সি ইয়াস্তাছ্রিখুহূ; ক্ব-লা লাহূ মূসা ~ ইন্নাকা লাগাওয়িয়্যুম্ মুবীন্। ১৯। ফালাম্মা ~ আন আর-দা

সে লোকটি আবার তাকে চিৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকল ; মূসা তাকে বলল, তুমি তো স্পষ্টই একজন ভ্রান্ত।(১৯) অতঃপর যখন

اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا

আঁই ইয়াব্ত্বিশা বিল্লাযী হুয়া'আদুওয়্যুল্ লাহুমা-ক্ব-লা ইয়া- মূসা ~ আতুরীদু আন্ তাক্ব্তুলানী কামা-

সে তাকে ধরতে চাইল যে তাদের উভয়েরই শত্রু; (তখন পূর্ব দিনের) লোকটি বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাকেও হত্যা

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا

ক্বতাল্তা নাফ্সাম্ বিল্আম্সি ইন্ তুরীদু ইল্লা ~ আন্ তাকূনা জ্বাব্বা-রন্ ফিল্ আরদ্বি অমা-

করতে চাও গতকাল যে ভাবে তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি যমীনে স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারী হতে চাও?

تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝٢٠ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى

তুরীদু আন্ তাকূনা মিনাল্ মুছ্লিহীন্। ২০। অজ্বা — য়া রাজুলুম্ মিন্ আক্ব্ছোয়াল্ মাদীনাতি ইয়াস্ 'আ-

আপোষকামী হওয়ার ইচ্ছা তুমি পোষন কর না ? (২০) আর শহরের অপর প্রান্ত হতে এক লোক ছুটে এসে তাকে বলল,

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ

ক্ব-লা ইয়া-মূসা ~ ইন্নাল্ মালায়া ইয়া''তামিরূনা বিকা লিইয়াক্ব্তুলূকা ফাখ্রুজ্ব্ ইন্নী লাকা মিনান্

হে মূসা! ফেরাউনের সভাষদরা তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে; সুতরাং তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমি নিঃসন্দেহে তোমার

النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ

না-ছিহীন্। ২১। ফাখরজ্বা মিন্হা-খ — য়িফাইঁ ইয়াতারক্ব্ ক্বাবু ক্ব-লা রব্বি নাজ্বজ্বিনী মিনাল্ ক্বওমিজ্

কল্যাণকামী। (২১) অতঃপর তথা হতে ভীত অবস্থায় বের হয়ে বলল, হে আমার রব! এ জালিমদের কবল থেকে আমাকে

২ ع ৪ ৫ রুকু

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ

জোয়া-লিমীন্। ২২। অলাম্মা-তাওয়াজ্জাহা -তিল্ক্ব — য়া মাদ্ইয়ানা ক্ব-লা 'আসা রাব্বী ~ আইঁ ইয়াহ্দিয়ানী সাওয়া — য়াস্

রক্ষা কর। (২২) আর যখন মূসা মাদ্ইয়ানের দিকে যাত্রা করল তখন বলল, আশা করি আমার রব আমাকে সরল পথ

السَّبِيْلِ ﴿٢٣﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز وَوَجَدَ

সাবীল্। ২৩। অলাম্মা-অরদা মা — য়া মাদ্ইয়ানা অজ্বাদা 'আলাইহি উম্মাতাম্ মিনান্না-সি ইয়াস্ক্বূনা অওয়াজ্বাদা

দেখাবেন। (২৩) যখন মাদ্ইয়ানের কূপে পৌঁছল, তখন একদল লোক পেল, যারা পানি পান করাচ্ছিল; এবং তাদের পেছনে

مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ

মিন্ দূনিহিমুম্ রয়াতাইনি তাযূদা-নি ক্ব-লা মা-খত্ববুকুমা-; ক্ব-লাতা লা-নাস্ক্বী হাত্তা-ইয়ুছ্দিরর্

দুজন নারীকে পেল যারা জন্তু হাঁকাচ্ছিল। সে বলল, তোমাদের কি ইচ্ছা? তারা বলল, আমরা পানি পান করাচ্ছি না, রাখালরা

الرِّعَآءُ سكتة وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ

রি'আ — য়ু অআবূনা শাইখুন্ কাবীর্। ২৪। ফাসাক্ব-লাহুমা-ছুম্মা তাওয়াল্লা ~ ইলাজ্ জিল্লি ফাক্ব-লা রব্বি

না যাওয়া পর্যন্ত। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর তাদের পশুগুলোকে সে পানি পান করাল, পরে ছায়ায় গিয়ে বসল

اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٥﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز

ইন্নী লিমা ~ আন্যাল্তা ইলাইয়্যা মিন্ খাইরিন্ ফাক্বীর্। ২৫। ফাজ্বা — য়াত্হু ইহ্দা-হুমা- তাম্শী 'আলাস্ তিহ্ইয়া — য়িন্

আর বলল, হে আমার রব! আমি তোমার কল্যাণ ভিখারী। (২৫) নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাবনত হয়ে তার নিকট এসে বলল,

قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ

ক্ব-লাত্ ইন্না আবী ইয়াদ্'উকা লিয়াজ্ যিয়াকা আজ্ রমা- সাক্বইতা লানা-; ফালাম্মা জ্বা — য়াহূ অক্বছ্ছোয়া

আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে পানির পারিশ্রমিক প্রদান করতে। তার পর মূসা এসে তাকে সকল বিবরণ শুনাল;

عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ قف وقفة نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَتْ

'আলাইহিল্ ক্বছোয়াছোয়া ক্ব-লা লা-তাখফ্ নাজ্বাওতা মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন্। ২৬। ক্ব-লাত্

তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েগেছ (২৬) কন্যাদ্বয় একজন বলল,

আয়াত-২৩ ঃ এ ঘটনা হতে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবগত হওয়া গেল। একঃ দুর্বলদেরকে সাহায্য করা নবী রাসূলদের সুন্নাত। দুই ঃ বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজন বোধে কথা বলায় কোন দোষ নেই। যে পর্যন্ত কোন অনর্থের আশংকা দেখা না দেয়। তিনঃ আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন নারীদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এ ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন নি। চারঃ এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওযর পেশ করেছেন। (মাঃ কোঃ)

إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

ইহ্দা-হুমা-ইয়া ~ আবাতিস্ তা'জ্বিরহু ইন্না খইর মানিস্ তা'জ্বারতাল্ ক্বওওয়িয়্যুল আমীন্
পিতা! আপনি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করুন, আপনার কর্মচারী হিসাবে সে ব্যক্তি উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

﴿٢٧﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي

২৭। ক্ব-লা ইন্নী ~ উরীদু আন্ উন্কিহাকা ইহ্দাব্ নাতাইয়্যা হা-তাইনি 'আলা ~ আন্ তা''জু্রানী
(২৭) তিনি বললেন, আমি আমার এক কন্যাকে তোমার কাছে এ শর্তে বিয়ে দিতে চাই যে, তুমি আট বছর আমার

ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ

ছামা-নিয়া হিজ্বাজ্বিন্ ফাইন্ আত্মাম্তা 'আশ্রান্ ফামিন্ 'ইন্দিকা অমা ~ উরীদু আন্ আশুক্ব্ক্বা 'আলাইক্;
কাজ করবে, তবে দশ বছর পূর্ণ করলে তা তোমার ইচ্ছা। আর আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট প্রদান করতে চাই না;

سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا

সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্শা — আল্লা-হু মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ২৮। ক্ব-লা যা-লিকা বাইনি অ বাইনাক্; আইয়ামাল্
আল্লাহ চান তো তুমি আমাকে সৎকর্মশীল হিসাবেই পাবে। (২৮) মূসা বললেন, এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে।

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ

আজ্বালাইনি ক্বদ্বোয়াইতু ফালা-উদ্ওয়া-না 'আলাইয়্যা; অল্লা-হু 'আলা-মা-নাকূ্লু অকীল্। ২৯। ফালাম্মা-ক্বাদ্বোয়া-
দুটি সময়ের একটি পূর্ণ করলে আমার ওপর অভিযোগ থাকবে না। এ কথায় আল্লাহ সাক্ষী।(২৯) অতঃপর যখন মূসা তার

مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ

মূসাল্ আজ্বালা অসা-র বিআহ্লিহী ~ আ-নাসা মিন্ জ্বা-নিবিত্ব তুরি না-রান্ ক্ব-লা লিআহ্লিহিম্
নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করে সপরিবারে মিশর অথবা শাস দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন,তখন তিনি তূরপর্বতে আগুন দেখলেন। পরিবারকে

امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ

কুছূ ~ ইন্নী আ-নাস্তু না-রল্লা-'আল্লী ~ আ-তীকুম্ মিন্হা-বিখবারিন্ আও জ্বায্ওয়াতিম্ মিনান্না-রি
বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেখান থেকে হয়ত আমি খবর পেতে পারি বা অঙ্গার

لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ

লা'আল্লাকুম্ তাছ্ত্বোয়ালূন্।৩০। ফালাম্মা ~ আতা-হা-নূদিয়া মিন্ শা-ত্বিয়িল্ ওয়া-দিল্ আইমানি ফিল্ বুক্ব্'আতিল্
আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে। (৩০) অতঃপর যখন মূসা আগুনের নিকটবর্তী হলেন, উপত্যকার দক্ষিণের

الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣١﴾ وَأَنْ أَلْقِ

মুবা-রকাতি মিনাশ্ শাজ্বারতি আঁই ইয়া- মূসা ~ ইন্নী ~ আনাল্লা-হু রব্বুল্ 'আলামীন্।৩১। অ আন্ আল্ক্বি
পবিত্র ভূমির এক বৃক্ষ হতে শব্দ আসল, হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, সারা জাহানের রব।(৩১) তুমি তোমার লাঠি ফেল,

ع ৩ ৭ ৬ রুকু

عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰٓى

'আছোয়াক্; ফালাম্মা-রয়া-হা-তাহ্তায্যু কাআন্নাহা-জ্বা — ন্নুঁও অল্লা-মুদ্বিরাঁও অলাম্ ইয়ুআক্কিব্; ইয়া-মূসা ~
(লাঠি ফেললে) যখন তাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখলেন তখন মূসা পেছনে হটল, ফিরেও তাকাল না। হে মূসা!

اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ

আক্ব্বিল্ অলা তাখফ্ ইন্নাকা মিনাল্ আ-মিনীন্। ৩২। উস্লুক্ ইয়াদাকা ফী জ্বাইবিকা তাখ্রুজ্
সামনে অগ্রসর হও, ভয় পেয়ো না, অবশ্যই তুমি নিরাপদ। (৩২) তোমার হাতকে তোমার বগলের ভেতর রাখ, নির্দোষ ও

بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ

বাইদ্বোয়া — য়া মিন্ গইরি সূ — য়িঁও ওয়াদ্বুমুম্ ইলাইকা জ্বানা-হাকা মিনার্ রহ্বি ফাযা-নিকা বুরহা-না-নি
শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। এ দুটি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের

مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ

মির্ রব্বিকা ইলা- ফির্'আউনা অমালায়িহ্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৩৩। ক্বা-লা রব্বি
জন্য তোমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণ। নিশ্চয়ই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বললেন, হে আমার রব! আমি তো

اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٤﴾ وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ

ইন্নী ক্বতাল্তু মিন্হুম্ নাফ্সান্ ফাআখ-ফু আই ঁইয়াক্ব্তুলূন্। ৩৪। অআখী হারূ-নু হুওয়া আফ্ছোয়াহু
তাদের একজনকে হত্যা করেছি; ফলে আমার ভয় হয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে

مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ۫ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٥﴾ قَالَ

মিন্নী লিসা-নান্ ফাআর্সিল্হু মা'ইয়া রিদ্য়াই ইয়ুছোয়াদ্দিক্বুনী ~ ইন্নী ~ আখ-ফু আই ইয়ুকায্যিবূন্। ৩৫। ক্বা-লা
অধিক প্রাঞ্জলভাষী, তাকে সাথে দিন; সে সমর্থন দেবে; আমার ভয় যে, তারা মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) বললেন, তোমার

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ

সানাশুদ্দু 'আদুদাকা বিআখীকা অনাজ্ 'আলু লাকুমা- সুল্ত্বোয়া-নান্ ফালা-ইয়াছিলূনা ইলাইকুমা- বিআ-ইয়া-তিনা ~
ভাইকে দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করব, তোমাদের উভয়কে এমন ক্ষমতা দেব যে, ফলে তারা তোমার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا

আন্তুমা-অমানি ত্তাবা'আকুমাল্ গ-লিবূন্। ৩৬। ফালাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- বাইয়্যিনা-তিন্ ক্বা-লূ
আমার নিদর্শনসহ যাও, তোমরা ও অনুসারীরাই বিজয়ী হবে। (৩৬) অতঃপর যখন মূসা স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে গেল, বলল, এটি তো

ব্যাখ্যা- আয়াত-৩২ ঃ এই বিশ্ময়কর মু'জিযা দেখে তোমার মনে যে ভয় সঞ্চার হয় তা দূর করার জন্য স্বীয় হস্তদ্বয় আপন দিকে সঙ্কোচিত করে লও। আর কেউ কেউ এর অর্থ বলেন- হযরত মূসা (আঃ) লাঠি সর্প হয়ে যেতে দেখে তিনি ভয়ে তা থেকে আপন হস্তে সরাতে লাগলেন, ভীত লোক যেমন করে। কিন্তু এতে দর্শক শত্রুদের উপর কু-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, লাঠি সর্প হলে যদি ভয় পাও, তবে তোমার হস্ত বাহুদ্বয়কে নিচে দাবিয়ে রেখ, অতঃপর তা বের কর, দেখবে, তা দীপ্তমান উজ্জ্বল সাদা হয়ে বের হবে। অতএব, এ পদ্ধতি অবলম্বনে দুটি উপকার হবে- প্রথমতঃ ভয়ে ভীত অবস্থার অনুকূলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিন্তু শত্রুরা এ ভীত হওয়ার কথা জানতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এটি ভিন্ন একটি মু'জিয়া হল। (তাঃ মাদারেক)

مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِیْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِیْنَ ۝٣٧ وَقَالَ

মা-হাযা ~ ইল্লা-সিহ্রুম্ মুফ্তারাঁও অমা-সামি'না- বি হা-যা-ফী ~ আ-বা — য়িনাল্ আউয়্যালীন্।৩৭। অ ক্বা-লা-

মনগড়া যাদু বৈ আর কিছু নয়,এ ব্যাপারে এমন কথা শুনিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে । (৩৭) আর মূসা বলল,

مُوْسٰی رَبِّیْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ

মূসা-রব্বী ~ আ'লামু বিমান্ জ্বা — য়া বিল্ হুদা-মিন্ 'ঈন্দিহী অমান্ তাকূনু লাহূ আ' ক্বিবাতুদ্

আমার রবই সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে আর পরকালে কার পরিণাম ভাল

الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یٰٓاَیُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ

দা-র্ ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুজ্ জোয়া-লিমূন্।৩৮। অক্বা-লা ফির্'আউনু ইয়া ~ আইয়ুহাল্ মালায়ু মা-'আলিম্তু লাকুম্

হবে? জালিমেরা সর্বদা বিফল। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পরিষদবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে

مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرِیْ ۚ فَاَوْقِدْ لِیْ یٰهَامٰنُ عَلَی الطِّیْنِ فَاجْعَلْ لِّیْ صَرْحًا لَّعَلِّیْٓ

মিন্ ইলা-হিন্ গইরী, ফাআও ক্বিদ্লী ইয়া-হা-মা-নু 'আলাত্ব্ ত্বীনি ফাজ্ব্ আল্লী ছোয়ার্হাল্লা'আল্লী~

বলে তো আমার জানা নেই; হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও উঁচু প্রাসাদ নির্মান কর, যাতে আমি

اَطَّلِعُ اِلٰٓی اِلٰهِ مُوْسٰی ۙ وَاِنِّیْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۝٣٩ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ

আত্ত্বোয়ালি'উইলা ~ ইলা-হি মূসা-অইন্নী লাআজুন্নুহূ মিনাল্ কা-যিবীন্।৩৯। অস্তাক্বার হুওয়া অ জুনূদুহূ

মূসার ইলাহকে দর্শন করতে পারি, তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী। (৩৯) সে ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায় গর্ব

فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَیْنَا لَا یُرْجَعُوْنَ ۝٤٠ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ

ফিল্ আরদ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ক্বি অজোয়ান্নু ~ আন্নাহুম্ ইলাইনা- লা-ইয়ুরজ্বা'উন্। ৪০। ফাআখয্না-হু অজুনূদাহূ

করে মনে করেছিল যে, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে না। (৪০) অতঃপর তাকে ও তার বাহিনীকে আমি পাকড়াও করে সমুদ্রে

فَنَبَذْنٰهُمْ فِی الْیَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِیْنَ ۝٤١ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً

ফানাবায্না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি ফান্জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুজ্ জোয়া-লিমীন্।৪১। অ জ্বা'আল্না-হুম্ আইয়িম্মাতাঁই

নিক্ষেপ করলাম; অতঃপর দেখুন কেমন হয়েছিল, জালিমদের পরিণতি? (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম, তারা লোকদেরকে

یَّدْعُوْنَ اِلَی النَّارِ ۚ وَیَوْمَ الْقِیٰمَةِ لَا یُنْصَرُوْنَ ۝٤٢ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا

ইয়াদ্'উনা ইলান্না-রি অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি লা-ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ৪২। অ আত্বা'না-হুম্ ফী হা-যিহিদ্দুনইয়া-

দোযখের দিকে আহ্বান করত; পরকালে তাদের কেউ সাহায্যকারী হবে না।(৪২) আর দুনিয়াতে আমি তাদের পেছনে অভিশাপ

لَعْنَةً ۚ وَیَوْمَ الْقِیٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِیْنَ ۝٤٣ وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ مِنْ

লা'নাতান্ অ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি হুম্ মিনাল্ মাক্ব্বূহীন্।৪৩। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা মিম্

লাগিয়ে রেখেছি, আর কিয়ামত দিবসে তারা হবে ঘৃণিত।(৪৩) আমি পূর্ববর্তী বহু লোকদেরকে ধ্বংস করার পর মূসাকে

৪ ع ১৪ ৭ রুকু

بَعۡدِ مَاۤ اَهۡلَكۡنَا الۡقُرُوۡنَ الۡاُوۡلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحۡمَةً لَّعَلَّهُمۡ

বা'দি মা~ আহ্লাক্নাল্ ক্বুরূনাল্ ঊলা-বাছোয়া — য়িরা লিন্না-সি অহুদাঁও অরহ্মাতাল্ লা'আল্লাহুম্
কিতাব প্রদান করেছি, যা ছিল মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তারা তা থেকে উপদেশ

يَتَذَكَّرُوۡنَ ﴿٤٤﴾ وَمَا كُنۡتَ بِجَانِبِ الۡغَرۡبِىِّ اِذۡ قَضَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسَى الۡاَمۡرَ وَمَا

ইয়াতাযাক্কারূন্। ৪৪। অমা-কুন্তা বিজ্বা-নিবিল্ গর্বিয়্যী ইয্ ক্বাদ্বোয়াইনা ~ ইলা-মূসাল্ আম্র অমা-
গ্রহণ করতে পারে।(৪৪) আর আমি যখন মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি তূর পর্বতের পশ্চিমে ছিলেন না, আর আপনি

كُنۡتَ مِنَ الشّٰهِدِيۡنَ ﴿٤٥﴾ وَلٰـكِنَّاۤ اَنۡشَاۡنَا قُرُوۡنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيۡهِمُ الۡعُمُرُ‌ۚ وَمَا

কুন্তা মিনাশ্ শা-হিদীন্। ৪৫। অলা-কিন্না ~ আন্ শা''না ক্বুরূনান্ ফাতাত্বোয়া- অলা 'আলাইহিমুল্ উমুরু অমা-
প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) বরং আমি (মূসার পর) অনেক (যুগ মানব) গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি, তাদের বয়স দীর্ঘ ছিল;

كُنۡتَ ثَاوِيًا فِىۡۤ اَهۡلِ مَدۡيَنَ تَـتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰـكِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِيۡنَ ﴿٤٦﴾ وَمَا

কুন্তা ছা-ওয়িয়ান্ ফী ~ আহ্লি মাদ্ইয়ানা তাত্লূ 'আলাইহিম্- আ-ইয়া-তিনা- অলা-কিন্না- কুন্না- মুর্সিলীন্। ৪৬। অমা-
আয়াত আবৃত্তির জন্য আপনি মাদ্ইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না; আমিই তো রাসূল প্রেরক। (৪৬) আর আমি যখন

كُنۡتَ بِجَانِبِ الطُّوۡرِ اِذۡ نَادَيۡنَا وَلٰـكِنۡ رَّحۡمَةً مِّنۡ رَّبِّكَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ

কুন্তা বিজ্বা-নিবিত্ব্ ত্বূরি ইয্ না-দাইনা- অলা-কির্ রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা লিতুন্যির ক্বওমাম্ মা~
মূসাকে ডাকলাম তখন তূরের পার্শ্বে ছিলেন না; এটি রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি দয়া, যেন ঐ জাতিকে সতর্ক করতে

اَتٰٮهُمۡ مِّنۡ نَّذِيۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ ﴿٤٧﴾ وَلَوۡلَاۤ اَنۡ تُصِيۡبَهُمۡ

আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্বব্লিকা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্।৪৭। অ লাওলা ~ আন্ তুছীবাহুম্
পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে সতর্ককারী আসেনি; যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৭) তাদের কৃতকর্মের দরুণ যদি

مُّصِيۡبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ فَيَقُوۡلُوۡا رَبَّنَا لَوۡلَاۤ اَرۡسَلۡتَ اِلَيۡنَا رَسُوۡلًا

মুছীবাতুম্ বিমা-ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইয়াক্বূলূ রব্বানা-লাওলা ~ আর্সাল্তা ইলাইনা-রসূলান্
তাদের উপর বিপদ না আসত তবে তারা বলত, হে আমাদের রব! কেন আমাদের কাছে রাসূল পাঠাও নি? পাঠালে তোমার

فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الۡحَـقُّ مِنۡ عِنۡدِنَا

ফানাত্তাবি'আ আ-ইয়া-তিকা অনাকূনা মিনাল্ মু''মিনীন্। ৪৮। ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্ব্ক্বু মিন্ 'ইন্দিনা-
আয়াত মানতাম, এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৪৮) অতঃপর যখন তাদের নকট সত্য আসল, তখন তারা বলল,

আয়াত-৪৩ ঃ সত্যান্বেষীদের প্রথমতঃ বোধশক্তি ঠিক হয়। একে বসীরত বলে। তারপর আল্লাহর নির্দেশাবলী গ্রহণ করে। একে হেদায়েত বলে। এরপর হেদায়েতের ফলাফল অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়। একে 'রহমত' বলে (বঃ কোঃ)
আয়াত-৪৪ঃ নিশ্চিতরূপে কোন বিষয়ের সংবাদ দিতে হলে জ্ঞান দ্বারা এটি উপলব্ধি করা একটি উপায়। কিন্তু এ সমস্ত প্রাচীন কাহিনী জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করার বিষয় নয়। অথবা কোন ঐতিহাসিক মনীষী হতে শিক্ষা লাভ করা নয়। সে সুযোগও আপনার হয় নি। কিংবা স্বচক্ষে দর্শন করা যে আপনার দরকার তার সুযোগও আপনার হয় নি। সুতরাং একমাত্র ওহীর দ্বারাই আপনি উক্ত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। (বঃ কোঃ)

قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى

ক্ব-লূ লাওলা ~ ঊতিয়া মিছ্লা মা ~ ঊতিয়া মূসা-; আওয়ালাম্ ইয়াক্ফুরূ বিমা ~ ঊতিয়া মূসা-
মূসার মত তাকে (মুহাম্মদ (ছঃ) কে) দেয়া হয়নি কেন? তাতে তারা কি মূসাকে দেয়া বিষয় অস্বীকার করেনি? তারা তো

مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٩﴾ قُلْ فَاْتُوْا

মিন্ ক্ববলু ক্ব-লূ সিহ্র-নি তাজোয়া-হারা অ ক্ব-লূ ~ ইন্না বিকুল্লিন্ কা-ফিরূন্। ৪৯। ক্বুল্ ফা'তূ
বলেছিল, উভয়েই যাদু, পরস্পর সমর্থনকারী। আরো বলেছিল, আমরা প্রত্যেককে অবিশ্বাস করি।(৪৯) আপনি বলুন,

بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٥٠﴾ فَاِنْ

বিকিতা-বিম্ মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি হুওয়া আহ্দা মিন্হুমা ~ আত্তাবি'হু ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৫০। ফাইল্
আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আন, যা উভয়টি হতে উত্তম, তবে আমিই তা মানব, যদি সত্যবাদী হও। (৫০) অতঃপর তারা

لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ

লাম্ ইয়াস্তাজীবূ লাকা ফা'লাম্ আন্নামা- ইয়াত্তাবি'ঊনা আহ্ওয়া — য়াহুম্ অমান্ আদ্বোয়াল্লু মিম্মানিত্তাবা'আ
যদি সাড়া না দেয়, তবে জানবেন যে, তারা কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব করে; যে আল্লাহর পথ ছেড়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে

هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ

ع ৫ ৮ ৮ রুকু

হাওয়া-হু বিগইরি হুদাম্ মিনাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৫১। অলাক্বদ্
তার চেয়ে বড় ভ্রান্ত আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫১) আর আমি তো

وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٢﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ

অছ্ ছোয়াল্না-লাহুমুল্ ক্বওলা লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ৫২। আল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা মিন্ ক্ববলিহী
তাদেরকে ক্রমান্নয়ে বাণী পৌঁছিয়েছি, যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (৫২) আমি ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দিলাম, তারা

هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ

অর্ধাংশ

হুম্ বিহী ইয়ু'মিনূন্। ৫৩। অইযা-ইয়ুত্লা- 'আলাইহিম্ ক্ব-লূ ~ আ-মান্না- বিহী ~ ইন্নাহুল্ হাক্বক্বু মির্ রব্বিনা ~
এটা বিশ্বাস করে। (৫৩) তাদের কাছে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি, এটি রবের পক্ষ হতে সত্য,

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَ

ইন্না-কুন্না-মিন্ ক্ববলিহী মুস্লিমীন্। ৫৪। উলা — য়িকা ইয়ু'তাওনা আজ্রহুম্ মার্‌রাতাইনি বিমা-ছোয়াবারূ অ
আমরা তো এর পূর্বেও এটাকে মেনেছিলাম। (৫৪) তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে, আর তারা ভাল দ্বারা

يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ

ইয়াদ্রায়ূনা বিল্হাসানাতিস্ সাইয়িয়াতা অমিম্মা-রযাক্ব্না-হুম্ ইয়ুন্ফিক্বূন্। ৫৫। অ ইযা-সামি'উল্ লাগ্ওয়া
মন্দের মুকাবিলা করে আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা খরচ করে; (৫৫) তারা যখন বাজে কথা শুনে,

أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي

আ'রদ্বূ 'আন্হু অক্বা-লূ লানা ~ আ'মা-লুনা অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ লা-নাব্তাগিল্
তখন তা উপেক্ষা করে বলে, আমাদের কর্ম আমাদের, তোমাদের কর্ম তোমাদের; তোমাদের প্রতি সালাম। মূর্খদের সাথে

الْجَاهِلِينَ ﴿٥٦﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ

জ্বা-হিলীন্। ৫৬। ইন্নাকা লা-তাহ্দী মান্ আহ্বাব্তা অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়াহ্দী মাইঁ ইয়াশা — য়ু
জড়িত হতে চাই না। (৫৬) আপনি আপনার প্রিয়কে পথ দেখাতে পারবেন না, বরং আল্লাহই ইচ্ছামত পথ দেখান,

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ

অহুওয়া আ'লামু বিল্মুহ্তাদীন্। ৫৭। অক্বা-লূ ~ ইন্ নাত্তাবি'ইল্ হুদা- মা'আকা নুতাখত্ব্ত্বোয়াফ্ মিন্
এবং তিনিই পথ প্রাপ্তদেরকে চেনেন। (৫৭) তারা বলে, তোমার সঙ্গে সৎপথ মানলে আমরা দেশ হতে বহিষ্কৃত হব; আমি

أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا

আরদ্বিনা-আওয়ালাম্ নুমাক্কিল্লাহুম্ হারমান্ আ-মিনাইঁ ইয়ুজ্বা ~ ইলাইহি ছামার-তু কুল্লি শাইয়ির্ রিয্ক্বম্
কি তাদেরকে নিরাপদ স্থান হারাম শরীফে জায়গা দেই নি? যেখানে রিলিফ স্বরূপ সকল প্রকার ফল আসে আমার পক্ষ থেকে?

مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ

মিল্লাদুন্না-অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৫৮। অকাম্ আহ্লাক্না মিন্ ক্বরইয়াতিম্ বাত্বিরাত্
কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অবগত নয়।(৫৮) আর আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের ধন সম্পদ

مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ

মাঈ'শাতাহা- ফাতিল্কা মাসা-কিনুহুম্ লাম্ তুস্কাম্ মিম্ বা'দিহিম্ ইল্লা-ক্বলীলা-; অকুন্না-নাহ্নুল্
ভোগের জন্য গর্ব করত। এ গুলোই তাদের ঘরবাড়ি, তাই তাদের আবাস, পরে অল্প লোকই সেখানে ছিল; অবশেষে আমিই

الْوَارِثِينَ ﴿٥٩﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا

ওয়া-রিছীন্। ৫৯। অ মা-কা-না রব্বুকা মুহ্লিকাল্ ক্বুরা-হাত্তা-ইয়াব্'আছা ফী ~ উম্মিহা-রাসূলাইঁ
এগুলোর অধিকারী হয়েছি। (৫৯) আপনার রব তো কোন জনপদ ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তার কেন্দ্র সমূহে আয়াত-পাঠক

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৬ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুরে সময় নবী কারীম (ছঃ) তাঁর শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হলেন। সেখানে আবু জাহেল, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখও উপস্থিত ছিল। হুযূর (ছঃ) বললেন, চাচাজান, আপনি কলেমায়ে তৈয়্যব "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়ুন। আমি এর বলে আল্লাহর দরবারে আপনার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাব। উপস্থিত কাফেররা আবু তালিবকে বলল, তুমি কি জীবনের শেষ সময় আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছ? হুযূর (ছঃ) আপন বাক্য বারংবার উল্লেখ করতে থাকেন। আর তারাও নিজেদের কথা বলতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব বললেন, আমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত। কলেমায়ে তৈয়্যব তিনি পড়লেন না। এতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হলেন। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বুখারী) লুবাবুন্নুকুলে যে শানেনুযূল বর্ণনা করা হয় তাতে আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর আলোচনা নেই। উল্লেখ্য যে, আবু তালিবের ইসলাম কবূল না করায় হযরত আলীর বংশধর এবং বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (ছ ঃ)-এর অন্তরে যাতনার কারণ হয়। তাই সে সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে যদিও আয়াতটি আবু তালিবের ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে কিন্তু শব্দের ব্যাপকতায় অন্যান্যদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

আয়াত-৫৭ ঃ একদা হারেছ ইবনে উছমান ইবনে নওফেল নবী কারীম (ছঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ! আমরা জানি, আপনার আনুগত্য করলে আমাদের উভয় জগত কল্যাণের হবে। কিন্তু, কি করি আপনার আনুগত্য করলে সমস্ত আরবই আমাদের শত্রু হয়ে যাবে, তাদের মুকাবিলা করতে আমরা অক্ষম । তারা আমাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করবে। তাই আমরা ঈমান আনয়ন করা হতে বিরত রয়েছি। তখন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَمَآ

ইয়াত্লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়াতিনা-অমা-কুন্না -মুহ্লিকিল্ ক্বুরা ~ ইল্লা-অআহ্লুহা-জোয়া-লিমূন্। ৬০। অমা ~

রাসূল প্রেরণ করেন; আর আমি জনপদসমূহকে কেবল তখনই ধ্বংস করি যখন এর বাসিন্দারা জুলুম করতে থাকে। (৬০) তোমরা

اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ

উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা'উল্ হা-ইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-অযীনাতুহা- অমা-'ইন্দাল্লা-হি খইরুঁও অ

যা কিছু পেলে তা তো কেবল তোমাদের পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা, পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই তা অপেক্ষা উত্তম

ع ৬ ১০ ৯ রুকু

اَبْقٰى ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ

আব্ক্বা-; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ৬১। আফামাঁও অ'আদ্না-হু ওয়া'দান্ হাসানান্ ফাহুওয়া লা-ক্বীহি কামাম্ মাত্তা'না-হু

ও স্থায়ী; তবুও কি তোমরা বুঝ না?(৬১) অতঃপর যাকে আমি উত্তম-প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির

مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَيَوْمَ

মাতা-'আল হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ছুম্মা হুওয়া ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতি মিনাল্ মুহ্দ্বোয়ারীন্। ৬২। অ ইয়াওমা

সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়ে রেখেছি, অতঃপর পরকালে তাদেরকে অপরাধীরূপে হাযির করা হবে?(৬২)সেদিন

يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ

ইয়ুনা-দী হিম্ ফাইয়াক্বূলু আইনা শুরকা — ইইয়া ল্লাযীনা কুন্তুম্ তায্'উমূন্। ৬৩। ক্ব-লাল্লাযীনা হাক্বক্বা

তাদেরকে ডেকে আল্লাহ যখন বলবেন, যাদেরকে তোমরা শরীক মনে করতে তারা এখন কোথায়? (৬৩) শাস্তির যোগ্যরা বলবে,

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ

'আলাইহিমুল্ ক্বওলু রব্বানা-হা ~ উলা — য়িল্লাযীনা আগ্ওয়াইনা-আগ্ওয়াইনা-হুম্ কামা- গওয়াইনা-তাবারর্'না~

হে আমাদের রব! এদেরকে আমরাই বিভ্রান্ত করেছি, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। আমরা আপনার কাছে সমীপে দায় মুক্ত হতে

اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

ইলাইকা মা-কা-নূ ~ ইয়্যা-না-ইয়া'বুদূন্। ৬৪। অক্বীলাদ্'উ শুরাকা — য়াকুম্ ফাদা'আওহুম্

চাই; এরা আমাদের পূজা করে নি। (৬৪) আর তাদেরকে বলা হবে শরীকদের আহ্বান কর; তখন তারা তাদের আহ্বান

فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَيَوْمَ

ফালাম্ ইয়াস্তাজ্বীবূ লাহুম্ অরয়াযুল্ 'আযা-বা লাও আন্নাহুম্ কা-নূ ইয়াহ্তাদূন্। ৬৫। অ ইয়াওমা

করবে, কিন্তু তারা সাড়া দেবে না, তারা শাস্তি দেখবে, কতই না উত্তম হত, যদি তারা সৎপথে চলত! (৬৫) সেদিন আল্লাহ্

يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٦﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ

ইয়ু্না-দীহিম্ ফাইয়াক্বূলু মা-যা ~ আজ্বাব্তুমুল্ মুরসালীন্। ৬৬। ফা'আমিয়াত্ 'আলাইহিমুল্ আম্বা — য়ু ইয়াওমায়িযিন্

তাদেরকে ডেকে বলবেন, "রাসূলদেরকে কি উত্তর দিলে?" (৬৬) সেদিন সকল তথ্য তাদের জন্য অস্পষ্ট হবে, পরস্পর

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٧﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ

ফাহুম্ লা-ইয়াতাসা — য়ালূন্ ।৬৭। ফা আম্মা-মান্ তা-বা অআ-মানা অ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফা'আসা ~ আইঁ ইয়াকূনা

জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) অতঃপর যে তওবা করল, ঈমান আনল, এবং নেক আমল করল সে ভাল করল,

مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ

মিনাল্ মুফ্লিহীন্। ৬৮। অরব্বুকা ইয়াখ্লুক্বু মা-ইয়াশা — য়ু অইয়াখ্ তা-র; মা-কা-না লাহুমুল্ খিয়ারহ্;

সে-ই সফল ম। (৬৮) আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন ও যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের হস্তক্ষেপ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا

সুবহা-নাল্লা-হি অতা'আলা-'আম্মা ইয়ুশ্রিকূন্। ৬৯। অ রব্বুকা ইয়া'লামু মা-তুকিন্নু ছুদূরুহুম্ অমা-

করার কিছু নেই, আর আল্লাহ শিরক্ মুক্ত ও মহান। (৬৯) এবং রব জানেন, আর যা তারা গোপন করে এবং যা তারা

يُعْلِنُونَ ﴿٧٠﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ

ইয়ু'লিনূন্। ৭০। অহুওয়াল্লা-হু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুয়া; লাহুল্ হাম্দু ফিল্ ঊলা-অল্আ-খিরতি অলাহুল্

প্রকাশ করে। (৭০) আর তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ইহ-পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই, তাঁরই

الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا

হুকমু অইলাইহি তুর্জা'উন্। ৭১। ক্বুল্ আরায়াইতুম্ ইন্জ্বা'আলাল্লা-হু 'আলাইকুমুল্ লাইলা সার্মাদান্

বিধান তোমরা তাঁরই কাছে যাবে। (৭১) বলুন, তোমরা কি ভেবেছ, আল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত যদি রাতকে স্থায়ী করেন, তবে

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٢﴾ قُلْ

ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন্ গইরুল্লা-হি ইয়া''তীকুম্ বিদ্বিয়া — য়্; আফালা-তাস্মা'উন্। ৭২। ক্বুল্ আরয়াইতুম্

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ আছে, যে আলোতে আনতে পারবে? তবুও কি তোমরা শ্রবণ করবে না? (৭২) বলুন, তোমরা ভেবে

أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ

ইন্ জ্বা'আলাল্লা-হু 'আলাইকুমু ন্নাহা-র সার্মাদান্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মান্ ইলা-হুন্

দেখেছ কি, দিনকে যদি একাধারে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ আছে, যে রাত আনতে,

يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٣﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ

গইরুল্লা-হি ইয়া''তীকুম্ বিলাইলিন্ তাস্কুনূনা ফীহ্; আফালা-তুব্ছিরূন্। ৭৩। অমির্ রহ্মাতিহী জ্বা'আলা

পারবে, যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পার? তবুও কি তোমরা দেখ না? (৭৩) আর আমিই স্বীয় দয়ায় তোমাদের জন্য রাত-দিন

আয়াত-৬৮ঃ সৃষ্টি কর্মে যেমন আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারীর ক্ষেত্রেও তাঁর কোন অংশীদার নেই। কতিপয় তাফসীরবিসারদের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির মধ্য হতে ইচ্ছামত কাউকে সম্মান প্রদানের জন্য মনোনীত করেন। মুশরিকরা বলত এ কোরআন আরবের দুটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য হতে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি নাযিল করা হল না কেন? একজন পিতৃহীন দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, যে স্রষ্টা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বিশেষ সম্মান দানের জন্য কাউকে মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন? যে, অমুক ব্যক্তি যোগ্য আর অমুক ব্যক্তি অযোগ্য? (মাঃ কোঃ)

لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

লাকুমুল্ লাইলা অন্নাহা-র লিতাস্‌কুনূ ফীহি অলিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অ লা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।
সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং যেন তাঁর প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ করতে পার, আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا

৭৪। অ ইয়াওমা ইয়ুনা-দীহিম্ ফাইয়াকূলু আইনা শুরাকা — য়িয়াল্ লাযীনা কুন্‌তুম্ তায্‌উমূন্। ৭৫। অনাযা'না-
(৭৪) সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে শরীক মনে করতে, তারা এখন কোথায়? (৭৫) আর আমি

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ

মিন্ কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ ফাক্বুল্‌না- হা-তূ বুরহা-নাকুম্ ফা'আলিমূ ~ আন্নাল্ হাক্ব্‌ক্ব লিল্লা-হি অদ্বোয়াল্লা
তখন প্রত্যেক গোষ্ঠি হতে এক একজন সাক্ষী এনে বলব, তোমরা তোমাদের প্রমান পেশ কর। তখন তারা জানবে যে, আল্লাহর

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ

'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন্। ৭৬। ইন্না ক্বা-রূনা কা-না মিন্ ক্বাওমি মূসা- ফাবাগ-'আলাইহিম্
কথাই সত্য, মনগড়া সব বস্তু বিলুপ্ত হয়ে যাবে।(৭৬) কারূন-মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, গর্ব করত; আমি তাকে এত অধিক

ع ৭ ১৫ ১০ রুকু

وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

অআ-তাইনা-হু মিনাল্ কুনূযি মা ~ ইন্না মাফা-তিহাহূ লাতানূ ~ বিল্‌উছ্‌বাতি উলিল্ ক্বু-ওয়াতি
পরিমাণ ধনভাণ্ডার প্রদান করেছিলাম। যার চাবি একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে বহন করা কষ্টকর ছিল। স্মরণ কর যখন তাকে

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

ইয্ ক্বা-লা লাহূ ক্বাওমুহূ লা-তাফ্‌রাহ্ ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বুল্ ফারিহীন্। ৭৭। অব্‌তাগি ফীমা ~ আ- তা-কাল্
তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিল, তুমি দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদের ভাল বাসেন না। (৭৭) আর আল্লাহ তোমাকে যা

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

লা-হুদ্ দা-রল্ আ-খিরতা অলা- তান্‌সা নাছীবাকা মিনাদ্দুনইয়া-অআহ্‌সিন্ কামা ~ আহ্‌সানাল্লা-হু
দিয়েছেন তা দ্বারা পরকাল খোঁজ কর। এ দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য ভুলো না; পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমার

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ

ইলাইকা অলা-তাব্‌গিল্ ফাসা-দা ফিল্ আরদ্ব; ইন্নাল্লা-হা-লা- ইয়ুহিব্বুল্ মুফ্‌সিদীন্। ৭৮। ক্ব-লা
প্রতি যেমন অনুগ্রহ করেছেন। যমীনে বিপর্যয় চেয়ো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।(৭৮) কারূণ বলল,

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ

ইন্নামা ~ উ তীতুহূ 'আলা- 'ইল্‌মিন্ 'ইন্‌দী; আওয়ালাম্ ইয়া'লাম্ আন্নাল্লা-হা ক্বদ্ আহ্‌লাকা মিন্ ক্বব্‌লিহী
এসব তো আমি আমার বুদ্ধি দ্বারাই প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি এটা জানত না যে, তার পূর্বে আল্লাহ অনেক মানব গোষ্ঠিকে

مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ

মিনাল্ ক্বুরূনি মান্ হুওয়া আশাদ্দু মিন্হু ক্বু ওয়্যাতাঁও অআক্ছারু জ্বাম্'আ-; অলা-ইয়ুস্য়ালু 'আন্ যুনূবিহিমুল্
ধ্বংস করেছেন যারা শক্তি ও সম্পদে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল? আর অপরাধীকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ

মুজ্ রিমূন্। ৭৯। ফাখরজ্বা 'আলা-ক্বওমিহী ফী যীনাতিহী; ক্ব-লাল্লাযীনা ইয়ুরীদূনাল্ হাইয়া-তাদ্
করা হবে না। (৭৯) অতঃপর সে (কারুণ) জাঁকজমকভাবে তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হল পার্থিব স্বার্থান্বেষীরা

الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٨٠﴾ وَقَالَ

দুন্ইয়া- ইয়া-লাইতা লানা-মিছ্লা মা ~ উতিয়া ক্বা-রূনু ইন্নাহূ লাযূ হাজ্জিন্ 'আজীম্। ৮০। অক্ব-লাল
বলল, কতই না উত্তম হত কারূনের মত যদি আমাদেরকে দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান! (৮০) আর যাদেরকে জ্ঞান

الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ

লাযীনা উ তুল্ 'ইল্মা অইলাকুম্ ছাওয়াবু ল্লা-হি খইরুল্লিমান্ আ-মানা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্
দেয়া হয়েছিল তারা বলল ধিক তোমাদের! মু'মিন ও নেককারদের জন্য আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম [১] আর উত্তম প্রতিদান

وَلَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨١﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ

অলা'ইয়ুলাক্ব্ ক্ব-হা ~ ইল্লাছ্ ছোয়া-বিরূন্। ৮১। ফাখসাফ্না বিহী অবিদা-রিহিল্ আর্দ্বোয়া ফামা- কা-না
তারাই পাবে যারা ধৈর্যশীল।(৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূতলে ধ্বসিয়ে দিলাম [২]; তখন তার স্বপক্ষে

لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ

লাহূ মিন্ ফিয়াতিঁই ইয়ান্ ছুরূনাহূ মিন্ দূনিল্লা-হি অমা-কা-না মিনাল্ মুন্তাছিরীন্।
এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে, এবং সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

﴿٨٢﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

৮২। অ আছ্বাহাল্লাযীনা তামান্নাও মাকা-নাহূ বিল্ আম্সি ইয়াক্বূলূনা অইকায়ান্নাল্লা- হা ইয়াব্সুতু র্
(৮২) এবং যারা আগে তার মত হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করেছিল তারা বলতে লাগল, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে

الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ

রিয্ক্বা লিমাই ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী অইয়াক্ব্ দিরু লাওলা ~ আম্মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা- লাখসাফা
তাকে প্রচুর রিযিক প্রদান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন; আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হলে আমাদেরও ধ্বসাতেন,

আয়াত-৮০ ঃ টীকা-(১) অত্র আয়াতে পরিস্কার ইঙ্গিত আছে যে, পার্থিব ভোগ-বিলাস কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের লক্ষ্য সর্বদা আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে। (মাঃ কোঃ) টীকা-(২) মূসা (আঃ) কারূনকে প্রতি একশ' স্বর্ণ মুদ্রায় একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা যাকাত প্রদান করতে বলতেন। হিসাব করে দেখল যে, যাকাতের জন্য তাকে বহু মুদ্রা প্রদান করতে হবে। অবশেষে তার সাথী-সঙ্গীদের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, একটি দুশ্চরিত্রা মহিলার দ্বারা কওমের সম্মুখে বলাব যে, মূসা উক্ত মহিলার সাথে যেনা করেছে। মূসা স্ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাস করলে সে অস্বীকার করল। এ সম্বন্ধে মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলে ভূমি কারুণকে গিলে ফেলল। অতঃপর তার সমস্ত ধন তার মাথার উপর ঢালা হল যমীন তাও গিলে ফেলল। (বঃ কোঃ)

ع ৯ ১১ রুকু

بِنَا ۚ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ

বিনা-; অইকায়ান্নাহূ লা-ইয়ুফ্লিহুল্ কা-ফিরূন্। ৮৩। তিল্কাদ্দা-রুল্ আ-খিরতু নাজ্ব্'আলুহা- লিল্লাযীনা
দেখলে তো! কাফেররা কখনো সফল নয়। (৮৩) আমি তাদের জন্যই পরকালের ঘরটি নির্ধারিত করেছি, যারা যমীনে

لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٤﴾ مَنْ جَاءَ

লা-ইয়ুরীদূনা উলুওয়্যান্ ফিল্ আর্দ্বি অলা-ফাসা-দা-; অল্'অক্বিবাতু লিল্মুত্তাক্বীন্। ৮৪। মান্ জ্বা — য়া
অহংকারী হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আকাঙ্খী নয়, আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।(৮৪) যে ব্যক্তি সৎকর্ম

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا

বিল্ হাসানাতি ফালাহূ খইরুম্ মিন্হা-অমান্ জ্বা — য়া বিস্সাইয়িয়া-তি ফালা- ইয়ুজ্ব্যা ল্লাযীনা 'আমিলুস্
করবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল অর্জন করবে; আর যারা পাপ কাজে লিপ্ত থাকে তারা সে পরিমান ফলই প্রাপ্ত হবে যে

السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ

সাইয়্যিয়া-তি ইল্লা-মা কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৮৫। ইন্না ল্লাযী ফারাদ্বোয়া 'আলাইকাল্ ক্বু র্আ-না লার — দ্দুকা ইলা-
পরিমান তারা করত। (৮৫) যিনি কোরআনকে আপনার জন্য বিধান করলেন তিনি অবশ্যই আপনাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে

مَعَادٍ ۚ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٦﴾ وَمَا

মা'আ-দ্; ক্বুর্ রব্বী ~ আ'লামু মান্ জ্বা — য়া বিল্হুদা-অমান্ হুওয়া ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৮৬। অমা-
আনবেন। আপনি বলুন, কে সুপথ নিয়ে এসেছে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, রবই তা ভাল জানেন। (৮৬) আপনি এরূপ

كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ

কুন্তা তারজ্বূ ~ আইঁ ইয়ুল্ক্বা ~ ইলাইকাল্ কিতা-বু ইল্লা-রহ্মাতাম্ মির্ রব্বিকা ফালা- তাকূনান্না
আশা করেন নি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, এটা তো আপনার রবের রহমত; অতএব আপনি কখনও

ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ

জোয়াহীরল্ লিল্ কা-ফিরীন্।৮৭।অলা-ইয়াছুদ্দুন্নাকা 'আন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বা'দা ইয্ উন্যিলাত্ ইলাইকা ওয়াদ্'উ
কাফেরদের সহায় হবেন না। (৮৭) আপনার প্রতি আল্লাহর আয়াত নাযিলের পর তারা যেন নিবৃত্ত না করে, আপনি

إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا

ইলা-রব্বিকা অলা-তাকূনান্না মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ৮৮। অলা-তাদ্'উ মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর্ লা ~
আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন, এবং মুশরিক হবেন না। (৮৮) আর আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্কে

ع ৬ ৯ ১২ রুকু

إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٩﴾ ★

ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া কুল্লু শাইয়িন্ হা-লিকুন্ ইল্লা -অজ্ব্হাহ্; লাহুল্ হুক্মু অইলাইহি তুর্জ্বা'ঊন্।
ডাকবেন না, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাঁর সত্বা ছাড়া সবই ধ্বংসশীল; হুকুম তাঁরই, তাঁর কাছে ফিরতে হবে।

● তিন চতুর্থাংশ ওয়াকফে লাযেম

সূরা 'আন্‌কাবূত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬৯
রুকূ ঃ ৭

(١) الٓمّٓ (٢) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ *

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্। ২। আহাসিবান্না-সু আইঁ ইয়ুত্‌রকূ ~ আইঁ ইয়াকূ লূ ~ আ-মান্না- অহুম্ লা-ইয়ুফ্‌তানূন্।

(১) আলিফ্ লাম্ মীম্ (২) মানুষে কি ধারণা করে যে, তারা পরীক্ষা ছাড়াই ঈমান আনলাম বললেই পার পেয়ে যাবে?

(٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ

৩। অলাক্বদ্ ফাতান্নাল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্ ফালাইয়া''লামান্নাল্লা-হুল্ লাযীনা ছোয়াদাক্বূ অলাইয়া'লামান্নাল্

(৩) নিশ্চয়ই আমি পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন যারা সত্যবাদী তাদেরকে এবং

الْكٰذِبِيْنَ (٤) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا

কা-যিবীন্। ৪। আম্ হাসিবাল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়িয়া-তি আইঁ ইয়াস্‌বিক্বূনা-; সা — য়া মা-

যারা মিথ্যাবাদী তাদেরকে। (৪) পাপীরা কি মনে করে যে, তারা আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? তাদের এ ধরনের সিদ্ধান্ত

يَحْكُمُوْنَ (٥) مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ

ইয়াহ্ কুমূন্। ৫। মান্ কা-না ইয়ার্‌জূ লিক্ব — য়াল্লা-হি ফাইন্না আজ্বালাল্লা-হি লায়া-ত্; অহুওয়াস্ সামী 'উল্

কতই না খারাপ। (৫) যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকামী তারা জেনে রাখুন, আল্লাহর সেই নির্দিষ্টকাল অবশ্যই আসবে; তিনি সবকিছু

الْعَلِيْمُ (٦) وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ *

'আলীম্। ৬। অ মান্ জ্বা-হাদা ফাইন্নামা ইয়ুজ্বা-হিদু লিনাফ্‌সিহ্; ইন্নাল্লা-হা লাগানিইয়ুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন্।

শুনেন, সবকিছু জানেন। (৬) আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে সে তো নিজের জন্যই পরিশ্রম করে, আল্লাহ বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী।

(٧) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ

৭। অল্লাযীনা আ- মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লানুকাফ্‌ফিরন্না 'আন্‌হুম্ সাইয়িয়া-তিহিম্ অলানাজ্‌ যিয়ান্নাহুম্ আহ্‌সানাল্

(৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের পাপসমূহ অবশ্যই আমি মিটিয়ে দেব আর তাদের কর্মের

الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٨) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۭ وَاِنْ جَاهَدٰكَ

লাযী কা-নূ ইয়া'মালূ ন্। ৮। অ অছ্‌ছোয়াইনাল্ ইন্‌সা-না বিওয়া-লিদাইহি হুস্‌না-; অইন্ জ্বা- হাদা-কা

উত্তম ফল দেব। (৮) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি শরীক করে,

নামকরণ ঃ আনকাবূত-অর্থ উর্ণনাভ, মাকড়সা। সূরার এ নামকরণের উদ্দেশ্য হল, অবিশ্বাসী ও মুশরীকরা যতই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত হোক না কেন, তাদের ভিত্তিহীন ভ্রান্ত বিশ্বাস মাকড়সা নির্মিত গৃহের ন্যায় অলীক ও ক্ষণস্থায়ী। সত্যের ফুঁৎকারে মাকড়সার জালের মত তা মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কালস্রোত স্বর্গীয় সত্যের দিগন্ত প্রসারী আলোক বর্তীকার সামনে ঐ অন্ধকারের আবর্জনা কখনো টিকে থাকতে পারবে না; কিন্তু সত্যদ্বীনের এ অবশ্যম্ভাবী মহাবিজয়ের পূর্বে মুসলমানদেরকে অতি কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তাদের ওপর আল্লাহর করুণা নেমে আসবে। তারা অবিশ্বাসীদের অত্যাচার-অনাচার নির্যাতন নিবারণ করে তাদের ওপর পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হবে এবং অবিশ্বাসীদের অলীক ভ্রান্ত-বিশ্বাস ক্ষণস্থায়ী মাকড়সার জালের মত পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তি অনুসারে আলোচ্য সূরার "আনকাবূত" নামকরণ যথার্থ হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

লিতুশ্‌রিকা বী মা-লাইসা লাকা বিহী 'ইল্‌মুন্‌ ফালা-তুত্বি'হুমা-; ইলাইয়্যা মার্‌জিউ'কুম্‌ ফায়ুনাব্বিয়ুকুম্‌ বিমা-
বল প্রয়োগ করে; তবে তা আনগত্য করবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে; তোমাদেরকে তোমাদের

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ *

কুন্‌তুম্‌ তা'মালূন্‌। ৯। অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্‌ছোয়া-লিহা-তি লানুদ্‌খিলান্নাহুম্‌ ফিছ্‌ছোয়া-লিহীন্‌।
কৃতকর্মের খবর দেয়া হবে। (৯) আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে দলভুক্ত করব পুণ্যবানদের।

﴿١٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ

১০। অমিনান্না-সি মাইঁ ইয়াক্বূলু আ-মান্না- বিল্লা-হ্‌; ফাইযা ~ উযিয়া ফিল্লা-হি জ্বা'আলা ফিত্‌নাতান
(১০) কতক লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি'; অতঃপর যখন তারা আল্লাহর পথে কষ্ট পায় তখন তারা

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ

না-সি কা'আযা-বি ল্লা-হি অলায়িন্‌ জ্বা — য়া নাছ্‌রুম্‌ মির্‌ রব্বিকা লাইয়াক্বূলুন্না ইন্না-কুন্না-মা'আকুম্‌
মানুষের পক্ষ থেকে কষ্টকে আল্লাহর শাস্তির মত মনে করে, যখন তাদের রবের সাহায্য আসে তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সঙ্গেই

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

আওয়া লাইসাল্লা-হু বি আ'লামা বিমা-ফী ছুদূরিল্‌ 'আ-লামীন্‌। ১১। অ লাইয়া'লামান্নাল্লা-হু ল্লাযীনা আ-মানূ
আছে; বিশ্ববাসীর মনের বিষয় কি আল্লাহ অবগত নন? (১১) আর আল্লাহ অবশ্যই অবগত হবেন, যারা ঈমান এনেছে

وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا

অ লাইয়া'লামান্নাল্‌ মুনা-ফিক্বীন্‌। ১২। অক্বা- লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানু ত্তাবি'উ সাবীলানা-
তাদেরকে এবং যারা মুনাফিক তাদেরকেও। (১২) আর কাফেররা মু'মিনদের বলে, 'আমাদের পথে আগমন কর, আমরা

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ

অল্‌ নাহ্‌মিল্‌ খাত্বোয়া-ইয়া-কুম্‌; অমা-হুম্‌ বিহা-মিলীনা মিন্‌ খাত্বোয়া-ইয়া-হুম্‌ মিন্‌ শাইয়িন ইন্নাহুম্‌
তোমাদের পাপ বহন করব।' অথচ তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে না; তারা

لَكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ

লাকা-যিবূন্‌। ১৩। অ লাইয়াহ্‌মিলুন্না আছ্‌ক্বা-লাহুম্‌ অআছ্‌ক্বা-লাম্‌ মা'আ আছ্‌ক্বা-লিহিম্‌ অলাইয়ুস্‌য়ালুন্না ইয়াওমাল্‌
মিথ্যাবাদী। (১৩) এবং তারা নিজেদের ভারের সঙ্গে আরও ভার বহন করবে, তাদের মিথ্যা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন

الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ

ع ১ ১৩ রুকু

ক্বিয়া-মাতি 'আম্মা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন্‌। ১৪। অ লাক্বদ্‌ আর্‌সাল্‌না- নূহান্‌ ইলা-ক্বওমিহী ফালাবিছা ফীহিম্‌ আল্‌ফা
তাদেরকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা হবে। (১৪) নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছি, তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার

سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٥﴾ فَأَنجَيْنَاهُ

সানাতিন্‌ ইল্লা-খাম্‌সীনা আ'মা-; ফাআখযাহুমুত্ব ত্বূ ফা- নু অহুম্‌ জোয়া-লিমূ ন্‌। ১৫। ফাআন্‌জ্বাইনা-হু
বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর মহাপ্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। তারা বড়ই জালিম ছিল।(১৫) অতঃপর আমি তাকে ও

وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ

অআছ্‌হা-বাস্‌ সাফীনাতি অজ্বা'আল্‌না-হা ~ আ-ইয়াতাল্‌ লিল্‌'আ-লামীন্‌। ১৬। অইব্‌র-হীমা ইয্‌ ক্ব-লা
যারা নৌকারোহী ছিল তাদেরকে রক্ষা করেছি; আর বিশ্বের জন্য করেছি নিদর্শন।(১৬) আর স্মরণ কর ইব্রাহীমকেও; যখন তার

لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا

লিক্বওমিহি' বুদু ল্লা-হা অত্তাক্বূহূ; যা-লিকুম্‌ খইরুল্লাকুম্‌ ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ তা'লামূন্‌। ১৭। ইন্নামা-
সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, তাঁকে ভয় কর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে।(১৭) নিশ্চয়ই তোমরা

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن

তা'বুদূনা মিন্‌ দূনিল্লা-হি আওছা-নাও অ তাখ্‌লুক্বূনা ইফ্‌ক-; ইন্নাল্লাযীনা তা'বুদূনা মিন্‌
তো আল্লাহ ছাড়া কেবল মূর্তি পূজা করছ, মিথ্যা উদ্ভাবন করছ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের পূজা কর তারা তোমাদেরকে

دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

দূ নিল্লা-হি লা-ইয়াম্‌লিকূনা লাকুম্‌ রিয্‌ক্বন্‌ ফাব্‌তাগূ 'ইন্‌দা ল্লা-হির্‌ রিয্‌ক্ব ওয়া'বুদূহু
রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহরই নিকট রিযিক প্রার্থনা কর, এবং তাঁরই ইবাদাত কর, এবং তারই

وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن

অশ্‌কুরূ লাহূ; ইলাইহি তুর্‌জ্বা'ঊন্‌। ১৮। অ ইন্‌ তুকায্‌যিবূ ফাক্বদ্‌ কায্‌যাবা উমামুম্‌ মিন্‌
প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁরই কাছে তোমরা তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (১৮) এবং যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জেনে রেখ,

قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ

ক্বব্‌লিকুম্‌ অমা-'আলার্‌ রসূলি ইল্লাল্‌ বালা-গুল্‌ মুবীন্‌। ১৯। আওয়া লাম্‌ ইয়ারাও কাইফা ইয়ুব্‌দিয়ুল্লা-হুল্‌
তোমাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যাবাদী বলেছে; রাসূলের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।(১৯) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

খল্‌ক্ব ছুম্মা ইয়ুঈ'দুহূ; ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্‌। ২০। ক্বূল্‌ সীরূ ফিল্‌ আর্‌দ্বি
প্রথমে সৃষ্টি করে তারপর তাকে পুনঃ সৃষ্টি করেন? অবশ্য এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (২০) আপনি বলুন, তোমরা দুনিয়ায় ভ্রমণ

আয়াত-১৬ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের বিরোধীতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ, প্রাচীন কাল হতেই সত্য পন্থীদের উপর কাফেরদের নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কখনও সাহস হারা হন নি। সুতরাং আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের কোন তোয়াক্কা করবেন না এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যান। এ সূরার শেষে হযরত নূহ, ইব্রাহীম ও লূত (আঃ) সহ আরও কয়েকজন নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও তাঁর উম্মতের জন্য এবং তাদেরকে দ্বীনের কাজে সুদৃঢ় রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

ফান্‌জুরূ কাইফা বাদায়াল্‌ খল্‌ক্ব ছুম্মাল্লা-হু ইয়ুন্‌শিয়ুন্‌ নাশ্‌য়াতাল্‌ আ-খিরহ্‌; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-

কর, এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? পরে আবার আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢١﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ

কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বদীর্‌। ২১। ইয়ু আয্‌যিবু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়ার্‌হামু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইলাইহি তুক্ব্‌লাবূন্‌।

শক্তিমান। (২১) আর যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন, আর যার প্রতি ইচ্ছা করুণা করেন, তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴿٢٢﴾

২২। অমা ~ আন্‌তুম্‌ বিমু'জ্বিযীনা ফিল্‌ আর্‌দ্বি অলা-ফিস্‌ সামা — য়ি অমা-লাকুম্‌ মিন্‌ দূনিল্লা-হি

(২২) তোমরা আল্লাহকে না অক্ষম করতে পারবে, যমীনে; আর না আকাশে, আল্লাহ ছাড়া না তোমাদের বন্ধু আছে,

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ

মিওঁ অলিয়্যিঁও অলা-নাছীর্‌। ২৩। অল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া তিল্লা-হি অলিক্বা — য়িহী ~ উলা — য়িকা

আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (২৩) এবং যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তারাই আমার

يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ

ইয়ায়িসূ মির্‌ রহ্‌মাতী অউলা — য়িকা লাহুম্‌ 'আযা-বুন্‌ আলীম্‌। ২৪। ফামা-কা-না জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~

দয়া থেকে নিরাশ হয়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (২৪) তখন তার (ইব্রাহীমের) সম্প্রদায়ের এ ছাড়া আর কোন

اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

ইল্লা ~ আন্‌ ক্ব-লুক্ব্‌তুলূহু আও হার্‌রিক্ব্‌ হু ফাআন্‌জ্বা-হুল্লা-হু মিনা ন্না-র্‌; ইন্না ফী যা -লিকা

উত্তর ছিল না যে, তারা বলল, 'তাকে হত্যা কর বা জ্বালাও' অতঃপর আল্লাহ তাকে আগুন হতে রক্ষা করলেন, এ ঘটনার মধ্যে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ

লাআ-ইয়া-তিল্‌ লিক্বওমিঁই ইয়ু''মিনূন্‌। ২৫। অ ক্ব-লা ইন্নামা ত্তাখায্‌তুম্‌ মিন্‌ দূনিল্লা-হি আওছা-নাম্‌

অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। মু'মিনদের জন্য। (২৫) এবং (ইব্রাহীম) বলল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে পারস্পরিক বন্ধুত্বের জন্য

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ

মাওদ্দাতা বাইনিকুম্‌ ফিল্‌ হাইয়া-তিদ্‌ দুন্‌ইয়া-ছুম্মা ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরু বা'দ্বুকুম্‌ বিবা'দ্বিওঁ

তোমরা মূর্তিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে, পরে তোমরা কেয়ামতের দিবসে একে অপরকে অস্বীকার করবে,

وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ فَاٰمَنَ

অইয়াল্‌'আনু বা'দুকুম্‌ বা'দ্বোয়াঁও অমা'ওয়া-কুমুন্না-রু অমা-লাকুম্‌ মিন্‌ না- ছিরীন্‌। ২৬। ফাআ-মানা

এবং একজন আরেক জনকে লা'নত দেবে। তোগাদের আবাস অগ্নি, তোমাদের সহায় নেই। (২৬) লূত তাঁকে বিশ্বাস

২ ع ৯ ১৪ রুকু

لَهُ لُوطٌ م وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ط إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَوَهَبْنَا

লাহূ লূত্ব্‌। অক্ব-লা ইন্নী মুহা-জ্বিরুন্ ইলা-রব্বী; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্‌। ২৭। অ অহাব্‌না-
করল, ইব্রাহীম বলল, আমার রবের উদ্দেশ্যে আমি হিজরত করছি নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২৭) আর আমি

لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ

লাহূ ~ ইস্‌হা-ক্ব অ ইয়া'ক্বূবা অজ্বা'আল্‌না-ফী যুররিয়াতিহিন্ নুবুওওয়্যাতা অল্‌কিতা-বা অআ-তাইনা-হু আজ্‌রহূ
ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়া'কূব দান করলাম, তার বংশে দিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কার

فِي الدُّنْيَا ج وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

ফিদ্দুন্‌ইয়া– অইন্নাহূ ফিল্ আ-খিরতি লামিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্ ২৮। অলূত্বোয়ান্ ইয্ ক্বা-লা লিক্বওমিহী ~
প্রদান করলাম; আর আখেরাতেও সে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২৮) আর লূতকেও স্মরণ কর; যখন সে তার সম্প্রদায়কে

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ز مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ أَئِنَّكُمْ

ইন্নাকুম্ লাতা''তূনাল্ ফা-হিশাতা মা-সাবাক্বাকুম্ বিহা-মিন্ আহাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্‌। ২৯। আয়িন্নাকুম্
বলল, তোমরা অশ্লীল কর্মে লিপ্ত রয়েছে, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর বুকে আর কেউ করে নি। (২৯) তোমরা কি

لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ط فَمَا كَانَ

লাতা''তূনার্ রিজ্বা-লা অতাক্ব্‌ত্বোয়া'ঊনাস্ সাবীলা অ তা''তূনা ফী না-দীকুমুল্ মুন্‌কার্; ফামা-কা-না
পুরুষের কাছে ছুটে যাও? তোমরা কি সন্ত্রাস কর আর তোমাদের মজলিসে (প্রকাশ্যে) ঘৃণ্যকর্ম করে থাক? উত্তরে

جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

জ্বাওয়া-বা ক্বওমিহী ~ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ'' তিনা-বি'আযা-বিল্লা-হি ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্‌।
তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার আযান আনয়ন কর।

﴿٣٠﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣١﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ

৩০। ক্বা-লা রব্বিন্ ছুরনী 'আ-লাল্ ক্বওমিল্ মুফ্‌সিদীন্‌। ৩১। অ লাম্মা-জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা ~ ইব্‌রা-হীমা
(৩০) বলল, হে আমার রব! দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) এবং যখন দূতরা ইব্রাহীমের কাছে

بِالْبُشْرَىٰ لا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ج إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

বিল্ বুশ্‌র-ক্বা-লূ ~ ইন্না-মুহ্‌লিকূ ~ আহ্‌লি হা-যিহিল্ ক্বর্‌ইয়াতি ইন্না-আহ্‌লাহা-কা-নূ জ্বোয়া-লিমীন্‌।
সুখবর নিয়ে উপনীত হল তখন তারা বলল, এ জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা জালিম।

রুকু ১৫

আয়াত-২৫ ঃ হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইব্রাহীম (আঃ) এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে হিজরত করেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৬ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম পয়গাম্বর যাকে দ্বীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। এ হিজরতে তাঁর সারা (আঃ) ও ভাগ্নেয় লূত (আঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। (মাঃ কোঃ) আয়াত-২৭ঃ এই আয়াত হতে জানা গেল যে, কোন কোন সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, আমি ইব্রাহীম (আঃ) এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবী করে। (মাঃ কোঃ)

﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا

৩২। ক্ব-লা ইন্না ফীহা– লূত্বোয়া-; ক্ব-লূ নাহ্‌নু আ'লামু বিমান্ ফীহা-লানুনাজ্জিয়ান্নাহূ অআহ্‌লাহূ ~ ইল্লাম্

(৩২) বলল, সেখানে তো লূত আছে, তারা বলল, সেখানে কে আছে, আমরা তো জানি। তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব,

امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ

রায়াতাহূ কা-নাত্ মিনাল্ গ-বিরীন্। ৩৩। অ লাম্মা ~ আন্ জ্বা — য়াত্ রুসুলুনা-লূত্বোয়ান্ সী — য়া বিহিম্

কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। কেননা, সে পশ্চাতী। (৩৩) এবং যখন দূতরা (ফেরেশতারা) লূতের কাছে আসে, তখন সে চিন্তিত হল,

وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا

অ দ্বোয়া-ক্ব বিহিম্ যার্‌'আঁও অ ক্ব-লূ লা-তাখফ্ অলা-তাহ্‌যান্ ইন্না- মুনাজ্জূকা অআহ্‌লাকা ইল্লাম্

তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম ভাবল, তারা বলল, ভয় পেয়ো না, আর দুঃখ করো না; তোমার স্ত্রী ছাড়া তোমাকে ও তোমার

امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ

রায়াতাকা কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন্। ৩৪। ইন্না মুন্‌যিলূনা 'আলা ~ আহ্‌লি হা-যিহিল্ ক্বরইয়াতি রিজ্‌যাম্ মিনাস্

পরিবারকে অবশ্যই রক্ষা করব। কেননা সে, পশ্চাৎবর্তীনী। (৩৪) আর এ জনপদবাসীর ওপর আকাশ থেকে অবশ্যই

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞

সামা ~ য়ি বিমা-কা-নূ ইয়াফ্‌সুক্বূন্। ৩৫। অলাক্বদ্ তারক্‌না-মিন্‌হা ~ আ-ইয়াতাম্ বাইয়িনাতা ল্লিক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্।

শাস্তি প্রেরণ করব, কেননা, তারা পাপী ছিল। (৩৫) এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্য এ জনপদে সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখলাম।

﴿٣٦﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ

৩৬। অ ইলা-মাদ্‌ইয়ানা আখ-হুম্ শু'আইবা-ন্ ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা অরজুল্ ইয়াওমাল্ আ-খির

(৩৬) এবং আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছি; বলল, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, এবং

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا

অলা- তা'ছাও ফিল্ আরদ্বি মুফ্‌সিদীন্। ৩৭। ফাকায্‌যাবূহু ফায়াখযাত্ হুমুর্ রজ্‌ফাতু ফায়াছ্‌বাহূ

পরকালের আশা কর, যমীনে দুষ্কর্ম করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা বলেছে; ফলে ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, এবং

فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ

ফী দা-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্। ৩৮। অ আ'দাঁও অছামূদা অ ক্বদ্ তাবাইয়্যানা লাকুম্ মিম্ মাসা-কিনিহিম্ অ যাইয়্যানা

তারা নিজ নিজ বাড়িতেই নতজানু হয়ে শেষ হল। (৩৮) আর আদ ও ছামূদকেও ধ্বংস করেছি; তাদের আবাসই তোমাদের প্রমাণ।

لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾ وَقَارُونَ

লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু আ'মা-লাহুম্ ফাছোয়াদ্দাহুম্ 'আনিস্ সাবীলি অকা-নূ মুস্‌তাব্‌সিরীন্। ৩৯। অক্ব-রূনা

শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করল, আর তাদেরকে সুপথে বাধা দিল, যদিও তারা জ্ঞানী ছিল, (৩৯) এবং আমি কারূন,

وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِى الْاَرْضِ

অ ফির্'আউনা অ হা-মা-না অ লাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ মূসা-বিল্ বাইয়্যিনা-তি ফাস্তাক্বারূ ফীল্ আর্‌দ্বি

ফেরাউন ও হামানকেও ধ্বংস করলাম; মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আগমন করেছিল, তবুও তারা যমীনে দম্ভ

وَمَا كَانُوا سٰبِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ

অমা-কা-নূ সা-বিক্বীন্ । ৪০ । ফাকুল্লান্ আখয্না-বি যাম্‌বিহী ফামিন্‌হুম্ মান্ আর্‌সাল্না-'আলাইহি হা-ছিবান্

করে শাস্তি এড়িয়ে থাকতে পারে নি । (৪০)এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছি, কারও প্রতি

وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ

অ মিন্‌হুম্ মান্ আখযাত্‌হুছ্ ছোয়াইহাতু অ মিন্‌হুম্ মান্ খসাফ্না-বিহিল্ আর্‌দ্বোয়া অ মিন্‌হুম্ মান্

প্রেরণ করেছি বায়ু, কাকেও বিকট ধ্বনি পাকড়াও করেছে, কাউকে আবার প্রোথিত করেছি ভূ-গর্ভে , আবার কাউকেও

اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤١﴾ مَثَلُ

আগ্‌রাক্ব্‌না-অমা- কা-না ল্লা-হু লিইয়াজ্‌লিমাহুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্ । ৪১ । মাছালুল

নিমজ্জিত করেছিলাম পানিতে, আর আল্লাহ জুলুমকারী নন, তারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহকে

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ

লাযীনাত্ তাখাযূ মিন্ দূনি ল্লা-হি আউলিয়া — য়া কামাছালিল্ 'আন্‌কাবূতিত্ তাখাযত্

ছাড়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছে, আর

بَيْتًا ۖ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ اِنَّ اللّٰهَ

বাইতা-; অ ইন্না আওহানাল্ বুয়ূতি লাবাইতুল্ 'আন্‌কাবূত্; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্ । ৪২ । ইন্নাল্লা-হা

নিঃসন্দেহে সকল ঘর অপেক্ষা দুর্বলতম ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত! (৪২) এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যার

يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٣﴾ وَتِلْكَ

ইয়া'লামু মা ইয়াদ্‌ঊ'না মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন্ অ হুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ । ৪৩ । অ তিল্‌কাল্

উপাসনা করে, আল্লাহ তা সম্যকভাবে অবগত আছেন? তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । (৪৩) আর এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের

الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ خَلَقَ اللّٰهُ

আম্‌ছা-লু নাদ্বরিবুহা-লিন্না-সি অমা-ইয়া'ক্বিলুহা ~ ইল্লাল্ 'আ-লিমূন্' । ৪৪ । খলাক্বাল্লা-হুস্

জন্যই প্রদান করে থাকি, শুধুমাত্র ঐসব লোকেরাই এসব দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করতে পারে যারা জ্ঞানী। (৪৪) আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন,

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া বিল্ হাক্ব্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তাল্লিল্ মু''মিনীন্ ।

আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে, নিশ্চয়ই এতে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য নিদর্শন (প্রমান) রয়েছে।

ওয়াক্বফে লাযেম

৪ ع ১৪ ১৬ রুকু

٤٥ اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ

৪৫। উত্‌লু মা ~ ঊ হিয়া ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি অআক্বিমিছ্ ছলা-হ্; ইন্নাছ্ ছলা-তা তান্‌হা-'আনিল্

(৪৫) আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন; নামায কায়েম করুন, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল, মন্দকাজ

الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٤٦ وَلَا تُجَادِلُوْٓا

ফাহ্‌শা — য়ি অল্ মুন্‌কার্; অ লাযিক্‌রুল্লা-হি আক্‌বার্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাছ্না'ঊন্। ৪৬। অলা-তুজ্বা-দিলূ ~

হতে বিরত রাখে। এবং আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। (৪৬) তোমরা উত্তম পন্থা

اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا

আহ্‌লাল্ কিতা-বি ইল্লা- বিল্লাতী হিয়া আহ্‌সানু ইল্লাল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্‌হুম্ অকূ্লূ ~ আমান্না-

ছাড়া কিতাবধারীদের সঙ্গে তর্ক করবে না, তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের সঙ্গে করতে পার; বলুন, আমাদের ও

بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ

বিল্লাযী ~ উনযিলা ইলাইনা-অ উন্‌যিলা ইলাইকুম্ অ ইলা-হুনা- অইলা-হুকুম্ ওয়া-হিদুঁও অনাহ্‌নু লাহূ

তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি; আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই; আর আমরা তার

مُسْلِمُوْنَ ٤٧ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

মুস্‌লিমূন্। ৪৭। অকাযা-লিকা আন্ যাল্‌না ~ ইলাইকাল্ কিতাব্; ফাল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতাবা

নিকটই সমর্পিত। (৪৭) এভাবে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তারা এতে

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ

ইয়ু'মিনূনা বিহী অমিন্ হা ~ উলা — য়ি মাইঁ ইয়ু'মিনু বিহ্; অমা-ইয়াজ্বহাদু বিআ-ইয়া -তিনা ~ ইল্লাল্ কা-ফিরূন্।

বিশ্বাস করে, আর এদের মধ্যেও কেউ কেউ বিশ্বাস করে; এবং কাফেররা ছাড়া আর কেউ আমার আয়াত অস্বীকার করে না।

٤٨ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ

৪৮। অমা-কুন্‌তা তাত্‌লূ মিন্ ক্বব্‌লিহী মিন্ কিতা-বিঁও অলা-তাখুত্বু্ হূ বিইয়ামীনিকা ইযাল্ লার্‌তা-বাল্

(৪৮) আপনি তো ইতোপূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেন নি, স্বহস্তে কোন কিতাব লিখেনও নি, যাতে মিথ্যাচারীদের সন্দেহের

الْمُبْطِلُوْنَ ٤٩ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا

মুব্‌ত্বিলূন্। ৪৯। বাল্ হুওয়া আ-ইয়া-তুম্ বাইয়্যিনা-তুন্ ফী ছুদূরিল্ লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌ম্; অমা-

অবকাশ থাকতে পারে। (৪৯) বরং এ কিতাব তো সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কেবল

আয়াত-৪৫ ঃ নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার এক অর্থ হতে পারে– নামাযের মধ্যে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি নামাযীকে মন্দ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে। দুই– নামাযের আকার-আকৃতি ও যিকির চায় যে, যেই নামাযী একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে স্বীয় দাসত্ব ও আনুগত্বের স্বীকৃতি প্রদান করল, সে মসজিদের বাইরে এসে যেন তাঁর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ এবং অন্যায় না করে। (মুঃ কোঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে য, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ(ছঃ) এর কাছে এসে আরয করলেন ঃ অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং প্রাতে চুরি করে। তিনি বললেন, শীগ্রই নামায তাকে চুরি হতে ফিরিয়ে রাখবে। (মাঃ কোঃ)

يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ

ইয়াজ্‌হাদু বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইল্লাজ্ জোয়ালিমূন্। ৫০। অক্বা-লূ লাওলা ~ উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-ইয়া-তুম্ মির্ রব্বিহ্;

জালিমরাই আমার নিদর্শন অমান্য করে। (৫০) তারা বলে তাদের রবের পক্ষ হতে তার নিকট নিদর্শন আসে না কেন?

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ

কুল্ ইন্নামাল্ আ-ইয়া-তু 'ইন্দাল্লা-হ্; অইন্নামা ~ আনা নাযীরুম্ মুবীন্। ৫১। আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফিহিম্ আন্না ~

বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছে। আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটি কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে,

اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ

আন্‌যাল্‌না 'আলাইকাল্ কিতা-বা ইয়ুত্‌লা- 'আলাইহিম্; ইন্না ফী যা-লিকা লারহ্‌মাতাওঁ অযিক্‌র-লিকওমিঁই

আপনাকে কোরআন প্রদান করেছি যা তাদের শুনানোর জন্য পাঠ করা হয়? এতে মু'মিনদের জন্য রহমত ও উপদেশ

৫
ع ৭
১
রুকু

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ

ইয়ু'মিনূন্। ৫২। কুল্ কাফা-বিল্লা-হি বাইনী অবাইনাকুম্ শাহীদান্ ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি

রয়েছে। (৫২) আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু

وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَ

অল্ আরদ্ব; অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্ বা-ত্বিলি অকাফারূ বিল্লা-হি উলা — য়িকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ৫৩। অ

তিনি জানেন; যারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাসী ও আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) এবং তারা আপনাকে

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ

ইয়াস্‌তা'জ্বিলূ নাকা বিল্'আযা-ব্; অ লাওলা ~ আজ্বালুম্ মুসাম্মা ল্লাজ্বা — য়া হুমুল্ 'আযা-ব্; অ লাইয়া''তিয়ান্নাহুম্

শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, এবং যদি নির্ধারিত কাল না থাকতো, তবে শাস্তি আসত। তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিক শাস্তি

بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٤﴾ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ

বাগ্‌তাতাওঁ অহুম্ লা- ইয়াশ্'উরূন্। ৫৪। ইয়াস্‌তা'জ্বিলূনাকা বিল্'আযা-ব্; অইন্না জ্বাহান্নামা লামুহীত্বোয়াতুম্

আগমন করে কিন্তু তারা টেরও পাবে না। (৫৪) আর তারা শাস্তি তরান্বিত করতে আপনাকে পীড়াপীড়ি করে, জাহান্নাম

بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٥﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَ

বিল্ কা-ফিরীন্। ৫৫। ইয়াওমা ইয়াগ্‌শা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্ ফাওক্বিহিম্ অমিন্ তাহ্‌তি আর্‌জ্বু লিহিম্ অ

কাফেরদের বেষ্টন করবেই,। (৫৫) সেদিন তাদেরকে উর্ধ্ব ও অধঃ হতে শাস্তি আচ্ছন্ন করবে; এবং তিনি বলবেন, এখন

يَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٦﴾ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ

ইয়াকূ্লু যূক্বূ মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূ ন্। ৫৬। ইয়া'ইবা-দিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্না আরদ্বী ওয়া-সি'আতুন্

তোমরা তোমাদের কর্মের মজা উপভোগ কর। (৫৬) হে আমার মু'মিন বান্দাহ্‌রা! আমার ভুবন প্রশস্ত, কাজেই তোমরা

فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿৫৭﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

ফাইয়্যা-ইয়া ফা'বুদূন্। ৫৭। কুল্লু নাফ্‌সিন্ যা — য়িক্বাতুল্ মাউতি ছুম্মা ইলাইনা-তুর্‌জা'উন্।
কেবল আমারই দাসত্ব কর। (৫৭) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। পরে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

﴿৫৮﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ

৫৮। অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লা নুবাওয়িয়ান্নাহুম্ মিনাল্ জ্বান্নাতি গুরাফান্ তাজ্‌রী মিন্
(৫৮) আর যারা মু'মিন ও নেক কাজ করবে তাদের আবাসের জন্য জান্নাতে উচ্চ প্রাসাদসমূহ দেব, যার নিচ দিয়ে নহর

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿৫৯﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-; নি'মা-আজ্‌রুল্ 'আ-মিলীন্। ৫৯। আল্লাযীনা ছবারূ অ'আলা-রব্বিহিম্
প্রবাহিত, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে, নেক্কারদের প্রতিদান কতই না উত্তম, (৫৯) যারা ধৈর্যশীল ও আপন রবের

يَتَوَكَّلُونَ ﴿৬০﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ

ইয়াতাওয়াক্কালূন্। ৬০। অ কাআইয়্যিম্ মিন্ দা — ব্বাতিল্ লা-তাহ্‌মিলু রিয্‌ক্বহা-আল্লা-হু ইয়ার্‌যুক্বুহা-অইয়্যাকুম্
ওপর নির্ভরশীল। (৬০) অনেক জীবই নিজেদের খাদ্য জমা রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দেন;

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿৬১﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ

অহুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৬১। অলায়িন সায়াল্‌তাহুম্ মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অসাখ্‌খরশ্
তিনি সব শুনেন, জানেন। (৬১) যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল, সূর্য-চন্দ্রকে

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿৬২﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

শাম্‌সা অল্ ক্বমার লাইয়াক্বূলুন্নাল্লা-হু ফাআন্না- ইয়ু''ফাকূন্। ৬২। আল্লা-হু ইয়াব্‌সুত্বুর্ রিয্‌ক্ব লিমাইঁ
কে নিয়ন্ত্রিত করছেন"? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে। (৬২) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿৬৩﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

ইয়্যাশা — য়ু মিন্ 'ঈবাদিহী অ ইয়াক্বদিরু লাহ; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়্যিন্ 'আলীম্। ৬৩। অলায়িন্ সায়াল্‌তাহুম্ মান্
রিযিক বৃদ্ধি করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। (৬৩) যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন,

نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ

নায্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাআহ্‌ইয়া-বিহিল্ আর্‌দ্বোয়া মিম্ বা'দি মাওতিহা-লাইয়াক্বূ লুন্নাল্লা-হ্; ক্বুলিল্
আসমানের বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা মৃত ভুবনকে কে জীবিত করে? নিশ্চয়ই তারা বলবে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র জন্য সকল

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৬ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে অসহায় মুসলমানেরা নিজেদের শক্তিহীনতা এবং সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে কাফেরদের খপ্পরে আটকা পড়েছিল। এ অবস্থা অদ্বিতীয় লা শরীক আল্লাহর এবাদতে দারুণ অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ৮০ থকে ৮৩ পরিবার আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। আর রাসূলে কারীম (ছঃ) অবশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় হিযরত করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসলমান জীবনোপকরণ সম্পর্কের বন্ধনে এবং পাথেয় স্বল্পতা ও দুর্বলতার কারণে মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬০ ঃ আল্লামা বগবী সনদ সহকারে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে কারীম (ছঃ)-এর সঙ্গে জনৈক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেন। সেখানে রাসূল (ছঃ) মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকটি খেজুর কুড়িয়ে খেলেন এবং হযরত ইবনে ওমরকে খেতে বললেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ

হাম্‌দু লিল্লা-হ্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ৬৪। অমা-হা-যিহিল্ হা-ইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া ~ ইল্লা-লাহ্‌য়ুঁও
প্রশংসা। কিন্তু তাদের অনেকেই তা উপলব্ধি করে না।(৬৪) আর এ দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছু

وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٥﴾ فَاِذَا

অলা'ইব্; অ ইন্নাদ্দা-রল্ আ-খিরতা লাহিয়াল্ হাইয়াওয়া-ন্। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ৬৫। ফাইযা-
নয়। নিশ্চয়ই প্রকৃত জীবন পরকালের জীবনই; যদি তারা তা জানতে পারত (তবে এরূপ করত না)(৬৫) অতঃপর যখন

رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ

রকিবূ ফিল্‌ফুল্‌কি দা'আয়ু ল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা-ফালাম্মা- নাজ্জাহুম্ ইলাল্ বার্‌রি
তারা নৌকায় চড়ে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; আবার যখন (আল্লাহ) তাদেরকে স্থলে উদ্ধার করে দেন,

اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٦﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۠ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

ইযা-হুম্ ইয়ুশ্‌রিকূন্।৬৬। লিইয়াক্‌ফুরূ বিমা ~ আ-তাইনা-হুম্ অ লিইয়াতামাত্তা'উ ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।
তখনই শিরকে লিপ্ত হয়।(৬৬) যেন আমার দানকে অস্বীকার করে ও ভোগ করে; অচিরেই তারা সব কিছু জানতে পারবে।

﴿٦٧﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ

৬৭। আওয়ালাম্ ইয়ারও আন্না জ্বা'আল্‌না-হারমান্ আ-মিনাঁও অ ইয়ুতাখত্ব্‌ত্বোয়াফুন্ না-সু মিন্ হাওলিহিম্
(৬৭) তারা কি লক্ষ্য করছে না যে, হরমকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করলাম? অথচ এর চারপার্শ্বের লোকেরা আক্রান্ত হয়; তবুও

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى

আফাবিল্‌বা-ত্বিলি ইয়ু''মিনূনা অবিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াক্‌ফুরূন্। ৬৮। অমান্ আজ্‌লামু মিম্মা-নিফ্ তারা-'আলা
কি এরা বাতিলের প্রতিই বিশ্বাস করবে আর আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে অস্বীকার করবে? (৬৮) আর তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর

اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ

ল্লা-হি কাযিবান্ আও কায্‌যাবা বিল্ হাক্ব্‌ক্বি লাম্মা-জ্বা — য়াহ্; আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়াল্ লিল্‌কা-ফিরীন্।
কে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা বলে বা তার কাছে আগত হককে মিথ্যা জানে? এ ধরনের কাফেরদের আবাস কি জাহান্নামে নয়?

﴿٦٩﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

৬৯। অল্লাযীনা জ্বা-হাদূ ফীনা- লানাহ্ দিয়ান্নাহুম্ সুবুলানা-; অ ইন্নাল্লা-হা লামা'আল্ মুহ্‌সিনীন্
(৬৯) এবং যারা আমার পথে চেষ্টা সাধনা করে, আমি তাদেরকে রাস্তা দেখাই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পুণ্যবানদের সঙ্গে আছেন।

রুকু ২ / ১২ ; রুকু ৭ / ৬ ; ওয়াকফে গায়েম

তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আমার ক্ষুধা নেই। হুযূর (ছঃ) বললেন, আজ চতুর্থ দিনে আমি শুধু মাত্র এ খেজুরগুলো খেলাম। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ইন্না লিল্লাহ পড়লেন এবং বললেন, আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা চাই। হুযূর (ছঃ) বললেন, ইবনে ওমর আমি চাইলে আল্লাহ আমাকে রোম ও পারস্য রাজ্যের অধিক পরিমাণ রাজত্ব দেবেন। কিন্তু আমার বাসনা হল একদিন ভুখা থাকা, যেন আল্লাহর স্মরণ করি এবং ধৈর্যের মহিমা অর্জন করতে পারি; আর একদিন পেট পুরে খাই যেন শোকর করি। হে ইবনে ওমর! তুমি যদি জীবিত থাক দেখবে অনেক দুর্বল ঈমানের লোক সারা বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করে নেবে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সূরা রূম্
মক্কাবতীর্ণ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬০
রুকূ ঃ ৬

١ الٓمٓ ٢ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٣ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্ ।২। গুলিবাতির্ রূম্। ৩। ফী ~ আদ্‌নাল্ আর্‌দ্বি অহুম্ মিম্ বা'দি গলাবিহিম্ সাইয়াগ্‌লিবূন্।
(১) আলিফ লাম মীম, (২) রোমীয়রা পরাজিত, (৩) পাশের দেশে, তবে তারা পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, [১]

٤ فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

ফী বিদ্ব্'ই সিনীন্; লিল্লা-হিল্ আম্‌রু মিন্ ক্ববলু অমিম্ বা'দ্; অ ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াফ্‌রহুল্ মু''মিনূন্।
(৪) কয়েক বছরে মধ্যে। পূর্বেও সকল বিষয়ের ইখতিয়ার আল্লাহরই ছিল এবং পরেও তা থাকবে। আর সেদিন মু'মিনরা সন্তুষ্ট হবে।

٥ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦ وَعۡدَ ٱللَّهِۖ لَا يُخۡلِفُ

৫। বিনাছ্‌রিল্লা-হ্; ইয়ান্‌ছুরু মাইঁ ইয়াশা — য়্; অহুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ৬। অ'দাল্লা-হ্; লা-ইয়ুখ্‌লিফু
(৫) আল্লাহর সাহায্যের কারণে; তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন; তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আর এটা আল্লাহর

ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٧ يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ

ল্লা-হু অ'দাহূ অলা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৭। ইয়া'লামূনা জোয়া-হিরম্ মিনাল্ হাইয়া-তিদ্
ওয়াদা; আল্লাহ তাঁর ওয়াদার খেলাফ কখনও করেন না; কিন্তু অনেক মানুষই তা অবগত নয়। (৭) তারা কেবল পার্থিব জীবনের

ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ ٨ أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۗ مَّا

দুন্‌ইয়া-অহুম্ 'আনিল্ আ-খিরতি হুম্ গ-ফিলূন্। ৮। আওলাম্ ইয়াতাফাক্কারূ ফী ~ আন্‌ফুসিহিম্ মা-
বাহ্য দিকটাই অবগত, পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। (৮) তারা কি নিজেদের অন্তরে এচিন্তা করে না যে,

خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٖ مُّسَمّٗىۗ وَإِنَّ

খলাক্বল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনা হুমা ~ ইল্লা-বিল্ হাক্ব্‌ক্বি অআজ্বালিম্ মুসাম্মা-অইন্না
আল্লাহ আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল এবং এ দুয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট কালের জন্য

টীকা-(১) রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল, রোমবাসীরা আহলে কিতাব হওয়ায় মু'মিনরা রোমের বিজয় কামনা করত। আর মুশরিকরা কামনা করত পারস্যের বিজয়। রোমী পরাজিত হলে মুশরিকরা আনন্দচিত্তে মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা করতে লাগল। আল্লাহ পরবর্তীতে রোমের বিজয়ের কথা বলে দিলেন। ২য় হিজরীতে রোমের যেমন বিজয় হয় তেমনি মু'মিনরাও বদর প্রান্তে বিজয় লাভ করেন। শানেনুযূল ঃ হুযূর (ছঃ)-এর জীবদ্দশায় রোমে ছিল খৃষ্টানদের রাজত্ব, আর পারস্যে ছিল অগ্নি উপাসকদের রাজত্ব। পারস্যাধিপতি খসরু পারভেজ আপন দুই বীর বিক্রম নগরপতি সরদার শাহরিয়ার ও ফরখানের নেতৃত্বে একটি অগ্রবর্তী সেনাবাহিনী পাঠিয়ে রোম আক্রমণ করল এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি নগর অধিকার করে নিল। মোটকথা রোম পরাজয় বরণ করে। রোমের এ পরাজয়ের ফলে মক্কাবাসী কাফেররা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করার সুযোগ পায়। রোমের পরাজয়ে মুসলমানরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কারণ, তারা ছিল কিতাবী। আর পারস্যবাসীরা ছিল ধর্মহারা মুশরিক। তারা কোন কিতাব মানত না; মক্কার কাফেরদের অনুরূপ। মক্কার কাফেররা বিদ্রূপাত্মক হাসির সুরে বলতে লাগল; হে মুসলমান কওম! রোমবাসীদের ওপর পারস্যবাসীদের এ বিজয় আমাদের জন্য শুভ লক্ষণ। অগ্নি উপাসক পারস্যবাসীরা যেমন রোমবাসী কিতাবের অনুসারীদের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আমরা প্রতিমা উপাসকরাও একদিন তোমাদের কোরআনের অনুসারীদের ওপর এরূপ বিজয় লাভ করব। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ

কাছীরাম্ মিনান্না-সি বিলিক্ব — য়ি রব্বিহিম্ লাকা-ফিরূন্। ৯। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্দ্বি

অনেক মানুষই তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকে স্বীকার করে না। (৯) তারা কি দুনিয়াতে ভ্রমণ করে দেখে না, তাদের

فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا

ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্; কা-নূ ~ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ কু ওয়্যাতাঁও অআছারুল্

পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে? এদের তুলনায় তারা ছিল শক্তিতে প্রবল, তারা যমীন চাষ করত, এবং তারা যে পরিমাণ

الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ

আর্দ্বোয়া অ 'আমারূহা ~ আক্‌ছার মিম্মা-'আমারূহা-অজ্বা — য়াত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-ত্ ফামা-কা-নাল্লা-হু

আবাদ করেছে, এরা আবাদ করছে তার চেয়েও অনেক বেশি। তাদের নিকট তাদের রাসূলরা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আগমন করেছিল।

لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝١٠ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا

লিইয়াজ্ লিমাহুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্। ১০। ছুম্মা কা-না 'আ-ক্বিবাতাল্লাযীনা আসা — য়ুস্

আল্লাহ জালিম ছিলেন না; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।(১০) অন্যায়কারীদের পরিণতি মন্দই হল; কেননা,

১ ع ১০ 4 রুকু

السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١ اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ

সূ — য়া ~ আন্ কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অকা-নূ বিহা-ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ১১। আল্লা-হু ইয়াব্‌দায়ুল্ খল্‌ক্ব ছুম্মা

তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত আর ঠাট্টা করত। (১১) আর আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করে পুনরাবৃত্তিও

يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١٢ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٣ وَلَمْ

ইয়ু'ঈদুহূ ছুম্মা ইলাইহি তুর্‌জ্বা'উন্। ১২। অইয়াওমা তাক্বূমুস্ সা-'আতু ইয়ুব্‌লিসুল্ মুজ্‌রিমূন্। ১৩। অলাম্

ঘটান, পরে তোমরা তাঁরই কাছে যাবে। (১২) এবং যেদিন কেয়ামত হবে, সেদিন পাপীরা হতাশ হবে। (১৩) আর দেবতারা

يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٤ وَيَوْمَ تَقُوْمُ

ইয়াকুল্লাহুম্ মিন্ শুরাকা — য়িহিম্ শুফা'আ — য়ু অকা-নূ বিশুরকা — য়িহিম্ কা-ফিরীন্। ১৪। অইয়াওমা তাক্বূমুস্

তাদের জন্য কোন সুপারিশ করবে না, তারাই দেবতাকে অস্বীকার করবে।(১৪) আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সে দিন

السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝١٥ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ

সা- 'আতু ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াতাফার্‌রক্বূন্। ১৫। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা- তি ফাহুম্ ফী

সকল মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে পড়বে। (১৫) অতএব যারা ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল তারা বেহেশতে

رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝١٦ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ

রাওদ্বোয়াতিঁই ইয়ুহ্‌বারূন্। ১৬। অআম্মাল্লাযীনা কাফারূ অকায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- অ লিক্ব — য়িল্ আ-খিরতি

আনন্দে থাকবে। (১৬) আর যারা কুফুরী করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহকে ও পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٧﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

ফাউলা — য়িকা ফীল্ 'আযা-বি মুহ্‌দ্বোয়ারূন্। ১৭। ফাসুব্‌হা-না ল্লা-হি হীনা তুম্‌সূনা অহীনা

তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। (১৭) সুতরাং তোমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল-

تُصْبِحُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ *

তুছ্‌বিহূন্। ১৮। অলাহুল্ হাম্‌দু ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অ'আশিয়্যাঁও অহীনা তুজ্‌হিরূন্।

সন্ধ্যায়। (১৮) (কেননা) আর সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, রাতে ও দ্বিপ্রহরে, আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে।

﴿١٩﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ

১৯। ইয়ুখ্‌রিজু ল্ হাইয়্যা মিনাল্ মাইয়্যিতি অ ইয়ুখ্‌রিজু ল্ মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি অইয়ুহ্‌য়িল্ আর্‌দ্বোয়া

(১৯) তিনিই বের করে আনেন নির্জীব হতে স্বজীবকে এবং স্বজীব হতে নির্জীবকে। আর তিনিই যমীনকে মৃত্যুর পর জীবন্ত

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

বা'দা মাওতিহা-অকাযা-লিকা তুখ্‌রাজূ ন্। ২০। অ মিন্ আ-ইয়াতিহী ~ আন্ খলাক্বকুম্ মিন্ তুরা-বিন্

করেন, এভাবেই তোমাদেরকেও করা হবে। (২০) তাঁর নিদর্শন, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, এরপর

ع ২ ৯ ৫ রুকু

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

ছুম্মা ইযা ~আন্‌তুম্ বাশারুন্ তান্‌তাশিরূন্।২১। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আন্ খলাক্ব লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্ আয্‌ওয়াজাল

তোমরা মানুষরূপে ছড়িয়ে পড়ছ। (২১) আর তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল, তোমাদের মধ্য হতে সংগীনী সৃষ্টি করেছেন,

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

লিতাসুকুনূ ~ ইলাইহা-অজ্বা'আলা বাইনাকুম্ মাওয়াদ্দাতাঁও অরহ্‌মাহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই

যেন তাদের কাছে তোমরা শান্তি পেতে পার; এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিন্তাশীলদের জন্য

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

ইয়াতাফাক্কারূন্। ২২। অ মিন্ আ-ইয়াতিহী খল্‌ক্বু স্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি অখ্‌তিলা-ফু আল্‌সিনাতিকুম্

নিদর্শন আছে। (২২) আরও তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই

وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ

অ আল্‌ওয়া-নিকুম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিল্'আ-লিমীন্।২৩।অমিন্ আ-ইয়া-তিহী মানা-মুকুম্ বিল্লাইলি

এতে রয়েছে, যারা জ্ঞানী তাদের জন্য বহু নিদর্শনাবলী। (২৩) আর তাঁরই নিদর্শনাবলী হতে আরেক নিদর্শন হচ্ছে, রাত-দিনে

টীকা ঃ(১) আয়াত-২১ঃ আল্লাহ একটি গাছের দ্বারাই এবং জীব-জন্তুর দুটি দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করেন। অতঃপর কোন জন্তুর জোড়া নির্ধারিত করে দেন, আবার কোনটির জোড়া নির্ধারিত করে দেন নি। মানুষের কিন্তু জোড়া নির্ধারিত করে দেন। এতে বংশ বৃদ্ধি ছাড়া দুনিয়াতে মহব্বতের সাথে বসবাস করার উদ্দেশ্যও নিহিত আছে। বিয়ের মাধ্যমে জোড়া নির্ধারিত না করলে মানুষ পশুতে গণ্য হবে। (মু কোঃ) আয়াত-২২ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে এক পিতা-মাতা দিয়ে পয়দা করে একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তার পর প্রত্যেকের ভাষা আলাদা করে দেন। ফলে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের জন্তুর সাদৃশ্য হয়ে যায়। (মুঃ কোঃ)

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ

অন্নাহা-রি অব্তিগ — য়ুকুম্ মিন্ ফাদ্বলিহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁ ইয়াস্মা'উন্।
তোমাদের নিদ্রা যাওয়া, এবং তাঁরই প্রদত্ত রিযিক তালাশ করা; নিশ্চয়ই শ্রোতাদের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ ﴿٢٤﴾

২৪। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহী ইয়ুরীকুমুল্ বারক্ব খওফাঁও অত্বোয়ামা'আঁও অ ইয়ুনায্যিলু মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাইয়ুহ্য়ী বিহিল্
(২৪) তাঁর আরো নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি দেখিয়ে থাকেন ভয় ও আশারূপে বিদ্যুৎ, আর তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন,

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ

আরদ্বোয়া বা'দা মাওতিহা- ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তি ল্লিক্বওমি ইয়া'ক্বিলূন্। ২৫। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আন্
যা দিয়ে ভূমিকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন; নিশ্চয়ই এতে যারা জ্ঞানী তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (২৫) আর তাঁর

تَقُوْمَ السَّمَاۗءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ڰ مِّنَ الْاَرْضِ ڰ اِذَآ

তাক্বূমাস্ সামা — য়ু অল্ আর্দ্বু বিআম্রিহ্; ছুম্মা ইযা-দা'আ-কুম্ দা'ওয়াতাম্ মিনাল্ আর্দ্বি ইযা ~
নিদর্শনাবলীর আরেক নিদর্শন হচ্ছে, তাঁরই নির্দেশে আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্থিতি, আবার যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে

اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ

আন্তুম্ তাখ্রুজূ ন্। ২৬। অ লাহূ মান্ ফিস্সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; কুল্লু ল্লাহূ ক্ব-নিতূন্। ২৭। অহুওয়াল
তখন তোমরা যমীন থেকে উঠে আসবে। (২৬) আর সবই তাঁর, যা কিছু রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীতে; সবাই তাঁর হুকুমাধিন। (২৭) তিনিই

الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي

লাযী ইয়াব্দায়ুল্ খল্ক্ব ছুম্মা ইয়ু'ঈদুহূ অহুওয়া আহ্ওয়ানু 'আলাইহ্; অলাহুল্ মাছালুল্ আ'লা-ফিস্
সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর পুনর্বার তিনিই সৃষ্টি করবেন, আর তাঁর কাছে এটি অতিব সহজ, তাঁর মর্যাদা আকাশ মণ্ডল ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۭ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২৮। দ্বোয়ারবা লাকুম্ মাছালাম্ মিন্ আন্ফুসিকুম্;
পৃথিবীতে সর্বোচ্চ; তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তিনি তোমাদের জন্য নিজেদের থেকে দৃষ্টান্ত প্রদান করছেন,

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاۗءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ

হাল্ লাকুম্ মিম্মা- মালাকাত্ আইমা-নুকুম্ মিন্ শুরাকা — য়া ফী মা-রযাক্ব্না-কুম্ ফাআন্তুম্ ফীহি সাওয়া — য়ুন্
আমি তোমাদেরকে যে রিযিক্ প্রদান করলাম, তাতে কি তোমাদের দাস-দাসীরাও অংশীদার? তোমরা এ ব্যাপারে সমান?

تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

তাখ-ফূ নাহুম্ কাখীফাতিকুম্ আন্ফুসাকুম্; কাযা-লিকা নুফাছ্ ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বওমিঁ ইয়া'ক্বিলূন্।
তাদেরকে কি ঐরূপ ভয় কর, যে রূপ তোমরা নিজের লোককে ভয় কর, এভাবেই জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করি।

অর্ধাংশ ৩ ع ৮ ৬ রুকু

(২৯) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ

২৯। বালিত্ তাবা'আল্লাযীনা জোয়ালামূ ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্ বিগইরি 'ইল্‌মিন্ ফামাইঁ ইয়াহ্দী মান্ অদ্বোয়ায়াল্লাল্লা-হ্;
(২৯) অথচ জালিমরা না জেনে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করে; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে হেদায়াত প্রদান করবে? তাদের

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (৩০) فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ

অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ৩০। ফাআকি্বম্ অজ্‌হাকা লিদ্দীনি হানীফা-; ফিত্‌রতা ল্লা-হি ল্লাতী ফাত্বোয়ারন্
জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) সুতরাং তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখ; আল্লাহর ফিতরাত

النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

না-সা 'আলাইহা-; লা-তাব্‌দীলা লিখল্‌কি্বল্লা-হ্; যা-লিকাদ্দীনুল্ ক্বাইয়্যিমু অলা-কিন্না আক্‌ছারন্
ইসলাম তা-ই, যাতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (৩১) مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ

না-সি লা ইয়া'লামূন্। ৩১। মুনীবীনা ইলাইহি অত্তাক্বূহু অআক্বীমুছ্ ছলা-তা অলা-তাকূনূ মিনাল্
অনেকেই তা অবগত নয়। (৩১) তাঁর প্রতি রুজূ' হয়ে তাঁকেই ভয় কর এবং নামায কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত

الْمُشْرِكِيْنَ (৩২) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ

মুশ্‌রিকীন্। ৩২। মিনাল্ লাযীনা ফার্‌রকূ দীনাহুম্ অকা-নূ শিয়া'আ-; কুল্লু হিয্‌বিম্ বিমা-লাদাইহিম্
হয়ো না; (৩২) যারা স্বীয় দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে নানা দলে বিভক্ত হয়েছে [১], তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল নিয়ে

فَرِحُوْنَ (৩৩) وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ

ফারিহূন্। ৩৩। অ ইযা-মাস্‌সান্না-সা দুর্‌রুন্ দাআঁও রব্বাহুম্ মুনীবীনা ইলাইহি ছুম্মা ইযা ~ আযা-ক্বহুম্
পরিতুষ্ট। (৩৩) আর যখন মানুষ দুঃখ কষ্টে পতিত হয়, তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের রবকে আহ্বান করতে থাকে, তারপর

مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ (৩৪) لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ

মিন্‌হু রহ্‌মাতান্ ইযা-ফারীক্বুম্ মিন্‌হুম্ বিরব্বিহিম্ ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৩৪। লিইয়াক্‌ফুরূ বিমা ~ আ-তাইনা-হুম্;
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হলে তাদের একদল রবের সাথে শরীকে লেগে যায়, (৩৪) যেন আমার দান অস্বীকার করতে পারে; সুতরাং আরো

فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (৩৫) اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا

ফাতামাত্তা'উ ফাসাওফা তা'লামূন্। ৩৫। আম্ আন্‌যাল্‌না 'আলাইহিম্ সুল্‌ত্বোয়ানান্ ফাহুওয়া ইয়াতাকাল্লামু বিমা-কা-নূ
কিছু সময় তোমরা ভোগ কর, শীঘ্রই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদেরকে এমন কোন দলিল দিয়েছি, যা তাদেরকে

আয়াত-৩২ ঃ টীকা ঃ (১) অর্থাৎ এ মুশরিক তারা, যারা স্বভাবধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাবধর্ম হতে আলাদা হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 'শিয়া 'আন' শব্দটি 'শিয়া 'আতান' এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে 'শিয়া'আতান' বলা হয়। (মাঃ কো) আয়াত-৩৩ ঃ মানব প্রকৃতি যেভাবে সৎ কর্মকে বুঝে, সেভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তীত হওয়াটাও অনুধাবন করে। তবে বিপদকালীন সময়ে এ সত্যের উন্মোচন ঘটে। (মুঃ কুঃ) আয়াত-৩৪ ঃ ধমকস্বরূপ আল্লাহ্ বলেন– আমার অবদানসমূহের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ কর আর তার দ্বারা উপকৃত হও, অচিরেই বাস্তব অবস্থা পরিদর্শন করবে। যেমন কেউ বলে আমার সম্পদ নষ্ট করছ। ঠিক আছে আমি তোমার খবর নিয়ে ছাড়ব। (মাঃ কোঃ)

بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا

বিহী ইয়ুশ্রিকূন্। ৩৬। অইযা ~ আযাক্ব্নান্ না-সা রহ্মাতান্ ফারিহূ বিহা-; অইন্ তুছিব্হুম্ সাইয়িয়াতুম্ বিমা-

শরীক করতে বলে? (৩৬) এবং যখন আমি মানুষকে করুণার স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা সন্তুষ্ট হয়, আর তারা যখন তাদের

قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ

ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ ইযা-হুম্ ইয়াক্ব্নাত্বূন্। ৩৭। আওয়ালাম্ ইয়ারও আন্নাল্লা-হা ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্ক লিমাইঁ

কৃতকর্মের কারণে কোন দুর্দশার মধ্যে পতিত হয় তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আর আল্লাহ যাকে

يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى

ইয়াশা — য়ু অ ইয়াক্বদির্; ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁ ইয়ু''মিনূন্। ৩৮। ফাআ-তি যাল্ ক্বুর্বা

ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রশস্ত ও সীমিত করে দেন? নিশ্চয়ই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৩৮) অআত্মীয়দেরকে

حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۙ

হাক্ব্ক্বহূ অল্মিস্কীনা অব্নাস্ সাবীল্; যা-লিকা খইরুল্ লিল্ লাযীনা ইয়ুরীদূনা অজ্হাল্লা-হি

তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করো, মিসকীন ও পথিককেও। এটা সেসব লোকদের জন্য শ্রেয় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারী

وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ أَمْوَالِ النَّاسِ

অউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্লিহূন্। ৩৯। অমা ~ আ-তাইতুম্ মির্ রিবাল্লিইয়ার্বুওয়া ফী ~ আম্ওয়া-লিন্না-সি

আর এ ধরনের লোকেরাই সফলকাম।(৩৯) মানুষের ধন সম্পদে তোমাদের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা যে সুদ

فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ

ফালা-ইয়ার্বূ 'ইন্দাল্লা-হি অমা ~ আ-তাইতুম্ মিন্ যাকা-তিন্ তুরীদূনা অজ্হাল্লা-হি ফাউলা ~ য়িকা

প্রদান করে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে যাকাত প্রদান কর তা-ই

هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٤٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ

হুমুল্ মুদ্ব'ইফূন্। ৪০। আল্লা-হুল্ লাযী খলাক্বকুম্ ছুম্মা রযাক্বকুম্ ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়ুহ্য়ীকুম্ ;

বৃদ্ধি পায় তারাই সমৃদ্ধ। (৪০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করে রিযিক দিলেন; পরে মারবেন আবার জীবিত করবেন;

هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا

হাল্ মিন্ শুরাকা — য়িকুম্ মাইঁ ইয়াফ্'আলু মিন্ যা-লিকুম্ মিন্ শাইয়িন্; সুব্হা-নাহূ অতা'আ-লা- 'আম্মা-

তোমাদের শরীকদের মাঝে এমন কোন দেবতা আছে কি, যে এর কোন একটিও করতে পারে? তিনি তা হতে পবিত্র ও বহু

4 ع ১৩ ৭ রুকু

يُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

ইয়ুশ্রিকূন্। ৪১। জোয়াহারাল্ ফাসাদু ফিল্ বার্রি অল্বাহ্রি বিমা-কাসাবাত্ আইদিন্না-সি

উর্ধ্বে তারা যে শরীক করে। (৪১) স্থলভাগে ও পানিতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে মানুষের কর্মের কারণে; যেন আল্লাহ তাদের

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

লিইয়ুযীক্বহুম্ বা'দ্বোয়াল্লাযী 'আমিলূ লা'আল্লাহুম্ ইয়ারজি'ঊন্। ৪২। ক্বুল্ সীরূ ফিল্ আরদ্বি

কর্মের শাস্তি প্রদান করেন, যেন তারা (তা হতে) প্রত্যাবর্তীত হয়।(৪২) আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর,

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾ فَأَقِمْ

ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌ল্; কা-না আক্‌ছারুহুম্ মুশ্‌রিকীন্। ৪৩। ফাআক্বিম্

অতঃপর দর্শন কর, যারা পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে? আর তাদের অনেকেই ছিল মুশরিক।(৪৩) সুতরাং

وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ

অজ্‌হাকা লিদ্দীনিল্ ক্বাইয়্যিমি মিন্ কব্‌লি আইঁ ইয়া''তিয়া ইয়াওমুল্ লা-মারদ্দা-লাহূ মিনাল্লা-হি ইয়াওমায়িযিঁই

তুমি সত্য দ্বীনের প্রতি নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখ, এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন আল্লাহর পক্ষ হতে অনিবার্য, সেদিন মানুষ

يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٤﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ

ইয়াছ্‌ছোয়াদ্দা'উন্। ৪৪। মান্ কাফার ফা'আলাইহি কুফ্‌রুহূ অমান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালিআন্‌ফুসিহিম্

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।(৪৪) কাফেরের কুফুরীর শাস্তি তারই ওপর পতিত হবে; যারা পুণ্যবান তারা নিজেদের জন্য

يَمْهَدُونَ ﴿٤٥﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ

ইয়াম্‌হাদূন্। ৪৫। লিইয়াজ্‌যিয়াল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি মিন্ ফাদ্বলিহ্; ইন্নাহূ

শয্যা রচনা করে।(৪৫) যেন মু'মিন ও পুণ্যবানদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন; নিশ্চয়ই তিনি কাফেরদেরকে

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم

লা-ইয়ুহিব্বুল্ কা-ফিরীন্। ৪৬। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আইঁ ইয়ুর্‌সিলার্ রিয়া-হা মুবাশ্‌শির-তিঁও অলিইয়ুযীক্বকুম্

ভালবাসেন না (৪৬) আর তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি হল, তিনি বায়ু পাঠান বৃষ্টির সুসংবাদরূপে, অনুগ্রহের স্বাদরূপে

مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ☆

মির্ রহমাতিহী অলিতাজ্‌রিয়াল্ ফুল্‌কু বিআম্‌রিহী অলিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।

এবং যেন তাঁর নির্দেশে নৌযান চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ খোঁজ করতে পার, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا

৪৭। অলাক্বদ্ আরসাল্‌না-মিন্ ক্বব্‌লিকা রুসুলান্ ইলা- ক্বওমিহিম্ ফাজ্বা — য়ুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফান্‌তাক্বম্‌না-

(৪৭) আপনার পূর্বে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ে নিদর্শন দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করেছি

আয়াত-৪২ ঃ মক্কার মুশরিকদের শিরকের অভিযোগে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের শানেনুযূল সম্বন্ধে ত্বাব্‌রানী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা হজ্জ ব্যতীত মিল্লাতে ইব্রাহীমের সব ইবাদত পরিবর্তন ও তাওয়াফের সময় আল্লাহর নামের সাথে প্রতিমাদের নাম যুক্ত করত। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াতসমূহ নাযিল করে মানুষের এই জাতীয় গুণাহের কারণে দুনিয়াতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও নৌকা ডুবি ইত্যাদি বিপদের কথা বর্ণনা করেন। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪৬ ঃ জল-স্থলে মানব অপরাধে বিপর্যয়ের পরও দয়ালু আল্লাহ দুনিয়ার নিয়ম-নীতি বিদ্যমান রাখেন। বায়ু রাশি চালু রাখেন যার উপকারিতা নিম্নরূপ-(১) এটি শীতলতা আনয়ন, শান্তি দান, বৃষ্টির সু-সংবাদ প্রদান করে। (২) এতে স্থলভাগে মানুষ জীবিত থেকে ফলে-ফুলে ও আহার্যে আল্লাহর যাবতীয় নেয়া'মতের স্বাদ উপভোগ করে। (তাফঃ হক্কানী)

مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ

মিনাল্লাযীনা আজ্‌রমূ অকা-না হাক্বান্ 'আলাইনা- নাছ্‌রুল্ মু''মিনীন্। ৪৮। আল্লা-হুল্লাযী ইয়ুরসিলুর্

আর যারা মু'মিন তাদেরকে সাহায্য প্রদান করা তো আমার দায়িত্ব। (৪৮) অতঃপর আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, যা মেঘ

الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى

রিয়া-হা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাইয়াব্‌সুতুহূ ফিস্ সামা — য়ি কাইফা ইয়াশা — য়ু অইয়াজ্‌'আলুহূ কিসাফান্ ফাতারল্

বহন করে, তিনি তাঁর ইচ্ছেমত আকাশ মণ্ডলে মেঘমালা ছড়িয়ে দেন, অতঃপর খণ্ড বিখণ্ড করে দেন; অতঃপর তুমি তার

الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ

অদ্‌ক্ব ইয়াখ্‌রুজু মিন্ খিলা-লিহী ফাইযা ~ আছোয়া-বা বিহী মাইঁ ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবাদিহী ~ ইযা-হুম্

মেঘের মাঝেই বৃষ্টি দেখতে পাও; আর তিনি যখন স্বীয় বান্দাহ্‌দের মধ্যে তার ইচ্ছানুযায়ী মেঘমালাকে পৌঁছান, তখন তারা

يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ

ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন্। ৪৯। অইন্ কা-নূ মিন্ ক্ববলি আইঁ ইয়ুনায্‌যালা 'আলাইহিম্ মিন্ ক্ববলিহী লামুব্‌লিসীন্।

আনন্দিত হয়।(৪৯) এবং যদিও তাদের আনন্দিত হওয়ার পূর্বক্ষণে তারা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশার মধ্যে ছিল।

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ ﴿٥٠﴾

৫০। ফান্‌জুর্ ইলা ~ আ-ছা-রি রহ্‌মাতিল্লা-হি কাইফা ইয়ুহ্‌য়িল্ আর্‌দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-; ইন্না যা-লিকা

(৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রদত্ত করুণার প্রতি দৃষ্টি দাও, কিভাবে তিনি মৃত যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর,

لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ

লামুহ্‌য়িল্ মাওতা- অহুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৫১। অলায়িন্ আর্‌সাল্‌না-রীহান্ ফারয়াওহু

নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেনই। তিনিই সর্ব শক্তিমান। (৫১) এবং যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাতে শস্য

مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ

মুছ্‌ফার্‌রল্ লাজোয়াল্লূ মিম্ বা'দিহী ইয়াক্‌ফুরূন্। ৫২। ফাইন্নাকা লা-তুস্‌মি'উল্ মাওতা- অলা- তুস্‌মি'উছ্

পীতবর্ণ হয়, তখন তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হবে। (৫২) সুতরাং আপনি না মৃতকে আহ্বান শ্রবণ করাতে পারবেন, আর

الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ

ছুম্মাদ্ দু'আ — য়া ইযা-অল্লাও মুদ্‌বিরীন্। ৫৩। অমা ~ আন্‌তা বিহা-দিল্ 'উম্‌য়ি 'আন্ দ্বোলা-লাতিহিম্

না পারবেন বধিরকে শ্রবণ করাতে; যখন তারা বিমুখ হয়।(৫৩) আর আপনি অন্ধকেও ভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেন না।

৫ ع ১৩ ৮ রুকু

اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ

ইন্ তুস্‌মি'উ ইল্লা-মাইঁ ইয়ু''মিনু বিআ-ইয়া-তিনা- ফাহুম্ মুস্‌লিমূন্। ৫৪। আল্লা-হুল্ লাযী খলাক্বকুম্ মিন্

আপনি তো কেবল আয়াতে বিশ্বাসীদেরকেই শ্রবণ করাতে পারবেন, তারা সমর্পিত।(৫৪) আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদেরকে

ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ط

দ্ব'ফিন্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি দ্ব'ফিন্ ক্বু ওয়্যাতান্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিম্ বা'দি ক্বু ওয়্যাতিন্ দ্ব'ফাঁও অশাইবাহ্;
দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, পরে শক্তি প্রদান করে, শক্তির পরে আবার প্রদান করেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি স্বীয় ইচ্ছামত

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ج وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٥﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ

ইয়াখ্‌লুক্বু মা-ইয়াশা — য়ু অহুওয়াল্ 'আলীমুল্ ক্বদীর্। ৫৫। অইয়াওমা তাকু মুস্ সা- 'আতু ইয়ুক্বসিমুল্ মুজ্‌রিমূন
সৃষ্টি করেন; তিনি মহাজ্ঞানী, শক্তিধর। (৫৫) আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পাপীরা শপথ করে বলবে যে, তারা কবরে

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ط كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

মা-লাবিছূ গইরা সা-'আহ্; কাযা-লিকা কা-নূ ইয়ু''ফাকূন্। ৫৬। অক্বা-লাল্ লাযীনা ঊতুল্ 'ইল্‌মা
মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা দুনিয়াতে অলীক কল্পনায় ছিল। (৫৬) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান

وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ز فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

অল্ ঈমা-না লাক্বদ্ লাবিছ্‌তুম্ ফী কিতা-বিল্লা-হি ইলা-ইয়াওমিল্ বা''ছি ফাহা-যা- ইয়াওমুল্ বা''ছি
দান করা হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। অতএব এটা

وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

অলা-কিন্নাকুম্ কুন্‌তুম লা-তা'লামূন্। ৫৭। ফাইয়াওমায়িযিল্ লা-ইয়ান্‌ফা'উ ল্লাযীনা জোয়ালামূ
পুনরুত্থান দিবস, তবে তোমরা তা জানত না। (৫৭) সেদিন জালিমদের কোন ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং

مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ

মা'যিরাতুহুম্ অলা-হুম্ ইয়ুস্‌তা'তাবূন্। ৫৮। অ লাক্বদ্ দ্বোয়ারাব্‌না-লিন্না-সি ফী হা-যাল্ ক্বুরআ-নি
যারা তওবা করে না, আল্লাহর সন্তুষ্টির সুযোগও তাদেরকে দেয়া হবে না।(৫৮) আর আমি তো বর্ণনা করেছি এ কোরআনে মানুষের

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ

মিন্ কুল্লি মাছাল্; অলায়িন্ জ্বি''তাহুম্ বিআ-ইয়া-তিল্ লাইয়াকূলান্নাল্ লাযীনা কাফারূ ~ ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-
জন্য সর্বপ্রকার উপমা আর আপনি যদি কোন নিদর্শন আনয়ন করেন, তবে কাফেররা নিশ্চয়ই বলবে যে, তোমরা প্রবঞ্চক

إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٩﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ☆

মুব্‌ত্বিলূন্। ৫৯। কাযা-লিকা ইয়াত্ব্‌বা'উল্লা-হু 'আলা-ক্বুলূবিল্ লাযীনা লা-ইয়া'লামূন্।
ছাড়া আর কিছুই নও।(৫৯) এভাবে যারা বিশ্বাস করে না তাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ☆ ﴿٦٠﴾

৬০। ফাছ্‌বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্বকুঁও অলা-ইয়াস্‌তাখিফ্‌ফান্নাকাল্ লাযীনা লা-ইয়ূক্বিনূন্।
(৬০) আপনি ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, আর যারা অবিশ্বাসী তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

ع ৬ ৭ ৯ রুকু

সূরা লুক্বমা-ন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৪
রুকূ ঃ ৪

(١) الٓمٓ (٢) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (٣) هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম্। ২। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্ কিতা-বিল্ হাকীম্। ৩। হুদাঁও অরহ্‌মাতাল্ লিল্‌মুহ্‌সিনীন্।
(১) আলিফ লাম মীম। (২) এগুলো সেই বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াতসমূহ। (৩) যা পুণ্যবানদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

(٤) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٥) اُولٰٓئِكَ

৪। আল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা অ ইয়ু'তূনায্ যাকা-তা অহুম্ বিল্ আ-খিরতি হুম্ ইয়ূক্বিনূন্। ৫। উলা — য়িকা
(৪) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তারাই আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে (৫) তারাই তাদের

عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ

'আলা-হুদাম্ মির্ রব্বিহিম অউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্। ৬। অমিনান্না-সি মাইঁ ইয়াশ্‌তারী
রবের পক্ষ থেকে আগত সৎপথের উপর রয়েছে, আর তারাই সফলতা লাভ করবে। (৬) পক্ষান্তরে কেউ কেউ এমনও

لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ

লাহ্‌ওয়াল্ হাদীছি লিইয়ুদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি বিগইরি 'ইল্‌মিওঁ অইয়াত্তাখিযাহা- হুযুওয়া-;
আছে যে, না জেনে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অমূলক কথা খরিদ করে এবং এটা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করে;

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٧) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ

উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ৭। অইযা-তুত্‌লা 'আলাইহি আ-ইয়াতুনা-অল্লা-মুস্‌তাক্‌বিরন্ কাআ ল্লাম্
তাদের জন্যই অবমাননাকর শাস্তি। (৭) তার কাছে যখন আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়,

يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

ইয়াস্‌মা'হা-কাআন্না ফী ~ উযুনাইহি অক্বরান্ ফাবাশ্‌শিরহু বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৮। ইন্নাল্ লাযীনা আ-মানূ অ
যেন শুনতে পায় নি; মনে হয় যেন তার কর্ণ বধিরতা রয়েছে, তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুখবর দিন। (৮) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ (٩) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ

'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ জান্না-তুন্ না'ঈম্। ৯। খ-লিদ্বীনা ফীহা-; ওয়া'দাল্লা-হি হাক্বক্ব-; অহুওয়াল্
এবং নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে সুখকর জান্নাত।(৯) সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٠) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ

'আযীযুল্ হাকীম্। ১০। খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি বিগইরি 'আমাদিন্ তারওনাহা-অআল্‌ক্ব-ফিল্ আর্‌দ্বি
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (১০) তিনি (আল্লাহ) স্তম্ভ ছাড়া আকাশ তৈরি করেছেন, তোমরা তো দেখছ; তিনি ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন

رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

রওয়া-সিয়া আন্‌ তামীদা বিকুম্‌ অবাছ্ছা-ফীহা-মিন্‌ কুল্লি দা — ব্বাহ্‌; অআন্‌যাল্‌না- মিনাস্‌ সামা — য়ি মা — য়ান্‌
করে দিলেন যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে; এখানে প্রত্যেক জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন; আর আমি আকাশ হতে বৃষ্টি

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ

ফাআম্‌বাত্‌না-ফীহা-মিন্‌ কুল্লি যাওজিন্‌ কারীম্‌। ১১। হা-যা- খল্‌ক্বুল্লা-হি ফাআরূনী মা-যা-খলাক্বাল্লাযীনা
বর্ষণ করে দিয়ে ওতে সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় জন্মাই।(১১) এ তো আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুসমূহ। তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি

مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ

মিন্‌ দূনিহ্‌; বালিজ্‌ জোয়া-লিমূনা ফী দ্বোয়ালা-লিম্‌ মুবীন্‌। ১২। অলাক্বদ্‌ আ-তাইনা-লুক্ব্‌মা-নাল্‌ হিক্‌মাতা আনিশ কুর্‌
করেছে তোমরা আমাকে দেখাও, জালিমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।(১২) আর আমি তো লুকমানকে জ্ঞান দিয়েছি যেন আল্লাহর

اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

লিল্লা-হ্‌; অমাইঁইয়াশ্‌কুর্‌ ফাইন্নামা ইয়াশ্‌কুরু লিনাফ্‌সিহী অ মান্‌ কাফারা ফাইন্না ল্লা-হা গনিয়্যুন্‌ হামীদ্‌।
শোকরগুজার হও। আর যে শোকর করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই শোকর করে, আর অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

﴿١٣﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

১৩। অইয্‌ ক্বা-লা লুকব্ব্‌মা-নু লিব্‌নিহী অ হুওয়া ইয়া'ইজুহূ ইয়া-বুনাইয়্যা লা-তুশ্‌রিক্‌ বিল্লা-হ্‌; ইন্নাশ্‌ শির্‌কা লাজুল্‌মুন্‌
(১৩) লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলল, হে বৎস! কাউকে শরীক করো না আল্লাহর সাথে, শিরক্‌ বড়

عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي

'আজীম্‌। ১৪। অঅছ্‌ ছোয়াইনাল্‌ ইন্‌সা-না বিওয়া- লিদাইহি হামালাত্‌হু উম্মুহূ অহ্‌নান্‌ 'আলা-অহ্‌নিঁও অফিছোয়া-লুহূ ফী
জুলুম। (১৪) আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্পর্কে উপদেশ দিলাম যে তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে,

عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ

'আ-মাইনি আনিশ্‌ কুর্‌লী অলি ওয়া-লি দাইক্‌; ইলাইয়্যাল্‌ মাছীর্‌। ১৫। অইন্‌ জ্বা-হাদা-কা 'আলা ~ আন্‌
দু বছরে স্তন্য ছাড়ায়। সুতরাং আমার ও তোমার মাতা-পিতার কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। (১৫) কিন্তু তারা

تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

তুশ্‌রিকা বীমা-লাইসা লাকা বিহী 'ইলমুন্‌ ফালা-তুত্বি'হুমা- অছোয়া-হিব্‌হুমা- ফিদ্দুন্‌ইয়া-মা'রূফাঁও
উভয়ে যদি শরীক করাতে চেষ্টা করে, তবে যে বিষয়ে জান না সে বিষয়ে তাদের কথা মেনো না; তবে পৃথিবীতে তাদের

রুকু ১ / ১১ / ১০

ওয়াক্বফুন্নবী (সাঃ)

অর্ধাংশ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২ ঃ হযরত লোকমানের উপদেশাবলী ইহুদীদের নিকট অধিক শ্রুতি মধুর ছিল। আরববাসীরা যে কোন বিষয়ে তাদের কাছে পেশ করলে তখন তারা প্রবাদ বাক্য হিসেবে তাঁর উপদেশ বর্ণনা করত। মুসলমানরাও সে সকল উপদেশের প্রতি কৌতুহলী হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। আয়াত-১৫ ঃ হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) মুসলমান হলে তাঁর মা কসম করে বলল, "যে পর্যন্ত সা'আদ ইসলাম বর্জন না করবে সে পর্যন্ত আমি রোদ থেকে সরবো না আর পানাহারও করব না।" উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত সা'আদ নাউজুবিল্লাহ্‌ মুর্তাদ হয়ে যাবে বলে তাঁর মা আশা করেছিল। কিন্তু হযরত সা'আদ বললেন, "আমি তো কখনও কাফের হব না।" এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হুযূর (সঃ)এর নিকট সংবাদ পৌঁছলে, মাতার এরূপ কথা না মানার নির্দেশ দিয়ে এ আয়াতটি নাযীল হয়।

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অত্তাবি' সাবীলা মান্ আনাবা ইলাইয়্যা ছুম্মা ইলাইয়্যা মারজি'উকুম্ ফাউনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-কুনতুম্ তা'মালূন্।
সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর এবং তাদের পথই মানবে যারা আমার মুখী; আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তোমাদের কর্মের খবর দেব।

(١٦) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي

১৬। ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নাহা ~ ইন্ তাকু মিছ্ক্ব-লা হাব্বাতিম্ মিন্ খর্দালিন্ ফাতাকুন্ ফী ছোয়াখ্রতিন্ আও ফিস্
(১৬) হে প্রিয় বৎস! যদি কোন বস্তু সরিষার বীজ পরিমাণ হয় আর তা পাথরের অভ্যন্তরে কিংবা আকাশে বা পাতালের

السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٧) يَا بُنَيَّ

সামা-ওয়া-তি আও ফিল্ আরদ্বি ইয়া''তি বিহাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা লাত্বীফুন্ খবীর্। ১৭। ইয়া-বুনাইয়্যা
অভ্যন্তরে থাকে, তা-ও এনে আল্লাহ উপস্থিত করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী, প্রজ্ঞাময় (১৭) হে প্রিয় পুত্র! তুমি

أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ

আক্বিমিছ্ ছলা-তা অ''মুর্ বিল্ মা'রূফি ওয়ান্হা 'আনিল্ মুন্কারি অছ্বির্ 'আলা-মা ~ আছোয়া-বাক্;
নামায কায়েম কর; সৎকর্মের আদেশ প্রদান করবে ও অসৎকর্মে বাধা প্রদান করবে, আর তোমার উপর বিপদ আপতিত হলে

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٨) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي

ইন্না যা-লিকা মিন্ 'আয্মিল্ উমূর্। ১৮। অলা-তুছোয়া'ইর্ খদ্দাকা লিন্না-সি অলা-তাম্শি ফিল্
ধৈর্য ধারণ করবে, এটাই দৃঢ় চিত্তের কর্ম। (১৮) আর তুমি অহংকারের বসবর্তী হয়ে মানুষের প্রতি অবজ্ঞা কর না, আর যমীনে

الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٩) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

আরদ্বি মারহা-; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুহিব্বু কুল্লা মুখ্তা-লিন্ ফাখূর্। ১৯। অক্ব্ছিদ্ ফী মাশ্য়িকা
দম্ভভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও কোন অহংকারীকে ভালবাসেন না। (১৯) তুমি সংযত হয়ে চলবে,

ع ২ ৮ ১১ রুকু

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (٢٠) أَلَمْ تَرَوْا

অগ্দ্বুদ্ব্ মিন্ ছোয়াওতিক্; ইন্না আন্কারল্ আছ্ওয়া-তি লাছোয়াওতুল্ হামীর্। ২০। আলাম্ তারাও
তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে, নিশ্চয়ই গর্দভের স্বরই স্বরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। (২০) তোমরা কি, দেখনা,

أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ

আন্নাল্লা-হা সাখ্খর লাকুম্ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি অআস্বাগ 'আলাইকুম্ নি'আমাহূ
আল্লাহ সব কিছুকে তোমাদের মঙ্গলে নিয়োগ করেছেন, যা কিছু আছে যমীনে এবং তিনি পূর্ণকরে দিলেন তোমাদের প্রতি

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى

জোয়া-হিরতাঁও অবা-ত্বিনাহ্; অমিনান্ না-সি মাইঁ ইয়ুজা-দিলু ফিল্লা-হি বিগইরি 'ইল্মিঁও অলা-হুদাঁও
তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ; মানুষের মাঝে কতক এমন আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না জেনে, না পথ

وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢١﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا

অলা-কিতা-বিম্‌ মূনীর্‌। ২১। অইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাবি'উ মা ~ আন্‌যালাল্লা-হু ক্বা-লূ বাল্‌ নাত্তাবি'উ মা-
পেয়ে, না স্পষ্ট গ্রন্থ পেয়ে। (২১) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহর নাযীলকৃতকে তখন তারা

وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ

অজ্বাদ্‌না- 'আলাইহি আ-বা — য়ানা-; আওয়ালাও কা-নাশ্‌ শাইত্বোয়া-নু ইয়াদ্‌'উ হুম্‌ ইলা- 'আযা-বিস্‌ সা'ঈর্‌।
বলে, পিতৃপুরুষকে যাতে পেয়েছি তা-ই মানব। যদি শয়তান তাদেরকে দোযখের শাস্তির প্রতি আহ্বান করে, তবুও কি?

﴿٢٢﴾ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ

২২। অমাই ইয়ুস্‌লিম্‌ অজ্‌হাহূ ~ ইলাল্লা-হি অহুওয়া মুহ্‌সিনুন্‌ ফাক্বদিস্‌ তাম্‌সাকা বিল্‌'উরওয়াতিল্‌ উছ্‌ক্বা-;
(২২) যে ব্যক্তি পুণ্যবান হয়ে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নিকট সমর্পিত হয়, সে-ই দৃঢ় হাতল ধারণ করল, সব কাজের পরিণতি

وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٣﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

অইলাল্লা-হি 'আ-ক্বিবাতুল্‌ উমূর্‌। ২৩। অমান্‌ কাফার ফালা-ইয়াহ্‌যুন্‌কা কুফ্‌রুহ্‌; ইলাইনা-মার্‌জ্বি'উহুম্‌
আল্লাহর হাতে। (২৩) কেউ কুফুরী করলে তার কুফুরী যেন আপনাকে দুঃখিত না করে; আমার কাছেই তাদের ফিরে

فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّ

ফানুনাব্বিয়ুহুম্‌ বিমা- 'আমিলূ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্‌ বিযা-তিছ্‌ ছুদূর্‌। ২৪। নুমাত্তি'উহুম্‌ ক্বলীলান্‌ ছুম্মা নাদ্বত্বোয়ার্‌রু
আসতে হবে। তখন আমি তাদের কর্ম অবহিত করার, আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন। (২৪) তাদেরকে অল্প ভোগ্য দেব, পরে

هُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٥﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ

হুম্‌ ইলা-'আযা-বিন্‌ গলীজ্‌। ২৫। অলায়িন্‌ সায়াল্‌তাহুম্‌ মান্‌ খলাক্বস্‌ সামা-ওয়া-তি অল্‌ আর্‌দ্বোয়া লাইয়াকূ-লুন্না
কঠিন শাস্তিতে বাধ্য করব।(২৫) আর আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে-বলবে, 'আল্লাহ'।

اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ল্লা-হ্‌; ক্বুলিল্‌ হাম্‌দু লিল্লা-হ্‌; বাল্‌ আক্‌ছারুহুম্‌ লা-ইয়া'লামূন্‌। ২৬। লিল্লা-হি মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি অল্‌ আর্‌দ্ব;
আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, তারা অনেকেই তা জানে না।(২৬) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ

ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্‌ গনিয়্যুল্‌ হামীদ্‌। ২৭। অলাও আন্না মা-ফিল্‌ আর্‌দ্বি মিন্‌ শাজ্বারতিন্‌ আক্ব্‌লা-মুঁও
সবই আল্লাহর, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।(২৭) আর ভূ-পৃষ্ঠের বৃক্ষসমূহ যদি কলম হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে আরও

টীকা ঃ(১) আয়াত-২৩ ঃ কোন কিছুই আমার দৃষ্টির আড়ালে নয়। সব কিছুই তাদেরকে জানিয়ে দিব এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এরা সামান্য কয়েকদিনের আনন্দে আত্মহারা থাকলে তবে তা তাদের ভীষণ ভুল হয়েছে। কেননা, তাদের এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এ সামান্য কয়েকদিনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গর্বিত হওয়া নিছক মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। (বঃ কোঃ)
আয়াত-২৫ ঃ অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বাপ-দাদার ধর্মের অন্ধ অনুকরণে অন্ধ হওয়ার জন্য স্রষ্টার সৃষ্টি ব্যতীত আসমান ও যমীন এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করছ অথবা আসমান-যমীনের একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছে। এতে কারও অংশীদারিত্ব নেই। (তাফঃ হক্কানী)

وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

অল্ বাহ্রু ইয়ামুদ্দুহূ মিম্ বা'দিহী সাব্'আতু আব্হুরিম মা-নাফিদাত্ কালিমা-তুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্
সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালিতে পরিণত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখা) শেষ হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী,

حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٩﴾ أَلَمْ تَرَ

হাকীম্। ২৮। মা- খল্ক্বুকুম্ অলা-বা'ছুকুম্ ইল্লা-কানাফ্সিওঁ ওয়া -হিদাহ্; ইন্নাল্লা -হা সামী উ'ম্ বাছীর্ ২৯। আলাম্তার
বিজ্ঞ। (২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি আত্মার মতই; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, দেখেন। (২৯) তুমি কি

أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

আন্নাল্লা-হা ইয়ূলিজুল্ লাইলা ফিন্নাহা-রি অ ইয়ূলিজুন্ নাহা-রা ফিল্লাইলি অ সাখ্খরশ্ শাম্সা অল্ ক্বমার
দেখ না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে রেখেছেন,

كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ

কুল্লুঁই ইয়াজ্বরী ~ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মাঁও অআন্নাল্লা-হা-বিমা-তা'মালূনা খবীর্। ৩০। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা
প্রত্যেকেই চলতে থাকবে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (৩০) এটাই প্রমাণ যে,

هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

হুওয়াল্ হাক্কু অআন্না মা-ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহিল্ বা-ত্বিলু অআন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর্।
একমাত্র আল্লাহ সত্য; আর তাঁকে (আল্লাহ) বাদ দিয়ে তারা যে সব বস্তুর উপাসনা করছে তা মিথ্যা, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

৩ ع ১১ ১২ রুকু

﴿٣١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ

৩১। আলাম্ তার আন্নাল্ ফুল্কা তাজ্বরী ফিল্ বাহ্রি বিনি'মাতিল্লা-হি লিইয়ুরিয়াকুম্ মিন্ আ-ইয়া-তিহ্; ইন্না
(৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর দয়ায় সমুদ্রে নৌযান চলে, যেন তিনি নিদর্শন দেখাতে পারেন, নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ

ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্। ৩২। অ ইযা-গশিয়াহুম্ মাওজুন্ কাজ্জুলালি দা'আয়ুল্লা-হা
যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ তাদের জন্য নিদর্শন। (৩২) আর তাদেরকে যখন মেঘের মত তরঙ্গ ঘিরে ফেলে, তখন নিষ্ঠার সঙ্গে

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا

মুখলিছীনা লাহুদ্দীনা ফালাম্মা- নাজ্জা-হুম্ ইলাল্ বার্রি ফামিন্হুম্ মুক্বতাছিদ্ অমা-ইয়াজ্বহাদু বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইল্লা-
আল্লাহকে ডাকে; যখন মুক্তি দিয়ে স্থলে পৌঁছান, তখন কেউ সরল পথে থাকে; আর কেবল প্রবঞ্চক অকৃতজ্ঞরাই আমার

كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ

কুল্লু খাত্তা-রিন্ কাফূর্। ৩৩। ইয়া ~ আইঁইয়্যুহান্ না-সুত্তাক্বূ রব্বাকুম্ অখ্শাও ইয়াওমাল্ লা-ইয়াজ্বযী ওয়া-লিদুন্
আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৩৩) হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর; ওই দিনকে ভয় কর, যেদিন না

عَنْ وَّلَدِهٖ ۡ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا

আঁও অলাদিহী অলা-মাওলূদুন্ হুয়া জ্বা-যিন্ আঁও ওয়া-লিদিহী শাইয়া-; ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্ক্বুন্ ফালা-

পিতা তার পুত্রের এবং না পুত্র পিতার কোন উপকারে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন

تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ

তাগুর্‌রন্নাকুমুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া-অলা-ইয়াগুর্‌রন্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গরূর্। ৩৪। ইন্নাল্লা-হা 'ইন্‌দাহূ 'ইল্‌মুস্

তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলুক; প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৩৪) নিশ্চয়ই আল্লাহর

السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا

সা-'আতি অইয়ুনায্‌যিলুল্ গইছা অ ইয়া'লামু মা-ফিল্ আরহা-ম্; অমা-তাদ্‌রী নাফ্‌সুম্ মা-যা

কাছেই কিয়ামতের খবর, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন, মায়ের গর্ভে যা আছে তা তিনি জানেন, আর কেউ জানে না

تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

তাক্‌সিবু গদাহ্; অমা-তাদ্‌রী নাফ্‌সুম্ বিআইয়ি আর্‌দ্বিন্ তামূত্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ খবীর্।

আগামীকাল সে কি করবে, আর কোথায় সে মৃত্যু বরণ করবে তা-ও জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও সব খবর রাখেন।

ع ৪ ৪ ১৩ রুকু

সূরা সাজ্‌দাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ৩

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ম। ২। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি লা-রইবা ফীহি মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৩। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্

(১) আলিফ লাম মীম। (২) বিশ্ব-রবের অবতারিত কিতাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, সে রচনা

افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ

তার-হু বাল্ হুওয়াল্ হাক্ব্ক্বু মির্ রব্বিকা লিতুন্‌যির ক্বওমাম্ মা ~ আতা-হুম্ মিন্ নাযীরিম্ মিন্ ক্ববলিকা

করেছে? বরং তা আপনার রবের পক্ষ হতে আগত সত্য, যা দিয়ে এ কওমকে সতর্ক করেন, যাদের কাছে পূর্বে কোন

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ

লা'আল্লাহুম্ ইয়াহ্‌তাদূন্। ৪। আল্লা-হুল্লাযী খলাক্বস্-সামা ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনা হুমা-ফী

সতর্ককারী আসে নি। তারা পথ পাবে। (৪) আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং তদস্থ সব

سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ اَفَلَا

সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া 'আলাল্-'আর্‌শ্; মা- লাকুম্ মিন্‌দূনিহী মিওঁ অলিয়্যিঁও অলা- শাফী'ইন্ আফালা-

কিছু ছয়দিনে; পরে আরশে আসীন হন; আর তিনি ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারীও, তবু কি

تَتَذَكَّرُونَ ۝٥ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

তাতাযাক্কারূন্। ৫। ইয়ুদাব্বিরুল্ আম্‌র মিনাস্ সামা — য়ি ইলাল্ আর্‌দ্বি ছুম্মা ইয়া'রুজু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন্

তোমরা উপদেশ নেবে না? (৫) তিনি আকাশ মণ্ডল হতে শুরু করে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, পরে

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝٦ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

কা-না মিক্‌দা-রুহূ ~ আল্‌ফা সানাতিম্ মিম্মা-তা'উদ্দূন্। ৬। যা-লিকা 'আ-লিমুল্ গইবি অশ্‌শাহা-দাতিল্ 'আযীযুর্

তাঁর কাছে একদিন উপনীত হবে,যার পরিমাণ হবে হাজার বছরের সমান।(৬) তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী,

الرَّحِيمُ ۝٧ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

রহীম্। ৭। আল্লাযী ~ আহ্‌সানা কুল্লা শাইয়িন্ খলাক্বহূ অবাদায়া খল্‌ক্বল্ ইন্‌সা-নি মিন্ ত্বীন্।

পরম দয়ালু। (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর আকৃতি প্রদান করেছেন, এবং মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

۝٨ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝٩ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ

৮। ছুম্মা জা'আলা নাস্‌লাহূ মিন্ সুলা-লাতিম্ মিম্মা — য়িম্ মাহীন্। ৯। ছুম্মা সাওয়্যা-হু অনাফাখ ফীহি মির্ রূহিহী

(৮) অতঃপর তুচ্ছ পানির নির্যাস হতে তার বংশ বিস্তার করেন। (৯) তাকে সুঠাম করলেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝١٠ وَقَالُوا أَإِذَا

অজ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম'আ অল্ আব্‌ছোয়া-র অল্‌আফ্‌য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্‌কুরূন্। ১০। অক্বা-লূ ~ য়া ইযা-

রূহ প্রদান করলেন [১]; কর্ণ, চক্ষু ও মন প্রদান করলেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ হও। (১০) আর তারা বলে, আমরা

ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝١١ قُلْ

দ্বোয়ালাল্‌না-ফিল্ আর্‌দ্বি আ ইন্না-লাফী খল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদ্; বাল্ হুম্ বিলিক্ব — য়ি রব্বিহিম্ কা-ফিরূন্। ১১। কুল্

মাটি হয়ে গেলেও কি আবার নতুন সৃষ্ট হব? বরং তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ অস্বীকারকারী। (১১) আপনি বলুন,

يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝١٢ وَلَوْ تَرَىٰ

ইয়াতাওয়াফ্‌ফা-কুম্ মালাকুল্ মাওতিল্লাযী উক্কিলা বিকুম্ ছুম্মা ইলা-রব্বিকুম্ তুরজ্বা'উন্। ১২। অলাও তারা ~

নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তাই তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, পরে তোমরা রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। (১২) যদি দেখতেন!

ع ১ ১১ 14 রুকু

إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ

ইযিল্ মুজ্‌রিমূনা না-কিসূ রুয়ূসিহিম্ 'ইন্দা রব্বিহিম্; রব্বানা ~ আব্‌ছোয়ার্‌না-অসামি'না ফারজ্বি'না না'মাল্

যখন পাপীরা তাদের রবের সামনে তাদের মাথা নোয়াবে, হে আমার রব! দেখলাম, শুনলাম; আমাদেরকে পুনঃ পাঠাও,

টীকা ঃ(১) আয়াত-৯ ঃ আল্লাহ এস্থানে রূহকে নিজের প্রতি সম্বন্ধ করে মানবাত্মার উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইশারা করেন। যেমন আল্লাহ এর ঘর বলে কা'বা শরীফের মর্যাদা বর্ধিত করেন। অথচ আল্লাহ্ এ ঘরে অবস্থান করেন না। (বঃ কোঃ) আয়াত-১০ঃ প্রখ্যাত মুফাস্‌সির মুজাহিদ (রঃ) বলেন, মালাকুল মঊতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালা বিশেষ। তিনি যাকে চান তুলে নেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মঊতকে দেখে বললেন যে, আমার ছাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার কর। মালাকুল মঊত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন—আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি। (মাঃ কোঃ)

صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

ছোয়া- লিহান্ ইন্না-মূক্বিনূন্। ১৩। অলাও শি"না লাআ-তাইনা- কুল্লা নাফ্সিন্ হুদা-হা-অলা-কিন্ হাক্ব্ক্বল্ কওলু
আমরা নেক কাজ করব, দৃঢ় বিশ্বাসী হব। (১৩) আমি যদি চাইতাম, তবে প্রত্যেক লোককে পথ প্রদর্শন করতাম, কিন্তু আমার

مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٤﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ

মিন্নী লাআম্লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিনাল্ জ্বিন্নাতি অন্না-সি আজ্ মা'ঈন্। ১৪। ফাযূক্বূ বিমা-নাসীতুম্ লিক্বা — য়া
কথা সত্য যে, জ্বিন ও মানুষ দ্বারা আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।(১৪) অতঃপর শাস্তি গ্রহণ কর, কেননা, তোমরা আজকের

يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ

ইয়াওমিকুম্ হা-যা-ইন্না নাসীনা-কুম্ অযূক্বূ 'আযা- বাল্ খুল্দি বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ১৫। ইন্নামা-
সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুললাম। তোমাদের কর্মের স্থায়ী শাস্তি ভোগ কর। (১৫) তারাই

بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

ইয়ু''মিনু বিআ-ইয়া-তিনা ল্লাযীনা ইযা-যুক্কিরূ বিহা- খার্রূ সুজ্জাদাঁও অসাব্বাহূ বিহাম্দি রব্বিহিম অহুম্ লা-
আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাসী, যাদেরকে আমার আয়াত স্মরণ করালে সেজদায় পড়ে, এবং স্বীয় রবের প্রশংস পবিত্রতা

(সেজদা)

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٦﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

ইয়াস্তাক্বিরূন্। ১৬। তাতাজ্বা-ফা-জুনূবুহুম্ 'আনিল্ মাদ্বোয়া-জ্বি'ই ইয়াদ্'উনা রব্বাহুম্ খাওফাঁও অ ত্বোয়ামায়াঁও
ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না। (১৬) তারা শয্যা ছেড়ে তাদের রবকে ভয় ও আশায় আহ্বান করে, এবং

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٧﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অ মিম্মা-রযাক্ব্না-হুম্ ইয়ুন্ফিক্বূন্। ১৭। ফালা- তা'লামু নাফ্সুম্ মা ~ উখ্ফিয়া লাহুম্ মিন্ কুররতি আ'ইয়ুনিন্
আমার প্রদত্ত রিযিক হতে খরচ করে। (১৭) কেউই অবগত নয় যে, তাদের জন্য নয়নাভিরাম কি কি সামগ্রী অদৃশ্যে রয়েছে?

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

জ্বাযা — য়াম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১৮। আফামান্ কা-না মু''মিনান্ কামান্ কা-না ফা-সিক্বন্ লা-ইয়াস্তায়ূন্।
এটা তারা তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ লাভ করেছে। (১৮) মু'মিনরা কি ফাসেকের মত? কখনওই তারা তাদের সমান নয়।

﴿١٩﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا

১৯। আম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফালাহুম্ জ্বান্না-তুল্ মা''ওয়া-নুযুলাম্ বিমা-কা-নূ
(১৯) সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সমাদর হিসেবে জান্নাতেই তাদের

يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا

ইয়া'মালূন্। ২০। অআম্মাল্লাযীনা ফাসাক্বূ ফামা''ওয়া-হুমুন্ না-রু; কুল্লামা ~ আরদূ ~ আইঁ ইয়াখ্রুজূ
আবাস হবে। (২০) আর যারা পাপাচারী তাদের আবাস হবে অগ্নি, যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই

সিজ্দাহ্-৩

ওয়াক্ফে গোফ্রান

مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

মিন্‌হা ~ উ'ঈদূ ফীহা- অ ক্বীলা লাহুম্ যূক্বূ 'আযা-বান্ না-রিল্লাযী কুন্‌তুম্ বিহী তুকায্‌যিবূন্।
তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে বলা হবে, অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। অলানুযীক্বন্নাহুম্ মিনাল্ 'আযা-বিল্ আদ্‌না-দূনাল্ 'আযা-বিল্ আক্‌বারি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্‌জ্বি'ঊন্।
(২১) আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব সেই মহাশাস্তির পূর্বে, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২। অমান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ যুক্কিরা বিআ-ইয়া-তি রব্বিহী ছুম্মা 'আরদ্বোয়া 'আন্‌হা-; ইন্না-মিনাল্ মুজ্‌রিমীনা
(২২) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে রবের আয়াত ও উপদেশ পাওয়ার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি পাপীদের

২ ع ১১ ১৫ রুকু

مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ

মুন্‌তাক্বিমূন্। ২৩। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফালা-তাকুন্ ফী মির্‌ইয়াতিম্ মিল্ লিক্ব — য়িহী অ জ্বা'আল্‌না-হু
থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবই।(২৩) আর মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি, অতএব আপনি তার সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ করবেন

هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ

হুদাল্ লিবানী ~ ইস্‌রা — ঈল্। ২৪। অ জ্বা'আল্‌না-মিন্‌হুম্ আইম্মাতাইঁ ইয়াহ্‌দূনা বিআম্‌রিনা-লাম্মা-ছবারূ;
না; তাকে বণীইস্রাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম।(২৪) এবং আমি তাদের মধ্যে তাকে নেতা বানিয়েছি, যারা আমার নির্দেশে

وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا

অকা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়ূক্বিনূন্। ২৫। ইন্না রব্বাকা হুওয়া ইয়াফ্‌ছিলু বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ
পথ দেখাত, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত, আয়াতে বিশ্বাসও করত।(২৫)তারা যে বিষয়ে নিজেদের মাঝে মতানৈক্য করছে,

فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ

ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন্। ২৬। আওয়ালাম্ ইয়াহ্‌দি লাহুম্ কাম্ আহ্‌লাক্‌না-মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ মিনাল্ কুরূনি ইয়াম্‌শূনা
রবই কেয়ামতে তা ফয়সালা করবেন। (২৬) এটাও কি পথ দেখায় নি যে, আমি পূর্বে কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যাদের

فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ

ফী মাসা-কিনিহিম্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-ত্; আফালা-ইয়াস্‌মা'ঊন্। ২৭। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না- নাসূ কুল্
বাসস্থানে তারা চলে? নিশ্চয়ই এতেই নিদর্শন আছে। তবুও কি তারা শুনবে না?(২৭) তারা কি দেখে না যে, শুষ্কভূমিতে

টীকা ঃ (১) আয়াত-২১ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে 'আযা-বিল আদনা-' এর দ্বারা দুনিয়ার বিপদাপদই বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ ও আবূ ওবাইদ (রাঃ) এর মতে কবরের শাস্তি বুঝানো হয়েছে। যেন বান্দাহ গুনাহ হতে তাওবা করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর বর্ণনা মতে দুর্ভিক্ষ বুঝানো হয়েছে। আর 'আমা-বিল আকবার' হল পরকালের আযাব। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-২৩ ঃ এস্থানে হযরত মূসা (আঃ) এর অনুকরণ করে উভয় জগতের সম্পদ লাভ করেছে, সেভাবে তোমরাও শেষ নবীর অনুকরণ করলে তা লাভ করবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট। (ইবঃ কাঃ)

الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا

মা — য়া ইলাল্ আরদ্বিল্ জু রুযি ফানুখ্‌রিজু বিহী যার্ 'আন্ তা''কুলু মিন্‌হু আন্'আ-মুহুম্ অআন্‌ফুসুহুম্ আফালা-
ও পতিত যমীতে পানি বর্ষণ করি, তা দিয়ে শস্য উৎপাদন করি, যা হতে খায় তাদের চতুষ্পদ জন্তুরা এবং তারাও। তবুও কি

يُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا

ইয়ুব্‌ছিরূন্। ২৮। অইয়াকূলূনা মাতা-হা-যাল্ ফাত্‌হু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিকীন্। ২৯। কুল্ ইয়াওমাল্ ফাত্‌হি লা-
তোমরা দেখবে না? (২৮) তারা বলে, ঐ ফয়সালা কখন? বল, যদি সত্যবাদী হও। (২৯) বলুন, সে ফয়সালার দিনে

يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

ইয়ান্‌ফা'উল্লাযীনা কাফারূ ~ ঈমা-নুহুম্ অলা-হুম্ ইয়ুন্‌জোয়ারূন্। ৩০। ফা'আরিদ্ব্ 'আন্‌হুম্ ওয়ান্‌তাজির্ ইন্নাহুম্ মুন্‌তাজিরূন্।
কাফেরদের ঈমান কাজে আসবে না, অবকাশ পাবে না। (৩০) তাদেরকে উপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন, তারাও করছে।

তিন চতুর্থাংশ ● ৩ ১৬ রুকু

সূরা আহ্যা-ব্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৩
রুকূ ঃ ৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴿١﴾

১। ইয়া ~ আইয়ুহান্নাবিইয়ুত্ তাক্বিল্লা-হা অলা-তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা অল্‌মুনা-ফিকীন্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান
(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন, আর কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী,

حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

হাকীমা-। ২। অত্তাবি' মা-ইয়ূহা ~ ইলাইকা মির্ রব্বিক্; ইন্নাল্লা-হা কা-না বিমা-তা'মালূনা খবীর-।
বিজ্ঞ। (২) আপনার রব হতে আপনার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয় তার অনুসন্ধান করুন, আপনার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي

৩। অতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হ্; অকাফা- বিল্লা-হি অকীলা-। ৪। মা-জ্বা'আলাল্লা-হু লিরজু লিম্ মিন্ ক্বল্‌বাইনি ফী
(৩) আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন, আপনার রক্ষকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪) কোন লোকের জন্য তার বক্ষে

جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ

জ্বাওফিহী অমা- জ্বা'আলা আয্‌ওয়া-জ্বাকুমুল্লা — য়ী তুজোয়া-হিরূনা মিন্‌হুন্না উম্মাহা-তিকুম্ অমা-জা'আলা
আল্লাহ দু হৃদয় প্রদান করেন নি, তোমাদের যিহারকৃত স্ত্রীকে তিনি তোমাদের মা করেন নি, আর পোষ্য পুত্রদেরকেও তিনি

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

আদ্'ইয়া — য়াকুম্ আব্‌না — য়াকুম্ যা-লিকুম্ ক্বাওলুকুম্ বিআফ্‌ওয়া- হিকুম্ অল্লা-হু ইয়াকূলুল্ হাক্ব্ক্ব অ হুওয়া
তোমাদের পুত্র করেন নি; (৩) এটা তো স্রেফ তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহই সত্য কথা বলেন, এবং তিনি প্রদর্শন

يَهۡدِى السَّبِيۡلَ ۝ اُدۡعُوۡهُمۡ لِاٰبَآئِهِمۡ هُوَ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ تَعۡلَمُوۡۤا

ইয়াহ্‌দিস্ সাবীল্। ৫। উদ্‌'উহুম্ লিআ-বা — য়িহিম্ হুওয়া আক্ব্‌সাত্বু 'ইন্‌দাল্লা-হি ফাইল্লাম্ তা'লামূ ~
করেন সরল পথ। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ নামেই আহ্বান কর, তার তা-ই আল্লাহর কাছে ন্যায় সংগত, তোমরা যদি

اٰبَآءَهُمۡ فَاِخۡوَانُكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَمَوَالِيۡكُمۡ ؕ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ فِيۡمَاۤ

আ-বা — য়াহুম্ ফাইখ্‌ওয়া-নুকুম্ ফিদ্দীনি অমাওয়া-লিকুম্ অলাইসা 'আলাইকুম্ জুনা-হুন্ ফীমা ~
তাদের প্রকৃত পিতার পরিচয় অবগত না হও, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা যদি ভুল কর, তবে

اَخۡطَاۡتُمۡ بِهٖ ۙ وَلٰكِنۡ مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوۡبُكُمۡ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ۝ اَلنَّبِىُّ

আখ্‌ত্বোয়া'তুম্ বিহী অলা-কিঁম্ মা-তা'আম্মাদাত্ কুলূ বুকুম্ অকা-নাল্লা-হু গফূরর্ রহীমা-। ৬। আন্নাবিয়্যু
তোমাদের পাপ হবে না, কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত কর, তবে তোমাদের গুনাহ হবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর নবীরা

اَوۡلٰى بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَاَزۡوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمۡ ؕ وَاُولُوا الۡاَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ

আওলা বিল্‌মু''মিনীনা মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ অআয্‌ওয়া- জুহূ ~ উম্মাহা-তুহুম্ অউলুল্ আর্‌হা-মি বা'দ্বুহুম্
মু'মিনদের কাছে তাদের নিজের চেয়েও অধিক ঘনিষ্ট, তার (নবী) স্ত্রীরা, তাদের মাতৃতুল্য, আল্লাহর বিধানে আত্মীয় স্বজনেরা

اَوۡلٰى بِبَعۡضٍ فِىۡ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُهٰجِرِيۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَفۡعَلُوۡۤا اِلٰٓى

আওলা- বিবা'দ্বিন্ ফী কিতাবিল্লা-হি মিনাল্ মু''মিনীনা অল্ মুহা-জ্বিরীনা ইল্লা ~ আন্ তাফ্‌'আলূ ~ ইলা ~
পরস্পর মু'মিন ও মুহাজিরদের অপেক্ষা অধিক নিকটতর; তবে তোমরা যদি তোমাদের উক্ত বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে চাও,

اَوۡلِيٰٓئِكُمۡ مَّعۡرُوۡفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الۡكِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا ۝ وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ

আওলিয়া — য়িকুম্ মা'রূফা-; কা-না যা-লিকা ফিল্ কিতা-বি মাস্‌তূর - ।৭। অইয্ আখায্‌না-মিনান্নাবিয়্যিনা
তবে করতে পার, এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।(৭) আর যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম সমস্ত নবীদের নিকট থেকে

مِيۡثَاقَهُمۡ وَمِنۡكَ وَمِنۡ نُّوۡحٍ وَّاِبۡرٰهِيۡمَ وَمُوۡسٰى وَعِيۡسَى ابۡنِ مَرۡيَمَ ۖ

মীছা-ক্বহুম্ অমিন্‌কা অমিন্ নূহিঁও অইব্রা-হীমা অমূসা- অ 'ঈসাব্‌নি মার্‌ইয়ামা
এবং আপনার নিকট থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মরিয়মের নিকট থেকে, আর আমি

وَاَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّيۡثَاقًا غَلِيۡظًا ۝ لِّيَسۡـَٔلَ الصّٰدِقِيۡنَ عَنۡ صِدۡقِهِمۡ ۚ وَاَعَدَّ

অআখয্‌না-মিন্‌হুম্ মীছা-ক্বন্ গলীজোয়া-।৮। লিইয়াস্‌য়ালাছ্ ছোয়া-দিক্বীনা 'আন্ ছিদ্‌ক্বিহিম্ ওয়াআ'আদ্দা
তাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, (৮) সত্যবাদীদেরকে সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে; তিনি

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪ ঃ (১) জামিল ইবনে মুয়াম্মারের স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সে যা শুনত তা-ই তার মনে থাকত। এ কারণে তাকে দু'হৃদয়ের মালিক বলা হত। তাই সে গর্ব করে নবী কারীম (ছঃ) হতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তার এ মিথ্যা দাবি এ আয়াতে খণ্ডন করা হয়েছে। (২) জাহেলী যুগে স্বীয় স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করলে মা হিসাবে হারাম মনে করা হত। এটাই যিহার। এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহপাক জাহিলি যুগের উল্লিখিত তিনটি দাবীই প্রত্যাখ্যান করেছেন। (৩) পোষ্য-পুত্র আপন পুত্রের মত নয়। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক পোষ্য পুত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

লিল্‌কা-ফিরীনা 'আযা-বান্‌ আলীমা-। ৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয্‌ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্‌ ইয্‌
কাফেরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৯) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন

جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

জ্বা — য়াত্‌কুম্‌ জুনূ দুন্‌ ফাআর্‌সাল্‌না -'আলাইহিম্‌ রীহাঁও অজুনূ দাল্লাম্‌ তারওহা-; অকা-নাল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা
সৈন্যরা তোমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, তাদের বিরুদ্ধে বায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম। আল্লাহ তোমাদের কর্ম অবশ্যই

بَصِيْرًا ﴿١٠﴾ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ

বাছীর-। ১০। ইয্‌ জ্বা — য়ূকুম্‌ মিন্‌ ফাওক্বিকুম্‌ অমিন্‌ আস্‌ফালা মিন্‌কুম্‌ অইয্‌ যা-গত্বিল্‌ আব্‌ছোয়া-রু
দেখেন।(১০) যখন তারা উচ্চ ও নিম্ন অঞ্চল হতে আগমন করল এবং আর যখন, ঝাপসা হল তাদের দৃষ্টিশক্তি, প্রাণসমূহ

وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١١﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

অ বালাগতিল্‌ কুলূ বুল্‌ হানা-জ্বির অ তাজুন্নূনা বিল্লা -হিজ্‌ জুনূনা-। ১১। হুনা- লিকাব্‌ তুলিয়াল্‌
কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা করছিলে। (১১) তখন মু'মিনরদেরকে

الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١٢﴾ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

মু''মিনূনা অযুল্‌ যিলূ যিল্‌যা-লান্‌ শাদীদা-। ১২। অইয্‌ ইয়াকূলুল্‌ মুনা-ফিকূনা অল্লাযীনা ফী কুলূ বিহিম্‌
পরীক্ষা করা হয়েছিল আর তাদেরকে ভীষণ কম্পনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল (১২) আর মুনাফিক ও অন্তরে রোগসম্পন্নরা বলল,

مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٣﴾ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ

মারদ্বুম্‌ মা- অ 'আদানাল্লা-হু অরসূলুহূ ~ইল্লা-গুরূ র-। ১৩। অইয্‌ ক্বা-লাত্‌ ত্বোয়া — য়িফাতুম্‌ মিন্‌হুম্‌ ইয়া ~ আহ্‌লা
আল্লাহ ও রাসূল যে ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছেন তা শুধু ধোঁকাই।(১৩) তাদের একদল বলল, হে ইয়াস্রিবীরা (মদিনাবাসীরা)!

يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ

ইয়াছ্‌রিবা লা -মুক্বা- মা লাকুম্‌ ফার্‌জ্বি'উ অইয়াস্‌তা''যিনু ফারীক্বুম্‌ মিন্‌হুমু ন্নাবিয়্যা ইয়াকূলূনা ইন্না
এখানে তোমাদের স্থান নেই, সুতরাং তোমরা ফিরে যাও, আর তাদের মধ্যে অন্য দল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল যে,

بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٤﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ

বুইয়ূতানা- 'আওরহ্‌; অমা-হিয়া বি'আওরতিন্‌ ইঁইয়ুরীদূনা ইল্লা-ফির-র-। ১৪। অলাও দুখিলাত্‌ 'আলাইহিম্‌
আমাদের গৃহ অরক্ষিত রয়েছে, অথচ তা অরক্ষিত ছিল না, মূলতঃ পলায়নই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। (১৪) শত্রু বিভিন্ন দিক হতে

مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ كَانُوْا

মিন্‌ আক্ব্‌ত্বোয়া-রিহা-ছুম্মা সুয়িলুল্‌ ফিত্‌নাতা লাআ-তাওহা-অমা- তালাব্বাছূ বিহা ~ইল্লা-ইয়াসীর-। ১৫। অলাক্বদ্‌ কা-নূ
এসে বিদ্রোহে যদি প্ররোচিত করত, তবে তারা তা করত, সে গৃহসমূহে এরা অল্পক্ষণও অবস্থান করত না। (১৫) অথচ পূর্বেই তারা

عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٦﴾ قُل لَّن

'আহাদু ল্লা-হা মিন্ ক্বব্লু লা-ইয়ু ওয়াল্লূনাল্ আদ্বা-র্; অ কা-না 'আহ্দুল্লা-হি মাস্য়ূলা-। ১৬। ক্বুল্ লাহঁ
আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ ছিল, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।(১৬) আপনি বলুন,

يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

ইয়্যান্ ফা'আকুমুল্ ফির-রু ইন্ ফাররতুম্ মিনাল্ মাওতি আওয়িল্ ক্বত্লি অইযাল্ লা-তুমাত্তা'উনা ইল্লা-ক্বলীলা-।
মৃত্যু বা হত্যা হতে যদি তোমরা পলায়ন করতে চাও, তবে তোমাদের কোন লাভ হবে না, তখন তোমাদের সামান্যই করতে দেয়া হবে।

﴿١٧﴾ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ

১৭। ক্বুল্ মান্ যাল্লাযী ইয়া'ছিমুকুম্ মিনাল্লা-হি ইন্ আর-দা বিকুম্ সূ — য়ান্ আও আর-দা বিকুম্ রহ্মাহ্;
(১৭) আপনি বলুন, সে কে যে বাধ সাধতে পারে? আল্লাহ যদি তোমাদের অকল্যাণ করতে চান বা কল্যাণ করতে চান, তবে

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٨﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ

অলা-ইয়াজিদূনা লাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি অলিয়্যাঁও অলা-নাছীর-। ১৮। ক্বদ্ ইয়া'লামু ল্লা-হুল্ মু'আওঁওয়িক্বীনা
আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কোন বন্ধুও পাবে না ও কোন সাহায্যকারীও পাবে না।(১৮) আল্লাহ চেনেন তোমাদের মধ্যে হতে সে সব

مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

মিন্কুম্ অল্ক্বা — য়িলীনা লিইখ্ওয়া-নিহিম্ হালুম্মা ইলাইনা-অলা- ইয়া''তূনাল্ বা''সা ইল্লা- ক্বলীলা-।
লোকদেরকে যারা বাধাদানকারী ও যারা আপন ভাইদের বলে, আমাদের কাছে আগমন কর, আর তারা খুব কমই যুদ্ধে যোগদান করবে।

﴿١٩﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ

১৯। আশিহ্হাতান্ 'আলাইকুম্ ফাইযা-জ্বা — য়াল্ খাওফু রয়াইতাহুম্ ইয়ান্জুরূনা ইলাইকা তাদূরু আ'ইয়ুনুহুম্
(১৯) তোমাদের ব্যাপারে কৃপণ; আর যখন তাদের উপর বিপদ আসে তখন আপনি তাদের দেখবেন, তারা মুমূর্ষু ব্যক্তির মত

كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

কাল্লাযী ইয়ুগ্শা- 'আলাইহি মিনাল্ মাওতি ফা ইযা-যাহাবাল্ খওফু সালাক্বূকুম্ বিআল্সিনাতিন্ হিদা-দিন্
ভয়ে চোখ উল্টিয়ে আপনার দিকে তাকায়; অতঃপর যখন সে বিপদ চলে যায়, তখন সম্পদের লোভে তোমাদেরকে তীব্র

أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ

আশিহ্হাতান্ 'আলাল্ খইর্; উলা — য়িকা লাম্ ইয়ু''মিনূ ফাআহ্বাত্বোয়াল্লা-হু আ'মা-লাহুম্; অকা-না যা-লিকা
ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে। তারা ঈমান আনে নি আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে রেখেছেন। এটা আল্লাহর কাছে

শানেনুযূল-১৮ ঃ জনৈক ছাহাবী একদা সেনা নিবাস থেকে বেরিয়ে নগরে গেলেন, তখন তাঁর ভাইকে দেখলেন, সে বিভিন্ন বিলাস ব্যাসন সরঞ্জাম এবং শরাব-কবাব আয়োজনে ব্যস্ত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, পানাহারের কোন অবকাশ নেই। আর তুমি এখানে আমোদ প্রমোদে মত্ত? সে বলল, তুমিও এখানে বসে পড়। মুহাম্মদ (ছঃ) এর তো আজীবনই যুদ্ধ হতে নিস্কৃতি নেই। তুমি দেখে শুনে কেন এ বিপদে নিপতিত হবে? ভায়ের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন এ ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতির পূর্বেই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। ব্যাখ্যা ঃ কতিপয় মুনাফিক যুদ্ধে

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝٢٠ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর-। ২০। ইয়াহ্সাবূ নাল্ আহ্যা-বা লাম্ ইয়ায্হাবূ অইঁ ইয়া''তিল্ আহ্যা-বু ইয়াঅদ্দূ
খুবই সহজ। (২০) তাদের ধারণা-সম্মিলিত সৈন্যরা এখনও চলে যায় নি, সৈন্যদল পুনরায় যদি আসে, তবে এরাই চাইবে যে,

لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْۤا

লাও আন্নাহুম্ বা-দূনা ফিল্ আ'র-বি ইয়াস্য়ালূনা 'আন্ আম্বা — য়িকুম্; অলাও কা-নূ ফীকুম্ মা-ক্বা-তালূ ~
কত ভাল হত যদি তারা গ্রাম্য লোকদের মাঝে চলে গিয়ে তোমাদের সংবাদ নেয়, তারা তোমাদের সঙ্গে থাকলেও অল্পই

اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ

ইল্লা- ক্বলীলা-। ২১। লাক্বদ্ কা-না লাকুম্ ফী রসূলিল্লা-হি উস্ওয়াতুন্ হাসানাতুল্ লিমান্ কা-না ইয়ার্জুল্লা-হা
যুদ্ধ করত। (২১) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে, যারা আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে তাদের

وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝٢٢ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا

অল্ইয়াওমাল্ আ-খির অযাকারল্লা-হা কাছীর-। ২২। অলাম্মা- রয়াল্ মু''মিনূনাল্ আহ্যা-বা ক্বা-লূ হাযা-মা-
জন্য আছে উত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহর মধ্যে। (২২) আর যখন ঈমানদাররা ঐ সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পেল, তখন বলল,

وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ؗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ؕ ☆

অ 'আদানাল্লা-হু অরসূলুহূ অছদাক্বাল্লা-হু অ রসূলুহূ অমা-যা-দাহুম্ ইল্লা ~ ঈমা-নাঁও অতাসলীমা-।
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুত বিষয়, তাঁরা সত্যই বলেছেন, এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি সাধিত হল।

۝٢٣ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ

২৩। মিনাল্ মু''মিনীনা রিজা-লুন্ ছদাক্বূ মা- 'আ-হাদুল্লা-হা 'আলাইহি ফামিন্ হুম্ মান্ ক্বদোয়া- নাহ্বাহূ
(২৩) মু'মিনদের কতক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ করেছে, কেউ শহীদ হয়েছে, কেউ অপেক্ষায় রয়েছে,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝٢٤ لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ

অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়ান্তাজিরু অমা-বাদ্দালূ তাব্দীলা-। ২৪। লিইয়াজ্যিয়াল্লা-হুছ্ ছোয়া- দিক্বীনা বিছিদ্ক্বিহিম্
তারা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করে নি। (২৪) যেন আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন, আর

وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ☆

অ ইয়ু'আয্যিবাল্ মুনা-ফিক্বীনা ইন্ শা — য়া আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম্; ইন্নাল্লা-হা কা-না গফূরার্ রহীমা।
মুনাফিকদেরকে তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করেন বা ক্ষমা করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২ ع ১২ ১৮ রুকু

শরীক না হওয়ার জন্য বহু টালবাহনা করছিল। তাদের এসব কৃতকর্ম ছিল আল্লাহর পথে যুদ্ধ ব্যয় হতে কুণ্ঠিত হওয়ার কারণে। কিন্তু যখন কোন বিপদেপতিত হয় তখন তাদের উপর মূর্চ্ছতাই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং হে মুহাম্মদ (ছঃ)! তারা বিস্ফারিত নয়নে আপনার দিকে তাকায় যেন আপনাকেই আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই দাতা মনে করছে। কিন্তু বিপদ যখন কেটে যায় তখন ভাল কাজে শরীক হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত বাকচতুর হয়ে যায়। আল্লাহ্পাক এরূপ লোকের আমলসমূহ নস্যাৎ করেছেন, তারা বড়ই বে-ঈমান।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩ঃ হযরত আনাস ইবনে নযর ঘটনাক্রমে বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। তাই তিনি ব্যথিত হয়ে পরবর্তী কোন যুদ্ধ আসলে তাতে শরীক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে ওহুদ যুদ্ধের সময় তিনি শরীক হয়ে এমন বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ﴿٢٥﴾

২৫। অ রদ্দাল্ লাহুল্ লাযীনা কাফারূ বি গইজিহিম্ লাম্ ইয়ানা-লূ খইর-; অ কাফাল্লা- হুল্ মু''মিনীনাল্ ক্বিতা-ল্; অ কা-না
(২৫) আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধসহ ফিরিয়ে দিলেন, যুদ্ধে আল্লাহই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হলেন, আর যুদ্ধে

اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٦﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ

ল্লা-হু ক্বাওয়িয়্যান্ 'আযীযা-। ২৬। অ আন্যালাল্লাযীনা জোয়াহারূ হুম্ মিন্ আহ্লিল কিতা-বি মিন্ ছোয়াইয়া-ছীহিম্
আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরম পরাক্রমশালী।(২৬) যে কিতাবীরা তাদেরকে সাহায্য করেছে ঐ কিতাবীদেরকে তিনি দুর্গ হতে

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٧﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ

অ ক্বাযাফা ফী ক্বুলূ বিহিমুর্ রু'বা-ফারীক্বান্ তাক্বতুলূনা অ তা''সিরূনা ফারীক্ব-।২৭। অ আওরছাকুম্ আরদ্বোয়াহুম্
নামালেন, এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকালেন, কতককে হত্যা করলেন কতককে করলেন বন্দী।(২৭) আর তিনি তোমাদেরকে

وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٨﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ

অ দিয়া-রহুম্ অআমওয়া-লাহুম্ অ আরদ্বোয়াল্লাম্ তাত্বোয়ায়ূহা-; অকা-না ল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর-। ২৮। ইয়া ~ আইয়্যুহান নাবিয়্যু
তাদের ভূমি, বাড়ি, সম্পদ এখনও পদানত করেনি এমন ভূমির মালিক বানালেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (২৮) হে নবী!

قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ

কুল্ লিআয্ওয়া-জ্বিক্ব ইন্ কুন্তুন্না তুরিদ্নাল্ হাইয়া-তাদ্ দুন্ইয়া-অযীনাতাহা-ফাতা'আ-লাইনা উমাত্তি'কুন্না অ
আপনি আপনার পত্নীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও সুখ কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদেরকে

اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٩﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ

উসাররিহ্কুন্না সারা-হান্ জ্বামীলা-। ২৯। অ ইন্ কুন্তুন্না তুরিদ্নাল্লা-হা অ রাসূলাহূ অদ্দা-রল্ আ-খিরতা ফাইন্নাল
ভোগ সামগ্রী প্রদান করে ভদ্রভাবে বিদায় করে দেই। (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে পেতে

اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٠﴾ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ

লা-হা আ'আদ্দা লিল্ মুহ্সিনা-তি মিন্কুন্না আজ্ রান্ 'আজীমা-। ৩০। ইয়া-নিসা — য়ান্ নাবিয়্যি মাই ইয়্যা''তি মিন্কুন্না
চাও, তবে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবীর পত্নীরা! তোমাদের মধ্য

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ★

বিফা-হিশাতিম্ মুবায়্যিনাতিঁই ইয়ুদ্বোয়া-'আফ্ লাহাল্ 'আযা-বু দ্বি'ফাইন্; অ কা-না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর-।
থেকে যদি কেউ স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে, এটি আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ।

যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন। তাঁর দেহে আশিটির উর্দ্ধে তীর বল্লম ও তরবারীর আঘাত ছিল। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
আয়াত-২৪ঃ আল্লাহ তা'আলা আরও বলছেন যে, এই সত্যপরায়ণ শহীদ ও গাজীদেরকে আমি অবশ্যই তাদের সত্যতা ও আত্মোৎসর্গের উপযুক্ত প্রতিদান দেব এবং কপট-বিশ্বাসীরা তাদের কপটতার জন্য অবশ্যই যথপোযুক্ত আযাব ভোগ করবে। মদীনা আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদল মুসলমানদের ধ্বংস অথবা অনিষ্ট সাধনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে যেরূপ ক্রোধ ও বিরক্তির সাথে প্রত্যাগমন করেছিল তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে আমার সাহায্যই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট। শত্রুদের শক্তি, সংখ্যা ও পরাক্রম দেখে তাদের ভীত অথবা বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নেই।

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴿٣١﴾

৩১। অমাইঁ ইয়াক্ব্‌নুত্ মিন্‌কুন্না লিল্লা-হি অরসূলিহী অতা'মাল্ ছোয়া-লিহান্ নু'তিহা ~ আজ্‌রহা-মাররতাইনি

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে, আর সৎকর্মশীলা হবে, তাকে দুবার পুরস্কৃত করব,

وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ

অ 'আতাদ্‌না-লাহা-রিয্‌ক্বন্ কারীমা-। ৩২। ইয়া-নিসা — য়ান্ নাবিয়্যি লাস্‌তুন্না কাআহাদিম মিনান্নিসা — য়ি ইনিত

তার জন্য এক সম্মানজনক রিযিক্ রেখেছি। (৩২) হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা কোন সাধারণ নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে

ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

তাক্বাইতুন্না ফালা- তাখ্‌দ্বোয়া'না বিল্ ক্বাওলি ফাইয়াত্ব্‌মা'আল্ লাযী ফী ক্বল্‌বিহী মারাদ্বুঁও অক্ব্‌ল্‌না ক্বওলাম্ মা'রূফা-।

ভয় কর, তবে পুরুষদের সাথে কথপোকথনে কোমল কথা বলো না, যাতে যাদের দুর্বলচিত্ত তারা প্রলুব্ধ হয়; স্বাভাবিকভাবে বলবে।

﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ

৩৩। অক্বর্‌না ফী বুইয়ূতিকুন্না অলা-তাবার্‌রজ্‌না তাবার্‌রুজ্বাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতিল্ ঊলা-অআক্বিম্‌নাছ্ ছলা-তা

(৩৩) এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রথম মূর্খ যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না, আর নামায

وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ

অআ-তীনায্ যাকা-তা অআত্বি'না ল্লা-হা অরসূলাহ্; ইন্নামা-ইয়্যুরীদুল্লা-হু লিইয়ুয্‌হিবা 'আন্‌কুমুর্

কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে

ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ

রিজ্‌সা আহ্‌লাল্ বাইতি অইয়্যুত্বোয়াহ্‌হিরকুম্ তাত্ব্‌হীর-। ৩৪। অয্‌কুর্‌না মা-ইয়্যুত্‌লা-ফী বুইয়ূতিকুন্না

চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র করতে চান। (৩৪) আর তোমরা স্মরণ রাখবে তোমাদের গৃহে যেই আল্লাহর

مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ

মিন্ আ-ইয়া-তি ল্লা-হি অল্ হিক্‌মাহ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না লাত্বীফান্ খবীর-। ৩৫। ইন্নাল্ মুস্‌লিমীনা

আয়াত ও জ্ঞানের বাণী পাঠ করা হয় তা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।(৩৫) নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষরা

৪ ع ৭ ১ রুকু

وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَ

অল্ মুস্‌লিমা-তি অল্ মু''মিনীনা অলমু''মিনা-তি অল্ ক্ব-নিতীনা অল্ ক্ব-নিতা-তি অছ্ ছোয়া-দ্বিকীনা অছ্

ও মুসলিম নারীরা, ঈমান আনয়নকারী পুরুষ ও ঈমান আনয়নকারী নারীরা, আনুগত্য পোষণকারী পুরুষ ও নারীরা, সত্যপরায়ন

ٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ

ছোয়া-দিক্ব-তি অছ্‌ছোয়াবিরীনা অছ্‌ছোয়াবির-তি অলখ-শি'ঈনা অল্ খা-শি'আ-তি-অলমুতাছোয়াদ্দিক্বীনা

পুরুষ ও সত্যপরায়ন নারীরা ধৈর্যশীল পুরুষরা ও ধৈর্যশীলা নারীরা, বিনয়ী পুরুষরা ও বিনয়ী নারীরা, দানশীল পুরুষরা ও

وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ

অল্ মুতাছোয়াদ্দি ক্বা-তি অছ্‌ছোয়া — য়িমীনা অছ্‌ছোয়া — য়িমা-তি অল্ হা- ফিজীনা ফুরূজাহুম্ অল্ হা-ফিজোয়া-তি
দানশীলা নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারী পুরুষ ও স্বীয় গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণকারিনী নারী,

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

অয্‌যা-কিরীনা ল্লা-হা কাছীরঁও অয্‌যা-কির-তি আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ মাগ্‌ফিরতাঁও অ আজ্‌রন্ 'আজীমা-।
আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারীদের জন্য রেখেছেন আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও মহা প্রতিদান ।

﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ

৩৬। অমা-কা-না লিমু''মিনিঁও অলা-মু''মিনা-তিন্ ইযা-ক্বদ্বোয়াল্লা-হু অ রসূলুহূ ~ আম্‌রন্ আইঁ ইয়াকূনা লাহুমুল্
(৩৬) কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার-নারীর এ অধিকার থাকে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন সিদ্ধান্ত প্রদান

الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٧﴾ وَاِذْ

খিয়ারতু মিন্ আম্‌রিহিম্ অমাইঁ ইয়া' ছিল্লা-হা অরসূলাহূ ফাক্বদ্ দ্বোয়াল্লা দ্বোয়ালা- লাম্ মুবীনা ।- ৩৭। অইয্
করলে সে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে, যে অমান্য করে সে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় আছে। (৩৭) স্মরণ করুণ,আল্লাহ

تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ

তাকূলু লিল্লাযী ~ আন্'আমাল্লা-হু 'আলাইহি অআন্'আম্‌তা 'আলাইহি আম্‌সিক্ 'আলাইকা যাওজ্বাকা অ ত্তাক্বিল্লা-হা
যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনি যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছেন, স্বীয় স্ত্রীকে বিবাহাধীন রাখ আর আল্লাহকে

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ

অ তুখ্‌ফী ফী নাফ্‌সিকা মাল্লা-হু মুব্‌দীহি অ তাখ্‌শান্ না-সা, অল্লাহু আহাক্বক্বু আন্ তাখ্‌শা-হ্;
ভয় কর। আপনি যা স্বীয় অন্তরে গোপন রাখলেন আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিলেন; মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকেই

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ

ফালাম্মা-ক্বাদ্বোয়া-যাইদুম্ মিন্‌হা-অত্বোয়ারান্ যাওঅজ্বনাকাহা-লিকাই লা-ইয়াকূনা 'আলাল্ মু''মিনীনা হারাজুন্
ভয় করা উচিত ছিল। যায়েদ যাইনবের সঙ্গে প্রয়োজন পূর্ণ করলে আপনাকে বিবাহ করালাম, যেন পোষা পুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে

শানেনুযূলঃ আয়াত-৩৫ ঃ একদা উম্মে আম্মারা নামক এক আনসার মহিলা রাসূল (ছঃ)-এর নিকট এসে বললেন, কোরআন পাকে যতদূর দেখছি, কেবল পুরুষদেরই কথা। নারীদের ছওয়াব পূণ্যের তো কোন বর্ণনাই নেই। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আর দুররে মনছুরে বর্ণিত আছে, নবী পত্নীদের সম্বন্ধে যখন এপূর্বের আয়াতে আলোচনা করা হয়, তখন তাঁদের নিকট জনৈকা মহিলা এসে বলল, "কুরআন পাকে আপনাদের কথা বলা হয়েছে আমাদের তো কিছুই বলা হয় নি।" তখন এ আয়াত নাযিল হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৬ ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (ছঃ) যায়দ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর বিবাহ তাঁর এক ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সঙ্গে হওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যয়নব প্রথমে ভেবেছিলেন যে, হুযূর (ছঃ)স্বয়ং নিজেই বিবাহ করতে চাচ্ছেন, তাই তিনি প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন। কিন্তু, পরে যখন জানতে পারলেন, যায়েদের সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে, তখন তিনি এবং তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ বিবাহ নিজেদের সম্মান হানিকর মনে করে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। তখন এ আয়াত নাযীল হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে হযরত যয়নব এ দাম্পত্য সম্পর্ক বরণ করে নেন। আয়াত-৩৭ ঃ হযরত যয়নব (রাঃ) হযরত যায়দের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর পরস্পর বনাবনি না হওয়াতে যায়দ (রাঃ) তালাক দিতে উদ্যত হলে হুযূর (ছঃ) তাঁকে বাধা দিলেন, অগত্যা কোন প্রকারে যখন তাঁদের বনিবনা হচ্ছিল না, নবী করীম (ছঃ) ও অহী মাধ্যমে জানতে পারলেন' যে যায়েদ অবশ্যই তালাক দিয়ে দেবেন। তখন হুযূর (ছঃ)-এর অন্তরে আসল এঅবস্থায় যয়নবের মনঃক্ষুন্নতা নিবারণ একমাত্র আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ব্যতীত সম্ভব হবে না; কপটচারীদের দ্বারা পুত্রবধূ বিবাহ করেছে মর্মে দুর্নাম করারও ভয় করতে লাগলেন। যা-ই হোক হযরত যায়েদ (রাঃ) যয়নবকে তালাক দেয়ার পর যখন নবী করীম (ছঃ) তাঁর নিকট নিজে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। তখন হযরত যয়নব (রাঃ) এতে আনন্দ মুখরিত হয়ে দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন।

فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٨﴾ مَا

ফী ~ আয্ওয়া-জ্বি আদ্'ইয়া — য়িহিম্ ইযা-ক্বদ্বোয়াও মিন্হুন্না অত্বোয়ার-; অ কা-না আম্রুল্লা-হি মাফ্'উলা-।৩৮। মা-

বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে মু'মিনদের বিবাহে কোন দোষ না হয়। আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়ে থাকে। (৩৮) নবীর

كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا

কা-না 'আলান নাবিয়্যি মিন্ হারাজ্বিন ফীমা- ফারাদ্বোয়াল্লা-হু লাহু; সুন্নাতাল্লা-হি ফিল্লাযীনা খালাও

জন্য তা করতে কোন বাধা নেই যা আল্লাহ তার জন্য বিধিসম্মত করলেন; আল্লাহর এ বিধান পূর্ববর্তী নারীদের ব্যাপারেও

مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَا ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ

মিন্ ক্বাব্ল্; অ কা-না আম্রুল্লাহি ক্বাদারাম্ মাক্ব্দূরা-নি। ৩৯। ল্লাযীনা ইয়ুবাল্লিগূনা রিসা-লা-তি ল্লা-হি

রেখেছিলেন। আল্লাহর বিধান (পূর্ব হতেই) নির্ধারিত হয়ে আছে।(৩৯) যারা আল্লাহর এ নির্দেশাবলী প্রচার করে, তারা এ ব্যাপারে

وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿٤٠﴾ مَا كَانَ

অ ইয়াখ্ শাওনাহূ অলা- ইয়াখ্শাওনা আহাদান্ ইল্লাল্লা-হ্; অকাফা-বিল্লা-হি হাসীবা-। ৪০। মা-কা-না

তাঁকে ভয় করতেন, আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও ভয় করতেন না; আল্লাহ হিসে'বে গ্রহণে যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মদ তোমাদের

مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

মুহাম্মাদুন্ আবা ~ আহাদিম্ মির্ রিজ্বা-লিকুম্ অলা-কির্ রাসূলা ল্লা-হি অ খ-তামা ন্নাবিয়্যীনা অকা-না ল্লা-হু

পুরুষদের মধ্য হতে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও নবীদের (শেষ নবী), আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٤١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤٢﴾ وَ

ع ৫ ৬ ২ রুকু

বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ৪১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুয্ কুরুল্লা-হা যিক্রন্ কাছীর-। ৪২। অ

সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত (৪১) লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ ! আল্লাহকে বেশি স্মরণ কর। (৪২) এবং সকাল

سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٣﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ

সাব্বিহূ হু বুক্রতাঁও অআছীলা-।৪৩। হুওয়াল্লাযী ইয়ুছোয়াল্লী 'আলাইকুম্ অমালা — য়িকাতুহূ লিইয়ুখরিজ্বাকুম্

সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনি তোমাদের প্রতি করুণা করেন এবং ফেরেশ্তারাই তোমাদের অনুগ্রহকে প্রার্থনা করেন,

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٤﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ

মিনায্ জুলুমা-তি ইলান্ নূর; অকা-না বিল্মু''মিনীনা রহীমা-। ৪৪। তাহিয়্যাতুহুম্ ইয়াওমা ইয়াল্ক্বওনাহূ

যেন অন্ধকার হতে আলোতে আনেন, তিনি মু'মিনদের জন্য অতিশয় দয়ালু। (৪৪) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন সালাম-ই হবে

سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٥﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ

সালা-মুন্ অ'আদ্দা লাহুম্ আজ্ব্রন্ করীমা-।৪৫। ইয়া ~ আইয়ুহান্নাবিয়্যু ইন্না ~ আর্সালনা-কা শা-হিদাঁও অ

তাদের অভিবাদন, তাদের জন্য রেখেছেন সু-প্রতিদান। (৪৫) হে নবী! আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে

مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۝٤٦ وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝٤٧ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

মুবাশ্শিরাঁও অ নাযীরা-। ৪৬। অ দা-'ইয়ান্ ইলাল্লা-হি বিইয্নিহী অ সিরা-জ্বাম্ মুনীর-। ৪৭। অ বাশ্শিরিল্ মু''মিনীনা
প্রেরণ করেছি, (৪৬) আর আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।(৪৭) মু'মিনদেরকে সু-সংবাদ

بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝٤٨ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعْ أَذٰىهُمْ

বিআন্না লাহুম্ মিনাল্লা-হি ফাদ্বলান্ কাবীর-। ৪৮। অলা তুত্বি'ইল্ কা-ফিরীনা অল্ মুনা-ফিক্বীনা অদা' আযা-হুম্
দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না, তাদের নির্যাতনকে

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝٤٩ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ

অ তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হ্; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-।৪৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইয়া- নাকাহ্তুমুল্
উপেক্ষা করুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, কর্ম বিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।(৪৯) হে মু'মিনরা! যখন তোমরা মু'মিন

الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

মু'মিনা-তি ছুম্মা ত্বোয়াল্লাক্ব্তুমূ হুন্না মিন্ ক্বব্লি আন্ তামাস্সূহুন্না ফামা-লাকুম্ 'আলাইহিন্না মিন্
নারীদেরকে বিবাহ কর, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে যদি মু'মিনাকে তালাক প্রদান কর, তবে তোমাদের গণনার জন্য

عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٥٠ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ

'ইদ্দাতিন্ তা'তাদ্দূনাহা- ফামাত্তি'উ হুন্না অসার্রিহূ হুন্না সার-হান্ জ্বামীলা-। ৫০। ইয়া ~ আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইন্না ~
কোন ইদ্দত নেই। তবে কিছু ভোগের সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে তাদের বিদায় দেবে। (৫০) হে নবী! আপনার জন্য বৈধ

أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوٰجَكَ الّٰتِىٓ اٰتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ

আহ্লাল্না-লাকা আয্ওয়া-জ্বাকাল্ লা-তী ~ আ-তাইতা উজ্বূরহুন্না অমা-মালাকাত্ ইয়ামীনুকা মিম্মা ~
করেছি আপনার স্ত্রীদের মোহরের মাধ্যমে, হালাল করেছি যেসব নারীদেরকে যাদেরকে আল্লাহ গনীমতরূপে আপনাকে প্রদান

أَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ

আফা — য়াল্লা-হু 'আলাইকা অ বানা-তি 'আম্মিকা অ বানা-তি 'আম্মা-তিকা অ বানা-তি খ-লিকা অ বানা-তি খ-লা-তিকাল্
করেছেন, আপনার চাচার কন্যারা, আপনার ফুফুদের কন্যারা, আপনার মামাদের, আপনার খালাদের কন্যারা এবং যারা

الّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ

লাতী হা-জ্বারনা মা'আকা ওয়াম্রয়াতাম্ মু''মিনাতান্ ইঁও অহাবাত্ নাফ্সাহা-লিন্নাবিয়্যি ইন্ আর-দান্
আপনার সঙ্গে হিজরতকারিনী, আর সেই মু'মিন নারীকেও যে নিবেদনকারিনী, আর যদি নবী তাকে বিবাহ করতে

النَّبِىُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۖ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا

নাবিয়্যু আইঁ ইয়াস্তান্কিহাহা- খ-লিছোয়াতাল্ লাকা মিন্ দূনিল্ মু''মিনীন্;ক্বদ্ 'আলিম্না-মা ফারদ্বনা-
ইচ্ছা করে, তবে সেও হালাল, এটা অন্যান্য মু'মিনদের ছাড়া কেবল আপনার জন্য নির্ধারিত। যাতে আপনার কোন অসুবিধা

عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَ

'আলাইহিম্ ফী ~ আয্ওয়া-জ্বিহিম্ অমা- মালাকাত্ আইমা-নুহুম্ লিকাইলা-ইয়াকূনা 'আলাইকা হারাজ্ব; অ

না হয়। আর আমি তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে এবং তাদের দাসীদের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা রেখেছি তা আমার জানা আছে। আর

كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥١﴾ تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ط

কা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রহীমা-। ৫১। তুরজ্বী মান্ তাশা — য়ু মিন্হুন্না অ তু'ওয়ী ~ ইলাইকা মান্ তাশা — য়্;

আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।(৫১) এদের মধ্যে আপনি ইচ্ছেমত তাদেরকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা নিকটে স্থান দিতে

وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ

অমানিব্ তাগইতা মিম্মান্ 'আযাল্তা ফালা-জু না-হা 'আলাইক্; যা-লিকা আদ্না ~ আন্ তাক্বার্‌র আ'ইয়ুনুহুন্না

পারেন, যাদেরকে দূরে রেখেছেন তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে কাছে আনাতেও দোষ নেই, যেন তাদের চোখ শীতল হয়,

وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَكَانَ

অলা- ইয়াহ্যান্না অ ইয়ার্‌দ্বোয়াইনা বিমা ~ আ-তাইতাহুন্না কুল্লুহুন্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-ফী কুলূ বিকুম্; অ কা-নাল

অন্তর ব্যাথিত না হয়; আপনি যা দেবেন তাতে তারা রাযী থাকবে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের সব খবর সম্যক অবগত

اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥٢﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

ল্লা-হু 'আলীমান্ হালীমা-। ৫২। লা-ইয়াহিল্লু লাকান্নিসা — য়ু মিম্ বা'দু অলা ~ আন্ তাবাদ্দালা বিহিন্না মিন্

আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম সহনশীল। (৫২) এ ছাড়া অন্য নারী আপনার জন্য হালাল নয়; এ স্ত্রীদের বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও

اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى

আয্ওয়া জ্বিওঁ অলাও আ'জ্বাবাকা হুস্নুহুন্না ইল্লা-মা-মালাকাত্ ইয়ামীনুক্; অকা-নাল্লা-হু 'আলা-

আপনার জন্য হালাল নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে; তবে দাসীদের ব্যাপারে নয়। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের

كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ

৬ ع ১২ ৩ রুকু

কুল্লি শাইয়ির্ রক্বীবা-। ৫৩। ইয়া ~ আই ইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাদ্খুলূ বুইয়ূতান্ নাবিয়্যি ইল্লা ~ আইঁ

উপর দৃষ্টি রাখেন। (৫৩) হে মু'মিনরা! যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না পাও ততক্ষণপর্যন্ত তোমরা খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে

يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ لا وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ

ইয়ু'যানা লাকুম্ ইলা-ত্বোয়া'আ-মিন্ গইর না-জিরীনা ইনা-হু অলা-কিন্ ইযা-দু'ঈতুম্ ফাদ্খুলূ ফাইযা-ত্বোয়া'ইম্তুম্

প্রবেশ করবে না, তবে যখন তোমাদের আহবান করবে তখন তোমরা প্রবেশ করবে, খাওয়া শেষ হওয়ার পর সেচ্ছায় চলে

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৫২ঃ প্রথমে যখন উম্মুল মু'মিনীনের প্রতি দুনিয়ার ধনাশ্বৈর্য অথবা আল্লাহ ও রাসূলকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেয়া হয় তখন তারা সকলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করায় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-৫৩ ঃ হযরত যয়নবের বিয়ের অলিমায় রসূলুল্লাহ (ছঃ) খেজুর, ছাতু ও ছাগ গোশত প্রস্তুত করে হযরত আনাস (রাঃ) দ্বারা লোকদেরকে ডাকালেন। লোকেরা দলে দলে এসে উৎসাহ সহকারে খেয়ে গেল। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরেও তিনজন লোক আলাপে নিমগ্ন ছিল। হুযূর (ছঃ) প্রস্থানোদ্যত হলেও তারা কিন্তু যাচ্ছিল না। অবশেষে রসূল (ছঃ) উঠে মহিমান্বিতা পত্নীদের কক্ষে ঘুরে ফিরে আসলেন, তখনও তারা যায় নি দেখে হুযুর (ছঃ) বাসর শয্যায় প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। এরপর তারা চলে যায়। অতঃপর হুযূর (ছঃ) বাসর কক্ষে প্রবেশ করেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْىٖ

ফান্তাশিরূ অলা-মুস্তা''নিসীনা লিহাদীছ্; ইন্না যা-লিকুম্ কা-না ইয়ু''যিন্নাবিয়্যা ফাইয়াস্তাহ্য়ী
যাবে, আলাপে মশগুল হবে না, তোমাদের আচরণ অবশ্যই নবীকে পীড়া দিয়ে থাকে, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে

مِنْكُمْ ۡ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ

মিন্‌কুম্ অল্লা-হু লা-ইয়াস্তাহ্য়ী মিনাল্ হাক্ব্; অইযা-সায়াল্তুমূহুন্না মাতা-'আন্ ফাস্‌য়ালূহুন্না মিঁও;
দিতে লজ্জাবোধ করেন; তবে আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাদের কাছে যখন চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে

وَّرَاۗءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۭ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا

অর — য়ি হিজ্বা-ব্; যা-লিকুম্ আত্ব্‌হারু লিক্বুলূ বিকুম্ অ কুলূ বিহিন্; অমা-কা-না লাকুম্ 'আন্ তু'যূ
চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতার উপায়। তোমারে জন্য জায়েয় নয় আল্লাহর

رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ

রাসূলাল্লা-হি অলা ~ আন্ তান্‌কিহূ ~ আয্ওয়া-জ্বাহূ মিম্ বা'দিহী ~ আবাদা-; ইন্না যা-লিকুম্ কা-না 'ইন্দা
রাসূলকে কষ্ট দেয়া বা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনও সংগত নয়। এটা আল্লাহর কাছে অতি

اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾ اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

ল্লা-হি 'আজীমা-। ৫৪। ইন্ তুবদূ শাইয়ান্ আও তুখ্‌ফূহু ফাইনাল্লা-হা কা-না বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-।
বড় অন্যায়।(৫৪) যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা কোন বিষয় গোপন কর, তবে আল্লাহ তো সবকিছু ভালভাবে জানেন।

﴿٥٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْۤ اٰبَاۗئِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَاۗئِهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَاۗءِ

৫৫। লা-জু্না-হা 'আলাইহিন্না ফী ~ 'আ-বা — য়িহিন্না অলা ~ আব্‌না — য়িহিন্না অলা ~ ইখ্‌ওয়া- নিহিন্না অলা ~ আব্‌না — য়ি
(৫৫) নবী-পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ হবে না নিজেদের পিতা, নিজেদের পুত্র, নিজেদের ভাই, নিজেদের ভাতিজা,

اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَاۗءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَاۗئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ

ইখ্‌ওয়া-নি হিন্না অলা ~ আব্‌না — য়ি আখাওয়া- তিহিন্না অলা-নিসা — য়িহিন্না অলা-মা-মালাকাত্ আইমানুহুন্না
ভগ্নিপুত্রদের, নিজেদের সেবিকা ও তাদের আয়ত্বাধীন দাসীদের ব্যাপারে পর্দা পালন না করায়। (আর হে নবী পত্নিরা!

وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٦﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۗئِكَتَهٗ

অত্তাক্বীনাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদা-। ৫৬। ইন্নাল্লা-হা অমালা — য়িকাতাহূ
তোমরা) আল্লাহকে ভয় করতে থাক; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের সাক্ষী।(৫৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফেরেশতারা

يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۭ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٧﴾ اِنَّ

ইুছোয়াল্লূনা 'আলান্নাবিয়্যি ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ছল্লূ 'আলাইহি অসাল্লিমূ তাস্‌লীমা-। ৫৭। ইন্নাল্
নবীর ওপর দুরূদ প্রেরণ করেন, হে ঈমানদাররা! তোমরাও তার প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক। (৫৭) নিশ্চয়ই

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ

লাযীনা ইয়ু''যূনাল্লা-হা অরসূলাহূ লা'আনাহুমু ল্লা-হু ফিদ্ দুন্‌ইয়া- অল্ আ-খিরতি অআ'আদ্দা লাহুম্

যারা আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করেন, এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে

عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

'আযা-বাম্ মুহীনা-। ৫৮। অল্লাযীনা ইয়ু''যূনাল্ মু''মিনীনা অল্ মু''মিনাতি বিগইরি মাক্‌তাসাবূ

রেখেছেন অপমানকর শাস্তি। (৫৮) আর দোষ না করলেও যারা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীকে কষ্ট দেয়,

فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَ

ফাক্বাদিহ্‌তামালূ বুহ্‌তা-নাঁও অইছ্‌মাম্ মুবীনা-। ৫৯। ইয়া ~ আইয়ুহা ন্নাবিয়্যু ক্বুল্ লিআয্‌ওয়া-জ্বিকা অবানা-তিকা অ

তারা স্পষ্ট অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। (৫৯) হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং যারা ঈমানদার

نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ

নিসা — য়িল্ মু''মিনীনা ইয়ুদ্‌নীনা 'আলাইহিন্না মিন্ জ্বালা-বীবিহিন্; যা-লিকা আদ্‌না ~ আইঁ ইয়ু'রফ্‌না

নারী তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের নিজেদের ওড়নাসমূহ উপরের দিক থেকে টেনে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে

فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦٠﴾ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ

ফালা-ইয়ু''যাইন্; অকা-নাল্লা-হু গফূরার্ রহীমা-। ৬০। লায়িল্লাম্ ইয়ান্‌তাহিল্ মুনা-ফিক্বূনা

চিনতে পারার জন্য এটা উত্তম পন্থা, ফলে তারা উত্যক্ত হবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।(৬০) যদি বিরত না হয় মুনাফিকরা,

وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا

অল্লাযীনা ফী ক্বুলূ বিহিম্ মারাদ্বুঁও অল্‌মুরজ্বিফূনা ফিল্ মাদীনাতি লানুগ্‌রিয়ান্নাকা বিহিম্ ছুম্মা লা-

ও ঐ সব লোক যাদের অন্তর-রোগ সম্পন্ন ও নগরে গুজব রটনাকারীরা, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই আপনাকে প্রবল করব;

يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا

ইয়ুজ্বা-ওয়িরূনাকা ফীহা ~ ইল্লা-ক্বালীলা-। ৬১। মাল্'উ নীনা আইনামা-ছুক্বিফূ ~ উখিযূ অক্বু্‌ত্তিলূ

পরে আপনার পাশে অল্প দিনই থাকবে (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায়; যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে ধরা হবে; হত্যা করা

تَقْتِيلًا ﴿٦٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

তাক্ব্‌তীলা।- ৬২। সুন্নাতাল্লা-হি ফিল্লাযীনা খলাও মিন্ ক্বাব্‌লু অলান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্‌দীলা-।

হবে প্রবলভাবে। (৬২) পূর্বের লোকদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান; আপনি কখনও আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না।

শানেনুযূলঃ আয়াত ৫৯ ঃ তৎকালীন আরব সমাজে বাড়ীর ভেতরে মল-মূত্র ত্যাগের বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদেরকেও ভোর অন্ধকারে মল-মূত্র ত্যাগের জন্য পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যেতে হত। একদা হযরত ছওদাহ (রাঃ) ও এরূপ মলমূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে জনপদের বাইরে গমনকালে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে তাঁর দৈহিক গঠনের পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে ওই সময়ে ঘরের বের হওয়ায় তিরস্কার করলেন। হযরত ছওদাহ (রাঃ) ফিরে গেলেন এবং হুযূর (ছঃ)-এর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন, তখন এ আয়াত কয়টি নাযিল হয়। আয়াত-৬০ঃ মুনাফিকদের মধ্যে মুসলমানদেরকে যাতনা দেয়ার বদ-অভ্যাস ছিল। যদ্দারা রাসূল (ছঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে নিত্য নৈমিত্তিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছিল। এ সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়।

﴿٦٣﴾ يسئلك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل

৬৩। ইয়াস্য়ালুকা ন্না-সু 'আনিস্ সা আহ্; ক্বুল্ ইন্নামা-'ইল্মুহা-'ইন্দাল্লা-হ্; অমা-ইয়ুদ্রীকা লা'আল্লাস্
(৬৩) মানুষ আপনাকে কেয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলুন, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহরই, আপনি কিভাবে জানবেন, হয়ত

الساعة تكون قريبا ﴿٦٤﴾ ان الله لعن الكفرين واعد لهم سعيرا ﴿٦٥﴾ خلدين

সা-'আতা তাকূনু ক্বরীবা-। ৬৪। ইন্নাল্লা-হা লা'আনাল্ কা-ফিরীনা অআ'আদ্দা লাহুম্ সা'ঈরা-।- ৬৫। খ-লিদীনা
কেয়ামত নিকটবর্তী।(৬৪) আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশম্পাত করেছেন, প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। (৬৫) তারা সেথায়

فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ﴿٦٦﴾ يوم تقلب وجوههم في النار

ফীহা ~ আবাদান্ লা-ইয়াজিদূনা অলিয়্যাঁও অলা-নাছীর-। ৬৬। ইয়াওমা তুকাল্লাবু উজূহুহুম্ ফীন্না-রি
অনন্তকাল থাকবে; না তারা কোন বন্ধু পাবে, আর না পাবে কোন সাহায্যকারী।(৬৬) যেদিন তাদের চেহারা বিবর্তিত হবে,

يقولون يليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ﴿٦٧﴾ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا

ইয়াক্বূলূনা ইয়া-লাইতানা ~ আত্বোয়া'না ল্লা-হা অ আত্বোয়া'নার্ রসূলা-।৬৭। অ ক্বা-লূ রব্বানা ~ ইন্না ~ আত্বোয়া'না-সা-দাতানা-
বলবে, হায়! যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানতাম! (৬৭) এবং বলবে হে আমাদের রব! নেতা ও বড় মানুষকে আমরা

وكبراءنا فاضلونا السبيلا ﴿٦٨﴾ ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم

অকুবার — য়ানা- ফাআদ্বোয়াল্লুনাস্ সাবীলা-। ৬৮। রব্বানা ~ আ-তিহিম্ দ্বি'ফাইনি মিনাল্ 'আযা-বি অল্'আন্হুম্
মেনেছি, তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৬৮) হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও, তাদের প্রতি লা'নত

৮ ع ১০ ৫ রুকু

لعنا كبيرا ﴿٦٩﴾ يايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله

লা'নান্ কাবীর-। ৬৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাকূনূ কাল্লাযীনা আ-যাও মূসা-ফাবার্রয়াহুল্লা-হু
বর্ষণ কর বড় লা'নত। (৬৯) হে ঈমানদাররা! যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের মত হয়ো না। আল্লাহ তাকে তাদের

مما قالوا وكان عند الله وجيها ﴿٧٠﴾ يايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا

মিম্মা-ক্বা-লূ; অকা-না 'ইন্দাল্লা-হি অজীহা-।৭০। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাক্বু ল্লা-হা অক্বূলূ
কথা হতে মুক্তি প্রদান করলেন। সে আল্লাহর কাছে ছিল মর্যাদাশীল। (৭০) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর,

قولا سديدا ﴿٧١﴾ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله

ক্বওলান্ সাদীদা-।৭১। ইয়ুছ্লিহ্ লাকুম্ আ'মা-লাকুম্ অইয়াগ্ফির্ লাকুম্ যুনূবাকুম্; অমাইঁ ইয়ুত্বি'ইল্লা-হা
সঠিক কথা বল;(৭১) তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপ মোছন করবেন, যে আল্লাহ

ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ﴿٧٢﴾ انا عرضنا الامانة على السموت والارض

অ রসূলাহূ ফাক্বদ্ ফা-যা ফাওযান্ 'আজীমা-। ৭২। ইন্না আরদ্বনাল্ আমা-নাতা 'আলাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি
ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় সফলকাম (৭২) আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়সমূহের প্রতি এ দায়িত্বভার অর্পন

وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ

অল্জ্বিবা-লি ফাআ বাইনা আইঁ ইয়াহ্মিল্নাহা-অ আশ্ফাক্বনা মিন্হা-অহামালাহাল্ ইন্সা-ন্; ইন্নাহূ কা-না

করেছিলাম, কিন্তু তারা সে দায়িত্বভার বহন করতে অস্বীকার করল, ভীত হল কিন্তু মানুষ তা নিজ দায়িত্বে বহন করল, নিশ্চয়ই সে

ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ﴿۷۲﴾ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ

জোয়ালূমান জ্বাহূলা-।৭৩। লিইয়ু'আয্যিবা ল্লা-হুল্ মুনা-ফিক্বীনা অল্মুনা-ফিক্বতি অল্মুশ্রিকীনা অল্

বড় অত্যাচারী, বড়ই অজ্ঞ।(৭৩) যেন পরিণামে আল্লাহ মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক নর ও মুশরিক নারীদেরকে

الْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

মুশ্রিকা-তি অ ইয়াতূবাল্লা-হু 'আলাল্ মু''মিনীনা অল্মু''মিনা-ত্; অকা-নাল্লা-হু গফূরার রহীমা-।

শাস্তি প্রদান করেন এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার-নারীদেরকে ক্ষমা করেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ع ৯ ৫ ৬ রুকু

সূরা সাবা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

﴿۱﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্বি অলাহুল্ হাম্দু ফিল্

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর, আকাশ মণ্ডল ও ভূ মণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই, আর তাঁরই জন্য সোভনীয় পরকালের

الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۲﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا

আ-খিরহ্; অহুওয়াল্ হাকীমুল্ খবীর্।২। ইয়া'লামু মা-ইয়ালিজ্বু ফিল্ আর্দ্বি অমা-ইয়াখ্রুজু মিন্হা-অমা-

প্রশংসা। এবং তিনি বিজ্ঞ, জ্ঞানী।(২) তিনি জানেন যা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু তথা হতে বের হয়, এবং যা

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ﴿۳﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

ইয়ান্যিলু মিনাস্ সামা — য়ি অমা-ইয়ারুজ্বু ফীহা-; অহুওয়ার রহীমুল্ গফূর্।৩। অক্বা-লাল্ লাযীনা

আকাশ হতে পতিত হয় এবং যা কিছু সেখানে উত্থিত হয় তিনি পরম দয়ালু, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।(৩) আর কাফেররা বলে,

নামকরণ ঃ আস্সাবা-অত্র সূরার পঞ্চদশ আয়াতে উল্লিখিত সাবা নগরীর নামানুসারেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সাবা ইয়ামন প্রদেশের একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল এবং উক্ত নগরীর দুপার্শ্বে নানাবিধ সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষ পরিপূর্ণ দুটি সুবৃহৎ ও মনোরম বাগানে ছিল। কিন্তু নগরীর অধিবাসীদের অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহিতা ও অতিরিক্ত বিলাসিতায় ডুবে থাকার কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধানলে পতিত হয়। ফলে এক ভয়াবহ বন্যায় উক্ত নগরী এবং তার অধিবাসী ও বাগানসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আল্লাহপাক উক্ত ধ্বংস-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহিতা এবং অসঙ্গত ভোগ-বিলাস হতে মুক্ত থাকার জন্য বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই সাবধান করে দিয়েছেন এবং উক্ত ঘটনার সমাবেশ হেতুই আলোচ্য সূরার 'সাবা' নামকরণ করা হয়েছে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত -১ ঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব লাত-ওজ্জার শপথ করে বলল, মুহাম্মদ বারংবার যে কিয়ামতের কথা বলছে তা কখনও হবে না। কেননা, যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দেহ গুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে, তার কোন চিহ্নই তো অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই মুহাম্মদের কথা কেমন করে সত্যে পরিণত হবে। এতে আল্লাহ তা'আলা নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশক দুটি আয়াত পটভূমিকা হিসেবে বর্ণনা করে রাসূল (ছঃ)-কে বলেন, আপনিও আপনার রবের কসম করে বলুন, কেয়ামত অবশ্যই হবে।

كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج لَا

কাফারূ লা-তা''তী নাস্সা'আহ্;ক্বুল্ বালা অ রব্বী লাতা''তিয়ান্নাকুম্ 'আ-লিমিল্ গইবি লা-
কেয়ামত আগমন করবে না, আপনি বলুন, তার (কেয়ামতের) আগমন সুনিশ্চিত, আমার রবের শপথ। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে

يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا

ইয়া'যুবু 'আন্হু মিছ্ক্বা-লু যার্রাতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অলা-ফিল্ আর্দ্বি অলা ~ আছ্গরু মিন্ যা-লিকা অলা ~
সম্যক অবগত তাঁর কাছে না গোপন আছে আসমানের কোন ক্ষুদ্র বস্তু, আর না গোপন আছে যমীনের কোন ক্ষুদ্র বস্তু।

أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ (৪) لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط

আক্বারু ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মুবীন্। ৪। লিইয়াজ্ যিয়াল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহাত্;
ছোট-বড় সব কিছু সুস্পষ্ট কিতাবে লিপীবদ্ধ আছে। (৪) যেন তিনি ঈমানদার ও নেক বান্দাহদেরকে প্রতিদান প্রদান

أُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ (৫) وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيٰتِنَا مُعٰجِزِينَ

উলা — য়িকা লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অ রিয্ক্বু ন্ কারীম্। ৫। অল্লাযীনা সা'আও ফী ~ আ-ইয়া-তিনা মু'আ-জ্বিযীনা
করেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর সম্মানজনক রিযিক।(৫) আর যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করতে চায় তাদের জন্য

أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ أَلِيمٌ (৬) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي

উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মির্ রিজ্ যিন্ আলীম। ৬। অ ইয়ার ল্লাযীনা ঊতুল্ 'ইলমা ল্লাযী ~
রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব।(৬) আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা দেখছে যে, আপনার প্রতি অবতারিত

أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ لا وَيَهْدِي إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٭

উন্যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকা হুওয়াল্ হাক্বক্বা অ ইয়াহ্দী ~ ইলা-ছিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ্।
কিতাব সত্য, আপনার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং বিজয়ী, প্রবল পরাক্রমশালী প্রশংসিত রবের পথ প্রদর্শন করে।

(৭) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ لا

৭। অ ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ হাল্ নাদ্দুল্লুকুম্ 'আলা- রাজুলিইঁ ইয়ুনাব্বিয়ুকুম্ ইযা-মুয্যিক্ব্তুম্ কুল্লা মুমায্যাক্বিন্
(৭) কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদের বলবে, যখন তোমরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে,

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (৮) أَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ط بَلِ الَّذِينَ

ইন্নাকুম্ লাফী খল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ৮। আফ্তারা- 'আলাল্লা-হি, কাযিবান্ আম্ বিহী জ্বিন্নাহ্; বালিল্লাযীনা
তখন আবার তোমরা নতুনভাবে সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে?(৮) জানিনা, সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে না উন্মাদ! বরং

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيدِ (৯) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا بَيْنَ

লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্আ-খিরতি ফিল্ 'আযা-বি অদ্বদ্বোয়ালা-লিল্ বা'ঈদ্। ৯। আফালাম্ ইয়ারাও ইলা-মা-বাইনা
যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই আযাব ও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। (৯) তারা কি তবে তাদের সামনে-পিছে,

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ

আইদীহিম্ অমা-খল্‌ফাহুম্ মিনাস্ সামা — য়ি অল্‌আর্‌দ্ব; ইন্ নাশা'' নাখ্‌সিফ্ বিহিমুল্ আর্‌দ্বোয়া আও
আকাশ মণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠে যা আছে তার প্রতি দৃষ্টি দেয় না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারি বা

نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ

নুস্‌ক্বিত্ব 'আলাইহিম্ কিসাফাম্ মিনাস্ সামা — য়; ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়াতাল্ লিকুল্লি 'আব্‌দিম্ মুনীব্।১০। অ লাক্বদ্
তাদের উপর আকাশ খণ্ড ফেলতে পারি, এতে যারা আল্লাহমুখী তাদের প্রত্যেকের জন্য নিদর্শন আছে।(১০) আর আমি তো

আইন ১ ৯ ৭ রুকু

آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

আ-তাইনা- দায়ূদা- মিন্না-ফাদ্বলা-; ইয়া-জ্বিবা-লু আওয়্যিবী মা'আহূ অত্ব্ত্বোয়াইরা অআলান্না-লাহুল্ হাদীদ্।
দাউদকে অনুগ্রহ দিয়েছি; হে পাহাড়! তার সঙ্গে বন্দনা কর, পাখীকেও। আর লোহাকে তার জন্য নরম করে দিয়েছি।

﴿١١﴾ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

১১। আনি'মাল্ সা-বিগ-তিঁও অক্বদ্দির্ ফিস্ সার্‌দি ওয়া'মালূ ছোয়া-লিহা-; ইন্নী বিমা-তা'মালূনা
(১১) বলেছিলাম বর্ম তৈরি কর, যখন সংযোগ করবে তখন পরিমাণ ঠিক রেখ, নেক কাজ কর, আমি তোমাদের কর্ম

بَصِيرٌ ﴿١٢﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ

বাছীর্। ১২। অ লিসুলাইমা-নার্ রীহা-গুদুওয়্যুহা-শাহ্‌রুঁও অ রাওয়া-হুহা- শাহ্‌রুন্ অ আসাল্‌না-লাহূ 'আইনাল্ ক্বিত্বরি;
অবলোন করি। (১২) আর আমি সুলাইমানের জন্য বায়ুকে অনুগত করে দিলাম, প্রভাতে এক মাসের পথ, সন্ধ্যায় এক মাসের

وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا

অ মিনাল্ জ্বিন্নি মাইঁ ইয়া'মালু বাইনা ইয়াদাইহি বিইয্‌নি রব্বিহ্; অমাইঁ ইয়াযিগ্ মিন্‌হুম্ 'আন্ আম্‌রিনা-
পথ চলত। তার জন্য তামার ঝর্ণা প্রদান করেছি, তার রবের নির্দেশে জিনেরা তার সামনে কর্মেরত থাকত। তাদের মধ্য হতে

نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٣﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ

নুযিক্বহু মিন্ 'আযা-বিস্ সাঈ'র্। ১৩। ইয়া'মালূনা লাহূ মা-ইয়াশা — য়ু মিম্ মাহা-রীবা অ তামা-ছীলা
তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। (১৩) জিনেরা সুলাইমানের ইচ্ছেমত তৈরি করে দিত বড় বড় প্রাসাদ, মূর্তি,

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ

অজ্বিফা-নিন্ কাল্‌জ্বাও-বি অক্বুদূরির্ র-সিয়া-ত্; ই'মালূ ~ আ-লা দা-য়ূদা শুক্‌র-; অক্বালীলুম্ মিন্
হাউযের মত বড় বড় পাত্র, এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বড় বড় ডেগ; হে দাউদ-পরিবার! আমার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ কর। আর অল্প

আয়াত-১০ ঃ বলা হচ্ছে–দাউদের প্রতি আমি এ মহানুভবতা দেখিয়েছি যে, পাহাড়-পর্বত, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে তসবীহ পাঠে রত হয়ে যেত। অর্থাৎ তিনি এমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রভাবে বিহঙ্গকুল ও পর্বতমালার মধ্যে পর্যন্ত একটি ধ্যান মগ্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেত। যা দিয়ে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে তসবীহ পাঠে হত, যা তাঁর পূর্ণ নিষ্ঠার পরিচায়ক। তাই তাঁর প্রশংসায় এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়।
আয়াত-১১ ঃ আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিলাম যাতে আমি তাঁকে নির্দেশ দিলাম, তুমি সুদীর্ঘ পরিমিত প্রস্থ বিশিষ্ট বর্মসমূহ তৈয়ার কর এবং তার কড়াসমূহ সঠিক পরিমাপে যথাযথভাবে সংযোজন কর, যেন ছোট বড় না হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল এই– আমি তাঁকে নবুওয়াত প্রদানের সাথে সমর শক্তিও দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র নবী হওয়ার সাথে সাথে পার্থিব ক্ষমতাবানও ছিলেন।

عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ

ই'বা-দিয়াশ্ শাকূর্। ১৪। ফালাম্মা- ক্বাদ্বোয়াইনা- 'আলাইহিল্ মাওতা মা-দাল্লাহুম্ 'আলা- মাওতিহী ~ ইল্লা-দা — ব্বাতুল্
বান্দাহই কৃতজ্ঞ।(১৪) অতঃপর যখন আমি তার (সুলাইমানের) মৃত্যু দিলাম, কেউই মৃত্যু খবর প্রদান করেনি; খবর প্রদান

الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আরদ্বি তা''কুলু মিন্সায়াতাহূ ফালাম্মা- খার্র তাবাইয়্যানাতিল্ জ্বিন্নু আল্লাও কা-নূ ইয়া'লামূনাল্
করেছে পোকা, যে পোকা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পতিত হল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয়

الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٥﴾ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ

গইবা মালাবিছূ ফিল্ 'আযা বিল্ মুহীন্। ১৫। লাক্বদ্ কা-না লিসাবায়িন্ ফী মাস্কানিহিম্ আ-ইয়াতুন্
অবগত থাকত, তবে এ অপমানকর কষ্টের মধ্যে তারা থাকত না।(১৫) 'সবার জন্য তাদের আবাস ভূমিতে নিদর্শন ছিল,

جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ

জ্বান্নাতা-নি আইঁ ইয়ামীনিঁও অশিমা-লিন্ কুলূ মির্ রিয্ক্বি রব্বিকুম্ অশ্কুরূ লাহূ; বাল্দাতুন্ ত্বোয়াইয়্যিবাতুঁও
ডানে বামে দুটি বাগান ছিল, তোমরা তোমাদের রবের রিযিক আহার কর, এবং তাঁর শোকর আদায় কর; শহরটি উত্তম এবং

وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٦﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ

অরব্বুন্ গফূর্। ১৬। ফাআ'রদ্বূ ফায়ার্সাল্না- 'আলাইহিম্ সাইলাল্ 'আরিমি অবাদ্দাল্না-হুম্ বিজ্বান্নাতাইহিম্
রবও ক্ষমাশীল। (১৬) পরে তারা অবাধ্য হল, ফলে তাদেরকে বাঁধের বন্যায় প্লাবিত করলাম এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে

جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا

জ্বান্নাতাইনি যাওয়া-তাই উকুলিন্ খাম্ত্বিঁও অআছ্লিঁও অশাইয়িম্ মিন্ সিদ্রিন্ ক্বালীল্। ১৭। যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্ বিমা-
এমনভাবে পরিবর্তন করলাম, যাতে আছে বিস্বাদ যুক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ ও কুল গাছ। (১৭) আমি তাদের কুফুরীর জন্য

كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٨﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي

কাফারূ; অহাল্ নুজ্বা-যী ~ ইল্লাল্ কাফূর্। ১৮। অজ্বা'আল্না -বাইনাহুম্ অবাইনাল্ কু-রল্লাতী
তাদেরকে এ শাস্তি দিলাম, আর আমি এমন শাস্তি অকৃতজ্ঞদেরকই দিয়ে থাকি। (১৮) তাদের জনপদ ও বরকতী গ্রামের

بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا

বা-রক্না- ফীহা-ক্বু-রান্ জোয়া-হিরাতাঁও অক্বাদ্দার্না- ফীহাস্ সাইর্; সীরূ ফীহা-লাইয়া- লিয়া আইয়্যা-মান্
মধ্যে দৃশ্যমান গ্রাম স্থাপন করেছি। সেসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছি, যেন নিরাপদে রাতদিন ভ্রমণ

آمِنِينَ ﴿١٩﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ

আ-মিনীন্। ১৯। ফাক্বা-লূ রব্বানা-বা-'ইদ্ বাইনা আস্ফা-রিনা-অজোয়ালামূ ~ আন্ফুসাহুম্ ফাজ্বা'আল্না-হুম্ আহা-দীছা
কর। (১৯) তারা বলল, হে আমাদের রব! ভ্রমণ পথ দীর্ঘ করুন। তারা তো জুলুম করল নিজেদের প্রতি। আমি তাদেরকে কাহিনীতে

ومزقنهم كل ممزق ان في ذلك لايت لكل صبار شكور ﴿٢٠﴾ ولقد صدق

অমায্যাক্ব্‌না-হুম্ কুল্লা মুমায্যাক্ব্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্লি-কুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্। ২০। অ লাক্বদ্ ছোয়াদ্দাক্বা
পরিণত করলাম, সম্পূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম; নিশ্চয়ই এতে আছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন । (২০) ইবলীসের ধারণা

عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ﴿٢١﴾ وما كان له عليهم

'আলাইহিম্ ইবলীসু জোয়ান্নাহূ ফাত্তাবা'উহু ইল্লা-ফারীক্বম্ মিনাল্ মু''মিনীন্। ২১। অমা-কা-না লাহূ 'আলাইহিম্
তাদের জন্য সত্য হল, অতঃপর ঈমানদারদের এক দল ছাড়া অন্য সবাই তাকে মানল। (২১) আর যারা ঈমানদার তাদের ওপর

من سلطن الا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك وربك على

মিন্ সুল্‌ত্বোয়া-নিন্ ইল্লা-লিনা'লামা মাইঁ ইয়ু''মিনু বিল্‌আ-খিরা-তি মিম্মান হুওয়া মিন্‌হা-ফী শাক্; অরব্বুকা
তার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তাদের মধ্যে কারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, আর কারা সন্দেহে আপতিত, তা প্রকাশ করাই

كل شيء حفيظ ﴿٢٢﴾ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون

২ ع ১২ ৮ রুকু

'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ হাফীজ্। ২২। ক্বু'লিদ'উ ল্লাযীনা যা'আম্‌তুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি, লা-ইয়াম্‌লিকূনা
আমার উদ্দেশ্য। আমার রবই সব কিছু নিয়ন্ত্রক করে থাকেন। (২২) আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ধারণার ইলাহকে

مثقال ذرة في السموت ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له

মিছ্‌ক্বা-লা যার্‌রতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি অলা-ফিল্ আরদ্বি অমা লাহুম্ ফীহিমা-মিন্ শির্‌কিঁও অমা-লাহূ
আহ্বান কর, তারা আসমান ও যমীনের সামান্য কিছুরও মালিক নয়, সামান্য অংশও তাদের নেই, এবং তাদের মধ্যে কেউ

منهم من ظهير ﴿٢٣﴾ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا

মিন্‌হুম্ মিন্ জোয়াহীর্। ২৩। অলা-তান্‌ফা'উশ্ শাফা-'আতু 'ইন্‌দাহূ ~ ইল্লা- লিমান্ আযিনা লাহূ; হাত্তা ~ ইযা-
সহায়কও নয়। (২৩) কোন উপকারে আসবে না আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ। তিনি যাকে অনুমতি দেবেন তার সুপারিশ উপকারে

فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ☆

ফুয্‌যি'আ 'আন্ ক্বু্লূবিহিম্ ক্বা-লূ মা-যা-ক্বা-লা রব্বুকুম্; ক্বা-লুল্ হাক্ব্‌ক্ব অ হুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ কাবীর্।
আসবে। যখন মন হতে ভয় দূর হয়, তখন তারা পরস্পর বলে, রব কি বললেন? তারা বলবে, 'সত্য' বলেছেন। তিনি উচ্চ, মহান।

﴿٢٤﴾ قل من يرزقكم من السموت والارض قل الله وانا او اياكم لعلى

২৪। ক্বুল্ মাইঁয়্যার্ যুক্বুকুম্ মিনাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; ক্বুলিল্লা-হু অইন্না ~ আও ইয়্যা-কুম্ লা'আলা-
(২৪) আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করে আসমান ও যমীন থেকে? আপনি বলুন, আল্লাহ। আমরা বা

আয়াত-২১ ঃ শয়তান কাফেরদেরকে জোরপূর্বক কুফুরীর উপর বাধ্য করতে পারে না, শুধু কুফুরীর দিকে আহ্বান করে ও প্ররোচনা দেয়। কিন্তু মানুষকে শয়তান প্ররোচনা দেয় যেন মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-২৪ ঃ কাফের মুশরিকরাও স্বীকার করে যে, আল্লাহ রিযিকদাতা। কাজেই আল্লাহর নবীকে বলেন-আপনি বলে দিন! আমরা রিযিকদাতা আল্লাহ্‌র উপাসনা করি, তোমাদের উপাস্যরা সর্ব বিষয়ে অক্ষম। এ আয়াতে মুসলমান ও মুশ্‌রিকের পার্থক্য ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট। (ফতঃ বারী) (২) উভয় সম্প্রদায় তো সত্য কথা বলে না। এক সম্প্রদায় তো অবশ্যই সত্যবাদী, আর অপরটি মিথ্যাবাদী। সুতরাং চিন্তা কর এবং সত্যবাদীর কথা ধর। এতে এদেরও উত্তর দেয়া হল, যারা বলে– উভয় সম্প্রদায় পূর্ব হতে চলে আসছে। ঝগড়া করবার কি প্রয়োজন? (মুঃ কোঃ)

هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا

হুদান্ আও ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ২৫। ক্বুল্-লা তুস্য়ালূনা 'আম্মা ~ আজ্‌রম্‌না-অলা-নুস্য়ালু 'আম্মা-

তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে। (২৫) বলুন, আমাদের পাপের জন্য তোমরা এবং তোমাদের কর্মের জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত

تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ

তা'মালূন্। ২৬। ক্বুল্ ইয়াজ্‌মা'উ বাইনানা-রব্বুনা-ছুম্মা ইয়াফ্‌তাহু বাইনান- বিল্ হাক্ব্; অহুওয়াল্ ফাত্তা-হুল্ 'আলীম্।

হব না। (২৬) বলুন, রবই আমাদেরকে সমবেত করবেন, পরে যথার্থ মীমাংসা করবেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, জ্ঞানী।

﴿٢٧﴾ قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ط بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

২৭। ক্বুল্ আরূ নিয়াল্ লাযীনা আল্‌হাক্ব্‌তুম্ বিহী শুরাকা — য়া কাল্লা-বাল্ হুওয়াল্লা-হুল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।

(২৭) আপনি বলুন, তোমরা দেখাও সংশ্লিষ্ট শরীকদেরকে ; কখনো তারা শরীক নয়, বরং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

﴿٢٨﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

২৮। অমা ~ আর্‌সাল্‌না-কা ইল্লা-কা — ফ্‌ফাতা লিন্না-সি বাশীরাঁও অনাযীরাঁও অলা-কিন্না আক্‌ছারন্না-সি লা-

(২৮) আমি তো আপনাকে সব মানুষের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, তবে অনেকেই তা অবগত

يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ

ইয়া'লামূন্। ২৯। অ ইয়াকূ্‌লূনা মাতা-হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দ্বিক্বীন্। ৩০। ক্বুল্ লাকুম্ মী'আ-দু

নয়। (২৯) তারা বলে, ওই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৩০) আপনি বলুন, নির্ধারিত দিন,

يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ

ইয়াওমিল্লা-তাস্‌তা''খিরূনা 'আন্‌হু সা-'আতাঁও অলা-তাস্‌তাক্ব্‌ দিমূ্‌ন্। ৩১। অক্বালাল্ লাযীনা কাফারূ লান্ নু'মিনা

যাতে না বিলম্ব করতে পারবে, আর না তা অগ্রবর্তী করতে পারবে। (৩১) এবং কাফেররা বলে, আমরা ঈমান আনব না এ

بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ

বিহা-যাল্ ক্বুর্‌আ-নি অলা-বিল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি; অলাও তারা ~ ইযিজ্ জোয়া-লিমূনা মাওক্বূফূনা

কোরআনের উপর এবং পূর্বের কিতাবসমূহের উপরও আমরা ঈমান আনব না। যদি আপনি দেখতে পারতেন, যখন জালিমরা

عِنْدَ رَبِّهِمْ صلے يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ ج يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا

'ইন্‌দা রব্বিহিম্ ইয়ার্‌জি'উ বা'দ্বুহুম্ ইলা-বা'দ্বিনিল্ ক্বাওলা ইয়াক্বূ লুল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ

রবের সামনে দণ্ডায়মান হবে, তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে; তাদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল তারা শক্তিধরদেরে

لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

লিল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ লাওলা ~ আন্‌তুম্ লাকুন্না-মু''মিনীন্। ৩২। ক্বা-লা ল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ

লক্ষ্য করে বলবে, যদি তোমরা না থাকতে, তবে আমরা ঈমানদার হতে পারতাম হতাম। (৩২) যারা শক্তিধর ছিল তারা

• অর্ধাংশ ৩ ع ৯ রুকু ৯

لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ

লিল্লাযী নাস্ তুদ্ব'ইফূ ~ আনাহ্নু ছোয়াদাদ্ না-কুম্ 'আনিল্ হুদা-বা'দা ইয্ জ্বা — য়াকুম্ বাল্ কুন্তুম্

দুর্বলদের বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়াত আসার পরও আমরা কি তোমাদেরকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম? বরং তোমরাই

مُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ

মুজ্বরিমীন্। ৩৩। অক্ব-লাল্ লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ বাল্ মাক্রুল লাইলি অন

অপরাধী ছিলে।(৩৩) আর যারা দুর্বল তারা শক্তিধরদেরকে বলবে, তোমরা তো সব সময়ই রাত-দিনের ষড়যন্ত্র দ্বারা আমাদেরকে

النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ

নাহা-রি ইয্ তা''মুরূ নানা ~ আন্ নাক্ফুরা বিল্লা-হি অনাজ্ব'আলা লাহূ ~ আন্দাদা-; অআসার্রূ ন্নাদা-মাতা

আদেশ করতে, যেন আমরা আল্লাহর আনুগত্য না করি, আর (আল্লাহর সাথে) শরীক করি। আর যখন তারা আযাব দেখবে

لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا

লাম্মা-রায়ায়ুল্ 'আযা-ব্; অজ্বা'আল্নাল্ আগ্লা-লা ফী ~ 'আনা, ক্বি ল্লাযীনা কাফারূ; হাল্ ইয়ুজ্ব যাওনা ইল্লা-

তখন তারা তাদের অনুতাপ গোপন রাখবে। আর আমি কাফেরদের গলে শৃঙ্খল পরাব। তাদের কর্মফলই তাদেরকে

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا

মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৩৪। অমা ~ আর্সালনা-ফী-ক্বার্ইয়াতিম্ মিন্নাযীরিন্ ইল্লা-ক্বা-লা মুত্রাফূহা ~ ইন্না-

প্রদান করা হবে।(৩৪) যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই সেখানকার বিত্তশালী লোকরা বলত, তোমরা যা নিয়ে

بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا

বিমা ~ উরসিল্তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ৩৫। অ ক্ব-লূ নাহ্নু আক্ছারু আমওয়া- লাঁও অআওলা-দাওঁ অমা-

আগমন করেছ তা আমরা মানি না।(৩৫) তারা আরো বলত, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রাচুর্যশীল, আমরা কখনও

نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٦﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন্। ৩৬। ক্বুল্ ইন্না রব্বী ইয়াব্সুত্বুর রিয্ক্ব লিমাই ইয়াশা — য়ু অইয়াক্ব দিরু অলা-কিন্না আক্ছারন

দণ্ডিত হব না। (৩৬) বলুন, আমার রবই যাকে ইচ্ছা তাকে প্রচুর রিযিক প্রদান করেন, আর যাকে ইচ্ছা রিযিক কমিয়ে দেন, কিন্তু

শানেনুযূলঃ আয়াত–৩৪ঃ দুজন যৌথ ব্যবসায়ী লোকের একজন সওদা নিয়ে সিরিয়া চলে যায়, আর অপরজন অবস্থান করতে থাকে মক্কায়। সিরিয়া গমনকারী লোকটি সেখানে গিয়ে স্বাগ্রহে আসমানী কিতাবসমূহ দেখশুনা করছিল। তখন মক্কায় রাসূল (ছঃ)-এর নবুওয়াতের ঝলকে পৃথিবীকে আলোকিত করছিল। ঐ লোক সিরিয়া থেকে আপন শরীকদারের নিকট লিখল, নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির অবস্থা কি? উত্তরে সে মক্কা হতে লিখল, অধিকাংশ কোরেশী তো তাঁকে অস্বীকার করছে। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর বহু দুর্বল লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে। "উত্তর পড়ে লোকটি ব্যবসা গুটিয়ে তৎক্ষণাৎই হুযূর (ছঃ)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হল এবং হুযূর (ছঃ)-কে বলল, "আপনার বক্তব্য ও লক্ষ্য কি? রাসূল (ছঃ) বললেন, "আমি এক অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি এবং প্রতিমা-পূজা ও আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে নিষেধ করছি।" এ লেখা পেয়ে লোকটি ঈমান আনল এবং বলল, চিরাচরিতভাবেই মহান আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসারী এরূপ দুর্বল লোকেরাই হয়ে এসেছে, যাদেরকে সাধারণতঃ নিম্নস্তরের মনে করা হয় এবং অহংকারী নেতা ও প্রতাপশালী লোকেরা সর্বদা কুফুরী ও অহঙ্কার করেই আসছে। তখন আল্লাহপাক এ কথার সত্যায়ণের জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আয়াত–৩৫ ঃ রাসূল (ছঃ)-এর আহবানে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লক্ষ্য করে মক্কার কাফেররা বলত, আমরা মুসলমানদের অপেক্ষা ধন-সম্পদে এবং জনে ফরজন্দে অধিক। এতে প্রমাণিত যে, আমরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মনোনীত। অন্যথায় আমাদের প্রতি অথবা আমাদর আকীদার প্রতি যদি আল্লাহ নারাজ থাকত, তবে আমাদেরকে ধনবান এবং জন সমৃদ্ধশালী বানাতেন না। এর জবাবে আয়াতটি নাযিল হয়।

4 ع ৬ ১০ রুকু

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٧ وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا

না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৩৭। অমা ~ আম্ওয়া- লুকুম্ অলা ~ আওলা-দুকুম্ বিল্লাতী তুকার্রিবুকুম্ 'ইন্দানা-
অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।(৩৭) আর তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যে, যা তোমাদেরকে মর্যাদায়

زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا

যুল্ফা ~ ইল্লা-মান্ আ-মানা অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফাউলা — য়িকা লাহুম্ জ্বাযা — য়ুদ্ব্ দ্বি'ফি বিমা-আ'মিলূ
আমার নিকটতর করে দেবে, তবে যারা ঈমানদার এবং যারা পুণ্যবান তারা তাদের কর্মের জন্য বহু গুণ পুরস্কার পাবে, তারা

وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝٣٨ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيٓ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ

অহুম্ ফিল্ গুরূফা-তি আ-মিনূন্। ৩৮। অল্লাযীনা ইয়াস্'আওনা ফী ~ আ-ইয়াতিনা- 'মুআ-জ্বিযীনা উলা — য়িকা
বেহেশতের প্রাসাদসমূহে আরামে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার উদ্দেশে চেষ্টা করবে, তারা

فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝٣٩ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ

ফিল্ 'আযা-বি মুহ্দ্বোয়ারূন্।৩৯।ক্বুল্ ইন্না রব্বী ইয়াব্সুত্বুর্ রিয্কা লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবাদিহী
আযাব ভোগ করবে। (৩৯) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব ইচ্ছামত বান্দার রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং ইচ্ছামত সীমিত

وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝٤٠ وَيَوْمَ

অইয়াক্ব্দিরু লাহ্; অমা ~ আন্ফাক্ব্তুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফাহুওয়া ইয়ুখ্লিফুহূ অহুওয়া খাইরুর্ র-যিক্বীন্। ৪০। অইয়াওমা
করে দেন; আর তোমরা যা ব্যয় করবে, তিনি তোমাদের ব্যয়ের প্রতিদান দেবেন, তিনিই উত্তম রিযিকদাতা। (৪০) আর যেদিন

يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝٤١ قَالُوا

ইয়াহ্শুরুহুম্ জ্বামী'আন্ ছুম্মা ইয়াক্বূলূ লিল্মালা — য়িকাতি আ হা ~ য়ুলা — য়ি ইয়্যা-কুম্ কা-নূ ইয়া'বুদূন্। ৪১। ক্ব-লূ
তিনি সবাইকে একত্র করবেন, তারা পরে ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরাই কি তোমাদের উপাসনা করত? (৪১) তারা বলবে,

سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ

সুব্হা-নাকা আন্তা অলিয়্যুনা-মিন্ দূনিহিম্, বাল্ কা-নূ ইয়া'বুদূনাল্ জ্বিন্না আক্ছারুহুম্ বিহিম্
তোমার পবিত্রতা! তুমিই আমাদের বন্ধু, তারা ছাড়া; তারা তো জিনের উপাসনা করত, তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছিল

مُؤْمِنُونَ ۝٤٢ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ

মু''মিনূন্। ৪২। ফাল্ইয়াওমা লা-ইয়াম্লিকু বা'দুকুম্ লিবা'দ্বিন্ নাফ্আঁও অলা-দ্বোয়াররা-; অনাক্বূ লু লিল্লাযীনা
জিনদের প্রতিবিশ্বাসী। (৪২) আজ তোমাদের কেউ কারও উপকার করার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। আর আমি

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝٤٣ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

জোয়ালামূ যূক্বূ 'আযা-বা ন্না-রিল্ লাতী কুন্তুম্ বিহা-তুকায্যিবূন্। ৪৩। অইযা-তুত্লা-'আলাইহিম্
তখন জালিমদেরকে বলব, তোমরা জাহান্নামের যে শাস্তিকে অস্বীকার করতে তা এখন ভোগ কর। (৪৩) আর যখন তাদেরকে

ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

আ-ইয়া-তুনা বাইয়্যিনা-তিন্ ক্ব-লূ-মা-হা-যা ~ ইল্লা-রাজুলুইঁ ইয়ুরীদু আইঁ ইয়াছুদ্দাকুম্ 'আম্মা কা-না ইয়া'বুদু

আমার আয়াত শুনান হয়, তখন তারা (নবীর সম্বন্ধে) বলে, এ ব্যক্তি কেবল এমন একজন লোক যে পূর্ব পুরুষদের মা'বুদ হতে

ءَابَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ

আ-বা — য়ুকুম্ অক্ব-লূ মা-হা-যা ~ ইল্লা ~ ইফ্‌কুম্ মুফ্‌তার্ ; অক্ব-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্‌হাক্ব্‌ক্বি

তোমাদের বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা তো নিচক মিথ্যাই। আর যখন হক আসে তখন কাফেররা বলে, এটা তো

لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٤﴾ وَمَآ ءَاتَيْنَٰهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا

লাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-সিহ্‌রুম্ মুবীন্। ৪৪। অমা ~ আ-তাইনা-হুম্ মিন্ কুতুবিঁই ইয়াদ্‌রুসূনাহা-

কেবল একটি প্রকাশ্য যাদু। (৪৪) আর আমি এদেরকে কোন কিতাব দেই নি যা তারা অধ্যয়ন করত, আর আপনার পূর্বে

وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٥﴾ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۟

অমা ~ আর্‌সাল্‌না ~ ইলাইহিম্ ক্বব্‌লাকা মিন্ নাযীর। ৪৫। অকায্‌যা বাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ অমা-বালাগূ

তাদের কাছে সতর্ককারীও প্রেরণ করেনি। (৪৫) আর এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, তাদেরকে যা দিয়েছি এরা তার

ع ৫ ৯ ১১ রুকু

مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَكَذَّبُوا۟ رُسُلِى ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٦﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم

মি'শা-র মা ~ আ-তাইনা-হুম্ ফাকায্‌যাবূ রুসুলী ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ৪৬। কুল্ ইন্নামা ~ আ'ইজুকুম্

দশমাংশও পায়নি, তবুও রাসূলকে তারা মান্য করেনি, কতই না ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি। (৪৬) আপনি বলুন, আমি

بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ

বিওয়া-হিদাতিন্ আন্ তাকূমূ লিল্লা-হি মাছ্‌না-অফুর-দা ছুম্মা তাতাফাক্‌কারূ মা-বিছোয়া-হিবিকুম্ মিন্ জিন্নাহ্;

কেবল একটি উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহর জন্য দু' দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, তার পর চিন্তা কর, দেখবে, তোমাদের

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٧﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ

ইন্ হুওয়া ইল্লা-নাযীরুল্লাকুম্ বাইনা ইয়াদাই 'আযা-বিন্ শাদীদ্। ৪৭। কুল্ মা-সায়াল্‌তুকুম্ মিন্

সাথী উন্মাদ নয়; তিনি তো আসন্ন শাস্তির ব্যাপারে একজন ভয় প্রদর্শনকারী। (৪৭) বলুন, তোমাদের কাছে প্রতিদান

أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ

আজ্ব্‌রিন্ ফাহুওয়া লাকুম্; ইন্ আজ্‌রিয়া ইল্লা-'আলাল্লা-হি অহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ৪৮। কুল্

চাইলে তা তোমাদেরই জন্য। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর কাছে। তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী। (৪৮) আপনি বলুন,

আয়াত-৪৫ ঃ পূর্ববর্তীদের ধনৈশ্বর্য, শাসন ক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ ইত্যাদি কাছে মক্কাবাসীরা তার এক দশমাংশ নয় বরং সহস্র ভাগের একভাগও পায় নি। মক্কার কাফেরদের প্রতি এ নবী ও এ কোরআন সম্পূর্ণ নতুন। বনি ইসরাঈলীদের ন্যায় এদের উপর পূর্বে কোন কিতাবও অবতীর্ণ হয় নি। আর কোন নবীরও আগমন ঘটে নি। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে তারা আকাঙ্খা করত এবং বলত আমাদের প্রতি যদি কোন নবী আসে এবং আমাদের নিকট কোন কিতাব আসে, তবে আমরা অন্যের চেয়ে বেশি হেদায়েত গ্রহণ করব। আল্লাহ অনুগ্রহণ করে নবী ও কিতাব প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল, মানিলনা এবং শত্রুতা করতে লাগল। (ইবঃ কাঃ, মাঃ কোঃ)

إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٩﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ

ইন্না রব্বী ইয়াক্বযিফু বিল্হাক্বক্বি 'আল্লা- মুল্গুইয়ূব্। ৪৯। ক্বুল্ জ্বা — য়াল্ হাক্ব্ক্বু অমা-ইয়ুব্দিয়ুল্
নিশ্চয় আমার রব তো সত্য বিস্তার করেন, তিনি অদৃশ্য সকল বিষয় জানেন। (৪৯) আপনি বলুন, সত্য এসে পড়েছে; এবং

الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ

বা-ত্বিলু অমা-ইয়ু'ঈদ্। ৫০। ক্বুল্ ইন্ দ্বোয়ালাল্তু ফাইন্নামা ~ আদিল্লু 'আলা- নাফ্সী অ ইনিহ্
মিথ্যা না নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর না পুনঃ আসবে। (৫০) আপনি বলুন, আমি যদি বিভ্রান্ত হই তবে বিভ্রান্তির পরিণতি

اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ

তাদাইতু ফাবিমা-ইয়ূহী ~ইলাইয়্যা রব্বী-; ইন্নাহূ সামীউ'ন্ ক্বরীব্। ৫১। অলাও তারা ~
আমারই, আর সৎপথে থাকলে তা আমার রবের অহীর কারণেই। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন, অতি নিকটে আছেন। (৫১) আর যদি

إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥٢﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ

ইয্ ফাযি'উ ফালা-ফাওতা অউখিযূ মিম্ মাকা-নিন্ ক্বরীব্। ৫২। অক্বা-লূ ~ আ-মান্না-বিহী
দেখতেন; যখন তারা ভীত হয়ে পড়বে তখন পালনোর পথও পাবে না, নিকট হতেই তারা ধৃত হবে। (৫২) তখন তারা বলবে,

وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَ

অ আন্না-লাহুমুত্তানা-য়ুশু মিম্ মাকা-নিম্ বাঈ'দ্। ৫৩। অক্বদ্ কাফারূ বিহী মিন্ ক্বব্লু, অ
'তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এত দূর হতে নাগাল পাবে কি? (৫৩) অথচ তারা পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল,

يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا

ইয়াক্বযিফূনা বিল্গইবি মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ্। ৫৪। অহীলা বাইনাহুম্ অবাইনা মা-
এবং দূর হতে অদৃশ্য বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) আর তাদের মধ্যে ও তাদের কাংক্ষিত বস্তুর মধ্যে অন্তরায়

يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ

ইয়াশ্তাহূনা কামা ফু'ইলা বিআশ্ইয়া-'ইহিম্ মিন্ ক্বব্ল্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ফী শাক্কিম্ মুরীব্।
সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন তাদের পূর্বে সমপন্থীদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হয়েছিল, যা তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রেখেছিল।

ع ৬ ৯ ১২ রুকু

সূরা ফা-ত্বির
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৫

﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي

১। আল্হাম্দু লিল্লা-হি ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি জ্বা-'ইলিল্ মালা — য়িকাতি রুসুলান্ উলী ~
(১) আর আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, যিনি ফেরেশ্তাদেরকে রাসূল (বাণী বাহক)

أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ

আজ্ব নিহাতিম্ মাছ্না-অছুলা-ছা অরুবা -'আ; ইয়াযীদু ফিল্ খল্কি মা-ইয়াশা — য়; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন

নিযুক্ত করেন, যারা দু'ই দু'ই, তিন তিন এবং চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছেমত বৃদ্ধি করেন আল্লাহ

قَدِيرٌ ۝٢ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا

ক্বাদীর্। ২। মা-ইয়াফ্তাহিল্লা-হু লিন্না-সি মির্ রহমাতিন্ ফালা-মুম্সিকা লাহা-অমা-ইয়ুম্সিক্ ফালা-

সর্বশক্তিমান। (২) আল্লাহ মানুষকে রহম করলে তা কেউই প্রতিরোধ করতে পারে না। তিনি বারণ করলে তা ছাড়বারও

مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٣ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ

মুর্সিলা লাহূ মিম্ বা'দিহ্; অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৩। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সুয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি

কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (৩) হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহর যেসব নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আল্লাহ

عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا

'আলাইকুম্; হাল্ মিন্ খ-লিক্বিন্ গাইরুল্লা-হি ইয়ার্যুকুকুম্ মিনাস্ সামা ~ য়ি অল্আর্দ্ব; লা ~ ইলা-হা ইল্লা-

ছাড়া এমন কোন স্রষ্টা আছে, কি? যে তোমাদেরকে আসমান-যমীন হতে রিযিক্ প্রদান করে থাকে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্

هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ۝٤ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ

হুওয়া ফাআন্না-তু''ফাকূন। ৪। অইঁ ইয়ুকায্যিবূকা ফাক্বদ্ কুয্যিবাত্ রুসুলুম্ মিন্ ক্বব্লিক্;

নেই। কোথায় ভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪) আর এরা যদি অস্বীকার করে, তবে আপনার পূর্বেও এরা রাসূলদেরকে অস্বীকার

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۝٥ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

অইলাল্লা-হি তুর্জা'উল্ উমূর্। ৫। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু ইন্না ওয়া'দা ল্লা-হি হাক্কুন্ ফালা- তাগুর্রন্নাকুমুল্

করেছে, আল্লাহর কাছেই সব প্রত্যাবর্তীত হবে। (৫) হে মানুষ! আল্লাহর ওয়াদা সত্য। পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই

ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝٦ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ

হাইয়া-তুদ্দুন্ইয়া-অলা-ইয়াগুর্রন্নাকুম্ বিল্লা-হিল্ গরূর্। ৬। ইন্নাশ্ শাইত্বোয়ানা লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ ফাত্তাখিযূহু

তোমাদেরকে ধোঁকা প্রদান না করে, প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে। (৬) শয়তান তোমাদের

عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ۝٧ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ

'আদুওঅ-; ইন্নামা-ইয়াদ্'উ হিয্বাহূ লিইয়াকূনূ মিন্ আছ্হা-বিস্ সা'ঈর্। ৭। আল্লাযীনা কাফারূ লাহুম্

শত্রু, কাজেই তাকে শত্রুই ভাব; সে দলকে তো কেবল এজন্য ডাকে যেন জাহান্নামী হয়।(৭) আর যারা কাফেরদের তাদের

আয়াত-৩ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কথা বর্ণনার পর এখানে তাঁর পরিপূর্ণ অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা করছেন। বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর এবং তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আর সেই কৃতজ্ঞতা হল একত্ববাদী হওয়া এবং শিরক বর্জন করা। অতঃপর তিনি এখানে দুইটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায়ে দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে তিনিই তোমাদের ইলাহ, স্রষ্টা ও প্রথম সৃজনকারী। এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব। এটি বর্ণিত প্রথম অনুগ্রহ। দ্বিতীয় অনুগ্রহ হল, তোমাদের সৃষ্টির পর তোমাদেরকে বর্তমান রাখার জন্য আসমান যমীন হতে জীবিকা দান করা। এ ব্যবস্থাও তিনিই করেন, যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে বর্তমান রেখেছেন। সুতরাং, এতবড় নিয়ামতের মালিক যখন আল্লাহ্ তখন এ ফলাফলই বেরিয়ে আসে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। সুতরাং তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে বিপরীত দিকে কোথায় যাচ্ছ?

১ ع ৭ ১৩ রুকু

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

'আযা-বুন্ শাদীদ্; অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লি- হাতি লাহুম্ মাগ্‌ফিরতুঁও অআজ্‌রুন্ কাবীর্।

জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি; যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।

⑧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي

৮। আফামান্ যুইয়্যিনা লাহূ সূ — য়্যু 'আমালিহী ফারয়া-হু হাসানা-; ফাইন্নাল্লা-হা ইয়ুদ্বিল্লু মাইঁ ইয়াশা — য়্যু অইয়াহ্দী

(৮) যদি কাকেও তার কুকর্ম মনোরম করে দেখান হয়, তবে সে তা ভাল দেখে। অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ইচ্ছামত বিভ্রান্ত

مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মাইঁ ইয়্যাশা — য়্যু ফালা-তায্‌হাব্ নাফ্‌সুকা 'আলাইহিম্ হাসার-ত্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম বিমা-ইয়াছ্‌না'ঊন্।

করেন ও ইচ্ছামত পথ দেখান। আপনার মন যেন তাদের জন্য আফসোস না করে। তাদের কৃত কর্ম আল্লাহ জানেন।

⑨ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ

৯। অল্লা-হুল্লাযী ~ আর্‌সালার্ রিয়াহা ফাতুছীরু সাহা-বান্ ফাসুক্বনা-হু ইলা-বালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআহ্ইয়াইনা-বিহিল্

(৯) নিশ্চয়ই আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, তার পর তা মেঘ সঞ্চালিত করে, আমিই তাকে পরিচালিত করি মৃত ভূমির দিকে,

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ⑩ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ

আর্‌দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-; কাযা-লিকান্ নুশূর্। ১০। মান্ কা-না ইয়ুরীদুল্ 'ইয্‌যাতা ফালিল্লা-হিল্ 'ইয্‌যাতু

তারপর তার পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবন্ত করি। এভাবেই মানুষ কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থান হবে। (১০) কেউ যদি মর্যাদা

جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ

জ্বামী'আ-; ইলাইহি ইয়াছ্'আদুল্ কালিমুত্ব্ ত্বোয়াইয়িবু অল্ 'আমালুছ্ ছোয়া-লিহু ইয়ার্‌ফা'উহ্ ;অল্লাযীনা

চায় তবে সে জেনে রাখুক, সমস্ত মর্যাদা তো কেবল আল্লাহর। পবিত্রবাণী তার কাছেই ওঠে। নেক কাজ তাঁকে তুলে দেয়।

يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ⑪ وَاللَّهُ

ইয়াম্‌কুরূনাস্ সাইয়িয়া-তি লাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদ্; অমাক্‌রু উলা — য়িকা হুওয়া ইয়াবূর্। ১১। অল্লা-হু

মন্দ কাজে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে

خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ

খলাক্বকুম্ মিন্ তুর-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ ছুম্মা জ্বা'আলাকুম্ আয্‌ওয়া জ্বা-; অমা-তাহ্‌মিলু মিন্ উনছা-

মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে; পরে তোমাদেরকে যুগল করলেন, আর তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ

অলা- তাদ্বোয়াউ ইল্লা-বিইল্‌মিহ্; অমা-ইয়ু'আম্মারু মিম্ মু'আম্মারিও অলা-ইয়ুন্‌কছু মিন্ 'উমুরিহী ~ ইল্লা-ফী কিতা-ব্;

করে না এবং সন্তান প্রসব করে না। আর এভাবে কারো হায়াত না বৃদ্ধি করা হয় আর না কমানও হয়, তা নির্ধারিত আছে।

৫৮ ।

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ

ইন্না যা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ১২। অমা-ইয়াস্তাওয়িল্ বাহ্‌র-নি হাযা-'আয্‌বুন্ ফুরা-তুন্ সা — য়িগুন্

নিশ্চয়ই একাজ আল্লাহর কাছে অতিব সহজ। (১২) আর দু নদী সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট, পিপাসা নিবারণকারী,

شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ

শার-বুহূ অহা-যা-মিল্‌হুন্ উজা-জ্; অমিন্ কুল্লিন্ তা''কুলূনা লাহ্‌মান্ ত্বোয়ারিয়্যাঁও অতাস্‌তাখ্‌রিজূনা

আর অপরটি লোনা, খর। তোমরা প্রত্যেকটি হতে তাজা মাছ আহরণ কর, তোমরা তোমাদের পরিধেয় অলংকার বের কর;

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

হিল্‌ইয়াতান্ তাল্‌বাসূনাহা-অতারাল্ ফুল্‌কা-ফীহি মাওয়া-খির লিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্।

দেখছেন যে, নৌযান কিভাবে তার বুক চিরে চলে, যেন তোমরা অনুগ্রহ তালাশ কর। আর যাতে তেমারা কৃতজ্ঞ হও।

﴿١٣﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

১৩। ইয়ূলিজুল্লাইলা ফিন্ নাহা-রি অ ইয়ূলিজুন্নাহা-র ফি ল্লাইলি অসাখ্‌খরশ্ শাম্‌সা অল্ ক্বমার

(১৩) তিনি রাতকে দিবসের মধ্যে, দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রত্যেকে

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

কুল্লুইঁ ইয়াজ্‌রী লিআজ্বালিম্ মুসাম্মা; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্ লাহুল্ মুল্‌ক্; অল্লাযীনা তাদ্'ঊনা মিন্

নির্দিষ্ট কাল চলে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব তাঁরই জন্য সার্বভৌমত্ব। তাঁকে ছাড়া যাকে তোমরা আহ্বান কর, তারা তো

دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٤﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا

দূনিহী মা- ইয়াম্‌লিকূনা মিন্ ক্বিত্বমীর্। ১৪। ইন্ তাদ্'উহুম্ লা-ইয়াস্‌মা'ঊ দুআ' — য়াকুম্ অলাও সামি'ঊ

খেজুরের আটির মালিকও নয়। (১৪) যদি তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর তবুও তোমাদের আহ্বান তারা শুনবে না,

مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ

মাস্‌তাজ্বা-বূ লাকুম্; অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াক্‌ফুরূনা বিশির্‌কিকুম্; অলাইয়ুনাব্বিয়ুকা মিছ্‌লু

শুনলেও সাড়া দেবে না; কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক্ সাব্যস্ত করাকে প্রত্যাখ্যান করবে। অভিজ্ঞ আল্লাহর ন্যায়

خَبِيرٍ ﴿١٥﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

খবীর্। ১৫। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু আন্‌তুমুল্ ফুক্বার — য়ু ইলাল্লা-হি অল্লা-হু হুওয়াল্ গানিয়্যুল্ হামীদ্।

কেউই আপনাকে খবর দেবে না। (১৫) হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী; আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

তিন চতুর্থাংশ ● ২

ع ৯ ১৪ রুকু

আয়াত-১২ ঃ অর্থাৎ কুফর আর ইসলাম সমান নয়। আল্লাহ্ কুফরকে পরাভূত করবেনই। যদিও তোমরা উভয় হতে উপকৃত হবে। মুসলমানদের থেকে দ্বীনের শক্তি, আর কাফের হতে জিযিয়া, খাজনা ইত্যাদি দ্বারা। গোশ্‌ত, অর্থাৎ মিষ্টি মাছ ও লবণাক্ত উভয় প্রকার সমুদ্র হতে পাওয়া যায়। আর অলঙ্কার অর্থাৎ মুক্তা, মুগা ও মণি ইত্যাদি অধিকক্ষেত্রে লবণাক্ত আর কখনও কখনও মিষ্টি সমুদ্রেও পাওয়া যায়। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-১৩ঃ সব কিছুর মালিক আল্লাহ, তাঁর রাজত্বে কারও কোন মালিকানা নেই। কিয়ামত দিবসে মুশারিকরা তাদের উপাস্যদের নিকটস্থ হলে তারা রেগে বলবে- তোমরা মিথ্যাবাদী। আমরা কি তোমাদেরকে সাহায্য চাইতে বলেছিলাম? আমাদের তো অক্ষমই ছিলাম। যাও যেমন করেছে তেমন ভুগবে। এভাবে আল্লাহ্ মুশ্‌রিকদের বিশ্বাসের মূল কর্তন করে দিলেন। (ইমামুল হিন্দ)

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

১৬। ইঁইয়্যাশা'' ইয়ুয্‌হিব্‌কুম্ অইয়া''তি বিখল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ১৭। অমা-যা-লিকা 'আলা ল্লা-হি বি'আযীয্।
(১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করে নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। (১৭) আর এরূপ করা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ ﴿١٨﴾

১৮। অলা-তাযিরু অ-যিরাতুঁও ওয়িয্‌র- উখ্‌র-;অইন্ তাদ্'উ মুছ্‌ক্বলাতুন্ ইলা-হিম্‌লিহা লা- ইয়ুহ্‌মাল্ মিন্‌হু
(১৮) কোন বোঝার বহনকারী অপরের কোন বোঝা বহন করবে না, ভারগ্রস্ত তার ভার বইতে কাকেও ডাকলে কেউই

شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا

শাইয়ুঁও অলাও কা-না যা-ক্বুর্‌বা-; ইন্নামা-তুন্‌যিরুল্ লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রব্বাহুম্ বিল্‌গইবি অআক্ব-মুছ্
বহন করবে না, যদিও নিকট আত্মীয় হয়। আপনি সতর্ক করুন,কেবল তাদেরকে যারা না দেখে রবকে ডরায় ও নামায

الصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَمَا يَسْتَوِي

ছলাহ্; অমান্ তাযাক্কা- ফাইন্নামা-ইয়াতযাক্কা- লিনাফ্‌সিহ্; অইলাল্লা- হিল্ মাছীর্। ১৯। অমা- ইয়াস্‌তাওয়িল্
প্রতিষ্ঠা করে। যে নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের জন্যই করে। আল্লাহর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) সমান নয়,

الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُمَٰتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢١﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢٢﴾ وَمَا

আ'মা- অল্‌বাছীর্। ২০। অলাজ্জুলুমাতু অলা-ন্নূর্। ২১। অলাজ্জিল্লু অলাল্ হারূর্। ২২। অমা-
অন্ধ আর চক্ষুষ্মান। (২০) আর সমান নয় অন্ধকার আর আলো। (২১) আর না সমান ছায়া ও রৌদ্র। (২২) আর

يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ

ইয়াস্ তাওয়িল্ আহ্‌ইয়া — য়ু অলাল্ আম্‌ওয়া-ত্; ইন্নাল্লা -হা ইয়ুস্‌মি'উ মাইঁ ইয়াশা — য়ু অমা ~ আন্‌তা বিমুস্‌মি'ইম্
জীবিত আর মৃত এক নয়; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করিয়ে থাকেন। আর আপনি তাদেরকে শ্রবণ করাতে সক্ষম নন,

مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿٢٣﴾ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ

মান্ ফিল্ ক্বুবূর্। ২৩। ইন্ আন্‌তা ইল্লা-নাযীর্। ২৪। ইন্না ~ আর্‌সাল্‌না- কা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি বাশীরাঁও অনাযীর-;
যারা কবরবাসী। (২৩) আপনি সাবধানকারী মাত্র। (২৪) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٥﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن

অইম্মিন্ উম্মাতিন্ ইল্লা-খলা-ফীহা-নাযীর্। ২৫। অইঁ ইয়ুকায্যিবূকা ফাক্বদ্ কায্‌যাবাল্ লাযীনা মিন্
ও সতর্ককারীরূপে; প্রত্যেক জাতির কাছে সতর্ককারী এসেছে।(২৫) এরা যদি আপনাকে মিথ্যা বলে তবে, পূর্ববর্তীদেরকেও

قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَٰبِ الْمُنِيرِ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ

ক্ব্‌লিহিম্ জ্বা — য়াত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়িনা-তি অবিয্‌যুবুরি অবিল্ কিতা-বিল্ মুনীর্। ২৬। ছুম্মা আখায্ তুল্
এরা মিথ্যা বলেছে, তাদের কাছে রাসূলরা নিদর্শন, স্মারক ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে এসেছেন। (২৬) পরে কাফেরদেরকে

ع ১২ ১৫ রুকু

الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

লাযীনা কাফারূ ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ২৭। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্

পাকড়াও করেছি, কী মারাত্মক ছিল আমার আযাব! (২৭) আপনি কি দেখেন নি যে, আল্লাহ বর্ষণ করেন আকাশ হতে

فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

ফাআখ্‌র জ্বনা-বিহী ছামার-তিম্ মুখ্‌তালিফান্ আল্‌ওয়া-নুহা-; অমিনাল্ জ্বিবা-লি জ্বুদাদুম্ বীদ্বুঁও অহুম্‌রুম্ মুখ্‌তালিফুন্

পানি, অতঃপর আমি তা হতে বিভিন্ন রং এর ফল উদ্‌গত করেছি, (এভাবে) পর্বতমালাও রয়েছে যার বিভিন্ন অংশে সাদা,

أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ

আল্‌ওয়ানুহা- অ গরা-বীবু সূদ্। ২৮। অমিনান্ না-সি অদ্ দাওয়া — ব্বি অল্ আন্‌'আ-মি মুখ্‌তালিফুন্

লাল ও কাল গিরি পথ আছে। (২৮) আর এভাবে মানবজাতি, প্রাণীসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বিভিন্ন রং রয়েছে।

أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ☆

আল্‌ওয়া-নুহূ কাযা-লিক্; ইন্নামা-ইয়াখ্‌শাল্লা-হা মিন্ 'ইবা-দিহিল্ 'উলামা — য়; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ গফূর্।

নিশ্চয়ই আল্লাহকে ঐ সব বান্দাহরাই ভয় করে থাকে যারা জ্ঞান রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী মহা ক্ষমাশীল।

﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

২৯। ইন্নাল্লাযী না ইয়াত্‌লূ না কিতাবা-ল্লা-হি অ আক্বা-মুছ্ ছলা-তা অ আন্‌ফাক্বূ মিম্মা- রযাক্ব্‌না-হুম্ সির্‌রাঁও

(২৯) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পড়ে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, প্রাপ্ত রিয্‌ক হতে গোপনে, প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই এমন

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٣٠﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن

'আলা-নিয়াতাঁই ইয়ার্‌জ্বূনা তিজ্বা-রতাল্লান্ তাবূর্। ৩০। লিইয়ু ওয়াফ্‌ফিয়াহুম্ উজ্বূরহুম্ অইয়াযীদাহুম্ মিন্

ব্যবসার আশা করতে পারে যাতে কখনও লোকসান হবে না। (৩০) যেন তিনি তাদের কর্মফল স্বীয় করুণায় বেশি

فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣١﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

ফাদ্বলিহ্; ইন্নাহূ গফূরুন্ শাকূর। ৩১। অল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা মিনাল্ কিতা-বি হুওয়াল্ হাক্বক্বু

দেন, নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আপনার প্রতি আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সম্পূর্ণ সত্য।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ

মুছোয়াদ্দিক্বল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহ্; ইন্না ল্লা-হা বি'ইবা-দিহী লাখাবীরুম্ বাছীর্। ৩২। ছুম্মা আওরছ্না নাল্ কিতা-বাল্লাযীনাছ্

যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন, দেখেন। (৩২) অতঃপর মনোনীত বান্দাহদেরকে

আয়াত-২৮ ঃ অর্থাৎ কেবল উদ্ভিদ ও নির্জীব পদার্থ সমূহেই এ বিচিত্র লীলা শেষ নয়; বরং জীব-জন্তু সমূহেও এই বিচিত্র শোভা বিদ্যমান আছে। স্বয়ং মানুষের প্রতি লক্ষ্য কর– একই মাতা-পিতা হতে একই অঞ্চলে জন্মিয়ে একই আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে ও ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন রং-এর হয়– কেউ কাল, কেউ বা ফরসা। যমীনে বিচরণকারী কীট-পতঙ্গ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি দেখ একই বিভাগের প্রাণী অথচ বিভিন্ন রং ও আকৃতির। চতুষ্পদ জন্তুসমূহও এক জাতীয় পশু হওয়া এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করে তাদের নিকট সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে যায় যে, এই সমস্ত আবর্তন-বিবর্তন একমাত্র সেই সর্বাধিনায়ক মহা শক্তি ধর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বেই হচ্ছে। আল্লাহ্‌র এরূপ কুদরতের প্রতি চিন্তাশীল লোকেরা তাঁর শক্তির সামনে সর্বদা ভীত থাকে।

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

ত্বোফাইনা-মিন্ 'ইবা-দিনা- ফামিন্হুম্ জোয়া-লিমুল্ লিনাফ্সিহী অমিন্হুম্ মক্ব্তাছিদুন্ অমিন্হুম্ সা-বিক্বুম্ বিল্খইর-তি
কিতাব প্রদান করলাম, যাদেরকে আমি পছন্দ করেছি, তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ কেউ

بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ

বিইয্নিল্লা-হ্;যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর্। ৩৩। জান্না-তু 'আদ্নিইঁ ইয়াদ্খুলূনাহা-ইয়ুহাল্লাওনা
আল্লাহর আদেশে কল্যাণে অগ্রগামী। এটাই তাদের প্রতি বিরাট করুণা। (৩৩) আর তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে,

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ

ফীহা- মিন্ আসা-ওয়ির মিন্ যাহাবিঁও অলু''লুওয়ান্ অলিবা-সুহুম্ ফীহা-হারীর্। ৩৪। অ ক্ব-লুল্ হাম্দু
সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা পরান হবে; আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবে,

لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ

লিল্লা-হিল্লাযী ~ আয্হাবা 'আন্নাল্ হাযান্; ইন্না রব্বানা-লাগফূরুন্ শাকূর্। ৩৫। আল্লাযী ~ আহাল্লানা-দা-রল্
আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের দুঃখ দূর করলেন; নিশ্চয়ই আমাদের রব বড়ই ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহ

الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ

মুক্ব-মাতি মিন্ ফাদ্বলিহী লা- ইয়ামাস্সুনা-ফীহা-নাছোয়াবুঁও অলা- ইয়ামাস্সুনা-ফীহা-লুগূব্। ৩৬। অল্লাযীনা
আমাদেরকে অনন্ত আবাস দিলেন, সেথায় আমাদের কোন ক্লেশ নেই, সেখানে নেই কোন ক্লান্তি। (৩৬) এবং যারা

كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ

কাফারূ লাহুম্ না-রু জ্বাহান্নামা, লা-ইয়ুক্ব্দ্বোয়া- 'আলাইহিম্ ফাইয়ামূতূ অলা-ইয়ুখাফ্ফাফু 'আন্হুম্ মিন্
কুফ্রী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, তখন মৃত্যুর ফয়সালা হবে না, তাদের শাস্তিও লাঘব করা হবে না।

عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٧﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

'আযা-বিহা-; কাযা-লিকা নাজ্ব্যী কুল্লা কাফূর্। ৩৭। অহুম্ ইয়াছ্তোয়ারিখূনা ফীহা-রব্বানা ~ আখ্রিজ্ব্না-
আমি এ'ভাবেই প্রত্যেক কাফেরকে শাস্তি দেব। (৩৭) আর তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের রব! মুক্তি দাও,

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ

না'মাল্; ছোয়া-লিহান্ গাইরল্লাযী কুন্না-না'মাল্; আওয়ালাম্ নু'আম্মিরকুম্ মা -ইয়াতযাক্কারু ফীহি মান্ তাযাক্কার
ভাল করব, পূর্বে যা করতাম তা আর করব না। আমি কি দীর্ঘ জীবন দেই নি, যেখানে সতর্ক হতে চাইলে, হতে পারতে?

ع ১১ ১৬ ৪ রুকু

وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٨﴾ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ

অজ্বা — য়া কুমুন্নাযীর্; ফাযূক্বূ, ফামা- লিজ্জোয়া-লিমীনা মিন্ নাছীর্। ৩৮। ইন্নাল্লা-হা 'আ-লিমু গইবিস্
সতর্ককারী তোমাদের কাছে এসেছিল; শাস্তি ভোগ কর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।(৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশ মণ্ডল ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٣٩ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ৩৯। হুওয়া ল্লাযী জ্বা'আলাকুম্

পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ জানেন। নিশ্চয়ই তাদের অন্তরের বিষয়সমূহও তিনি অবহিত।(৩৯) তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে

خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ

খালা — য়িফা ফিল্ আরদ্বি; ফামান্ কাফার ফা'আলাইহি কুফ্‌রুহূ; অলা-ইয়াযীদুল্ কা-ফিরীনা কুফ্‌রুহুম্

যমীনে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং যারা কুফুরী করে তাদের কুফুরীর জন্য তারাই দায়ী, কাফেরদের কুফুরী তো তাদের

عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ۝٤٠ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

'ইন্দা রব্বিহিম্ ইল্লা-মাক্ব্‌তান্ অলা-ইয়াযীদুল্ কা-ফিরীনা কুফ্‌রুহুম্ ইল্লা-খসা-র -। ৪০। কুল্ আরয়াইতুম্

রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফুরী তো তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ

شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ

শুরাকা — য়া কুমুল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হ্; আরূনী মা-যা-খলাক্বূ মিনাল্ আর্‌দ্বি

ছাড়া যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছ তাদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও,যমীনের কোন অংশ সৃষ্টি করে থাকলে,

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ

আম্ লাহুম্ শির্‌কুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি, আম্ আ-তাইনা-হুম্ কিতা-বান্ ফাহুম্ 'আলা-বাইয়িনা-তিম্ মিন্‌হু বাল্ ইঁ

না কি আকাশে (সৃষ্টিতে) তাদের অংশ আছে? বা তাদেরকে কোন কিতাব প্রদান করেছি,যা তারা প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারে?

يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ۝٤١ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ

ইঁইয়া'ইদুজ্ জোয়া-লিমূনা বা'দ্বুহুম্ বা'দ্বোয়ান্ ইল্লা-গুরূর-। ৪১। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুম্‌সিকুস্ সামা-ওয়া-তি অল্

বরং জালিমরা পরস্পরকে নিরেট প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।(৪১) আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে ধরে রেখেছেন,

الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ

আর্‌দ্বোয়া আন্ তাযূলা অলায়িন্ যা-লাতা ~ ইন্ আম্‌সাকাহুমা- মিন্ আহাদিম্ মিম্ বা'দিহ্; ইন্নাহূ

যেন তারা স্থানচ্যুত না হয়, আর যদি স্থানচ্যুত হয়, তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারবে না। তিনি

كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝٤٢ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ

কা-না হালীমান্ গফূর-। ৪২। অআক্ব্‌সামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্‌দা আইমা-নিহিম্ লায়িন্ জ্বা — য়াহুম্ নাযীরুল্ লাইয়াকূ নান্না

সহনশীল, ক্ষমাশীল। (৪২) আর তারা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলত যে, সতর্ককারী আসলে অন্য সকল সম্প্রদায়ের

اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا

আহ্‌দা- মিন্ 'ইহ্‌দাল্ উমামি ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুম্ নাযীরুম্ মা-যা-দাহুম্ ইল্লা-নুফূর-।

পূর্বে তারাই সৎপথ কবূলকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যখন সতর্ককারী তাদের নিকট আসল তখন তাদের বিমুখতাই বাড়ল।

٤٣ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا

৪৩। নিস্ তিক্বা-রান্ ফিল্ আরদ্বি অমাক্‌র-স্ সাইয়্যিয়ি; অলা-ইয়াহীক্বুল্ মাক্‌রুস্ সাইয়্যিয়ু ইল্লা-

(৪৩) যমীনে তাদের আত্ম অহংকার এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে। আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল উদ্যোক্তার উপরেই পতিত হয়ে থাকে।

بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

বিআহ্‌লিহ্; ফাহাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লা-সুন্নাতাল্ আউয়্যালীনা ফালান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি

অতএব তারা কি তবে তাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদের নীতির প্রতীক্ষায় রয়েছে? আর আল্লাহর নীতিতে আপনি কোন পরিবর্তন

تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ٤٤ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

তাব্‌দীলান্ অলান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাহ্‌ওয়ীলা-। ৪৪। আওয়া লাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি

কখনও পাবেন না, আর সে নীতিতে আপনি কোন নড়চড়ও পাবেন না। (৪৪) তারা কি যমীনে ভ্রমন করেনি? যদি করত

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ

ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না আ-'ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ অকা ~ নূ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বূওয়্যাহ্;

তবে তারা দেখতে পেত কেমন পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী লোকদের। তারা তো তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিধর ছিল,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا

অমা-কা- নাল্লা-হু লিইয়ু'জ্বিযাহূ মিন্ শাইয়িন্- ফিস্ সামা-ওয়াতি অলা-ফিল্ আরদ্ব; ইন্নাহূ কা-না 'আলীমান্

কিন্তু আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তার কোন বস্তু আল্লাহকে অক্ষম করার নেই। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় জ্ঞানবান

قَدِيرًا ٤٥ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ

ক্বাদীর-। ৪৫। অলাও ইয়ুয়া-খিযু ল্লা-হুন্ না-সা বিমা-কাসাবূ মা-তারকা 'আলা-জোয়াহ্‌রিহা- মিন্ দা — ব্বাতিঁও অলা-কিঁই

শক্তিমান। (৪৫) আর যদি আল্লাহ মানুষের কর্মের কারণে শাস্তি দিতেন, তবে কোন বস্তুকে রেহাই দিতেন না, তবে তিনি নির্দিষ্টকাল

يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

ইয়ুয়াখ্‌খিরু হুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ফাইযা জ্বা ~ য়া আজ্বালুহুম্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না বি'ইবা-দিহী বাছীর-

পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর যখন ঐ সময় এসে পৌছবে, তখন আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহদের সব দেখেন।

৫ রুকু ৪ ১৭

সূরা ইয়া-সীন্

মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৩
রুকূ ঃ ৫

يس ١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১। ইয়া-সী — ন্ ২। অল্ কুর্‌র আ-নিল্ হাকীম্। ৩। ইন্নাকা লামিনাল্ মুরসালীন্। ৪। 'আলা-ছির-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্।

(১) ইয়া সী ন, (২) শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, (৩) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলদের একজন। (৪) সরল সঠিক পথে আছেন।

۵ تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ ۝٦ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ اٰبَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غٰفِلُوۡنَ ۝٧ لَقَدۡ

৫। তান্যীলাল্ 'আযীযির্ রহীম্। ৬। লিতুন্যিরা ক্বওমাম্ মা ~ উন্যিরা আ-বা — য়ুহুম্ ফাহুম্ গ-ফিলূন্ ।৭। লাক্বাদ্
(৫) পরাক্রমশালী দয়ালুর অবতারিত, (৬) যেন জাতিকে সর্তক করেন, যাদের পূর্বপুরুষদের সর্তক করা হয়নি। তারা উদাসীন ছিল। (৭) তাদের

حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤى اَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝٨ اِنَّا جَعَلۡنَا فِىۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ اَغۡلٰلًا

হাক্ব্ক্বল্ ক্বওলু 'আলা ~ আক্ছারিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়ু'মিনূন্। ৮। ইন্না-জ্বা'আল্না-ফী ~ আ'না-ক্বিহিম্ আগ্লা-লান্
অধিকাংশ লোকের জন্য স্থির হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।(৮) আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত শিকল লাগিয়ে

فَهِىَ اِلَى الۡاَذۡقَانِ فَهُمۡ مُّقۡمَحُوۡنَ ۝٩ وَجَعَلۡنَا مِنۡۢ بَيۡنِ اَيۡدِيۡهِمۡ سَدًّا وَّمِنۡ

ফাহিয়া ইলাল্ আয্ক্বা-নি ফাহুম্ মুক্ব্ মাহূন্। ৯। অজ্বা'আল্না-মিম্ বাইনি আইদী হিম্ সাদ্দাঁও অমিন্
দিয়েছি, ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে আছে। (৯) আর আমি তাদের সামনেও প্রাচীর রেখে দিয়েছি আর তাদের পেছনে প্রাচীর

خَلۡفِهِمۡ سَدًّا فَاَغۡشَيۡنٰهُمۡ فَهُمۡ لَا يُبۡصِرُوۡنَ ۝١٠ وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ

খল্ফিহিম্ সাদ্দান্ ফায়াগ্শাইনা-হুম ফাহুম্ লা-ইয়ুব্ছিরূন্। ১০। অসাওয়া — য়ুন্ 'আলাইহিম্ আ আন্যার্তাহুম্ আম্
রেখে দিয়েছি, তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। (১০) আর আপনি তাদেরকে সর্তক করেন আর না করেন,

لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝١١ اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَخَشِىَ الرَّحۡمٰنَ

লাম্ তুন্যির্হুম্ লা-ইয়ু''মিনূন্। ১১। ইন্নামা-তুন্যিরু মানিত্তাবা'আয্ যিকর অখশিয়ার্ রাহ্মা-না
তাদের নিকট সবই সমান, তারা ঈমান আনবে না। (১১) আপনি কেবল তাকেই সাবধান করতে পারেন, যে উপদেশ

بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَّاَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ۝١٢ اِنَّا نَحۡنُ نُحۡىِ الۡمَوۡتٰى وَنَكۡتُبُ

বিল্গাইবি ফাবাশ্শির্হু বিমাগ্ফিরতিঁও অআজ্ব্ রিন্ কারীম্। ১২। ইন্না-নাহ্নু নুহ্য়িল্ মাওতা- অনাক্তুবু
মান্যকারী এবং না দেখে দয়াময়ের ভয়ে ভীত, তাকে ক্ষমা ও সুপ্রতিদানের সুসংবাদ দিন। (১২) মৃতকে আমিই জীবিত করি,

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণীত রসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীন কোরআনের হৃদপিণ্ড। ইমাম গাযযালী (রঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় পরকাল ও হাশর-নশরের বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতের প্রতি ঈমান ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার ওপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। আখেরাতের ভয়ই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। কাজেই, দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। তেমনি সূরা ইয়াসিন কোনআনের হৃদপিণ্ড স্বরূপ।

এ সূরার যেমন সূরা ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, এক হাদীছে এর নাম "আযীমা"ও বর্ণিত রয়েছে, তওরাতে এ সূরার নাম "মুয়িম্মাহু" বলে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহ-পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম "শরীফ" বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ "রবীয়া" গোত্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কোন কোন বর্ণনায় এর নাম "মুদাফিয়াও" বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এই সূরা যারা পাঠ করে তাদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে। অনেক বর্ণনায় এর নাম "কাফিয়া" ও উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন পূর্ণ করে। (রূহুল মা'আনী)

"ইয়া-সী—ন" শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি হল, এটি খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তফসীরের সংক্ষিপ্ত সারে এ কথাই বলা হয়েছে। আহকামুল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালিকের উক্তি, এটি আল্লাহ পাকের অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এক বর্ণনায় তা-ই বর্ণিত হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এটি আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ "হে মানুষ" আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (ছঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবায়ের (রাঃ)-এর বক্তব্য হতে জানা যায়, "ইয়াসীন" রসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নাম। রুহুল মা'আনীতে আছে ইয়া ও সীন এ দুটি অক্ষর দিয়ে নবী করীম (ছঃ)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য লুকায়িত রয়েছে।

مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ

মা-ক্বাদ্দামূ অআ-ছা-রহুম্; অকুল্লা শাইয়িন্ আহ্ছোয়াইনা-হু ফী ~ ইমা-মিম্ মুবীন্। ১৩। অদ্বরিব্ লাহুম্
এবং তাদের কৃত কর্ম ও স্মৃতিচিহ্ন লিখে রেখেছি; প্রত্যেক বিষয়ই স্পষ্টভাবে লিপিতে সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) তাদেরকে এক

مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

মাছালান্ আছ্হা-বাল্ ক্বরইয়াহ্; ইয্ জ্বা — য়াহাল্ মুরসালূন্। ১৪। ইয্ আরসালনা ~ ইলাইহিমুছ্ নাইনি
জনপদবাসীর উপমা দিন, যখন তাদের কাছে আগমন করেছিল কয়েকজন রাসূল। (১৪) যখন দুজন রাসূল পাঠালাম, তখন তারা

فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ

ফাকায্যাবূহুমা- ফা'আয্যায্না-বিছা-লিছিন্ ফাক্ব-লূ ~ ইন্না ~ ইলাইকুম্ মুরসালূন্। ১৫। ক্বা-লূ মা ~
তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তৃতীয় জন দ্বারা তাদেরকে সহায়তা দিলাম; তারা বলল ,আমরা রাসূলই।(১৫) তারা বলল,

اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ

আন্তুম ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্লুনা- অমা ~ আন্যালার্ রহ্মা-নু মিন্ শাইয়িন্ ইন্ আন্তুম ইল্লা-তাক্যিবূন্।
তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, কিছু নাযিল করেন নি দয়াময় আল্লাহ তোমাদের প্রতি, তোমরা মিথ্যা বলছ।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

১৬। ক্বা-লূ রব্বুনা-ইয়া'লামু ইন্না ~ ইলাইকুম্ লামুরসালূন্। ১৭। অমা- 'আলাইনা ~ ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্।
(১৬) রাসূলরা বলল, আমাদের রব জানেন, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল। (১৭) আমাদের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্ট প্রচার করা

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

১৮। ক্বা-লূ ~ ইন্না-তাত্বোয়াইয়্যার্না-বিকুম্, লায়িল্লাম্ তান্তাহূ লানার্ জুমান্নাকুম্ অলা-ইয়ামাস্ সান্নাকুম্
(১৮) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে কুলক্ষণ মনে করি। যদি বিরত না হও তবে প্রস্তরাঘাত করব, আমাদের

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ

মিন্না-'আযা- বুন্ আলীম্। ১৯। ক্বা-লূ ত্বোয়া — য়িরুকুম্ মা'আকুম্ আয়িন্ যুক্কিরতুম্; বাল্ আন্তুম্ ক্বওমুম্
পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি পৌঁছবে।(১৯) তারা বলল, তোমাদের কুলক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই। তোমরা উপদেশ পেয়েছ, নাকি

مُّسْرِفُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ

মুস্রিফূন্। ২০। অজ্বা — য়া মিন্ আক্ব্ছোয়াল্ মাদীনাতি রাজুলুঁই ইয়াস্'আ-ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমিত
তোমরা সীমালংঘণকারী?(২০) আর শহরের অপর প্রান্ত হতে এক লোক দৌড়ে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা!

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

তাবি'উল্ মুরসালীন্ ২১। ইত্তাবি'উ মাল্লা-ইয়াস্য়ালুকুম্ আজ্রাঁও অহুম্ মুহ্তাদূন্।
তোমরা আনুগত্য কর রাসূলদের।(২১) আর অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কিছু চায় না, আর তারা নিজেরাও পথপ্রাপ্ত।

পারা ২৩

﴿২২﴾ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿২৩﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ

২২। অমা-লিয়া লা ~ আ'বুদুল্লাযী ফাত্বোয়ারানী অ ইলাইহি তুর্জা'উন্। ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী ~

(২২) কি হল, আমি কি স্রষ্টার ইবাদাত করব না? তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (২৩) আমি কি বানাব তাঁকে

ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ

আ- লিহাতান্ ইঁইয়্যুরিদ্নির্ রহমা-নু বিদ্বুর্রিল্ লা-তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম্ শাইয়াঁও অলা-ইয়ুন্ক্বিযূন্।

ছাড়া এমন কোন ইলাহ? রহমান আমার ক্ষতি করলে তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, উদ্ধারও করতে পারবে না।

﴿২৪﴾ إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿২৫﴾ إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿২৬﴾ قِيلَ ادْخُلِ

২৪। ইন্নী ~ ইযাল্লাফী দ্বলা-লিম্ মুবীন্। ২৫। ইন্নী ~ আ-মানতু বিরব্বিকুম্ ফাস্মা'উন্। ২৬। ক্বীলাদ্ খুলিল্

(২৪) এরূপ করলে আমি তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ব। (২৫) শুন, আমি তোমাদের রবে ঈমান আনলাম। (২৬) বলা হল,

الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿২৭﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

জান্নাহ্; ক্ব-লা ইয়ালাইতা ক্বওমী ইয়া'লামূন্। ২৭। বিমা-গফারলী রব্বী অ জা'আলানী মিনাল্ মুক্রমীন্।

জান্নাতে প্রবেশ কর ; বলল, হায়! আমার কওম যদি জানত যে, (২৭) কেন আমার রব আমায় ক্ষমা ও সম্মানিত করলেন,

﴿২৮﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿২৯﴾ إِن

২৮। অমা ~ আন্যাল্না 'আলা- ক্বওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুন্দিম্ মিনাস্ সামা — য়ি অমা- কুন্না-মুন্যিলীন্। ২৯। ইন্

(২৮) তারপর তার কওমের বিরুদ্ধে আমি আকাশ হতে কোন বাহিনী পাঠাই নি, পাঠাবারও প্রয়োজন ছিল না। (২৯) এটা

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿৩০﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم

কা-নাত্ ইল্লা-ছোয়াইহাতাঁও ওয়া-হিদাতান্ ফাইযা-হুম্ খ-মিদূন্। ৩০। ইয়া-হাস্রতান্ 'আলাল্ ইবা-দি মা-ইয়া'তীহিম্

তো কেবল একটি আওয়াজ ছিল, ফলে তারা সবই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।(৩০) আক্ষেপ ঐ সকল বান্দাহদের ওপর, যাদের

مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿৩১﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ

মির্ রসূলিন্ ইল্লা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৩১। আলাম্ ইয়ারও কাম্ আহ্লাক্না-ক্বব্লাহুম্ মিনাল্

নিকট রাসূল আগমন করলেই তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। (৩১) তারা কি দেখে না, ইতোপূর্বে কত জনপদ আমি ধ্বংস

الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿৩২﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

ক্বুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা-ইয়ারজি'উন্। ৩২। অইন্ কুল্লু ল্লাম্মা-জামী'উল্লাদাইনা-মুহ্দ্বোয়ারূন্।

করে দিয়েছি, যারা পুনরায় আর কখনও ফিরে আসবে না?(৩২) আর তাদের সবাইকে আমার কাছে সমবেত করা হবে।

ওয়াকফে গোফরান

রুকু ২ ২০ ১

আয়াত-২৩ ঃ অর্থাৎ তোমরা যাদেরকে তোমাদের উপাস্য সাব্যস্ত করেছ, তাদের তো কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাইলে তিনি তা দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। আর আমি সর্ব শক্তিমান আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসব অক্ষম ও অসহায়দের উপাসনা করলে আমি অত্যন্ত পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-২৯ঃ আল্লাহ্ বলেন, তাদের শহীদ হওয়ার পর অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য আমিও আসমান হতে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করি নি; বরং তাদের ধ্বংসের জন্য কেবল একটি বিকট ধ্বনিই যথেষ্ট হল। তারা মুহূর্তের মধ্যে মৃত হয়ে পড়ে রইল। আল্লাহ্ অনুতাপ করে বলেন-যখনই তাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, তখনই তারা তাকে বিদ্রূপ করল। এটা বুঝতে চেষ্টা করল না যে, দুনিয়াতে কেউ স্থায়ী ছিল না। (তাফঃ হক্কানী)

﴿٣٣﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ *

৩৩। অ আ-ইয়াতু ল্লাহুমুল্ আরদ্বু্ল্ মাইতাতু আহ্ইয়াইনা-হা অ আখ্‌রজ্‌না-মিন্‌হা-হাব্বান্ ফামিন্‌হু ইয়া'কুলূন্।
(৩৩) তাদের জন্য নিদর্শন-মৃত ভূমি, যা আমি জীবিত করি, এবং তা থেকে শস্য বের করি যা তারা আহার করে।

﴿٣٤﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ *

৩৪। অজ্বা'আল্‌না- ফীহা-জান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিঁও অআ'না বিঁও অফাজ্জারনা-ফীহা-মিনাল্ 'উইয়ূন্।
(৩৪) আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুর বাগানসমূহ এবং প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহিত করে দিয়েছি।

﴿٣٥﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ

৩৫। লিয়া''কুলূ মিন্ ছামারিহী অমা 'আমিলাত্‌হু আইদীহিম্; আফালা-ইয়াশ্‌কুরূন্। ৩৬। সুব্‌হা-নাল্লাযী খলাকল্
(৩৫) যেন তারা ফল খেতে পারে, আর তাদের হাতসমূহ এটা সৃষ্টি করেনি; তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না। (৩৬) পবিত্র মহান

الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ

আয্‌ওয়াজ্বা কুল্লাহা-মিম্মা-তুম্‌বিতুল্ আরদ্বু অমিন্ আন্‌ফুসিহিম্ অমিম্মা-লা-ইয়া'লামূন্। ৩৭। অআ-ইয়াতুল্লা হুমুল্
সেই সত্ত্বা, যিনি প্রত্যেককে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ জানে না। (৩৭) তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন রাত,

الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ

লাইলু নাস্‌লাখু মিন্ হুন্নাহা-র ফাইযা-হুম্ মুজ্‌লিমূন্ ৩৮। অশ্‌শাম্‌সু তাজ্বরী লিমুস্‌তাক্বর্‌রিল্লাহা-;
আমি তা হতে দিন বের করি, ফলে তারা তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে পড়ে যায়। (৩৮) আর সূর্য নির্দিষ্ট স্থানে পরিভ্রমণ করে,

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٩﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ

যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ৩৯। অল্ ক্বমার ক্বদ্দার্‌না-হু মানা-যিলা হাত্তা- 'আ-দা কাল্ 'উর্‌জূনিল্
এটা পরাক্রমশীল মহাজ্ঞানীর নির্ধারণী। (৩৯) আর আমি চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন স্তর রেখেছি, অবশেষে জীর্ণ খেজুর শাখার

الْقَدِيْمِ ﴿٤٠﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ

ক্বদীম্। ৪০। লাশ্ শাম্‌সু ইয়াম্‌বাগী লাহা ~ আন্ তুদ্‌রিকাল্ ক্বমার অলাল্লাইলু সা-বিক্বু্ন্ নাহা-র্;
মত হয়ে যায়। (৪০) সূর্যের সাধ্য নেই যে, সে নাগাল পায় চন্দ্রের, রাত-দিনকে অতিক্রম করে না, প্রত্যেকে আপন

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤١﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ *

অ কুল্লু্ন্ ফী ফালাকিইঁ ইয়াস্‌বাহূন্। ৪১। অ আ-ইয়াতুল্লাহুম্ আন্না-হামাল্‌না যুর্‌রিয়্যাতাহুম্ ফিল্ ফুল্‌কিল্ মাশ্‌হূন্।
আপন কক্ষ পথে চলে। (৪১) আর তাদের জন্য নিদর্শন হল, আমি তাদের বংশকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছি।

﴿٤٢﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ

৪২। অখলাক্বনা-লাহুম্ মিম্ মিছ্‌লিহী মা-ইয়ারকাবূন্। ৪৩। অইন্ নাশা''নুগ্‌রিক্বু্ হুম্ ফালা-ছোয়ারীখ লাহুম্ অলা-হুম্
(৪২) তাদের জন্য অনুরূপই বানিয়েছি, যেন তারা আরোহণ করে। (৪৩) আর আমি ইচ্ছা করলে ডুবাতে পারি, তখন না সহায়ক পাবে, না পাবে

يُنْقَذُونَ (৪৪) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (৪৫) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ

ইয়ুন্‌ক্বযূন্। ৪৪। ইল্লা-রহ্‌মাতাম্ মিন্না- অমাতা-'আন্ ইলা-হীন্। ৪৫। অইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাকু মা-বাইনা

তারা মুক্তি। (৪৪) কিন্তু আমার অনুগ্রহ কিছুকাল ভোগ করবে। (৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, সামনে ও পেছনের

أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (৪৬) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ

আইদীকুম্ অমা-খল্‌ফাকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন্। ৪৬। অমা-তা''তীহিম্ মিন্ আ-ইয়া-তীম্ মিন্ আ-ইয়া-তি রব্বিহিম্

বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর, যেন তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৪৬) তাদের রবের কোন আয়াত আসলেই তারা তা

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (৪৭) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

ইল্লা-কা-নূ 'আন্‌হা-মু'রিদ্বীন্। ৪৭। অ ইযা- ক্বীলা লাহুম্ আনফিকু মিম্মা-রযাক্ব কুমুল্লা-হু কু-লাল্লাযীনা

হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর রিযিক হতে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ ~ আনুত্ব্‌ইমু মাল্লাও ইয়াশা — য়ুল্লা-হু আত্ব্‌আমাহূ ~ ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-ফী দোয়ালা-লিম্

বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে আহার করাতে পারেন তাকে কি আমরা আহার করাব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে

مُّبِينٍ (৪৮) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (৪৯) مَا يَنظُرُونَ إِلَّا

মুবীন্। ৪৮। অ ইয়াকু্লূনা মাতা-হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্ ৪৯। মা-ইয়ানুজুরূনা ইল্লা-

আছ। (৪৮) আর বলে, সত্যবাদী হলে বল, কবে এ ওয়াদা পূর্ণ হবে? (৪৯) এরা তো একটি শব্দের অপেক্ষায়, যা

صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (৫০) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ

ছোয়াইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ তা''খুযুহুম্ অহুম্ ইয়াখিছ্ছিমূন্। ৫০। ফালা-ইয়াস্‌তাত্বী'উনা তাওছিয়াতাঁও অলা ~ ইলা ~

তাদেরকে পাকড়াও করবে এমন অবস্থায় যে, তারা পরস্পর বাকবিতণ্ডতায় লিপ্ত থাকবে। (৫০) না উপদেশ দিতে সমর্থ হবে, না

أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (৫১) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ☆

আহ্‌লিহিম্ ইয়ারজ্বি'উন্। ৫১। অনুফিখ ফিছ্ ছূরি ফাইযা-হুম্ মিনাল্ আজ্‌দা-ছি ইলা-রব্বিহিম্ ইয়ান্‌সিলূন্।

পরিবারে ফিরে যেতে পারবে। (৫১) যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা স্বীয় রবের দিকে কবর হতে ছুটে আসবে।

(৫২) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ

৫২। ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা-মাম্ বা'আছানা-মিম্ মারক্বাদিনা-,হা-যা-মা-অ'আদার্ রহ্‌মা-নু অ ছদাক্বাল্

(৫২) তারা বলবে, হায়! নিদ্রা হতে কে আমাদেরকে জাগ্রত করল? দয়াময় তো এ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, আর

টীকা-১। আয়াত-৪৭ ঃ কাফেররা কিয়ামতের বর্ণনা শুনে বিদ্রূপ ও আশ্চর্যবোধ করে মুসলমানদের বলত, তোমাদের কথানুযায়ী কিয়ামত যদি আসে তবে তোমরা আরামে থাকবে আর আমরা শাস্তিতে থাকব। আচ্ছা বল তো সে কিয়ামত কবে হবে? উত্তরে আল্লাহ বলেন– তাদেরকে এক বিকট ধ্বনির অপেক্ষা করা উচিত। মানুষ তাদের প্রতিদিনের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকবে, অকস্মাৎ এক ভীষণ শব্দ এসে সমস্ত জগত ধ্বংস করে ফেলবে। চল্লিশ বছর পর আবার ইসরাফিলের দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সব মানুষ পুনরায় কবর হতে উঠে বলাবলি করতে থাকবে কে আমাদেরকে ঘুম হতে জাগাল? তখন মু'মিনরা বলবে-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদানুযায়ী এটিই কিয়ামত। (ইবঃ কাঃ, তাফঃ খাযেন)

ওয়াকফে গোফরান   ওয়াকফে মনযিল   রুকু ২/১৮ ৩ ع   ওয়াকফে লাযেম

الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

মুর্সালূন্। ৫৩। ইন্ কা- নাত্ ইল্লা- ছোয়াইহাতাঁও ওয়া-দাহিদাতান্ ফাইযা-হুম্ জ্বামী'উল্ লাদাইনা-
রাসূলরা সত্যই বলেছেন। (৫৩) ওটা তো হবে কেবল একটি বিকট শব্দ, যার ফলে তাদের সবাই আমার সামনে এসে

مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

মুহ্দ্বোয়ারূন্। ৫৪। ফাল্ ইয়াওমা লা-তুজ্লামু নাফ্সুন্ শাইয়াঁও অলা-তুজ্ যাওনা ইল্লা-মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্।
উপস্থিত হবে।(৫৪) আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না, এবং প্রত্যেকেই যার যার আমল অনুসারে প্রতিদান পাবে।

﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ

৫৫। ইন্না আছ্হা-বাল্ জ্বান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিন্ ফাকিহূন্। ৫৬। হুম্ অআয্ওয়া-জুহুম্ ফী জিলা-লিন্
(৫৫) জান্নাতের অধিবাসিরা এ দিন আহ্লাদে নিমগ্ন থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত

عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قف

'আলাল্ আর — য়িকি মুত্তাকিয়ূন্। ৫৭। লাহুম্ ফীহা-ফা-কিহাতুঁও অলাহুম্ মা- ইয়াদ্দা'উন্। ৫৮। সালা-মুন্
পালঙ্কে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। (৫৭) সেখানে তারা ফল-মূল পাবে, ইচ্ছা মত সব পাবে। (৫৮) দয়ালু রবের

قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

ক্বওলাম্ মির্ রব্বির্ রহীম্। ৫৯। ওয়াম্তা-যুল্ ইয়াওমা আইয়ুহাল্ মুজ্ রিমূন্। ৬০। আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম্
পক্ষ হতে বলা হবে 'সালাম', (৫৯) আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। (৬০) আমি কি তোমাদেরকে

يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي

ইয়া-বানী ~ আ-দামা আল্লা-তা'বুদুশ্ শাইত্বোয়া-না ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ মুবীন্। ৬১। অআ নি'বুদূনী
বলিনি? হে বণী আদম! শয়তানের উপাসনা কর না? সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(৬১) আর কেবল মাত্র আমারই দাসত্ব

هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

হা-যা-ছির- তুম্ মুস্তাক্বীম্। ৬২। অলাক্বদ্ আদ্বোয়াল্লা মিন্কুম্ জ্বিবিল্লান্ কাছীর-; আফালাম্ তাকূনূ তা'ক্বিলূন্।
কর, এটাই সরল পথ। (৬২) আর শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

৬৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম্ তূ'আদূন্। ৬৪। ইছ্লাওহাল্ ইয়াওমা বিমা-কুন্তুম্ তাক্ফুরূন্।
(৬৩) এটাই সে জাহান্নাম যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। (৬৪) তোমাদের কুফ্রীর কারণে আজ তাতে প্রবেশ কর।

﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا

৬৫। আল্ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা ~ আফ্ওয়া-হিহিম্ অ তুকাল্লিমুনা ~ আইদীহিম্ অতাশ্হাদু আর্জুলুহুম্ বিমা-কা-নূ
(৬৫) আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, এদের পা এদের কৃতকর্মের

ওয়াকুফে গোফরান

يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ

ইয়াক্সিবূন্। ৬৬। অলাও নাশা — য়ু লাত্বোয়ামাস্না-'আলা ~ আ' ইয়ুনিহিম্ ফাস্তাবাকুছ্ ছির-ত্বোয়া ফাআন্না-ইয়ুব্ছিরূন্।
সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের চোখ নষ্ট করেদিতে পারি, পথ চলতে চাইলে তারা কিভাবে দেখবে?

৪ ع ১৭ ৩ রুকু

﴿٦٧﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

৬৭। অলাও নাশা — য়ু লামাসাখ্না-হুম্ 'আলা-মাকা-নাতিহিম্ ফামাস্ তাত্বোয়া-'উ মুদ্বিয়্যাওঁ অলা- ইয়ার্জ্বি'ঊন্।
(৬৭) আর আমি ইচ্ছা করলে স্ব-স্ব স্থানে বিকৃত করতে পারতাম, চলতে পারত না, প্রত্যাবর্তন করতেও পারত না।

﴿٦٨﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

৬৮। অ মান্ নু'আ ম্মির্হু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খল্ক্ব্; আফালা-ইয়া'ক্বিলূন্। ৬৯। অমা-'আল্লাম্না-হুশ্ শি'রা অমা-
(৬৮) যাকে আমি দীর্ঘ জীবন দিই তার আকৃতি কুজো করি, তবুও কি তারা বুঝবে না? (৬৯) আমি তাকে কবিতা শিখাই নি,

يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ

ইয়াম্বাগী লাহ্; ইন্ হুওয়া ইল্লা-যিক্রুঁও অকুর্আ-নুম্ মুবীন্।৭০। লিইয়ুন্যির মান্ কা-না হাইয়্যাঁও অ ইয়াহিক্কাল্
এবং এটা তার জন্য উচিতও নয়, এটা তো সুস্পষ্ট কোরআন।(৭০) যেন যারা জীবিত তাদেরকে সাবধান ও কাফেরদের

الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ

ক্বওলু 'আলাল্ কা-ফিরীন্। ৭১। আওয়া লাম্ ইয়ারাও আন্না-খলাক্না-লাহুম্ মিম্মা-'আমিলাত্ আইদীনা ~ আন্'আ-মান্ ফাহুম্
বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়। (৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্য নিজ হাতে গড়া জীব সৃষ্টি করলাম, ফলে তারাই

لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٢﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

লাহা-মা-লিকূন্।৭২। অ যাল্লাল্না-হা লাহুম্ ফামিন্হা- রকূবুহুম্ অ মিন্হা-ইয়া"কুলূন্।৭৩। অলাহুম্ ফীহা-মানা-ফি'উ
তার মালিক। (৭২) সেগুলোকে তাদের অনুগত করেছি, তারা কিছুতে আরোহণ করে, কিছু খায়। (৭৩) তাতে তাদের উপকার

وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ

অমাশা-রিব্; আফালা- ইয়াশ্কুরূন্। ৭৪। অত্তাখযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লা'আল্লাহুম্
ও পানীয় আছে। তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ্ নিয়েছে, যেন তারা সাহায্য প্রাপ্ত

يُنْصَرُونَ ﴿٧٥﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٦﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ

ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ৭৫। লা-ইয়াস্তাত্বী'ঊনা নাছ্রহুম্ অহুম্ লাহুম্ জুন্দুম্ মুহ্দ্বোয়ারূন্।৭৬। ফালা- ইয়াহ্যুন্কা
হবে। (৭৫) এসব ইলাহ তাদের কোনই সাহায্য করতে পারে না, বরং তাদের বাহিনীরূপে হাযির হবে। (৭৬) অতঃপর আপনাকে

ওয়াক্ফে লাযেম

قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا

ক্বওলুহুম্; ইন্না-না'লামু মা-ইয়ুসিররূনা অমা-ইয়ু'লিনূন্। ৭৭। আওয়ালাম্ ইয়ারল্ ইন্সা-নু আন্না-
তাদের কথা যেন পীড়া না দেয়। আমি অবশ্যই অবগত আছি তাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু। (৭৭) মানুষ ভাবে না, তাকে

خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٨﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ

খলাক্ব্না-হু মিন্ নুত্ব্ফাতিন্ ফাইযা-হুঅ খছীমুম্ মুবীন্। ৭৮। অ দ্বোয়ারাবা লানা-মাছালাঁও অ নাসিয়া খল্ক্বাহ্;
শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি? ফলে সে বিতর্কিত হয়। (৭৮) আর আমার জন্য উপমা প্রদান করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ﴿٧٩﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ

ক্ব-লা মাইঁ ইয়ুহ্য়িল্ 'ইজোয়া-মা অহিয়া রমীম্। ৭৯। ক্বুল্ ইয়ুহ্য়ীহাল্লাযী ~ আন্শায়াহা ~ আওঅলা
কথা বলে, কে তাকে জীবিত করবে এ হাড়সমূহ যখন পঁচে গলে যাবে?(৭৯) আপনি বলেদিন তিনিই প্রাণ দেবেন যিনি

مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۨ ﴿٨٠﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ

মার্রাহ্; অহুওয়া বিকুল্লি খল্ক্বিন্ 'আলীমুনি। ৮০। ল্লাযী জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাশ্ শাজ্বারিল্
প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত আছেন। (৮০) যিনি সবুজ বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য আগুন

الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨١﴾ اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ

আখ্দ্বোয়ারি না-রন্ ফাইযা ~ আন্তুম্ মিন্হু তূক্বিদূ ন্। ৮১। আওয়া লাইসাল্লাযী খলাক্বস্
প্রদান করেন, অতঃপর যা থেকে তোমরা আগুন প্রজ্বলিত কর। (৮১) আর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী তিনিই সৃষ্টি

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া বিক্ব-দিরিন্ 'আলা ~ আইঁ ইয়াখ্লুক্ব মিছ্লাহুম্; বালা-অহুওয়াল্ খল্লাক্বু-ল্
করেছেন, সুতরাং তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি তিনি সক্ষম নন? নিশ্চয়ই তিনিই (পুনঃ সৃষ্টিতে) সক্ষম, তিনি মহানস্রষ্টা,

الْعَلِيْمُ ﴿٨٢﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

'আলীম্। ৮২। ইন্নামা ~ আম্রুহূ ~ ইযা ~ আর-দা শাইয়ান্ আইঁ ইয়াক্বূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্
মহাজ্ঞানী।(৮২) তাঁর বিষয় হল, যখন তিনি কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন 'হও' বলেন, আর অমনি তা হয়ে যায়।

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। ফাসুব্হা-নাল্ লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁও অ ইলাইহি তুর্জ্বাঊ'ন্
(৮৩) অতএব, পবিত্র সত্বা তিনি, যাঁর হাতে সব কিছুর পূর্ণক্ষমতা তাঁর দিকেই তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

ع ১৬ 4 রুকু

সূরা ছোয়া-ফ্ফা-ত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৮২
রুকূ ঃ ৫

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾

১। অছ্ছোয়া — ফ্ফা-তি ছোয়াফ্ফা-। ২। ফায্যা-জ্বির-তি যাজ্ র-। ৩। ফাত্তা-লিয়া-তি যিক্র-। ৪। ইন্না-ইলা-হাকুম্ লাওয়া-হিদ্।
(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। (২) যারা ধমক দাতা তাদের। (৩) যারা কুরআন তেলাওয়াতকারী। (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক।

মঞ্জিল ৬

﴿٥﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٦﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ

৫। রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অমা-বাইনাহুমা-অরব্বুল্ মাশা-রিক্ব্। ৬। ইন্না-যাইয়্যান্নাস্ সামা — য়াদ্
(৫) যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সব কিছুর রব এবং উদয়স্থলের রব। (৬) নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ার নিকট-

الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ﴿٧﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٨﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى

দুন্‌ইয়া-বিযীনাতিনিল্ কাওয়া-কিব্। ৭। অ হিফ্‌জোয়াম্ মিন্ কুল্লি শাইত্বোয়া-নিম্ মা-রিদ্। ৮। লা-ইয়াস্ সাম্মা'উনা ইলাল্
আকাশকে সুন্দর করেছি নক্ষত্র দ্বারা। (৭) প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে রক্ষা করেছি। (৮) ফলে ঊর্ধ্ব জগতের কিছুই

الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٩﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿١٠﴾ اِلَّا

মালায়িল্ আ'লা-অইয়ুক্ব্‌যাফূনা মিন্ কুল্লি জ্বা-নিব্। ৯। দুহূরঁও অলাহুম্ 'আযা-বুঁও ওয়া-ছিব্। ১০। ইল্লা-
শুনতে পায় না, সকল দিক হতে উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়'। (৯) তাড়ানোর জন্য, তাদের জন্য রয়েছে চিরশাস্তি। (১০) কিন্ত

مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١١﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ

মান্ খত্বিফাল্ খত্ব্‌ফাতা ফাআত্‌বা'আহূ শিহা-বুন্ ছা-ক্বিব্। ১১। ফাস্‌তাফ্‌তিহিম্ আহুম্ আশাদ্দু খল্‌ক্বন্ আম্মান্
(শয়তান) হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কা তার পিছু ছুটে।(১১) জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে সৃষ্টি কঠিন, না আমি অন্য যা কিছু

خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١٢﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا ذُكِّرُوْا

খলাক্ব্‌না-; ইন্না খলাক্ব্‌নাহুম্ মিন্ ত্বীনিল্ লা-যিব্। ১২। বাল্ 'আজিব্‌তা অ ইয়াস্‌খরূন্। ১৩। অইযা-যুক্কিরূ
সৃষ্টি করেছি তা ? তাদেরকে কাদা মাটিতে সৃষ্টি করেছি।(১২) বরং আপনি তো বিস্মিত হন, আর তারা ঠাট্টা করে।(১৩) আর উপদেশ

لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٥﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ *

লা-ইয়ায্‌কুরূন্। ১৪। অইযা-রয়াও আ-ইয়াতাঁই ইয়াস্‌তাস্ খিরূন্। ১৫। অক্বা-লূ ~ ইন্ হাযা ~ ইল্লা-সিহ্‌রুম্ মুবীন্।
দিলে গ্রহণ করে না। (১৪) নিদর্শন দেখলে বিদ্রূপ করে। (১৫) এবং বলে, এটা তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

﴿١٦﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٧﴾ اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ *

১৬। আ ইযা-মিত্‌না-অকুন্না-তুর-বাঁও অ ঈজোয়া-মান্ আইন্না-লামাব্'উছূন্। ১৭। আওয়া আ-বা — য়ুনাল্ আউয়্যালূন্।
(১৬) মরেগেলে তো মাটি ও অস্থি হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হব?(১৭) আর আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও কি?

﴿١٨﴾ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٩﴾ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ

১৮। কুল্ না'আম্ অআন্‌তুম্ দা-খিরূন্। ১৯। ফাইন্নামা-হিয়া যাজ্‌রতুঁও ওয়া-হিদাতুন্ ফাইযা-হুম্ ইয়ান্‌জুরূন্।
(১৮) আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে। (১৯) বস্তুত তা তো এক বিকট শব্দ, তখনই তারা দেখতে পাবে।

আয়াত-৬ ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারককাসমূহ পৃথিবীর উপরস্থিত আসমানে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিদগণের নিকট তারকাসমূহ বিভিন্ন আসমানে থাকবার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই, উপযুক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হলেও তারকারাজি দিয়ে এ আসমানকে সজ্জিত করা সম্ভব। (বঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বে শয়তানরা উর্ধ্বাকাশে পৌঁছে আল্লাহ্‌র হুকুমসমূহ শ্রবণ করে একটি সত্যের সাথে নয়টি মিথ্যা যুক্ত করে নিত। তখনও তারা উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা প্রহৃত হত। কিন্তু মহানবী (ছঃ)-এর আবির্ভাবের পর তারা আর উর্ধ্বাকাশে পৌঁছে চুরি করে আল্লাহ্‌র কোন হুকুম শুনতে পারে না। কোন শয়তান অকস্মাৎ ঐরূপ চেষ্টা করলে, অমনি একটি উজ্জ্বল তারকা তার পশ্চাতে ছুটে তাকে ভস্ম করে ফেলে। ফলে, সে কোন খবর যমীনে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। (ইবৃঃ কাঃ)

وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

২০। অ ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা-হা-যা- ইয়াওমুদ্দীন্। ২১। হা-যা-ইয়াওমুল্ ফাছ্লিল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন্।
(২০) এবং বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটাই তো কর্মফল দিন। (২১) এটা সেই ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ

২২। উহ্শুরু ল্লাযীনা জোয়ালামূ অআয্ওয়া- জ্বাহুম্ অমা-কা-নূ ইয়া'বুদূন্। ২৩। মিন্ দূনিল্লা-হি
(২২) একত্র কর জালিমদেরকে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদের উপাস্যকে, যাদের এবাদত করত। (২৩) আল্লাহ ছাড়া এবং

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا

ফাহ্দূ হুম্ ইলা-ছির-ত্বিল্ জ্বাহীম্। ২৪। অ ক্বিফূহুম্ ইন্নাহুম্ মাস্যূলূন্। ২৫। মা-লাকুম্ লা-
তাদেরকে জাহান্নামের পথে চালাও,(২৪) তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (২৫) এখন কি হল, তোমরা পরস্পর

تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

তানা-ছোয়ারূন্। ২৬। বাল্ হুমুল্ ইয়াওমা মুস্তাস্লিমূন্। ২৭। অআক্ববালা বা'দ্বুহুম্ 'আলা- বা'দ্বিই
সহযোগিতা কর না? (২৬) বরং ওই দিন তারা আত্মসমর্পণ করবে। (২৭) এবং সামনা-সামনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا

ইয়াতাসা — য়ালূন্। ২৮। ক্বা-লূ ~ ইন্নাকুম্ কুন্তুম্ তা''তূনানা -'আনিল্ ইয়ামীন্। ২৯। ক্বা-লূ বাল্ লাম্ তাকূ নূ
করা হবে। (২৮) দুর্বল সবলদের বলবে, তোমরা তো শক্তি নিয়ে আগমন করতে। (২৯) সবলরা বলবে, তোমরা মূলতঃ

مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ

মু'মিনীন্। ৩০। অমা-কা-না লানা- 'আলাইকুম্ মিন্ সুল্ত্বোয়া- নিম্ বাল্ কুন্তুম্ ক্বওমান্ ত্বোয়া-গীন্। ৩১। ফাহাক্ব্ক্ব
মু'মিনই ছিলে না। (৩০) আর তোমাদের ওপর আমাদের কোন হাত ছিল না, বরং তোমরা সীমালংঘণকারী। (৩১) আমাদের

عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ

'আলাইনা-ক্বওলু রব্বিনা ~ ইন্না- লাযা — য়িক্বূন্। ৩২। ফাআগ্ওয়াইনা-কুম্ ইন্না-কুন্না-গ-ওয়ীন্। ৩৩। ফাইন্নাহুম্
ব্যাপারে রবের কথা সত্য হল। আমরা অবশ্যই শাস্তি পাব, আমরা ভ্রান্ত হয়ে তোমাদেরকে ভ্রান্ত করলাম। (৩৩) সেদিন সবাই

يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ

ইয়াওমায়িযিন্ ফিল্ 'আযা-বি মুশ্তারিকূন্। ৩৪। ইন্না-কাযা-লিকা নাফ্'আলু বিল্মুজ্রিমীন্। ৩৫। ইন্নাহুম্
আযাবে শামীল হবে। (৩৪) আর আমি দোষীদের সাথে এরূপই করে থাকি। (৩৫) তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ

كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا

কা-নূ ~ ইযা-ক্বীলা লাহুম্ লা ~ ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াস্তাক্বিরূন্। ৩৬। অ ইয়াকূ লূনা আয়িন্না-লাতা-রিকূ ~ আ-লি হাতিনা-
ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তখন তারা অহংকার করত। (৩৬) এবং বলত, এক উন্মাদ কবির কথায় কি আমরা আমাদের ইলাহকে

ع ২১ ৫ রুকু

● এক চতুর্থাংশ

لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا

লিশা-ইরিম্ মাজ্‌নূন্। ৩৭। বাল্ জ্বা — য়া বিল্‌হাক্কি অছোয়াদ্দাক্বল্ মুরসালীন্। ৩৮। ইন্নাকুম্ লাযা — য়িকু্ল্
ছেড়ে দেব? (৩৭) বরং তিনি হক নিয়ে এসেছেন, রাসূলদেরকে সমর্থন করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই ভোগ

الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

'আযা-বিল্ আলীম্। ৩৯। অমা-তুজ্‌যাওনা ইল্লা-মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৪০। ইল্লা-'ইবা দাল্লা-হিল্
করবে কঠিন শাস্তি। (৩৯) আর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল প্রাপ্ত হবে। (৪০) যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তারা

الْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤١) فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ (٤٢) فِي

মুখ্‌লাছীন্। ৪১। উলা — য়িকা লাহুম্ রিয্‌ক্বুম্ মা'লূম্। ৪২। ফাওয়া-কিহু অহুম্ মুক্‌রমূন্। ৪৩। ফী
ছাড়া। (৪১) তারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট রিযিক্ প্রাপ্ত হবে। (৪২) ফলমূল ও সম্মান প্রাপ্ত হবে। (৪৩) তারা থাকবে

جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ *

জ্বান্না-তিন্ নাঈ'ম্। ৪৪। 'আলা-সুরুরিম্ মুতাক্বা-বিলীন্। ৪৫। ইয়ুত্বোয়া-ফু 'আলাইহিম্ বিকা''সিম্ মিম্ মা'ঈম্।
নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। (৪৪) তারা সামনা-সামনি আসনে উপবেশন করবে। (৪৫) তাদের চারদিকে সুরাপূর্ণ পাত্র ঘুরবে,

(٤٥) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٤٧) وَعِندَهُمْ

৪৬। বাইদ্বোয়া — য়া লায্ যাতি ল্লিশ্ শা-রিবীন্। ৪৭। লা-ফীহা-গাওলুঁও অলা-হুম্ 'আন্‌হা-ইয়ুন্‌যাফূন্। ৪৮। অ 'ইন্দাহুম্
(৪৬) তা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত শুভ্র ও সুস্বাদু।(৪৭) তাতে ক্ষতি থাকবে না, আর মাতালও হবে না। (৪৮) তাদের কাছে

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ (٤٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

ক্বা-ছির-তুত্ব্‌ ত্বোয়ারফি 'ঈন্। ৪৯। কাআন্নাহুন্না বাইদ্বুম্ মাক্‌নূন্। ৫০। ফাআক্ব্‌বালা বা'দ্বুহুম্ 'আলা-
থাকবে আনত নয়না প্রশান্ত চক্ষু বিশিষ্ট হুররা। (৪৯) যেন রক্ষিত ডিম। (৫০) তারা সামনা সামনি উপবেশন করে পরস্পরকে

بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَئِنَّكَ

বা'দ্বিই ইয়াতাসা — য়ালূন্। ৫১। ক্বা-লা ক্বা — য়িলুম্ মিন্‌হুম্ ইন্নী কা-না লী ক্বরীন্। ৫২। ইয়াক্বূলু আইন্নাকা
জিজ্ঞাসাবাদ করবে।(৫১) তাদের মধ্য থেকে একজন বলবে, আমার এক সাথী ছিল;(৫২) সে আমাকে বলত, তুমি কি

لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ

লামিনাল্ মুছোয়াদ্দিক্বীন্। ৫৩। আ ইযা-মিত্‌না-অকুন্না- তুরা-বাঁও অ 'ইজোয়া- মান্ যাইন্না- লামাদীনূন্। ৫৪। ক্বা-লা
এ কথা বিশ্বাস কর যে, (৫৩) মরে মাটি ও অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আপনি বলবেন,

আয়াত-৪১ঃ এটি তৃতীয় কাহিনী, সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর এ কাহিনী বলা হচ্ছে। তিনি যখন খুব পীড়িত হলেন, তখন শয়তান মানব আকৃতি ধারণ করে তার স্ত্রীকে বলল, আমি চিকিৎসক, আইয়ুব আরোগ্য লাভ করতে চাইলে বলবে, আমিই এ রোগ উপশম করেছি, এতদ প্রচার ব্যতীত আমি অন্য কোন অর্থ কড়ি কামনা করছি না। স্ত্রী হযরত আইয়ব (আঃ)-কে একথা বললে তিনি বললেন, সে তো ছিল একজন শয়তান! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করলে আমি তোমাকে একশ'টি বেত মারব। এরূপে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুসারে বর্ণিত আছে, হযরত আইয়ুব (আঃ) এ বিষয়ে অত্যন্ত বিমর্ষিত হয়ে বলেছিলেন, আমার পীড়ার সুযোগে শয়তানের এত স্পর্ধা বেড়ে গেছে যে, আমার অন্তরঙ্গ স্ত্রী দ্বারাই এরূপ শিরকযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করাতে চায়। যদিও এটি ভিন্ন অর্থে শিরক থাকে না। (মসনদে আহমদ)

هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ

হাল্ আন্তুম্ মুত্ত্বোয়ালি'উন্। ৫৫। ফাত্ত্বোয়ালা'আ ফারয়া-হু ফী সাওয়া — য়িল্ জ্বাহীম্। ৫৬। ক্বা-লা তাল্লা-হি ইন্ কিত্তা
তোমরা কি তাঁকে দেখতে চাও? (৫৫) দেখবে যে, সে জাহান্নামে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে

لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ

লা-তুর্দীন্। ৫৭। অলাওলা- নি'মাতু রব্বী লাকুন্তু মিনাল্ মুহ্দ্বোয়ারীন্। ৫৮। আফামা-নাহ্নু বিমাইয়্যিতীন্।
ধ্বংস করছিলে। (৫৭) আর রবের অনুগ্রহ যদি না থাকত, তবে আমিও আটক হতাম।(৫৮) আমরা কি এখন আর মরব না।

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৫৯। ইল্লা-মাওতাতানাল্ উলা-অমা-নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন্। ৬০। ইন্না হাযা-লাহুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম্।
(৫৯) আমাদের শুধু প্রথম মৃত্যু আমরা কি আর শাস্তিও প্রাপ্ত হব না? (৬০) নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাফল্য।

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ

৬১। লিমিছ্লি হা-যা-ফাল্ইয়া'মালিল্ 'আ-মিলূন্। ৬২। আ যা-লিকা খইরুন্ নুযুলান্ আম্ শাজারতুয্ যাক্কূম্।
(৬১)এ ধরনের সফলতার জন্য কর্মপরায়নদের কর্ম করা উচিত। (৬২) আর এটাই কি আপ্যায়নে উত্তম, না কি যাক্কুম বৃক্ষ?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ

৬৩। ইন্না- জা'আল্না-হা-ফিত্নাতা ল্লিজ্ জোয়া-লিমীন্। ৬৪। ইন্নাহা-শাজ্বারতুন্ তাখ্রুজু ফী ~ আছ্লিল্ জ্বাহীম্।
(৬৩) আমিই তা পরীক্ষার জন্য বানিয়েছি জালিমদের জন্য। (৬৪)এটা এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামের নিচ হতে বের হয়।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا

৬৫। ত্বোয়াল্'উহা-কাআন্নাহূ রুয়ূসুশ্ শাইয়া-ত্বীন্। ৬৬। ফাইন্নাহুম্ লাআ- কিলূনা মিন্হা-ফামা-লিয়ূনা মিন্হাল্
(৬৫) তার মোচা যেন শয়তানের মাথা। (৬৬) অতঃপর তারা তা আহার করবে আর পেট পূর্ণ করবে এ বৃক্ষ

الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى

বুত্বূন্। ৬৭। ছুম্মা ইন্না লাহুম্ 'আলাইহা-লাশাওবাম্ মিন্ হামীম্। ৬৮। ছুম্মা ইন্না মার্জ্বি'আহুম্ লা-ইলাল্
থেকে। (৬৭) আরও তাদের পান করার জন্য থাকবে গরম পানি। (৬৮) অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আগুনের

الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ

জ্বাহীম্। ৬৯। ইন্নাহুম্ আল্ফাও আ-বা — য়াহুম্ দ্বোয়া — ল্লীন্। ৭০। ফাহুম্ "আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ ইয়ুহ্রা'উন্। ৭১। অ লাক্বদ্
দিকে। (৬৯) তারা তো তাদের পূর্বপুরুষকে বিপথে পেয়েছে।(৭০) তাদের অনুসরণে তারাও ধাবিত হয়েছিল। (৭১) আর তাদের

ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ

দ্বোয়াল্লা ক্বব্লাহুম্ আক্ছারুল্ আওয়্যালীন্। ৭২। অলাক্বদ্ আর্সাল্না-ফীহিম্ মুন্যিরীন্। ৭৩। ফান্জুর্ কাইফা
পূর্বেও বিপথে ছিল পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ। (৭২) এবং আমি তাদের মধ্যে অনেক সতর্ককারী পাঠিয়েছি। (৭৩) অতঃপর

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٤﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ

কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুন্‌যারীন্ ।৭৪ । ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্‌লাছীন্ । ৭৫ । অলাক্বদ্ না-দা-না নূহুন্
দেখুন, সতর্কপ্রাপ্তদের পরিণতি কি হয়েছিল! (৭৪) শুধু আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ ছাড়া । (৭৫) এবং নূহ্ আমাকে ডাকল,

فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ

ফালানি'মাল্ মুজীবূন্ ।৭৬ । অনাজ্জাইনা-হু অআহ্‌লাহূ মিনাল্ কার্‌বিল্ 'আজীম্ । ৭৭ । অ জ্বা'আল্‌না-যুর্‌রিয়্যাতাহূ
আর আমি উত্তম সাড়াদানকারী । (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহাবিপদে উদ্ধার করেছি । (৭৭) তার বংশকে

هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٩﴾ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّا

হুমুল্ বা-ক্বীন্ । ৭৮ । অ তারক্‌না-'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন্ । ৭৯ । সালা-মুন্ 'আলা নূহিন্ ফিল্ 'আ-লামীন্ । ৮০ । ইন্না-
দীর্ঘস্থায়ী করেছি । (৭৮) আর আমি পরবর্তীদের জন্য তা শিক্ষণীয় করেছি । (৭৯) সারা বিশ্বে নূহের প্রতি শান্তি । (৮০) আমি

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا

কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্ । ৮১ । ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু''মিনীন্ । ৮২ । ছুম্মা আগ্‌রক্ব্‌নাল্
পুণ্যবানদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি ।(৮১) নিঃসন্দেহে সে ছিল মু'মিন বান্দাহ্ । (৮২) অতঃপর আমি অন্য সকলকে

الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٤﴾ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٥﴾ اِذْ

আ-খারীন্ । ৮৩ । অইন্না-মিন্ শী'আতিহী লাইব্‌র-হীম্ । ৮৪ । ইয্ জ্বা — য়া রব্বাহূ বিক্বল্‌বিন্ সালীম্ । ৮৫ । ইয্
নিমজ্জিত করেছি । (৮৩) আর ইব্রাহীম তার দলভুক্ত । (৮৪) যখন সে শুদ্ধ মনে তার রবের কাছে আসল; (৮৫) যখন

قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٦﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ☆

ক্ব-লা লিআবীহি অ ক্বওমিহী মা-যা-তা'বুদূন্ । ৮৬ । আয়িফ্‌কান্ আ-লিহাতান্ দূনাল্লা-হি তুরীদূন্ ।
তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের উপাসনা কর? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ্ চাও?

﴿٨٧﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿٨٩﴾ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ☆

৮৭ । ফামা-জোয়ান্নুকুম্ বিরব্বিল্ 'আ-লামীন্ । ৮৮ । ফানাজোয়ার নাজ্‌রতান্ ফিন্নুজূম্ । ৮৯ । ফাক্ব-লা ইন্নী সাক্বীম্ ।
(৮৭) বিশ্ব-রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?(৮৮) অতঃপর সে তারকার দিকে দৃষ্টি দিল । (৮৯) এবং বলল, আমি অসুস্থ ।

﴿٩٠﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩١﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩٢﴾ مَا لَكُمْ

৯০ । ফাতাওয়াল্লাও 'আন্‌হু মুদ্‌বিরীন্ । ৯১ । ফার-গ ইলা ~ আ-লিহাতিহিম্ ফাক্ব-লা আলা-তা''কুলূন্ । ৯২ । মা-লাকুম্
(৯০) তারা তাকে রেখে চলে গেল । (৯১) সে তাদের ইলাহের কাছে গেল, অতঃপর বলল, খাচ্ছ না কেন? (৯২) কি হল,

২ ع ৫৩ ৬ রুকু

আয়াত-৭৮ ঃ হযরত নূহ্ (আঃ) সর্বপ্রথম শরীয়তধারী পয়গাম্বর । তিনি তাঁর জাতিকে দীর্ঘদিন হেদায়েত করবার পরও তারা তাঁর উপদেশ মানে নি । তখন তাঁর বদ্ দোয়ায় তারা পানিতে ডুবে মরল । তার পর মানব বংশ তাঁর ছেলে-হাম, শাম ও ইয়াফেসের দ্বারাই পুনরায় শুরু হল । (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৮৪ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে "ক্বালবিন সালাম" হল এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই । হাসান (রঃ) বলেন এর দ্বারা শিরক হতে মুক্ত অন্তর উদ্দেশ । ইবনুল কাইয়্যুম (রঃ) বলেন এটা, যা শিরক, মিথ্যা, হিংসা, ফাসাদ, কৃপণতা, অহঙ্কার, দুনিয়া ও এর নেতৃত্বের মোহ হতে মুক্ত অন্তর । এ পাঁচটি বস্তু হতে মুক্ত হতে পারলে মনের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয় । শিরক, বিদয়াত কামনা, অলসতা ও প্রবৃত্তি । এগুলো আল্লাহ এর নৈকট্য লাভে বাধা প্রদানকারী ।

لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٤﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ☆

লা-তান্ত্বিকূন্। ৯৩। ফার-গা 'আলাইহিম্ দ্বোয়ারবাম্ বিল্ইয়ামীন্। ৯৪। ফাআক্ববালূ ~ ইলাইহি ইয়াযিফ্ফূন্।
তোমারা কথা বলছ না কেন? (৯৩) অতঃপর তাদের ওপর সে আঘাত করল। (৯৪) লোকেরা ছুটে আসল।

﴿٩٥﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ

৯৫। ক্বা-লা আতা'বুদূনা মা-তান্হিতূন্। ৯৬। অল্লা-হু খলাক্বকুম্ অমা-তা'মালূন্। ৯৭। ক্ব-লুবনূ লাহূ
(৯৫) বলল,বানান বস্তুরই কি পূজা কর? (৯৬) আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমাদের তৈরি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। (৯৭) বলল,

بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٨﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَقَالَ

বুন্ইয়ানান্ ফাআল্কূহু ফিল্ জ্বাহীম্। ৯৮। ফাআর-দূ বিহী কাইদান্ ফাজ্বা'আল্না হুমুল্ আস্ফালীন্। ৯৯। অ ক্ব-লা
অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর, জ্বলন্ত আগুনে ফেল। (৯৮) তারা ষড়যন্ত্র করল, আমি তাদেরকে পরাভূত করলাম। (৯৯) আর বলল,

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ فَبَشَّرْنٰهُ

ইন্নী যা-হিবুন্ ইলা- রব্বী সাইয়াহ্দীন্। ১০০। রব্বি হাব্লী মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১০১। ফাবাশ্ শার্না-হু
আমি রবের কাছে যাই, যিনি আমাকে দিশা দেবেন। (১০০) হে আমার রব! নেককার সন্তান দাও। (১০১) আমি তাকে

بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ

বিগুলা-মিন্ হালীম্। ১০২। ফালাম্মা-বালাগ মা'আহুস্ সা'ইয়া ক্ব-লা ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নী ~ আর-ফিল্ মানা-মি আন্নী ~
সহিষ্ণু পুত্রের সংবাদ প্রদান করলাম। (১০২) যখন তার সঙ্গে চলার বয়স হল, বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি,

اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ

আয্বাহুকা ফান্জুর্ মা-যা-তার-; ক্ব-লা ইয়া ~ 'আবাতিফ্ 'আল্ মা- তু''মারু সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্ শা — য়া
তোমাকে যবাই করব, এখন তোমার মত কি? সে বলল, হে পিতা! নির্দেশ পালন করুন। আল্লাহ চাহে তো আমাকে

اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٤﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ☆

ল্লা-হু মিনাছ্ ছোয়া-বিরীন্। ১০৩। ফালাম্মা ~ আস্লামা অতাল্লাহূ লিল্জ্বাবীন্।১০৪। অ না-দাইনা-হু আইঁ ইয়া ~ইব্রাহীম্।
ধৈর্যশীল পাবেন। (১০৩) অতঃপর উভয়েই অনুগত হল, সে তাকে শোয়াল। (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বল্লাম, হে ইব্রাহীম!

﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٦﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ

১০৫। ক্বদ্ ছোয়াদ্দাক্ব্ তার্ রু''ইয়া-ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্ যিল্ মুহ্সিনীন্। ১০৬। ইন্না হা-যা-লাহুওয়াল্
(১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করলে! এভাবেই আমি পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করি। (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল

الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٧﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٩﴾ سَلٰمٌ

বালা — য়ুল্ মুবীন্। ১০৭। অফাদাইনা-হু বিযিব্হিন্ 'আজীম্। ১০৮। অ তারক্না- 'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন্। ১০৯। সালা-মুন্
স্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আর আমি তাকে বড় কোরবানীর দ্বারা মুক্তি দিলাম। (১০৮) পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় করলাম। (১০৯) শান্তি

عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١١٠﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١١﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ

'আলা ~ ইব্রাহীম্। ১১০। কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্। ১১১। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু''মিনীন্।
ইব্রাহীমের ওপর।(১১০) এভাবেই পুণ্যবানদেরকে আমি পুরষ্কৃত করে থাকি। (১১১) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাহ।

﴿١١٢﴾ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٣﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ط

১১২। অবাশ্‌শার্‌না-হু বিইস্‌হা-ক্ব নাবিয়্যাম্ মিনাছ্ ছোয়া- লিহীন্। ১১৩। অ বা-রক্‌না-'আলাইহি অ'আলা ~ ইস্‌হা-ক্ব;
(১১২) তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে নবী, পুণ্যবান।(১১৩) তাকেও বরকত দান করেছি এবং ইসহাককেও,

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

অমিন্ যুর্‌রিয়্যাতিহিমা-মুহ্‌সিনুঁও অজোয়া-লিমুল্লি নাফ্‌সিহী মুবীন্। ১১৪। অলাক্বদ্ মানান্না- 'আলা- মূসা- অহা-রূন্।
উভয়ের বংশের মধ্যে কতক ছিল সৎ আর কত নিজেদের প্রতি জুলুম করছে। (১১৪) আর মূসা ও হারূনকে দয়া করেছি।

﴿١١٥﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ

১১৫। অনাজ্জাইনা-হুমা-অক্বওমাহুমা-মিনাল্ কার্‌বিল্ 'আজীম্। ১১৬। অনাছোয়ার্‌না-হুম্ ফাকা-নূ হুমুল্ গ-লিবীন্।
(১১৫) আর আমি তাদেরকে ও জাতিকে মহাবিপদ হতে রক্ষা করেছি। (১১৬) তাদেরকে সাহায্য করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে।

﴿١١٧﴾ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٨﴾ وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٩﴾ وَتَرَكْنَا

১১৭। অআ- তাইনা-হুমাল্ কিতা-বাল্ মুস্‌তাবীন্।১১৮। অহাদাইনা-হুমাছ্ ছির-ত্বোয়াল্ মুস্‌তাক্বীম্। ১১৯। অ তারক্‌না-
(১১৭) আর আমি উভয়কে স্পষ্ট কিতাব দিয়েছি। (১১৮) আর উভয়কে সরল পথে চালিয়েছি। (১১৯) আর আমি তাদের

عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٠﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى

'আলাইহিমা-ফিল্ আ-খিরীন্। ১২০। সালা-মুন্ 'আলা-মূসা- অহা-রূন্। ১২১। ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্
উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণেরজন্য রেখেছি।(১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। (১২১) নিশ্চয়ই এভাবেই আমি পুণ্যবানদের

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

মুহ্‌সিনীন্।.১২২। ইন্নাহুমা-মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু''মিনীন্ ১২৩। অইন্না-ইল্‌ইয়া-সা-লামিনাল্ মুর্‌সালীন্।
পুরস্কার প্রদান করি।(১২২) নিশ্চয়ই তারা উভয়েই আমার মু'মিন বান্দাহ্। (১২৩) আর ইলিয়াসও ছিল একজন রাসূল।

﴿١٢٤﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٥﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ

১২৪। ইয্ ক্বা-লা লিক্বওমিহী ~ আলা-তাত্তাক্বূ-ন্।১২৫। আতাদ্'উনা বা'লাওঁ অতাযারূনা আহ্‌সানাল্ খ-লিক্বীন্।
(১২৪) সে তার জাতিকে বলল, সতর্ক হবে কি ?(১২৫) বায়াল (মূর্তি) কেউই কি ডাকবে, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে?

ع ৩৭ ৩ ৭ রুকু

আয়াত-১১৩ ঃ এতে বুঝা গেল যে, প্রথম সু-সংবাদ ছিল ইসহাকের জন্মের। জবাহের সব ঘটনা তাঁরই সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ইহুদীরা ইসহাকের জবেহের কথা স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে এটি সঠিক নয়। কেননা, ইসহাকের সু-সংবাদের সাথে ইয়াকুবের জন্মের এবং নবী হওয়ার সংবাদও ছিল, যা সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্‌শ্রবণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অবশ্যই বলতেন যে, উভয় কথা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে জবেহ করা কিভাবে সম্ভব? (মুঃ কোঃ) ২। বনী ইসরাঈলের সব পয়গাম্বর ইসহাক (আঃ)-এর বংশে এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে সমস্ত আরবজাতি জন্মগ্রহণ করে। হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) ও এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১১৫ ঃ ছেলেদেরকে হত্যা করা, মেয়েদেরকে জীবিত রাখা এবং তাদের দিয়ে নিকৃষ্ট কাজ করানো বড়ই বিপদ ও চিন্তার কারণ ছিল। (ইবঃ কাঃ)

﴿١٢٦﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٧﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٨﴾ اِلَّا

১২৬। আল্লা-হা রব্বাকুম্ অ রব্বা আ-বা — য়িকুমুল্ আউয়্যালীন্। ১২৭। ফাকায্যাবূহু ফাইন্নাহুম্ লামুহ্দ্বোয়ারূন্। ১২৮। ইল্লা-
(১২৬) আল্লাহ, যিনি তোমাদের ও পূর্বপুরুষের রব? (১২৭) তারা তাকে মিথ্যা বলল তাদের হাযির করা হবে। (১২৮) তবে যারা

عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٩﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ

'ইবা-দা ল্লা-হিল্ মুখ্লাছীন্। ১২৯। অ তারক্না-'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন্। ১৩০। সালা-মুন্ 'আলা ~ ইল্ইয়া-সীন্।
আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তারা ছাড়া। (১২৯) এটা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় করেছি। (১৩০) সালাম শান্তি হোক ইলিয়াসের প্রতি।

﴿١٣١﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَاِنَّ

১৩১। ইন্না-কা-যা-লিকা নাজ্ যিল্ মুহ্সিনীন্। ১৩২। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা দিনাল্ মু''মিনীন্। ১৩৩। অ ইন্না
(১৩১) নিশ্চয়ই এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।(১৩২) সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাহ্। (১৩৩) লূত ছিল

لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٥﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ

লূত্বোয়াল্লামিনাল্ মুর্সালীন্ ১৩৪। ইয্ নাজ্জাইনা-হু অ আহ্লাহূ ~ আজ্ মা'ঈন্। ১৩৫। ইল্লা-'আজূ যান্ ফিল্গ-বিরীন্।
একজন রাসূল। (১৩৪) আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করেছি। (১৩৫) এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, সে ছিল পেছনে অবস্থানকারিনী।

﴿١٣٦﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَبِالَّيْلِ

১৩৬। ছুম্মা দাম্মার্নাল্ আ-খরীন্। ১৩৭। অইন্নাকুম্ লাতামুর্রূনা 'আলাইহিম্ মুছ্বিহীন্।১৩৮। অ বিল্লাইল্;
(১৩৬) পরে অন্যদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছি। (১৩৭) আর প্রাতঃকালে তোমরা তা অতিক্রম করে যাও,(১৩৮) আর সন্ধ্যায়ও ;

৪ ع ২৫ ৮ রুকু

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤٠﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১৩৯। অইন্না ইয়্নুসা লামিনাল্ মুর্সালীন্। ১৪০। ইয্ আবাকা ইলাল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূ ন্।
তবুও কি তোমরা বুঝবে না?(১৩৯) আর নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল একজন রাসূল। (১৪০) যখন সে পালাল বোঝাই নৌকায়,

﴿١٤١﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤٢﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ فَلَوْلَا

১৪১। ফাসা-হামা ফাকা-না মিনাল্ মুদ্হাদ্বীন্। ১৪২। ফাল্তাক্বামাহুল্ হূতু অহুওয়া মুলীম্। ১৪৩। ফালাওলা ~
(১৪১) লটারীতে, সে পরাজিত হল।(১৪২) তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, সে তখন অনুতপ্ত হল। (১৪৩) অনন্তর যদি সে

অর্ধাংশ •

اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٤﴾ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٥﴾ فَنَبَذْنٰهُ

আন্নাহূ কা-না মিনাল্ মুসাব্বিহীন্। ১৪৪। লালাবিছা ফী বাত্নিহী ~ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্। ১৪৫। ফানাবায্না-হু
আল্লাহর তাসবীহ না করত,(১৪৪) তবে তাকে মাছের পেটে থাকতে হত কেয়ামত পর্যন্ত।(১৪৫) অতঃপর আমি তাকে রুগ্নাবস্থায়

بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٦﴾ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ

বিল্ 'আর — য়ি অহুওয়া সাক্বীম্। ১৪৬। অআম্বাত্না- 'আলাইহি শাজ্বারতাম্ মিঁই ইয়াক্বত্বীন্। ১৪৭। অআর্সাল্না-হু ইলা-মিয়াতি
তৃণহীন প্রান্তরে ফেললাম।(১৪৬) তার ওপর একটি লাউগাছ উঠালাম। (১৪৭) আর তাকে রাসূল করে লক্ষ অথবা ততধিক

أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٨﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٩﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ

আল্‌ফিন্ আও ইয়াযীদূন্। ১৪৮। ফাআ-মানূ ফামাত্তা'না-হুম্ ইলা-হীন্। ১৪৯। ফাস্‌তাফ্‌তিহিম্ আলিরব্বিকাল্

লোকের কাছে পাঠালাম। (১৪৮) তারা মু'মিন হয়েছে, ফলে তারা কিছুকাল জীবন উপভোগ করেছে। (১৪৯) জিজ্ঞাসা করুন, রবের

الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٥٠﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ

বানা-তু অলাহুমুল্ বানূন্।১৫০। আম্ খালাক্ব্‌নাল্ মালা — য়িকাতা ইনা-ছাঁও অহুম্ শা-হিদূন্।১৫১। আলা ~ ইন্নাহুম্ মিন্ -

জন্য কন্যা ও তাদের জন্য পুত্র? (১৫০) নাকি ফেরেশ্‌তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করতে তারা দেখেছে? (১৫১) তারা তো মনগড়া

إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥٣﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۞

ইফ্‌কিহিম্ লাইয়াকূলূন্। ১৫২। অলাদাল্লা-হু অইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ১৫৩। আছ্‌ত্বোয়াফাল্ বানা-তি 'আলাল্ বানীন্।

কথা বলে, (১৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি কন্যাকে পুত্রের ওপর প্রাধান্য দেন?

﴿١٥٤﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۞

১৫৪। মা-লাকুম্ কাইফা তাহ্‌কুমূন্। ১৫৫। আফালা-তাযাক্কারূন্। ১৫৬। আম্ লাকুম্ ছুল্‌ত্বোয়া-নুম্ মুবীন্।

(১৫৪) কি হল, কি সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (১৫৫) তোমরা উপদেশ কি গ্রহণ করবে না? (১৫৬) না কি স্পষ্ট দলীল আছে?

﴿١٥٧﴾ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٨﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ

১৫৭। ফা'তূ বিকিতা-বিকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৫৮। অজ্বা'আলূ বাইনাহূ অবাইনাল্ জিন্নাতি নাসাবা-; অলাক্বদ্

(১৫৭) সত্যবাদী হলে কিতাব আন। (১৫৮) আর তারা আল্লাহ ও জিনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থির করেছে, অথচ জিনও জানে,

عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٩﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٦٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

'আলিমাতিল্ জিন্নাতু ইন্নাহুম্ লামুহ্‌দ্বোয়ারূন্। ১৫৯। সুব্‌হা-না-ল্লা-হি 'আম্মা- ইয়াছিফূন্। ১৬০। ইল্লা-ইবা-দাল্লা-হিল্

তারা অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত হবে। (১৫৯) আল্লাহ পবিত্র তাদের বর্ণনা হতে। (১৬০) আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ

الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦١﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦٢﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٣﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ

মুখ্‌লাছীন্। ১৬১। ফাইন্নাকুম্ অমা-তা'বুদূন্। ১৬২। মা ~ আন্‌তুম্ 'আলাইহি বিফা-তিনীন্। ১৬৩। ইল্লা-মান্ হুওয়া

ব্যতীত। (১৬১) তোমরা ও উপাস্যরা।(১৬২) কাউকে আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (১৬৩) যারা জাহান্নামে

صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٤﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ۞

ছোয়া-লিল্ জ্বাহীম্। ১৬৪। অমা-মিন্না ~ ইল্লা-লাহূ মাক্ব-মুম্ মা'লূম্। ১৬৫। অ ইন্না- লানা-হ্‌নুছ্ ছোয়া — ফ্‌ফূন্।

প্রবেশকারী তারা ছাড়া। (১৬৪) আর আমাদের প্রত্যেকের জন্য আছে নির্দিষ্ট স্থান। (১৬৫) আর আমরা তো সারিবদ্ধ।

﴿١٦٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٧﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٨﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا

১৬৬। অইন্না-লানাহ্‌নুল্ মুসাব্বিহূন্। ১৬৭। অইন্ কা-নূ লাইয়াকূলূন্। ১৬৮। লাও আন্না 'ইন্‌দানা- যিক্‌রাম্

(১৬৬) আমরা পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত। (১৬৭) আর তারাই বলছে, (১৬৮) যদি পূর্ববর্তীদের মত আমাদেরও

مِنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٩﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٧٠﴾ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ *

মিনাল্ আওয়্যালীন্। ১৬৯। লাকুন্না-ইবাদাল্লা-হিল্ মুখ্লাছীন্। ১৭০। ফাকাফারূ বিহী ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।
কিতাব থাকত, (১৬৯) আমরাই আল্লাহর্ খাটি বান্দাহ হতাম। (১৭০) অথচ তারা কুরআন মানে না, শীঘ্রই তারা বুঝবে।

﴿١٧١﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٢﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٣﴾ وَاِنَّ

১৭১। অলাক্বদ্ সাবাক্বত্ কালিমাতুনা-লি'ইবা-দিনাল্ মুর্সালীন্। ১৭২। ইন্নাহুম্ লাহুমুল্ মান্ছূরূন্। ১৭৩। অ ইন্না-
(১৭১) আর রাসূলদের ব্যাপারে আমার কথা স্থির আছে, (১৭২) অবশ্যই তারা সহায়তা পাবে। (১৭৩) আর নিশ্চয়ই আমার

جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٤﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٥﴾ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ *

জুন্দানা- লাহুমুল্ গ-লিবূন্। ১৭৪। ফাতাওয়াল্লা 'আন্হুম্ হাত্তা-হীন্। ১৭৫। অআব্ছির্হুম্ ফাসাওফা ইয়ুব্ছিরূন্।
বাহিনীই বিজয়ী হবে। (১৭৪) আর আপনি কিছুকাল তাদের উপেক্ষা করুন।(১৭৫) আর দেখুন, শ্রীঘ্রই তারাও দেখবে।

﴿١٧٦﴾ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٧﴾ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ *

১৭৬। আফা-বি'আযা-বিনা-ইয়াস্তা' জিলূন্। ১৭৭। ফাইযা-নাযালা বিসা-হাতিহিম্ ফাসা — য়া ছোয়াবা-হুল্ মুন্যারীন্।
(১৭৬) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত চায়? (১৭৭) অতঃপর আযাব আঙিনায় আসলে সতর্ককৃতদের সকাল কত মন্দ হবে।

﴿١٧٨﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٩﴾ وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨٠﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ

১৭৮। অ তাওয়াল্লা-'আন্হুম্ হাত্তা-হীন্। ১৭৯। অআব্ছির্ ফাসাওফা ইয়ুব্ছিরূন্। ১৮০। সুব্হা-না রব্বিকা
(১৭৮) সুতরাং কিছুকাল তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। (১৭৯) আপনি দেখুন, শ্রীঘ্রই তারাও দেখবে। (১৮০) তাদের বর্ণনা হতে

৫
ع 44
৯
রুকু

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨١﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨٢﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

রব্বিল্ ইয্যাতি আ'ম্মা-ইয়াছিফূন্। ১৮১। অসালা-মুন্ 'আলাল্ মুরসালীন্। ১৮২। অল্ হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্
আপনার রব পবিত্র, মর্যাদাবান। (১৮১) রাসূলদের প্রতি শান্তি। (১৮২) আর বিশ্ব রব আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা।

সূরা ছোয়া-দ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ ঃ ৫

﴿١﴾ صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ﴿٢﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ﴿٣﴾ كَمْ

১। ছোয়া — দ্ অল্ ক্বুরআ-নি যিয্ যিক্র্। ২। বালিল্লাযীনা কাফারূ ফী 'ইয্যাতিঁও ওয়া শিক্বা-ক্ব্। ৩। কাম্
(১) ছোয়াদ, উপদেশে পরিপূর্ণ কুরআনের কসম, (২) বরং কাফেররা ঔদ্ধত্য ও মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। (৩) তাদের

শানেনুযূল আয়াত–১ ঃ হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর কোরেশী নেতাদের ২৫ জন নেতা একত্রিত হয়ে রাসূল (ছঃ)-এর চাচা আবু তালিবের নিকট গিয়ে অনুরোধ করল যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডেকে বুঝিয়ে দিন এবং আমাদের ও তার মধ্যে মীমাংসা করে দিন। আবু তালিব রাসূল (ছঃ) কে ডেকে বললেন, হে আমার সন্তান! তোমার কওমের লোকেরা তোমার নিকট এ অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তাদের রীতিনীতির সমালোচনা থেকে বিরত থাক, তুমি তোমার রবের এবাদত করতে থাক, আর তারা তাদের উপাস্যদের পূজা করতে থাক। এখন তুমি বল এটা অপেক্ষা তোমার জাতির নিকট আর কি আশা করতে পার। রাসূল (ছঃ) বললেন, আমি তো তাদের নিকট কেবল একটি কলেমাই চাই যা দিয়ে সমগ্র আরব-আযম তাদের অনুগত হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সে কলেমাটি কি? রাসূল (ছঃ) বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" এ কথা শুনে সবাই উঠে চলে গেল এবং বলল মুহাম্মদ সমস্ত দেবতাদের বাদ দিয়ে একটা মা'বুদই সাব্যস্ত করছে? এটা তো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৫৭

أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٤﴾ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ

আহ্লাক্না-মিন্ ক্বব্লিহিম্ মিন্ ক্বর্নিন ফানা-দাও অলা-তাহীনা মানা-ছ্। ৪। অ 'আজিবূ ~ আন্ জ্বা — য়া হুম্
পূর্বে কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন তারা চিৎকার দিয়েছে, কিন্তু উদ্ধারের উপায় ছিল না। (৪) আর তারা বিস্মিত

مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٥﴾ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا

মুন্যিরুম্ মিন্হুম্ অক্ব-লাল্ কাফিরূনা হা-যা-সা-হিরুন্ কায্যা-ব্। ৫। আজ্বা'আলাল্ আ-লিহাতা ইল-হাঁও
হয় সতর্ককারী আসার ব্যাপারে, কাফেররা বলে, এ ব্যক্তি তো মিথ্যা যাদুকর। (৫) অনন্তর সে কি বহু ইলাহের স্থলে

وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٦﴾ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا

ওয়া-হিদান্ ইন্না-হা-যা-লাশাইয়ুন্ 'উজ্বা-ব্। ৬। অন্ত্বোয়ালাক্বল্ মালায়ু মিন্হুম্ আনিম্শূ অছ্বিরূ
মাত্র এক ইলাহ্ বানিয়েছে? বাস্তবিকই এটা তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৬) কাফের প্রধানরা বলে যায় যে, তোমরা তোমাদের

عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٧﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ۖ إِنْ

'আলা ~ 'আ-লিহাতিকুম্ ইন্না-হা-যা- লাশাইয়ুঁই ইয়ুর-দ্। ৭। মা-সামি'না-বিহা-যা-ফিল্ মিল্লাতিল্ আ-খিরতি ইন্
দেবতার উপসনায় অবিচল থাক, নিশ্চয়ই এটা তো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। (৭) আমরা আমাদের পূর্ববর্তী মিল্লাতে এরূপ শুনি নি,

هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٨﴾ أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ

হা-যা- ইল্লাখ্ তিলা-ক্ব্। ৮। আ উন্যিলা 'আলাইহিয় যিক্রু মিম্ বাইনিনা-; বাল্ হুম্ ফী শাক্কিম্ মিন্
এটা তো তার মনগড়া উক্তি। (৮) আমাদের মধ্য হতে তার কাছেই কি এ উপদেশ আসল? মূলতঃ তারা আমার উপদেশে

ذِكْرِي ۚ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٩﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ

যিক্রী বাল্ লাম্মা-ইয়াযূক্ব্ 'আযা-ব্;। ৯। আম্ 'ইনদাহুম্ খযা — য়িনু রহ্মাতি রব্বিকাল্ 'আযীযিল্
সন্দিহান, তারা তো এখনও শাস্তি ভোগ করেনি। (৯) না কি তাদের নিকট পরাক্রমশালী দাতা আপনার রবের অনুগ্রহের

الْوَهَّابِ ﴿١٠﴾ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي

ওয়াহ্হা-ব্। ১০। আম্ লাহুম্ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্আরদ্বি অমা-বাইনা হুমা-ফাল্ ইয়ার্তাক্বূ ফিল্
ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি আসমান-যমীন ও মধ্যবর্তী বস্তুর সার্বভৌমত্ব তাদের নিকট আছে? থাকলে তারা যেন সিঁড়ি

الْأَسْبَابِ ﴿١١﴾ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١٢﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

আস্বা-ব্। ১১। জু্নদুম্ মা-হুনা-লিকা মাহ্যূমুম্ মিনাল্ আহ্যা-ব্। ১২। কায্যাবাত্ ক্বব্লাহুম্ ক্বওমু
দিয়ে আরোহণ করে।(১১) বহু বাহিনীর এ বাহিনীও অবশ্যই পরাস্ত হবে। (১২) ইতোপূর্বেও তারা মিথ্যারোপ করেছিল

نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٣﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ

নূহিঁও অ'আ-দুঁও অফির্'আউনু যুল্ আওতা-দ্। ১৩। অছামূদু অক্বওমু লূত্বিঁও অ আছ্হা-বুল্ য়াইকাহ্;
নূহের জাতি, আদ ও কীলকওয়ালা ফেরাউন যে বহু শিবিরের মালিক ছিল। (১৩) ছামূদ, লূতের জাতি ও আয়কাবাসী।

১ ع ১৪ ১০ রুকু

أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٤﴾ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٥﴾ وَمَا يَنْظُرُ

উলা — য়িকাল্ আহ্যা-ব্। ১৪। ইন্ কুল্লু ন্ ইল্লা-কায্যাবার রুসুলা ফাহাক্ক্ব্ 'ইক্ব-ব্। ১৫। অমা-ইয়ান্জুরু
তারা ছিল বড় দল। (১৪) নিশ্চয়ই এরা সকলে রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছে, ফলে শাস্তি পেয়েছে। (১৫) আর এরা

هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا

হা ~ উলা — য়ি ইল্লা-ছোয়াইহাতাঁও ওয়া-হিদাতাম্ মা-লাহা-মিন্ ফাওয়া-ক্ব। ১৬। অ ক্ব-লূ রব্বানা-'আজ্জিল্ লানা-
বিকট শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে, যে শব্দ হবে বিরামহীন।(১৬) এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসাব-দিনের পূর্বেই আমাদের

قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ

ক্বিত্বোয়ানা-ক্ববলা ইয়াওমিল্ হিসা-ব্। ১৭। ইছ্বির্ 'আলা- মা ইয়াক্বূলূনা অয্কুর্ 'আব্দানা-দা-য়ূদা যাল্আইদি
পাওনা আমাদেরকে দিয়ে দাও।(১৭) তাদের কথায় আপনি ধৈর্য হারা হবে না। শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ করুন, সে ছিল

إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ *

ইন্নাহূ ~ আওয়্যা-ব্। ১৮। ইন্না-সাখ্খারনাল্ জ্বিবা-লা মা'আহূ ইয়ুসাব্বিহ্না বিল্'আশিয়্যি অল্ ইশ্র-ক্ব্।
প্রত্যাবর্তনকারী। (১৮) আর পাহাড়কে নিশ্চয়ই আমি অনুগত করেছি, সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে মহিমা ঘোষণা করত

﴿١٩﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿٢٠﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ

১৯। অত্বত্বোয়াইর মাহ্শূরাহ্; কুল্লু ল্ লাহূ ~ আওওয়া-ব্। ২০। অশাদাদ্না- মুল্কাহূ অআ-তাইনা-হুল্ হিক্মাতা অফাছ্লাল্
(১৯) সমবেত পক্ষীকুলকেও; সকলেই তাঁর অভিমুখী। (২০) আর তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছি, দিয়েছি হেকমত ও বিচার

الْخِطَابِ ﴿٢١﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ

খিত্বোয়া-ব্। ২১। অহাল্ আতা-কা নাবায়ুল্ খাছ্মি। ইয্ তাসাওয়্যারুল্ মিহ্র-ব্। ২২। ইয্ দাখালূ 'আলা-
ক্ষমতা।(২১) বিবাদীদের খবর এসেছে কি? যখন তারা মিহ্রাবে প্রবেশ করেছিল, (২২) আর যখন তারা দাউদের নিকট

দাওয়া
ওয়াকফে লাযেম

دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ

দা-য়ূদা ফা ফাযি'আ মিন্হুম্ ক্ব-লূ লা-তাখফ্ খছ্মা-নি বাগ- বা'দ্বু না- 'আলা-বা'দ্বিন্ ফাহ্কুম্
পৌঁছল তখন সে ভয় পেয়ে গেল; তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা বিবাদী, একে অন্যের ওপর জুলুম করেছি, ন্যায়

بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ

বাইনানা-বিল্হাক্ক্বি অলা-তুশ্ত্বিত্ব অহ্দিনা ~ ইলা-সাওয়া — য়িছ্ ছির-ত্ব। ২৩। ইন্না হা-যা ~ আখী লাহূ তিস্'উঁও
বিচার করে দিন, অবিচার নয়, এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।(২৩) এ ব্যক্তি আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা,

শানেনুযূল আয়াত-১৬ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন কিয়ামত ও জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিলেন, তখন বকর ইবনে হারেছ অবিশ্বাসের সুরে বিদ্রূপাত্মকভাবে উপরোক্ত উক্তি করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরায়ে হাক্কাতে "যখন ঈমানদারদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং জাহান্নামীদেরকে তাদের বাম হাতে দেয়া হবে" এ উক্তি নাযিল হল, তখন কাফেররা ঠাট্টা করে বলল, আমাদের এখনই আমলনামা দিয়ে দাও। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-২১ ঃ হযরত দাউদ (আঃ) তিন দিনের একটি কম তালিকা নির্ধারণ করেছিলেন- বিচারের জন্য একদিন, একদিন স্ত্রীদের নিকট অবস্থানের জন্য একদিন, ইবাদতের জন্য একদিন। ইবাদতের দিন তাঁর কক্ষে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। পাহারাদার নিয়োজিত ছিল। এজন্য কয়েক লোক কক্ষের দেওয়াল বেয়ে তাঁর নিকট আসল। (মুঃ কোঃ)

وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

অ তিস্‌'ঊনা না'জ্বাতাঁও অলিয়া না'জ্বাতুও ওয়া-হিদাতুন্ ফাক্ব-লা আক্‌ফিল্‌নীহা অ'আয্‌যানী ফিল্ খিত্বোয়া-ব্।
আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা, এরপরও সে বলছে, তোমার দুম্বটিও আমাকে দিয়ে দাও; কথায়ও সে চাপ দিচ্ছে।

﴿٢٤﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ

২৪। ক্ব-লা লাক্বদ্ জোয়ালামাকা বিসুয়া-লি না'জ্বাতিকা ইলা-নি'আজ্বিহ্; অইন্না কাছীরম্ মিনাল্ খুলাত্বোয়া — য়ি
(২৪) সে বলল, তোমার দুম্বাকে তার দুম্বার সঙ্গে চেয়ে তুমি তার প্রতি জুলুম করেছ, আর অধিকাংশ অংশীদাররাই পরস্পরের

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ

লাইয়াব্‌গী বা'দ্বুহুম্ 'আলা- বা'দ্বিন্ ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি অক্বলীলুম্ মা-হুম্;
প্রতি অবিচার করে থাকে, তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা ছাড়া, এ সংখ্যা কম। আর দাউদ বুঝল,

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٥﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ

সেজদা

অ জোয়ান্না দা-য়ূদু আন্নামা-ফাতান্না- হু ফাস্‌তাগ্‌ফার রব্বাহূ অখর্‌র- র- কিআঁও অআনা-ব্। ২৫। ফাগাফার্‌না-লাহূ যা-লিক্;
তাকে আমি পরীক্ষা করেছি, সে স্বীয় রবের নিকট ক্ষমা চেয়েছে, এবং নত হয়েছে। (২৫) তাকে ক্ষমা করলাম, আমার

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٦﴾ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

অ ইন্না-লাহূ ই'ন্‌দানা-লাযুল্‌ফা- অহুস্‌না মায়া-ব্। ২৬। ইয়া-দায়ূদু ইন্না-জ্বা'আল্‌না-কা খলীফাতান্ ফিল্ আরদ্বি
কাছে উচ্চ মর্যাদা, শুভ পরিণাম আছে। (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে যমীনে আমার প্রতিনিধি করেছি, লোকের

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ

ফাহ্‌কুম্ বাইনান্না-সি বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অলা-তাত্তাবি'ইল্ হাওয়া-ফাইয়ুদ্বিল্লাকা 'আন সাবীলিল্লা-হি; ইন্নাল্
মাঝে তুমি ন্যায়বিচার করবে। কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হবে না, যদি হও, তবে আল্লাহর পথ হতে তোমাকে বিচ্যুত করে দেব, নিশ্চয়ই

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

লাযীনা ইয়াদ্বিল্লূনা 'আন সাবীলিল্লা-হি লাহুম 'আযা-বুন শাদীদুম্ বিমা- নাসূ ইয়াওমাল হিসা-ব।
যারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব; কারণ, হিসাবের দিনকে তারা ভুলে আছে।

﴿٢٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

২৭। অমা-খলাক্ব্‌নাস্ সামা — য়া অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা- বা-ত্বিলা-; যা-লিকা জোয়ান্নুল্ লাযীনা কাফারূ
(২৭) আসমান-যমীন ও তদস্থ বস্তুসমূহ আমি এমনি এমনি সৃষ্টি করি নি; এটাই কাফেরদের ধারণা। অনন্তর কাফেরদের জন্য

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٨﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ মিনান্না-র্। ২৮। আম্ নাজ্ব্‌'আলু ল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি
জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে। (২৮) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে কি বিপর্যয়কারীদের সমান

সিজদাহ্-১০

ع ১২ ২ ১১ রুকু

كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٩﴾ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ

কাল্‌মুফ্‌সিদীনা ফিল্ আর্‌দ্বি আম্ নাজ্‌'আলুল্ মুত্তাক্বীনা কাল্‌ফুজ্জা-র্। ২৯। কিতা-বুন্ আন্‌যাল্‌না-হু ইলাইকা
গণ্য করব? না কি যারা মুত্তাকী তাদেরকে, যারা পাপী তাদের সমান গণ্য করব? (২৯) আপনাকে প্রদান করেছি, কল্যাণময়

مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٣٠﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط

মুবা-রকুল্ লিইয়াদ্দাব্বারূ ~ আ-ইয়া-তিহী অলিয়া তাযাক্কারা উলুল্ আল্‌বা-ব্। ৩০। অ অহাব্‌না- লিদা-য়ূদা সুলাইমা-ন্;
গ্রন্থ যেন মানুষ বুঝে, আর যারা জ্ঞানী তারাই উপদেশ গ্রহণ করে।(৩০) আর আমি দাউদকে উত্তম বান্দাহ সুলাইমানকে

نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣١﴾ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣٢﴾ فَقَالَ

নি'মাল্ 'আব্‌দ্; ইন্নাহূ ~ আওঅ-ব্। ৩১। ইয্ উ'রিদ্বোয়া 'আলাইহি বিল্'আশিয়্যিছ্ ছোয়া-ফিনা-তুল্ জ্বিয়া-দ্। ৩২। ফাক্বা-লা
দিয়েছি, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ অভিমুখী। (৩১) যখন সন্ধার সময় তার সামনে দ্রুতগামী অশ্ব পেশ করা হল, (৩২) বলল,

اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ج حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٣﴾ رُدُّوْهَا

ইন্নী ~ আহ্‌বাবতু হুব্বাল্ খইরি 'আন্ যিক্‌রি রব্বী হাত্তা-তাওয়া-রাত্ বিল্‌হিজ্বা-ব্। ৩৩। রুদ্দূহা-
আমি রবের স্মরণ হতে গাফেল হয়ে সম্পদকে ভালবেসেছি, এমন কি সূর্য পর্যন্ত অস্ত গেল; (৩৩) পুনরায় সেগুলো আমার

عَلَيَّ ط فَطَفِقَ مَسْحًام بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى

'আলাই; ফাত্বোয়াফিক্বা মাস্‌হাম্ বিস্‌সূক্বি অল্ 'আনা-ক্ব। ৩৪। অলাক্বদ্ ফাতান্না-সুলাইমা-না অআল্‌ক্বইনা 'আলা-
সামনে আন, অনন্তর সে তাদের পা ও গলা ছেদন করতে লাগল।(৩৪) সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম, তার আসনে একটি

كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ

কুর্‌সিয়্যিহী জ্বাসাদান্ ছুম্মা আনা-ব্। ৩৫। ক্বা-লা রব্বিগ্ ফির্‌লী অহাব্‌লী মুল্‌কাল্ লা-ইয়াম্‌বাগী লিআহাদিম্
দেহ রাখলাম, সে রুজু হল। (৩৫) বলল, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে এমন রাজ্য দাও যার মালিক আমি

مِّنْۢ بَعْدِيْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٦﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً

মিম্ বা'দী ইন্নাকা আন্‌তাল্ অহ্‌হা-ব্। ৩৬। ফাসাখ্‌খার্‌না-লাহুর্ রীহা তাজ্‌রী বিআম্‌রিহী রুখ — য়ান্
ছাড়া যেন আর কেউ না হয়, তুমিই পরম দাতা। (৩৬) অনন্তর বায়ুকে তার বশীভূত করলাম, যেখানে যেতে চাইতো মৃদু

حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٨﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي

হাইছু আছোয়া-ব্। ৩৭। অশ্‌শাইয়া ত্বীনা কুল্লা বান্না — য়িঁও ওয়া গাওঅ-ছ্। ৩৮। অআ-খরীনা মুক্বার্‌রনীনা ফিল্
গতিতে প্রবাহিত হত। (৩৭) আর শয়তানদের (জিনদের), প্রত্যেকেই ইমারত নির্মাতা ও ডুবুরি ছিল। (৩৮) আর বন্দি ছিল

আয়াত-২৯ ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) আট বছরে শুধু সূরা বাকারা মুখস্থ করেন, সাহাবারা যেভাবে কোরআনের শব্দাবলীর শিক্ষা নবী করীম (ছঃ) হতে লাভ করেছিলেন, এভাবে তার অর্থও শিক্ষা লাভ করেন। (বঃ কোঃ) আয়াত-৩২ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাঁর গাম্ভীর্য ও প্রবল প্রতাপের কারণে নামাযের কথা স্মরণ করায়ে দিতে কোন ভৃত্যের সাহস হল না। পরে নিজেই সচেতন হয়ে বললেন, "আফসুস্! সম্পদের মোহে স্বীয় প্রভুর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে গেলাম।" (বঃ কোঃ) আয়াত-৩৩ ঃ সুলায়মান (আঃ) তাঁর মাদী ঘোড়া সমুদ্রের কিনারায় বেঁধে রাখলে সামুদ্রিক ঘোড়া বের হয়ে ঐ মাদী ঘোড়ার সাথে মিলনে বাচ্চা জন্মে বড় হয়ে যুদ্ধের উপযোগী হল। সুলায়মান (আঃ) তাদিগকে দেখতে গিয়ে আছরের নামায কাযা হলে আল্লাহর মহব্বতে তিনি ঘোড়াগুলোকে জবেহ করে ফেললেন। এজন্য আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করলেন। (মুঃ কোঃ)

الْأَصْفَادِ ﴿٣٩﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا

আছ্ফা-দ্। ৩৯। হা-যা- 'আত্বোয়া — য়ুনা ফাম্নুন্ আও আম্সিক্ বিগইরি হিসা-ব্। ৪০। অইন্না-লাহূ 'ইন্দানা-
আরও অনেকে।(৩৯) এটা আমার অনুগ্রহ, দান কর বা রাখ, কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) আর আমার কাছে রয়েছে

ع ৩ ১৪ ১২ রুকু

لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ

লা-যুল্ফা- অহুস্না- মায়া-ব্। ৪১। অয্কুর্ 'আব্দানা ~ আইয়্যূব্। ইয্ নাদা-রব্বাহূ ~ আন্নী মাস্ সানিয়াশ্
তার জন্য মর্যাদা ও সুভপরিণাম। (৪১) আর স্মরণ করুন, আমার বান্দাহ আইউবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলল,

الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤٢﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

শাইত্বোয়া-নু বিনুছ্বিঁও অ'আযা-ব্। ৪২। উর্কুদ্ব্ বিরিজ্ লিকা হা-যা-মুগ্তাসালুম্ বা -রিদুঁও অশার-ব্।
শয়তান আমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণায় ফেলল। (৪২) পা দিয়ে আঘাত কর, এটা তোমাদের জন্য গোসলের ঠাণ্ডা পানি ও পানীয়।

﴿٤٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

৪৩। অওয়াহাব্না-লাহূ ~ আহ্লাহূ অমিছ্লাহুম্ মা'আহুম্ রহ্মাতাম্ মিন্না-অযিক্র- লিউলিল্ আল্বা-ব্।
(৪৩) আর আমি দান করলাম পরিবার ও সমপরিমাণ লোক, আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

﴿٤٤﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ

৪৪। অখুয্ বিয়াদিকা দ্বিগ্ছান্ ফাদ্বরিব্ বিহী অলা-তাহ্নাছ্; ইন্না-অজ্বাদ্না-হু ছোয়া-বির-; নি'মাল্ 'আব্দ;
(৪৪) আর এক মুষ্টি তৃণ নিয়ে তাকে আঘাত কর, কসম ভঙ্গ করো না। নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, উত্তম বান্দা,

إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٥﴾ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

ইন্নাহূ ~ আওয়্যা-ব্। ৪৫। অয্কুর্ 'ইবা-দানা ~ ইব্রা-হীমা অইস্হা-ক্ব অ ইয়া'কূ্বা উলিল্ আইদী অল্ আব্ছোয়া-র্।
নিশ্চয়ই সে ছিল রুজুকারী।(৪৫) স্মরণ করুণ, আমার বান্দাহ ইব্রাহীম্, ইসহাক ও ইয়া'কুবের কথা, তারা শক্তিশালী চক্ষুস্মান ছিল।

﴿٤٦﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

৪৬। ইন্না ~ আখ্লাছ্না-হুম্ বিখ-লিছোয়াতিন্ যিক্রদ্দা-র্। ৪৭। অ ইন্নাহুম্ 'ইন্দানা-লামিনাল্ মুছ্ত্বোয়াফাইনাল্ আখ্ইয়া-র্।
(৪৬) 'পরকালের স্মরণ' গুণের বিশেষ গুণের মালিক করেছি। (৪৭) আর তারা ছিল আমার নিকট মনোনীত ও উত্তম বান্দাহ।

﴿٤٨﴾ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٩﴾ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ

৪৮। অয্কুর্ ইস্মা-'ঈলা অল্ইয়াসা'আ অযাল্ কিফ্ল্; অ কুল্লুম্ মিনাল্ আখ্ইয়া-র্। ৪৯। হা-যা-যিক্র্; অ ইন্না-
(৪৮) স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফ্লের কথা, প্রত্যেকেই ছিল উত্তম বান্দাহ। (৪৯) এটা উপদেশ,

لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٥٠﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥١﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا

লিল্মুত্তাক্বীনা লাহুস্না মায়া-ব্। ৫০। জ্বান্না-তি 'আদ্নিম্ মুফাত্তাহাতাল্ লাহুমুল্ আব্ওয়া-ব্। ৫১। মুত্তাকিয়ীনা ফীহা-
মুত্তাকীদের জন্য উত্তম বাসস্থান আছে। (৫০) চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত। (৫১) সেখানে তারা হেলান

يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝٥٢ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ

ইয়াদ্উ'না ফীহা-বিফা-কিহাতিন্ কাছীরাতিঁও অশার-ব্। ৫২। অ'ইন্দাহুম্ ক্বা-ছিরাতুত্ত্ব ত্বোয়ারফি আত্‌র-ব্।
দিয়ে উপবেশন করবে, বহু ফল ও পানীয়ের নির্দেশ দেবে। (৫২) আর তাদের কাছে আনত নয়না, সম বয়স্কা হুররা থাকবে।

۝٥٣ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝٥٤ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ۝٥٥ هَٰذَا

৫৩। হা-যা-মা- তূ'আদূনা লিইয়াওমিল্ হিসা-ব্। ৫৪। ইন্না-হাযা-লারিয্‌কুনা- মা-লাহূ মিন্ নাফা-দ্। ৫৫। হা-যা-;
(৫৩) এটাই হিসাব দিনের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। (৫৪) নিশ্চয়ই এটা আমারই দেয়া রিযিক, যার শেষ নেই। (৫৫) এটা;

وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ۝٥٦ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝٥٧ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ

অ ইন্না-লিত্ব ত্বোয়া-গীনা লাশার্‌রা মায়া-ব্।৫৬। জ্বাহান্নামা ইয়াছ্‌লাওনাহা-ফাবি'সাল্ মিহা-দ্। ৫৭। হা-যা-ফাল্ ইয়াযূক্বূ-হু
অবাধ্যদের জন্য নিকৃষ্ট পরিণাম।(৫৬) জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে, তা নিকৃষ্ট আবাস। (৫৭) এটা গরম পানি ও

حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝٥٨ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝٥٩ هَٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ

হামীমুঁও অগাস্‌সা-ক্ব। ৫৮। অআ-খারু মিন্ শাক্‌লিহী ~ আয্‌ওয়া-জ্ব। ৫৯। হা-যা-ফাওজুম্ মুক্বতাহিমুম্ মা'আকুম্
পুঁজ তারা তা উপভোগ করুক। (৫৮) আর এ ধরনের আরো বিভিন্ন শাস্তি। (৫৯) এ দল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে।

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ۝٦٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ

লা-মারহাবাম্ বিহিম্ ইন্নাহুম্ ছোয়া-লুন্ না-র্। ৬০। ক্বা-লূ বাল্ আন্‌তুম্ লা-মারহা-বাম্ বিকুম্; আন্‌তুম্
অথচ তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, জাহান্নামে তারা জ্বলবে। (৬০) অনুসারীরা বলবে, বরং তোমরাও; অভিনন্দন পাবে না,

قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝٦١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا

ক্বদ্দাম্ তুমূহু লানা-ফাবি'সাল্ ক্বর-র্। ৬১। ক্ব-লূ রব্বানা-মান্ ক্বদ্দামা লানা-হা-যা-ফাযিদ্‌হু 'আযা-বান্
তোমরাই তা আমাদের জন্য পেশ করেছ, বড়ই নিকৃষ্ট এ আবাস।(৬১) তারা বলবে, হে আমাদের রব! এটা যে পেশ করেছে, তার

ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝٦٢ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ

দি'ফান্ ফিন্না-র্।৬২। অক্ব-লূ মা-লানা-লা-নার-রিজ্বা-লান্ কুন্না-না'উদ্দ্‌-হুম্ মিনাল্ আশ্‌র-র্।
শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও। (৬২) তারা বলবে, কি হল, আমরা যাদেরকে মন্দ জানতাম, তাদেরকে দেখছি না কেন?

۝٦٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۝٦٤ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ

৬৩। আত্তাখয্‌না-হুম্ সিখ্‌রিয়্যান্ আম্ যা-গাত্ 'আন্‌হুমুল্ আব্‌ছোয়া-র্। ৬৪। ইন্না যা-লিকা লাহাক্ব্ কু্-ন্ তাখা-ছুমু আহ্‌লিন্
(৬৩) তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা করতাম, না আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে? (৬৪) নিশ্চয়ই দোযখীদের এ বিবাদ

আয়াত-৬১ ঃ একে অপরের প্রতি বিপথগামী করার ব্যাপারে যখন দোষারোপ করতে থাকবে তখন অনুবর্তী লোকেরা নিজেদের নেতাদের সঙ্গে সম্বোধনের পালা বাদ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্বোধন করে বলবে, হে আমাদের রব! যে ব্যক্তির কারণে আমাদের এ দুরবস্থা তাকে দ্বিগুন আযাব দাও– এক গুণ নিজেদের বিপথগামী হওয়ার জন্য অপর গুণ অন্যদেরকে বিপথগামী করার জন্য।
আয়াত-৬৫ ঃ এটি আর একটি সন্তাপের বিষয় হবে– এ কাফের মুশরিক লোকেরা যে সকল নিরীহ, দুঃস্থ মুসলমানকে পৃথিবীতে উপহাস করেছিল এবং গোমরাহ্ বলত, তাদেরকে যখন সঙ্গে দেখবে না তখন বলবে, তাদেরকে দেখছিনা কেন? তখন তারা উপলব্ধি করবে, জাহান্নামে কেন তারা পতিত হল অথচ তারা জান্নাতে পৌঁছে গিয়াছে। এতে তাদের অনুতাপ আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

তিন চতুর্থাংশ

৪ ع ২৪ ১৩ রুকু

النَّارِ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٦﴾ رَبُّ

না-র্। ৬৫। কুল্ ইন্নামা ~ আনা মুন্যিরুঁও অমা- মিন্ ইলাহিন্ ইল্লাল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বাহ্হা-র্। ৬৬। রব্বুস্
সত্য। (৬৫) বলুন, আমি তো সতর্ককারীমাত্র, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী। (৬৬) আসমান-

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٧﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ أَنتُمْ عَنْهُ

সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অমা-বাইনাহুমাল্ 'আযী যুল্ গফ্ফা-র্। ৬৭। ক্বুল্ হুওয়া নাবায়ুন্ 'আজীম্। ৬৮। আনতুম আন্হু
যমীন ও তদ্মধ্যস্থিত সব কিছুর রব, পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।(৬৭) আপনি বলুন, এটা মহা বিবরণ, (৬৮) যা হতে

مُعْرِضُونَ ﴿٦٩﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٠﴾ إِن يُوحَىٰ

মু'রিদ্বূন্। ৬৯। মা-কা-না লিয়া মিন্ 'ইল্মিম্ বিল্ মালায়িল্ আ'লা ~ ইয্ ইয়াখ্তাছিমূন্। ৭০। ইঁ ইয়ূ হা ~
তোমরা মুখ ফিরাচ্ছ। (৬৯) ঊর্ধ্বলোকে তাদের আলোচনা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই। (৭০) আমার কাছে প্রত্যাদেশ এজন্যই

إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧١﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن

ইলাইয়্যা ইল্লা ~ আন্নামা ~ আনা নাযীরুম্ মুবীন্।৭১। ইয্ ক্বা-লা রব্বুকা লিল্মালা — য়িকাতি ইন্নী খ-লিক্বুম্ বাশারাম্ মিন্
এসেছে যে, আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী। (৭১) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি মাটি হতে একজন মানুষ

طِينٍ ﴿٧٢﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَجَدَ

ত্বীন্। ৭২। ফাইযা-সাওয়্যাইতুহূ অ নাফাখ্তু ফীহি মির্ রূহী ফাক্বা'উ লাহূ সা-জ্বিদীন্। ৭৩। ফাসাজ্বাদাল্
সৃষ্টি করব, (৭২) যখন আমি তার সৃষ্টি সুসম্পন্ন করব এবং, আমার রূহ ফুঁকব, তখন সেজদা করবে। (৭৩) অতঃপর

الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٤﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ☆

মালা — য়িকাতু কুল্লুহুম্ আজ্মা'উন্। ৭৪। ইল্লা ~ ইব্লীস্; ইস্তাক্বার অকা-না মিনাল্ কা-ফিরীন্।
সেজদা করল ফেরেশ্তারা সবাই। (৭৪) ইবলীস ব্যতীত, সে অহঙ্কার করল, ফলে সে কাফেরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল।

﴿٧٥﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ

৭৫। ক্বা-লা ইয়া ~ ইব্লীসু মা- মানা'আকা আন্ তাস্জ্বুদা লিমা-খলাক্বতু বিইয়াদাই; আস্তাক্বার্তা
(৭৫) বললেন, হে ইবলীস! আমার স্বহস্তের সৃষ্টিকে সেজদা করতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে,

أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٦﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن

আম্ কুন্তা মিনাল্ 'আ-লীন্। ৭৬। ক্বা-লা আনা খইরুম্ মিন্হু খলাক্বতানী মিন্ না-রিঁও অখলাক্বতাহূ মিন্
না কি তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবলে? (৭৬) সে বলল, আমি শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন

طِينٍ ﴿٧٧﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ☆

ত্বীন্। ৭৭। ক্বা-লা ফাখ্রুজ্ মিন্হা-ফাইন্নাকা রাজ্বীম্। ৭৮। অইন্না 'আলাইকা লা'নাতী ~ ইলা-ইয়াওমিদ্দীন্।
মাটি দিয়ে।(৭৭) বললেন, বের হয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত।(৭৮) আর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার লা'নত তোমার প্রতি।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾

৭৯। ক্বা-লা রব্বি ফাআন্‌জির্নী ~ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্‌'আছূন্। ৮০। ক্বা-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জোয়ারীন্।
(৭৯) সে বলল, হে আমার রব! কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (৮০)(আল্লাহ) বললেন, অবকাশ দেয়া হল।

إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ

৮১। ইলা-ইয়াওমিল্ অক্ব্‌তিল্ মা'লূম্। ৮২। ক্বা-লা ফাবিই'য্‌যাতিকা লাউগ্‌ওয়িইয়ান্নাহুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৮৩। ইল্লা-'ইবা-দাকা
(৮১) নির্দিষ্ট দিনের উপস্থিতি পর্যন্ত। (৮২) সে বলল, আপনার ইয্‌যতের কসম! সকলকে বিভ্রান্ত করব। (৮৩) তবে

مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ

মিন্‌হুমুল্ মুখ্‌লাছীন্। ৮৪। ক্বা-লা ফাল্ হাক্ব্‌ক্বু অল্‌হাক্ব্‌ক্ব আক্বূল্। ৮৫। লাআম্‌লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিন্‌কা
যারা খাঁটি বান্দা তারা ছাড়া। (৮৪) বললেন, তবে তাই ঠিক, আর আমি সত্যই বলি। (৮৫) আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব

وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا

অ মিম্মান্ তাবি'আকা মিন্‌হুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৮৬। ক্বুল্ মা ~ আস্‌য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্‌রিঁও অমা ~
তোমাকে ও তোমার অনুসারীদের দিয়ে। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না, এবং আমি

مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

আনা মিনাল্ মুতাকাল্লিফীন্। ৮৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা-যিক্‌রুল্ লিল্'আ-লামীন্। ৮৮। অলা তা'লামুন্না নাবায়াহূ বা'দা হীন্
মিথ্যা দাবিদার নই। (৮৭) তা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। (৮৮) আর এর খবর অনতিকাল পর নিশ্চয়ই জানবে।

৫ ع ২৪ 14 রুকু

সূরা যুমার্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ ঃ ৮

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ

১। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্। ২। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকাল্ কিতা-বা
(১) প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর তরফ থেকে এ কিতাব অবতারিত। (২) আপনার উপর সত্যসহ এ কিতাব

بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ

বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফা'বুদিল্লা-হা মুখ্‌লিছোয়াল্ লাহুদ্ দীন্। ৩। আলা-লিল্লা-হিদ্ দীনুল্ খ-লিছ্; অল্ লাযীনাত্
নাযিল করেছি, অতএব খাঁটি আনুগত্যে আল্লাহর এবাদাত করুন। (৩) ওহে! আর খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই জন্য। যারা

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۚ إِنَّ اللّٰهَ

তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~ আওলিয়া — য়্। মা-না'বুদুহুম্ ইল্লা-লিইয়ুক্বর্‌রিবূনা ~ ইলাল্লা-হি যুল্‌ফা-; ইন্নাল্লা-হা
আল্লাহকে ছাড়া বন্ধু নেয়, (বলে) এদের পূজা এ জন্য করি, এরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়ে দেবে।' আল্লাহ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম্ ফী মা-হুম্ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দী মান্ হুওয়া কা-যিবুন্ কাফ্ফা-র্।
তাদের মধ্যে মতভেদযুক্ত বিষয়ে ফয়সালা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ

৪। লাও আর-দাল্লা-হু আইঁ ইয়াত্তাখিযা অলাদাল্ লাছ্ত্বোয়াফা- মিম্মা-ইয়াখ্লুকু মা-ইয়াশা — য়ু সুব্হা-নাহূ;
(৪) আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন; তবে স্বীয় সৃষ্টির মধ্য হতে ইচ্ছামত মনোনীত করতেন। তিনি পবিত্র,

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى

হুওয়া ল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বহ্হা-র্। ৫। খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া বিল্হাক্ব্ ক্বি ইয়ুক্বওয়িরুল্লাইলা 'আলান
তিনি আল্লাহ এক, পরাক্রমশালী। (৫) আসমান-যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন; রাত দ্বারা তিনি দিনকে আচ্ছাদিত

النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

নাহা-রি অইয়ুক্বওয়িরুন্ নাহা-র 'আলাল্লাইলি অসাখ্খরশ্ শাম্সা অল্ ক্বমার্; কুল্লুইঁ ইয়াজ্‌রী লিআজ্বালিম্
করেন, আর দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন রাতকে। তিনি সূর্য-চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঘুরতে

مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

মুসাম্মা; আলা-হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফ্ফা-র্। ৬। খলাক্বকুম্ মিন্ নাফ্সিঁও ওয়া-হিদাতিন্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিন্হা-যাওজ্বাহা-
থাকবে; তিনিই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) এক ব্যক্তি হতে তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তা হতে তোমাদের

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ

অ আন্যালা লাকুম্ মিনাল্ আন্'আ-মি ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্; ইয়াখ্লুক্বুকুম্ ফী বুতূনি উম্মাহা-তিকুম্ খল্ক্বম্ মিম্
সংগিনীসৃষ্টি করেছেন; আর তোমাদেরকে প্রদান করেছেন আট প্রকার নর-মাদী চতুষ্পদ জন্তু; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি

بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ

বা'দি খল্ক্বিন্ ফী জুলুমা-তিন্ ছালা-ছ্; যা-লিকুমু ল্লা-হু রব্বুকুম্ লাহুল্ মুল্ক্;লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ফাআন্না-
করেছেন মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে; তিনি তোমাদের রব আল্লাহ, তাঁরই কর্তৃত্ব। তিনি ছাড়া ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা

تُصْرَفُونَ ۝ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ

তুছ্রফূন্।৭। ইন্ তাক্ফুরূ ফাইন্না ল্লা-হা গনিয়্যুন্ 'আনকুম্ অলা-ইয়ার্দ্বোয়া- লিই'বা-দিহিল্ কুফ্রা
কোথায় যাচ্ছ? (৭) কুফুরী করলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, আর তিনি স্বীয় বান্দার কুফুরী, পছন্দ করেন না

আয়াত-৪ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ শিরক ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে এ আয়াতে খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসের অসত্যতা ও অসারতা ঘোষণা করছেন। অবিশ্বাসী শিরকবাদীরা যেরূপ তাদের উপাস্য প্রস্তর-প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর অনুগৃহীত দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবি বলে মনে করে, খৃষ্টানরাও তদ্রূপ যিশুখৃষ্টকে আল্লাহর জাত পুত্র' বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক ঘোষণা করছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী ও ভ্রান্ত। সর্বশক্তিমান পবিত্রতম আল্লাহর পক্ষে সন্তান জন্ম দান করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতেই পুত্র-কন্যা মনোনীত করে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জন্য ওইরূপ পুত্র-কন্যা অথবা শরীক ও উত্তরাধিকারীরের কোনই প্রয়োজন নেই।

وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ

অ ইন্ তাশ্কুরূ ইয়ার্দ্বোয়াহু লাকুম্; অলা-তাযিরু ওয়া-যিরাতুঁও ওয়িয্রা উখ্রা–; ছুম্মা ইলা-রব্বিকুম্ মার্জ্বি'উকুম্
তোমরা শোকর গুজার হও, এতে তিনি সম্মত। একজন আরেক জনের বোঝা বহন করবে না। পরে রবের কাছেই তোমাদের

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٨﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ

ফাইয়ুনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ সুদূর্। ৮। অইযা-মাস্সাল্ ইন্সা-না
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কর্ম জানাবেন; তিনি অন্তরের বিষয় অবগত। (৮) আর যখন মানুষকে দুঃখ স্পর্শ

ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ

দ্বুর্রুন্ দা'আ রব্বাহূ মুনীবান্ ইলাইহি ছুম্মা ইযা-খাওয়্যালাহূ নি'মাতাম্ মিন্হু নাসিয়া মা-কা-না ইয়াদ্'উ ~ ইলাইহি
করে, তখন সে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে আহ্বান করে; আর তাদের প্রতি যখন তিনি দয়া করেন, তখন সে ভুলে যায় পূর্ব্বের বিষয়টি।

مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ

মিন্ ক্বব্লু অজ্বা'আলা লিল্লা-হি আন্দা-দাল্ লিইয়ুদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিহ্; ক্বুল্ তামাত্তা' বিকুফ্রিকা ক্বলীলান্ ইন্নাকা
তারা আল্লাহর শরীক দাঁড় করায় অন্যকে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট করতে। আপনি বলুন, কুফ্রীর মধ্যে থেকে কিছু ভোগ করে নেও।

مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٩﴾ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ

মিন্ আছ্হা-বিন্ না-র্। ৯। আম্মান্ হুওয়া ক্বা-নিতুন্ আ-না — য়াল্ লাইলি সা-জ্বিদাঁও অ ক্বা — য়িমাই ইয়াহ্যারুল্ আ-খিরতা
নিশ্চয়ই তুমি তো জাহান্নামী। (৯) আর সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে রাতে সেজদায় ও দাঁড়িয়ে এবাদত করে, আর

وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

অ ইয়ার্জ্বূ রহ্মাতা রব্বিহ্; ক্বুল্ হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ লাযীনা ইয়া'লামূনা অল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূন্;
পরকালকে ভয় করে, রবের অনুগ্রহ কামনা করে; আপনি বলে দিন, যারা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, তারা কি সমান হতে পারে?

১ ع ৯ ১৫ রুকু

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٠﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ

ইন্নামা-ইয়াতাযাক্কারূ উলুল্ আল্বা-ব্। ১০। ক্বুল্ ইয়া-'ইবা-দিল্লাযীনা আ-মানুত্তাক্বূ রব্বাকুম্; লিল্লাযীনা
যারা জ্ঞানী তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। (১০) আপনি বলুন, হে মু'মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর।

أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ

আহ্সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া-হাসানাহ্;অ আর্দ্বু ল্লা-হি ওয়া- সি'আহ্;ইন্নামা ইয়ুওয়াফ্ফাছ্ ছোয়া-বিরূনা
আর যারা কল্যাণ করে তাদের জন্য দুনিয়ায় উত্তম বিনিময় রয়েছে। আল্লাহর যমীন বিস্তৃত। নিশ্চয়ই যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

আজ্ব্ রহুম্ বিগইরি হিসা-ব্। ১১। ক্বুল্ ইন্নী ~ উমির্তু আন্ আ'বুদা ল্লা-হা মুখ্লিছোয়াল্ লাহুদ্ দীন্।
অগণিত প্রতিদান প্রদান করা হবে। (১১) আপনি বলে দিন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদতের জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

١٢ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ١٣ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

১২। অ উমিরতু লিআন্ আকূনা আউয়্যালাল্ মুস্‌লিমীন্। ১৩। ক্বুল্ ইন্নী ~ আখ-ফু ইন্ 'আছোয়াইতু

(১২) আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি অগ্রগামী মুসলিম হই। (১৩) আপনি বলুন, আমি আমার রবের অবাধ্য হলে

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٤ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ١٥ فَاعْبُدُوا مَا

রব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ১৪। ক্বুলিল্লা-হা আ'বুদু মুখ্‌লিছোয়াল্ লাহূ দ্বীনী। ১৫। ফা'বুদূ মা-

আমি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। (১৪) আপনি বলুন, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করি। (১৫) সুতরাং তোমরা ইবাদত

شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ

শি'তুম্ মিন্ দূনিহ্; ক্বুল্ ইন্নাল্ খ-সিরীনাল্ লাযীনা খসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ অআহ্‌লীহিম্ ইয়াওমাল্

কর আল্লাহ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ; আপনি বলুন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা পরকালে নিজেদের দিক হতে এবং পরিবারের দিক হতে

الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١٦ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ

ক্বিয়া-মাহ্; আলা-যা-লিকা হুওয়াল্ খুস্‌র-নুল্ মুবীন্। ১৬। লাহুম্ মিন্ ফাওক্বিহিম্ জুলালুম্ মিনান্না-রি

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেনে রেখো তা'ই স্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য থাকবে অগ্নির আচ্ছাদন তাদের উপরের দিক হতেও

وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ١٧ وَالَّذِينَ

অমিন্ তাহ্‌তিহিম্ জুলাল্; যা-লিকা ইয়ুখওয়িফুল্লা-হু বিহী 'ইবা-দাহ্; ইয়া-'ইবা-দি ফাত্তাক্বূন্। ১৭। অল্লাযীনা জ্ব

এবং তাদের নিচের দিক হতেও। এটা দিয়ে আল্লাহ বান্দাহকে সাবধান করুন, হে বান্দাহরা! ভয় কর। (১৭) আর যারা

اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ

তানাবুত্ব্‌ত্বোয়া-গূতা আইঁ ইয়া'বুদূহা-অআনা-বূ ~ ইলাল্লা-হি লাহুমুল্ বুশ্‌রা-ফাবাশ্‌শির্ 'ইবা-দ্।

আল্লাহদ্রোহিতা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, আমার বান্দাহদেরকে সুখবর দাও।

١٨ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

১৮। আল্লাযীনা ইয়াস্‌তামি'উ নাল্ ক্বওলা ফাইয়াত্তাবি'উনা আহ্‌সানাহ্; উলা — য়িকাল্ লাযীনা হাদা-হুমুল্লা-হু

(১৮) যারা মন দিয়ে কথা শুনে, যেটি উত্তম সেটি মেনে মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে। আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে

وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ١٩ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ

অ উলা— য়িকাহুম্ উলুল্ আল্‌বা-ব্। ১৯। আফামান্ হাক্ব্‌ক্ব 'আলাইহি কালিমাতুল্ 'আযা-ব্; আফায়ান্‌তা

পরিচালিত করেন, এরা তারা যারা জ্ঞানবান। (১৯) অতঃপর যার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি এমন ব্যক্তিকে

টীকা-১। আয়াত-১৭ঃ যদিও বিভিন্ন তাফসীরে লিখিত আছে যে, এই আয়াতটি আবু যর গিফারী (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) ও ইবনে আমর (রাঃ) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইবনে কাছীর (রঃ) এটিও বিশুদ্ধ মনে করেন যে. আল্লাহর রাসূল (ছঃ) এর যুগে, ছাহাবাদের যুগে, বর্তমান যুগে বা যেই কোন সময়েই যেই কেউ মূর্তিপূজা বর্জন করে একত্ববাদ গ্রহণ করল, এ ধরনের সকলের জন্য এ আয়াতটি সত্য হতে পারে। (ইবঃ কাঃ শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ঃ মহানবী (ছঃ) সমস্ত কোরাইশদের ইসলাম গ্রহণ করবার আশা করতেন। কিন্তু তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলনা; বরং তারা তাঁকে বিভিন্নভাবে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকত। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশে আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ইবঃ কাঃ ও তাফঃ খাযেন)

تُنۡقِذُ مَنۡ فِی النَّارِ ۝٢٠ لٰكِنِ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٌ مِّنۡ فَوۡقِهَا غُرَفٌ

তুন্ক্বিযু মান্ ফিন্না-র্। ২০। লা-কিনিল্ লাযীনাত্ তাক্বাও রব্বাহুম্ লাহুম্ গুরাফুম্ মিন্ ফাওক্বিহা-গুরাফুম্

জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রাসাদের ওপর

مَّبۡنِیَّةٌ ۙ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۬ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ ؕ لَا یُخۡلِفُ اللّٰهُ الۡمِیۡعَادَ ۝٢١ اَلَمۡ

মাবনিয়্যাতুন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-র্; ওয়া'দাল্লা-হ্; লা-ইয়ুখলিফুল্লা-হুল্ মী'আ-দ্। ২১। আলাম্

নির্মিত প্রাসাদ, যার পাদদেশে নহরসমূহ সদা প্রবাহিত, এটা আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (২১) আপনি

تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ یَنَابِیۡعَ فِی الۡاَرۡضِ ثُمَّ یُخۡرِجُ

তারা আন্নাল্লা-হা আন্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাসালাকাহূ ইয়ানা-বী'আ ফিল্ আরদ্বি ছুম্মা ইয়ুখরিজু

কি দেখেন না, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যমীনে নদীসমূহ পূর্ণ করে দেন, অতঃপর তা দিয়ে বিভিন্ন রং

بِهٖ زَرۡعًا مُّخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ ثُمَّ یَهِیۡجُ فَتَرٰىهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَجۡعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ

বিহী যার্'আম্ মুখ্তালিফান্ আল্ওয়া- নুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতার-হু মুছ্ফার্রান্ ছুম্মা ইয়াজ্ 'আলুহূ হুত্বোয়া-মা-; ইন্না ফী যা-লিকা

এর শস্য ফলিয়ে থাকেন, পরে যখন শুকায়ে পীতবর্ণ দেখে থাকেন, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ খড় কুটায় পরিণত করেন? এতে রয়েছে

২ ع ১২ ১৬ রুকু

لَذِكۡرٰى لِاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۝٢٢ اَفَمَنۡ شَرَحَ اللّٰهُ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوۡرٍ مِّنۡ

লাযিক্রা- লিউলিল্ আল্বা-ব্। ২২। আফামান্ শারহাল্লা-হু ছোয়াদ্রহূ লিল্ইস্লা-মি ফাহুওয়া 'আলা-নূরিম্ মির্

যারা জ্ঞানী তাদের জন্য উপদেশ।(২২) অনন্তর আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে রবের নূরের মাঝে

رَّبِّهٖ ؕ فَوَیۡلٌ لِّلۡقٰسِیَةِ قُلُوۡبُهُمۡ مِّنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۝٢٣ اَللّٰهُ نَزَّلَ

রব্বিহ; ফাওয়াইলুল্লিল্ ক্বা-সিয়াতি ক্বু লূবুহুম্ মিন্ যিকরিল্লা-হ্; উলা — য়িকা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ২৩। আল্লা-হু নায্যালা

রয়েছে। আল্লাহর স্মরণ হতে যাদের মন শক্ত তাদেরই ধ্বংস অনিবার্য। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ উত্তম

اَحۡسَنَ الۡحَدِیۡثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُوۡدُ الَّذِیۡنَ یَخۡشَوۡنَ

আহ্সানাল্ হাদীছি কিতা-বাম্ মুতাশা-বিহাম্ মাছা-নিয়া তাক্বশাই'র্রু মিন্হু জু লূ দুল্লাযীনা ইয়াখ্শাওনা

বাণীর কিতাব নাযিল করলেন, যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

আয়াত-২৩ ঃ এই আয়াতে পবিত্র কোরআনের অলৌকিক বিশেষত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, তিনি এটি নাযিল করেছেন। এটি কোন মানব বা দানবের রচিত গল্প উপন্যাস অথবা কবির কল্পিত বাক্য বা কবিতা নয়; বরং এটি এরূপ অনুপম প্রত্যাদেশ ও উৎকৃষ্টতর বাক্য যে, কাব্য উপন্যাসের আবিলতা ও অশ্লীলতার লেশমাত্রও এতে নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি সাদৃশ্যাত্মক ও আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর জীবনে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপি অবতীর্ণ হলেও এর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হবে না। কোন মানব রচিত গ্রন্থের আদ্যপান্ত এরূপ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যাত্মকভাবে সুরক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিকন্তু এটি আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। কারণ এ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নামাযে ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ পাঠ করতে হয় এবং যতই অধিকবার পাঠ করা যায়, মানবের অন্তর ততই সুকোমল ও বিগলিত হয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এটি আবৃত্তিকারীর পাঠস্পৃহা ততই বর্দ্ধিত হতে থাকে। কোন মানব রচিত গ্রন্থে এ গুণ থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, তা যতই উৎকৃষ্টতর রচনা হোক না কেন, একবার বা দুবার পাঠ করলেই তা পাঠের স্পৃহা প্রশমিত হয়ে থাকে। ফলতঃ পবিত্র কোরআন ভিন্ন জগতের আর কোন গ্রন্থেরই এ সমস্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, এ মহাগ্রন্থ পাঠে সত্যের জন্য যাদের অন্তর বিকশিত অথবা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হবে, তাদের জন্য জগতের আর কোনই পথ-প্রদর্শক নেই এবং তারা কখনই সুপথ পাবে না।

رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ

রব্বাহুম্ ছুম্মা তালীনু জু্লূদুহুম্ অকু্লূবুহুম্ ইলা-যিক্‌রিল্লা-হ্; যা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্‌দী বিহী
তাদের দেহ ও অন্তর শান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে, এটাই আল্লাহর হেদায়াত, ইচ্ছামত হেদায়ত প্রদান করেন,

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾ اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ

মাইঁ ইয়াশা — য়্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ২৪। আফামাইঁ ইয়াত্তাক্বী বিঅজ্বহিহী সূ — য়াল্
আল্লাহ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তার আর কোন পথ প্রদর্শক নেই। (২৪) অনন্তর যে পরকালে নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٥﴾ كَذَّبَ

'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; অক্বীলা লিজ্ জোয়া-লিমীনা যূকূ্ মা-কুন্‌তুম্ তাক্‌সিবূন্। ২৫। কায্‌যাবাল
আযাব ঠেকাতে চাইবে এমন জালিমদেরকে বলা হবে, তোমাদের অর্জিত শাস্তি তোমরা ভোগ কর। (২৫) অস্বীকার করেছিল

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ

লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ ফাআতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্ হাইছু লা-ইয়াশ্ 'উরূন্। ২৬। ফাআযা-ক্বাহুমু ল্লা-হুল্
তাদের পূর্ববর্তীরাও, ফলে তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের উপর কল্পনাতীত আযাবও এসেছিল। (২৬) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে

الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ

খিয্‌ইয়া-ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অলা'আযা-বুল্ আ-খিরতি আকবার্। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ২৭। অলাক্বদ্
দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, পরকালের আযাব তো আরও ভয়াবহ, যদি তারা জানত। (২৭) আর আমি তো

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

দ্বোয়ারব্‌না-লিন্না-সি ফী হা-যাল্ কু্রআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ২৮। কু্রআ-নান্ 'আরাবিয়্যান্
এ কোরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রদান করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৮) এ কোরআন আরবী ভাষায়,

غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٩﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ

গইর যী 'ইওয়াজ্বিল্লা'আল্লা-হুম্ ইয়াত্তাকূন্। ২৯। দ্বোয়ারাবাল্লা-হু মাছালার্ রাজু্লান্ ফীহি শুরকা — য়ু মুতাশা-কিসূনা
বক্রতাহীন, যেন সাবধান হয়। (২৯) আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিলেন, এক লোক যার মত-দ্বন্দ্ব সম্পন্ন কয়েকজন অংশীদার

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অরজু্লান্ সালামাল্লি রজু্ ল্; হাল্ ইয়াস্‌তাওয়িয়াইয়া-নি মাছালা-; আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্।
আছে, অন্য লোক যে একজনের। এ দুজনের অবস্থা কি সমান? আল্লাহরই সকল প্রশংসা। অধিকাংশই এটা জানে না।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

৩০। ইন্নাকা মাইয়্যিতুঁও অইন্নাহুম্ মাইয়্যিতূন্। ৩১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'ইন্‌দা রব্বিকুম্ তাখ্‌তাসিমূন্।
(৩০) নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল, তারাও মরণশীল। (৩১) অতঃপর পরকালে তারা রবের সামনে পরস্পর বিতর্ক করবে।

ওয়াকফে লাযেম

ع ৩ ১০ ১৭ রুকু

পারা ২৪

﴿٣٢﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ

৩২। ফামান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ কাযাবা আলা ল্লা-হি অকায্‌যাবা বিছ্‌ছিদ্‌ক্বি ইয্ জ্বা — য়াহূ; আলাইসা
(৩২)তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আর তার নিকট যখন সত্য আসে তখন তা

فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ

ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়া ল্লিল্ কা-ফিরীন্। ৩৩। অল্লাযী জ্বা — য়া বিছ্‌ছিদ্‌ক্বি অছোয়াদ্দাক্বা বিহী ~উলা — য়িকা
প্রত্যাখ্যান করে; আর কাফেরদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয়?(৩৩) আর যারা সত্য নিয়ে আসল, আর যারা তা সত্য বলে সমর্থন

هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۞

হুমুল্ মুত্তাক্বূন্। ৩৪। লাহুম্ মা-ইয়াশা — য়ূনা 'ইন্‌দা রব্বিহিম্; যা- লিকা জ্বাযা — য়ুল্ মুহ্‌সিনীন্।
করল, এরূপ লোকেরাই মুত্তাকী।(৩৪) তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের প্রাপ্য সবকিছু, এটাই নেককারদের প্রাপ্য।

﴿٣٥﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ

৩৫। লিইয়ুকাফ্‌ফিরাল্লা-হু 'আন্‌হুম্ আস্‌ওয়া আল্লাযী 'আমিলূ ওয়াইয়াজ্‌যিয়াহুম্ আজ্‌রহুম্ বি আহ্‌সানিল্ লাযী
(৩৫) যে আল্লাহ তাদের কৃত মন্দকর্মসমূহ দুরীভূত করে দিবেন, তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ

কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৩৬। আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্‌দাহ্; অ ইয়ুখাওয়্যিফূনাকা বিল্লাযীনা মিন্
করবেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহ্‌র জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়।

دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٧﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ

দূনিহ্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ৩৭। অ মাই ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুদ্বিল্;
যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্ট কারার কেউ নেই।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٨﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

আলাইসা ল্লা-হু বি 'আযীযিন্ যিন্ তিক্বা-ম্। ৩৮। অ লায়িন্ সায়াল্‌তাহুম্ মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বোয়া
আল্লাহ কি পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) আর যদি আপনি তাদের প্রশ্ন করেন, আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ

লাইয়াক্বূলুন্না ল্লা-হ্; ক্বুল্ আফারয়াইতুম্ মা-তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ আর-দানিয়াল্লা-হু বিদ্বু্‌রিন্
করেছেন? তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, বলতঃ যদি আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে চান, তবে তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর

আয়াত-৩২ঃ অর্থাৎ নবী ও আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করলে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে? আর তিনি সত্যবাদী হলেন, অথচ তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করলে না, তবে তোমাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে? (মুঃ কোঃ)
আয়াত-৩৩ঃ যিনি সত্য নিয়ে আসলেন, তিনি হলেন নবী আর যারা সত্যকে বিশ্বাস করল, তারা হলেন মু'মিন। (মুঃ কোঃ)
শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৬ঃ উপরের কয়েকটি আয়াতে একত্ববাদের সত্যতার এবং মুশরিকদের অসারতার প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়গুলো শ্রবণ করে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলত, আমাদের দেবতাদের সাথে বে-আদবী করবেন না। করলে আমরা তাদের নিকট প্রার্থনা করে আপনাকে উন্মাদ বানিয়ে দিব। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুঃ নুঃ)

هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ

হাল্ হুন্না কা-শিফা-তু দুর্‌রিহী ~ আও আর-দানী বিরহ্‌মাতিন্ হাল্ হুন্না মুম্‌সিকা-তু রহ্‌মাতিহ্; ক্কুল্

তারা কি ওই ক্ষতি দূর করতে সক্ষম? অথবা আল্লাহ যদি দয়া করতে চান, তবে তারা কি রোধ করতে সক্ষম? আপনি বলুন,

حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝٣٩ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ

হাস্‌বিয়াল্লা-হ্; 'আলাইহি ইয়াতাওয়াক্কালুল্ মুতাওয়াক্কিলূন্। ৩৯। ক্বুল্ ইয়া-ক্বওমি'মালূ 'আলা-মাকা-নাতিকুম্

আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। নির্ভরশীলরা আল্লাহ উপরই নির্ভর করে থাকে। (৩৯) বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! স্ব স্ব স্থানে

اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤٠ مَنْ يَّأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

ইন্নী 'আমিলুন্ ফাসাওফা তা'লামূন্। ৪০। মাইঁইয়াতীহি আযা বুইঁইয়ুখ্‌যীহি অ ইয়াহিল্লু 'আলাইহি

কাজ কর, আমিও আমার কাজ করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪০) কার উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি

عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝٤١ اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى

'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৪১। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকাল্ কিতা-বা লিন্না-সি বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফামানিহ্ তাদা-

আর কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। (৪১) আপনাকে মানুষের জন্য সত্য কিতাব দিলাম, পথ পেলে নিজের

৪ ع ১০ ১ রুকু

فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٤٢ اَللّٰهُ

ফালিনাফ্‌সিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা- অমা ~ আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিঅকীল্। ৪২। আল্লা-হু

কল্যাণ, আর পথভ্রষ্ট হলে নিজেরই ক্ষতি। আর আপনি তো তাদের দারোগা নন। (৪২) আল্লাহই

يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ

ইয়াতাওয়াফ্‌ফাল্ আন্‌ফুসা হীনা মাওতিহা-অল্লাতী লাম্ তামুত্ ফী মানা-মিহা-ফাইয়ুম্‌সিকুল্ লাতী

জীবের প্রাণসমূহ তাদের মৃত্যুর সময় হরণ করে থাকেন, আর যার মৃত্যু আসেনি তারও নিদ্রাবস্থায়। অতঃপর যার

قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

ক্বাদ্বোয়া- 'আলাইহাল্ মাওতা অইয়ুর্‌সিলুল্ উখ্‌র ~ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মা; ইন্না ফী যা-লিকা

মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয় তার প্রাণ তিনি রেখে দেন, অপরগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٤٣ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۗ قُلْ اَوَلَوْ

লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই ইয়া তাফাক্কারূন্। ৪৩। আমিত্তাখযূ মিন্ দূনিল্লা-হি শুফা'আ — য়; ক্বুল্ আওয়ালাও

চিন্তাশীল লোকদের জন্য। (৪৩) তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে ধরেছে? আপনি বলুন, যদি তাদের

كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤٤ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهٗ مُلْكُ

কা-নূ লা-ইয়াম্‌লিকূনা শাইয়াঁও অলা-ইয়া'ক্বিলূন্। ৪৪। ক্বুল্ লিল্লা-হিশ্ শাফা- 'আতু জ্বামী'আন; লাহূ মুল্‌কুস্

ক্ষমতা ও জ্ঞান না থাকে তবুও? (৪৪) আপনি বলুন, সকল সুপারিশ তো সম্যকরূপে আল্লাহরই ইচ্ছার অধিন, তিনিই মালিক

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি; ছুম্মা ইলাইহি তুর্জা'উন। ৪৫। অইযা-যুকিরাল্লা-হু ওয়াহ্দাহুশ্ মায়াযযাত্

আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের, তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।(৪৫) আর যখন আল্লাহর কথা যারা পরকালে অবিশ্বাসী

قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ

ক্বুলূবুল্ লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্আ-খিরতি অইযা-যুকিরাল্ লাযীনা মিন্ দূনিহী ~ ইযা-হুম্

তাদেরকে শুনানো হয় তখন তাদের মন সংকুচিত হয়, আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যদের নাম উল্লেখ করা হয় তখন

يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ইয়াস্তাব্শিরূন্। ৪৬। ক্বুলি ল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি 'আ-লিমাল্ গইবি অশ্শাহা-দাতি

তাদের মন প্রফুল্ল হয়।(৪৬) আপনি বলুন, হে আল্লাহ, আপনি আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী!

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ

আন্তা তাহ্কুমু বাইনা 'ইবা-দিকা ফী মা-কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ৪৭। অলাও আন্না লিল্লাযীনা

আপনি মিমাংসা করবেন আপনার ঐ সব বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করত বান্দাহদের মধ্যে। (৪৭) আর যদি যমীনের

ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ

জোয়ালামূ মা-ফিল্ আর্দ্বি জ্বামী'আঁও অমিছ্লাহূ মা'আহূ লাফ্তাদাও বিহী মিন্ সূ — য়িল্ 'আযা-বি

সকল বস্তু এবং সম পরিমাণ বস্তুও জালিমদের থাকে, আর পরকালে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; অ বাদা-লাহুম্ মিনাল্লা-হি মা-লাম্ ইয়াকূনূ ইয়াহ্তাসিবূন্। ৪৮। অবাদা-লাহুম্ সাইয়িয়া-তু

চায়, তবে এমন কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে যা তারা ভাবেও নি।(৪৮) তাদের সামনেই প্রকাশিত হবে তাদের

مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ

মা-কাসাবূ অহা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৪৯। ফাইযা মাস্সাল্ ইন্সা-না দুর্রুন

অপকর্মের ফল এবং যা নিয়ে বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে বেষ্টন করবে। (৪৯) মানুষ যখন দুঃখে পড়ে, তখন আমাকে

دَعَانَا ۡ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ

দা'আ-না- ছুম্মা ইযা-খাওয়্যাল্না-হু নি'মাতাম্ মিন্না-ক্বা-লা ইন্নামা ~ ঊতীতুহূ 'আলা-'ইল্ম্; বাল্ হিয়া ফিত্নাতুঁও

আহ্বান করে, আর যখন তাদের প্রতি করুণা করি, তখন তারা বলে, 'এটা তো আমরা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করেছি। বরং

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ

অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৫০। ক্বদ্ ক্বা-লাহাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ ফামা ~ আগ্না- 'আন্হুম্

এটা পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অনেকেই তা বুঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও এটা বলত, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ

মা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ৫১। ফাআছোয়া-বাহুম্ সাইয়িয়া-তু মা-কাসাবূ ; অল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্ হা ~ উলা — য়ি
কোন কাজে আসে নি। (৫১) অনন্তর তাদের কর্মের মন্দফল তাদেরই, আর এদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের উপর

سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

সাইয়ুছীবুহুম্ সাইয়িয়া-তু মা- কাসাবূ অমা-হুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৫২। আওয়া লাম্ ইয়া'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা
আপতিত হয় তাদের কর্মের মন্দফল, আর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৫২) এরা কি জানে না যে, আল্লাহ্

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ

ইয়াব্‌সুত্বু র্ রিয্‌ক্বা লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াক্ব্ দির্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়ু'মিনূন্। ৫৩। ক্বুল্
ইচ্ছামত ব্যক্তির রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে মু'মিনদের জন্য। (৫৩) আপনি বলুন,

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

ইয়া-'ইবাদিয়াল্ লাযীনা আস্‌রাফূ 'আলা ~ আন্‌ফুসিহিম্ লা-তাক্বনাত্বূ মির্ রহ্‌মাতিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা
হে বান্দাহরা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا

ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা জামী'আ ইন্নাহূ হুওয়াল্ গফূরুর রহীম্। ৫৪। অ আনীবূ ~ ইলা-রব্বিকুম্ অআস্‌লিমূ
তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৫৪) আর তোমরা অভিমুখী হও তোমাদের রবের,

لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٥﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ

লাহূ মিন্ ক্বাব্‌লি আঁই ইয়া''তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু ছুম্মা লা-তুন্‌ছোয়ারূন্। ৫৫। অত্তাবি'উ ~ আহ্‌সানা
আর তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে তাঁর নিকট সমর্পিত হও; পরে তোমরা সাহায্য পাবে না। (৫৫) তোমরা তোমাদের

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ

মা ~উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্ মিন্ ক্বাব্‌লি আঁই ইয়া''তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু বাগ্‌তাতাঁও অআন্‌তুম্
রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ উত্তম বিষয়সমূহ অনুসরণ করে চল; তোমাদের উপর অতর্কিতে ও তোমাদের অজ্ঞাতসারে আযাব

لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ

লা-তাশ্‌উ'রূন্। ৫৬। আন্ তাকুলা নাফ্‌সুঁই ইয়া-হাস্‌রতা- 'আলা- মা-ফার্‌রত্ তু ফী জ্বাম্‌বি ল্লা-হি
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। (৫৬) (তাদের মধ্যে) কোন লোক বলবে, হায় আফসোস! আল্লাহর দেয়া কর্তব্যে আমি ত্রুটি করেছি,

৫ ع ১১ ২ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৫৩ ঃ যারা শিরক করে, স্বীয় কামনা ও প্রবৃত্তির বশে থাকে, নানা অবাধ্যতা ও অপরাধ প্রবণতা, হত্যা ব্যভিচার ইত্যাদি জঘন্য অপরাধে লিপ্ত একদল একবার রাসূল (ছ ঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ। তুমি যে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ তা অবশ্যই সুন্দর ও সত্য। কিন্তু এটা বল দেখি, ঈমান গ্রহণের ফলে আমাদের অতীত অবাধ্যচরণ ও পাপসমূহ মাপ হবে কি না? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। রূহুল মা'আনীতে ইবনে জুরীরের উদ্ধৃতি সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এরই সমানুবর্তী বর্ণনা রয়েছে। লবানুন্নুকুলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে এটা বর্ণিত আছে যে, আমরা বলে থাকতাম যে, মুশরিকরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলেও তাদের তওবা কবূল হবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন মদীনা নগরীতে আগমণ করলেন তখন তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

অইন্ কুন্তু লামিনাস্ সা-খিরীন্। ৫৭। আও তাক্বূলা লাও আন্নাল্লা-হা হাদা-নী লাকুন্তু মিনাল্ মুত্তাক্বীন্।
আমি বিদ্রূপকারী ছিলাম। (৫৭) বা কাউকে যেন না বলতে হয়, যদি আল্লাহ হিদায়াত দিতেন, তবে আমি মুত্তাকী হতাম।

﴿٥٨﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

৫৮। আও তাক্বূলা হীনা তারল্ 'আযা-বা লাও আন্না লী কার্‌রতান্ ফাআকূনা মিনাল্ মুহ্‌সিনীন্।
(৫৮) অথবা আযাব দেখে বলবে, কতই না ভাল হত যদি আমাকে পুনরায় প্রেরণ করা হত, তবে আমি পুণ্যবান হতাম।

﴿٥٩﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ

৫৯। বালা-ক্বদ্ জ্বা — য়াত্‌কা আ-ইয়া-তী ফাকায্‌যাব্‌তা বিহা-অস্‌তাক্‌বার্‌তা অকুন্‌তা মিনাল্
(৫৯) নিশ্চয়ই তোমার কাছে তো আয়াত এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অহংকার করেছিলে, কাফের

الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

কা-ফিরীন্। ৬০। অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি তারল্ লাযীনা কাযাবূ 'আলাল্লা-হি উজ্বূ হুহুম্ মুস্‌ওয়াদ্দাহ্;
ছিলে।(৬০) আর কেয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যারোপ করেছিল তাদের মুখ আপনি কালো দেখতে পাবেন, আর

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦١﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাসওয়াল্ লিল্‌মুতাকাব্বিরীন্। ৬১। অইয়ুনাজ্জিল্লা হুল্-লাযীনাত্ তাক্বও
যারা অহংকার করেছিল তাদের আবাস কি জাহান্নাম নয়? (৬১) আর যারা মুত্তাকী আল্লাহ তাদেরকে সফলতার সাথে হেফাজত

بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

বিমাফা-যাতিহিম্ লা-ইয়ামাস্‌সুহুমুস্ সূ — য়ু অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্।৬২। আল্লা-হু খ-লিকু কুল্লি শাইয়্যিঁও অহুঅ
করবেন, তাদের না কোন দুঃখ স্পর্শ করবে, আর না কোন চিন্তা তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে। (৬২) আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা,

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

'আলা-কুল্লি শাইয়্যিঁও অকীল্। ৬৩। লাহূ মাক্বা-লীদুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্ব; অল্লাযীনা কাফারূ
তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধানকারী। (৬৩) আসমান-যমীনের কুঞ্জি তাঁরই কাছে, আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ

৬ ع ১১ ৩ রুকু

بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا

বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি উলা ~ য়িকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ৬৪। কুল্ আফাগাইরল্লা-হি তা"মুরূ — ন্নী ~ আ'বুদু আইয়ুহাল্
অস্বীকার করে তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) আপনি বলুন, হে অজ্ঞরা! আমাকে কি আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করতে

আয়াত-৬১ ঃ উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কোন স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-সন্তানের সৃজনিত হয় না, অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কোন বস্তুই না তাঁর স্ত্রী আর না তাঁর সন্তান। যদি বলা হয় তাঁর সন্তান ও পত্নী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, এটিও ভুল হবে, কেননা, তদাবস্থায় তাদেরকে সন্তান ও পত্নী কিরূপে বলা যাবে? তখন তো তারা স্বয়ং আল্লাহরই সমকক্ষ হয়ে গেল, সন্তান ও পত্নী বলে তাদের কেন খাট করা হবে? সুতরাং তাঁর জন্য সন্তান ও পত্নী হওয়া বা থাকার ধারণা একটি অবান্তর ধারণা। কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরের মতে আলোচ্য আয়াত দ্বারা শিরকবাদের বিলোপসাধনই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বলা হয়েছে যিনি এরূপ বৈশিষ্ট্যে অধিকারী সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও তত্ত্বাবায়ক আসমান যমীনের চাবি-কাঠি যার নিয়ন্ত্রণাধীনে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম, তিনি অংশিদারিত্বের দোষ হতে মুক্ত হবেন না কেন?

الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ

জ্বা-হিলূন্ । ৬৫ । অলাক্বদ্ উহিয়া ইলাইকা অ ইলাল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিকা লায়িন্ আশ্‌রক্‌তা

বল? (৬৫) আর (হে রাসূল) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতিও এ কথা অবশ্যই অহী হয়েছে যে, শরীক করলে

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

লাইয়াহ্‌বাত্বোয়ান্না 'আমালুকা অলাতাকূনান্না-মিনাল্ খ-সিরীন্ । ৬৬ । বালিল্লা-হা ফা'বুদ্ অকুঁম্ মিনাশ্ শা-কিরীন্ ।

আপনার আমল পণ্ড হবে, আর ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন । (৬৬) বরং আল্লাহরই ইবাদত করুন, শোকরগুজার হোন ।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ

৬৭ । অমা-ক্বদারুল্লা-হা হাক্ব্‌ক্বা ক্বদ্‌রিহী অল্‌আরদ্বু জ্বামী'আন্ ক্ববদ্বোয়াতুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অস্‌সামা-ওয়া-তু

(৬৭) আর তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দেয় না, পরকালে পুণ্যভূমি তাঁর করায়ত্বে থাকবে, সমগ্র আকাশ থাকবে গুটানো

مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ

মাত্বওয়িয়্যা-তুম্ বিইয়ামীনিহ্; সুবহা-নাহূ অতা'আ-লা-'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্ । ৬৮ । অনুফিখ ফিছ্ ছূরি ফাছোয়া'ইক্ব মান্

অবস্থায় তাঁর ডান হাতে; তিনি পবিত্র, শির্‌কমুক্ত । (৬৮) আর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ

ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমান্ ফিল্ আরদ্বি ইল্লা-মান্ শা — য়াল্লা-হ্; ছুম্মা নুফিখ ফীহি উখ্‌র-ফাইযা-হুম্

করেন তারা ছাড়া আকাশ মণ্ডল ও ভূ মণ্ডলে সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়বে, দ্বিতীয় বারের ফুঁ-দ্বারা তারা সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং

قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ

ক্বিয়া-মুই ইয়ান্‌জুরূন্ । ৬৯ । অ আশ্‌রক্বতিল্ আরদ্বু বিনূরি র্‌ব্বিহা-অউদ্বি'আল্ কিতা-বু অজ্বী — য়া

আহ্বান করতে থাকবে ।(৬৯) আর তখন আপনার রবের আলোতে ভুবন আলোকিত হবে, আমলনামা পেশ হবে, নবী ও

بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ

বিন্নাবিয়্যীনা অশ্‌শুহাদা — য়ি অকুদ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ হাক্ব্‌ক্বি অহুম্ লা -ইয়ুজ্‌লামূন্ । ৭০ । অউফ্‌ফিয়াত্ কুল্লু

সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে, ন্যায়বিচার হবে, তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না । (৭০) আর প্রত্যেকে তার কৃত কর্মের

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ

ع ৭ 8 রুকু

নাফ্‌সিম্ মা-'আমিলাত্ অহুওয়া আ'লামু বিমা-ইয়াফ্'আলূন্ । ৭১ । অসীক্বল্লাযীনা কাফারূ ~ ইলা-জ্বাহান্নামা

পূর্ণ ফল পাবে, তিনি তাদের কৃতকর্ম পূর্ণ অবগত । (৭১) কাফেরদেরকে তাড়িয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের দিকে দলে দলে ।

আয়াত-৬৭ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতার দুর্ণাম করেছেন, তারা নিজেদের অপকার-উপকার সাধনে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বস্তুকে তাঁরই সঙ্গে সমন্বিত করে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করে নি। বলা বাহুল্য যে, এখানে যে তাওহীদকে আল্লাহ্‌র যথাযথ সম্মান প্রদর্শন বলা হয়েছে তা আকায়েদ হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা. আল্লাহ্‌র সম্মান প্রদর্শন আহ্‌কামের উপর আমল ছাড়া কেবলমাত্র তাওহীদের উপর সীমিত নয়। আর শরীয়তের সকল আহ্‌কাম পালন করলেও যে, তাঁর সত্তার উপযুক্ত সম্মান করা হল তা মনে করবেন না।

زُمَرًا ۗ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَأْتِكُمْ

যুমারা-; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ূহা-ফুতিহাত্ আব্ওয়া বুহা-অক্ব-লা লাহুম্ খযানাতুহা ~ আলাম্ ইয়া''তিকুম্
আর যখন তারা জাহান্নামের কাছে আসবে, তখন জাহান্নামের দরজা খোলা হবে; আর রক্ষীরা তখন তাদেরকে বলবে, তোমাদের

رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ

রুসুলুম্ মিন্কুম্ ইয়াত্লূনা 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তি রব্বিকুম্ অইয়ুন্যিরূনাকুম্ লিক্ব — য়া ইয়াওমিকুম্
কাছে কি রাসূল গমন করে নি, যারা তোমাদের রবের আয়াত শুনাত ও অদ্যকার সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করত?

هٰذَا ۗ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا

হা-যা-; ক্ব-লূ বালা-অলা-কিন্ হাক্বক্বত কালিমাতুল্ আযা-বি 'আলাল্ কা-ফিরীন্ ।৭২। ক্বীলাদ্ খুলূ ~
তারা বলবে নিশ্চয় এসেছেন। কিন্তু কাফেরদের জন্য আযাব নির্ধারিত। (৭২) তাদের বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের

اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ

আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-ফাবি''সা মাছ্ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন্ ।৭৩। অসীক্বল্ লাযী নাত্
দরজায় প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, অহংকারীদের আবাস কতই না নিকৃষ্ট। (৭৩) আর যারা তাদের রবকে

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ

তাক্বও রব্বাহুম্ ইলাল্ জ্বান্নাতি যুমারা-; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ূহা-অফুতিহাত্ আব্ওয়া-বুহা-অক্ব-লা
ভয় করেছিল তাদেরকে জান্নাতের দিকে দলে দলে হাঁকানো হবে,যখন তারা সেখানে উপনীত হবে, তখন জান্নাতের দরজা খোলা হবে,

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ

লাহুম্ খাযানাতুহা-সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ ত্বিব্তুম্ ফাদ্খুলূহা-খা-লিদীন্ । ৭৪ । অক্ব-লুল্ হাম্দু লিল্লা-হিল্
(জান্নাতের) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের প্রতি 'সালাম', সুখী হও, স্থায়ীভাবে প্রবেশ কর ।(৭৪) তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর,

الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ

লাযী ছদাক্বানা ওয়া'দাহূ অ আওরছানাল্ আর্দ্বোয়া নাতাবাওয়্যায়ু মিনাল্ জ্বান্নাতি হাইছু নাশা — য়ু
তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, জান্নাতে আমাদেরকে ভূমি প্রদান করলেন, আমরা ইচ্ছামত জান্নাতে থাকব। আর

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ

ফানি'মা আজ্রুল্ 'আ-মিলীন্ । ৭৫ । অ তারল্ মালা — য়িকাতা হা — ফ্ফীনা মিন্ হাওলিল্ 'আরশি ইয়ুসাব্বিহূনা
যারা সদাচারী তাদের প্রতিদান উত্তমই হয়ে থাকে। (৭৫) আর আপনি ফিরিশ্তাদেরকে দেখবেন, আরশের চতুর্পার্শ্বে স্বীয়

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

বিহাম্দি রব্বিহিম্ অক্ব্দ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ হাক্ব্ক্বি অক্বীলাল্ হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ আ-লামীন্ ।
রবের প্রশংসা ও মহিমায় রত রয়েছে, আর তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার হবে; বলা হবে, সকল প্রশংসা বিশ্ব-রব আল্লাহর।

● এক চতুর্থাংশ ৮ ع ৫ রুকু

সূরা মু"মিন
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৫
রুকূ ঃ ৯

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ

১। হা-মী — ম্ ২। তান্‌যী লুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ৩। গ-ফিরিয্ যাম্বি অ ক্ব-বিলিত্

(১) হা মী ম (২) পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, (৩) যিনি পাপ মার্জনাকারী, তওবা

التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ مَا

তাওবি শাদীদিল্ 'ইক্বা-বি যিত্ব্ ত্বোয়াওল্; লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া; অ ইলাইহিল্ মাছীর। ৪। মা-

কবূলকারী, শাস্তিতে কঠিন, শক্তিশালী। তিনি ছাড়া ইলাহ নেই। তাঁর সমীপেই সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল।(৪) কাফেররাই

يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝٤

ইয়্যুজ্বা-দিলু ফী ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইল্লাল্ লাযীনা কাফারূ ফালা-ইয়াগ্‌রুর্‌কা তাক্বাল্লুবুহুম্ ফিল্ বিলা-দ্।

কেবল আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে; নগরে, শহরে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ

৫। কায্‌যাবাত্ ক্বব্‌লাহুম্ ক্বওমু নূহিঁও অল্‌আহ্‌যা-বু মিম্ বা'দিহিম্ অ হাম্মাত্ কুল্লু উম্মাতিম্

(৫) পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং পরে অন্যরাও তাকে অস্বীকার করেছে। আর সব সম্প্রদায়ই তাদের রাসূলকে

بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ قف

বিরসূলিহিম্ লিইয়া''খুযূহু অজ্বাদালূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইয়ুদ্‌হিদ্বূ বিহিল্ হাক্ব্ ক্ব ফাআখায্‌তুহুম্

পাকড়াও হত্য করতে চেয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, আর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম,

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

ফাকাইফা কা-না 'ইক্বা-ব্। ৬। অকাযা-লিকা হাক্ব্ ক্বত্ কালিমাতু রব্বিকা 'আলাল্ লাযীনা কাফারূ ~

অনন্তর আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল। (৬) আর এ'ভাবেই কাফেরদের জন্য আপনার রবের বাণী সত্য হয়ে রয়েছে যে,

اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٦ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ

আন্নাহুম্ আছ্‌হা-বুন্ না-র্। ৭। আল্লাযীনা ইয়াহ্‌মিলূনাল্ 'আর্‌শা অমান্ হাওলাহূ ইয়ুসাব্বিহূনা

তারা তো জাহান্নামের অধিবাসী। (৭) আরশ বহণকারী ও তাঁর চারপাশে অবস্থানকারীরা (ফেরেশতারা) তাদের রবের

ওয়াক্‌ফে লাযেম ওয়াকফুননবী (ছাঃ)

আয়াত-১ ঃ রাসূল (ছঃ) বলেন হা-মীম সাতটি এবং দোযখের দরজায় এক একটি হা-মীম থাকবে, আর তারা বলবে হে আল্লাহ। যে আমাকে পড়েছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে তাকে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন না। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪ ঃ অত্র আয়াতটি হারেছ বিন কাইছ সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে মক্কার কাফেররা যখন সিরিয়া ও ইয়ামেনে ব্যবসার উদ্দেশে যাতায়াত করছিল এবং অত্যন্ত লাভবান হচ্ছিল, তখন এ আয়াতটি মুসলমানদেরকে প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশে নাযিল হয়।
ব্যাখ্যা ঃ অত্র আয়াতে যদিও রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্যদেরকে শুনানই উদ্দেশ্য, যাতে এমন ধারণা পোষণ করা না হয় যে, তাদের কুফুরীর কারিণে তো কোন ক্ষতিই হচ্ছে না বরং দিন দিন তারা লাভবান হয়ে অধিক ধনী হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ এটি তাদের ক্ষণস্থায়ী নিরাপদ জীবন যাপন। সুতরাং প্রাচুর্যে তোমরা প্রতারিত হয়ও না।

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۖ رَبَّنَا وَسِعْتَ

বিহাম্‌দি রব্বিহিম্ অইয়ু''মিনূনা বিহী অ ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূনা লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা-অসি''তা
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং তাঁকেই বিশ্বাস করে আর ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের

كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

কুল্লা শাইয়ির্ রহ্‌মাতাঁও অ'ইল্‌মান্ ফাগ্‌ফির্ লিল্লাযীনা তা-বূ অত্তাবা'উ সাবীলাকা অক্বিহিম্ 'আযা-বাল্
রব! তোমার দয়া ও জ্ঞান ব্যাপক, তওবাকারীকে ক্ষমা কর, ও তোমার পথের অনুসারীকে জাহান্নামের শাস্তি হতে হেফাজত

ٱلْجَحِيمِ ﴿٨﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ

জ্বাহীম্ ৮। রব্বানা-অ'আদ্‌খিল্‌হুম্ জ্বান্না-তি 'আদ্‌নি নিল্লাতী অ'আত্‌তাহুম্ অমান্ ছলাহা মিন্
কর। (৮) হে আমাদের রব! তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে, তাদের

ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَقِهِمُ

আ-বা — য়িহিম্ অআয্‌ওয়া জ্বিহিম্ অযুর্‌রিয়্যা-তিহিম্; ইন্নাকা আন্‌তাল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৯। অ ক্বিহিমুস্
পুণ্যবান পিতৃপুরুষ, তাদের স্ত্রী ও পুত্রদেরকে প্রদান করেছ, নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৯) আর তাদেরকে

ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ

সাইয়িয়া-ত্; অমান্ তাক্বিস্ সাইয়িয়া-তি ইয়াওমায়িযিন্ ফাক্বদ্ রহিম্‌তাহ্ ; অ যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্
যাবতীয় অমঙ্গল হতে হেফাজত কর, আর সেদিন যাকে পাপ হতে রক্ষা করবে, তার প্রতি অনুগ্রহ করবে; আর এটাই

ع ১ ৯ ৬ রুকু

ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ

'আজীম্। ১০। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুনা-দাওনা লামাক্ব্‌তু ল্লা-হি আক্‌বারু মিম্ মাক্ব্‌তিকুম্
তাদের জন্য মহা সাফল্য। (১০) আর যারা কাফের তাদেরকে বলা হবে, নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর

أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ

আন্‌ফুসাকুম্ ইয্ তুদ্'আওনা ইলাল্ ঈমা-নি ফাতাক্‌ফুরূন্। ১১। ক্বা- লূ রব্বানা ~ আমাত্তানাছ্ নাতাইনি
নারাজী বেশি; তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করলে তোমরা অমান্য করতে। (১১) তারা বলবে, হে বর! দুবার মারলে,

وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكُم

অআহ্‌ইয়াইতানাছ্ নাতাইনি ফা'তারফ্‌না-বিযুনূবিনা-ফাহাল্ ইলা-খুরূজ্বিম্ মিন্ সাবীল্। ১২। যা-লিকুম্
এবং দুবার প্রাণ দিলে। সুতরাং আমাদের যাবতীয় দোষ স্বীকার করি, নাজাতের পথ আছে কি? (১২) এটা এই জন্য যে,

بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ

বিআন্নাহূ ~ ইযা-দু'ইয়াল্লা-হু অহ্‌দাহূ কাফারতুম্ অইঁ ইয়ুশ্‌রক্ বিহী তু''মিনূ; ফাল্ হুকমু লিল্লা-হিল্
এক আল্লাহকে ডাকা হলে তোমরা অমান্য করতে, যদি শরীক করত, তবে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। সুমহান, সুবিরাট

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٣﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

'আলিয়্যিল্ কাবীর্। ১৩। হুওয়া ল্লাযী ইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী অইয়ুনায্‌যিলু লাকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি রিয্‌ক্ব-;
আল্লাহরই এই ফয়সালা। (১৩) তিনি তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন, আকাশ হতে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٤﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ

অমা ইয়াতাযাক্কারু ইল্লা-মাইঁ ইয়ুনীব্। ১৪। ফাদ্'উল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা অলাও কারিহাল্
করেন, আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তিই শিক্ষা গ্রহণ করে। (১৪) অতঃপর আনুগত্যে নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহকে আহ্বান কর, যদিও

الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن

কা-ফিরূন্। ১৫। রাফী'উদ্দারজা-তি যুল্'আরশি ইয়ুল্‌ক্বির্ রূহা মিন্ আম্‌রিহী 'আলা-মাইঁ
কাফেররা তা অপছন্দ করে।(১৫) তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, আরশের অধিপতি, বাছাই করা বান্দাহর প্রতি অহী প্রেরণ করেন,

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٦﴾ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ

ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী লিইয়ুন্‌যিরা ইয়াওমাত্তালা-ক্ব। ১৬। ইয়াওমা হুম্ বা-রিযূনা লা- ইয়াখ্‌ফা- 'আলা ল্লা-হি
যেন কেয়ামত দিবসের ভয় প্রদর্শন করেন। (১৬) যেদিন তারা সকলে বের হবে, আল্লাহর নিকট কিছুই গোপন

مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ

মিন্‌হুম্ শাইয়ুন্ লিমানিল্ মুল্‌কুল্ ইয়াওম্; লিল্লা-হিল্ ওয়া- হিদিল্ ক্বাহ্‌হা-র্। ১৭। আল্‌ইয়াওমা তুজ্‌ যা-কুল্লু
থাকবে না, আজ রাজত্ব কার? পরাক্রমশালী এক আল্লাহরই। (১৭) আজ সকলকে তাদের কৃতকর্মের বিনিময়

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ

নাফ্‌সিম্ বিমা- কাসাবাত্; লা-জুল্‌মাল্ ইয়াওম্; ইন্না ল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্ ১৮। অ আন্‌যির্‌হুম্
প্রদান করা হবে, আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না; আল্লাহ তড়িৎ হিসেব গ্রহণকারী। (১৮) আর আপনি তাদেরকে

يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ

ইয়াওমাল্ আ-যিফাতি ইযিল্ ক্বুলূবু লাদাল্ হানা-জ্বিরি কা-জিমীন্; মা- লিজ্ জোয়া-লিমীনা মিন্ হামীমিঁও
ভয় প্রদর্শন করেন, আসন্ন দিনে যখন কষ্টে প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, সেদিন জালিমদের কোন বন্ধু থাকবে না, এমন কোন

وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٩﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٢٠﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي

অলা-শাফীইঁ ইয়ুত্বোয়া-উ। ১৯। ইয়া'লামু খ — য়িনাতাল্ আ'ইয়ুনি অমা-তুখ্‌ফিস্ সুদূর্। ২০। অল্লা-হু ইয়াক্বদ্বী
গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারীও থাকবে না।(১৯) চোখের খেয়ানত ও মনের গোপন বিষয় তিনি জানেন।(২০) আল্লাহ সঠিক

আয়াত-১৫ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এলাহীয়ত্বের প্রমাণস্বরূপ তাঁর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন। প্রথম– তিনি সর্ব প্রকারের পূর্ণত্বে ও প্রতিভায় সৃষ্টি অপেক্ষা উচ্চতর, তাঁর মর্যাদার সমপর্যায়ে পৌছা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কারও জীবন ও শক্তি এবং বিদ্যা ইত্যাদি তাঁর সমতুল্য নয়, তিনি ওয়াজিবুল অজুদ একক স্বকীয় সত্তার অধিকারী আর কেউ নয়। সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। উক্ত অর্থ তখনই হবে, যখন উচ্চকে অকর্মক হিসেবে নেয়া হয়। আর সকর্মক হিসেবে গ্রহণ করা হলে তিনি পৃথিবীতে অলী নবীদের অথবা সাধারণ লোকের পদ মর্যাদা উচ্চতর করেন। কাকেও জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেন, আবার এ বস্তুসমূহ অন্য কাকেও হ্রাস করে দেন। (বঃ কোঃ)

بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ

বিল্ হাক্ব্; অল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা-ইয়াক্ব্দ্বূনা বিশাইয়িন্; ইন্নাল্লা-হা হুওয়াস্ সামী'উল্

বিচার করেন, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে আহ্বান করে থাকে তারা বিচারে অক্ষম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু,

২ ع ১১ ৭ রুকু

الْبَصِيرُ ﴿٢١﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

বাছীর্। ২১। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্দ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ- ক্বিবাতুল্ লাযীনা

শ্রবণ করেন এবং দেখেন। (২১) এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গিয়েছে,

كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ

কা-নূ মিন্ ক্বব্‌লিহিম্; কা-নূ হুম্ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বূ অতাঁও অআ-ছোয়া-রান্ ফিল্ আর্দ্বি ফা আখাযাহুমু ল

তাদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল। পৃথিবীতে এরা শক্তি ও কীর্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল। আল্লাহ তাদেরকে তাদের

اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت

লা-হু বিযুনূবিহিম্; অমা-কা-না লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়া-ক্ব। ২২। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নাত্

গুনাহসহ পাকড়াও করেছেন; আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে কেউ রক্ষা করার ছিল না। (২২) কেননা, তাদের কাছে

تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞

তা"তীহিম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনাতি ফাকাফারূ ফাআখাযাহুমু ল্লা-হ্; ইন্নাহূ ক্বাওওয়িইয়ুন্ শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্।

রাসূলরা আয়াত আনলেই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ধরলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।।

﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

২৩। অলাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না- মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- অ সুল্‌ত্বোয়া- নিম্ মুবীন্। ২৪। ইলা- ফির্'আউনা অহা-মা-না

(২৩) আর মূসাকে আমার স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি, (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূণের প্রতি, অনন্তর

وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا

অক্বা-রূনা ফা ক্বা-লূ সা-হিরুন্ কায্‌যা-ব্। ২৫। ফালাম্মা জ্বা — য়াহুম্ বিল্‌হাক্বক্বি মিন্ 'ইন্‌দিনা-ক্বা-লুক্ব্

তারা বলল, এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী।(২৫) অতঃপর আমার পক্ষ হতে যখন সত্য নিয়ে হাজির হল, তখন তারা বলল,

اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ

তুলূ ~ আব্‌না — য়া ল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ অস্‌তাহ্‌ইয়ূ নিসা — য়াহুম্; অমা-কাইদুল্ কা-ফিরীনা

মূসার ওপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা কর, আর তাদের মেয়েদের জীবিত রাখ। তবে কাফেরদের এ

إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي

ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-ল্। ২৬। অক্বা-লা ফির্'আউনু যারূনী ~ আক্ব্‌তুল্ মূসা-অল্‌ইয়াদ্ 'উ রব্বাহূ ইন্নী ~

চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।(২৬) ফেরাউন বলল, আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করি, আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশংকা

৪৭ –

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ

আখা-ফু আইঁ ইয়ুবাদ্দিলা দীনাকুম্ আও আইঁ ইয়ুজ্হির ফিল্ আর্দ্বিল্ ফাসা-দ্। ২৭। অক্ব-লা
হয়, পাছে সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেয়, বা যমীনে বিপর্যয় ঘটাবে। (২৭) আর মূসা তাদেরকে বলল, আমার

ع ৩ ৭ ৮ রুকু

مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ☆

মূসা ~ ইন্নী উয্তু বিরব্বী অরব্বিকুম্ মিন্ কুল্লি মুতাকাব্বিরিল্ লা-ইয়ু"মিনু বিইয়াওমিল্ হিসা-ব্।
ও তোমাদের রবের কাছে পানাহ চাই, এমন সকল অহংকারী হতে, যারা তোমাদের রবের কাছে হিসাব দিনের অবিশ্বাসী।

﴿٢٨﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ۖ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ

২৮। অ ক্ব-লা রাজুলুম্ মু"মিনুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আউনা ইয়াক্তুমু ঈমা-নাহূ ~ আতাক্বতুলূনা রাজুলান্ আইঁ
(২৮) আর ফেরাউন বংশের এক মু'মিন বলল, যে স্বীয় ঈমানকে গোপন রেখেছে, একটি লোককে কি কেবল এ জন্য হত্যা

يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا

ইয়াক্বূলা রব্বিয়াল্লা-হু অক্বদ্ জ্বা — য়াকুম্ বিল্বাইয়িনা-তি মির্ রব্বিকুম্; অইঁইয়াকু কা-যিবান্
করবে, যে বলে, রব আল্লাহ? সে তো তোমাদের নিকট রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছে। যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তো সে-

فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ

ফা'আলাইহি কাযিবুহূ অইঁ ইয়াকু ছোয়া-দিকাঁই ইয়ুছিব্কুম্ বা'দ্বুল্লাযী ইয়া'ইদুকুম্; ইন্না ল্লা-হা
ই দায়ী। অনন্তর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যে শাস্তির কথা সে বলে তার কিছু তো তোমাদের ওপর আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي

লা-ইয়াহ্দী মান্ হুওয়া মুস্রিফুন্ কায্যা-ব্। ২৯। ইয়া-ক্বওমি লাকুমুল্ মুল্কুল্ ইয়াওমা জোয়া- হিরীনা ফিল্
সীমালংঘণকারী, মিথ্যুকদের পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম! আজ তোমাদের কর্তৃত্ব ও যমীনে বিজয়ী।

الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا

আর্দ্বি ফামাইঁ ইয়ান্ছুরুনা মিম্ বা"সিল্লা-হি ইন্ জ্বা — য়ানা ক্ব-লা ফির্'আউনু মা ~ উরীকুম্ ইল্লা-
কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আসবে, তখন কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন তখন বলল, যা আমি বুঝি

مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي

মা ~ আর-অমা ~ আহ্দীকুম্ ইল্লা -সাবীলার্ রশা-দ্। ৩০। অক্ব-লাল্ লাযী ~ আ-মানা ইয়া-ক্বওমি ইন্নী ~
তাই তো তোমাদেরকে বলি, আর আমি কেবল তোমাদেরকে সৎপথই দেখাই। (৩০) মু'মিন লোকটি বলল, হে কওম!

আয়াত-২৮ ঃ ফেরাউনের চাচাত ভাই হিযক্বীল মূসা (আঃ)-এর উপর গোপনে ঈমান এনে ছিলেন, তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যার পণ করা হচ্ছে জেনে তিনি বললেন, যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলেন, তবে আল্লাহই তাঁকে ব্যর্থ করে দিবেন, তোমাদেরকে তাঁকে হত্যা করার ঝামেলা পোঁহাতে হবে না। যদি তিনি আপন দাবীতে সত্যবাদী হন, যেমন অলৌকিক ঘটনা প্রবাহের কারণে অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেকের অন্তরে এটির সম্ভাব্যতা বিরাজ করে, তবে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতের যেই আযাবের ভয় দর্শান হচ্ছে তৎসমুদয় না হলেও কিয়দাংশ অবশ্যই বর্তাবে, অথবা দুনিয়াতেই কোন ধ্বংস বা পতন ঘটবে। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যেন নিজেকে শাস্তির জন্য প্রস্তুত করা। সুতরাং বিবেকের চাহিদা এবং নিরাপদের ব্যবস্থা হল, মূসা (আঃ)-কে হত্যার সংকল্প হতে বিরত থাকা। নতুবা এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে যা কারও পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।

أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣١﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ

আখা-ফু 'আলাইকুম্ মিছ্‌লা ইয়াওমিল্ আহ্‌যা-ব্। ৩১। মিছ্‌লা দা''বি ক্বাওমি নূহিঁও অ'আ-দিঁও অছামূদা

আমি ভয় করি পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের দুর্দিনের মত দুর্দিনের, (৩১) যেমনটি নূহ, আদ, ছামুদ ও পরবর্তীদের

وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣٢﴾ وَيَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ

অল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্; অমাল্লা-হু ইয়ুরীদু জুল্‌মাল্ লিল্'ইবা-দ্ ৩২। অইয়া-ক্বাওমি ইন্নী ~ আখ-ফু

ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল, আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্দের ওপর জুলুম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের

عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ

'আলাইকুম্ ইয়াওমাত্তানা-দ্। ৩৩। ইয়াওমা তুওয়াল্লূনা মুদ্‌বিরীনা মা- লাকুম্ মিনাল্লা-হি মিন্ 'আ-ছিমিন্

ব্যাপারে কেয়ামত দিবসের ভয় করি। (৩৩) যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অথচ আল্লাহ হতে রক্ষার কেউ তোমাদের

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ

অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা- লাহূ মিন্ হা-দ্। ৩৪। অ লাক্বদ্ জ্বা — য়াকুম্ ইয়ূসুফু মিন্ ক্বব্‌লু বিল্‌বাইয়্যিনা-তি

থাকবে না, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ প্রদর্শন করার কেউ নেই। (৩৪) আর পূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন

فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ

ফামা-যিল্‌তুম্ ফী শাক্কিম্ মিম্মা-জ্বা — য়াকুম্ বিহ্; হাত্তা ~ ইযা-হালাকা ক্বুলতুম্ লাইঁ ইয়াব্'আছা ল্লা-হু

করেছিল, তার আনিত বিষয়ের প্রতি তোমরা সন্দেহ পোষণ করছিলে, সে মারা গেলে তোমরা বলেছিলে, তার পর আল্লাহ আর কখনও

مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٥﴾ ٱلَّذِينَ

মিম্ বা'দিহী রাসূলা-; কাযা-লিকা ইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হু মান্ হুওয়া মুস্‌রিফুম্ মুর্‌তা-ব্ । ৩৫। নি ল্লাযীনা

তোমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করবেন না। এভাবেই আল্লাহ যারা সীমালংঘণকারী, সংশয়ী তাদেরকে বিভ্রান্তের মধ্যে রাখেন। (৩৫) যারা

يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ

ইয়ুজ্বা-দিলূনা ফী ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বিগইরি সুল্‌ত্বোয়া-নিন্ আতা-হুম্; কাবুর মাক্বতান্ 'ইন্‌দাল্লা-হি অ'ইনদাল্

আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি বিতর্কে লিপ্ত হয়, দলীল ছাড়া। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও যারা মু'মিন তাদের নিকট অত্যন্ত

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ

লাযীনা আ-মানূ; কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উ ল্লা-হু 'আলা-কুল্লি ক্বল্‌বি মুতাকাব্বিরিন্ জ্বাব্‌বা-র্। ৩৬। অক্ব-লা

ঘৃণ্য। আর এভাবেই আল্লাহ যারা অহংকারী ও স্বৈরাচারী তাদের মনে মোহর মেরে দিলেন। (৩৬) ফেরাউন বলল,

فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ﴿٣٧﴾ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

ফির্'আউনু ইয়া-হা-মা-নু বৃনিলী ছোয়ারহাল্ লা'আল্লী ~ আব্‌লুগুল্ আস্‌বা-ব্। ৩৭। আস্‌বা-রাস্ সামা-ওয়া-তি

হে হামান! তুমি আমার জন্য উঁচু প্রাসাদ নির্মান কর, যেন আমি তাতে আরোহণ করি, (৩৭) আসমানে, আর আমি

فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

ফায়াত্ত্বোয়ালি'আ ইলা ~ ইলা-হি মূসা-অ ইন্নী লাআজুন্নু হু কা-যিবা-; অকাযা-লিকা যুইয়্যিনা লিফির্'আউনা
সেখানে মূসার ইলাহকে উঁকি মেরে দেখতে পাই, তবে তাকে আমি মিথ্যা মনে করি। আর এভাবেই ফিরাউনের কাছে তার

৪ ع ১০ ৯ রুকু

سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ ٱلَّذِىٓ

সূ — য়্যু 'আমালিহী অছুদ্দা 'আনিস্ সাবীল্; অমা-কাইদু ফির্'আউনা ইল্লা-ফী তাবা-ব্। ৩৮। অ ক্বা-লাল্লাযী ~
কুকর্মসমূহ শোভন করা হয়েছিল ও তাকে পথচ্যুত রাখা হয়েছিল, আর ফেরাউনের ষড়যন্ত্র পূর্ণ ব্যর্থ। (৩৮) আর সেই মু'মিন

ءَامَنَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٣٩﴾ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا

আ-মানা ইয়া ক্বওমিত্ তাবি'উনি আহ্দিকুম্ সাবীলার্ রশা-দ্। ৩৯। ইয়া-ক্বওমি ইন্নামা-হা-যিহিল্ হা-ইয়া-তুদ্দুন্ ইয়া-
বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে মান্য কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। (৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার

مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴿٤٠﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا

মাতা-উঁও অইন্নাল্ আ-খিরতা হিয়া দা-রুল্ ক্বর-র্। ৪০। মান্ 'আমিলা সাইয়্যিয়াতান্ ফালা-ইয়ুজ্ যা ~ ইল্লা-
জীবন তো ক্ষণস্থায়ী সুখ, আর পরকাল হচ্ছে অনন্তকাল অবস্থানের স্থান। (৪০) যদি তোমরা মন্দ কাজ কর তবে অনুরূপ

مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ

মিছ্লাহা-অমান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহাম্ মিন্ যাকারিন্ আও উন্ছা- অ হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা — য়িকা ইয়াদ্খুলূনাল্
প্রতিফল তোমাদের জন্য মিলবে, মু'মিন পুরুষ বা মুমিন নারী যেই হোক,সে যদি নেক কাজ করে, তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে

ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾ وَيَٰقَوْمِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ

জ্বান্নাতা ইয়ুরযাকূনা ফীহা-বিগইরি হিসা-ব্। ৪১। অইয়া-ক্বওমি মা-লী ~ আদ্'উকুম্ ইলান্ নাজ্বা- তি
প্রবেশ করবে, সেখানে তারা অসংখ্য রিয্কি লাভ করবে।(৪১) হে কওম! কি হল! আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহ্বান করছি, আর

অর্ধাংশ

وَتَدْعُونَنِىٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿٤٢﴾ تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ

অ তাদ্'উ নানী ~ ইলা ন্না-র্। ৪২। তাদ্'উনানী লিআক্ফুরা বিল্লা-হি অউশ্রিকা বিহী মা-লাইসা লী বিহী
তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ। (৪২) আমাকে বলছ, আল্লাহর সাথে কুফ্রী করতে, শরীক করতে যা আমি জানি না,

عِلْمٌ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّٰرِ ﴿٤٣﴾ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ

'ইল্মুঁও অআনা আদ্'উকুম্ ইলাল্ 'আযীযিল্ গফ্ফা-র্। ৪৩। লা-জ্বারামা আন্নামা-তাদ্'উ নানী ~ ইলাইহি
আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীলের দিকে। (৪৩) নিঃসন্দেহে আমাকে যার দিকে আহ্বান কর সে

আয়াত-৩৭ ঃ মন্ত্রী হামান্ অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করল। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার রব! ফেরাউনের অট্টালিকা অপূর্ণ রাখুন। আল্লাহ বললেন, সবরের সাথে দেখতে থাকুন, আমি তার সাথে কি ব্যবহার করছি। দেখা গেল ফেরাউনের সু-উচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ্র হুকুমে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধ্বসে পড়ল। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৪০ঃ মু'মিন লোকটি এ কথাগুলো বলে শেষ করলে, ফেরাউনের লোকেরা বুঝতে পারল যে, এ লোকটি মূসার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছে। তারা বলতে লাগল, "তোমার একটুও লজ্জা হয়না যে, তুমি ফেরাউন খোদাকে বাদ দিয়ে মূসার খোদাকে মানছ? ফেরাউন এত নেয়ামত দান করছে।" তাদের কথা শুনে মু'মিন লোকটি তাদিগকে উপদেশ দান করতে শুরু করল। (মুঃ কোঃ)

لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ

লাইসা লাহূ দা'ওয়াতুন্ ফিদ্দুন্ইয়া-অলা-ফিল্ আ-খিরতিও অআন্না-মারদ্দানা ~ ইলাল্লা-হি অআন্নাল্

দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহর দিকে।

الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٤﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ

মুস্‌রিফীনা হুম্ আছ্‌হা-বুন্ না-র্। ৪৪। ফাসাতায্ কুরূনা মা ~ আক্বূলু লাকুম্; অউফাও ওয়িদ্বু

আর যারা সীমা লংঘনকারী তারা অবশ্যই জাহান্নামী হবে।(৪৪) অতএব তোমাদেরকে আমি যা বলি তা শীঘ্রই স্মরণ করবে,

أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٥﴾ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا

আম্‌রী ~ ইলা ল্লা-হ্; ইন্না ল্লা-হা বাছীরুম্ বিল্ 'ইবা-দ্। ৪৫। ফাওয়াক্বা-হুল্লা-হু সাইয়িয়া-তি মা-মাকারূ

আমার বিষয়টি আল্লাহর কাছে দিচ্ছি, আল্লাহ বান্দাহ্‌দেরকে দেখেন। (৪৫) আল্লাহ তাকে তাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন,

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ج

অহা-ক্ব বিআ-লি ফির্'আউনা সূ — য়ুল্ 'আযা-ব্।৪৬। আন্না-রু ইয়্যু'রদ্বূনা 'আলাইহা-গুদুওয়্যাঁও অ'আশিয়্যান্

ফিরাউনের লোকদেরকে কঠোর শাস্তি বেষ্টন করল। (৪৬) সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে পেশ করা হয় আগুনের সামনে; আর,

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ

অইয়াওমা তাক্বূমুস্ সা-'আতু আদ্‌খিলূ ~ আ লা- ফির্'আউনা আশাদ্দাল্ 'আযা-ব্। ৪৭। অ ইয্

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফেরাউনের লোকদেরকে কঠিন আযাবে প্রবিষ্ট কর। (৪৭) আর স্মরণ কর যখন

يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ

ইয়াতাহা — জ্জূনা ফীন্না-র ফাইয়াক্বূলুদ্ব দ্বু'আফা — য়ু লিল্লাযীনাস্ তাক্‌বারূ ~ ইন্না-কুন্না-লাকুম্

তারা আগুনে পড়ে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্যে দুর্বল লোকেরা দাম্ভিক লোকদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের

تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا

তাবা'আন্ ফাহাল্ আন্‌তুম্ মুগ্‌নূনা 'আন্না-নাছীবাম্ মিনান্না-র্। ৪৮। ক্বা-লাল্ লাযীনাস্ তাক্‌বারূ ~ ইন্না

আনুগত্য করতাম, এখন কি তোমরা আগুনের কিছু অংশ শিথিল করতে পারবে?(৪৮) তাদের মধ্যে যারা দাম্ভিক তারা বলবে, আমরা

كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ

কুল্লুন্ ফীহা ~ ইন্নাল্লা-হা ক্বদ্ হাকামা বাইনাল্ 'ইবা-দ্। ৪৯। অক্ব-লাল্ লাযীনা ফীন্না- রি লিখাযানাতি

সবাই তো আগুনের মধ্যেই অবস্থান করছি,আল্লাহ বিচার করে দিয়েছেন। (৪৯) আর দোযখীরা প্রহরীকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা

جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٥٠﴾ قَالُوا أَوَلَمْ

জ্বাহান্নামাদ্'উ রব্বাকুম্ ইয়্যুখাফ্‌ফিফ্ 'আন্না-ইয়াওমাম্ মিনাল্ 'আযা-ব্। ৫০। ক্ব-লূ ~ আওয়ালাম্

তোমাদের রবকে বল, তিনি যেন আমাদের একদিনের শাস্তি হ্রাস করে দেন। (৫০) তারা (ফেরেশতারা) বলবে, নির্দেশনসহ

تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا

তাকু তা'"তীকুম্ রুছুলুকুম্ বিল্‌বায়্যিনা-ত্; ক্বা-লূ বালা-; ক্বা-লূ ফাদ্'উ অমা-দু'আ — য়ুল্
রাসূলরা কি তোমাদের নিকট আসে নি? তাঁরা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই তারা আমাদের নিকট আসতেন, তখন তারা বলবে, এখন

৫ ع ১৩ ১০ রুকু

الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

কা-ফিরীনা ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-ল্ । ৫১। ইন্না-লানান্‌ছুরু রুসুলানা-অল্লাযীনা আ-মানূ ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-
তোমরাই ডাক। কাফেরদের ডাক ব্যর্থই হবে। (৫১) আমি অবশ্যই সাহায্য করব,আমার রাসূল ও মু'মিনদেরকে পার্থিব

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ

অইয়াওমা ইয়াকূ্‌মুল্ আশ্‌হা-দ্। ৫২। ইয়াওমা লা-ইয়ান্‌ফা'উজ্ জোয়া-লিমীনা মা'যিরাতুহুম্ অলাহুমুল্ লা'নাতু
জীবনে ও সাক্ষ্যদানের দিনে। (৫২) যেদিন জালিমদের আপত্তি উপকারে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত ও

وَلَهُمْ سُوٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

অলাহুম্ সূ — য়ুদ্দা-র্। ৫৩। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ হুদা-অআওরছ্‌না-বানী ~ ইস্‌র — ঈ লাল্
নিকৃষ্ট আবাস। (৫৩) আর আমি তো মূসাকে হিদায়াত দান করেছি, আর বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী

الْكِتَٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَٰبِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

কিতা-ব্। ৫৪। হুদাঁও অ যিক্‌র- লিউ লিল্ আল্‌বা-ব্। ৫৫। ফাছ্‌বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্‌ক্বুঁও
করেছি, (৫৪) আর যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যই হেদায়াত ও উপদেশ। (৫৫) অনন্তর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَٰرِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

অস্‌তাগ্‌ফির্ লিযাম্‌বিকা অসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা বিল্ 'আশিয়্যি অল্ ইব্‌কা-র্। ৫৬। ইন্নাল্লাযীনা
সত্য, স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, সকাল-সন্ধ্যায় রবের 'প্রশংসা' মহিমা ঘোষণা করুন।(৫৬) নিশ্চয়ই যারা নিজেদের

يُجَٰدِلُونَ فِيٓ آيَٰتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ

ইয়ুজ্বা- দিলূনা ফী ~ আ-ইয়া-তি ল্লা-হি বিগইরি সুল্‌ত্বোয়া-নিন্ আতা-হুম্ ইন্ ফী ছুদূরিহিম্ ইল্লা-কিব্‌রুম্
নিকট কোন নিদর্শন ছাড়াই আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে, তাদের অন্তরে রয়েছে নিছক অহংকার, যা লক্ষ্যচ্যুত হবেই;

مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ السَّمَٰوَٰتِ

মা-হুম্ বিবা-লিগীহি ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছীর্। ৫৭। লাখাল্‌ক্বু-স্ সামা-ওয়া-তি
অতএব তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭)(নিশ্চয়ই) মানুষ সৃষ্টি

আয়াত-৫০ ঃ জাহান্নামের ফেরেশতারা বলবে, সুপারিশ করা আমাদের কাজ নয়। এটি রাসূলের কাজ। আর তোমরা তো রাসূলদের বিরোধী ছিলে। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৫১ঃ ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, রাসূলদেরকে সাহায্য করবার অর্থ তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা, চাই তা তাদের সম্মুখে হোক বা পশ্চাতে, অথবা তাদের মৃত্যুর পরে। যেমন ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও যাকারিয়া (আঃ) প্রমুখদের হত্যার পর আল্লাহ তাদের শত্রুদের দ্বারা তাদেরকে হত্যা ও লাঞ্ছিত করেন। আর যে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে শুলীবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করেছিল, আল্লাহ রূমীদের দ্বারা তাদেরকে হত্যা ও অপমানিত করেন। আবার কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) আসমান হতে অবতরণে দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনী ইহুদীদেরকে হত্যা করবেন, ক্রস চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, তখন ইসলাম ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। (ইবঃ কাঃ)

وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٨ وَمَا

অল্ 'আর্দ্বি আক্‌বারু মিন্ খল্‌ক্বিন্না-সি অলা- কিন্‌না আক্‌ছারান্না- সি লা-ইয়া'লামূন্। ৫৮। অমা-
হতে আসমান-যমীন সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক কঠিন, কিন্তু অনেক মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারে না। (৫৮) আর সমান

يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِیْٓءُ ؕ

ইয়াস্‌তাওয়িল্ আ''মা-অল্‌বাছীরু অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া- লিহা-তি অলাল্ মুসি — য়ু;
হতে পারে না যারা অন্ধ ও যারা চক্ষুষ্মান, আর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেককাজ করেছে, আর যারা দুষ্কৃতিকারী;

قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٩ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

ক্বলীলাম্ মা-তাতাযাক্কারূন্। ৫৯। ইন্নাস্ সা-'আতা লা আ-তিয়াতুল্ লা-রাইবা ফীহা-অলা-কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি
তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (৫৯) নিঃসন্দেহে কেয়ামত আসবেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তার প্রতি বিশ্বাস

لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

লা-ইয়ু' মিনূন্। ৬০। অ ক্ব-লা রব্বুকুমুদ্'উনী ~ আস্‌তাজিব্ লাকুম্; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা
স্থাপন করে না।(৬০) আর তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে আহ্বান কর, আমি অবশ্যই তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব,

ع ٦ ١٠ ١١ রুকু

عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝٦١ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ

'আন্ 'ইবা-দাতী সাইয়াদ্‌খুলূনা জ্বাহান্নামা দা-খিরীন্। ৬১। আল্লা- হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা
অবশ্য যারা আমার ইবাদতে অহংকারী, তারা লাঞ্ছিতাবস্থায় জাহান্নামে ঢুকবে। (৬১) আল্লাহ রাতকে সৃষ্টি করেছেন

لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

লিতাস্‌কুনূ ফীহি অন্নাহা-রা মুব্‌ছিরা-; ইন্নাল্লা-হা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলা ন্না-সি অলা-কিন্না আক্‌ছারান্
তোমাদের বিশ্রামের জন্য আর দিনকে আলোকময় করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অনেক

ওয়াকফে গোফরান

النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦٢ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟

না-সি লা-ইয়াশ্‌কুরূন্। ৬২। যা-লিকুমু ল্লা-হু রব্বুকুম্ খ-লিক্বু কুল্লি শাইয়িন্। লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া
মানুষই কৃতজ্ঞ নয়। (৬২) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٦٣ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ☆

ফা আন্না-তু''ফাকূন্। ৬৩। কাযা-লিকা ইয়ু' ফাকুল্ লাযীনা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন্।
তারপরও তোমরা কিতাবে বিভ্রান্ত হচ্ছ?(৬৩) এ'ভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, ।

۝٦٤ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ

৬৪। আল্লা-হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া ক্বারারাঁও অস্‌সামা — য়া বিনা — য়াঁও অ ছোয়াওয়ারকুম্ ফাআহ্‌সানা
(৬৪) আল্লাহই সেই সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্য আবাস, আকাশকে ছাদ করলেন, আর তিনি তোমাদের অতি সুন্দর

صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ

ছুওয়্যারাকুম্ অরযাক্বকুম্ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবা-ত্; যা- লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্, ফাতাবা-রকাল্লা-হু রব্বুল্

আকৃতি প্রদান করেছেন, উত্তম রিযিক প্রদান করেছেন। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; বিশ্ব-রব আল্লাহ কত

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ اَلْحَمْدُ

'আ-লামীন্। ৬৫। হুওয়াল্ হাইয়্যু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ফাদ্'উহু মুখ্লিছিনা লাহুদ্দী ন্; আল্হাম্দু

মহান বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অনুগত চিত্তে তাঁকে আহ্বান কর; বিশ্ব-রব

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৬৬। ক্বুল্ ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্ লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি

আল্লাহরই সকল প্রশংসা। (৬৬) বলুন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তাদের ইবাদতে আমি নিষেধপ্রাপ্ত।

لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۫ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ

লাম্মা-জ্বা — য়ানিয়াল্ বাইয়্যিনা-তু মির্ রব্বী অউমির্তু আন্ উস্লিমা লিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৬৭। হুওয়াল্

রবের পক্ষ হতে নিদর্শন আসার পর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব জগতের রবকে মেনে নিতে। (৬৭) তিনি তোমাদেরকে

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

লাযী খালাক্বকুম্ মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্ব্ ফাতিন্ ছুম্মা মিন্ 'আলাক্বাতিন্ ছুম্মা ইয়ুখ্রিজু কুম্ ত্বিফ্লান্

মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে, পরে রক্তপিণ্ড হতে, তারপর শিশুরূপে তোমাদেরকে বের করলেন, অতঃপর

ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ

ছুম্মা লিতাবলুগূ ~ আশুদ্দাকুম্ ছুম্মা লিতাকূনূ শুইয়ূখান্ অমিন্কুম্ মাই ইয়ুতাওয়াফ্ফা-মিন্ ক্বব্লু

তোমরা যেন যৌবনে উপনীত হও, পরে বৃদ্ধ হও। কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কেউ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেও মৃত্যু মুখে পতিত হয়

وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا

অ লিতাবলুগূ ~ আজ্বালাম্ মুসাম্মাঁও অ লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বি লূন্। ৬৮। হুওয়াল্ লাযী ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীতু ফাইযা-

যেন নির্দিষ্ট কালে পৌঁছ, আর যেন তোমরা অনুধাবন কর। (৬৮) তিনি জীবন দেন এবং মারেন, আর তিনি কোন কিছু

قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ

ক্বাদ্বোয়া ~ আম্রান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৬৯। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা ইয়ুজ্বা- দিলূনা

করতে চাইলে কেবল বলেন, 'হও;' আর অমনি তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি দেখেন না, যারা আল্লাহর নিদর্শন

ع ৭ ৮ ১২ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত–৬১ ঃ উল্লেখিত আয়াতে যখন এটা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের প্রার্থনা শুনেন, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তাই এখন মুশরিকদেরকে দুটি কথা বলে দেয়া দরকার। একটি হল, আল্লাহ বর্তমান আছেন কিনা এবং তিনি সর্বশক্তিমান দাতা কিনা। তাদের এ ধারণা অনুসারেই আল্লাহ এ আয়াতে বলছেন, যে সত্তা তোমাদের বিশ্বাস ও শান্তির জন্য রাতকে এবং দেখার জন্য দিনকে অতিন্দ্রিয় অবস্থায় থেকেও যখন সৃষ্টি করেছেন, তবে এতে শুধু তাঁর অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না, বরং তিনি যে, মানুষের প্রতি বহু বড় অনুগ্রহপরায়ণ তা-ও প্রমাণিত হল। কিন্তু অনেক মানুষ এর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। এ বক্তব্যে বেঈমানদেরকে যে দ্বিতীয় বিষয় বলা প্রয়োজন ছিল তা-ই প্রমাণিত হয় না, অধিকন্তু তিনি যে মানুষের প্রতি বহু বড় অনুগ্রহ পরায়ণ তা-ও প্রমাণিত হল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এ বক্তব্যে বেঈমানদেরকে দ্বিতীয় যে বিষয় বলা প্রয়োজন ছিল তা-ও প্রমাণিত হল যে, আল্লাহই সমস্ত অনুগ্রহের সূত্র।

فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا

ফী ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হ্; আন্না- ইয়ুছ্রাফূন্। ৭০। আল্লাযীনা কায্যাবূ বিল্ কিতা-বি অ বিমা ~ আর্ছাল্না-

নিয়ে তর্ক করে? তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হয়?(৭০) যারা আমার কিতাব ও আমার প্রেরিত রাসূলদের বহন করা বিষয়কে প্রত্যাখ্যান

بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ۞

বিহী রুসুলানা-ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।৭১। ইযিল্ আগ্লা-লু ফী ~ আ'না- ক্বিহিম্ অস্সালা-সিল্; ইয়ুস্হাবূন্

করে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৭১) যখন তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে ও শৃঙ্খল দিয়ে হেচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

﴿٧٢﴾ فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۞

৭২। ফীল্ হামীমি ছুম্মা ফী ন্না-রি ইয়ুস্জ্বারূন্। ৭৩। ছুম্মা ক্বীলা লাহুম্ আইনা মা-কুন্তুম্ তুশ্রিকূন্।

(৭২) গরম পানির দিকে, তারপর তারা আগুনে দগ্ধিভূত হবে, (৭৩) পরে বলা হবে, কোথায় গেল তোমাদের শরীকরা,

﴿٧٤﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ

৭৪। মিন্ দূ নিল্লা-হ্; ক্ব-লূ দ্বোয়াল্লূ ‘আন্না- বাল্ লাম্ নাকুন্ নাদ্'উ মিন্ ক্ববলু শাইয়া-; কাযা-লিকা

(৭৪) আল্লাহ ছাড়া? তারা বলবে, তারা তো উধাও হয়ে গেছে, ইতোপূর্বে আমরা তো আর কারও উপাসনা করিনি, এভাবেই

يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٥﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

ইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হুল্ কা-ফিরীন্। ৭৫। যা-লিকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তাফ্রাহূনা ফিল্ আরদ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ ক্বি

আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। (৭৫) এটা এজন্য যে, তোমরা অযথা যমীনে আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকতে,

وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٦﴾ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى

অবিমা-কুনতুম্ তাম্রাহূন্।৭৬। উদ্খুলূ ~ আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-ফাবি''সা মাস্ওয়াল্

আর দম্ভ করতে। (৭৬) তোমরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের দরজা দিয়েসেখানেপ্রবেশ কর অনন্তকাল অবস্থানের জন্য, কতই না নিকৃষ্ট

الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ

মুতাকাব্বিরীন্। ৭৭। ফাছ্বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্ ক্ব্ন্ ফাইম্মা-নুরিইয়্যান্নাকা বা'দ্বোয়াল্ লাযী

অহংকারীদের আবাস। (৭৭) সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যে শাস্তির ওয়াদা তাদেরকে দেই তার কিছু

نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ

না'ইদুহুম্ আও নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইলাইনা-ইয়ুর্জ্বা'উন্।৭৮। অলাক্বদ্ আর্সালনা- রুসুলাম্ মিন্ ক্ববলিকা মিন্হুম্

আপনাকে দেখালে বা আপনার মৃত্যু ঘটালে, সর্বাবস্থায়ই তারা সবাই তো আমার নিকট আসবে। (৭৮) আপনার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ

مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ

মান্ ক্বাছোয়াছ্না- ‘আলাইকা; অমিন্হুম্ মাল্লাম্ নাক্ব্ ছুছ্ ‘আলাইক্; অমা-কা-না লিরাসূ লিন্ আইঁ

করেছি, তাদের কতকের কাহিনী আপনার নিকট বিবৃত করেছি, আর কতকের করি নি। আর রাসূলের কাজ নয়, যে তারা আল্লাহর

يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

ইয়্যা 'তিয়া বিআ- ইয়া-তিন্ ইল্লা-বিইয্নি ল্লা-হি ফাইযা-জ্বা — য়া আম্রু ল্লা-হি ক্বুদ্বিয়া বিল্ হাক্বক্বি অখসিরা হুনা-লিকাল্

অনুমতি ছাড়া নিদর্শন উপস্থিত করা। অতঃপর যখন আল্লাহর নিদর্শন আসবে তখন যথার্থ ফয়সালা হবে, আর তখন বাতিল

الْمُبْطِلُوْنَ ۝٧٨ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٧٩

মুব্ত্বিলূন্। ৭৯। আল্লাহুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আন্'আ-মা লিতার্কাবূ মিন্হা-অ মিন্হা-তা'কুলূন্।

পন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৭৯) আল্লাহ তোমাদের জন্য জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তার কিছুর উপর তোমরা আরোহণ করবে এবং কিছু খাবে।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ۝٨٠

৮০। অলাকুম্ ফীহা-মানা ফি'উ অলিতাব্লুগূ 'আলাইহা-হা-জ্বাতান্ ফী ছুদূরিকুম্ অ'আলাইহা- অ'আলাল্ ফুল্কি

(৮০) তাতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে, তা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে, আর নৌযানে তোমাদেরকে বহন

تُحْمَلُوْنَ ۝٨١ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝٨٢ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا

তুহ্মালূন্। ৮১। অ ইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী ফাআইয়্যা আ-ইয়া-তি ল্লা-হি তুন্কিরূন্। ৮২। আফালাম্ ইয়াসীরূ

করা হয়।(৮১) তিনি তোমাদেরকে নিদর্শন দেখান, অতএব তোমরা আল্লাহর কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে?(৮২) তারা কি যমীনে

فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَكْثَرَ

ফিল্ আর্দ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্; কা-নূ ~ আক্ছার

পরিভ্রমণ করে দেখে নি, তাদের যারা গত হয়ে গেছে তাদের পরিণতি কেমন শোচনীয় হয়েছিল? তারা পৃথিবীতে এদের চেয়ে সংখ্যায়

مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

মিন্হুম্ অআশাদ্দা ক্বু ওয়্যাতাঁও অআ-ছা-রান্ ফিল্ আর্দ্বি ফামা ~ আগ্না- 'আন্হুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্।

অনেক বেশি ছিল, শক্তি-সামর্থ ও কীর্তি স্থাপনে অনেক বেশি প্রবল ছিল। কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ ۝٨٣

৮৩। ফালাম্মা জ্বা — য়াত্ হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফারিহূ বিমা-'ইন্দা হুম্ মিনাল্ 'ইলমি অহা-ক্ব বিহিম্

(৮৩) যখন প্রমাণসহ রাসূলরা আগমন করত। তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের জন্য অহঙ্কার করেছিল।(৮৪) যা নিয়ে তারা তামাসা

مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨٤ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَ

মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৮৪। ফালাম্মা-র আও বা''সানা-ক্বা-লূ ~ আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়াহ্দাহূ অ

করত তাই তাদের পরিবেষ্টন করল। অতঃপর যখন তারা তাদের প্রত্যক্ষ করল তখন তারা বলল, আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান

كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝٨٥ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۭ

কাফারনা-বিমা-কুন্না-বিহী মুশ্রিকীন্। ৮৫। ফালাম্ ইয়াকু ইয়ান্ফা'উহুম্ ঈমা-নুহুম্ লাম্মা রায়াও বা''সানা-;

আনলাম এবং তাঁর সাথে যাদের শরীক সাব্যস্ত করতাম তাদেরকে প্রত্যাখান করলাম (৮৫) বস্তুতঃ তাদের ঈমান কোন কাজে আসে নি

৮ ع ১০ ১৩ রুকু

سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ

সুন্নাতাল্লা-হিল্লাতী ক্বদ্ খলাত্ ফী 'ইবা-দিহী অখসির হুনা-লিকাল্ কা-ফিরূন্
যা আযাব দেখে ঈমান এনেছিল, আল্লাহর এ নিয়ম পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাহদের মধ্যেও ছিল, আর কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

রুকু ১৪

সূরা হা-মীম-সাজ্দাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

حٰمٓ ① تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

১। হা-মী — ম্। ২। তান্যী লুম্ মিনার্ রহমা-নির রহীম্। ৩। কিতাবুন্ ফুছ্ছিলাত্ আ-ইয়া-তুহূ ক্বু রআ-নান্ 'আরবিয়্যাল্
(১) হা মীম। (২) পরম করুণাময় দয়ালুর অবতারিত। (৩) এ কিতাবের আয়াতসমূহ আরবীতে বিশদভাবে বিবৃত

لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ③ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ④ وَ

লিকাওমিই ইয়া'লামূ ন্। ৪। বাশীরাঁও অ নাযীরান্ ফা'আরদ্বোয়া আক্ছারুহুম্ ফাহুম্ লা-ইয়াস্ মা'উন্। ৫। অ
হয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। (৪) সুখবর ও সতর্ককারীরূপে, তাদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, শুনবে না। (৫) তারা

قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِىْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا

ক্বা-লূ কুলূবুনা ফী ~ আকিন্নাতিম্ মিম্মা-তাদ্উ'না ~ ইলাইহি অফী ~ আ-যা-নিনা অক্বরুঁও অ মিম্ বাইনিনা-
বলে, যে দিকে তোমরা আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে পর্দা আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑤ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ

অ বাইনিকা হিজ্বা-বুন্ ফা'মাল্ ইন্নানা- 'আ-মিলূন্। ৬। কুল্ ইন্নামা ~ আনা বাশারুম্ মিছ্লুকুম্ ইয়ূহা ~ ইলাইয়া
তোমার ও আমাদের মাঝে পর্দা আছে; অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষা করি। (৬) বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায়

اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ

আন্নামা ~ ইলা-হুকুম্ ইলা-হুঁও ওয়া- হিদুন্ ফাস্তাক্বীমূ ~ ইলাইহি অস্তাগ্ফিরূহ্; অ ওয়াইলু ল্লিল্ মুশ্রিকীন্।
মানুষ, আমার কাছে প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক, তাঁকেই ধারণ কর, ক্ষমা প্রার্থনা কর, ধ্বংস মুশরিকদের জন্য।

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑦ اِنَّ الَّذِيْنَ

৭। আল্লাযীনা লা-ইয়ু''তূনায্ যাকা-তা অহুম্ বিল্ আ-খিরতি হুম্ কা-ফিরূন্। ৮। ইন্নাল্ লাযীনা
(৭) যারা যাকাত প্রদান করে না, তারা আখেরাতের প্রতিও ঈমান রাখে না।(৮) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও

আয়াত-১ ঃ এর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন, অতঃপর পবিত্র কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব হওয়ার কথা বর্ণনা করতেছেন ঃ এটা এমন একটি কিতাব যা পরম করুণাময় আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহে মানুষের সাফল্যের জন্য নাযিল করেছেন, যাতে তিনটি বিশেষ সার্থক বৈশিষ্ট্য রয়েছে,১। এতে আয়াতসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হওয়া, জটিলতা না থাকা; ২। আরবরাই এর প্রথম শ্রোতা তাদেরই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করা প্রয়োজন; ৩। এতে ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদের এবং অবাধ্যদের জন্য ভয় প্রদর্শনের কথা রয়েছে। কাফেরদের বোকামির জন্য বলছেন, এ সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্বলিত কিতাবও তারা শুনছে না বরং তা উপেক্ষা করে যায়। (বয়ানুল কোরআন)

১ ع ৮ ১৫ রুকু

أٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٨ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ

আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ আজ্‌রুন্ গইরু মাম্‌নূন্। ৯। ক্বুল্ আয়িন্নাকুম্ লাতাক্‌ফুরূনা
নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত প্রতিদান যা কখনও রহিত হবার নয়। (৯) আপনি বলে দিন, যিনি দুদিনে

بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ

বিল্লাযী খলাক্বল্ আর্‌দ্বোয়া ফী ইয়াওমাইনি অতাজ্‌'আলূনা লাহূ ~ আন্‌দা-দা; যা- লিকা রব্বুল্
এ দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, তাঁকেই কি অস্বীকার করবে এবং তোমরা কি তাঁর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করবেই? তিনি সারা

الْعٰلَمِيْنَ ۝٩ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا

'আ-লামীন্। ১০। অ জ্বা'আলা ফীহা-রাওয়া- সিয়া মিন্ ফাওক্বিহা- অ বা-রকা ফীহা-অক্বদ্দারা ফীহা ~ আক্ব্‌অ ওয়া- তাহা-
জাহানের রব। (১০) তিনি তাতে পর্বতরাজ স্থাপন করলেন এবং তাতে বরকত দিলেন ও সকল প্রার্থীর জন্য চারদিনে

فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝١٠ ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ

ফী ~ আর্‌বা'আতি আইয়্যা-ম্; সাওয়া — য়াল্ লিস্‌সা — য়িলীন্। ১১। ছুম্মাস্ তাওয়া ~ ইলাস্ সামা — য়ি অহিয়া দুখা-নুন্
খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন,যা প্রশ্নকারীদের জন্য গণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে। (১১) পরে ধুঁয়াময় আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۞

ফাক্ব-লা লাহা-অলিল্ আর্‌দ্বি" তিইয়া- ত্বোয়াও'আন্ আও কার্‌হা-; ক্ব-লাতা ~ আতাইনা- ত্বোয়া — য়ি'ঈন্।
তারপর তাকেও যমীনকে বললেন, তোমাদের উভয়ে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আস। বলল, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে আসলাম।

۝١١ فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا

১২। ফাক্বাদ্বোয়া-হুন্না সাব্‌'আ সামা-ওয়া-তিন্ ফী ইওয়ামাইনি অআওহা-ফী কুল্লি সামা — য়িন্ আম্‌রহা-; অযাইয়্যান্নাস্
(১২) তারপর তিনি দুদিনে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য বিধান জানালেন, আর আমি নিকটতম

السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝١٢ فَاِنْ

সামা — য়াদ্ দুন্‌ইয়া-বিমাছোয়া-বীহা অহিফ্‌জোয়া-; যা- লিকা তাক্ব্‌দীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ১৩। ফাইন্
আকাশকে প্রদীপ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (১৩) যদি

اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ۝١٣ اِذْ جَآءَتْهُمُ

আ'রাদ্বূ ফাক্বুল্ আন্‌যার্‌তুকুম্ ছোয়া-'ইক্বতাম্ মিছ্‌লা ছোয়া-'ইক্বতি 'আ-দিঁও অছামূদ্। ১৪। ইয্ জ্বা — য়াত্‌হুমুর
বিমুখ হয় বলুন, আমি তোমাদের শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ। (১৪) যখন তাদের কাছে

الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ

রুসুলু মিম্ বাইনি আইদীহিম্ অমিন্ খল্‌ফিহিম্ আল্লা তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ক্ব-লূ লাও শা — য়া
রাসূল আগমন করল, সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তখন তারা বলল, রব যদি চাইতেন

رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا

রব্বুনা-লাআন্‌যালা মালা — য়িকাতান্ ফাইন্না বিমা ~ উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ১৫। ফাআম্মা- 'আদুন্ ফাস্‌তাক্‌বারূ
ফেরেশ্‌তা পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদের আনা বিষয়কে আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। (১৫) অনন্তর আদ জাতির ব্যাপার তো

فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ

ফিল্ আর্‌দ্বি বিগইরিল্ হাক্ক্বি অক্বা-লূ মান্ আশাদ্দু মিন্না-ক্যুওয়্যাহ্; আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা-হাল্
এরূপ যে, তারা যমীনে অযথা দম্ভ করত এবং বলত আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে? তারা কি দেখে না যে,

الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٦﴾ فَأَرْسَلْنَا

লাযী খলাক্বহুম্ হুওয়া আশাদ্দু মিন্‌হুম্ ক্যুওয়্যাহ্; অকা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়াজ্‌হাদূন্। ১৬। ফাআর্‌সাল্‌না-
তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমার আয়াতসমূহ অমান্য করে। (১৬) অতএব

عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ

'আলাইহিম্ রীহান্ ছোয়ার্ ছোয়ারান্ ফী ~ আইয়্যা- মিন্ নাহিসাতিল্ লিনুযীক্বহুম্ 'আযা-বাল্ খিয্‌ইয়ি
আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু,পার্থিব জীবনে তাদেরকে অপমানকর শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য।

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٧﴾ وَأَمَّا

ফীল্‌হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; অ লা'আযা-বুল্ আ-খিরতি আখ্‌যা-অহুম্ লা-ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্ ১৭। অ আম্মা-
আর পরকালের শাস্তি তো আরো অধিক লাঞ্ছনাকর, সেখানে তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (১৭) আর আমি ছামূদ

ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ

ছামূদু ফাহাদাইনা-হুম্ ফাস্‌তাহাব্বুল্ 'আমা-'আলাল্ হুদা-ফাআখাযাত্‌হুম্ ছোয়া-'ইক্বতুল্ 'আযা-বিল্
সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের স্থলে ভ্রষ্টতাই গ্রহণ করল, আর অপমানকর শাস্তি তাদেরকে

২ ع ১০ 16 রুকু

الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٨﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ

হূনি বিমা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ১৮। অ নাজ্জাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ অকা-নূ ইয়াত্তাক্বূন্। ১৯। অ
পাকড়াও করল তাদের কৃতকর্মের কারণে। (১৮) আর আমি যারা মু'মিন তাদেরকে রক্ষা করেছি, তারা মুত্তাকী ছিল। (১৯) আর আমি

يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ حَتّٰىٓ إِذَا مَا جَآءُوْهَا

ইয়াওমা ইয়ুহ্‌শারু আ-দা — য়ু ল্লা- হি ইলান্নারি ফাহুম্ ইয়ূযা'উন্। ২০। হাত্তা ~ ইযা -মা-জ্বা — য়ূহা-
যেদিন আল্লাহর শত্রুকে অগ্নিতে একত্রিত করা হবে এবং বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। (২০) এমন কি তারা যখন জাহান্নামের

শানেনুযূলঃ আয়াত–২০ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর ফেরেশতারা যখন কাফেরদের অপকির্তীসমূহ তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে তখন কাফেররা তা অস্বীকার করে বলবে, হে আল্লাহ্! এ সব কিছুই আমরা করি নি। এ ফেরেশতারা আমাদের শত্রু, শত্রুতাবশতঃ আমাদের প্রতি মিথ্যা লিখে এনেছে। সুতরাং, আমাদের বিপরীতে আমাদের কোন বন্ধু এসে সাক্ষ্য দিলে তাই গৃহীত হওয়া চাই। তখন মানুষের হস্ত, পদ, মাংস ও চর্মকে আল্লাহ সাক্ষ্যদানের আদেশ দেবেন। তোমাদের মাধ্যমে এরা যেসব কর্ম করেছিল, সেসব কর্মের বর্ণনা দাও। তারা তখন পৃথিবীতে যেসব অপকর্ম তারা করেছিল ঐ সমস্ত কিছুর বর্ণনা তারা দেবে।

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا

শাহিদা 'আলাইহিম্ সাম্'উহুম্ অআব্‌ছোয়া-রুহুম্ অ জুলূদুহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্ । ২১ । অ ক্ব-লূ

নিকটবর্তী হবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (২১) আর তখন তারা

لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

লিজুলূদিহিম্ লিমা-শাহিত্‌তুম্ 'আলাইনা-; ক্ব-লূ ~ আন্‌ত্বোয়াক্বনা ল্লা- হুল্ লাযী ~ আন্‌ত্বোয়াক্ব কুল্লা শাইয়িঁও

তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে কেন? তখন তারা বলবে, সব কিছুর বাক শক্তিদাতা আল্লাহ আমাদেরকে

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ

অহুওয়া খলাক্বকুম্ আওয়্যালা মার্‌রতিঁও অইলাইহি তুর্‌জা'উন্ । ২২ । অমা-কুন্‌তুম্ তাস্‌তাতিরূনা আইঁ ইয়াশ্‌হাদা

কথা বলার শক্তি প্রদান করেছেন, তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে যাবে। (২২) আর তোমরা কিছুই লুকাতে

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ

'আলাইকুম্ সাম্'উকুম্ অলা ~ আব্‌ছোয়া-রুকুম্ অলা- জুলূদুকুম্ অলা- কিন্ জোয়ানান্‌তুম্ আন্না ল্লা-হা লা-ইয়া'লামু

পারবে না, তোমাদের বিপক্ষে তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক সাক্ষ্য প্রদান করবে। অথচ তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ

كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ

কাছীরাম্ মিম্মা-তা'মালূন্ । ২৩ । অ যা-লিকুম্ জোয়ান্নু কুমুল্লাযী জোয়ানান্‌তুম্ বিরব্বিকুম্ আর্‌দা-কুম্

তোমাদের বহু কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন।(২৩) তোমাদের রব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে বিপদে ফেলেছে, তোমরা

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ

ফাআছ্‌বাহ্‌তুম্ মিনাল্ খ-সিরীন্ ২৪ । ফাইঁ ইয়াছ্‌বিরু ফান্না-রু মাছ্‌ওয়াল্ লাহুম্ অইঁ

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।(২৪) এখন তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবুও আগুনেই তাদের আবাস হবে, তারা যদি কোন ওজর

يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ

ইয়াস্‌তা'তিবূ ফামা-হুম্ মিনাল্ মু'তাবীন্ । ২৫ । অ ক্বইইয়াদ্বনা-লাহুম্ কুরনা — য়া ফাযাইয়ানূ লাহুম্ মা- বাইনা

পেশ করতে চায়, তবুও তা কবূল করা হবে না। (২৫) আর আমি তাদের জন্য কতক সহচর নির্ধারণ করেছি, যারা তাদের

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ

আইদীহিম্ অমা- খল্‌ফাহুম্ অহাক্ব্‌ক্ব 'আলাইহিমুল্ ক্বওলু ফী ~ উমামিন্ ক্বদ্ খলাত্ মিন্ ক্ববলিহিম্ মিনাল্

পূর্বা-পর সব কিছু শোভন করে পরিদর্শন করাল; আর তাদের জন্যও পূর্বে যেসব জ্বিন ও মানুষ ছিল তাদের মত

আয়াত-২১ঃ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী কাফিরদেরকে বিচার কেন্দ্রে উপস্থিত করা হবে, তথা হতে দোযখ দেখা যাবে। যখন বিচার কার্য আরম্ভ হবে, তখন তাদের চক্ষু, কর্ণ ও চামড়া সকলে তাদের বিরুদ্ধে তাদের কু-কর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-২২ ঃ তাদের ধৈর্য ও নীরবতা দেখে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন না। যেমন পৃথিবীতে তাদের প্রতি দয়া করা হয়। (বঃ কোঃ) আয়াত-২৪ ঃ কেননা, তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ মানুষের কার্য সম্বন্ধে অবগত নন। আবার তোমরা তোমাদের যাবতীয় শিরক ও পাপ কার্যকে অপরাধ মনে করত না। (বঃ কোঃ)

ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟

জ্বিন্নি অল্ ইন্‌সি ইন্নাহুম্ কা-নূ খ-সিরীন্। ২৬। অ ক্ব- লাল্ লাযীনা কাফারূ লা-তাস্‌মা'উ

শাস্তি বাস্তবায়িত হল, নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (২৬) আর যারা কাফের তারা একজন অন্যজনকে বলে, এ কোরআন

لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَذَابًا

লিহা-যাল্ কুর্‌আ-নি অল্‌গও ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাগ্‌লিবূন্। ২৭। ফালানুযী ক্বান্না ল্ লাযীনা কাফারূ 'আযা-বান্

তোমরা শ্রবণ করো না গণ্ডগোল করো, যাতে তোমরা জয় লাভ করতে পার। (২৭) অতএব আমি কাফেরদেরকে চরম

شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ

শাদীদাঁও অলা-নাজ্‌ যিইয়ান্নাহুম্ আস্‌ওয়াল্ লাযী কা-নূ ইয়া'মালূন্। ২৮। যা-লিকা জ্বাযা — য়ু আ'দা — য়ি

শাস্তি প্রদান করব, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের কুকর্মের প্রতিফল প্রদান করব। (২৮) আল্লাহর শত্রুদের পরিণতি

ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ

ল্লা-হিন্ না- রু লাহুম্ ফীহা-দারুল্ খুল্‌দ; জ্বাযা — য়াম্ বিমা- কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়াজ্‌ হাদূন্।

আগুনই, তাতেই রয়েছে তাদের জন্য অনন্তকালের আবাস, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

﴿٢٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا

২৯। অক্ব-লাল্লাযীনা কাফারূ রব্বানা ~ আরিনাল্ লাযাইনি আদ্বোয়াল্লা-না- মিনাল্ জ্বিন্নি অল্‌ইন্‌সি না'জ্বআল্‌হুমা-

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব! যে জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে বিভ্রান্ত করল, আমাদেরকে তাদের উভয়কে দেখিয়ে

تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٣٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ

তাহ্‌তা আক্বদা-মিনা- লিইয়াকূনা মিনাল্ আস্‌ফালীন্। ৩০। ইন্নাল্ লাযীনা ক্ব-লূ রব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাস্

দিন, আমরা তাদের উভয়কে পায়ের নিচে রেখে লাঞ্ছিত করব। (৩০) নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর

ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟

তাক্ব-মূ তাতানায্‌যালু 'আলাইহিমুল্ মালা — য়িকাতু আল্লা-তাখ -ফূ অলা-তাহ্‌যানূ অআব্‌শিরূ

তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের নিকট ফেরেশ্‌তা আসে,(এবং বলে) তোমরা ভয় পেয়ো না আর চিন্তা করো না, আনন্দিত হও,

بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى

বিল্‌জ্বান্নাতিল্লাতী কুন্‌তুম্ তূ আ'দূ ন্। ৩১। নাহ্‌নু আও লিয়া — য়ুকুম্ ফীল্ হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-অ ফীল

সেই জান্নাতের জন্য যার প্রতিশ্রুত তোমাদের দেয়া হয়েছিল। (৩১) দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে আমিই তোমাদের বন্ধু, সেথায়

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৬ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, "আমি একবার কা'বা গৃহের পর্দার অন্তরালে গোপনে ছিলাম, তখন ছকীফ গোত্রের আবদে এয়ালীল ও বরীয়াহ্ এবং কোরাইশ গোত্রের ছফওয়ান এ তিনজন আসল আর চুপে চুপে কথা বলতে লাগল, তখন তাদের একজন বলল, কি আল্লাহপাক আমাদের এ কথাসমূহও শুনছেন? দ্বিতীয় একজন বলল; না তিনি উচ্চঃস্বরে বললেই শুনবেন। তৃতীয় জন বলল যদি কিছু শুনেন, তবে সবই শুনেন। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমি এ ঘটনাটি হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে বর্ণনা করলাম, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣٢﴾ نُزُلًا

আ- খিরতি অলাকুম্ ফীহা-মা-তাশ্‌তাহী ~ আন্‌ফুসুকুম্ অলাকুম্ ফীহা- মা-তাদ্দা'উন্ ৩২। নুযুলাম্

তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মনের কাম্য বস্তু আছে, যা কিছু তোমরা চাইবে তা-ই পাবে। (৩২) এই হবে পরম

মِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ

৪ ع ৭ ১৮ রুকু

মিন্ গফূরির্ রহীম্। ৩৩। অমান্ আহ্‌সানু ক্বওলাম্ মিম্মান্ দা'আ ~ ইলাল্লা-হি অ'আমিলা ছোয়া- লিহাঁও অ ক্ব-লা

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুর (আল্লাহ) পক্ষ হতে আপ্যায়ন্। (৩৩) আর তার চেয়ে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে আল্লাহর দিকে

اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ

ইন্নানী মিনাল্ মুস্‌লিমীন্। ৩৪। অলা-তাস্‌তাওয়িল্ হাসানাতু অলাস্ সাইয়্যিয়াহ্; ইদ্‌ফা' বিল্লাতী হিয়া

আহ্বান করে, নিজে নেক আমল করে এবং বলে, আমি তো একজন মুসলিম।(৩৪) আর ভাল ও মন্দ কখনও সমান নয়। মন্দকে

اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَمَا يُلَقّٰهَآ

আহ্‌সানু ফাইযাল্ লাযী বাইনাকা অবাইনাহূ 'আদা-ওয়াতুন্ কায়ান্নাহূ অলিয়্যুন হামীম্। ৩৫। অমা-ইয়ুলাক্ব্-ক্ব-হা ~

উৎকৃষ্ট দিয়ে আঘাত কর, ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। (৩৫) আর এ চরিত্রের অধিকারী কেবল

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٦﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ

ইল্লাল্ লাযীনা ছবারূ অমা- ইয়ুলাক্ক্ব-হা ~ ইল্লা-যূ হাজ্জিন্ 'আজীম্। ৩৬। অ ইম্মা-ইয়ান্‌যাগন্নাকা মিনাশ্

তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী মহাভাগ্যবানদেরকেই করা হয়।(৩৬) আর যদি শয়তানের কোন প্ররোচনা আপনাকে

الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٧﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ

শাইত্বোয়া-নি নায্‌গুন্ ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৩৭। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহি ল্লাইলু

প্ররোচিত করে,তবে আপনি আল্লাহর শরণাপন্ন হবেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন। (৩৭) আর তাঁর

وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ

অন্‌নাহা-রু অশ্ শাম্‌সু অল্ ক্বমার্; লা- তাস্‌জুদূ লিশ্‌শাম্‌সি অলা-লিল্‌ক্বমারি অস্‌জুদূ লিল্লা-হিল্

নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না; আর সিজদা কর সেই আল্লাহকেই

الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ

লাযী খলাক্বহুন্না ইন্ কুন্‌তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্। ৩৮। ফায়িনিস্ তাক্‌বারূ ফাল্লাযীনা 'ইন্দা

যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করতে চাও।(৩৮) আর তারা অহংকারী হলেও যারা রবের কাছে

টীকা-(১) আয়াত-৩৩ ঃ আল্লাহর প্রতি আহ্বানের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূর্খদের পক্ষ হতে বিপদ ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। কাজেই পরবর্তী আয়াতে বিশেষ করে সে সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কেও তার অনুচরবৃন্দকে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করছেন। (বঃ কোঃ)
আয়াত-৩৭ ঃ অর্থাৎ তিনিই সেজদার যোগ্য, যিনি সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। আর যে স্বীয় সৃষ্টিতে অন্যের মুখাপেক্ষী সে সেজদার যোগ্য নয়। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আওলিয়াদেরকে ও তা'যিয়াকে সেজদা করা হারাম। অনেক মূর্খ লোক বলে থাকে, ফেরেশতারা হযরত আদম (আঃ) কে এবং ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সেজদা করেছিলেন। আমরাও এভাবে বুযুর্গদেরকে সেজদা করি। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। কেননা, পূর্বের ধর্মে এ ধরনের সেজদা জায়েয ছিল। আমাদের ধর্মে নাজায়েয। (ইমাঃ হিন্দ)

رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ

রব্বিকা ইয়ুসাব্বিহূনা লাহূ বিল্লাইলি অন্নাহা-রি অহুম্ লা-ইয়াস্য়ামূন্। ৩৯। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আন্নাকা
রয়েছে, তারা তো রাত-দিন তাঁরই মহিমা বর্ণনা করে, এতে তারা একটুও ক্লান্ত হয় না।(৩৯) আর তাঁর কুদরতের মধ্যে আর একটি

تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ

তারল্ আর্দ্বোয়া খ-শি'আতান্ ফাইযা ~ আন্যাল্না-'আলাইহাল্ মা — য়াহ্ তায্যাত্ অ রবাত্; ইন্নাল
নিদর্শন হল, আপনি যমীনকে মৃতবৎ শুষ্ক দেখেন, অতঃপর আমি যখন তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সজীব ও শস্য-শ্যামল

الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ

লাযী ~ আহ্ইয়া-হা -লামুহ্য়িল্ মাওতা-; ইন্নাহূ 'আ লা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা
হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই যিনি তাতে জীবন দেন, তিনি মৃতের জীবনদাতা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান। (৪০) নিশ্চয়ই যারা

يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ

ইয়ুল্হিদূনা ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-লা-ইয়াখ্ফাওনা 'আলাইনা-; আফামাইঁ ইয়ুল্ক্ব-ফী ন্না-রি খইরুন্ আম্ মাইঁ
আমার আয়াতে হঠকারিতা করে, আমার কাছে তার কোন কিছু গোপন নেই, অনন্তর যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি উত্তম,

يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ

ইয়া'তী ~ আ- মিনাইঁ ইয়াওমাল্ কিয়া-মাহ্; 'ইমালূ মা- শি'তুম্ ইন্নাহূ বিমা- তা'মালূনা বাছীর্। ৪১। ইন্নাল্
না কি যে পরকালে নিরাপদে বেহেশতে থাকবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কর্ম দেখেন। (৪১) তারা অস্বীকার

الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾ لَا يَأْتِيهِ

লাযীনা কাফারূ বিয্যিক্রি লাম্মা জ্বা — য়া হুম্ অইন্নাহূ লাকিতা-বুন্ 'আযীয্। ৪২। লা-ইয়া'তীহিল্
করল তাদের কাছে উপদেশ আসার পর, আর অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কিতাব।(৪২) এতে কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করবে না, সামনের

الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾ مَا يُقَالُ

বা-ত্বিলু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি অলা-মিন্ খল্ফিহ্; তান্যীলুম্ মিন্ হাকীমিন্ হামীদ্। ৪৩। মা-ইয়ুক্ব-লু
দিকে থেকেও নয় এবং পিছনের দিক থেকেও নয়। এটা বিজ্ঞ, প্রশংসিতের পক্ষ হতে অবতারিত। (৪৩) আপনাকেও সে

لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ

লাকা-ইল্লা-মা-ক্বদ্ ক্বীলা লির্রুসুলি মিন্ ক্বব্লিক; ইন্না রব্বাকা লাযূ মাগ্ফিরাতিঁও অযূ 'ইক্ব-বিন্
কথাই বলা হয় যা আপনার পূর্বেকার রাসূলদেরকে বলা হত, আপনার রব তো বড়ই ক্ষমাশীল, মহা যন্ত্রণাদায়ক

আয়াত-৩৯ ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং তিনি যে মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, এ আয়াতে তার একটি প্রাকৃতিক নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। যমীন যখন তরু-লতা ও তৃণ-শস্যশূন্য থাকে, তখন তা অচল-নিরস ও বিশুষ্ক মৃতবৎ বলে মনে হয়। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা যখন উক্ত যমীনে বারি বর্ষণ করেন, তখন তাতে নানারূপ তৃণ-শস্য ও তরু-লতা জন্মে এবং বাতাসে যখন সেগুলো দোল খেতে থাকে, তখন উক্ত অচল ও মৃতবৎ শুষ্ক ভূমি সচল ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। সুতরাং যিনি মৃতবৎ বিশুষ্ক ভূমিকে সরস ও সঞ্জীবিত করতে পারেন, তিনি যে মৃত মানব ও জীব-জন্তুকেও পুনর্জীবিত করতে পারেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ

আলীম্। ৪৪। অলাওজা'আল্না -হু ক্বু রআ-নান্ আ'জামিয়্যাল্ লাক্ব-লূ লাও লা-ফুছ্‌ছিলাত্ আ-ইয়াতুহ্‌; আ আ'জামিইয়্যুঁও

শাস্তিদাতা। (৪৪) আর আমি যদি এ কোরআনকে অনারবী [১] লোকদের নিকট নাযিল করতাম, তবে তারা বলত, আয়াতের

وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ

অ 'আরাবী; ক্বুল্ হুঅ লিল্লাযীনা আ-মানূ হুদাঁও অ শিফা — য়্; অল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা ফী ~

ব্যাখ্যা করা হয় নি কেন, তা অনারবী, সে আরবী? আপনি বলে দিন এটা যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য হেদায়াত ও রোগ প্রতিকার [২],

রুকু ৫ ১২ ১৯

ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ۞

আ-যা-নিহিম্ অক্ব্‌রুঁও অহুওয়া 'আলাইহিম্ 'আমা; উলা — য়িকা ইয়ুনা -দাওনা মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ্।

আর যারা ঈমান আনে নি তাদের কানে বধিরতা, আর এ কোরআন তাদের অন্ধত্বস্বরূপ যেন তাদেরকে দূর হতে আহ্বান করা হয়।

﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن

৪৫। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফাখ্‌তুলিফা ফীহ্‌; অলাওলা-কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্

(৪৫) আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম, তাতে মতভেদ সৃষ্টি হল, আপনার রবের পক্ষ-থেকে পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকলে

رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٦﴾ مَّنْ عَمِلَ

রব্বিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম্; অইন্নাহুম্ লাফী শাক্‌কিম্ মিন্‌হু মুরীব্ ।৪৬। মান্ 'আমিলা

তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত, আর তারা তাতে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আছে। (৪৬) যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে তার

صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۞

ছোয়া-লিহান্ ফালিনাফ্‌সিহী অ মান্ আসা — য়া ফা'আলাইহা-; অমা- রব্বুকা বিজোয়াল্লা- মিল্ লিল্'আবীদ্।

নিজের কল্যাণের জন্য নেক করে, আর যদি মন্দ করে, তবে নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর রব বান্দাহদের প্রতি জালিম নন।

আয়াত-৪৪ ঃ টীকা ঃ (১) অর্থাৎ আরবী ভাষার লোক এর উপর যদি আ'যমী কোরআন নাযিল হলে তারা বলত, যা সে নিজেও বুঝে না, কিভাবে অবতীর্ণ হল? ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, ইকরামা ও ইব্‌নে যুবাইর (রহঃ) হতেও এ অর্থ বর্ণিত। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (২) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন যে, কোরআন মান্যকারীদের জন্য পদপ্রদর্শক। আর দ্বিধা-সন্দেহ ইত্যাদি অন্তরের রোগ এর দ্বারা বিদূরীত হয়ে যায়। আর অমান্যকারীদের কানে এটি বোঝাস্বরূপ। অর্থাৎ তারা কোরআনের বিষয়-বস্তুকে বুঝে না, আর তার বর্ণনায় সৎ পথে আসে না। আর যে বলা হয়েছে বহু দূর হতে তাদেরকে আহ্বান করা হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, এর অর্থ হল, কোরআন তাদের হৃদয় হতে বহু দূরে। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, এর অর্থ হল, তাদের সাথে বাক্যালাপকারী যেন বহু দূরবর্তী স্থান হতে তাদেরকে আহ্বান করছে, তার কথা তাদের বুঝে আসে না। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৪ ঃ মক্কার কাফেররা যেহেতু হিংসা পরায়ণতা, মূর্খতা হঠধর্মীতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, তাই তারা বলতে লাগল, এ কোরআন অন্য কোন ভাষায় কেন নাযিল হল না? যদি আজমী অর্থাৎ অনারবী কোন ভাষায় নাযিল হত তবেই তো এর মু'জিযা হত বা অজেয় অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার কথা বিকাশ লাভ করত অর্থাৎ আরবী মানুষ অনারবী ভাষায় কথা বলছে, কি আশ্চর্য বিষয়! তাদের উক্তির উত্তরে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ব্যাখ্যাঃ ১। বলুন, 'এ কোরআন মু'মিনদের জন্য'। এ আয়াতেও কাফিরদেরকে উত্তর দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলুন, এ কোরআন শরীফ ঈমানদারদের জন্য সৎকাজের পথপ্রদর্শক এবং যে অসৎ কাজে অন্তরে ব্যাধি সৃষ্টি হয়, এ কোরআন অনুসারে চললে সেই ব্যাধির উপশম হয়। সুতরাং এটি ঈমানদারদের উপকার সাধনা করেছে। ২। "তাদের কে যেন কোন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।" অর্থাৎ এরা এ সত্য শ্রবণ না করার মধ্যে এরূপ যেন কাকেও দূর হতে আহ্বান করা হচ্ছে, সে কিন্তু কেবল শব্দ শুনবে কিছু বুঝবে না। মোটকথা, কোরআন শরীফে কোন দোষ নেই, দোষ তোমাদেরই হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয় শক্তির অকর্মন্যতা জনিত। যা দ্বারা কোরআন শরীফ এদের সকলের জন্য অন্ধত্বের কারণ হয়েছে।

আয়াত-৪৫ঃ 'আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর সান্ত্বনার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ইতিপূর্বে রাসুলদের কথা মোটামুটিভাবে বলেছিলেন। এখানে হযরত মুসা (আঃ)-এর কথা বিশেষভাবে বলছেন। অর্থাৎ হে নবী! আপনার সঙ্গে নূতনভাবে কোন বিরোধ হচ্ছে না, বরং হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গেও এবং অন্যান্যদের সঙ্গেও হয়েছিল। কেউ মেনে ছিল, কেউ মানে নি। সুতরাং আপনি কেন দুঃখ করবেন? আবহমান কাল হতেই তো এরূপ চলে আসছে।

(৪৭) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

৪৭। ইলাইহি ইয়ুরাদ্দু 'ইল্‌মুস্ সা-আ'হ্; অমা- তাখ্‌রুজু মিন্ ছামার-তিম্ মিন্ আক্‌মা-মিহা-অমা- তাহ্‌মিলু
(৪৭) একমাত্র আল্লাহর কাছেই পরকালের জ্ঞান, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কেন মহিলার

مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ

মিন্ উন্‌ছা-অলা-তাদ্বোয়া'উ ইল্লা-বি'ইল্‌মিহ্; অইয়াওমা ইয়ুনা-দীহিম্ আইনা শুরাকা — য়ী ক্বা-লূ ~ আ-যান্না-কা
গর্ভধারণ ও প্রসব তাঁর অজান্তে হয় না। যেদিন আল্লাহ ডেকে বলবেন যে, আমার শরীকরা কোথায়? বলবে, আপনাকে

مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ (৪৮) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم

মা-মিন্না-মিন্ শাহীদ্। ৪৮। অদ্বোয়াল্লা 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়াদ্'উনা মিন্ ক্বব্‌লু অজোয়ান্নু মা-লাহুম্
জানিয়েছি, আমরা কিছু জানি না। (৪৮) আর পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে, এবং তারা বুঝতে

مِّن مَّحِيصٍ (৪৯) لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ

মিম্ মাহীছ্। ৪৯। লা-ইয়াস্‌য়ামুল্ ইন্‌সা-নু মিন্ দু'আ — য়িল্ খইরি অইম্ মাস্‌সাহুশ্ শার্‌রু ফাইয়ায়ূসুন্
পারবে যে, তারা নিষ্কৃতি পাবে না। (৪৯) মানুষ তার নিজেস্ব কল্যাণ কামনায় কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যখন কোন দুঃখ-দৈন্য

قَنُوطٌ (৫০) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

ক্বনূতু। ৫০। অলায়িন্ আযাক্ব্‌না-হু রহ্‌মাতাম্ মিন্না-মিম্ বা'দি দ্বোয়ার্‌রর — য়া মাস্‌সাত্‌হু লাইয়াকূলান্না
আগমন করে, তখন হতাশ হয়ে পড়ে। (৫০) আর যদি দুঃখের পর তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে বলে, এটা তো

هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ

হা-যা-লী অমা ~ আযুন্নুস্ সা-'আতা ক্বা — য়িমাতাঁও অ লায়ির্ রুজি'তু ইলা-রব্বী ~ ইন্না লী 'ইন্‌দাহূ
আমার পাওনা, আমার ধারণা নেই যে, কেয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার রবের কাছে যাই-ই, সেখানে তো আমার জন্য

لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ

লাল্‌হুস্‌না- ফালানুনাব্বিয়ান্নাল্ লাযীনা কাফারূ বিমা-'আমিলূ অলানুযীক্বান্নাহুম্ মিন্ 'আযা-বিন্
কল্যাণ আছেই। আমি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করাব, আর আমি কঠিন শাস্তিও প্রদান

غَلِيظٍ (৫১) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

গলীজ্। ৫১। অইযা ~ আন্'আম্‌না-'আলাল্ ইন্‌সা-নি আ'রাদ্বোয়া অনায়া-বিজা-নিবিহী অইযা-মাস্‌সাহুশ্
করব। (৫১) আর আমি মানুষকে দয়া করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়, আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন

আয়াত-৪৭ ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, জ্যোতিবিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যে সকল কথা বলে থাকে, তন্মধ্যে কোন কথাতে তারা আস্থাবান ও বিশ্বাসী হতে পারে না। কেননা, তারা কেবল ধারণার উপর ভিত্তি করে এসব দাবী করে থাকে। (ফতঃ বয়া)

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৫১ ঃ একদা ইহুদীরা বলল, হে মুহাম্মদ ! তুমি নবী হলেও মূসার ন্যায় আল্লাহর সঙ্গে কেন কথা বল না, যেন আল্লাহকে আলাপের সময় দেখা যায়। হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) বললেন, আল্লাহর সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলা মানুষের সাধ্য নয়। হযরত মূসা (আঃ)ও পর্দার আড়ালে থেকেই কথা বলেছিলেন, আলাপ করতে ছিলেন কিন্তু আলাপকারীকে দেখতে ছিলেন না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ

শাররু ফায়ূ দু'আ — য়িন্ 'আরীদ্ব্ । ৫২। কুল্ আরয়াইতুম্ ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি ছুম্মা কাফারতুম্ বিহী মান্

সে লম্বা দোয়া করে। (৫২) আপনি বলুন, ভেবেছ কি, যদি তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়- আর তোমরা তা অস্বীকার কর, তবে তার

أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيٓ

আদ্বোয়াল্লু মিম্মান্ হুঅ ফী শিক্বা-ক্বিম্ বা'ঈদ্। ৫৩। সানুরী হিম্ আ-ইয়া-তিনা-ফিল্ আ-ফা-ক্বি অফী ~

চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে, যে তার বিরোধী। (৫৩) অবিলম্বে আমি তাদের আশে-পাশে ও তাদেরই মধ্যে নিদর্শন দেখাব, এমন কি

أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

আন্‌ফুসিহিম্ হাত্তা-ইয়াতাবাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুল্ হাক্বু; আওয়ালাম্ ইয়াক্‌ফি বিরব্বিকা আন্নাহূ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্

এর ফলে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার রব যে সর্ব বিষয়ে সাক্ষী, তা কি যথেষ্ট

شَهِيدٌ ﴿٥٤﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ۞

৬ ع ১০ ১ রুকু

শাহীদ্। ৫৪। আলা ~ ইন্নাহুম্ ফী মির্‌ইয়াতিম্ মিল্লিক্বা — য়ি রব্বিহিম্; আলা ~ ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ মুহীত্ব।

নয়? (৫৪) জেনে রেখ এরা তাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সব কিছু বেষ্টনা করে আছেন।

সূরা শূরা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৩
রুকূ ঃ ৫

﴿١﴾ حٰمٓ ﴿٢﴾ عٓسٓقٓ ﴿٣﴾ كَذٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ

১। হা-মী — ম্। ২। 'আই — ন্ সী — ন্ ক্বা — ফ্। ৩। কাযা-লিকা ইয়ূহী ~ ইলাইকা অ ইলা ল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিকা ল্লা-হুল্

(১) হা মীম, (২) আইন, সীন ক্বাফ,(৩) এ'ভাবে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী প্রেরণ করেছেন। পরাক্রান্ত,

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۞

'আযীযুল্ হাকীম্। ৪। লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্ব্; অহুওয়াল্ 'আলিয়্যুল্ 'আজীম্।

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ (৪) যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু আছে যমীনে সব কিছু তাঁরই, আর তিনি উচ্চ, সুমহান।

﴿٥﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

৫। তাকা-দুস্ সামা-ওয়া-তু ইয়াতাফাত্ত্ব্ত্বোয়ার্‌না-মিন্ ফাওক্বিহিন্না অল্‌মালা — য়িকাতু ইয়ুসাব্বিহূনা বিহাম্‌দি রব্বিহিম্

(৫) আসমানসমূহ তাদের ওপর হতে ভেঙ্গে পড়ার আশংকা হয়, আর ফেরেশ্‌তারা তাদের রবের প্রশংসা মহিমা বর্ণনা করে,

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ

অইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূনা লিমান্ ফিল্ আর্‌দ্ব্; আলা ~ ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গফূরুর্ রহীম্। ৬। অল্লাযীনাত্

আর দুনিয়াবাসীদের জন্য ক্ষমা কামনা করে; ওহে! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর যারা

اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ★

তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~ আউলিয়া — য়াল্লা-হু হাফীজুন্ 'আলাইহিম্ অমা ~ আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিঅকীল্।
আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যারা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, আর আপনি তাদের সংরক্ষক নন।

⑥ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

৭। অকাযা-লিকা আওহাইনা ~ ইলাইকা কু্র্‌আ-নান্ 'আরবিয়্যাল্ লিতুন্‌যির উম্মাল্ কু্‌র-অমান্ হাওলাহা-
(৭) এ'ভাবে আমি আপনাকে আরবী কোরআন প্রদান করলাম, যেন আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন,

وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ⑦ وَلَوْ

অতুন্‌যির ইয়াওমাল জ্বাম্'ই লা-রইবা ফীহ্; ফারীক্বুন্ ফিল্ জ্বান্নাতি অ ফারীক্বুন্ ফিস্ সা'ঈর্। ৮। অলাও
আর সতর্ক করেন পরকাল সম্পর্কে, যার সংঘটনের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে একদল জাহান্নামে যাবে। (৮) যদি

شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَ

শা — য়া ল্লা-হু লাজ্বা'আলাহুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অলা-কিঁই ইয়ুদ্‌খিলু মাঁই ইয়াশা — য়ু ফী রহ্‌মাতিহ্; অজ্
আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে সকল মানুষ একই উম্মতের মধ্যে হতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন,

الظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ⑧ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ ع

জোয়া-লিমূনা মা-লাহুম্ মিওঁ অলিয়্যিঁও অলা-নাছীর্। ৯। আমিত্তাখযূ মিন্ দুনিহী ~ আউলিয়া — য়া
আর জালিমদের না কোন বন্ধু আছে, আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (৯) তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে বন্ধুরূপে

১ ع ৯ ২ রুকু

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑨ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ

ফাল্লা-হু হুওয়াল্ অলিয়্যু অহুওয়া ইয়ুহ্‌য়িল মাওতা অ হুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ১০। অমাখ্‌ তালাফ্‌তুম্
গ্রহণ করেছে ? আল্লাহ্ই বন্ধু, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, আর তিনিই সর্ব শক্তিমান। (১০) আর যে ব্যাপারেই তোমরা

فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ★

ফীহি মিন্ শাইয়িন্ ফাহুকমুহূ ~ ইলাল্লা-হ্; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বী 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু অইলাইহি উনীব্।
মতানৈক্য কর, তার মীমাংসা তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব, তাঁর উপরই ভরসা, তাঁরই অভিমুখী।

⑩ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ

১১। ফা-ত্বিরুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্ আয্‌ওয়া-জ্বাঁও অমিনাল্ আন্'আ-মি
(১১) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করলেন, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও

শানেনুযূল ঃ সূরা শূরা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবাদের (রাঃ) এবং প্রখ্যাত তফসীরকারদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে এ সূরা পবিত্র মক্কায় নাযিল হয়েছে। পবিত্র মক্কায় নাযিলকৃত সূরা সমূহের প্রধান লক্ষণ হল, তাতে শেরেকবাদী ও পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে আল্লাহর একত্ব এবং ধর্ম-বিশ্বাসের উপরেই বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত সূরায় ধর্মনীতি, রাজনীতি, উপাসনা পদ্ধতি, আইন-কানুন ও বিবিধ-বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ কাফেরদের অন্তঃকরণে পৌত্তলিকতার যে অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তা সমূলে উচ্ছেদ করে তথায় সত্য দ্বীন সমুজ্জ্বল একত্ববাদ ও সত্য বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রধানতঃ এ সমস্ত সূরা নাযিল হয়েছিল।

أَزْوَٰجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١٢﴾ لَهُۥ مَقَالِيدُ

আয্‌ওয়া-জ্বান্ ইয়ায্‌রায়ুকুম্ ফীহ্; লাইসা কামিছ্লিহী শাইয়ুন্ অহুওয়াস্ সামীউ'ল্ বাছীর্। ১২। লাহূ মাক্বা-লীদুস্

জোড়া। এভাবেই তিনি বংশ বিস্তার করেন, তাঁর মত কেউ নেই, তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ মণ্ডল

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۞

সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি ইয়াব্‌সুতুর্ রিয্‌ক্ব লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াক্বদির্ ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্।

ভূ-পৃষ্ঠের কুঞ্জি তাঁরই কাছে, তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক্ বৃদ্ধি করেন ও যাকে ইচ্ছা সঙ্কুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।

﴿١٣﴾ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا

১৩। শারা'আ লাকুম্ মিনাদ্দীনি মা-অছ্ছোয়া- বিহী নূহাঁও অল্লাযী ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা অমা-

(১৩) তোমাদের জন্য দ্বীন চালু করলেন, যার নির্দেশ নূহ্‌কে দিয়েছিলেন। যে অহী আমি আপনাকে প্রদান করেছি তার নির্দেশ

وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ

অছ্ছোয়াইনা-বিহী ইব্রা ~ হীমা অমূসা-অ'ঈসা ~ আন্ আক্বীমুদ্দীনা অলা-তাতাফার্‌রক্বূ ফীহ্;

ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে প্রদান করেছি (তাহলে)। দ্বীন কায়েম কর, তাতে তোমরা কোন বিরোধিতা করো না; মুশরিকদের

كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ

কাবুর 'আলাল্ মুশ্‌রিকীনা মা-তাদ্‌'উহুম্ ইলাইহ্; আল্লা-হু ইয়াজ্‌তাবী ~ ইলাইহি মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্‌দী ~

কাছে তা অসহনীয় যার দিকে আপনি আহ্বান করেন, আল্লাহ্ ইচ্ছে মত ব্যক্তিকে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করেন, তাঁর

إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٤﴾ وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ

ইলাইহি মাইঁ ইয়ুনীব্। ১৪। অমা-তাফার্‌রাক্বূ ~ ইল্লা-মিম্ বা'দি মা-জ্বা — য়াহুমুল্ 'ইল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্;

অভিমুখীকে পথ প্রদর্শন করান। (১৪) আর জ্ঞান আসার পর যারা জিদের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়, নির্দিষ্ট কালের

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

অলাওলা- কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্ রব্বিকা ইলা -আজ্বালিম্ মুসাম্মাল্ লাক্বুদিয়া বাইনাহুম্; অইন্নাল্লাযীনা

ব্যাপারে তাদের রবের যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় পরে যারা

أُورِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٥﴾ فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ ۖ وَٱسْتَقِمْ

ঊরিছুল্ কিতা-বা মিম্ বা'দিহিম্ লাফী শাক্‌কিম্ মিন্‌হু মুরীব্। ১৫। ফালিযা-লিকা ফাদ্‌'উ অস্‌তাক্বিম্

কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (১৫) অতঃপর তার প্রতি ডাকুন, আদিষ্ট

كَمَآ أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن

কামা ~ উমির্‌তা অলা-তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া ~ য়াহুম অক্বুল্ আ-মান্‌তু বিমা ~ আন্‌যালা ল্লা-হু মিন্

বিষয়ে দৃঢ় থাকুন, তাদের মনমত চলবেন না, বলুন, আল্লাহর অবতারিত গ্রন্থে আমি বিশ্বাসী, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়

كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ

কিতা-বিন্ আউমিরতু লিআ'দিলা বাইনাকুম্; আল্লা-হু রব্বুনা- অরব্বুকুম্; লানা ~ আ'মা-লুনা-অলাকুম্ আ'মা-লুকুম্;
বিচার করতে আদিষ্ট, আল্লাহ আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব; আমাদের কর্ম আমাদের আর তোমাদের কর্ম তোমাদের। আর

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ

লা-হুজ্জাতা বাইনানা- অবাইনাকুম্; আল্লা-হু ইয়াজ্‌মা'উ বাইনানা অইলাইহিল্ মাছীর্। ১৬। অল্লাযীনা
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। আল্লাহই সকলকে একত্র করবেন। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) আল্লাহর

يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ইয়ুহা — জ্জূনা ফিল্লা-হি মিম্ বা'দি মাস্‌তুজীবা লাহূ হুজ্জাতুহুম্ দা-হিদ্বোয়াতুন্ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্
আনুগত্য করার পর যারা তাঁকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এ তর্ক তাদের রবের কাছে সম্পূর্ণ বাতিল, তাদের ওপর

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

অ'আলাইহিম্ গদ্বোয়াবুঁও অলাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদ্। ১৭। আল্লা-হুল্ লাযী ~ আন্‌যালাল্ কিতা-বা বিল্‌হাক্ব্ক্বি
তাঁর (আল্লাহর) ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (১৭) আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সত্য কিতাব ও তুলাদণ্ড

وَالْمِيْزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٨﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا

অল্ মীযা-ন্; অমা-ইয়ুদ্‌রীকা লা'আল্লাস্ সা-'আতা ক্বরীব্। ১৮। ইয়াস্‌তা'জ্বিলু বিহাল্লাযীনা লা-
অবতীর্ণ করেছেন, আর কেয়ামত যে নিকটবর্তী তা কি আপনি জানেন? (১৮) এর (কেয়ামতের) প্রতি অবিশ্বাসীরাই

يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۗ اَلَآ اِنَّ

ইয়ু''মিনূনা বিহা-অল্লাযীনা আ-মানূ মুশ্‌ফিক্বূনা মিন্‌হা- অইয়া'লামূনা আন্নাহাল্ হাক্ব; আলা ~ ইন্নাল্
তো তাড়াতাড়ি (কেয়ামত) চায়; আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। ওহে! যারা কেয়ামত

الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٩﴾ اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ

লাযীনা ইয়ুমা-রূনা ফিস্ সা-'আতি লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ বা'ঈদ্। ১৯। আল্লা-হু লাত্বীফুম্ বি'ইবা-দিহী ইয়ার্‌যুক্ব
নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত তারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। (১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্‌দের প্রতি অতিব দয়ালু, তিনি যাকে

مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿٢٠﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ

মাই ইয়াশা — য়ু অহুওয়াল্ ক্বওয়িয়্যুল্ 'আযীয্। ২০। মান্ কা-না ইয়ুরীদু হার্‌ছাল্ আ-খিরতি নাযিদ্ লাহূ ফী
ইচ্ছা করেন রিযিক্ প্রদান করেন, তিনি মহা পরাক্রান্ত (২০) যে পরকালের ফসলের আকাঙ্খি আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দিয়ে

(রুকু ২/৩)

حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

হার্‌ছিহী অমান্ কা-না ইয়ুরীদু হার্‌ছাদ্দুন্‌ইয়া- নু''তিহী মিন্‌হা-অমা-লাহূ ফিল্ আ-খিরতি মিন্ নাছীব্।
থাকি। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাদের দুনিয়ায়ই কিছু দেই। আর পরকালে সে কিছুই পাবে না।

﴿٢١﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ

২১। আম্ লাহুম্ শুরাকা — য়ু শারা'উলাহুম্ মিনা দ্দীনি মা-লাম্ ইয়া''যাম্ বিহিল্লা-হ্; অলাওলা-কালিমাতুল্ ফাছ্লি
(২১) এদের কি কোন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক বিধান দিয়েছে, যার নির্দেশ আল্লাহ দেন নি? মিমাংসার কথা না থাকলে

لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا

লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম্ অইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ২২। তারজ্ জোয়া-লিমীনা মুশ্ফিক্বীনা মিম্মা-
কবেই মীমাংসা হত। নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব। (২২) জালিমদেরকে তাদের কর্মের কারণে তাদেরকে

كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ

কাসাবূ অহুওয়া ওয়া-ক্বিউ'ম্ বিহিম্; অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফী রাওদ্বোয়া-তিল্
ভীত পাবেন, আর তাদের কৃত কর্মের ফল তাদের ওপরই। আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা

الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ

জান্না-তি লাহুম্ মা-ইয়াশা — যূনা 'ইন্দা রব্বিহিম্; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাদ্বলুল্ কাবীর্। ২৩। যা-লিকাল্লাযী
জান্নাতের[১] বাগানে তাদের রবের কাছে তাদের ইচ্ছামত যা চাইবে তার সবই তারা পাবে, এটাই মহাদান। (২৩) এ সুসংবাদই

يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۗ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ

ইয়ুবাশ্শিরুল্লা-হু 'ইবা-দাহুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-ত্; ক্বুল্ লা ~ আস্য়ালুকুম্ 'আলাইহি
আল্লাহ মু'মিন ও পুণ্যবান বান্দাহদেরকে প্রদান করেন ; আপনি বলুন, আত্মীয়তার সদ্ব্যবহার ব্যতীত তোমাদের নিকট

اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ

আজ্‌রান্ ইল্লাল্ মাওয়াদ্দাতা ফিল্ ক্বুরবা-; অ মাই ইয়াক্বতারিফ্ হাসানাতান্ নাযিদ্ লাহূ ফীহা-হুস্না-ইন্না
আমি আর কিছুই চাই না। আর যে কল্যাণ করে আমি তাতে আরো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকি, নিশ্চয়ই আল্লাহ

اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٤﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى

ল্লা-হা গফূরুন্ শাকূর্। ২৪। আম্ ইয়াকূলূনাফ্ তারা-'আলাল্লা-হি কাযিবান্ ফাই ইয়াশায়িল্লা-হু ইয়াখ্‌তিম্ 'আলা-
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (২৪) তারা কি বলে, সে আল্লাহর ওপর মিথ্যা রচনা করেছে? আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আপনার

قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ

ক্বল্‌বিক্; অইয়াম্‌হু ল্লা-হুল্ বা-ত্বিলা অ ইয়ুহিক্বক্বুল্ হাক্বক্ব বিকালিমা-তিহ্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্
মনে মোহর মেরে দিতেন। আর আল্লাহ মিথ্যাকে বিলুপ্ত করেন এবং হক প্রতিষ্ঠা করেন। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের অন্তরে যা আছে

আয়াত-২২ ঃ টীকাঃ (১) জান্নাত শব্দটি বহুবচন যার অর্থ বেহেশত। বহুবচন করার কারণ হল, এতে বহু শ্রেণী ও স্তর রয়েছে, প্রত্যেকটি স্তরই এক একটি বেহেশত এবং প্রত্যেক স্তর বিভিন্ন বাগানসমূহ রয়েছে। প্রত্যেক বেহেশতী নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন স্তরে থাকবে।
শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৩ ঃ এ আয়াতের পূর্বে আয়াত নাযিল হলে ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কোন্ আত্মীয়ের সাথে আমাদেরকে মহব্বত রাখার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে? রাসূল (ছঃ) বললেন, ফাতিমা (রাঃ), আলী, (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং হুসাইন (রাঃ)। তখন কতিপয় লোকের ধারণা জন্মিল যে, রাসূল (ছঃ)-এর এ আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হল তাঁরা যেন রাসূল (ছঃ)-এর পর আমাদের ওপর হুকুমত চালায় এবং আমরা তাঁদের প্রজা হয়ে থাকি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (খাযিন)

الصُّدُوْرِ ﴿٢٥﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ

ছুদূর্। ২৫। অহুওয়াল্ লাযী ইয়াক্ববালুত্ তাওবাতা 'আন 'ইবা-দিহী অইয়া'ফূ 'আনিস্ সাইয়িয়া-তি অইয়া'লামু

তা সবিশেষ অবহিত (২৫) আর তিনি নিজ বান্দাহ্দের তওবা গ্রহণ করেন, এবং গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন, আর তোমাদের কৃতকর্ম

مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ

মা-তাফ্'আলূ ন্। ২৬। অ ইয়াস্তাজীবুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি অইয়াযীদুহুম্ মিন্

সম্পর্কে অবহিত। (২৬) আর তিনি মুমিন ও পুণ্যবানদের ডাকে সাড়া দেন আর স্বীয় অনুগ্রহে তাদের আরও অধিক দান

فَضْلِهٖ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ

ফাদ্বলিহ্; অল্ কা-ফিরূনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ শাদীদ্। ২৭। অলাও বাসাত্বোয়া ল্লা-হুর্ রিয্ক্ব লি'ইবা-দিহী

করেন, অনুদান বৃদ্ধি করেন; কাফেরদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। (২৭) আল্লাহ তাঁর সব বান্দাহকে প্রচুর রিযিক্

لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاۤءُ ط اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ

লাবাগাও ফিল্ আর্দ্বি অলা-কিঁও ইয়ুনায্যিলু বিক্বদারিম্ মা-ইয়াশা — য়ু; ইন্নাহূ বি'ইবা-দিহী খবীরুম্ বাছীর।

দিলে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি তা পরিমিত করেন, তিনি বান্দাহদেরকে জানেন, সবকিছু দেখেন।

﴿٢٨﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ط وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ

২৮। অহুওয়াল্লাযী ইয়ুনায্যিলুল্ গইছা মিম্ বা'দি মা- ক্বানত্বূ অইয়ান্‌শুরু রহ্মাতাহ্; অহুওয়াল্ অলিইয়ুল্ হামীদ্।

(২৮) এবং তিনি হতাশ হলে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন, যেহেতু তিনিই প্রশংসাভাজন রক্ষক।

﴿٢٩﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ ط وَهُوَ عَلٰى

২৯। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী খল্‌ক্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্দ্বি অমা-বাছ্‌ছা ফীহিমা-মিন্ দা — ব্বাহ্; অহুওয়া 'আলা-

(২৯) তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্যতম আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি, উভয়ের মধ্যকার জীব-জানোয়ার সৃষ্টি, আর ইচ্ছা হলেই

جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۤءُ قَدِيْرٌ ﴿٣٠﴾ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

জাম্'ইহিম্ ইযা- ইয়াশা — য়ু ক্বদীর্। ৩০। অমা-আছোয়া-বাকুম্ মিম্ মুছীবাতিন্ ফাবিমা-কাসাবাত্ আইদীকুম্

তিনি তাদেরকে জমা করতে সক্ষম। (৩০) আর তোমাদের উপর যেসব বিপদ আপতিত হয় তা তোমাদের কৃতকর্মের

وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣١﴾ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ صلے وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অ ইয়া'ফূ 'আন্ কাছীর্। ৩১। অমা ~ আন্‌তুম্ বিমু'জিযীনা ফিল্ আর্দ্বি অমা-লাকুম্ মিন্ দূনিল্লা-হি

ফসল; আর তিনি অনেকগুলো তো মাফ করেন। (৩১) তোমরা যমীনে ব্যর্থকারী নও, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য না

ع ১০ ৩ 4 রুকু • এক চতুর্থাংশ

শানেনুযূল ঃ আয়াত–২৫ঃ ২৩ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কু-ধারণাকারীরা লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং আবেদন করল হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের কু-ধারণা হতে তওবা করছি। তখন তওবা গ্রহণের সু-সংবাদে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আয়াত–২৬ ঃ আসহাবে সুফ্‌ফা (রাঃ) সে সকল দুঃস্থদের মধ্যে ছিলেন যাদের নিকট না কোন অন্নের খবর ছিল, আর না পান করার কোন ব্যবস্থা ছিল। যদি কিছু খেতে পেতেন তবে খেয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতেন নতুবা উপবাসের ওপর ধৈর্যধারণ। সর্বদা দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষায় অথবা আল্লাহর স্মরণে মসজিদে নববীর নিকটস্থ অলিন্দে পড়ে থাকতেন। একদা মানবিক চাহিদা অনুসারে বনী কুরায়যা ও বনী নযীরের ইহুদীদের জায়গীর ও ধন-দৌলত দেখে তাদের অন্তরে এ ধারণা হল যে, আমরাও যদি এমন হয়ে যেতাম তবে কত সুন্দর হত? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٣﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ

মিঁও অলিয়িঁও অলা-নাছীর্। ৩২। অমিন্ আ-ইয়া-তিহিল্ জ্বাওয়া-রি ফিল্ বাহ্রি কাল্ আ'লা-ম্। ৩৩। ইঁইয়াশা'' ইয়ুস্কিনির্

বন্ধু আছে, আর না সাহায্যকারী। (৩২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম চলমান সমুদ্রে পাহাড়তুল্য জাহাজ । (৩৩) ইচ্ছা করলে

الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

রীহা-ফাইয়াজ্লাল্না রাওয়া-কিদা 'আলা-জোয়াহ্রিহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিকুল্লি ছোয়াব্বা-রিন্ শাকূর্।

তিনি বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শন।

﴿٣٤﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٥﴾ وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ

৩৪। আও ইয়ূ বিক্ব্হুন্না বিমা-কাসাবূ অইয়া'ফু 'আন্ কাছীর্। ৩৫। অ ইয়া'লামুল্ লাযীনা ইয়ুজ্বা-দিলূনা ফী ~

(৩৪) বা তাদের কর্মের জন্য তা ডুবাতে পারেন, অনেককে মাফও করেন। (৩৫) নিদর্শনে বিতর্ক কারীরা যেন জানতে পারে যে,

اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

আ-ইয়া-তিনা-; মা-লাহুম্ মিম্ মাহীছ্। ৩৬। ফামা ~ উতীতুম্ মিন্ শাইয়িন্ ফামাতা-'উল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-

তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৩৬) বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ মাত্র, আর আল্লাহর

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ

অমা-'ইন্দাল্লা-হি খইরুঁও অআব্ক্বা- লিল্লাযীনা আ-মানূ অ'আলা-রব্বিহিম্ ইয়াতাওয়াক্কালূন্। ৩৭। অল্লাযীনা

কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লার উপর ভরসা করেছে তাদের জন্য (৩৭) আর যারা মহাপাপী

يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ

ইয়াজ্তানিবূনা কাবা — য়িরাল্ ইছ্মি অল্ফাওয়া-হিশা অইযা-মা-গদ্বিবূ হুম্ ইয়াগ্ফিরূন্। ৩৮। অল্লাযীনাস্

ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে, আর ক্রোধের সময় মার্জনা করে দেয়। (৩৮) আর যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া প্রদান

اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

তাজ্বা-বূ লিরব্বিহিম্ অআক্ব-মুছ্ ছলা-তা অআম্রুহুম্ শূরা- বাইনাহুম্ অমিম্মা-রাযাক্ব্না-হুম্ ইয়ুন্ফিক্বূন্।

করে, আর যারা প্রতিষ্ঠা করে নামায, আর যারা পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করে এবং আমার দেয়া রিয্ক্ হতে ব্যয় করে,

﴿٣٩﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

৩৯। অল্লাযীনা ইযা ~ আছোয়া-বাহুমুল্ বাগ্ইয়ু হুম্ ইয়ান্তাছিরূন্। ৪০। অজ্বাযা — য়ু সাইয়িয়াতিন্ সাইয়িয়াতুম্

(৩৯) আর যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ নেয়। (৪০) আর মন্দের প্রতিফলন অনুরূপ মন্দ, আর যে মাফ করে ও

مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَلَمَنِ

মিছ্লুহা-ফামান্ 'আফা-অআছ্লাহা ফাআজ্রুহূ 'আলাল্লা-হ্; ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুজ্ জোয়া-লিমীন্। ৪১। অলামানিন্

সংশোধন করে আল্লাহর কাছে তার পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে ভালবাসেন না। (৪১) নির্যাতিত

انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ

তাছোয়ার বা'দা জুল্‌মিহী ফায়ুলা — য়িকা মা 'আলাইহিম্ মিন্ সাবীল্। ৪২। ইন্নামাস্ সাবীলু 'আলাল্লাযীনা
হওয়ার পর যার ন্যায্য প্রতিশোধ গ্রহণ করে,তাদের কোন অসুবিধা নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে,

يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

ইয়াজ্‌লিমূনান্না-সা অইয়াব্‌গূনা ফিল্ আর্‌দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্; উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।
যারা মানুষের প্রতি জুলুম করে ও যমীনে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি।

৪ ع ১৪ ৫ রুকু

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

৪৩। অলামান্ ছবার অগফার ইন্না যা-লিকা লামিন্ 'আয্‌মিল্ উ'মূর্। ৪৪। অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু
(৪৩) তবে যে ব্যক্তি ধৈর্য অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন [১] করে, তা নিশ্চয়ই তার জন্য সৎ সাহসের কাজ। (৪৪) আর আল্লাহ

فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ

ফামা-লাহূ মিঁও অলিয়্যিম্ মিম্ বা'দিহ্; অতারাজ্‌জোয়া-লিমীনা লাম্মা-রয়ায়ুল্ 'আযা-বা ইয়াকূলূনা হাল্
যাকে বিভ্রান্ত করেন,তার কোন অভিভাবক নেই। আর যারা জালিম তারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বলবে,

اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ

ইলা- মারাদ্দিম্মিন্ সাবীল্। ৪৫। অ তর-হুম্ ইয়ু'রদ্বূনা 'আলাইহা-খ-শি'ঈনা মিনায্ যুল্লি ইয়ানজুরূনা
"প্রত্যাবর্তনের কি কোন উপায় আছে"? (৪৫) আর আপনি দেখবেন যে, যখন তাদেরকে ভীত লাঞ্ছিতভাবে হাযির করা হবে,

مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ

মিন্ ত্বোয়ার্‌ফিন্ খফী; অক্বা-লাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্নাল্ খ-সিরীনাল্ লাযীনা খসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্
তখন তারা চোখের কিনারা দিয়ে তাকাচ্ছে; আর মু'মিনরা বলবে, নিঃসন্দেহে পরকালে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত,যারা নিজেদের

وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ

অআহ্‌লীহিম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; আলা ~ ইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা ফী 'আযা-বিম্ মুক্বীম্। ৪৬। অমা-কা-না লাহুম্
ও স্বীয় পরিবার পরিজনের ক্ষতি করেছে। নিশ্চয়ই জালিমরা স্থায়ী আযাবের মধ্যে থাকবে। (৪৬) আর তাদের কোন

مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ

মিন্ আউলিয়া — য়া ইয়ানছুরূনাহুম্ মিন্ দূনিল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ সাবীল্।
সাহায্যকারীও থাকবে না আর কোন বন্ধুও থাকবে না আল্লাহ ব্যতীত, আল্লাহ কাউকে বিভ্রান্ত করলে তার জন্য কোন পথ নেই।

আয়াত-৪৩ ঃ টীকা ঃ (১) এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন উৎপীড়নকৃত ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে শক্তি থাকার পরও উৎপীড়নকারী হতে প্রতিশোধ নেয় না; বরং ক্ষমা করে দেয়। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪৫ঃ ফেরেশতারা জাহান্নামকে উটের রশির ন্যায় এক হাজার রশি দিয়ে টেনে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবে। কিয়ামত অস্বীকারীরা এতে ভীত হয়ে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে গিয়ে নেক আ'মল করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে। বিশুদ্ধ তাফসীর মতে, মৃত্যু সময়ের আকাঙ্খার সাথে আর হাশর ময়দানের আকাঙ্খা এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। পাপাচারীরা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের এ দুবার আকাঙ্খা করবে। তৃতীয়বার আকাঙ্খা হবে জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে না পেরে তখন ফেরেশতা বলবে- এখন আর দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সময় নেই। (ইবঃ কাঃ)

(৪৭) اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ

৪৭। ইস্‌তাজ্বীবূ লিরব্বিকুম্ মিন্ ক্ববলি আইঁ ইয়া’’তিয়া ইয়াওমুল্ লা-মারদ্দা লাহূ মিনাল্লা-হ্; মা-লাকুম্ মিম্
(৪৭) অপ্রতিরুদ্ধ দিন আসার পূর্বে রবের আহ্বানে সাড়া প্রদান কর। সেদিন তোমাদের না থাকবে কোন আশ্রয়, আর না

مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ (৪৮) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ

মাল্‌জ্বায়িঁ ইয়াওমায়িযিঁও অমা-লাকুম্ মিন্ নাকীর্। ৪৮। ফাইন, আ’রাদ্বূ ফামা ~ আর্‌সাল্‌না-কা
থাকবে কোন অস্বীকারকারী। (৪৮) অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরায়, তবে আপনাকে তো তাদের রক্ষক

عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا

‘‘আলাইহিম্ হাফীজোয়া-; ইন্ ‘আলাইকা ইল্লাল্ বালা-গ্; অইন্না ~ ইযা ~ আযাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না মিন্না-
বানাই নি। আপনার কাজ তো কেবল প্রচার করা; মানুষকে যখন অনুগ্রহ ভোগ করানো হয় তখন খুশী হয়,

رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ

রহ্‌মাতান্ ফারিহা-বিহা-অইন্ তুছিব্‌হুম্ সাইয়িয়াতুম্ বিমা-ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ ফাইন্নাল্ ইন্‌সা-না
আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের উপর বিপদ আপতিত হয় তখন তারা অকৃতজ্ঞ

كَفُوْرٌ (৪৯) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ

কাফূর্। ৪৯। লিল্লা-হি মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্বি; ইয়াখ্‌লুক্বু মা-ইয়া শা — য়্; ইয়াহাবু লিমাইঁ
হয়। (৪৯) নিশ্চয়ই আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা’আলা; তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর যাকে

يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ (৫০) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ

ইয়াশা — য়ু ইনা-ছাঁও অইয়াহাবু লিমাই ইঁয়াশা — য়ুয্ যুকূর্। ৫০। আও ইয়ুযাওয়্যিজুহুম্ যুক্‌রা-নাঁও অইনা-ছান্
ইচ্ছা কন্যা সন্তান প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান প্রদান করেন। (৫০) অথবা যাদেরকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয়ই

وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (৫১) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ

অইয়াজ্ব-‘আলূ মাইঁ ইয়াশা — য়ু ‘আক্বীমা-; ইন্নাহূ ‘আলীমুন্ ক্বদীর্। ৫১। অমা- কা-না লিবাশারিন্ আইঁ
প্রদান করেন; আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন; তিনি জ্ঞানী, শক্তিমান। (৫১) কোন মানুষ এমন নয় যে, আল্লাহ তার সাথে

يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ

ইয়ুকাল্লিমাহুল্লা-হু ইল্লা-অহ্‌ইয়ান্ আও মিওঁ অর — য়ি হিজ্বা-বিন্ আও ইয়ুর্‌সিলা রসূলান্ ফাইয়ূহিয়া
কথা বলবেন, কিন্তু অহী বা পর্দার অন্তরালে বা অহী দিয়ে দূত প্রেরণ করে বলতে পারেন। আল্লাহ যা চান তাঁর

بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ (৫২) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ

বিইয্‌নিহী মা-ইয়াশা — য়্; ইন্নাহূ ‘আলিয়্যুন্ হাকীম। ৫২। অ কাযা-লিকা আওহাইনা ~ ইলাইকা রূহাম্ মিন্
অনুমতিক্রমে পৌছবে। নিশ্চয়ই তিনি সমুচ্চ,প্রজ্ঞাময়। (৫২) আর এভাবে আমি আপনার কাছে রূহ তথা নির্দেশ প্রেরণ করেছি,

أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَٰبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا

আম্‌রিনা-; মা-কুন্‌তা তাদ্‌রী মাল্‌ কিতা-বু অলাল্‌ ঈমা-নু অলা-কিন্‌ জ্বা'আল্‌না-হু নূরান্‌

কিতাব কি, আর ঈমান বা কোন বস্তু, আপনি তা অবগত ছিলেন না। আমি তাকে (এ কোরআনকে) এক উজ্জ্বল আলো বানিয়েছি,

نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾ صِرَاطِ

নাহ্‌দী বিহী মান্‌ নাশা — য়ু মিন্‌ 'ইবা-দিনা- অইন্নাকা লা-তাহ্‌দী ইলা-ছিরা-ত্বিম্‌ মুস্‌তাকীম্‌। ৫৩। ছিরা-ত্বিল

যা দ্বারা আমি আমার বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দেই। নিশ্চয়ই আপনি এর সাহায্যে তাদেরকে সরল পথই প্রদর্শন করছেন। (৫৩) যা

اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

লা-হিল্‌ লাযী লাহূ মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্‌ আর্‌দ্বি; আলা ~ ইলাল্লা-হি তাছীরুল উমূর্‌।

ঐ আল্লাহর পথ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সব কিছুর মালিক। জেনে রেখ সকল কিছু আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা যুখ্‌রুফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৯
রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ حم ﴿٢﴾ وَالْكِتَٰبِ الْمُبِينِ ﴿٣﴾ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَإِنَّهُ

১। হা-মী — ম্‌ ২। অল্‌ কিতা-বিল্‌ মুবীন্‌। ৩। ইন্না-জ্বা'আল্‌না-হু ক্বুর্‌আ-নান্‌ 'আরবিইয়্যাল্‌ লা'আল্লাকুম্‌ তা'ক্বিলূন্‌। ৪। অইন্নাহূ

(১) হা মীম। (২) সুস্পষ্ট গ্রন্থের কসম, (৩) নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে আরবী ভাষায় করেছি, যেন বুঝ। (৪) নিশ্চয়ই তা মূল

فِي أُمِّ الْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ

ফী ~ উম্মিল্‌ কিতা-বি লাদাইনা-লা'আলিয়্যুন্‌ হাকীম্‌। ৫। আফানাদ্বরিবু 'আন্‌কুমুয্‌ যিক্‌রা ছোয়াফ্‌হান্‌ আন্‌ কুন্‌তুম্‌

গ্রন্থে আমার কাছে রয়েছে, তা মহান, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। (৫) তোমাদের নিকট হতে পূর্ণ উপদেশ কি আমি তুলে নিয়ে যাব যে,

قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٦﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٧﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ

ক্বওমাম্‌ মুস্‌রিফীন্‌। ৬। অকাম্‌ আর্‌সাল্‌না- মিন্‌ নাবিয়্যিন্‌ ফিল্‌ আওয়্যালীন্‌।৭। অমা- ইয়া'তীহিম্‌ মিন্‌ নাবিয়্যিন্‌

তোমরা সীমালংঘণকারী কওম। (৬) অনন্তর আমি পূর্ববর্তীদের কাছে বহু নবী প্রেরণ করেছি।(৭) তাদের নিকট নবী

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ

ইল্লা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌ তাহ্‌যিয়ূন্‌। ৮। ফাআহ্‌লাক্‌না ~ আশাদ্দা মিন্‌হুম্‌ বাত্ব্‌শাঁও অ মাদ্বোয়া-মাছালুল্‌ আওয়্যালীন্‌।

আসলেই তারা ঠাট্টা করত। (৮) আমি এদের চাইতে শক্তিধরদেরকে ধ্বংস করেছি, আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো আছেই।

আয়াত-২ ঃ অর্থাৎ হেদায়েতের পদ্ধতিসমূহ প্রকাশকারী। অথবা এর অর্থ হল, এটির শব্দ ও অর্থ সুস্পষ্ট। (ইবঃ কাঃ)

আয়াত-৫ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, আবু সালেহ ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন- অর্থ হল, তোমাদের কি এই ধারণা যে, আমি তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেব, অথচ তোমরা আমার নির্দেশানুযায়ী আ'মল করছ না? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন-এই উম্মতের পূর্বাকালীন লোকদের অগ্রাহ্য করার সময় যদি এ কোরআনকে প্রত্যাহার করা হত, তা হলে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু দয়ালু আল্লাহ কোরআন অবতরণ করে মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাকেন। (ইবঃ কাঃ)

⑨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ

৯। অলায়িন্ সায়াল্তাহুম্ মান্ খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দোয়া লাইয়াক্বূলুন্না খলাক্বহুন্নাল্ 'আযীযুল্

(৯) আসমান-যমীনের স্রষ্টা কে? প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই বলবে, পরাক্রান্ত, বিজ্ঞই সৃষ্টি

الْعَلِيْمُ ⑩ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

'আলীম্। ১০। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বোয়া মাহ্দাঁও অজ্বা'আলা লাকুম্ ফীহা-সুবুলাল্ লা'আল্লাকুম্

করেছেন। (১০) যিনি তোমাদের জন্য ভুবনকে শয্যা করলেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ রাখলেন, যেন পথ

تَهْتَدُوْنَ ⑪ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ

তাহ্তাদূন্। ১১। অল্লাযী নায্যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াম্ বিক্বদারিন্ ফাআন্শারনা বিহী বাল্দাতাম্ মাইতান্

পাপ্ত হও।(১১).আর যিনি আকাশ হতে পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর আমি সে পানির সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করি,

كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ⑫ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَ

কাযা-লিকা তুখ্রাজূন্। ১২। অল্লাযী খলাক্বল্ আয্ওয়া-জ্বা কুল্লাহা-অজ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্ ফুল্কি অল্

এভাবে তোমরাও উথিত হবে। (১২) তিনি সকল যুগল সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও জন্তু সৃষ্টি করলেন

الْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ⑬ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

আন্আ-মি মা-তার্কাবূন্। ১৩। লি তাস্তাওয়ূ আলা-জুহূরিহী ছুম্মা তায্কুরূ নি'মাতা রব্বিকুম্ ইযাস্ তাওয়াইতুম্ 'আলাইহি

যাতে আরোহণ কর, (১৩) যেন তার পিঠে স্থিরভাবে বসতে পার, পরে রবের দয়া স্মরণ কর,যখন তোমরা দৃঢ়ভাবে বস

وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ⑭ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا

অ তাক্বূলূ সুব্হা-নাল্লাযী সাখ্খর লানা- হা-যা- অমা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন্। ১৪। অইন্না ~ ইলা-রব্বিনা-

এবং বল, মহিমা ঐ সত্ত্বার যিনি এটা আমাদের আয়ত্ব করলেন, আমরা অনুগত করার ছিলাম না। (১৪) আমরা রবের

১ ع ১৫ ৭ রুকু

لَمُنْقَلِبُوْنَ ⑮ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ⑯ اَمِ

লামুন্ক্বালিবূন্। ১৫। অজ্বা'আলূ লাহূ মিন্ ইবা-দিহী জুয্য়া-; ইন্নাল্ ইন্সা-না লাকাফূরুম্ মুবীন্। ১৬। আমিত

নিকটেই প্রত্যাবর্তন করব। (১৫) আর তারা বান্দাকে তাঁর শরীক বানিয়েছে, মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) আর তিনি কি

اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ⑰ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا

তাখাযা মিম্মা-ইয়াখ্লুক্বু বানা-তিঁও অআছ্ফা-কুম্ বিল্বানীন্। ১৭। অইযা-বুশ্শির আহাদুহুম্ বিমা-

নিজের সৃষ্টি হতে কন্যা সন্তান নিলেন, আর তোমাদেরকে দিলেন পুত্র? (১৭) আর দয়াময়কে তারা যা বলে,তার ব্যাপারে

ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ⑱ اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ

দ্বোয়ারাবা লির্রহ্মা-নি মাছালান্ জোয়াল্লা-অজ্হুহূ মুস্ওয়াদ্দাঁও অ হুওয়া কাজীম্। ১৮। আওয়া মাইঁ ইয়ুনাশ্শায়ূ ফিল্ হিল্ইয়াতি

তাদেরকে বললে মুখ কালো হয় এবং মর্মবেদনায় বিষণ্ন হয়। (১৮) যারা অলংকারে ভুষিত হয়ে লালিত হয় তারা কি

وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝١٩ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا

অহুওয়া ফিল্ খিছোয়া-মি গইরু মুবীন্। ১৯। অজ্বা 'আলূল্ মালা — য়িকাতাল্ লাযীনা হুম্ 'ইবা-দুর্ রহ্মা-নি ইনা-ছা-;
তর্কে অসমর্থ? (১৯) আর আল্লাহর বান্দাহ্ ফেরেশ্‌তাদেরকে তারা নারী সাব্যস্ত করেছে, তারা কি তাদের সৃষ্টি দেখেছে?

أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ۝٢٠ وَقَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا

আশাহিদূ খল্‌ক্বহুম্; সাতুক্‌তাবু শাহা-দাতুহুম্ অ ইয়ুস্‌য়ালূন্। ২০। অ ক্ব-লূ লাও শা — য়ার্ রহ্মা-নু মা-
তারা যা উক্তি করে তা লেখা হয়, তারা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। (২০) আর তারা বলে, দয়াময় যদি ইচ্ছা করতেন, তবে

عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝٢١ أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ

'আবাদ্‌না-হুম্; মা-লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ ই'ল্‌মিন্ ইন্‌হুম্ ইল্লা-ইয়াখ্‌রুছূন্। ২১। আম্ আ-তাইনা-হুম্
আমরা তার উপাসনা করতাম না; এ বিষয়ে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই, অনুমানের উপরই বলে (২১) এর পূর্বে কি

كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُونَ ۝٢٢ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا

কিতা-বাম্ মিন্ ক্ববলিহী ফাহুম্ বিহী মুস্‌তাম্‌সিকূন্। ২২। বাল্ ক্ব- লূ ~ ইন্না-অজ্বাদ্‌না ~ আ-বা — য়ানা-
কোন কিতাব আমি তাদেরকে দিয়েছি, যা তারা ধারণ করে আছে? (২২) বরং বলে যে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষকে যে আদর্শের

عَلٰٓى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُهْتَدُونَ ۝٢٣ وَكَذٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

'আলা ~ উম্মাতিঁও অইন্না 'আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ মুহ্‌তাদূন্। ২৩। অকাযা-লিকা মা ~ আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্ববলিকা
উপর পেয়েছি, তা-ই আমরা অনুসরণ করেছি। (২৩) আর এভাবে আমি আপনার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী

فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ ۙ إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَإِنَّا

ফী ক্বরইয়াতিম্ মিন্ নাযীরিন্ ইল্লা- ক্ব-লা মুত্‌রাফূ হা ~ ইন্না অজ্বাদ্‌না ~ আবা — য়ানা- 'আলা ~ উম্মাতিঁও অইন্না
প্রেরণ করেছি, সেখানকার সম্পদশালী লোকরা বলত, আমরা তো আমাদের পিতৃপুরুষকে যে আদর্শের উপর পেয়েছি

عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُقْتَدُونَ ۝٢٤ قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۖ

আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ মুক্ব্‌তাদূন্। ২৪। ক্ব-লা আওয়ালাও জ্বি''তুকুম্ বিআহ্‌দা- মিম্মা-অজ্বাদ্‌তুম্ 'আলাইহি আ-বা — য়া কুম্;
তাই আমরা মানছি। (২৪) বলত, তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে যে পথের উপর পেয়েছ তদপেক্ষা উত্তম হেদায়েত আনলেও কি

قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُونَ ۝٢٥ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ক্ব-লূ ~ ইন্না- বিমা ~ উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ২৫। ফান্‌তাক্বম্‌না-মিন্‌হুম্ ফান্‌জুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্
তোমরা তাদের অনুসরণ করবে? বলত, তোমার আনা বিষয় প্রত্যাখ্যান করি।(২৫) তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম,

আয়াত-২৫ ঃ এসব আয়াত হতে বুঝা গেল যে, বাতিল ও অসত্যে বড়দের পশ্চাদানুসরণ করা পূর্বকাল হতে প্রচলিত পথভ্রষ্টতাস্বরূপ। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যাতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের পক্ষ হতে কোন প্রমাণ না থাকে, তাতে পূর্বপুরুষদের অথবা কোন বুযুর্গের অনুসরণ করা সম্পূর্ণ বাতিল। (ফতঃবয়াঃ) আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বপুরুষদেরই অনুসরণ করতে চাইলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর অনুসরণ কর না কেন? যদি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ না করে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (মাঃ কোঃ)

الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٦ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ إِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ

মুকায্যিবীন্। ২৬। অ ইয্ ক্বা-লা ইব্রা-হীমু লিআবীহি অক্বওমিহী ~ ইন্নানী বারা — য়ুম্ মিম্মা- তা'বুদূন্।
দেখুন, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কেমন? (২৬) ইব্রাহীম তার পিতা ও কওমকে বলল, আমি তোমাদের পূজা হতে মুক্ত,

إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَإِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ۝٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ ۝٢٨

২৭। ইল্লাল্লাযী ফাত্বোয়ারনী ফাইন্নাহূ সাইয়াহ্দীন্। ২৮। অজ্বা'আলাহা-কালিমাতাম্ বা-ক্বিয়াতান্ ফী 'আক্বিবিহী লা'আল্লাহুম্
(২৭) শুধু আমার স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক, তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দেবেন। (২৮) এ কথাকে সে পরবর্তীদের জন্য স্থায়ী করল, যেন

يَرْجِعُوْنَ ۝٢٩ بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ

ইয়ারজ্বি'উন্। ২৯। বাল্ মাত্তা'তু হা ~ য়ুলা — য়ি অআ-বা — য়াহুম্ হাত্তা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্কু অরসূলুম্ মুবীন্।
তারা ফেরে। (২৯) বরং তাদেরকে ও পূর্বপুরুষকে ভোগের উপকরণ দিলাম, ফলে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট দূত আসল।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّإِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝٣٠ وَقَالُوْا لَوْلَا ۝٣١

৩০। অলাম্মা- জ্বা — য়াহুমুল্ হাক্কু ক্বা-লূ হা-যা- সিহ্রুঁও অইন্না- বিহী কা-ফিরূন্। ৩১। অক্বা-লূ লাওলা-
(৩০) আর যখন তাদের নিকট সত্য আসল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা প্রত্যাখ্যানকারী।(৩১) তারা আরও বলল,

نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝٣٢ أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ

নুয্যিলা হা-যাল্ কুর্আ-নু 'আলা-রাজুলিম্ মিনাল্ ক্বারইয়াতাইনি 'আজীম্। ৩২। আহুম্ ইয়াক্বসিমূনা রহ্মাতা
এ কোরআন কেন নাযিল করা হয়নি দু জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর? (৩২) (আল্লাহ বলেন) তারা কি তোমাদের রবের দয়া

رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

রব্বিক্; নাহ্নু ক্বসাম্না-বাইনাহুম্ মা'ঈশাতাহুম্ ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্ইয়া-অরাফা'না-বা'দ্বোয়াহুম্ ফাওক্ব
ভাগ করতে চায়? আমিই তাদের জীবিকা পার্থিব জীবনে বণ্টন করি। তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছি,

بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

বা'দ্বিন্ দারজ্বা-তিল্ লিইয়াত্তাখিযা বা'দ্বুহুম্ বা'দ্বোয়ান্ সুখ্রিয়্যা-; অরহ্মাতু রব্বিকা খইরুম্ মিম্মা-
যেন একজনকে দিয়ে অন্যজন কাজ করিয়ে নিতে পারে। আর তাদের জমানো সেসব বিষয় হতে আপনার রবের দয়া

يَجْمَعُوْنَ ۝٣٣ وَلَوْلَآ أَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ

ইয়াজ্বমাউ'ন্। ৩৩। অলাওলা ~ আইঁ ইয়াকূনান্ না-সু উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাল্ লাজ্বা'আল্না-লিমাইঁ ইয়াক্ফুরু
অনেক গুণে শ্রেয়। (৩৩) আর মানুষ যদি একদলভুক্ত না হত, তবে যারা রহমানকে অস্বীকার করে তাদের গৃহ ছাদগুলো ও

بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝٣٤ وَلِبُيُوْتِهِمْ

বির্রহ্মা-নি লিবুইয়ূতিহিম্ সুকুফাম্ মিন্ ফিদ্বোয়াতিঁও অমা'আ রিজ্ব 'আলাইহা-ইয়াজহারূন্। ৩৪। অলিবুইয়ূতিহিম্
তাদের উঠা নামার সিঁড়িগুলো রৌপ্যের করতাম, যার উপর তারা আরোহণ করত; (৩৪) আর তাদের গৃহের দরজা ও

أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٥﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ

আব্‌ওয়া-বাঁও অসুরুরন্ 'আলাইহা-ইয়াত্তাকিয়ূন্। ৩৫। অযুখ্‌রুফা-; যা-লিকা লাম্মা-মাতা-উ'ল্ হা-ইয়া-তিদ

হেলানের পালঙ্কগুলোও, রৌপ্য নির্মিত করতাম (৩৫) স্বর্ণ দিয়েও করে দিতাম; এটা তো পার্থিব ভোগ্য। আর আপনার

الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ

দুন্‌ইয়া-;অল্ আ-খিরাতু ই'ন্‌দা রব্বিকলিল্‌মুত্তাক্বীন্। ৩৬। অমাইঁ ইয়া'শু'আন্ যিক্‌রির্ রহ্‌মা-নি

রবের কাছে যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকাল রয়েছে। (৩৬) আর যে দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জন্য

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٧﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

নুক্বয়্যিদ্ব্ লাহূ শাইত্বোয়া-নান্ ফাহুওয়া লাহূ ক্বরীন্। ৩৭। অ ইন্নাহুম্ লাইয়াছুদ্দূনা হুম্ 'আনিস্ সাবীলি অইয়াহ্‌সাবূনা

এক শয়তানকে সহচর বানিয়ে দেই যে সর্বদা তার সঙ্গে থাকে। (৩৭) তারাই মানুষকে পথচ্যুত করে, অথচ তাদের

أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

আন্নাহুম্ মুহ্‌তাদূন্। ৩৮। হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ানা ক্বা-লা ইয়া-লাইতা বাইনী অবাইনাকা বু'দাল্ মাশ্‌রিক্বইনি

ধারণা যে, তারা সৎ পথেই আছে। (৩৮) ফলে আমার কাছে এসে সে বলবে, (হে শয়তান) যদি আমার ও তোমার মাঝে

فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٩﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ

ফাবি''সাল্ ক্বরীন্। ৩৯। অলাইঁ ইয়ান্‌ফা'আকুমুল্ ইয়াওমা ইয্ জোয়ালাম্‌তুম্ আন্নাকুম্ ফিল্ 'আযা-বি

পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান হত! কতই না নিকৃষ্ট সাথী সে। (৩৯) আর আজ জুলুমের কারণে তা তাদের কাজে আসবে না,

مُشْتَرِكُونَ ﴿٤٠﴾ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

মুশ্‌তারিকূন্। ৪০। আফাআন্‌তা তুস্‌মি'উছ্ ছুম্মা আও তাহ্‌দিল্ উ'মইয়া অমান্ কা-না ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্।

তোমরা সবাই আযাবের অংশীদার। (৪০) আপনি কি শুনাবেন বধিরকে, না অন্ধকে পথ দেখাবেন, আর যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে?

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا ﴿٤٢﴾

৪১। ফাইম্মা- নায্‌হাবান্না বিকা ফাইন্না-মিন্‌হুম্ মুন্‌তাক্বিমূন্। ৪২। আও নুরিইয়ান্নাকা ল্লাযী অ'আদ্‌না-হুম্ ফাইন্না

(৪১) আপনাকে মৃত্যু দিলেও আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। (৪২) তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেখালে, তাদের

عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٣﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

'আলাইহিম্ মুক্বতাদিরূন্। ৪৩। ফাস্‌তাম্‌সিক্ বিল্লাযী ~ উহিয়া ইলাইকা ইন্নাকা 'আলা-ছির-ত্বিম্

ওপর তো আমার ক্ষমতা আছে। (৪৩) অতএব আপনি প্রাপ্ত অহীর উপর অটল থাকুন , আপনি তো সরল সঠিক পথেই

রুকু ৩/১০ ৯

আয়াত-৩৬ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, প্রত্যেকের সাথে একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান নিয়োজিত আছে। ফেরেশতা সর্বদা সৎ কর্মে এবং শয়তান সর্বদা অসৎ কর্মে পরামর্শ দেয়। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪০ ঃ অর্থাৎ সৎপথে আনা আপনার ইখতিয়ারভুক্ত নয়। আপনার কাজ হল সৎপথ দেখানো এবং আল্লাহ এক বাণী পৌছায়ে দেওয়া। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪২ঃ অর্থাৎ আমি উভয় কথার উপর ক্ষমতাবান। আপনার মৃত্যুর পর অথবা আপনার সম্মুখে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪৪ঃ অর্থাৎ এ কোরআন আপনার জন্য এবং আপনার কওমের জন্য সম্মানের বস্তু এজন্য যে, কোরআন তাদের ভাষায় নাযিলকৃত। অতএব, তাদের কোরআনের উপর অধিক প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। (জাঃ বয়াঃ) অথাৎ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা পবিত্র কোরআনের কি হক আদায় করলে? (ইবঃ কাঃ)

مستقيم ﴿٤٤﴾ وانه لذكر لك ولقومك ج وسوف تسئلون ﴿٤٥﴾ وسئل من ارسلنا

মুস্তাক্বীম্। ৪৪। অ ইন্নাহূ লাযিক্রুল লাকা অলিক্বওমিকা অসাওফা তুস্য়ালূন্। ৪৫। অসয়াল্ মান্ আর্সাল্না
আছেন। (৪৪) আর তা আপনার ও আপনার কাওমের জন্য উপদেশ, তোমরা সবাই জিজ্ঞাসিত হবে। (৪৫) পূর্বে যে রাসূলদের

৪ ع ১০ ১০ রুকু

من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ﴿٤٦﴾ ولقد

মিন্ ক্বব্লিকা মির্ রুসুলিনা ~ আজ্বা'আল্না-মিন্ দূনির্ রহ্মা-নি আ-লিহাতাঁই ইয়ু'বাদূন্। ৪৬। অলাক্বদ্
পাঠিয়েছি,তাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উপাস্য স্থির করেছি, যার ইবাদত করা যায়? (৪৬) মূসাকে

ارسلنا موسى بايتنا الى فرعون وملائه فقال اني رسول رب العلمين ☆

আর্সাল্না- মূসা-বিআ-ইয়া-তিনা ~ ইলা-ফির্'আউনা অমালায়িহী ফাক্ব-লা ইন্নী রাসূলু রব্বিল্ 'আ-লামীন্।
নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পরিষদের নিকট প্রেরণ করেছি, (মূসা তাদেরকে) বলল, আমি তোমাদের নিকট বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

﴿٤٧﴾ فلما جاءهم بايتنا اذا هم منها يضحكون ﴿٤٨﴾ وما نريهم من اية

৪৭। ফালাম্মা- জ্বা — য়াহুম্ বি আ-ইয়া-তিনা ~ ইযা-হুম্ মিন্হা-ইয়াদ্বহাকূন্। ৪৮। অমা-নুরীহিম্ মিন্ আ-ইয়াতিন্
(৪৭) সে আমার নিদর্শন নিয়ে আসার সাথে সাথে তারা ঠাট্টা করতে লাগল। (৪৮) তাদেরকে যে মু'জিযা

الا هي اكبر من اختها ز واخذنهم بالعذاب لعلهم يرجعون ﴿٤٩﴾ وقالوا

ইল্লা-হিয়া আক্বারু মিন্ উখ্তিহা-অআখায্না-হুম্ বিল্ 'আযা-বি লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'উন্। ৪৯। অক্বা-লূ
দেখালাম তা অন্যটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল, আমি তাদেরকে নিপতিত করলাম , যেন ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল,

يايه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك ج اننا لمهتدون ﴿٥٠﴾ فلما كشفنا

ইয়া ~ আইয়ুহাস্ সা-হিরুদ্'উ লানা- রব্বাকা বিমা-'আহিদা 'ইন্দাকা ইন্নানা-লামুহ্তাদূন্।৫০। ফালাম্মা-কাশাফ্না-
হে যাদুকর! রবকে তোমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে বল; তাহলে আমরা অবশ্যই সৎ পথে আসব। (৫০) তারপর আমি

عنهم العذاب اذا هم ينكثون ﴿٥١﴾ ونادى فرعون في قومه قال يقوم

'আন্ হুমুল্ 'আযা-বা ইযা-হুম্ ইয়ান্কুছূন্। ৫১। অনা-দা- ফির্'আউনু ফী কওমিহী ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি
তাদের উপর থেকে আযাব দূর করলাম, তখনই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করল। (৫১) আর ফেরাউন তার জাতিকে বলল, হে

اليس لي ملك مصر وهذه الانهر تجري من تحتي ج افلا تبصرون ☆

আলাইসা লী মুল্কু মিছ্র-অহা-যিহিল্ আন্হা-রু তাজ্ রী মিন্ তাহ্তী আফালা-তুব্ছিরূন্।
আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাশ দিয়ে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখছ না?

﴿٥٢﴾ ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ﴿٥٣﴾ فلولا القي

৫২। আম্ আনা খইরুম্ মিন্হা-যাল্লাযী হুওয়া মাহী নুঁও অলা- ইয়াকা-দু ইয়ুবীন্। ৫৩। ফালাওলা ~ উল্ক্বিয়া
(৫২) এ নিকৃষ্ট ব্যক্তি হতে আমি কি উত্তম নই? সে তো স্পষ্টভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না,(৫৩) অনন্তর তাকে স্বর্ণ বলয়

عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٤﴾ فَاسْتَخَفَّ

'আলাইহি আস্‌ওয়িরাতুম্‌ মিন্‌ যাহাবিন্‌ আও জ্বা — য়া মা'আহুল্‌ মালা — য়িকাতু মুক্ব্‌তারিনীন্‌। ৫৪। ফাস্‌তাখাফ্‌ফা
প্রদান করা হল না কেন, আর কেনই বা ফেরেশ্‌তারা বন্ধুরূপে তার সাথে আগমন করল না?(৫৪) অতঃপর এ ভাবে সে

قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ

ক্বওমাহূ ফাআত্বোয়া-উ'হ্‌; ইন্নাহুম্‌ কা-নূ ক্বওমান্‌ ফা-সিক্বীন্‌। ৫৫। ফালাম্মা ~ আ-সাফূনান্‌ তাক্বমনা-মিন্‌হুম্‌
তার কাওমকে স্তব্ধ করলে তারা মেনে নিল, তারা তো ফাসেক কওম। (৫৫) অনন্তর আমাকে নাখোশ করায় প্রতিশোধ

৫ ع ১১ ১১ রুকু

فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ

ফাআগ্‌রক্ব্‌না-হুম্‌ আজ্‌মা'ঈন্‌। ৫৬। ফাজ্বা'আল্‌না-হুম্‌ সালাফাঁও অমাছালাল্‌ লিল্‌আ-খিরীন্‌। ৫৭। অলাম্মা-দ্বুরিবাব্‌নু
নিলাম, সবাইকে ডুবালাম। (৫৬) পরবর্তীদের জন্য ইতিহাস ও উপমা রাখলাম। (৫৭) আর যখন মরিয়ম-তনয়ের

مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوٓا ءَأٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ

মারইয়ামা-মাছালান ইযা- ক্বওমুকা মিন্‌হু ইয়াছিদ্দূন্‌। ৫৮। অ ক্বা-লূ ~ আ আ-লিহাতুনা-খইরুন্‌ আম্‌ হুঅ;মা-দ্বোয়ারাবূহু
দৃষ্টান্ত প্রদান করলাম,তখন আপনার কাওম হৈ চৈ শুরু করে, (৫৮) আর বলে, আমাদের দেবতা ভাল, না সে? তারা

لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٩﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ

লাকা ইল্লা-জ্বাদালা বাল্‌ হুম্‌ ক্বাওমুন্‌ খাছিমূন্‌। ৫৯। ইন্‌হুওয়া ইল্লা-'আব্‌দুন্‌ আন্‌'আম্‌না- 'আলাইহি অ জ্বা'আল্‌না-হু
আপনাকে ঝগড়ার জন্যই বলে; তারা ঝগড়া প্রিয় কাওম। (৫৯) সে এক বান্দাহ, তাকে দয়া করেছি আর বনী ইস্রাঈলের

مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرٰٓءِيلَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

মাছালাল্‌ লিবানী ~ ইসরা — ঈল্‌। ৬০। অলাও নাশা — য়ু লাজ্বা'আল্‌না- মিন্‌কুম্‌ মালা — য়িকাতান্‌ ফিল্‌ আর্‌দ্বি ইয়াখ্‌লুফূন্‌।
জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।(৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশ্‌তা বানাতাম, যারা পৃথিবীতে খলীফা হত।

﴿٦١﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هٰذَا صِرٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

৬১। অ ইন্নাহূ লাই'ল্‌মু লিস্‌সা-'আতি ফালা-তাম্‌তারুন্না বিহা-অত্তাবি'ঊন্‌; হা-যা- ছির-তুম্‌ মুস্‌তাক্বীম্‌।
(৬১) আর নিশ্চয়ই এটা কেয়ামতের আলামত। তাতে সন্দিহান না হয়ে আমার আনুগত্য কর, এটা সহজ পথ।

﴿٦٢﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ

৬২। অলা-ইয়াছুদ্দান্না কুমুশ্‌ শাইত্বোয়া-নু ইন্নাহূ লাকুম্‌ 'আদুওউম্‌ মুবীন। ৬৩। অলাম্মা-জ্বা — য়া 'ঈসা-বিল্‌ বাইয়্যিনা-তি
(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই বাধা না দেয়, সে তো তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। (৬৩) যখন ঈসা নিদর্শনসহ এসে বলল,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৫৮ঃ মসনদে ইমাম আহমদ, তিবরানী ইত্যাদি বিশুদ্ধ হাদীসে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনায় এ আয়াতের শানেনুযূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল, একদা মহানবী (ছঃ) বললেন, মুশরিক ও তাদের উপাস্যরা কিয়ামত দিবসে নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। এদতশ্রবণে ইবনে যিবায়'বা নামক মুশরিক বলল, খৃষ্টানরা ঈসার পূজা করে। আমাদের উপাস্যদের যেই অবস্থা হবে, ঈসারও সে অবস্থা হবে। ইবনে যিবায়'বার এ উত্তরটা মুশরিক মহলে খুবই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত মনে হল। এ কারণে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে বলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌ এর অনুগ্রহকৃত বান্দাহদের অন্তর্গত। ঈসা (আঃ) তাঁর উপাসকদের উপাসনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অতএব, মুশরিকদের এ উপমা ভুল। (ইবঃ, কা, তাফঃ খাযেন ও ফতঃ বারী)

قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا

ক্ব-লা ক্বদ্‌ জ্বি'তুকুম্‌ বিল্‌ হিক্‌মাতি অলিউবায়্যিনা লাকুম্‌ বা'দ্বোয়াল্লাযী তাখ্‌তালিফূনা ফীহি ফাত্তাক্বু ল

আমি তোমাদর জন্য প্রজ্ঞা নিয়ে আসলাম, এসেছি তোমাদের মতানৈক্য বিষয় বর্ণনা করার জন্য। আল্লাহকে ভয় কর,

اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

লা-হা অআত্বী'উন্‌। ৬৪। ইন্নাল্লা-হা হুওয়া রব্বী অরব্বুকুম্‌ ফা'বুদূহ্‌; হা-যা-ছির-ত্বুম্‌ মুস্‌তাক্বীম্‌।

আমাকে মান। (৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহই আমারও রব এবং তোমাদেরও রব, সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সোজা পথ।

﴿٦٥﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

৬৫। ফাখ্‌তালাফাল্‌ আহ্‌যা-বু মিম্‌ বাইনিহিম্‌ ফাওয়াইলুল্‌ লিল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্‌ 'আযা-বি ইয়াওমিন্‌ আলীম্‌।

(৬৫) অনন্তর তাদের কিছু দল এ ব্যাপার মতানৈক্য করল; অতএব পীড়াদায়ক দিনের শাস্তির দুর্ভোগ জালিমদের জন্য।

﴿٦٦﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٧﴾ الْأَخِلَّاءُ

৬৬। হাল্‌ ইয়ানজুরূনা ইল্লাস্‌ সা-'আতা আন্‌ তা"তিয়াহুম্‌ বাগ্‌তাতাঁও অহুম্‌ লা-ইয়াশ্‌'উরূন্‌। ৬৭। আল্‌ আখিল্লা — য়ু

(৬৬) তারা অজানা আকস্মিক কেয়ামতের অপেক্ষায় আছে। (৬৭) আর যারা মুত্তাকী তারা ছাড়া সেদিন সকল বন্ধুরা

৬ ع ১১ ১২ রুকু

يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٨﴾ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ

ইয়াওমায়িযিম্‌ বা'দ্বুহুম্‌ লিবা'দ্বিন্‌ 'আদুওউন্‌ ইল্লাল্‌ মুত্তাক্বীন্‌। ৬৮। ইয়া-'ইবা-দি লা-খওফুন্‌ 'আলাইকুমুল্‌

পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে রূপান্তরিত হবে। (৬৮) হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, আর তোমরা

الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

ইয়াওমা অলা ~ আন্‌তুম্‌ তাহ্‌যানূন্‌। ৬৯। আল্লাযীনা- আ-মানূ বিআ-ইয়া-তিনা অ কা-নূ মুসলিমীন্‌।

আজ দুঃখিতও হবে না, (৬৯) যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল আর আত্মসমর্পণকারী ছিল।

﴿٧٠﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧١﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

৭০। উদ্‌খুলুল্‌ জ্বান্নাতা আন্‌তুম্‌ অআয্‌ওয়া জ্বুকুম্‌ তুহ্‌বারূন্‌। ৭১। ইয়ুত্বোয়া-ফু 'আলাইহিম্‌ বিছিহা-ফিম্‌

(৭০) তোমরা আনন্দে তোমাদের স্ত্রীদের নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭১) তাদের নিকট সেখানে স্বর্ণের খাওয়ার পাত্র ও

مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ

মিন্‌ যাহাবিঁও অআক্‌ওয়া-বিন্‌ অফীহা-মা-তাশ্‌তাহীহিল্‌ আন্‌ফুসু অতালায্‌যুল্‌ আ'ইয়ুনু অআন্‌তুম্‌

পান পেয়ালা পরিবেশন করা হবে, সেখানে রয়েছে মন মাতানো ও চোখজুড়ানো সবকিছু। সেখানে তোমরা অনন্তকাল

আয়াত-৬৯ ঃ দোযখের দায়িত্ববান ফেরেশতার উত্তর বর্ণনার পর এখন দোষীদের সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের কথা উল্লেখ পূর্বক বলেন যে, সত্য ধর্ম গ্রহণ তো দূরের কথা; বরং তারা তা প্রতিরোধকল্পে শত শত তদবীর করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করতে পারবে কিঃ কখনও না। তাদের ধারণা, আল্লাহ তাদের এসব অপচেষ্টা পরিজ্ঞাত নন। আল্লাহ বলেন, অথচ আমার নিয়োজিত ফেরেশতারা তাদের নিকট থেকে তাদের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করছে। (তাফঃ হক্কানী) আয়াত-৭০ঃ প্রত্যেক মানুষের সাথে রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশতারা ব্যতীত আরও দুজন ফেরেশতা নেক-বদ আ'মল লিখার জন্য নিয়োজিত আছে। মহানবী (ছঃ) বলেছিলেন, মানব মনের সন্দেহ ও ধারণা ব্যতীত মুখ হতে যে কথা বের হয় বা হাত-পা দ্বারা যা করা হয় তা লিখা হয়। (ইবঃ কাঃ)

فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٧٢﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾ لَكُمْ فِيهَا

ফীহা-খ-লিদূন্। ৭২। অতিল্‌কাল্‌ জ্বান্নাতুল্লাতী ~ উরিছ্‌তুমূহা-বিমা-কুন্‌তুম্‌ তা'মালূন্।৭৩। লাকুম্‌ ফীহা-

বসবাস করতে থাকবে। (৭২) (আর বলা হবে) এটা সেই জান্নাত যা তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে পেলে। (৭৩) তোমাদের

فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٤﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ

ফা-কিহাতুন্‌ কাছীরতুম্‌ মিন্‌হা-তা''কুলূন্।৭৪। ইন্নাল্‌ মুজ্‌রিমীনা ফী 'আযা-বি জ্বাহান্নামা খ-লিদূন্।

জন্য রয়েছে খাওয়ার জন্য প্রচুর ফলমূল। (৭৪) নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করতে থাকবে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِن كَانُوا هُمُ الظّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৫। লা-ইয়ুফাত্তারু 'আন্‌হুম্‌ অহুম্‌ ফীহি মুব্‌লিসূন্। ৭৬। অমা-জোয়ালাম্‌না-হুম্‌ অলা-কিন্‌ কা-নূ হুমুজ্‌ জোয়া-লিমীন্।

(৭৫) তা লাঘব হবে না, তারা সেখানে হতাশায় ভুগবে।(৭৬) আর আমি জুলুম করিনি, যারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُم

৭৭। অনা-দাও ইয়া-মা-লিকু লিইয়াক্বদ্বি 'আলাইনা-রব্বুক; ক্ব-লা ইন্নাকুম্‌ মা-কিছূন্। ৭৮। লাক্বদ্‌ জ্বি'না-কুম্‌

(৭৭) ডাকবে, হে মালিক! রব আমাদেরকে শেষ করে দিক; তারা বলবে, তোমরা এ অবস্থায় থাকবে।(৭৮) তোমাদেরকে সত্য

بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

বিল্‌হাক্বক্বি অলা-কিন্না-আক্‌ছারকুম্‌ লিল্‌হাক্বক্বি ক্ব-রিহূ ন্। ৭৯। আম্‌ আব্‌রমূ ~ আম্‌রান্‌ ফাইন্না-মুব্‌রিমূন্।

প্রদান করলাম, তোমাদের মধ্যে অনেকেই তার অনুসরণ করত না।(৭৯) তারা কি কিছু স্থির করে রেখেছে? এবং আমিই স্থিরকারী।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُم ۚ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

৮০। আম্‌ ইয়াহ্‌সাবূনা আন্না-লা-নাস্‌মাউ' সিররাহুম্‌ অনাজ্‌ওয়া-হুম্‌; বালা-অরুসূলুনা- লাদাইহিম্‌ ইয়াক্‌তুবূন্।

(৮০) তারা কি ভাবে, যে, তাদের গুপ্ত কথা ও পরামর্শসমূহ শুনি না? নিশ্চয় শুনি। ফেরেশ্‌তারা তো সব কিছু লিখেই।

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ

৮১। ক্বুল্‌ ইন্‌ কা-না লির্‌রহ্‌মা-নি অলাদুন্‌ ফাআনা আওয়্যালুল্‌ 'আ-বিদীন্। ৮২। সুব্‌হা-না রব্বিস্‌

(৮১) আপনি তাদের বলে দিন, দয়াময়ের যদি সন্তান থাকত, তবে আমিই প্রথম তার দাস হতাম, (৮২) তাদের বক্তব্য হতে

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا

সামা-ওয়া-তি অল্‌ আরদ্বি রব্বিল্‌ 'আরশি 'আম্মা- ইয়াছিফূন্। ৮৩। ফাযারহুম্‌ ইয়াখূদ্বূ অ ইয়াল্‌'আবূ

আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর এবং আরশের প্রতিপালক (আল্লাহ) পবিত্র।(৮৩) অতঃপর আপনি তাদেরকে সেদিন আসার পূর্ব পর্যন্ত

حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلٰهٌ

হাত্তা- ইয়ুলা-ক্বূ ইয়াওমা হুমুল্‌ লাযী ইয়ু'আদূন্। ৮৪। অহুওয়াল্‌ লাযী ফিস্‌ সামা — য়ি ইলা-হুঁও

তর্ক ও খেলায় মত্ত হতে দিন যেদিনের ওয়াদা দেয়া হল। (৮৪) তিনি সেই সত্তা যিনি আসমানেও ইবাদতের যোগ্য এবং যমীনেও

وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾ وَتَبٰرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

অফীল্ আরদ্বি ইলা-হ্; অহুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম্। ৮৫। অ তাবা-রাকাল্লাযী লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি

ইবাদতের যোগ্য, তিনিই বিজ্ঞ, বড় জ্ঞানী। (৮৫) আর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুর সৃষ্টির

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَمْلِكُ

অল্ আরদ্বি অমা-বাইনা হুমা-অই'ন্দাহূ ই'ল্মুস্ সা-'আতি অ ইলাইহি তুর্জ্বা'উন্। ৮৬। অলা-ইয়াম্লিকুল্

উপর তাঁর রাজত্ব ও প্রভুত্ব রয়েছে, আর পরকালের জ্ঞানও তিনিই রাখেন, আর তাঁর সমীপেই তোমরা সকলে প্রত্যাবর্তন করবে (৮৬) আর

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ☆

লাযীনা ইয়াদ্উ'না মিন্ দূনিহিশ্ শাফা- 'আতা ইল্লা-মান্ শাহিদা বিল্ হাক্ব্ক্বি অহুম্ ইয়া'লামূন্।

আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের উপসনা করে তাদের সেই উপাস্যদের সুপারিশ করার কোন ক্ষমতা নেই; তবে যারা সত্যকে জেনে সাক্ষ্য দেয়।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ ﴿٨٨﴾

৮৭। অলায়িন্ সায়াল্তাহুম্ মান্ খলাক্বহুম্ লাইয়াক্বূলু ন্নাল্লা-হু ফাআন্না-ইয়ু''ফাকূন্। ৮৮। অ ক্বীলিহী

(৮৭) আর আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ, তারপরও তোমরা কোথায় যাচ্ছে? (৮৮) আর তার কথা,

يٰرَبِّ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ☆

ইয়া-রব্বি ইন্না হা ~ য়ুলা — য়ি ক্বওমুল্লা-ইয়ু'মিনূন্। ৮৯। ফাছ্ফাহ্ 'আন্হুম্ অকুল্ সালা-ম্; ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।

হে রব! এরা ওই জাতি যারা ঈমান গ্রহণ করবে না। (৮৯) আপনি চুপ থাকুন, বলুন, সালাম, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে আপনার রবের পক্ষ হতে অনুগ্রহের কারণে।

ع ২২ ১৩ রুকু

সূরা দুখা-ন
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৯
রুকূ ঃ ৩

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾ ☆

১। হা-মী — ম্ ২। অল্‌কিতা-বিল্ মুবীন। ৩। ইন্না ~ আন্ যাল্না-হু ফী লাইলাতিম্ মুবা-রকাতিন্ ইন্না-কুন্না- মুন্যিরীন্।

(১) হা মীম, (২) আর সুস্পষ্ট গ্রন্থের কসম, (৩) নিশ্চয়ই আমি কল্যাণময় রাতে তা নাযিল করলাম, আমি তো সতর্ককারী।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً ﴿٦﴾

৪। ফীহা-ইয়ুফ্রকু কুল্লু আম্রিন্ হাকীম্। ৫। আম্রাম্ মিন্ ই'ন্দিনা-; ইন্না-কুন্না মুরসিলীন্ ৬। রহ্মাতাম্

(৪) তাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির হয়, (৫) আমার নির্দেশে, আমিই আপনাকে রাসূল হিসাবে পাঠাই, (৬) আপনার রবের পক্ষ হতে

আয়াত-৮৫ঃ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত মুশরিকরা যাদেরকে আহ্বান করে এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবে বলে ধারণা করে, তাদের কেউই সুপারিশ করতে পারবে না। হ্যাঁ যারা একত্ববাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করল তারা ব্যতীত। যেমন ফেরেশতারা এবং ঈসা (আঃ)। সুতরাং তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশের যোগ্য ব্যক্তির জন্য সুপাারিশ করতে পারবে। (ইব্‌ঃ কাঃ)

অতঃপর আল্লাহ বলেন, হে রাসূল! এ অবাধ্য লোকেরা চির পথভ্রষ্ট, তারা অনুসরণ করবে না। আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, অচিরেই তারা অবগত হবে। অর্থাৎ অত্যাসন্ন মৃত্যুর পরই নেক বদ এর পরিণাম সম্মুখে আসবে। (তাফঃ হক্কানী)

ওয়াক্বফে লাযেম

مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ

মির্ রব্বিক্; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী উ'ল্ 'আলীম্। ৭। রব্বিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অমা-বাইনাহুমা-।
অনুগ্রহের কারণে, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শ্রবণ করেন, জানেন,(৭) তিনিই রব আসমান-যমীন ও উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ

ইন্ কুন্তুম্ মূক্বিনীন্। ৮। লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ইয়ুহ্য়ী অইয়ুমীত্; রব্বুকুম্ অরব্বু আ-বা — য়িকুমুল্
তার সব কিছুর, যদি দৃঢ় বিশ্বাসী হও,(৮) তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি বাঁচান, মারেন। তোমাদেরও রব আর তোমাদের

ٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ

আওয়্যালীন্। ৯। বাল্ হুম্ ফী শাক্কিঁই ইয়াল্'আবূন্। ১০। ফার্তাক্বিব্ ইয়াওমা তা''তিস্ সামা — য় বিদুখা-নিমু
পূর্ববর্তীদেরও রব। (৯) বরং তারা সন্দেহের বসবর্তী হয়ে ঠাট্টায় মত্ত হত।(১০) অতঃপর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধুম্রময় হবে, তার

مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا

মুবীন্। ১১। ইয়াগ্শান্না-স্; হা-যা-'আযা-বুন্ আলীম্। ১২। রব্বানা ক্শিফ্ 'আন্নাল্ 'আযা-বা ইন্না-
অপেক্ষায় থাকুন।(১১) যা মানুষকে আবৃত করে ফেলবে তাই যন্ত্রণাময় আযাব।(১২) হে আমাদের রব! আমাদেরকে আযাব মুক্ত কর,

مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ

মু'মিনূন্। ১৩। আন্না-লাহুমুয্ যিক্র-অক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ রাসূলুম্ মুবীন্। ১৪। ছুম্মা তাওয়াল্লাও 'আনহু
নিশ্চয়ই ঈমান আনব।(১৩) কি ভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ তাদের কাছে স্পষ্ট রাসূল তো আগমন করেছিল। (১৪) অতঃপর

وَقَالُوا۟ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُوا۟ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ۞ يَوْمَ

অক্বা-লূ মু'আল্লামুম্ মাজ্নূন্। ১৫। ইন্না-কা-শিফুল্ 'আযা-বি ক্বলীলান্ ইন্নাকুম্ আ' — য়িদূন্। ১৬। ইয়াওমা
তারা বিমুখ হয়ে বলে, শিখানো পাগল।(১৫) নিশ্চয়ই আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি লাঘব করেছিলাম, যেন প্রত্যাবর্তন করে।(১৬) যেদিন

ওয়াক্বফে লাযেম

نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

নাব্তিশুল্ বাত্ব্শাতাল্ কুব্রা-ইন্না-মুন্তাক্বিমূন্। ১৭। অলাক্বদ্ ফাতান্না ক্ববলাহুম্ ক্বওমা ফির্আ'উনা
আমি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করব, শাস্তি দেবই। (১৭) পূর্বে ফেরাউনের কওমকে পরীক্ষা করলাম, তাদের কাছে

وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۞ أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

অজ্বা — য়া হুম্ রাসূলুন্ কারীম্। ১৮। আন্ আদ্দূ ~ ইলাইয়্যা ই'বা দাল্লা-হ্;-ইন্নী লাকুম্ রাসূলুন্ আমীন্।
এসেছিল একজন সম্মানিত রাসূল।(১৮) আল্লাহর বান্দাহদেরকে আমার কাছে আন, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল।

আয়াত-১৫ঃ মক্কাবাসীদের অবাধ্যতা চরমে পৌঁছলে মহানবী (ছঃ) তাদের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং মক্কায় দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি হল। এটি ছিল দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। একটি বাহ্যিক কারণও ছিল। তা হল, ইয়ামামার সরদার সামামা মদীনাতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন মক্কাবাসীরা তাকে নিন্দা করতে লাগল। এতে সামামা মক্কাবাসীদের রসদ বন্ধ করে দিল, ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মহানবী (ছঃ) এর বদদোয়ায় একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় এ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। কিয়ামতের নিকটবর্তীতেও একবার ধোঁয়া দেখা দিবে, যার ফলে যারা নেককার তারা সর্দিতে আক্রান্ত হবে। আর বদকার বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-১৬ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবনে মাসঊ'দ (রাঃ)-এর মতে এর দ্বারা বদর দিবস উদ্দেশ। আমার মতে কিয়ামত দিবস উদ্দেশ। (ইবঃ কাঃ)

۝١٩ وَأَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنِّىْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٠ وَإِنِّىْ عُذْتُ

১৯। অ আল্ লা-তা'লূ 'আলা ল্লা-হি ইন্নী ~ আ-তীকুম্ বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ২০। অ ইন্নী 'উযতু
(১৯) আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে যেয়ো না, তোমাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করব। (২০) আর আমি স্মরণাপন্ন হব আমার

بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُوْنِ ۝٢١ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ ۝٢٢ فَدَعَا

বিরব্বী অরব্বিকুম্ আন্ তারজুমূন্। ২১। অ ইল্লাম্ তু''মিনূ লী ফা'তাযিলূন্। ২২। ফাদা'আ
ও তোমাদের রবের যদি তোমরা প্রস্তরাঘাত কর। (২১) আমাকে যদি তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে দূরে থাক। (২২) অতঃপর

رَبَّهٗٓ أَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝٢٣ فَأَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا إِنَّكُمْ

রব্বাহূ ~ আন্না হা ~ য়ুলা — য়ি ক্বাওমুম্ মুজ্‌রিমূন্। ২৩। ফাআস্‌রি বিই'বা-দী লাইলান্ ইন্নাকুম্
সে তার রবকে বলল, এরা পাপী সম্প্রদায়। (২৩) অতঃপর তোমরা আমার বান্দাহসহ রাতে চলে যাও, তারা তোমাদের পিছে

مُّتَّبَعُوْنَ ۝٢٤ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۗ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۝٢٥ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ

মুত্তাবাউ'ন্; ২৪। অত্‌রুকিল্ বাহ্‌র রহ্‌ওয়া-; ইন্নাহুম্ জুন্দুম্ মুগ্‌রকূন্। ২৫। কাম্ তারাকূ মিন্ জান্না-তিঁও
আগমন করবে। (২৪) আর নদীকে স্থির রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। (২৫) তারা কত বাগান ও ঝর্ণাসমূহ ছেড়ে

وَّعُيُوْنٍ ۝٢٦ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝٢٧ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۝٢٨ كَذٰلِكَ قف

অ উ'ইয়ূন্। ২৬। অযুরূই'ওঁ অমাক্বা- মিন্ কারীম্। ২৭। অ না'মাতিন্ কা-নূ ফীহা- ফা-কিহীন্। ২৮। কা-যা-লিকা
গিয়েছে, (২৬) আর কত শস্য ক্ষেত্র ও সুন্দর বাড়িসমূহ, (২৭) আর কত আনন্দময়ী বিলাস উপকরণসমূহ, (২৮) এভাবেই,

وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝٢٩ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا

অআওরাছ্‌না-হা ক্বাওমান্ আ-খরীন্। ২৯। ফামা- বাকাত্ 'আলাইহিমুস্ সামা — য়ু অল্‌আরদ্বু অমা-কা-নূ
আমি অন্য সম্প্রদায়কে এ সবের মালিক বানালাম। (২৯) অতঃপর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করে নি, আর

১ ع ২৯ 14 রুকু

مُنْظَرِيْنَ ۝٣٠ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْٓ إِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝٣١ مِنْ فِرْعَوْنَ ط

মুন্‌জোয়ারীন্। ৩০। অলাক্বদ্ নাজ্জাইনা- বানী ~ ইস্‌র — ঈলা মিনাল্ 'আযা-বিল্ মুহীন্। ৩১। মিন্ ফির্'আউন্;
তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয় নি। (৩০) বনী ইস্রাইলকে অপমান না করে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি, (৩১) ফেরাউন থেকে;

إِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝٣٢ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝٣٣ وَ

ইন্নাহূ কা-না 'আলিয়াম্ মিনাল্ মুস্‌রিফীন্। ৩২। অলাক্বদিখ্ তার্না-হুম্ 'অলা-ই'ল্‌মিন্ 'আলাল্ আ-লামীন্। ৩৩। অ
অবশ্যই সে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। (৩২) আর আমি তাদেরকে জেনেই বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি। (৩৩) আর

اٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ۝٣٤ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝٣٥ إِنْ هِىَ

আ-তাইনা-হুম্ মিনাল্ আ-ইয়া-তি মা-ফীহি বালা — য়ুম্ মুবীন্। ৩৪। ইন্না হা ~ য়ুলা — য়ি লাইয়াকূলূন্। ৩৫। ইন্ হিয়া-
আমি তাদেরকে স্পষ্ট পরীক্ষারূপে নিদর্শন প্রদান করেছি, (৩৪) নিশ্চয়ই তারা বলে, (৩৫) দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের

إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٦﴾ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ইল্লা মাওতাতুনাল্ ঊলা- অমা- নাহ্নু বিমুন্‌শারীন্। ৩৬। ফা'তূ বিআ-বা — য়িনা ~ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
শেষ, আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) অতএব আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হাযির করে দেখাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

﴿٣٧﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا

৩৭। আহুম্ খইরুন্ আম্ ক্বওমু তুব্বাই'ওঁ অল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্; আহ্‌লাক্‌না-হুম্ ইন্নাহুম্ কা-নূ
(৩৭) তারা শ্রেষ্ঠ, না কি তুব্বা সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। (২) এবং তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি, তারা ছিল

مُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٩﴾ مَا

মুজ্‌রিমীন্। ৩৮। অমা-খলাক্ব্‌নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা-লা'-ইবীন্। ৩৯। মা-
অপরাধী। (৩৮) আর আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (৩৯) আমি উভয়কে যথার্থই

خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ

খলাক্ব্‌না-হুমা য় ইল্লা-বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অলা-কিন্না আক্‌ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৪০। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাছ্‌লি মীক্ব-তুহুম্
সৃষ্টি করলাম, কিন্তু তাদের অনেকেই তা আদৌ উপলব্ধি করে না। (৪০) নিশ্চয়ই বিচার দিবস তাদের সকলের জন্য নির্ধারিত

أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾ إِلَّا مَن

আজ্‌মা'ঈন্। ৪১। ইয়াওমা লা-ইয়ুগ্‌নী মাওলান্ 'আম্ মাওলান্ শাইয়াঁও অলা-হুম্ ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্। ৪২। ইল্লা-মার্
আছে। (৪১) সেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোন কাজে আসবে না, তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ যদি

رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ

রহিমা ল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আযীযুর্ রহীম্। ৪৩। ইন্না শাজ্বারাতায্ যাক্কূম্। ৪৪। ত্বোয়া'আ-মুল্ আছীম্।
(কারো প্রতি) দয়া করেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু। (৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম[১] গাছ হবে, (৪৪) পাপীদের আহার,

﴿٤٥﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٦﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٧﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ

৪৫। কাল্ মুহ্‌লি ইয়াগ্‌লী ফিল্ বুতূ্‌ন্। ৪৬। কাগল্‌য়িল্ হামীম্। ৪৭। খুযূহু ফা'তিলূহু ইলা-সাওয়া — য়িল্
(৪৫) গলিত তামার মত, তাদের পেটে ফুটতে থাকবে, (৪৬) উত্তপ্ত পানির ন্যায়, (৪৭) আদেশ হবে তাকে পাকড়াও কর, জাহান্নামে

الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٩﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ

জ্বাহীম্। ৪৮। ছুম্মা ছুব্বূ ফাওক্বা র'সিহী মিন্ 'আযা-বিল্ হামীম্। ৪৯। যুক্ব্, ইন্নাকা আন্‌তাল্ 'আযীযুল্
নিয়ে যাও, (৪৮) মাথার ওপর গরম পানি ঢেলে শাস্তি প্রদান কর, (৪৯) তাদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা মজা বুঝ, তুমি তো বড় সম্মানিত ও

আয়াত-৪০ ঃ মক্কার মুশরিকরা মূলে মৃতের পুণর্জীবন অসম্ভব বলে বিশ্বাসী ছিল। এজন্য মুসলমানদেরকে বলত, যদি এটি সম্ভবই হয় তবে এখনই কোন এক মৃতকে জীবিত করে দেখাও। এজন্য আল্লাহ প্রথমে 'তুব্বা' এর অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে ভীত করেন, পরে বলেন বিশাল আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিরর্থক নয়। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ বিরাট হেকমত ও উদ্দেশের প্রমাণ বহন করছে। মানুষের কর্মের ফলাফল অবশ্যই আছে। এর জন্য পুনর্জীবন প্রয়োজন। (মাওঃ নূর মুহাম্মদ আ'যমী) আয়াত-৪৩ঃ টীকাঃ (১) দোযখীদেরকে সম্ভবতঃ দোযখে প্রবেশ করানোর পূর্বে যাক্কুম আহার করান হবে। আর পরে খাওয়ানো হলে এভাবে হতে পারে যে, দোযখে প্রবেশ করানো মাত্রই পার্শ্বেই যাক্কুম আহার করিয়ে তার পর দোযখের মধ্যস্থলের দিকে টেনে নেওয়া হবে। (বঃ কোঃ)

الْكَرِيْمُ ۝٥٠ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝٥١ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ

কারীম্। ৫০। ইন্না হা-যা-মা- কুন্তুম্ বিহী তাম্তারূন্। ৫১। ইন্নাল্ মুত্তাকীনা ফী মাক্বা-মিন্

মহা প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলে। (৫০) এটা সেই বস্তু যাতে তোমরা সন্দেহ করতে (৫১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ

اَمِيْنٍ ۝٥٢ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٥٣ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ

আমীন্। ৫২। ফী জান্না-তিঁও অ'উইয়ূন্। ৫৩। ইয়াল্বাসূনা মিন্সুন্ দুসিঁও অ ইস্তাব্রক্বিম্

স্থানে, (৫২) বাগানসমূহ ও ঝর্ণা সমূহের মধ্যে, (৫৩) তারা পরিধান করবে পাতলা ও মোটা রেশমী বস্ত্র, মুখোমুখি

مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٥٤ كَذٰلِكَ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝٥٥ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ

মুতাক্ব-বিলীন্। ৫৪। কাযা-লিকা অযাও ওয়াজ্ না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্। ৫৫। ইয়াদ্'উনা ফীহা- বিকুল্লি ফা-কিহাতিন্ আ-মিনীন্।

বসবে। (৫৪) এ'ভাবেই, আমি তাদের সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সাথে বিবাহ দেব। (৫৫) তারা বিভিন্ন ফল আনতে বলবে।

اٰمِنِيْنَ ۝٥٦ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ

৫৬। লা-ইয়াযূক্বূনা ফীহাল্ মাওতা ইল্লাল্ মাওতাতাল্ 'উলা- অ ওয়া ক্ব-হুম্

(৫৬) আর সেখানে তাদেরকে দুনিয়ার মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করতে হবে না, তাদেরকে জাহান্নামের

عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٥٧ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٥٨ فَاِنَّمَا

'আযা-বাল্ জ্বাহীম্। ৫৭। ফাদ্বলাম্ মির্ রব্বিক্; যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ৫৮। ফাইন্নামা

শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (৫৭) অনন্তর এসবই আপনার রবের করুণা। এটাই মহাসাফল্য। (৫৮) অতঃপর (এ কোরআনকে)

يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٩ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ

ইয়াস্ সার্না-হু বিলিসা- নিকা লা'আল্লা হুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ৫৯। ফার্তাক্বিব্ ইন্নাহুম্ মুর্তাক্বিবূন্।

আপনার (আরবি) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।(৫৯) তবে আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন, তারাও প্রতীক্ষমান।

ع ৩ ১৭ ১৬ রুকু

সূরা জ্বা-ছিয়াহ্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৭
রুকূ ঃ ৪

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ

১। হা-মী — ম্। ২। তান্যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্। ৩। ইন্না ফিস্ সামা-ওয়া-তি

(১) হা মীম, (২) মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে এ কিতাব অবতীর্ণ। (৩) নিশ্চয়ই আসমানসমূহ

وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٣ وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ

অল্ আরদ্বি লাআ-ইয়া-তিল্লিল্ মু'মিনীন্। ৪। অফী খল্ক্বিকুম্ অমা-ইয়াবুছ্ছু মিন্ দা — ব্বাতিন্ আ-ইয়া-তুল্

ও যমীনে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন আছে। (৪) তোমাদের সৃষ্টির মাঝে এবং যে সব জীব জন্তু ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে

لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝٥ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ

লিক্বওমিঁ ইয়ুক্বিনূন্। ৫। অখ্‌তিলা-ফিল্লাইলি ওয়া ন্নাহা-রি অমা ~ আন্‌যালা ল্লা-হু মিনাস্ সামা — য়ি মির্

রয়েছে বিশ্বাসীর জন্য নিদর্শন।(৫) রাত-দিনের পরিবর্তনে, [১] অতঃপর রিযিকের সেইমূল বস্তুর মধ্যে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করিয়ে

رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞

রিয্‌ক্বিন্ ফাআহ্‌ইয়া-বিহিল্ আর্‌দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-অ তাছ্‌রী ফির্ রিয়া-হি আ-ইয়া-তু ল্লিক্বাওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্।

মৃত যমীনকে আল্লাহ যে পুনরুজ্জীবিত করেন তা শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর,আর বায়ুর এ পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

۝٦ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ج فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ

৬। তিল্‌কা আ-ইয়া-তু ল্লা-হি নাত্‌লূহা-'আলাইকা বিল্ হাক্ব্‌ক্বি ফাবি আইয়্যি হাদীছিম্ বা'দা ল্লা-হি আ-ইয়া -তিহী

(৬) এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা সত্যই আপনাকে পাঠ করে শুনাচ্ছি, অতএব আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের স্থলে কি বিশ্বাস

يُؤْمِنُوْنَ ۝٧ وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝٨ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ

ইয়ু'মিনূন্। ৭। অইলুল্লিকুল্লি আফ্‌ফা-কিন্ আছীম্। ৮। ইয়াস্‌মা'উ আ-ইয়া-তি ল্লা-হি তুত্‌লা- 'আলাইহি ছুম্মা ইয়ুছিররু

করবে? (৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ, (৮) যে আল্লাহর আয়াতের তেলাওয়াত শুনে, পরে গর্বের সঙ্গে

مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٩ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا

মুস্‌তাক্‌বিরন্ কায়াল্লাম্ ইয়াস্‌মা'হা-ফাবাশ্‌শিরহু বি'আযা-বিন্ আলীম্। ৯। অ ইযা-'আলিমা মিন্ আ-ইয়া-তিনা-

থাকে, যেন শুনেই নি, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর প্রদান কর। (৯) আর আমার আয়াতের কিছু তারা অবগত হলে,

شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝١٠ مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ج

শাইয়া নিত্তাখযাহা-হুযুওয়া-; উলা — য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ১০। মিওঁ অরা — য়িহিম্ জ্বাহান্নামু

তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।(১০) তাদের পেছনে জাহান্নাম, আর তখন তাদের সে সব

وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ج

অলা-ইয়ুগ্‌নী আ'ন্‌হুম্ মা-কাসাবূ শাইয়াঁও অলা-মাত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আওলিয়া — য়া

কাজ তাদের কোন কাজে আসবে না, যা তারা দুনিয়াতে করেছিল।আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে বন্ধু বানিয়েছে সেসব বন্ধুরাও

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١١ هٰذَا هُدًى ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

অলাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১১। হা-যা-হুদান্ অল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তি রব্বিহিম্ লাহুম্

কোন কাজে আসবে না; তাদের জন্য মহাশাস্তি। (১১) এটা হেদায়াত, আর যারা রবের আয়াত মানে না, তাদের জন্য

আয়াত-৫ ঃ টীকাঃ (১) অঞ্চল ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বায়ু রাশির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন হয়। যেমন কখনও পুবাল, কখনও পশ্চিমা, কখনও শীতল, কখনও উষ্ণ কখনও মৃদু, কখনও প্রবল ইত্যাদি রূপ পরিবর্তনে আল্লাহ ও তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। (বঃ কোঃ)

আয়াত-৬ঃ আল্লাহ্‌র কালাম যা মুহাম্মদ (ছঃ) এর উপর নাযিল হয়েছে অবিশ্বাসীরা এটির উপর এবং তাঁর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর উপরও ঈমান আনে নি। তবে তারা কিসের উপর ঈমান আনবে? অতঃপর তাদের অবস্থা ও পরকালীন শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রথম প্রকারের অস্বীকৃতি হল তারা শুনেও অহংকার বশতঃ যেন শুনে নি। এ জন্যই তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অস্বীকৃতির সাথে সাথে তারা ঠাট্টা ও উপহাস করত। এজন্য তারা জাহান্নামে আযাব ভোগ করবে। (তাফঃ হক্কানী)

ع ১ ১১ ১৭ রুকু

عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ (১২) اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ

'আযা-বুম্ মির্ রিজ্ঝযিন্ আলীম্। ১২। আল্লা-হুল্লাযী সাখ্খর লাকুমুল্ বাহ্র লিতাজ্ব্ রিয়াল্ ফুল্কু

রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) আল্লাহই সেই সত্বা যিনি সমুদ্রকে তোমাদের জন্যই আয়ত্বাধীন রাখলেন, যেন তাঁর আদেশে

فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (১৩) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي

ফীহি বিআম্‌রিহী অলিতাব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্‌কুরূন্। ১৩। অসাখ্খর লাকুম্ মা-ফিস্

নৌযানগুলো চলাচল করতে পারে, আর তোমরা (আল্লাহর) করুণা তালাশ কর, কৃতজ্ঞ হও। (১৩) আর আল্লাহর পক্ষ হতে

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ☆

সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আম্ মিন্হু; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তি ল্লিক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্।

তামাদের জন্য যত বস্তু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে নিয়োজিত রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন।

(১৪) قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا

১৪। ক্বুল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ ইয়াগ্‌ফিরূ লিল্লাযীনা লা-ইয়ারজূ্না আইয়্যামা ল্লা -হি লিইয়াজ্বযিয়া ক্বওমাম্

(১৪) মু'মিনদেরকে বলুন, আল্লাহর দ্বীনের প্রত্যাশা যারা করে না তাদেরকে যেন ক্ষমা করে, কেননা, তিনি তাদের কওমকে

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (১৫) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز ثُمَّ اِلٰى

বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূ ন্। ১৫। মান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালিনাফ্সিহী অমান্ আসা — য়া ফা 'আলাইহা ছুম্মা ইলা-

কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন। (১৫) যে নেক কাজ করে সে নিজের জন্যই করে, আর মন্দ করলে তার ওপরই বর্তায়।

رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ (১৬) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

রব্বিকুম্ তুরজ্বা'উন্ ১৬। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-বানী ~ ইসর — ঈ লাল্ কিতা-বা অল্ হুক্‌মা অ ন্নুবুওয়্যাতা

পরে তোমরা তোমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবে। (১৬) আর আমি বনী ইস্রাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করলাম,

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (১৭) وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ

অ রাযাক্ব্‌না-হুম্ মিনাত্ব্‌ ত্বোয়াইয়্যিবা -তি অফাদ্বদ্বোয়াল্‌না-হুম্ 'আলাল্ 'আ-লামীন্ । ১৭। অ আ-তাইনা-হুম্ বাইয়্যিনা-তিম্

হালাল রিযিক্ প্রদান করলাম, বিশ্বে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। (১৭) আর তাদেরকে দ্বীনের স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি,

مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ

মিনাল্ আম্‌রি ফামাখ্ তালাফূ ~ ইল্লা-মিম্ বা'দি মা-জ্বা — য়া হুমুল্ 'ইল্‌মু বাগ্‌ইয়াম্ বাইনাহুম্; ইন্না রব্বাকা

অনন্তর তাদের জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করল নিজেদের এক গুঁয়েমীর কারণে, নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামত

يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (১৮) ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى

ইয়াক্বদ্বী বাইনাহুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ফীমা-কা-নূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন্। ১৮। ছুম্মা জ্বা'আল্‌না-কা 'আলা-

দিবসে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধের বিষয়ে মিমাংসা করে দেবেন। (১৮) এরপর আমি আপনাকে দ্বীনের

شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨ إِنَّهُمْ لَن

শারী 'আতিম্ মিনাল্ আম্‌রি ফাত্তাবি'হা-অলা-তাত্তাবি 'আহ্ওয়া — য়াল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূ ন্ । ১৯। ইন্নাহুম্ লাইঁ

বিধানের ওপর কায়েম রেখেছি, তা-ই আপনি মান্য করুন, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (১৯) নিশ্চয়ই আল্লাহর

يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ

ইয়ুগ্নূ 'আন্‌কা মিনাল্লা-হি শাইয়া-; অ ইন্নাজ্ জোয়া-লিমীনা বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া — য়ু বা'দ্বিন্ অল্লা-হু অলিয়্যুল্

সামনে তারা আপনার কোন উপকার করতে পারবে না, আর জালিমরা তো পরস্পর বন্ধু, আল্লাহ হলেন মুত্তাকীদের

الْمُتَّقِينَ ۝٢٠ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝٢١ أَمْ حَسِبَ

মুত্তাক্বীন্। ২০। হা-যা-বাছোয়া — য়িরু লিন্না-সি অ হুদাঁও অ রহ্‌মাতুল লিক্বওমিঁই ইয়ূক্বিনূন্। ২১। আম্ হাসিবাল্

বন্ধু। (২০) এটা (কোরআন) মানুষের জন্য দলীল, আর বিশ্বাসীদের জন্য পথ প্রদর্শক ও দয়া। (২১) আর যে সব

الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ

লাযী নাজ্ তারহুস্ সাইয়িয়া-তি আন্ নাজ্ 'আলাহুম্ কাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি

লোক মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, জীবন মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে আমি তাদের সেইসব লোকদের

২ ع ১০ ১৮ রুকু

سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٢٢ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ

সাওয়া — য়াম্ মাহ্‌ইয়া-হুম্ অ মামা-তুহুম্; সা — য়া মা-ইয়াহ্‌কুমূন্। ২২। অ খলাক্ব ল্লা-হুস্ সামা-ওয়া-তি

সমান মনে করব যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে? কত জঘণ্য তাদের সিদ্ধান্ত! (২২) আল্লাহ আকাশসমূহ ও

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

অল্ আর্‌দ্বোয়া বিল্ হাক্ব্ ক্বি অলিতুজ্ যা -কুল্লু নাফ্‌সিম্ বিমা-কাসাবাত্ অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্।

পৃথিবীকে হেকমতের সাথে সৃষ্টি করেছেন, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি বিনা জুলুমে যার যার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারে।

۝٢٣ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

২৩। আফারয়াইতা মানিত্তাখযা ইলা-হাহূ হাওয়া-হু অআদ্বোয়াল্লাহু ল্লা-হু 'আলা-'ইল্‌মিঁও অখতামা 'আলা-সাম্'ইহী

(২৩) আপনি কি দেখেছেন, যে প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ্ বানাল? আল্লাহ জেনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, কানে ও মনে মোহর

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

অ ক্বাল্‌বিহী অ জ্বা'আলা 'আলা-বাছোয়ারিহী গিশা-ওয়াহ্; ফামাইঁইয়াহ্‌দীহি মিম্ বা'দিল্লা-হ্; আফালা- তাযাক্কারূন্।

মেরে দিয়েছেন, চোখের ওপর রাখলেন পর্দা; সুতরাং আল্লাহর পরে কে তাকে পথ দেখাবে? এরপরও কি, উপদেশ নেবে না?

আয়াত-২১ঃ টীকা ঃ (১) পুনরুত্থান সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ধারণা, বৃক্ষচারার ন্যায় মানব-শিশু জন্মলাভ করে। এটি ক্রমশঃ বড় হয়ে শুকিয়ে যাওয়ার পর যেভাবে এর কাঠগুলো জ্বলে বা গলে মাটি হয়ে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে মানুষও বয়স বৃদ্ধির ফলে মরে মাটি হয়ে যায়। এর পর মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে ভাল-মন্দের শাস্তি বা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া বুঝে আসে না। এদের উত্তরে আল্লাহ বলেন, মূর্খের ন্যায় এটি তাদের আনুমানিক ধারণা। তারা কি দেখে না দুনিয়াতে হাকিমের বিরুদ্ধাচরণকারীরা কারাগার আর আনুগত্যকারীরা বৃত্তি ও জায়গীর ভোগ করছে? খোদার সৃষ্ট হাকিমের দরবারকে তারা তাঁর দরবার থেকে উৎকৃষ্ট মনে করল। দুনিয়ার বয়স সমাপ্তির পর নেক্কার ও বদকারদেরকে সৃষ্টি করে তাদের নেকী-বদীর বিচার না করে তাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দিবেন? কখনও না। (ইবঃ জঃ ও তাফঃ খাযেন)

﴿٢٤﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ

২৪। অ ক্বা-লূ মা-হিয়া ইল্লা- হাইয়া-তুনাদ্ দুন্ইয়া-নামূতু অনাহ্ইয়া-অমা-ইয়ুহ্লিকুনা ~ ইল্লাদ্ দাহ্রু
(২৪) আর অবিশ্বাসীরা বলে, পার্থিব জীবনই আসল, আমরা মরি আর বাঁচি। কালের প্রভাবেই আমাদের মৃত্যু এসে থাকে।

وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٥﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

অমা-লাহুম্ বিযা-লিকা মিন্ 'ইল্মিন্ ইন্ হুম্ ইল্লা-ইয়াজুন্নূ-ন্। ২৫। অ ইযা-তুত্লা-'আলাইহিম্ আ -ইয়া-তুনা-
এ'ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল ধারণার উপরই বলছে। (২৫) তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ

بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞

বাইয়্যিনা-তিম্ মা-কা-না হুজ্জাতাহুম্ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লু'তূ বিআ-বা — য়িনা ~ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
পাঠ করে শুনানো হয়, তখন তাদের এটা ব্যতীত কোন যুক্তি থাকে না যে, তারা শুধু বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষকে নিয়ে আস।

﴿٢٦﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

২৬। কুলিল্লা- হু ইয়ুহ্য়ীকুম্ ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম্ ছুম্মা ইয়াজ্মাউ'কুম্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি লা-রইবা ফীহি
২৬। আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচান, মারেন। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্র

ع ৩ ৫ ১৯ রুকু

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ

অলা-কিন্না আক্ছারা ন্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ২৭। অলিল্লা- হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; অ ইয়াওমা
করবেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না। (২৭) আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, বাতিল পন্থিরা

تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٨﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ

তাকুমুস্ সা-'আতু ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াখ্সারুল্ মুব্ত্বিলূন্। ২৮। অতারা- কুল্লা উম্মাতিন্ জ্বা-ছিয়াতান্ কুল্লু উম্মাতিন্
কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, (২৮) প্রত্যেক জাতিকে (ভয়ে) নতজানু দেখতে পাবেন, প্রত্যেককে তাদের আমলনামার দিকে

تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ

তুদ্'আ ~ ইলা-কিতা-বিহা-; আল্ইওয়ামা তুজ্ যাওনা মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ২৯। হা-যা- কিতা-বুনা-ইয়ান্ ত্বিক্বু
আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে। (২৯) এ আমলনামা আমার পক্ষ থেকে

عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

'আলাইকুম্ বিল্ হাক্ব্; ইন্না কুন্না-নাস্তান্সিখু মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৩০। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ
লেখা, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য বলবে, তোমাদের কর্ম দুনিয়াতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, (৩০) অতঃপর যারা ঈমান

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۞

অ আ'মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফাইয়ুদ্খিলুহুম্ রব্বুহুম্ ফী রহ্মাতিহ্; যা- লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ মুবীন্।
এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের রব স্বীয় করুণার মধ্যে শামিল করবেন, এটাই মহা সাফল্য।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قف اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ ٣١

৩১। অ আম্মাল্ লাযীনা কাফারূ আফালাম্ তাকুন্ আ-ইয়া-তী তুত্‌লা 'আলাইকুম্ ফাস্‌তাক্‌বার্ তুম্
(৩১) আর যারা কাফের তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নি? তোমরা তখন অহংকার করতে,

وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ٣٢ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ

অকুন্‌তুম্ ক্বওমাম্ মুজ্‌রিমীন্। ৩২। অ ইযা-ক্বীলা ইন্না ওয়া'দা ল্লা-হি হাক্বক্বুঁও অস্‌সা-'আতু
তোমরা ছিলে বড় পাপী। (৩২) আর যখন তোমাদের বলা হত আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য ও কেয়ামত নিঃসন্দেহ, তখন তোমরা

لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ لا اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ

লা-রইবা ফীহা-ক্বুল্‌তুম্ মা-নাদ্‌রী মাস্‌সা- 'আতু ইন্ নাজুন্নু ইল্লা-জোয়ায়ান্নাঁও অমা-নাহ্‌নু
বলতে, আমরা জানি না, কেয়ামত কি জিনিস? আমাদের মনে হচ্ছে এটা নিছক একটা ধারণা, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত

بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ

বিমুস্‌তাইক্বিনীন্। ৩৩। অবাদা লাহুম্ সাইয়িয়া-তু মা-'আমিলূ অ হা-ক্ব বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী
নই। (৩৩) আর তাদের সামনেই তাদের মন্দ কর্মসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে বিষয়ে তার বিদ্রূপ করত' সে বিষয়ই তাদেরকে

يَسْتَهْزِءُوْنَ ٣٤ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৩৪। অক্বীলাল্ ইয়াওমা নান্‌সা-কুম্ কামা-নাসীতুম্ লিক্বা — য়া ইয়াওমিকুম্ হা-যা-
বেষ্টন করবে। (৩৪) আর তাদেরকে বলা হবে, তোমাদেরকে আজ আমি ভুলে গেলাম, যেমন এ দিনের সাক্ষাতকে তোমরা ভুলে

وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ٣٥ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ

অমা''ওয়া কুমুন্না-রু অমা-লাকুম্ মিন্ না-ছিরীন্। ৩৫। যা -লিকুম্ বিআন্নাকু মুত্তাখায্‌তুম্ আ-ইয়া-তিল্
গিয়েছিলে। আর আজ তোমাদের স্থান জাহান্নাম, তোমরা তোমাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না, (৩৫) কেননা, তোমরা

اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ع فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا

লা-হি হুযুওয়াঁও ওয়া গর্‌রত্‌কুমুল্ হাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া-ফাল্‌ইয়াওমা লা-ইয়ুখ্‌রজূনা মিন্‌হা-
আল্লাহর আয়াতে বিদ্রূপ করতে, পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল। আজ তোমাদেরকে আগুন হতে বের করা হবে না,

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ٣٦ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ

অলা-হুম্ ইয়ুস্‌তা'তাবূন্। ৩৬। ফালিল্লা-হিল্ হাম্‌দু রব্বিস্ সামা-ওয়া-তি অরব্বিল্ আর্‌দ্বি রব্বিল্
তোমাদের কোন ওযরও গৃহীত হবে না। (৩৬) অনন্তর আসমানসমূহ ও যমীনের রব, বিশ্ব ভূবনের রব আল্লাহরই জন্য

الْعٰلَمِيْنَ ٣٧ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ص وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'আ-লামীন্। ৩৭। অলাহুল্ কিব্‌রিয়া — য়ু ফিস্ সামা-অ-তি অল্ আর্‌দ্বি অহুঅল্ 'আযীযুল্, হাকীম্।
সকল প্রশংসা। (৩৭) আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে, আর তিনি মহাপরাক্রামশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪ ع ১১ ২০ রুকু

সূরা আহ্‌ক্বা-ফ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৫
রুকূ ঃ ৪

পারা ২৬

حٰمٓ ۝١ تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِيۡزِ الۡحَكِيۡمِ ۝٢ مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ

১। হা-মী — ম্। ২। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্। ৩। মা-খলাক্ব্‌নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্
(১) হা মীম, (২) এ কিতাব পরাক্রামশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) আমি যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি

الۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا عَمَّاۤ

আর্‌দ্বোয়া অমা- বাইনাহুমা ~ ইল্লা-বিল্ হাক্ব্‌ক্বি অআজালিম্ মুছাম্মান্ অল্লাযীনা কাফারূ 'আম্মা ~
আসমানসমূহ ও যমীনকে এবং মধ্যকার সবকিছু হেকমতের সাথে নির্দিষ্ট কালের জন্য। আর যারা কাফের তাদেরকে এ বিষয়ে

اُنۡذِرُوۡا مُعۡرِضُوۡنَ ۝٣ قُلۡ اَرَءَيۡتُمۡ مَّا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَرُوۡنِىۡ مَاذَا

উন্‌যিরূ মু'রিদ্বূন্। ৪। ক্বুল্ আরয়াইতুম্ মা- তাদ্‌'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি আরূনী মা-যা-
সতর্ক করা হলে তা হতে তারা বিমুখ হয়ে থাকে। (৪) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ব্যাপারে

خَلَقُوۡا مِنَ الۡاَرۡضِ اَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِیۡتُوۡنِىۡ بِكِتٰبٍ مِّنۡ

খলাক্ব্‌ মিনাল্ আর্‌দ্বি আম্ লাহুম্ শিরকুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-ত্; ঈতূনী বিকিতা-বিম্ মিন্
ভেবে দেখেছ কি? তারা কি যমীনে কিছু সৃষ্টি করেছে, আর না আকাশে তাদের কোন অংশ আছে? আমার নিকট তোমরা হাযির

قَبۡلِ هٰذَاۤ اَوۡ اَثٰرَةٍ مِّنۡ عِلۡمٍ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ۝٤ وَمَنۡ اَضَلُّ مِمَّنۡ يَّدۡعُوۡا

ক্বব্‌লি হা-যা ~ আও আছা-রাতিম্ মিন্ 'ইল্‌মিন্ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৫। অমান্ আদ্বোয়াল্লু মিম্মাঁই ইয়াদ্‌'উ
কর,তোমাদের নিকট পূর্বের কোন কিতাব বা জ্ঞানের নিদর্শন থেকে থাকলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) তার চাইতে বেশি

مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَنۡ لَّا يَسۡتَجِيۡبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ وَهُمۡ عَنۡ دُعَآئِهِمۡ غٰفِلُوۡنَ

মিন্ দূনিল্লা-হি মাল্ লা-ইয়াস্‌তাজ্বীবু লাহূ ~ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি অহুম্ 'আন্ দু'আ — য়িহিম্ গাফিলূন্।
বিভ্রান্ত আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাকে ডাকে,কেয়ামত পর্যন্ত তা সাড়া দেবে না? তাদের দোয়া সম্পর্কে এরা বেখবর।

۝٥ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوۡا لَهُمۡ اَعۡدَآءً وَّكَانُوۡا بِعِبَادَتِهِمۡ كٰفِرِيۡنَ ۝٦ وَاِذَا تُتۡلٰى

৬। অ ইযা-হুশিরান্না-সু কা-নূ লাহুম্ আ'দা — য়াঁও অকা-নূ বি'ইবা-দাতিহিম্ কা-ফিরীন্। ৭। অ ইযা-তুত্‌লা-
(৬) আর মানুষের হাশর হলে ওইগুলোই তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতও অস্বীকার করবে। (৭) আর যখন

আয়াত-৪ ঃ অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে রাসূল, আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা যে সকল দেব-দেবী ও প্রস্তর-মূর্তির পুজা করছে, তাদেরকে কি তারা কখনও দেখেছে? আপনি কাফেরদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করুন তাদের অলীক উপাস্যরা দুনিয়ায় কি সৃষ্টি করেছে এবং আকাশে তাদের আধিপত্যের কোন নিদর্শন আছে কি? অথবা আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের উপাস্যদের সম্বন্ধে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে কোন প্রমাণ কিংবা জ্ঞান ও যুক্তির কোন নিদর্শন থাকলে, তা আমাকে দেখাও। বলা বাহুল্য অবিশ্বাসী মুশরিকরা এতদ্‌সম্বন্ধে কোনই যুক্তি বা প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা- বাইয়ি-না-তিন্ ক্ব-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্হাক্ব্কি লাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ হা-যা-সিহ্রুম্ মুবীন্।
তাদেরকে আয়াত শ্রবণ করানো হয়, যখন তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন এ কাফেররা বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ ⑧

৮। আম্ ইয়াক্বূলূনাফ্তার-হু; ক্বুল্ ইনিফ্ তারইতুহূ ফালা- তাম্লিকূনা লী মিনাল্লা-হি শাইয়া-;
(৮) বা তারা কি এরূপ বলে, সে রচনা করেছে। বলুন, আমি রচনা করলে তোমরা আমাকে আল্লাহ হতে বাঁচাতে

هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا ۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ

হুওয়া আ'লামু বিমা-তুফীদ্বূনা ফীহ্; কাফা-বিহী শাহীদাম্ বাইনী অ-বাইনাকুম্; অহুওয়াল্ গফূরুর
পারবে না, তোমাদের বক্তব্য তিনি জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী আর তিনি পরম ক্ষমাশীল,

الرَّحِيْمُ ⑨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا

রহীম্। ৯। ক্বুল্ মা-কুন্তু বিদ্আ'ম্ মিনার্ রুসুলি অমা ~ আদ্রী মা-ইয়ুফ্'আলু বী অলা-
পরম দয়ালু। (৯) আপনি তাদের বলে দিন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই, আমার ও তোমাদের ভবিষ্যৎ আমি জানি না,

بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑩ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

বিকুম্; ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা-মা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা অমা ~ আনা ইল্লা-নাযীরুম্ মুবীন্ । ১০। ক্বুল্ আরয়াইতুম্
প্রত্যাদেশ পালনই আমার কাজ, আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।(১০) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি?

اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى

ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি অকাফার্তুম্ বিহী অশাহিদা শা-হিদুম্ মিম্ বানী ~ ইস্র — ঈলা 'আলা-
যদি এটা আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়ে থাকে আর তা তোমরা অমান্য কর, আর বনী ইস্রাঈলের একজন সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান

১ ع ১০ ১ রুকু

مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑪ وَقَالَ الَّذِيْنَ

মিছ্লিহী ফাআ-মানা অস্তাক্বারতুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১১। অক্ব-লাল্লাযীনা
আনলো আর তোমরা কুফ্রী করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের হেদায়েত প্রদান করেন না। (১১) আর যারা কাফের তারা

كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ

কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ লাও কা-না খাইরাম্ মা-সাবাক্বূনা ~ ইলাইহ্;অ ইয্ লাম্ ইয়াহ্তাদূ বিহী
যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, এটা ভাল হলে তারা আমাদের আগে গ্রহণ করতে পারত না। আর যখন তারা

فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ⑫ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا

ফাসাইয়াক্বূলূনা হা-যা ~ ইফ্কুন্ ক্বদীম্। ১২। অমিন্ ক্ববলিহী কিতা-বু মূসা ~ ইমা-মাওঁ অরহ্মাহ্; অহা-যা-
হেদায়াত পেল না, তখন তারা বলল, এটা প্রাচীন মিথ্যা। (১২) আর এর পূর্বে তো মূসার কিতাবে আদর্শ ও দয়া ছিল এবং

كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ

কিতা-বুম্ মুছোয়াদ্দিক্কু-ল্ লিসা-নান্ আ'রাবিয়্যাল্ লিইয়ুন্যিরাল্ লাযীনা জোয়ালামূ অবুশ্রা-লিল্মুহ্সিনীন।
এ কিতাব তার সত্যতা বর্ণনা করে আরবী ভাষায়, যেন জালিমদেকে ভয় প্রদর্শন করে, পুণ্যবানদের দেয়া সুখবর।

(١٣) إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

১৩। ইন্নাল্লাযীনা ক্বা-লূ রব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাস তাক্বা-মূ ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্
(১৩) নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব তো আল্লাহ এবং পরে তাতে অটল থাকে: (পরকালে) তাদের নেই কোন ভয়,

يَحْزَنُوْنَ (١٤) أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ইয়াহ্যানূন্। ১৪। উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জান্নাতি খ-লিদীনা ফী হা জ্বাযা — য়াম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।
তারা চিন্তিতও হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতবাসী, আর সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, এটাই হল তাদের পাওনা।

(١٥) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَ

১৫। অ ওয়াছ্ছোয়াইনাল্ ইন্সা-না বিওয়া-লিদাইহি ইহ্সা-না-; হামালাত্হু উম্মুহূ কুর্হাঁও অ
(১৫) মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করলাম, তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে ও অতি

حَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۖ حَتّٰٓى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ

অদ্বোয়া আ'তহু কুর্হা; অ হাম্লুহূ অফিছোয়া-লুহূ ছালা-ছূনা শাহ্রা-; হাত্তা ~ ইযা-বালাগা আশুদ্দাহূ অ বালাগা আর্বা'ঈনা
কষ্টে প্রসব করে; গর্ভ ধারণ ও স্তন্যদানে ত্রিশমাস সেখানে সময় লাগে, ফলে পূর্ণ শক্তি পেয়ে যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশে

سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى

সানাতান্ ক্বা-লা রব্বি আওযি'নী ~ আন্ আশ্কুরা নি'মাতাকাল্লাতী ~ আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা অ'আলা-
পৌছে; তখন বলে, হে আমার রব! নেয়ামতের শুকরিয়া করতে আমাকে শক্তি প্রদান কর, যা আমাকে ও পিতা মাতাকে

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ إِنِّيْ

ওয়া-লিদাইয়্যা অআন্ 'আমালা ছোয়া-লিহান তার্দ্বোয়া-হু অআছ্লিহ্ লী ফী যুর্রিয়্যাতী; ইন্নী
দিয়েছ। আর তোমার পছন্দসই আমল যেন করতে পারি, আর আমাকে যোগ্য সন্তান-সন্ততি প্রদান কর। আমি তোমার

শানেনুযূলঃ আয়াত-১১ ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর যনীন নামক বাঁদিটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এতে তিনি তাকে খুব প্রহার করতে ছিলেন। তখন কুরাঈশের কাফেররা বলতে ছিল; ইসলামে যদি কোন কল্যাণ থাকত তবে আমাদের ন্যায় জ্ঞানী, গুণী ও সম্ভ্রান্তদের অপেক্ষা এ ইতর শ্রেণীর লোকেরা সে বিষয়ে অগ্রণী কিরূপে হত? এ পেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযীল হয়।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫ঃ এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্বন্ধে রাসূল (ছঃ)-এর প্রতি যখন নাযীল হয়েছে। তাঁর বয়স তখন আঠার বছর, তখন তিনি রাসূল (ছঃ) এর সাথে সিরিয়া সফর করেন। সেখানে তিনি একটি কুল বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) পার্শ্ববর্তী এক গীর্জার পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। পাদ্রী তাঁকে মুহাম্মদ (ছঃ)-এর নবী হওয়ার সংবাদ দিলেন। তখন হতেই তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও আসক্ত হন এবং সর্বদা স্বদেশে বিদেশে রাসূল (ছঃ)-এর সাথী হয়ে থাকেন। এমনকি মৃত্যুর পরও প্রিয়নবীর সমাধি কক্ষেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। হুযূর (ছঃ) যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, তখন বয়স্কদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং দু' বছর পর তিনি আপন মাতা-পিতা ও সন্তান সন্ততিদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, যা কুরআনের আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, সাহাবাদের মধ্যে একমাত্র হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন যে, তিনি নিজে এবং মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি সকলেই ইসলামের আলোকে আলোকিত হন।

تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ

তুব্তু ইলাইকা অইন্নী মিনাল্ মুস্লিমীন্'। ১৬। উলা — য়িকাল্লাযীনা নাতাক্বাব্বালু 'আন্হুম্ আহ্সানা

অভিমুখী, এবং নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম। (১৬) এরা সেসব লোক যাদের সৎকর্মসমূহ আমি গ্রহণ করি, এবং

مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ

মা-'আমিলূ অ নাতাজ্বা-ওয়াযু 'আন্ সায়িয়া-তিহিম্ ফী আছ্হা-বিল্ জ্বান্নাহ্; ওয়া'দাছ্ ছিদ্ক্বিল্ লাযী

তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিব, এরাই জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্য

كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٧﴾ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ

কা-নূ ইয়ূ'আদূন্। ১৭। অল্লাযী ক্ব-লা লিওয়া-লিদাইহি উফ্ফিল্ লাকুমা ~ আতাই'দা-নিনী ~ আন্

প্রমাণিত হবে। (১৭) আর যে তার মাতা-পিতাকে বলে, তোমাদের জন্য পরিতাপ! আমাকে কি বল যে, আমি পুনরুত্থিত হব,

اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ

উখ্রজ্বা অক্বদ্ খলাতিল্ ক্বুরূনু মিন্ ক্বব্লী অহুমা-ইয়াস্তাগীছানি ল্লা-হা অইলাকা আ-মিন্

অথচ আমার পূর্বে বহু যুগ অতীত হয়ে গেল? তারা ফরিয়াদ করে বলে যে, তোমার সর্বনাশ হোক, ঈমান আনয়ন কর।

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨﴾ اُولٰٓئِكَ

ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্ক্বুন্ ফাইয়াক্বূলু মা- হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউয়্যালীন্। ১৮। উলা — য়িকাল্

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তারা বলে, এটা পূর্বেকার উপকথা।(১৮) এরা সেসব লোক যাদের ব্যাপারে আযাবের বাণী

الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ؕ

লাযীনা হাক্বক্বা 'আলাইহিমুল্ ক্বওলু ফী ~ উমামিন্ ক্বদ্ খলাত্ মিন্ ক্বব্লিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্ইন্স্;

সাব্যস্ত হয়ে আছে সেসব উম্মতদের সাথে, যারা এদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে জিন ও মানুষের মধ্য হতে, তারাই

اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٩﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ

ইন্নাহুম্ কা-নূ খ-সিরীন্। ১৯। অলিকুল্লিন্ দারজ্বা-তুম্ মিম্মা- 'আমিলূ অলিইয়ুওয়াফ্ফিয়াহুম্ 'আমা-লাহুম্

ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১৯) আর প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্ম অনুযায়ী হবে, যেন তারা তাদের কর্মফল পায়, তাদের উপর কোন

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ

অহুম্ লা-ইয়ুজ্লামূন্। ২০। অইয়াওমা ইয়ু'রাদ্বুল্লাযীনা কাফারূ 'আলা ন্না-র্; আয্হাব্তুম্

জুলুম করা হবে না। (২০) আর যারা কাফের তাদেরকে যেদিন দোযখের নিকট আনয়ন করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে,

طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

ত্বোয়াইয়িবা- তিকুম্ ফী হা-ইয়া-তিকুমুদ্ দুন্ইয়া-অস্তাম্তা'তুম্ বিহা-ফাল্ইয়াওমা তুজ্ব্যাওনা

তোমরা তো পার্থিব জীবনে তোমাদের সুখ ও উপভোগের বস্তুসমূহ উপভোগ করেছিল। অতএব আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক

عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ☆

ع ٤٠ ٢ — ২ রুকু

'আযা-বাল্ হূনি বিমা- কুন্তুম্ তাস্তাক্বিরূনা ফিল্ আরদ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ক্বি অ বিমা- কুন্তুম্ তাফ্সুক্বূ-ন্।
শাস্তি প্রদান করা হবে, কেননা, তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা অবাধ্যাচারণকারী ছিলে।

﴿٢١﴾ وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۗ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ

২১। অয্কুর্ অখ-'আদ্;-ইয্ আন্যার ক্বওমাহূ বিল্আহ্ক্ব-ফি অ ক্বদ্ খলাতিননুযুরু মিম্ বাইনি
(২১)(হে নবী!) আর আপনি আদের ভ্রাতা হুদকে স্মরণ করুন, যার পূর্বে ও পরে সতর্ককারী এসে আহ্কাফবাসীকে সতর্ক

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

ইয়াদাইহি অমিন্ খল্ফিহী ~ আল্লা-তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ইন্নী ~ আখ-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা
করেছিল যে, তোমরা 'আল্লাহকে ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না, তোমাদের জন্য আমি এক ভয়াবহ কঠিন শাস্তির আশঙ্কা

يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢٢﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا

ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ২২। ক্ব-লূ ~ আজ্বি''তানা- লিতা'ফিকানা-'আন্ আ-লিহাতিনা-ফা''তিনা-বিমা-
করছি। (২২) তারা বলল, তুমি কি এসেছ আমাদেরকে আমাদের দেবতা হতে বিচ্ছিন্ন করতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও,

تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ

তা'ইদুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ২৩। ক্ব-লা ইন্নামাল্ 'ইল্মু 'ইন্দা ল্লা-হি অ উবাল্লিগুকুম্
তবে প্রতিশ্রুত বিষয় নিয়ে আস।(২৩) বলল, এর জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে যা আমি পেয়েছি তাই তোমাদেরকে পৌছিয়েছি।

مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا

মা ~ উরসিল্তু বিহী অলা-কিন্নী ~ অর-কুম্ ক্বওমান্ তাজ্হালূন্। ২৪। ফালাম্মা রয়াওহু 'আ-রিদোয়াম্
কিন্তু আমি তোমাদেরকে তো অজ্ঞই দেখছি। (২৪) অতঃপর যখন উপত্যকায় মেঘ দেখল, তখন তারা বলতে লাগল,

مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۗ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۗ

মুস্তাক্ববিলা আওদিয়াতিহিম্ ক্ব-লূ হা-যা 'আ-রিদুম্ মুম্ত্বিরুনা-; বাল্ হুওয়া মাস্তা'জ্বাল্তুম্ বিহ্;
এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে, বলল, এটা তো তা-ই যা তোমরা জলদি চেয়েছিলে, এ এক প্রচণ্ড ঝড়,

رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى

রীহুন্ ফীহা-'আযা-বুন্ আলীম্। ২৫। তুদাম্মিরু কুল্লা শাইয়িম্ বিআম্রি রব্বিহা-ফাআছ্বাহূ লা-ইয়ূর ~
এতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। (২৫) ওটা স্বীয় রবের নির্দেশে সব ধ্বংস করবে। তারা এমনভাবে ধ্বংস হল যে, ঘর বাড়ি ছাড়া আর

اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ ☆

ইল্লা-মাসা-কিনুহুম্; কাযা-লিকা নাজ্বযিল্ ক্বওমাল্ মুজ্‌রিমীন্। ২৬। অলাক্বদ্ মাক্কান্না-হুম্ ফীমা ~
কিছুই দৃষ্টি গোচর হয়নি। পাপীদেরকে আমি এরূপ শাস্তিই প্রদান করে থাকি। (২৬) আর তাদেরকে যতটুকু প্রতিষ্ঠিত করেছি,

إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ

ইম্মাক্কান্না-কুম্ ফীহি অজ্বা'আল্না-লাহুম্ সাম্'আওঁ অ আব্ছোয়া-রঁও অআফ্য়িদাতান্ ফামা ~ আগ্না

আপনাকে তা করি নি। আমি তাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর (সব কিছুই) প্রদান করেছিলাম, কিন্তু তাদের এ কান, চোখ ও অন্তর

عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ

'আন্হুম্ সাম্উ'হুম্ অলা ~ আব্ছোয়া-রুহুম্ অলা ~ আফ্য়িদাতুহুম্ মিন্ শাইয়িন্ ইয্ কা-নূ ইয়াজ্ব্ হাদূনা

আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বীকার না করার কারণে তা তাদের কোন কাজে লাগতে পারে নি। যে বিষয় নিয়ে তারা বিদ্রূপ

بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অহা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ২৭। অ লাক্বদ্ আহ্লাক্না-

করত সে বিষয় এসেই তাদেরকে বেষ্টন করল। (২৭) আর আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের আশ-পাশের বস্তিসমূহকে।

ع ৩ ৬ ৩ রুকু

مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَوْلَا

মা-হাওলাকুম্ মিনাল্ ক্বুরা-অছোয়ার্‌রফ্নাল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ারজ্বি'উন্। ২৮। ফালাওলা

আর আমি বারবার আয়াত বিবৃত করেছি, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২৮) অনন্তর তাদেরকে কেন সাহায্য করল না

نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ

নাছোয়ার হুমুল্লাযী নাত্ তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি ক্বুর্‌বা-নান্ আ-লিহাহ্; বাল্ দ্বোয়াল্লূ 'আন্হুম্

তাদের আল্লাহ ছাড়া যে সব উপাস্যের উপাসনা তরা করত। বরং তারা অদৃশ্য হয়ে গেল, আর এটা ছিল তাদের অলীক

وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ

অযা-লিকা ইফ্কুহুম্ অমা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ২৯। অইয্ ছোয়ারফ্না ~ ইলাইকা নাফারম্ মিনাল্

মিথ্যারই পরিণাম ফল। (২৯) আর একদল জিনকে আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছি, তারা কোরআন পড়া শ্রবণ

الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ

জ্বিন্নি ইয়াস্ তামি'উনাল্ ক্বুর্‌আ-না ফালাম্মা- হাদ্বোয়ারূহু ক্বা-লূ ~ আন্‌ছিতূ ফালাম্মা-কুদ্বিয়া অল্লাওঁ ইলা-

করত, আসলে তার পরস্পরকে বলত, "নীরবে শ্রবণ কর"। শেষ হলে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তারা সতর্ককারী রূপে

قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ

ক্বওমিহিম্ মুন্‌যিরীন্। ৩০। ক্বা-লূ ইয়া-ক্বওমানা ~ ইন্না-সামি'না-কিতা-বান্ উন্‌যিলা মিম্ বা'দি মূসা-

প্রত্যাগমন করত। (৩০) তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমরা এমন কিতাব শ্রবণ করেছি

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ☆

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি ইয়াহ্দী ~ ইলাল্ হাক্ব্ক্বি অইলা-ত্বোয়ারী ক্বিম্ মুস্তাক্বীম্।

যা মূসার পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তার পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক, সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করে।

يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ وَآمِنُوا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم ﴿٣١﴾

৩১। ইয়া-ক্বওমানা ~ আজ্বীবূ দা-ইয়াল্লা-হি অ আ-মিনূ বিহী ইয়াগ্‌ফিরলাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্ অ ইয়ুজ্বিরকুম্

(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া প্রদান কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন,

مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ

মিন্ আযা-বিন্ আলীম্। ৩২। অ মাল্ লা-ইয়ুজ্বিব্ দা-'ইয়াল্লা-হি ফালাইসা বিমু'জ্বিযিন্ ফিল্ আর্‌দ্বি

এবং কঠিন শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) আর যে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া না দেয়, সে পৃথিবীতে (আল্লাহকে)

وَلَيْسَ لَهٗ مِن دُونِهٖٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُولٰٓئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

অলাইসা লাহূ মিন্ দূনিহী ~ আওলিয়া— য়্; উলা ~ য়িকা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৩৩। আওয়ালাম্ ইয়ারও

ব্যর্থকারী হবে না। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। তারাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (৩৩) তারা কি

أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ

আন্না ল্লা-হাল্ লাযী খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অলাম্ ইয়া'ইয়া বিখল্‌ক্বিহিন্না বিক্ব-দিরিন্।

লক্ষ্য করে দেখ না যে, আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং ওদের সৃষ্টি করতে তিনি কোন ক্লান্তি

عَلٰٓى أَن يُحْـِۧيَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَيَوْمَ

'আলা ~ আইঁ ইয়ুহ্ ইয়িইয়াল্ মাউতা- বালা ~ ইন্নাহূ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৩৪। অইয়াওমা

অনুভব করেন নি, আর তিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম? অবশ্যই তিনিই সর্বশক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে

يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ

ইয়ু'রাদ্বু্ল্ লাযীনা কাফারূ 'আলান্না-র্; আলাইসা হা-যা-বিল্‌হাক্ব্;ক্ব-লূ বালা-অ রব্বিনা-;

আগুনের পাশে নিয়ে বলা হবে যে, (হে অবিশ্বাসীরা!) এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, নিশ্চয়, আমাদের রবের কসম।

قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا

ক্ব-লা ফাযূ ক্বূ-ল্ 'আযা-বা বিমা-কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ৩৫। ফাছ্‌বির্ কামা-ছোয়াবারা উলুল্

(ফেরেশতারা) বলবে, কুফ্‌রীর কারণে তোমরা আযাব ভোগ করো। (৩৫) অতএব (হে নবী!) আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন

الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ

'আয্‌মি মিনার্ রুসুলি অলা-তাস্‌তা'জ্বিল্ লাহুম্; কায়ান্নাহুম্ ইয়াওমা ইয়ারওনা মা-ইয়ূ'আদূনা লাম্

দৃঢ় সংকল্প রাসূলদের মত। প্রতিশোধ গ্রহণে তাড়াহুড়ো করবেন না। যেদিন প্রতিশ্রুত বিষয় তারা দর্শন করবে, তখন তাদের

يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

ইয়াল্‌বাছু ~ ইল্লা-সা-'আতাম্ মিন্ নাহা-র্; বালা-গুন্ ফাহাল্ ইয়ুহ্‌লাকু ইল্লাল্ ক্বওমুল্ ফা-সিক্বূন্

মনে হবে দিনের সল্প সময়ই তারা অবস্থান করেছে। এটা ঘোষণা দেয়া মাত্র, সত্যত্যাগীদেরকেই ধ্বংস করা হবে।

৪ রুকু ৪ • এক চতুর্থাংশ

সূরা মুহাম্মদ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৮
রুকূ ঃ ৪

(১) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (২) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ

১। আল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি আদ্বোয়াল্লা আ'মা-লাহুম্ ২। অল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া

(১) যারা কুফ্‌রী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন, (২) আর যারা ঈমান আনে,

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ

আ'মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ওয়া আ-মানূ বিমা-নুয্‌যিলা 'আলা-মুহাম্মাদিঁও অহুওয়াল্ হাক্কু মির্ রব্বিহিম্ কাফ্‌ফারা

নেক কাজ করে ও মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে, তা তাদের রবের পক্ষ হতে সত্য; তিনি তাদের গুনাহসমূহ

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (৩) ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ

'আন্‌হুম্ সাইয়্যিয়া-তিহিম্ অআছ্‌লাহা বা-লাহুম্। ৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লাযীনা কাফারূ ত্তাবা'উল্ বা-ত্বিলা অআন্নাল্

মাফ করবেন ও তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৩) কেননা, যারা কুফ্‌রী করে, বাতিলের আনুগত্য করে, আর যারা ঈমান আনে,

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ *

লাযীনা আ-মানুত্ তাবা'উল্ হাক্ক্বা মির্ রব্বিহিম্; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবু ল্লা-হু লিন্না-সি আম্‌ছা-লাহুম্।

তারা তো তাদের রবের দেয়া সত্যের আনুগত্য করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।

(৪) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا

৪। ফাইযা-লাক্বীতুমু ল্লাযীনা কাফারূ ফাদ্বোয়ার্‌বার রিক্বা-ব্; হাত্তা ~ ইযা ~ আছখান্‌তুমূহুম্ ফাশুদ্দুল্

(৪) সুতরাং তোমরা যদি কাফেরদের মুখোমুখি হও তবে তাদের ঘাড়ে আঘাত করে যখন তাদেরকে পরাভূত করবে তখন

الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

অছা-ক্ব ফাইম্মা-মান্নাম্ বা'দু অইম্মা-ফিদা — য়ান্ হাত্তা-তাদ্বোয়া'আল্ হার্‌বু আওযা-রহা-

তাদেরকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলবে। পরে হয় তাদের প্রতি দয়া কর, না হয় মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দাও। যতক্ষণ না যুদ্ধে তারা

ذَٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ

যা-লিক্; অ লাও ইয়াশা — য়ু ল্লা-হু লান্‌তাছোয়ারা মিন্‌হুম্ অলা-কিল্ লিইয়াব্‌লুওয়া বা'দ্বোয়াকুম্ বিবা'দ্ব; অল্লাযীনা

তাদের অস্ত্র সংবরণ করে। এটাই; আল্লাহ চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারেন; কিন্তু তিনি একজনকে দিয়ে অন্যজনকে পরীক্ষা করেন,

আয়াত-২ ঃ প্রথম যুগে সকল মানুষ একই শরীয়ত মানতে বাধ্য ছিল না। বর্তমান দুনিয়ার সকল মানুষ একই শরীয়তের আওতাধীন, এখন সত্য ধর্ম একমাত্র ইসলামই। ভাল-মন্দ সব কাজ মুসলমানও করে এবং কাফিরও করে। কিন্তু খাঁটি ধর্মাবলম্বীদের নেক কাজ স্থায়ী থাকে, আর অন্যায় কাজ ক্ষমাযোগ্য। আর যারা খাঁটি ধর্মের অনুসারী নয়, তাদের শাস্তি হল, তাদের নেক কাজ বাতিল, আর শাস্তি আবশ্যম্ভাবী (মুঃ কোঃ)

আয়াত-৩ ঃ শিরক ও কুফর বাতিল, তাওহীদ ও ঈমান সঠিক। অর্থাৎ কাফিরদের আমল এ কারণে বিনষ্ট যে, তারা মিথ্যার পিছনে চলেছিল। শিরক পছন্দ করল, আর অবাধ্যতায় পড়ে থাকল। পক্ষান্তরে মু'মিনদের অন্যায়সমূহ বিদূরীত করলেন, হক ও ন্যায়ের অনুসরণ করলেন। আল্লাহ এর আদেশ মান্য করেছিলেন, তাওহীদ ও ঈমান পছন্দ করে নেক কাজ করছিলেন। (ফতঃ বয়াঃ)

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٥ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

কু্তিলূ ফী সাবীলি ল্লা-হি ফালাইঁ ইয়ুদ্বিল্লা আ'মা-লাহুম্। ৫। সাইয়াহ্দীহিম্ অইয়ুছলিহু বা-লাহুম্।

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের কর্ম তিনি কখনও নষ্ট করেন না। (৫) তিনি তাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তাদের অবস্থা ভাল করেন।

۝٦ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

৬। অইয়ুদ্খিল্ হুমুল্ জ্বান্নাতা 'আর্‌রফাহা-লাহুম্। ৭। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্ তান্ছুরু ল্লা-হা ইয়ান্ছুর্‌কুম্

(৬) আর জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়েছেন। (৭) হে মু'মিনরা! যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তিনিও তোমাদের

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٩ ذَٰلِكَ

অ ইয়ুছাব্বিত্ আক্বদা-মাকুম্। ৮। অল্লাযীনা কাফারূ ফাতা'সা ল্লাহুম্ অআদ্বোয়াল্লা আ'মা-লাহুম্। ৯। যা-লিকা

সাহায্য করবেন, তাদের পা দৃঢ় করবেন। (৮) আর কাফেরদের জন্য দুর্ভোগ, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন। (৯) কেননা, আল্লাহর

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝١٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

বিআন্নাহুম্ কারিহূ মা ~ আন্‌যালা ল্লা-হু ফাআহ্‌বাত্বোয়া আ'মা-লাহুম্। ১০। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্‌দ্বি

যা নাযিল করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করবেন। (১০) তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে দেখে নি

فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ

ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না আ'ক্বিবাতুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম; দাম্মারল্লা-হু 'আলাইহিম্ অলিল্‌কা-ফিরীনা

যে, তাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গিয়েছে তাদের পরিণতি কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর কাফেরদের

أَمْثَالُهَا ۝١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

আম্‌ছা-লুহা-। ১১। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা মাওলাল্ লাযীনা আ-মানূ অআন্নাল্ কা-ফিরীনা লা-মাওলা-লাহুম্।

জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (১১) তা এ কারণে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু, আর কাফেরদের কোন বন্ধু নেই।

ع ١ ١١ ৫ রুকু

۝١٢ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

১২। ইন্না ল্লা-হা ইয়ুদ্‌খিলুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্‌রী মিন্

(১২) নিশ্চয়ই আল্লাহ দাখিল করবেন সে সব লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পুণ্যবান, এমন

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-র্; অল্লাযীনা কাফারূ ইয়াতামাত্তাউ'না অ ইয়া''কুলূনা কামা-তা''কুলুল্ আন্‌আ''মু

জান্নাতে যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। আর যারা কাফের তারা ভোগে মগ্ন থেকেছে, জন্তুরা যে ভাবে খেত সেভাবে খেত,

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝١٣ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي

অন্না-রু মাছ্‌ওয়াল্লাহুম্। ১৩। অকায়াইঁয়িম্ মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিন্ হিয়া আশাদ্দু কু্‌ওয়াতাম্ মিন্ ক্বর্‌ইয়াতিকাল্ লাতী ~

তাদের আবাস জাহান্নাম। (১৩) আর বহু জনপদ এমনি ছিল্ যা আপনার এ জনপদ অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।

أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑭ أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ

আখ্‌রজ্বাত্‌কা আহ্‌লাক্‌না-হুম্ ফালা- না-ছিরলাহুম্। ১৪। আফামান্ কা-না 'আলা-বাইয়্যিনাতিম্ মির্ রব্বিহী কামান্

সেখান থেকে বের করেছে তাদেরকে ধ্বংস করেছি, সাহায্যকারী ছিল না।(১৪) যে রবের প্রমাণের ওপর আছে, সে কি

زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ⑮ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ

যুইয়্যিনা লাহূ সূ — য়ু 'আমালিহী অত্তাবা'উ ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্। ১৫। মাছালুল্ জ্বান্নাতি ল্লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূন্;

তার ন্যায় যার নিকট কুকর্ম পছন্দনীয় এবং যে প্রবৃত্তির অনুগামী?(১৫) মুত্তাকীদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের উদাহরণ হল, তাতে

فِيْهَآ أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ

ফীহা ~ আন্‌হা-রুম্ মিম্ মা — য়িন গইরি আ-সিনিন্ অআন্‌হা-রুম্ মিল্লাবানিল্লাম্ ইয়াতাগাইয়ার্ ত্বোয়া'মুহূ

রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হবার নয়, আর এমন দুধের ঝর্ণাসমূহ যারা পান করবে তাদের জন্য

وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا

অআন্‌হা-রুম্ মিন্ খম্‌রিল লায্‌যাতিল্লিশ্-শা রিবীনা অআন্‌হা-রুম্ মিন্ 'আসালিম্ মুছোয়াফ্‌ফা; অলাহুম্ ফীহা-

অত্যন্ত সুস্বাদু পানের ঝর্ণা, সেখানে তাদের জন্য থাকবে স্বচ্ছ মধুর ঝর্ণাসমূহ, বিভিন্ন ফল ও তাদের রবের ক্ষমা। আর

مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً

মিন্ কুল্লিছ্ ছামার-তি অমাগ্‌ফিরতুম্ মির্ রব্বিহিম্; কামান্ হুওয়া খ-লিদূন্ ফিন্না-রি অসুকূ মা — য়ান্

মুত্তাকিরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের ন্যায়, যারা অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং গরম পানীয় দ্বারা যাদের

حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ⑯ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى إِذَا خَرَجُوْا مِنْ

হামীমান্ ফাক্বত্বত্বো'আ আম্'আ — য়াহুম্। ১৬। অমিন্‌হুম্ মাইঁ ইয়াস্‌তামি'উ, ইলাইকা হাত্তা ~ ইযা-খারাজু মিন্

নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন করবে? (১৬) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার কথা শুনে, আর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে জ্ঞানীদের

عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۟ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ

'ইন্দিকা ক্বা-লূ লিল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্‌মা মা-যা- ক্বা-লা আ-নিফান্ উলা — য়িকাল্ লাযীনা ত্বোয়াবা'আ ল্লা-হু

নিকট গমন করে, তখন বলে, সে কি বলেছে? এরাই সেই দল যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন,

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ⑰ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ

'আলা-কুলূ বিহিম্ অত্তাবাউ' ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্। ১৭। অল্লাযী নাহ্ তাদাও যা-দাহুম্ হুদাঁও অআ-তা-হুম্

তারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। (১৭) আর যারা সৎপথ পায় তিনি তাদের অধিক হেদায়াত প্রদান করেন এবং

تَقْوٰىهُمْ ⑱ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ

তাক্ব্ওয়া-হুম্। ১৮। ফাহাল্ ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লাস্ সা-'আতা আন্ তা"তিয়াহুম্ বাগ্‌তাতান্ ফাক্বদ্ জ্বা — য়া আশ্‌রতুহা-

তাক্ওয়া দেন।(১৮) অনন্তর তারা শুধু অপেক্ষা করছে, যেন অকস্মাৎ কেয়ামত সংঘটিত হয়। লক্ষণ তো এসেই পড়েছে,

فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٩﴾ فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ

ফাআন্না-লাহুম্ ইযা-জ্বা — য়াত্হুম্ যিক্র-হুম্। ১৯। ফা'লাম্ আন্নাহূ লা ~ ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অস্তাগ্ফির্
আসলে উপদেশ পাবে কিভাবে?(১৯) অতএব, জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং তুমি নিজের গুনাহর জন্য

لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ٭

লিযাম্বিকা অলিল্মু''মিনীনা অল্মু''মিনা-ত্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মুতাক্বাল্লাবাকুম্ অমাছ্ওয়া-কুম্।
ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর মু'মিন নর-নারীর পাপের জন্যও, আর আল্লাহ তোমাদের অবস্থান, অবস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

২ ع ৮ ৬ রুকু

﴿٢٠﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ

২০। অইয়াক্বূলুল্ লাযীনা আ-মানূ লাওলা-নুয্যিলাত্ সূরাতুন্ ফাইযা-উন্যিলাত্ সূরতুম্ মুহ্কামাতুঁও
(২০) আর যারা মু'মিন তারা বলে, সূরা নাযীল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন স্পষ্ট সূরা নাযীল হয়ে জিহাদের কথা বলা হয়

وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ

অযুকিরা ফীহাল্ ক্বিতা-লু রয়াইতাল্ লাযীনা ফী কু্বলূ বিহিম্ মারাদ্বুঈঁ ইয়ান্জুরূনা ইলাইকা
তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, তাদের মধ্যে যারা ব্যধিগ্রস্ত লোক তারা আপনার প্রতি তাকায় মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত

نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۗ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢١﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ قف

নাজোয়রল্ মাগ্শিয়্যি 'আলাইহি মিনাল্ মাওত; ফাআওলালাহুম্। ২১। ত্বোয়া- 'আতুঁও অক্বওলুম্ মা'রূফুন্
লোকদের মত, ধিক্ তাদের।(২১) আনুগত্য ও ন্যায় কথা বলাই, তাদের জন্য উত্তম। অতঃপর যখন কর্মের সিদ্ধান্ত হয় তখন

فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ قف فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢٢﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ

ফাইযা- 'আযামাল্ আম্রু ফালাও ছোয়াদাকু ল্লা-হা লাকা-না খাইরল্লা-হুম্। ২২। ফাহাল্ 'আসাইতুম্ ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্
আল্লাহর সঙ্গে সততা দেখালে তাই হবে উত্তম। (২২) অতঃপর তোমরা শাসক হলে তোমাদের কি এ সম্ভাবনা আছে যে,

اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ

আন্ তুফ্সিদূ ফিল্ আরদ্বি অতুক্বাত্ত্বিউ' ~ আর্হা-মাকুম্। ২৩। উলা — য়িকাল্লাযীনা লা'আনাহুমুল্লা-হু
তোমরা যমীনে গোলযোগ সৃষ্টি করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২৩) আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, বধির

فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٤﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ٭

ফাআছোয়াম্মাহুম্ অআ'মা ~ আব্ছোয়া-রহুম্। ২৪। আফালা-ইয়াতাদাব্বারূনাল্ কু্বরআ-না আম্ 'আলা- কু্বলূবিন্ আক্ব ফা-লুহা-।
করেছেন ও অন্ধ বানিয়েছেন। (২৪) তবে কি তারা কোরআন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখে না? নাকি অন্তরে তালা রয়েছে?

আয়াত-১৮ ঃ কিয়ামতের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর আবির্ভাব। সকল নবী-রাসূল রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের পর এখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়াই বাকী আছে। (মুঃ কোঃ) ২। ইবনে তাইমিয়ার মতে নবীরা আল্লাহর নিকট হতে মানুষকে যে সমস্ত আহকাম পৌছিয়ে থাকেন, তাতে তারা নির্দোষ এবং ক্রটিমুক্ত। এ কারণে এসব আহকামে ঈমান আনা ওয়াজিব। নবীরা ব্যতীত আওলিয়ারাও নির্দোষ ও ক্রটিমুক্ত নন। আম্বিয়ারা আল্লাহর আহকাম ব্যতীত অন্যান্য কথা-বার্তায় নিষ্পাপ কিনা এতে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামাদের মতে গুনাহ ছোট হোক আর বড় হোক তাতে স্থির থাকা হতে তারা মাহ্ফূয। কখনও কোন গুনাহ্ হয়ে গেলেও তা হতে পাক-পবিত্র করে লওয়া হয়। (ফতঃ বয়াঃ)

﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ

২৫। ইন্নাল্ লাযীনার্ তাদ্দূ 'আলা ~ আদ্বা-রিহিম্ মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদাশ্ শাইত্বোয়া-নু
(২৫) নিশ্চয়ই যারা সৎপথ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হবার পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গেল, শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করে

سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ

সাওয়্যালা লাহুম্ অআম্‌লা-লাহুম্। ২৬। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লিল্লাযীনা কারিহূ মা-নায্ যালাল্লা-হু
দেখায় এবং মিথ্যা আশা প্রদান করে। (২৬) কেননা, যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাকে অপছন্দ করে তাদেরকে

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ

সানুত্বী উ'কুম্ ফী বা'দ্বিল্ আম্‌রি অল্লা-হু ইয়া'লামু ইস্‌র-রাহুম্। ২৭। ফাকাইফা ইযা-তাওয়াফ্‌ফাত্‌হুমুল্
তারা বলে, তোমাদেরকে কিছু বিষয়ে মানব, আল্লাহ তাদের গোপন বিষয় সম্যক অবগত। (২৭) অতঃপর কিরূপ হবে, যখন

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٨﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ

মালা — য়িকাতু ইয়াদ্বরিবূনা উজূ হাহুম্ অআদ্‌বা-রহুম্। ২৮। যা-লিকা বিআন্নাহুমুত্তাবা'উ মা ~ আস্‌খাত্বোয়াল্লা-হা
ফেরেশতারা তাদের প্রাণ নেবে মুখে ও পিঠে আঘাত করে? (২৮) এ জন্য যে, তারা আল্লাহর ক্রোধের অনুসরণ করে,

৩ ع ৯ ৭ রুকু

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٩﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

অকারিহূ রিদ্বওয়া-নাহূ ফাআহ্‌বাত্বোয়া আ'মা-লাহুম্। ২৯। আম্‌হাসিবাল্লাযীনা ফী ক্বুলূ বিহিম্ মারাদ্বুন্
সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন। (২৯) মনে ব্যধিগ্রস্তরা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের

أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ

আল্লাই ইয়ুখ্‌রিজাল্লা-হু আদ্ব গ-নাহুম্। ৩০। অলাও নাশা — য়ু লায়ারইনা-কাহুম্ ফালা'আরাফ্‌তাহুম্ বিসীমা-হুম্;
বৈরিতাকে প্রকাশ করবেন না? (৩০) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আপনাকে তাদেরকে দেখাতাম, আপনি তাদেরকে

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ

অলাতা'রিফান্নাহুম্ ফী লাহ্‌নিল্ ক্বাওল্; অল্লা-হু ইয়া'লামু আ'মালাকুম্। ৩১। অলানাব্‌লুওয়ান্নাকুম্ হাত্তা-না'লামাল্
লক্ষণে চিনতে পারতেন, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবগত (৩১) আর আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব,

الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ

মুজা-হিদীনা মিন্‌কুম্ অছ্‌ছোয়া-বিরীনা অনাব্‌লুওয়া আখ্‌বা-রকুম্। ৩২। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্
যে পর্যন্ত না জেনে নেই কারা জিহাদকারী আর কারা ধৈর্যশীল। (৩২) নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং যারা আল্লাহর পথে বাধা

سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

সাবীলি-হি অ শা — ল্লাকুর রসূলা মিম্ বা'দি মা -তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদা-; লাইয়্যাদ্বুর রুল্লা-হা শাইয়া-
দানকারী, হেদোয়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা মূলত আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না,

وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٣﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا

অ সাইয়ুহ্বিতু 'আমা-লাহুম্- । ৩৩ । ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আত্বী 'উল্লা-হা অআত্বী'উর্ রাসূলা অলা-

তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম ব্যর্থ করবেন। (৩৩) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আর নিজেদের

تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ

তুব্ত্বিলূ ~ আ'মা-লাকুম্। ৩৪ । ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা মা-তূ অহুম্

কর্মসমুহ নষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারী, পরে কাফের হয়ে মরলে

كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى السَّلْمِ ۖۗ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖۗ

কুফ্ফা-রুন্ ফালাঁই ইয়াগ্ফিরল্লা-হু লাহুম্। ৩৫ । ফালা-তাহিনূ অতাদ্'উ ~ ইলাস্ সাল্মি অ আন্তুমুল্ আ'লাওনা

আল্লাহ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব হতাশ হয়ো না, সন্ধির প্রস্তাব দিয়ো না, তোমরাই প্রবল, আল্লাহ

وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ

অল্লা-হু মা'আকুম্ অলাইঁ ইয়াতিরকুম্ আ'মা-লাকুম্। ৩৬ । ইন্নামাল্ হা ইয়া-তুদ্দুন্ইয়া-লা'ইবুঁও অলাহ্ওয়ুন্ অইন্

তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমাদের কর্ম গুরুত্বহীন করবেন না। (৩৬) নিশ্চয়ই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা। মু'মিন ও

تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾ اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا

তু''মিনূ অতাত্তাকূ, ইয়ু''তিকুম্ উজূরকুম্ অলা-ইয়াস্য়ালকুম্ আম্ওয়া-লাকুম্। ৩৭ । ইঁইয়াস্য়াল্কুমূ হা-

মুত্তাকী যদি হও, তবে তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন, তিনি সম্পদ চান না। (৩৭) চাইলেও চাপ দিলে তোমরা কার্পণ্য

فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ

ফাইয়ুহ্ফিকুম্ তাব্খালূ অইয়ুখ্রিজু আদ্বগা-নাকুম্ ।৩৮। হা ~ আন্তুম্ হা ~ য়ুলা —য়ি তুদ্'আওনা লিতুন্ফিকূ ফী

করবে, তিনি তোমাদের বৈরিতা প্রকাশ করেন।(৩৮) তোমাদেরকেই তো আল্লাহর পথে ব্যয় করতে আহ্বান করা হয়,

سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ

সাবীলিল্লা-হি ফামিন্কুম্ মাইঁ ইয়াব্খালু অ মাইঁ ইয়াব্খল ফাইন্নামা-ইয়াব্খালু 'আন্ নাফ্সিহ্; অল্লা-হুল্

অথচ তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক কার্পণ্য করে, নিশ্চয়ই যারা খরচ করতে কার্পণ্য করে, তারা নিজের জন্যই করে।

الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ☆

গনিইয়্যু ওয়া আন্তুমুল্ ফুক্বার — য়ু অইন্ তাতাওয়াল্লাও ইয়াস্তাব্দিল্ ক্বওমান্ গইরকুম্ ছুম্মা লা-ইয়াকূ নূ ~ আম্ছা- লাকুম্।

আল্লাহই ধনী, আর তোমরা অভাবী, তোমরা বিমুখ হলে অন্যকে স্থলাবিসিক্ত করবেন, তারা তোমাদের ন্যায় হবে না।

৪ ع ১০ ৮ রুকু

আয়াত-৩৩ঃ টীকাঃ (১) আবুল আলিয়া হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর ছাহাবারা মনে করতেন, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্'- এর সাথে কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়। যেমন শিরকের সাথে কোন আ'মল উপকারে আসে না। এমনকি যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তারা ভীত হয়ে গেল যে, গুনাহ আমলকে ব্যর্থ করে দিবে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৩৪ ঃ অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকে আল্লাহপাক ক্ষমা না করার সাথে সীমাবদ্ধ করেন। এ কারণে যে, জীবিত ব্যক্তির জন্য তো তওবার দরজা খোলা আছে। গুনাহ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে রুজূ' হওয়ার সুযোগ আছে, রুজূ হলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৩৬ঃ আল্লাহপাক সম্পূর্ণ সম্পদ তাঁর রাস্তায় দান করার আদেশ দেন নি। বরং সামান্য দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। (ইবঃ কাঃ)

সূরা ফাত্হ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ৪

①اِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِيۡنًا ② لِّيَغۡفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنۡ ذَنۡۢبِكَ وَمَا

১। ইন্না- ফাতাহ্‌না- লাকা ফাত্‌হাম্ মুবীনা-। ২। লিইয়াগ্‌ফির লাকা ল্লা-হু মা-তাকাদ্দামা মিন্ যাম্বিকা অমা-
(১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (২) যেন আল্লাহ আপনার পূর্বাপর ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করেন,

تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعۡمَتَهٗ عَلَيۡكَ وَيَهۡدِيَكَ صِرَاطًا مُّسۡتَقِيۡمًا ③ وَّيَنۡصُرَكَ اللّٰهُ نَصۡرًا

তায়াখ্‌খরা অইয়ুতিম্মা নি'মাতাহূ 'আলাইকা অইয়াহ্‌দিয়াকা ছিরা-ত্বোয়াম্ মুস্‌তাক্বীমা-। ৩। অইয়ান্ ছুরকাল্লা-হু নাছ্‌রন্
আপনার প্রতি তাঁর করুণা পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) আর আল্লাহ আপনাকে পূর্ণ সাহায্য

عَزِيۡزًا ④ هُوَ الَّذِيۡۤ اَنۡزَلَ السَّكِيۡنَةَ فِيۡ قُلُوۡبِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لِيَزۡدَادُوۡۤا اِيۡمَانًا

'আযীযা-। ৪। হুওয়াল্লাযী ~ আন্‌যালাস্ সাকীনাতা ফী কু্লূবিল্ মু''মিনীনা লিইয়ায্‌দা-দূ ~ ঈমা-নাম্
প্রদান করেন। (৪) তিনিই মু'মিনদের মনে প্রশান্তি প্রদান করেন, যেন তারা তাদের পূর্ববর্তী ঈমানকে ঈমানের সঙ্গে

مَّعَ اِيۡمَانِهِمۡ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ۙ

মা'আ ঈমা- নিহিম্; অলিল্লা-হি জুনূ্দুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্ব; অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-।
আরো মযবুত্ব করে নেয়, আর আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সকল সৈন্য তো আল্লাহরই। আর আল্লাহ মহা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

⑤ لِّيُدۡخِلَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ

৫। লিইয়ুদ্‌খিলাল্ মু''মিনীনা অল্‌মু'মিনা-তি জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু
(৫) যেন যারা মু'মিন নর ও মু'মিন নারী তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; সেখানে

خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا وَيُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ فَوۡزًا عَظِيۡمًا ۙ

খ-লিদীনা ফীহা-অইয়ুকাফ্‌ফিরা 'আন্‌হুম্ সাইয়িয়া-তিহিম্; অকা-না যা-লিকা 'ইন্‌দা-ল্লা হি ফাওযান্ 'আজীমা-।
তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের মহা সাফল্য।

⑥ وَّيُعَذِّبَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتِ وَالۡمُشۡرِكِيۡنَ وَالۡمُشۡرِكٰتِ الظَّآنِّيۡنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ

৬। অইয়ু'আয্‌যিবাল্ মুনা- ফিক্বীনা অল্ মুনা-ফীক্ব-তি অলমুশ্‌রিকীনা অল্ মুশ্‌রিকা-তিজ্ জোয়া — ন্নীনা বিল্লা-হি জোয়ান্নাস্
(৬) আর যারা মুনাফিক নর-নারী, মুশ্‌রিক নর-নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে কু ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদেরকে শাস্তি

শানেনুযূল ঃ সূরা ফাতাহ্ ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্রায় ১৫০০ সাহাবী নিয়ে নবী কারীম (ছঃ) উমরাহ্ পালনের জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছলে মুশরিকদের বাধা দানের প্রস্তুতির কথা অবগত হলেন। অতঃপর মুশরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তাবলি মুসলিমদের প্রতিকূলে হলেও শান্তির জন্য নবী কারীম (ছঃ) তা মেনে নিলেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী উমরাহ্ না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি নাযীল করে এ সন্ধিকে স্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফলতঃ কিছু দিনের মধ্যেই কাফেররা শর্ত ভঙ্গ করলে বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় হয়।

السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم

সাওয়ি 'আলাইহিম্ দা — য়িরাতুস্ সাওয়ি অগদ্বিবা ল্লা-হু 'আলাইহিম্ অলা'আনাহুম্ অ আ'আদ্দা লাহুম্ জ্বাহান্নাম্;
প্রদান করবেন। তাদেরই অমঙ্গল, তাদের ওপরই আল্লাহর গযব, লা'নত, জাহান্নাম তাদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে,

وساءت مصيرا ⑦ ولله جنود السموت والأرض وكان الله عزيزا حكيما

অসা — য়াত্ মাছীর-। ৭। অ লিল্লা-হি জুনূ দুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব; অকা-না ল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-।
আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস! (৭) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

⑧ إنا أرسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا ⑨ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه

৮। ইন্না ~ আর্‌সাল্‌না-কা শা-হিদাঁও অমুবাশ্‌শিরাঁও অনাযীরা-। ৯। লিতু'মিনূ বিল্লা-হি অরাসূলিহী অ তু'আয্‌যিরূহু
(৮) আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠালাম।(৯) যেন আল্লাহ ও রাসূলে ঈমান আন; তাকে সাহায্য ও

وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ⑩ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون

অ তুওয়াক্ব্‌ক্বিরূহু; ওয়া তুসাব্বিহূহু বুক্‌রতাঁও অআছীলা-। ১০। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়ুবা-য়ি'উনাকা ইন্নামা ইউবা-য়ি'উনা
সম্মান কর; সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তাসবিহ পাঠ কর। (১০) নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে বায়াত নেয়, তারা আল্লাহর

الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى

ল্লা-হ্; ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্ব আইদীহিম্ ফামান্ নাকাছা-ফাইন্নামা-ইয়ান্‌কুছু 'আলা নাফ্‌সিহী অমান্ আওফা-
কাছেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। যদি ভঙ্গ করে তবে পরিণাম তাদেরই ওপর।

بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ⑪ سيقول لك المخلفون من

বিমা-'আহা-দা 'আলাইহুল্লা-হা ফাসাইয়ু'তীহি আজ্‌রন্ 'আজীমা-। ১১। সাইয়াক্বূলু লাকাল্ মুখাল্লাফূনা মিনাল্
যে আল্লাহর সঙ্গেকার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তিনি তাকে পুরস্কার দেন। (১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা পিছনে রয়ে গেছে শীঘ্রই

১ ع ১০ ৯ রুকু

الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس

আ'র-বি শাগালাত্‌না ~ আম্‌ওয়া-লুনা-অআহ্‌লূনা-ফাছ্‌তাগ্‌ফির্ লানা-ইয়াক্বূলূনা বিআল্‌সিনাতিহিম্ মা-লাইসা
তারা আপনাকে বলবে, আমাদের ধনসম্পদ ও আমাদের পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রাখল, আমাদের জন্য ক্ষমা চান; তারা নিজেদের

শানেনুযূলঃ আয়াত-৬ ঃ বনী মুছতালিক হতে যাকাত আদায় করার জন্য নবী কারীম (ছঃ) ওয়ালিদ ইবনে আকবাহকে নিযুক্ত করলেন। ওয়ালিদকে নবী করিম (ছঃ)-এর দূত হিসেবে সাদরে বরণ করার জন্য বনী মুছতালিকের সদস্যরা তাঁকে এগিয়ে আনতে নগরের বাইরে গেল। কিন্তু ওয়ালিদ ও বনী মুসতালিকের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগ হতে কিছু মনোমালিন্যতা চলে আসতে থাকায় ওয়ালিদ তাঁদেরকে নগরের বাইরে সমবেত দেখে পূর্ব শত্রুতার ভিত্তিতে সন্দিহান হয়ে পড়লেন এবং দূর হতেই ফিরে গেলেন। ওয়ালিদ ইবনে আকাবাহ মদীনায় এসে ছড়িয়ে দিলেন যে, বনী মুসতালিক মুর্তাদ হয়েছে, যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল তখন আমি প্রাণ নিয়ে কোন প্রকারে পালিয়ে এসেছি। এতে নবী করিম (ছঃ) তাঁদের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, ইত্যবসরে বনী মুসতালিকের কিছু লোক এসে নবী কারীম (ছঃ)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। নবী কারীম (ছঃ) ঘটনা তদন্তের জন্য খালেদ ইবনে অলীদকে গোপনে পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে তাদের সত্যতার স্বীকৃতি দিলেন। তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়। আয়াত-৯ ঃ অন্যান্য দেশের অশ্ব অপেক্ষা আরবের গর্দভ উত্তম হেতু আরবরা সচরাচর গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করত। একবার নবী কারীম (ছঃ) গর্ধভে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন, পথে কতিপয় আনসারী সমবেত ছিল, নবী কারীম (ছঃ) ও সেখানে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করলেন। গর্ধভটি তথায় প্রস্রাব করলে মুনাফিক ইবনে উবাই বলল, তোমার গর্দভ সরাও, এর দুর্গন্ধে মাথা খারাপ হচ্ছে। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বলে উঠলেন, নবী করীম (ছঃ)-এর গাধার পেশাব তোমার মেশক আম্বর অপেক্ষা অধিক সুগন্ধযুক্ত। এতে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল; এ দিকে নবী কারীম (ছঃ) তথা হতে চলে গেলেন, কিন্তু উভয়ের অবস্থা এতদূর গড়াল যে, উভয় গোত্রদ্বয় অর্থাৎ আউস ও খাযরাজের লোকেরা সমবেত হল এবং পরস্পরের মধ্যে রণ-ডঙ্কা বেজে ওঠল। তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়।

فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ

ফী কুলূ বিহিম্‌; কুল্‌ ফামাই ইয়াম্‌লিকু লাকুম্‌ মিনা ল্লা-হি শাইয়ান্‌ ইন্‌ আর-দা বিকুম্‌ দ্বোয়ার্‌রন্‌ আও আর-দা
মুখে এমন কথা বলে, তা তাদের অন্তরে নেই। বলুন, আল্লাহ যদি কারও কল্যাণ বা ক্ষতি করতে চান, তবে কে তাঁকে

بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ

বিকুম্‌ ; নাফ্‌'আ-;বাল্‌ কা-নাল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা খবীর-। ১২। বাল্‌ জোয়ানান্‌তুম্‌ আল্লাই ইয়ান্‌ক্বলিবার্‌
বাধা প্রদান করতে পারে? আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন। (১২) বরং তোমরা ধারণা করলে যে,

الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ

রসূলু অল্‌মু'মিনূনা ইলা ~ আহ্‌লী হিম্‌ আবাদাঁও অযুইয়িনা যা-লিকা ফী কুলূ বিকুম্‌ অজোয়ানান্‌তুম্‌ জোয়ান্নাস্‌
রাসূল ও মু'মিনরা পরিবারে প্রত্যাবর্তন করবে না, এটা তোমাদের মনে প্রীতিকর ছিল, আর তোমাদের ধারণা ছিল মন্দ।

السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٣﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا

সাওয়ি অকুন্‌তুম্‌ ক্বওমাম্‌ বূরা-। ১৩। অমাল্লাম্‌ ইয়ু'মিম্‌ বিল্লা-হি অরসূলিহী ফাইন্না ~ আ'তাদ্‌না-
তোমরা ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ঈমান রাখে না, তবে আমি তো তৈরি করে

لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

লিল্‌কা-ফিরীনা সা'ঈর -।১৪।অলিল্লা-হি মুল্‌কুস্‌ সামা- ওয়া-তি অল্‌ আরদ্ব; ইয়াগ্‌ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়ু'আয্‌যিবু
রেখেছি সে কাফেরদের জন্য জাহান্নাম। (১৪) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর; যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٥﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ

মাই ইয়াশা — য়ু; অকা-নাল্লা-হু গফূরর্‌ রহীমা-। ১৫। সাইয়াকূলুল্‌ মুখাল্লাফূনা ইযান্‌ত্বোয়ালাক্বতুম্‌ ইলা-
এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) যখন গনীমত সংগ্রহে যাবে তখন যারা পিছনে

مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ

মাগ-নিমা লিতা''খুযূহা-যারূনা- নাত্তাবি'কুম্‌ ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুবাদ্দিলূ কলা-মাল্লা-হ্‌; ক্বুল্‌ লান্‌
রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সাথে নাও। এরা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়; আপনি তাদেরকে

تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا

তাত্তাবি'উনা- কাযা-লিকুম্‌ ক্বা-লাল্লা-হু মিন্‌ ক্বব্‌লু ফাসাইয়াকূলূনা বাল্‌ তাহ্‌সুদূনানা-; বাল্‌ কা-নূ
বলুন, তোমরা আমাদের সাথী হতে পারবে না, আল্লাহ পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা হিংসা কর,

لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ

লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূনা ইল্লা-ক্বালীলা-। ১৬। কুল্‌ লিল্‌ মুখাল্লাফীনা মিনাল্‌ আ'রা -বি সাতুদ্‌'আওনা ইলা- ক্বওমিন্‌
মূলতঃ তারা কমই বুঝে। (১৬) আপনি পিছনে অবস্থানকারী মরুবাসীকে বলুন, অচিরেই তোমরা প্রবল জাতির প্রতি

أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا

উলী বা'’সিন্ শাদীদিন্ তুক্ব-তিলূনাহুম্ আও ইয়ুস্‌লিমূনা ফাইন্ তুত্বী'উ ইয়ু'’তিকুমুল্লা-হু আজ্‌রান্
আহূত হবে, আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। আর যদি আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করবেন

حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَّيْسَ

হাসানান্ অইন্ তাতাওয়াল্লাও কামা-তাওয়াল্লাইতুম্ মিন্ ক্ববলু ইয়ু'আয্‌যিব্‌কুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৭। লাইসা
উত্তম প্রতিদান। আর যদি পূর্বের ন্যায় পিষ্ঠ প্রদর্শন কর, তবে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। (১৭) যারা অন্ধ,

عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ

'আলাল্ আ'মা-হারজুঁ ও অলা-'আলাল্ আ'রজি হারজুঁ ও অলা-'আলাল্ মারীদ্বি হারজ্; অমাইঁ ইয়ুতি'ইল্
ও খঞ্জ আর যারা রোগী তাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাকে

اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ

লা-হা অরসূলাহূ ইয়ুদ্‌খিলহু জান্নাতিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু অমাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা-ইয়ু'আয্‌যিব্‌হু
তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। আর যে পিষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাকে প্রদান করবেন

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'আযা-বান্ আলীমা-। ১৮। লাক্বদ্ রদ্বিয়াল্লা-হু 'আনিল্ মু'’মিনীনা ইয্ ইয়ুবা-য়ি'উনাকা তাহ্‌তাশ্ শাজারাতি
কঠিন শাস্তি। (১৮) আর মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে [১] আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করল তখন আল্লাহপাক খুশি হলেন, তিনি

২ ع ৭ ১০ রুকু

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ

ফা'আলিমা মা- ফী কুলূবিহিম্ ফাআন্‌যালাস্ সাকীনাতা 'আলাইহিম্ অআছা-বাহুম্ ফাত্‌হান্ ক্বরীবা-। ১৯। অমাগা-নিমা
তাদের অন্তর্যামী, তিনি তাদেরকে (কাফেরদের) শাস্তি দিলেন এবং মু'মিনদেরকে আসন্ন বিজয় দিলেন। (১৯) আর অনেক

كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

কাছীরতাঁই ইয়া'’খুযূনাহা-; অকা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-। ২০। অ'আদাকুমু ল্লা-হু মাগ-নিমা কাছীরতান্
গনীমত, যা তারা গ্রহণ করবে। তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমান গনীমতের

تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ

তা'’খুযূনাহা- ফা'আজ্‌জালা লাকুম্ হা-যিহী অকাফ্‌ফা আইদিয়ান্না-সি 'আন্‌কুম্ অলিতাকূনা
ওয়াদা দিলেন, যা তোমরা পাবে। এটা তিনি প্রথমে ত্বরান্বিত করেছেন, মানুষের হাত তোমাদের প্রতি রুদ্ধ করেছেন,

আয়াত-১৮ ঃ টীকাঃ (১) সহীহ বোখারীতে ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এ বৃক্ষটি গোপন করা হয়েছে। এতে এ হেকমত ছিল যে, মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়। কেননা, এ বৃক্ষতলে খায়ের ও বরকতের কাজ সংঘটিত হয়েছিল। এটি এভাবে প্রকাশিত থাকলে এ ভয় ছিল যে, মানুষ এর সম্মান করতে করতে শেষ পর্যন্ত একে উপকার-অপকারকারী বিশ্বাস করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-১৯ ঃ এটি পরবর্তী গণীমতসমূহ, যা ছাহাবারা পারস্য, রূম ও অপরাপর দেশের যুদ্ধে লাভ করেন। আর আল্লাহ পাকের সু-সংবাদ সত্যতায় প্রমাণিত হল। মদীনায় পারস্য ও রোমানদের দামী দামী গণীমতের দ্রব্যাদি প্রস্তর ও কঙ্করের চাইতেও সস্তা হয়ে গিয়েছিল। (তাফঃ হক্কানী)

آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢١﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ

আ-ইয়াতাল্লিল্ মু'মিনীনা অইয়াহ্দিয়াকুম্ ছির-ত্বোয়াম্ মুস্তাক্বীমা- । ২১ । অউখ্র- লাম্ তাক্ব্দিরূ 'আলাইহা-ক্বদ্
যেন মু'মিনদের জন্য নিদর্শন হয়, তিনি তোমাদেরকে সরল পথ দেখান। (২১) আরও, একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমরা

أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٢﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

আহা-ত্বোয়াল্লা-হু বিহা-; অকা-না ল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর- । ২২ । অলাও ক্ব-তালাকুমুল্ লাযীনা কাফারূ
পাওনি। আর তা আল্লাহর বেষ্টনে আছে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (২২) আর কাফেররা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই

لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٣﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن

লাওয়াল্লাওয়ুল্ আদ্বা-র ছুম্মা লা-ইয়াজ্বিদূনা অলিয়্যাঁও অলা-নাছীর- । ২৩ । সুন্নাতা ল্লা-হিল্ লাতী ক্বদ্ খলাত্ মিন্
তারা পৃষ্ঠে প্রদর্শন করে পলায়ন করত। আর তারা না পাবে কোন বন্ধু আর না পাবে সাহায্যকারী। (২৩) পূর্ব হতেই এটা আল্লাহর

قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ

ক্ববলু অলান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলা- । ২৪ । অহুওয়াল্ লাযী কাফ্ফা আইদিয়াহুম্ 'আন্কুম্
বিধান, আপনি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না; (২৪) আর তিনি তাদের হাত তোমাদের হতে, তোমাদের হাত

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا

ওয়া আইদিয়াকুম্ 'আন্হুম্ বিবাত্ব্নি মাক্কাতা মিম্ বা'দি আন্ আজ্ফারকুম্ 'আলাইহিম্; অকা-না ল্লা-হু বিমা-
তাদের হতে বারণ করে রেখেছেন মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার

تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٥﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ

তা'মালূনা বাছীর- । ২৫ । হুমুল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ কুম্ আ'নিল্ মাস্জ্বিদিল্ হারমি অল্ হাদ্ইয়া
সম্যক দ্রষ্টা। (২৫) তারা তো ঐসব লোক যারা কুফুরী করেছে, মসজিদে হারাম হতে তোমাদেরকে বাঁধা দিয়েছে, কোরবানীর

مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ

মা'কূফান্ আইঁ ইয়াব্লুগ মাহিল্লা-হূ; অলাওলা রিজ্বা-লুম্ মু''মিনূনা অ নিসা — য়ুম্ মু''মিনাতুল্ লাম্
জন্তুকে যথাস্থানে পৌঁছাতে বাঁধা প্রদান করেছে। যদি মু'মিন নর-নারী না থাকত যাদের সম্বন্ধে তোমাদের জানা নেই, না জেনে

تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي

তা'লামূহুম্ আন্ তাত্বোয়ায়ূহুম্ ফাতুছীবাকুম্ মিন্হুম্ মা'আর্রতুম্ বিগইরি 'ইল্মিন্ লিইয়ুদ্খিলাল্লা-হু ফী
তোমরা তাদের পদদলিত করতে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। আল্লাহ ইচ্ছা মত তোমাদেরকে অনুগ্রহ

رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٦﴾ إِذْ جَعَلَ

রহ্মাতিহী মাইঁ ইয়াশা — য়্ লাও তাযাইয়ালূ লা'আয্যাব্নাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্ 'আযা-বান্ আলীমা- । ২৬ । ইয্ জ্বা'আলাল্
করতে চান, যদি পৃথক থাকত, তবে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম। (২৬) যখন কাফেররা তাদের অন্তরে

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ

লাযীনা কাফারূ ফী কুলূবিহিমুল্ হামিয়্যাতা হামিয়্যাতাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতি ফাআন্যালা ল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলা-
গোত্রীয় ও জাহেলী যুগের জিদ পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর নাযিল

رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا

রসূলিহী অ'আলাল্ মু'’মিনীনা অআল্যামাহুম্ কালিমাতাত্ তাক্ব্ওয়া-অকা-নূ ~ আহাক্ব্ক্ব বিহা-অআহ্লাহা-;
করলেন প্রশান্তি, এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যের উপর সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত;

ع ৩ ৯ ১১ রুকু

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ

অকা-না ল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ২৭। লাক্বদ্ ছোয়াদাক্বল্লা-হু রসূলাহুর্ রু'’ইয়া-বিল্হাক্ব্ক্বি
আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে ভালভাবে জানেন। (২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করলেন,

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ

লাতাদ্ খুলুন্নাল্ মাস্জ্বিদাল্ হার-মা ইন্ শা — য়াল্লা-হু আ-মিনীনা মুহাল্লিক্বীনা রুয়ূসাকুম্ অ
ইনশাআল্লাহ,[১] তোমরা মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, যখন তোমাদের মাঝে কেউ কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে, কেউ কেউ

مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا

মুক্বছ্ছিরীনা লা-তাখ-ফূন্; ফা'আলিমা মা-লাম্ তা'লামূ ফাজ্বা'আলা মিন্ দূনি যা-লিকা ফাত্হান্
চুল কাটতে থাকবে, তোমাদের কোন ভয় নেই। তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়া তিনি তোমাদেরকে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে সদ্য

قَرِيبًا ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

ক্বরীবা-। ২৮। হুওয়াল্ লাযী ~ আর্সালা রসূলাহূ বিল্হুদা-অদীনিল্ হা-ক্ব্ক্বি লিইয়ুজ্হিরহূ 'আলাদ্দীনি
বিজয় দিলেন[২]। (২৮) তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করলেন, যেন সকল দ্বীনের

كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٩﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

কুল্লিহ্; অকাফা-বিল্লা-হি শাহীদা-। ২৯। মুহাম্মাদুর্ রাসূলু ল্লা-হ্; অল্লাযীনা মা'আহূ ~ আশিদ্দা — য়ু 'আলাল্
ওপর তাকে বিজয়ী করেন, আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী। (২৯) মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আর তাঁর সাথীরা কাফেরদের প্রতি

الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ

কুফ্ফা-রি রুহামা — য়ু বাইনাহুম্ তার-হুম্ রুক্কা'আন্ সুজ্জাদাঁই ইয়াব্তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনা ল্লা-হি
কঠিন এবং তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে কখনও রুকূ অবস্থায় এবং কখনও তাদেরকে সেজদারত

আয়াত-২৭ঃ টীকাঃ (১) এ ইনশাআল্লাহ বলা বান্দাহদের শিক্ষার জন্য, সন্দেহের জন্য নয়। (জাঃ বয়াঃ) ২। আল্লাহর নিকটে এ সন্ধির মধ্যে বহু উপযোগিতা ছিল। কেননা, বাহ্যতঃ শর্তগুলো মুসলমানদের নিকট বড় কষ্টকর ছিল। কিন্তু পরিণাম মুসলমানদের পক্ষে ছিল। যেমন সন্ধির এ শর্ত মুশরিক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দিলে সন্ধি সময়ের মধ্যে তাকে মুশরিকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। এ শর্তানুযায়ী আবূ জনদল ও আবূ বসীরকে মুশরিকদের প্রতি সোপর্দ করাতে মুসলমানরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কিন্তু যখন তারা তাদের সাথে আরও কিছু লোক একত্র করে মক্কা ও সিরিয়ার পথে এক জঙ্গলে আড্ডা জমায়ে কোরাইশদের সিরিয়াতে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাকে লুণ্ঠন করতে লাগল, তখন কোরাইশরা এ শর্তকে কষ্টকর মনে করে মুসলমানদেরকে অনুরোধ করে এটি বাতিল করল। (ইবঃ কাঃ)

وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي

অ রিদ্বওয়া-নান্ সীমা-হুম্ ফী উজ্বূ হিহিম্ মিন্ আছারিস্ সুজ্বূ দ্ যা-লিকা মাছালুহুম্ ফিত্

অবস্থায় দেখবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে। তাদের চেহারায় সেজদার দ্বীপ্তিমান চিহ্ন রয়েছে। তাদের এ

التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ

তাওর-তি অমাছালুহুম্ ফিল্ ইন্জ্বীল্; কাযারই'ন্ আখ্রজ্বা শাত্ব্য়াহূ ফা'আ-যারাহূ

গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত যেমন একটি শস্যবীজ অঙ্কুর উদ্গত করে, অতঃপর

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ

ফাস্তাগ্লাজোয়া ফাস্তাওয়া-'আলা সূক্বিহী ইয়ু'জ্বি্য যুর্রা-'আ লিইয়াগীজোয়া বিহিমুল্ কুফ্ফা-র;

তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্বীয় কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীকে আনন্দ প্রদান করে। যেন কাফেরের মনঃপীড়া

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অ'আদাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি মিন্হুম্ মাগ্ফিরাতাঁও অআজ্ব্রান্ 'আজীমা-।

দিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ও পুণ্যবান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ওয়াদা প্রদান করলেন।

সূরা হুজুরা-ত্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাইয়িল্লা-হি অরাসূলিহী অত্তাক্বূ ল্লা-হ্;

(১) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না, আল্লাহকে ভয় করতে থাক,

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

ইন্না ল্লা -হা সামী'উন্ 'আলীম্। ২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তারফা'উ ~ আছওয়া তাকুম্ ফাওক্বা ছোয়াওতিন্

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সব বিষয়ে সম্যক অবগত। (২) হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর উঁচু

النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

নাবিয়্যি অলা- তাজ্ব্হারূ লাহূ বিল্ক্বওলি কাজ্বাহ্রি বা'দ্বিকুম্ লিবা'দ্বিন্ আন্ তাহ্বাত্বোয়া আ'মা-লুকুম্

করো না, তোমরা একে অপরের ন্যায় তাঁর সঙ্গে উচ্চৈঃ স্বরে কথা বলো না; এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজান্তেই নিষ্ফল

শানেনুযূলঃ আয়াত-১ ঃ বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মজলিসে গোত্র প্রধান নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রস্তাব করলেন, হে প্রিয়নবী! ক্বাক্বাআ ইবনে মা'বাদকে গোত্র প্রধান মনোনীত করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আকরাআ ইবনে হারেছকে নেতা সাব্যস্ত করুন। ফলে তাঁদের উভয়ের বাদানুবাদ হতে লাগল এবং রাসূল (ছঃ)-এর সম্মুখে তাঁদের কণ্ঠস্বর উচ্চতর হল। এপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
অন্য এক বর্ণনায় আছে, বহুলোক ২৯শে শাবান রোযা রেখেছিল এবং তারা একেই উত্তম মনে করল। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ ছিল কেবল রমযান শরীফেরই রোযা রাখা। তাই ২৯শে শাবানের রোযা রাখা বারণ করার জন্যই আয়াতটি নাযীল হয়।

মো'আনাক্বা-১৮ ৪ ع ৩ ১২ রুকু

وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٣ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

অআন্তুম লা-তাশ্‘উরূন্। ৩। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াগুদ্দ্বূনা আছওয়া তাহুম্ ‘ইন্দা রসূলি ল্লা-হি উলা — য়িকাল্

হয়ে যাবে। (৩) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে

الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٤ اِنَّ

লাযীনাম্ তাহানা ল্লা-হু কু্লূ বাহুম্ লিত্তাক্ব্‌ওয়া-; লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও অআজ্‌রুন্ ‘আজীম্। ৪। ইন্নাল্

তাক্‌ওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে বিরাট ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (৪) নিশ্চয়ই যারা কক্ষের

الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٥ وَلَوْ اَنَّهُمْ

লাযীনা ইয়ুনা-দূনাকা মিওঁ অরা — য়িল্ হুজু্‌র-তি আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া’ক্বিলূন্। ৫। অলাও আন্নাহুম্

বাইর হতে আপনাকে চিৎকার করে আহ্বান কর, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫) যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাদের নিকট

صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٦ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

ছোয়াবরূ হাত্তা- তাখ্‌রুজা ইলাইহিম্ লাকা-না খইরল্ লাহুম্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ৬। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা

আপনার বের হয়ে আসা পর্যন্ত, তবে তা কতই না উত্তম হত। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) হে ঈমানদাররা! যখন

اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا

আ-মানূ ~ ইন্ জ্বা — য়া কুম্ ফা-সিকুম্ বিনাবায়িন্ ফাতাবাইয়্যানূ ~ আন্ তুছীবূ ক্বাওমাম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ফাতুছ্‌বিহূ

কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন খবর আনে, তখন পরীক্ষা করো, যেন তোমাদের অজান্তে কোন কওমের ক্ষতি না কর। আর স্বীয়

عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٧ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ

‘আলা-মা-ফা‘আল্‌তুম্ না- দিমীন্। ৭। ওয়া’লামূ ~ আন্না ফী কুম্ রাসূলা ল্লা-হ্; লাও ইয়ুত্বীউ’কুম্ ফী কাছীরিম্

কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে না হয়। (৭) আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান; তিনি যদি বহু বিষয়ে তোমাদের

مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

মিনাল্ আম্‌রি লা‘আনিত্তুম্ অলা-কিন্নাল্লা-হা হাব্বাবা ইলাইকুমুল্ ঈমা-না অযাইয়্যানাহূ ফী কু্লূ বিকুম্

মতে চলেন, তবে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে তোমাদের প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করেছেন; আর তিনি

وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝٨ فَضْلًا

অ কার্‌রাহা ইলাইকুমুল্ কুফ্‌রা অলফুসূক্ব অল্ ই’ছ্‌ইয়া-ন্; উলা — য়িকা হুমুর্ র-শিদূন্। ৮। ফাদ্বলাম্

তোমাদের অন্তরে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন কুফরী, পাপ ও অবাধ্যতার প্রতি। আর এরূপ লোকেরাই সত্যের পথিক। (৮) এটা

আয়াত-৩ ঃ পূর্ববর্তী আয়াত নাযীল হওয়াতে হযরত ছাবিত (রাঃ) পথে বসে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আ'ছেম ইবনে আদি (রাঃ) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আমার কণ্ঠস্বর জন্মগতভাবে সুউচ্চ, ফলে রাসূল (ছঃ)- এর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।" হযরত আ'ছেম (রাঃ) তার কথা শুনে সংবাদটি হুযূর (ছঃ)-এর নিকট পৌঁছালেন। তখন রাসূল (ছঃ) হযরত ছাবিতকে ডেকে আনালেন এবং বললেন, ছাবিত! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি এমনভাবে জীবনযাপন কর যাতে তুমি প্রশংসার যোগ্য হও।

مِنَ اللّٰهِ وَ نِعۡمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝٩ وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اقۡتَتَلُوۡا

মিনা ল্লা-হি অনি'মাহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্। ৯। অইন্ ত্বোয়া — য়িফাতা-নি মিনাল্ মু'মিনীনাক্ব্ তাতালূ
আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯) আর যদি মু'মিনদের দু'দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা

فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَى الۡاُخۡرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىۡ تَبۡغِىۡ

ফাআছ্লিহূ বাইনাহুমা- ফাইম্ বাগত্ ইহ্দা-হুমা-'আলাল্ উখ্রা-ফাক্বা-তিলু ল্লাতী তাব্গী
তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে, অতঃপর যদি একদল অন্য দলকে আক্রমণ করে তবে, তোমরা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে

حَتّٰى تَفِىۡٓءَ اِلٰٓى اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ

হাত্তা-তাফী — য়া ইলা ~ আম্রিল্লা-হি ফাইন্ ফা — য়াত্ ফাআছ্লিহূ বাইনাহুমা-বিল্'আদ্লি অ
যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে তাদের

اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ ۝١٠ اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ فَاَصۡلِحُوۡا

আক্ব্সিত্বূ; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুক্ব্সিত্বীন্। ১০। ইন্নামাল্ মু'মিনূনা ইখ্ওয়াতুন্ ফাআছ্লিহূ
ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকদেরকে ভালবাসেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা

بَيۡنَ اَخَوَيۡكُمۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ۝١١ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَسۡخَرۡ

বাইনা আখাওয়াইকুম্ অত্তাকু ল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুর্হামূন্। ১১। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-ইয়াস্খার্
তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ কর। (১১) হে মু'মিনরা! কোন

قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰٓى اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنۡ

ক্বওমুম্ মিন্ ক্বওমিন্ 'আসা ~ আইঁ ইয়াকূনূ খইরাম্ মিন্হুম্ অলা-নিসা — য়ুম্ মিন্ নিসা — য়িন্ 'আসা ~ আইঁ
পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে, হতে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম, কোন নারী অন্য নারীকে যেন উপহাস

يَّكُنَّ خَيۡرًا مِّنۡهُنَّ ۚ وَلَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ ؕ بِئۡسَ

ইয়াকুন্না খইরাম্ মিন্হুন্না অলা-তাল্ মিযূ ~ আন্ফুসাকুম্ অলা-তানা-বাযূ বিল্আল্ক্ব-ব্; বি'সাল্
না করে, কেননা, তারা তাদের চাইতে উত্তম হতে পারে। একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না, মন্দ নামে ডেকো না।

الِاسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الۡاِيۡمَانِ ۚ وَمَنۡ لَّمۡ يَتُبۡ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ *

ইস্মুল্ ফুসূক্ব্ বা'দাল্ ঈমা-নি অমাল্লাম্ ইয়াতুব্ ফায়ুলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া-লিমূন্।
ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত খারাপ। আর যারা এরূপ কার্যাবলী হতে নিবৃত্ত থাকে না তারাই প্রকৃত জালিম।

۝١٢ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّلَا

১২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুজ্ তানিবূ কাছীরম্ মিনাজ্ জোয়ান্নি ইন্না বা'দ্বোয়াজ্ জোয়ান্নি ইছ্মুঁও অলা-
(১২) হে মু'মিনরা! বহু ধারণা হতে দূরে থাক; কেননা, কিছু কিছু ধারণা পাপজনক হয়ে থাকে। আর তোমরা কারো গোপন

১০ ১৩ রুকু • এক চতুর্থাংশ

تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا

তাজ্বাস্ সাসূ অলা-ইয়াগ্তাব্ বা'দ্বু কুম্ বাদ্বোয়া-; আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম্ আইঁ ইয়া''কুলা লাহ্মা আখীহি মাইতান্
খোঁজ করো না, একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ কর? তোমরা

فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ

ফাকারিহ্ তুমূহ্; অত্তাকু ল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা তাওয়্যা-বুর রহীম্। ১৩। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ইন্না- খলাক্বনা-কুম্
অপছন্দই করবে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু। (১৩) হে মানুষ! তোমাদেরকে নর ও নারী হতে

مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

মিন্ যাকারিঁও অউন্ছা-অজ্বা'আল্না-কুম্ শু'উবাঁও অক্বাবা — য়িলা লিতা'আ-রফূ; ইন্না আক্রমাকুম্ 'ইন্দা ল্লা-হি
সৃষ্টি করেছি, তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরিচয় পাও। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীই মর্যাদাবান,

اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٤﴾ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ

আত্ক্ব-কুম্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ খবীর্। ১৪। ক্বা-লাতিল্ আ'র-বু আ-মান্না-; ক্বু-ল্ লাম্ তু''মিনূ অলা-কিন্
নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানে, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৪) মরুবাসীরা বলল, 'ঈমান এনেছি; আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা

قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

কুলূ ~ আস্লাম্না-অলাম্মা- ইয়াদ্খুলিল্ ঈমা-নু ফী কুলূবিকুম্ অইন্ তুত্বী'উল্লা-হা অ রসূলাহূ
'ঈমান আন নি, বরং বল আমরা, আত্মসমর্পণ করলাম।' ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি। আল্লাহ ও তাঁর

لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ

লা-ইয়ালিত্কুম্ মিন্ আ'মা- লিকুম্ শাইয়া-; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ১৫। ইন্নামাল্ মু'মিনূনাল্ লাযীনা
রাসূলের আনুগত্য কর্মফল সামান্যও লাঘব হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৫) তারাই মুমিন

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ

আ-মানূ বিল্লা-হি অরসূলিহী ছুম্মা লাম্ ইয়ার্তা-বূ অজ্বা-হাদূ বিআম্ওয়া-লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্ ফী
যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে নিঃসন্দেহে রইল, এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করল।

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٦﴾ قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي

সাবীলিল্লা-হ্; উলা — য়িকা হুমুছ্ ছোয়া-দিকূন্। ১৬। কুল্ আতু'আল্লিমূনাল্লা-হা বিদীনিকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-ফিস্
তারাই সত্যবাদী লোক। (১৬) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে দ্বীন শিখাচ্ছ? অথচ আল্লাহ জানেন আকাশ ও পৃথিবীর

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ

সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ১৭। ইয়ামুন্নূনা 'আলাইকা আন্
সবকিছু। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (১৭) তারা নিজেদের মুসলিম হওয়াকে আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে;

أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن

আস্লামূ; ক্বুল্ লা-তামুন্নূ 'আলাইয়্যা ইস্লা-মাকুম্ বালিল্লা-হু ইয়ামুন্নু 'আলাইকুম্ আন্ হাদা-কুম্ লিল্ঈমা-নি ইন্

আপনি বলে দিন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করা আমার প্রতি দয়া নয়। বরং আল্লাহ ঈমানের পথ দিয়ে তোমাদেরকে ধন্য

كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৮। ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু গইবাস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্ব; অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-তা'মালূন্।

করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।(১৮) আল্লাহ আসমান-যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্যক অবগত। আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখেন।

রুকু ১৪

সূরা ক্বা-ফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৩

মঞ্জিল ৭

ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ

১। ক্বা — ফ্; অল্ক্বুর্আ-নিল্ মাজ্বীদ্।২। বাল্ 'আজ্বিবূ ~ আন্ জ্বা — য়াহুম্ মুন্যিরুম্ মিন্হুম্

(১) ক্বাফ, সম্মানিত কুরআনের শপথ। (২) বরং কাফেররা তাদের একজন সতর্ককারী দেখে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল,

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

ফাক্ব-লাল্ কা-ফিরূনা হা-যা- শাইয়ুন্ 'আজ্বীব।৩। আইযা-মিত্না-অকুন্না-তুর-বান্ যা-লিকা রাজ্বু'উম্ বা'ঈদ্।

এটা তো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। (৩) মরে মাটি হলেও কি আমরা পুনরায় জীবিত হব? এ পুনরুত্থান সুদূর পরাহত।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا

৪। ক্বদ্ 'আলিম্না-মা-তান্ক্বুছুল্ আর্দ্বু মিন্হুম্ অ'ইন্দানা-কিতা-বুন্ হাফীজ্। ৫। বাল্ কায্যাবূ

(৪) মাটি তার কতটুকু ক্ষয় করে তা আমি জানি, এবং আমার কাছে আছে রক্ষিত কিতাব। (৫) বরং সত্য আসার পর

بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ

বিল্হাক্ব্ ক্বি লাম্মা- জ্বা — য়াহুম্ ফাহুম্ ফী ~ আম্রীম্ মারীজ্ব্। ৬। আফালাম্ ইয়ান্জুরূ ~ ইলাস্ সামা — য়ি ফাওক্বহুম্

তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (৬) তারা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا

কাইফা বানাইনা-হা- অযাইয়্যান্না-হা- অমা- লাহা- মিন্ ফুরূজ্ব্। ৭। অল্ আর্দ্বোয়া মাদাদ্না-হা- ওয়া আল্ক্বইনা-

তা সৃষ্টি করলাম, কিভাবে সুন্দর করলাম, আর তাতে কোন ছিদ্র নেই? (৭) আর আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করলাম, এবং

আয়াত-৩ ঃ বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, হাশর দিবসে এক বৃষ্টি বর্ষিবে, ফলে আদম (আঃ) হতে কিয়ামত পর্যন্ত যে পরিমাণ দেহের মাটি যমীনে আছে তা সব দেহে পরিণত হয়ে যাবে, যেমনিভাবে এখন বৃষ্টির দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। তার পর উক্ত দেহে রূহ্ ফুঁকে দেয়া হবে। মানব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ একটি কিতাব তৈয়ার করেন, যাতে তার মাটি যেখানেই থাকুক না কেন লিখা আছে। সে লিখানুযায়ী প্রত্যেকের মাটি একত্রিত করা হবে। (ইবঃ কাঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন। (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও হাল্কা মনে হত। (কুরতুবী)

فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ۝٨ تَبۡصِرَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِكُلِّ

ফীহা-রাওয়া-সিয়া অআম্বাত্না-ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজিম্ বাহীজ্ । ৮ । তাব্ছিরতাঁও যিক্র-লিকুল্লি
তাতে পর্বতমালা স্থাপন করলাম, চোখ জুড়ানো প্রত্যেকটি উদ্ভিদ উঠালাম। (৮) আল্লাহর অনুরাগী সকল বান্দাহর জন্য

عَبۡدٖ مُّنِيبٖ ۝٩ وَنَزَّلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ مُّبَٰرَكٗا فَأَنۢبَتۡنَا بِهِۦ جَنَّٰتٖ وَحَبَّ

'আব্দিম্ মুনীব্ । ৯ । অনায্যাল্না- মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াম্ মুবা-রকান্ ফাআম্বাত্না-বিহী জান্না-তিঁও অহাব্বাল্
জ্ঞান ও উপদেশরূপে। (৯) আর আমি আকাশ হতে কল্যাণময়ী বৃষ্টি বর্ষণ করি, তা দিয়ে উদ্যান এবং পাকা শস্য উৎপাদন

ٱلۡحَصِيدِ ۝١٠ وَٱلنَّخۡلَ بَاسِقَٰتٖ لَّهَا طَلۡعٞ نَّضِيدٞ ۝١١ رِّزۡقٗا لِّلۡعِبَادِۖ وَأَحۡيَيۡنَا بِهِۦ

হাছীদ্ । ১০ । অন্নাখ্লা বা-সিক্ব-তিল্ লাহা-ত্বোয়াল্'উন্নাদ্বীদ্ । ১১ । রিয্কুল্ লিল্'ইবা-দি অআহ্ইয়াইনা-বিহী
করি। (১০) আর উন্নত জাতের খেজুর বৃক্ষ, যার গুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজানো। (১১) বান্দাহর রিযিকরূপে, তা দিয়ে মৃত

بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗاۚ كَذَٰلِكَ ٱلۡخُرُوجُ ۝١٢ كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَأَصۡحَٰبُ ٱلرَّسِّ

বাল্দাতাম্ মাইতা-; কাযা-লিকাল্ খুরূজ্ । ১২ । কায্যাবাত্ ক্বব্লাহুম্ ক্বওমু নূহিঁও অআছ্হা-বুর্ রস্সি
ভূমিকে জীবিত করেছি, এভাবেই পুনরুত্থান করা হবে, (১২) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়, রাছ্ছি ও ছামূদের সম্প্রদায়ও

وَثَمُودُ ۝١٣ وَعَادٞ وَفِرۡعَوۡنُ وَإِخۡوَٰنُ لُوطٖ ۝١٤ وَأَصۡحَٰبُ ٱلۡأَيۡكَةِ وَقَوۡمُ تُبَّعٖۚ

অছামূদ্ । ১৩ । অ'আদুঁও অফির্'আউনু অইখ্ওয়া-নু লূত্ব্ । ১৪ । অআছ্হা-বুল্ আইকাতি অ ক্বওমু তুব্বা';
অস্বীকার করেছে, (১৩) এবং আদ, ফেরাউন ও লূত সম্প্রদায়ও, (১৪) আর আইকাবাসীরা ও তুব্বা সম্প্রদায়, তাদের

كُلّٞ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝١٥ أَفَعَيِينَا بِٱلۡخَلۡقِ ٱلۡأَوَّلِۚ بَلۡ هُمۡ فِي

কুল্লুন্ কায্যাবার্ রুসুলা ফাহাক্ব্ক্বা অ'ঈদ্ । ১৫ । আফা'আয়ীনা বিল্ খল্ক্বিল্ আওয়্যাল্; বাল্হুম্ ফী
প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আমার শাস্তি এসেছে। (১৫) আমি কি প্রথম সৃষ্টিতেই ক্লান্ত

لَبۡسٖ مِّنۡ خَلۡقٖ جَدِيدٖ ۝١٦ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ

লাব্সিম্ মিন্ খল্ক্বিন্ জাদীদ্ । ১৬ । অ লাক্বদ্ খলাক্ব্নাল্ ইন্সা-না অনা'লামু মা-তুওয়াস্ ওয়িসু বিহী
হয়ে পড়লাম যে, নতুনভাবে সৃষ্টিতে তারা সন্দেহ করবে? (১৬) আর আমি মানুষ সৃষ্টি করলাম, আমি জানি, তার প্রবৃত্তি

ع ১ ১৫ ১৫ রুকু

نَفۡسُهُۥۖ وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ۝١٧ إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ

নাফ্সুহূ অনাহ্নু আক্ব্রাবু ইলাইহি মিন্ হাব্লিল্ অরীদ্ । ১৭ । ইয্ ইয়াতালাক্ক্বাল্ মুতালাক্ক্বিয়া-নি 'আনিল্
তাকে কুমন্ত্রণা করে। আমি তার ঘাড়ের রগ হতেও অধিকতর নিকটতর। (১৭) যখন গ্রহণকারী দু' ফেরেশতা তার ডানে

ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ۝١٨ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ

ইয়ামীনি অ'আনিশ্ শিমা-লি ক্বা'ঈদ্ ।১৮। মা-ইয়াল্ফিজু মিন্ ক্বওলিন্ ইল্লা-লাদাইহি রাক্বীবুন্ 'আতীদ্।
ও বামে বসে তার কর্ম গ্রহণ করে। (১৮) সে যা কিছু উচ্চারণ করে তার নিকটতম অপেক্ষমান প্রহরী তা সংরক্ষণ করে।

﴿١٩﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿٢٠﴾ وَنُفِخَ فِي

১৯। অজ্বা — য়াত্ সাক্‌রতুল্ মাওতি বিল্‌হাক্ব্ ; যা-লিকা মা-কুন্‌তা মিন্‌হু তাহীদ্। ২০। অনুফিখা ফিছ্

(১৯) আর মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চতই আসবে, এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চাইতে। (২০) আর দ্বিতীয়বার যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার

الصُّوْرِ ۖ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢١﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ *

ছূর; যা-লিকা ইয়াওমুল্ অঈ'দ্। ২১। অজ্বা — য়াত্ কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা'আহা-সা — য়িকুঁও অশাহীদ্।

দেয়া হবে, তা-ই হবে শাস্তির ওয়াদাকৃত দিবস। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন একজন চালক ও একজন সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হবে।

﴿٢٢﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

২২। লাক্বদ্ কুন্‌তা ফী গফ্‌লাতিম্ মিন্ হা-যা- ফাকাশাফ্‌না- 'আন্‌কা গিত্বোয়া — য়াকা ফাবাছোয়ারুকাল্ ইয়াওমা

(২২) তুমি তো এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার নিকট থেকে আমি আবরণ সরিয়ে দিয়েছি, তোমার দৃষ্টি এখন

حَدِيْدٌ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٤﴾ أَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ

হাদীদ্। ২৩। অক্ব-লা ক্বরীনুহূ হা-যা-মা-লাদাইয়্যা আ'তীদ্। ২৪। আল্‌ক্বিয়া-ফী জ্বাহান্নামা কুল্লা কাফ্‌ফা-রিন্

অতিশয় তীক্ষ্ণ। (২৩) সঙ্গী ফেরেশতারা বলবে, আমার কাছে সবই তৈরি। (২৪) সকল কাফের-অকৃতজ্ঞকে জাহান্নামে

عَنِيْدٍ ﴿٢٥﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٦﴾ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ

'আনীদ্। ২৫। মান্না-ই'ল্ লিল্‌খইরি মু'তাদিম্ মুরীবিন্। ২৬। আল্লাযী জ্বা'আলা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর

নিক্ষেপ কর। (২৫) কল্যাণ কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘণ ও সন্দেহকারীকেও; (২৬) যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ্

فَأَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٧﴾ قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ

ফাআল্‌ক্বিয়া-হু ফিল্ 'আযা-বিশ্ শাদীদ্। ২৭। ক্ব-লা ক্বরীনুহূ রব্বানা-মা ~ আত্ব্ গাইতুহূ অলা-কিন্ কা-না

স্থির করেছিল তাকে তোমরা কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর। (২৭) শয়তান বলবে, রব! তাকে আমি প্ররোচিত করি নি,

فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ *

ফী দ্বোয়ালা-লিম্ বা'ঈদ্। ২৮। ক্ব-লা লা-তাখ্‌তাছিমূ লাদাইয়্যা অক্বদ্ ক্বদ্দাম্‌তু ইলাইকুম্ বিল্ অ'ঈদ্।

সে-ই ছিল বিভ্রান্ত। (২৮) বলবেন, আমার সামনে তোমরা বিতর্ক করো না, আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে সতর্ক করেছি।

২
ع
১৪
১৬
রুকু

﴿٢٩﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ

২৯। মা-ইয়ুবাদ্দালুল্ ক্বওলু লাদাইয়্যা অমা ~ আনা বিজোয়াল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ্। ৩০। ইয়াওমা নাক্বূলু লিজ্বাহান্নামা হালিম্

(২৯) আমার কথার পরিবর্তন নেই, বান্দাহদের প্রতি জুলুম করি না। (৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাস করব,

امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣١﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ *

তালা''তি অ তাক্বূলু হাল্ মিম্ মাযীদ্। ৩১। অউয্‌লিফাতিল্ জ্বান্নাতু লিল্‌মুত্তাক্বীনা গইরা বা'ঈদ্।

তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? বলবে, আরও আছে কি? (৩১) আর মুত্তাকীদের জন্য বেহেশত নিকটে আনা হবে, দূরে নয়।

﴿٣٢﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٣﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ

৩২। হা-যা-মা তূ'আদূনা লিকুল্লি আওয়্যা-বিন্ হাফীজ্। ৩৩। মান্ খাশিয়ার্ রহ্মা-না বিল্গইবি
(৩২) এটাই ওয়াদাকৃত প্রত্যেক আল্লাহমুখী ও যত্নবানদের জন্য। (৩৩) যারা না দেখে রহমানকে ভয় করে এবং নিবিষ্ট

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٤﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٥﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ

অজ্বা —য়া বিক্বল্বিম্ মুনীব। ৩৪। নিদ্খুলূহা- বিসালা- ম্; যা-লিকা ইয়াওমুল্ খুলূদ্। ৩৫। লাহুম্ মা-ইয়াশা — য়ূনা
অন্তরে উপস্থিত হয়। (৩৪) তাতে শান্তিতে প্রবেশ কর, এটা অনন্ত দিবস। (৩৫) যে যা চাইবে তা-ই সে পাবে, আমার

فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا

ফীহা- ওয়ালাদাইনা- মাযীদ্। ৩৬। অকাম্ আহ্লাক্না- ক্বব্লাহুম্ মিন্ ক্বারনিন্ হুম্ আশাদ্দু মিন্হুম্ বাত্ব্শান্
কাছে আরও অধিক রয়েছে। (৩৬) আর আমি পূর্বে কত যুগ ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা এদের চেয়েও প্রবল শক্তিধর ছিল,

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

ফানাক্ব্ক্বাবূ ফিল্ বিলা-দ; হাল্ মিম্ মাহীছ্। ৩৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাযিক্‌র-লিমান্ কা-না লাহূ ক্বল্বুন্
শহর ও বন্দর বিচরণ করে বেড়াত, কোন আশ্রয় স্থল পায় কি না?(৩৭) নিশ্চয়ই বোধসম্পন্ন যারা তাদের জন্য এতে উপদেশ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

আও আল্ক্বস্ সাম্'আ অহুওয়া শাহীদ্। ৩৮। অলাক্বদ্ খলাক্ব্নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা-ফী
রয়েছে অর্থ বা অন্তর দিয়ে শ্রবণকারী তাদের জন্য। (৩৮) আর আমি তো সৃষ্টি করেছি আকাশ-পৃথিবী ও মধ্যবর্তী সব

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

সিত্তাতি আইয়্যা-মিঁও অমা-মাস্ সানা-মিল্ লুগূব্। ৩৯। ফাছ্বির্ 'আলা-মা-ইয়াক্বূলূনা অসাব্বিহ্ বিহাম্দি রব্বিকা
কিছুকে ছয়দিনে। আর এতে আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) তাদের কথায় ধৈর্য অবলম্বন করুন এবং আপনার রবের

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٤٠﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ٭

ক্বব্লা ত্বু-লূ'ইশ্ শাম্সি অক্বব্লাল্ গুরূব্। ৪০। অমিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহ্হু অআদ্বা-রাস্ সুজূ-দ্।
সপ্রশংসা মহিমা বর্ণনা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (৪০) রাতের অংশে তাঁর তাসবীহ পাঠ কর এবং নামাযের পরেও।

﴿٤١﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ

৪১। অস্তামি' ইয়াওমা ইয়ুনা-দিল্ মুনা-দি মিম্ মাকা-নিন্ ক্বরীব্। ৪২। ইয়াওমা ইয়াস্মা'উনাছ্ ছোয়াইহাতা
(৪১) শুন, যেদিন একজন ঘোষক নিকট থেকে ঘোষণা দেবে, (৪২) যেদিন মানুষ সেই বিকট শব্দ নিশ্চিত রূপে শুনবেই, সেদিন

بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٣﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ٭

বিল্হাক্ব্; যা-লিকা ইয়াওমুল্ খুরূজ্। ৪৩। ইন্না-নাহ্নু নুহ্য়ী অনুমীতু অইলাইনাল্ মাছীর।
কবর থেকে বহির্গমন দিবস। (৪৩) আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু দেই। সেদিন সকলে আমার কাছেই ফিরবে।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ

৪৪। ইয়াওমা তাশাক্কক্বুল্ আরদ্বু 'আন্হুম্ সির-'আ-; যা-লিকা হাশ্রুন্ 'আলাইনা- ইয়াসীর্। ৪৫। নাহ্নু আ'লামু
(৪৪) যেদিন ভুবন ফাটবে, তারা ছোটাছুটি করবে, এ সমাবেশ আমার কাছে সহজ। (৪৫) তারা যা বলে তা আমি

৩ ع ১৬ ১৭ রুকু

بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

বিমা- ইয়াক্বূলূনা অমা ~ আন্তা 'আলাইহিম্ বিজ্বাবা-রিন্ ফাযাক্কির্ বিল্ কু্রআ-নি মাইঁ ইয়াখ-ফু অ'ঈদ্
সম্যক অবগত আছি, আপনি কটোরতাকারী নন; যে আমাকে ভয় করবে, কোরআন দিয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করুন।

সূরা যা-রিয়া-ত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬০
রুকূ ঃ ৩

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ

১। অয্যা-রিয়া-তি যার্ওয়ান্। ২। ফাল্হা-মিলা-তি ওয়িক্ব্রন্। ৩। ফাল্জ্বা-রিয়া-তি ইয়ুস্রন্। ৪। ফাল্ মুক্বাস্সিমা-তি
(১) কসম ধূলি বায়ুর,(২) আর পানি বহণকারী মেঘমালার,(৩) এবং ধীর গতিতে চলমান নৌযানের,(৪) ও কর্ম বন্টনকারীদের,

أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

আম্রান্। ৫। ইন্নামা-তূআদূনা লাছোয়া-দিক্ব। ৬। অ ইন্নাদ্দীনা লাওয়া-ক্বিউ'ন্। ৭। অস্সামা — য়ি যা-তিল্
(৫) তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্য।(৬) আর প্রতিদানের জন্য বিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে।(৭) আর কক্ষযুক্ত আকাশের

الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

হুবুকি। ৮। ইন্নাকুম্ লাফী ক্বাওলিম্ মুখ্তালিফিঁ। ৯। ইয়ু''ফাকু 'আন্হু মান্ উফিক্। ১০। কু্তিলাল্ খর্রা-ছূনা।
শপথ। (৮) তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। (৯) তা হতে সে-ই বিমুখ থাকে যে সত্য ভ্রষ্ট। (১০) ধ্বংস হোক মিথ্যাচারীরা।

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ

১১। অল্লাযীনা হুম্ ফী গম্রাতিন্ সা-হূনা। ১২। ইয়াস্য়ালূনা আইয়্যা-না ইয়াওমুদ্দীন্। ১৩। ইয়াওমা হুম্
(১১) যারা মূর্খতার মধ্যে উদাসীন হয়ে রয়েছে।(১২) তারা প্রশ্ন করে প্রতিদান দিবস কবে সংঘটিত হবে?(১৩) বলুন, যেদিন

عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

'আলান্না-রি ইয়ুফ্তানূ ন্। ১৪। যূক্বূ ফিত্নাতাকুম্; হা-যাল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তাস্তা'জ্বিলূন্।
তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। (১৪) আর বলা হবে তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ কর, যে ব্যাপারে তোমরা ত্বরা করছিলে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ

১৫। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না- তিঁও ওয়াউ'ইয়ূনিন্। ১৬। আ-খিযীনা মা ~ আ-তা-হুম্ রব্বুহুম্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বব্লা
(১৫) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা ঝর্ণাযুক্ত জান্নাতে থাকবে। (১৬) তাদের রবের দান তারা সানন্দে ভোগ করবে, কেননা, তারা পূর্বে

ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

যা-লিকা মুহ্সিনীন্। ১৭। কা-নূ ক্বলীলাম্ মিনাল্ লাইলি মা-ইয়াহ্জ্বা'ঊন্। ১৮। অবিল্ আস্হা-রি হুম্
পুণ্যবান ছিল। (১৭) তারা রাতের বেলা খুব কম অংশই নিদ্রায় কাটাত।(১৮) আর রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর দরবারে

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠﴾ وَفِي الْأَرْضِ

ইয়াস্ তাগ্ফিরূন্। ১৯। অফী ~ আম্ওয়া-লিহিম্ হাক্ব্ক্বুল্ লিস্সা — য়িলি অল্ মাহ্রূম্। ২০। অফিল্ আরদ্বি
ক্ষমা প্রার্থনা করত।(১৯) তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক আছে। (২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে

آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢١﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

আ-ইয়া-তু লিল্ মূ ক্বিনীন। ২১। অফী ~ আন্ফুসিকুম্ আফালা-তুব্সিরূন্। ২২। অ ফিস্ সামা — য়ি রিয্ক্বুকুম্ অমা-
অনেক নিদর্শন, (২১) আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি দেখ না? (২২) আর আকাশের মধ্যে তোমাদের রিযিক রয়েছে ও যা কিছু তোমাদের

تُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ☆

তূ'আদূন্ ।২৩। ফা ওয়া রব্বিস্ সামা — য়ি অল্ আরদ্বি ইন্নাহূ লাহাক্ব্ক্বুম্ মিছ্লা মা ~ আন্নাকুম্ তান্ত্বিক্বূন্ ।
প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে। (২৩) কসম আসমান ও যমীনের রবের, এটা এমন সত্য যেমন তোমরা পরস্পর কথা বার্তা বলছ।

ع ১ ২৩ ১৮ রুকু — ওয়াকফে লাযেম

﴿٢٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٥﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

২৪। হাল্ আতা-কা হাদীছু দ্বোয়াইফি ইব্রা-হীমাল্ মুক্রমীন্। ২৫। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্ব-লূ
(২৪) এসেছে কি আপনার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বর্ণনা ?(২৫) তারা এসে বলল, সালাম, সে বলল, সালাম।

سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ☆

সালা-মা-; ক্ব-লা সালা-মুন্ ক্বওমুম্ মুন্কারূন্। ২৬। ফার-গা ইলা ~ আহ্লিহী ফাজ্বা — য়া বি'ইজ্‌লিন্ সামীনিন্।
তারা অপরিচিত ছিল। (২৬) তারপর সে (ইব্রাহীম) স্ত্রীর কাছে গেল এবং ভাজা তাজা রিষ্টপুষ্ট একটি গো-বাছুর নিয়ে আসল।

﴿٢٧﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ

২৭। ফাক্বার্‌রবাহূ ~ ইলাইহিম্ ক্ব-লা আলা-তা''কুলূন্। ২৮। ফাআওজ্বাছা মিন্হুম্ খীফাহ্ ক্ব-লূ লা-তাখফ্;
(২৭) তাঁদের সামনে রাখল, তারা না খাওয়ায় বলল, খাও না কেন? (২৮) এতে তার ভয় হল; তারা বলল, ভয় পেয়ো না।

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ

অবাশ্শারূহু বিগুলা-মিন্ 'আলীম্। ২৯। ফাআক্ব্বালাতিম্ রায়াতুহূ ফী ছোয়ার্‌রতিন্ ফাছোয়াক্কাত্ অজ্ব্হাহা-ওয়া ক্ব-লাত্
অতঃপর তারা তাকে জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিল। (২৯) তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল,

عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ☆

'আজ্বূ যুন্ 'আক্বীম্। ৩০। ক্ব-লূ কাযা-লিকি ক্ব-লা রব্বুক্; ইন্নাহূ হুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম্।
আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধা। (৩০) (ফেরেশতারা) বলল, এ ভাবেই তোমার রব বলেছেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

৩১। ক্ব-লা ফামা-খত্ব্ বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুরসালূন্। ৩২। ক্ব-লূ ~ ইন্না ~ উরসিল্না ~ ইলা-ক্বওমিম্
(৩১) সে বলল, হে ফেরেশ্তারা! তোমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য কি? (৩২) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা প্রেরিত হয়েছি পাপী

مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ

মুজ্র রিমীন্। ৩৩। লিনুরসিলা 'আলাইহিম্ হিজ্বা-রতাম্ মিন্ ত্বীন্। ৩৪। মুসাওয়ামাতান্ 'ইন্দা রব্বিকা
সম্প্রদায়ের প্রতি। (৩৩) যেন আমরা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করি, (৩৪) যা আপনার রবের কাছে সীমা

لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا

লিল্মুস্রিফীন্। ৩৫। ফাআখ্রাজ্ব্ না-মান্ কা-না ফীহা-মিনাল্ মু''মিনীন্। ৩৬। ফামা-অজ্বাদ্না-ফীহা-
লংঘণকারীদের জন্য নিরুপিত হয়েছে। (৩৫) সুতরাং তথাকার মু'মিনদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৩৬) অতঃপর সেখানে আমি

غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ

গইরা বাইতিম্ মিনাল্ মুস্লিমীন্। ৩৭। অতারক্না-ফীহা ~ আ-ইয়াতাল্ লিল্লাযীনা ইয়াখ-ফূনাল্ 'আযা-বাল্
মুসলমানদের একটি গৃহ ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাই নি। (৩৭) আর আমি সেখানে মর্মন্তুদ শাস্তির ভয়ে ভীতদের

الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ

আলীম্। ৩৮। অফী মূসা ~ ইয্ আর্সাল্না-হু ইলা-ফির্'আউনা বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্। ৩৯। ফাতাওয়াল্লা
জন্য নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) আর মূসার বিষয়ে তাকে ফেরাউনের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। (৩৯) তখন সে

بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

বিরুক্নিহী অক্ব-লা সা-হিরুন্ আও মাজ্ব নূন্। ৪০। ফাআখায্না-হু অজ্বু নূদাহূ ফানাবায্না-হুম্ ফিল্ ইয়াম্মি
শক্তির দম্ভে বিমুখ হয়ে বলল, এ ব্যক্তি যাদুকর বা উন্মাদ। (৪০) তাকে ও তার দলবলকে ধরে সমুদ্রে ফেললাম নিক্ষেপ

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ

অহুওয়া মুলীম্। ৪১। অফী 'আ-দিন্ ইয্ আর্সাল্না- 'আলাইহিমুর্ রীহাল্ 'আক্বীম্। ৪২। মা-তাযারু মিন্ শাইয়িন্
করলাম, সে ছিল ধিকৃত। (৪১) আ'দের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্ঝা বায়ু পাঠালাম। (৪২) এটা যার ওপর দিয়েই গিয়েছিল

أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ

আতাত্ 'আলাইহি ইল্লা-জ্বা'আলাত্হু কার্রমীম্। ৪৩। অফী ছামূদা ইয্ ক্বীলা লাহুম্ তামাত্তাউ' হাত্তা-
তাকেই চূর্ণ করেছিল। (৪৩) আর ছামুদ সম্প্রদায়ের বর্ণনায়ও নিদর্শন রয়েছে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা আরও

আয়াত-৩৪ ঃ তাফ্সীরে সুদ্দী ও হাসান বসরীতে লিখা আছে যে, এ পাথরসমূহের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে মোহরের ন্যায় অঙ্কিত ছিল এবং ওতে পাপীদের নামও লিখা ছিল। এজন্য চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে তো তাদের বস্তীগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল, তার পর প্রস্তর বর্ষিত হল। এ আয়াত হতে অনেক ওলামা লূতী শাস্তিকে "সঙ্গেছার" বলে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর পরে তাঁর ছাহাবীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। ইবনে আব্বাসের মতে লূতী অভ্যাসধারীকে উচ্চস্থল হতে ফেলে দিয়ে হত্যা করতে হবে। কেউ আবার তরবারির দ্বারা হত্যার কথা বলেছেন। আবার কেউ ব্যাভিচারের কথা বলেন। কিন্তু ব্যাভিচার থেকে কম শাস্তি দেয়ার কথা কেউই উল্লেখ করেন নি। (ইবঃ কাঃ, তাফঃ খাযেন)

حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَمَا

হীন্। ৪৪। ফা'আতাও 'আন্ আম্‌রি রব্বিহিম্ ফাআখযাত্ হুমুছ্ ছোয়া-'ইক্বতু অহুম্ ইয়ান্‌জুরূন্। ৪৫। ফামাস্
কিছুকালভোগ উপভোগ কর।(৪৪) অনন্তর তার রবের নির্দেশ অমান্য করলে বজ্রাঘাত পড়ল, যা তারা দেখছিল, (৪৫) আর

اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ

তাত্বোয়া-'উ মিন্ ক্বিয়া-মিঁও অমা-কা-নূ মুন্‌তাছিরীন্। ৪৬। অক্বওমা নূহিম্ মিন্ ক্বব্‌ল্; ইন্নাহুম্
তারা উঠে দাঁড়াতেও পারে নি, প্রতিরোধও করতে পারে নি। (৪৬) আর পূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও এরূপ অবস্থা হয়েছিল,

২ ع ২৭ ১ রুকু

كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَالْاَرْضَ

ক্বা-নূ ক্বওমান্ ফা-সিক্বীন্। ৪৭। অস্‌সামা — য়া বানাইনা-হা- বিআইদিঁও অইন্না লামূসি'ঊন্। ৪৮। অল্‌আর্‌দ্বোয়া
তারা ফাসেক ছিল। (৪৭) আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমিই সম্প্রসারক, (৪৮) আর ভূমিকে

فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٭

ফারশ্‌না-হা- ফানি'মাল্ মা-হিদূন্। ৪৯। অমিন্ কুল্লি শাইয়িন্ খলাক্ব্‌না-যাওজ্বাইনি লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্।
বিছিয়েছি, কত উত্তমভাবে বিছিয়েছি।(৪৯) আর প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হও।

﴿٥٠﴾ فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ

৫০। ফাফিররূ ~ ইলাল্লা-হ্; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাযীরুম্ মুবীন্। ৫১। অলা- তাজ্‌'আলূ মা'আল্লা-হি
(৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে দ্রুত ধাবিত হও, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী। (৫১) এবং আল্লাহর

اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٢﴾ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ

ইলা-হান্ আ-খর্; ইন্নী লাকুম্ মিন্‌হু নাযীরুম্ মুবীন্। ৫২। কাযা-লিকা মা ~ আতাল্ লাযীনা মিন্
সঙ্গে অন্য ইলাহ্ সাব্যস্ত করো না, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এভাবে, পূর্ববর্তীদের

قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٣﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

ক্ববলিহিম্ মির্ রসূলিন্ ইল্লা-ক্বা-লূ সা-হিরুন্ আও মাজ্বনূন্। ৫৩। আতাওয়া ছোয়াও বিহী বাল্ হুম্ ক্বওমুন্
কাছে রাসূল আসলেই বলত, যাদুকর বা উন্মাদ। (৫৩) তারা কি একে অপরকে উপদেশই দিয়েছে? বরং তারা অবাধ্য

طَاغُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٥﴾ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ

ত্বোয়া-গূন্। ৫৪। ফাতাওয়াল্লা 'আনহুম্ ফামা ~ আন্‌তা বিমালূম্। ৫৫। অযাক্কির্ ফাইন্নায় যিক্‌রা তান্‌ফা'উল্
সম্প্রদায়। (৫৪) তাদেরকে উপেক্ষা করুন, আপনি অভিযুক্ত নন। (৫৫) উপদেশ দিন, কেননা, উপদেশ মু'মিনদের জন্য

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ

মু''মিনীন্। ৫৬। অমা-খলাক্ব্‌তুল্ জ্বিন্না অল্ ইন্‌সা ইল্লা-লিইয়া'বুদূন্। ৫৭। মা ~ উরীদু মিনহুম্
উপকার। (৫৬) আর আমি জ্বিন্ ও মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (৫৭) আমি তাদের কাছে

مِنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝٥٨ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

মির্ রিয্ক্বিঁও অমা ~ উরীদু আইঁ ইয়ুত্ব্'ইমূন্। ৫৮। ইন্নাল্লা-হা হুওয়ার্ রয্যা-ক্বু যুল্ ক্বুওয়্যাতিল্

রিযিক্ চাই না; আর এটাও কামনা করি না যে, আমাকে তারা খাওয়াবে। (৫৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ই আমার রিযিক্দাতা,

الْمَتِيْنُ ۝٥٩ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا

মাতীন্। ৫৯। ফাইন্না লিল্লাযীনা জোয়ালামূ যানূবাম্ মিছ্লা যানূবি আছ্হা-বিহিম্ ফালা-

অসীম শক্তিধর। (৫৯) অতঃপর যারা তাদের অতীত সহচর তাদের মত জালিমদের জন্য যোগ্য অংশ নির্ধারিত আছে,

يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝٦٠ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ

ইয়াস্তা'জিলূন্। ৬০। ফাওয়াইলুল লিল্লাযীনা কাফারূ মিঁই ইয়াওমিহিমুল্ লাযী ইয়ূ'আদূন্।

তাদের তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়। (৬০) অতএব যারা প্রতিশ্রুত দিনটি অস্বীকার করে তাদের জন্য বড়ই আক্ষেপ।

ع ৩ ১৪ ২ রুকু

সূরা তূর্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৯
রুকূ ঃ ২

۝١ وَالطُّوْرِ ۝٢ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٣ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٤ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ

১। অত্ব্ ত্বূরি। ২। অকিতা-বিম্ মাস্ত্বূরিন্। ৩। ফী রাক্ক্বিম্ মান্শূরিঁও। ৪। অল্বাইতিল্ মা'মূরি

(১) কসম্ তূরে, (২) আর সেই লিখিত কিতাবের, (৩) যা খোলা কাগজে আছে, (৪) আর কসম্ বায়তুল মা'মূরের,

۝٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٦ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٧ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

৫। অস্সাক্ব্ফিল্ মার্ফূ'ই। ৬। অল্বাহ্রিল্ মাস্জূরি। ৭। ইন্না 'আযা-বা রব্বিকা লাওয়া-ক্বি'উম্।

(৫) কসম্ সমুন্নত ছাদের (আকাশের), (৬) আর কসম্ উত্তাল সমুদ্রের। (৭) নিশ্চয়ই আপনার রবের শাস্তি অবধারিত,

۝٨ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٩ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝١٠ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١١ فَوَيْلٌ

৮। মা-লাহূ মিন্ দা-ফি'ই, ৯। ইয়াওমা তামূরুস্ সামা — য়ু মাওরাঁও। ১০। অতাসীরুল্ জ্বিবা-লু সাইর-। ১১। ফাওয়াইলুইঁ

(৮) কোন প্রতিরোধকারী নেই। (৯) যেদিন আকাশ ঘুরবে, (১০) এবং পর্বতসমূহ দ্রুত চলতে থাকবে, (১১) অনন্তর সেদিন

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٢ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٣ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ

ইয়াওমায়িযিল্ লিল্মুকায্যিবীনা। ১২। ল্লাযীনা হুম্ ফী খাওদ্বিই ইয়াল্'আবূন্। ১৩। ইয়াওমা ইয়ুদা'উ না

যারা মিথ্যাশ্রয়ী তাদের জন্য বড়ই দুর্ভোগ, (১২) যারা অসার খেলায় অনর্থক মত্ত থাকে। (১৩) যেদিন ধাক্কিয়ে তাদেরকে

اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٤ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٥ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ

ইলা-না-রি জ্বাহান্নামা দাআ। ১৪। হা-যিহিন্ না-রুল্লাতী কুন্তুম্ বিহা-তুকায্যিবূন্। ১৫। আফাসিহ্রুন্ হা-যা ~

জাহান্নামে নেয়া হবে, (১৪) এবং বলা হবে এ তো সে আগুন যা তোমরা অস্বীকার করতে। (১৫) এটা কি যাদু, না তোমরা

ওয়াক্বফে লাযেম

اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٦﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ

আম্ আন্তুম্ লা-তুব্ছিরূন্। ১৬। ইছ্লাওহা-ফাছ্বিরূ ~ আওলা তাছ্বিরূ সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইকুম্;
দেখতে পাচ্ছ না? (১৬) প্রবেশ কর, ধৈর্য ধারণ কর আর না কর, সবই তোমাদের পক্ষে সমান; নিশ্চয়ই তোমাদেরকে

اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٨﴾ فٰكِهِيْنَ

ইন্নামা তুজ্যাওনা মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ১৭। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জান্না-তিঁও অনা'ঈম্।১৮। ফা-কিহীনা
তোমাদের কৃতকর্মের ফলই দেয়া হচ্ছে। (১৭) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতের মধ্যে, (১৮) অতঃপর তারা

بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا

বিমা ~ আ-তা-হুম্ রব্বুহুম্ অ ওয়াক্বা-হুম্ রব্বুহুম্ আযা-বাল্ জ্বাহীম্। ১৯। কুলূ অশ্রবূ হানী — য়াম্
তাদের রবের দেয়া নিয়ামত নিয়ে আনন্দে থাকবে, তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (১৯) তোমরা তৃপ্তির

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ

বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ২০। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা-সুরুরিম্ মাছ্ফূ ফাতিন্ অযাওওয়াজ্ব্না-হুম্ বিহূরিন্ 'ঈন্।
সাথে পানাহার কর কর্মের বিনিময়ে।(২০) হেলান দিয়ে তারা সারিবদ্ধভাবে বসবে, তাদেরকে সুনয়না সুন্দরী হূরের সঙ্গে মিলাব।

﴿٢١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ

২১। অল্লাযীনা আ-মানূ অত্তাবা'আত্ হুম্ যুর্রিয়্যাতুহুম্ বিঈমা-নিন্ আল্হাক্ব্না-বিহিম্ যুর্রিয়্যাতাহুম্ অমা ~
(২১) আর যারা ঈমান আনে, এবং তাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করে, তাদের সঙ্গে সন্তানদের শামিল করে দেব;

اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢٢﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ

আলাত্না-হুম্ মিন্ 'আমালিহিম্ মিন্ শাইয়িন্; কুল্লুম্ রিয়িম্ বিমা-কাসাবা রাহীন্। ২২। অআম্দাদ্না-হুম্
তাদের কর্মফল হতে আমি কিছুই কমাব না, প্রত্যেকে স্বীয় (কুফুরী) কর্মের জন্য দায়ী। (২২) আর আমি তাদেরকে

بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ

বিফা-কিহাতিঁও অলাহ্মিম্ মিম্মা-ইয়াশ্তাহূন্। ২৩। ইয়াতানা-যা'ঊনা ফীহা-কা'সাল্ লা-লাগ্য়ুন্ ফীহা-অলা-তা''ছীম্।
তাদের পছন্দমত ফলমূল ও গোশ্ত দেব। (২৩) তারা পরস্পর পানপাত্র আদান প্রদান করবে, তাতে প্রলাপ ও পাপ নেই।

﴿٢٤﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٥﴾ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

২৪। অইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ গিল্মা-নুল্লাহুম্ কায়ান্নাহুম্ লু''লুয়ুম্ মাক্নূন্। ২৫। অআক্ব্বালা বা'দ্বুহুম্
(২৪) তাদের সেবায় নিয়োজিত রক্ষিত মুক্তার মত কিশোররা আশেপাশে ঘুরবে। (২৫) আর একে অন্যের দিকে এসে

عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٦﴾ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ فَمَنَّ

'আলা-বা'দ্বি ইয়াতাসা — য়ালূন্। ২৬। ক্বা-লূ ~ ইন্না-কুন্না-ক্ববলু ফী ~ আহ্লিনা মুশ্ফিক্বীন্। ২৭। ফামান্ না
জিজ্ঞাসা করবে। (২৬) বলবে, পূর্বে নিজেদের পরিবারে খুব ভিত অবস্থায় ছিলাম। (২৭) অনন্তর আল্লাহ আমাদের প্রতি

اللهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ

ল্লা-হু 'আলাইনা-অঅক্বা-না 'আযা-বাস্ সামূম্। ২৮। ইন্না-কুন্না- মিন্ ক্বব্লু নাদ্'উহ্; ইন্নাহূ হুওয়াল্

অনুগ্রহ ও দয়া করলেন, আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করলেন।(২৮) আমরা পূর্বেও তাকে ডাকতাম, তিনি

الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٩﴾ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ

বার্রুর্ রহীম্। ২৯। ফাযাক্কির্ ফামা ~ আন্তা বিনি' মাতি রব্বিকা বিকা- হিনিঁও অলা-মাজ্নূন্।

বড়ই উপকারী, দয়ালু। (২৯) সুতরাং আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি না গণক, না উন্মাদ।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ

৩০। আম্ ইয়াক্বূলূনা শা-'ইরুন্ নাতারাব্বাছু বিহী রইবাল্ মানূন্। ৩১। ক্বুল্ তারব্বাছূ ফাইন্নী মা'আকুম্

(৩০) না কি তারা বলে থাকে যে, তিনি একজন কবি? তার জন্য কালচক্রের অপেক্ষায় আছি।(৩১) তাদেরকে বলুন, তোমরা

مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ

মিনাল্ মুতারব্বিছীন্। ৩২। আম্ তা"মুরুহুম্ আহ্লা-মুহুম্ বিহা-যা ~ আম্ হুম্ ক্বওমুন্ ত্বোয়া-গূন্।

প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষায় আছি। (৩২) বা তাদের বুদ্ধিই কি তাদেরকে এরূপ প্ররোচিত করে, না কি তারা দুর্বৃত্ত জাতি।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ

৩৩। আম্ ইয়াক্বূলূনা তাক্বওয়ালাহূ বাল্ লা- ইয়ু"মিনূন্। ৩৪। ফাল্ইয়া"তূ বিহাদীছিম্ মিছ্লিহী ~

(৩৩) অথবা তারা বলে যে, এটা তার রচিত কোরআন, বরং বিশ্বাস এরা করে না। (৩৪) তবে তোমরা এরূপ কোন

إِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا

ইন্ কা-নূ ছোয়া-দিক্বীন্। ৩৫। আম্ খুলিক্বূ মিন্ গইরি শাইয়িন্ আম্ হুমুল্ খ-লিক্বূন্। ৩৬। আম্ খলাক্বুস্

রচনা আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৩৫) তারা কি বস্তু ছাড়াই সৃষ্ট, না তারাই স্রষ্টা? (৩৬) অথবা তারা কি সৃষ্টি

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া বাল্ লা-ইয়ূক্বিনূন্। ৩৭। আম্ 'ইন্দাহুম্ খাযা — য়িনু রব্বিকা আম্ হুমুল্

করেছে আসমান-ও যমীন ? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৭) আপনার রবের ভাণ্ডারসমূহ কি তাদের নিকট রয়েছে, নাকি

শানেনুযূল ঃ আয়াতঙ২৯ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্য দ্বীন যখন উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হতে লাগল, তখন আরবের মুশরিকরা হজ্জ্ব করতে আসা লোকদের পথে বসে আগতদের নিকট প্রচার আরম্ভ করল, যে লোকটি মক্কায় নবুওয়াতের দাবি করছে ,সে একজন গণক বা উন্মাদ ব্যক্তি। উদ্দেশ্য নবাগতরা যেন নবী কারীম (ছঃ)-এর বশে না আসে। নবী করীম (ছঃ)-এর নিকট তাদের এ সমস্ত হীন কর্মসমূহ মর্মন্তুদ হতে ছিল। তাই আল্লাহপাক নবী কারীম (ছঃ)-কে সান্ত্বনা দানের নিমিত্তে আয়াতটি নাযিল করেন।

আয়াত-৩০ ঃ কোরাইশ কাফেররা দারুন্ নাদওয়াতে সমবেত হয়ে নবী কারীম (ছঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বলে, তাকে চির আবদ্ধ করা হোক, যেন প্রাচীন কবি যুহাইর ও নাবেগার ন্যায় ধুকে ধুকে মরে এবং আমরাও নিষ্কৃতি পাই। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

আয়াত- ৩৩ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদেরকে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, যারা বলে যে, এ কোরআন কবির রচনা অথবা গণকের বাক্য, তারা এর অনুরূপ কোন একটি অথবা উৎকৃষ্টতর বাক্য আনয়ন করুক। বলা বাহুল্য, কোরআন শরীফে অবিশ্বাসীদেরকে একাধিকবার আহ্বান করা সত্ত্বেও তারা এর অনুরূপ কোন চমৎকার বাক্য রচনা করতে সমর্থ হয় নি।

الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ☆

মুসাইত্বিরূন্। ৩৮। আম্ লাহুম্ সুল্লামুই ইয়াস্তামিউ'না ফীহি ফাল্ ইয়া''তি মুসতামিউ'হুম্ বিসুল্ত্বোয়া-নিম্ মুবীন্।
নিয়ন্তা? (৩৮) না কি তাদের সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে শুনে? তবে সে শ্রোতা যেন প্রকাশ্য প্রমাণ হাযির করে।

﴿٣٩﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ☆

৩৯। আম্ লাহুল্ বানা-তু অলাকুমুল্ বানূন্। ৪০। আম্ তাস্য়ালুহুম্ আজ্ রান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্রমিম্ মুছ্কালূন্।
(৩৯) তাঁর জন্য কি মেয়ে, আর তোমাদের জন্য ছেলে? (৪০) নাকি তাদের কাছে তুমি পারিশ্রমিক চাও যে, তারা বোঝা মনে করে?

﴿٤١﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا

৪১। আম্ ই'ন্দাহুমুল্ গাইবু ফাহুম্ ইয়াক্তুবূন্। ৪২। আম্ ইয়ুরীদূনা কাইদা-; ফাল্লাযীনা কাফারূ
(৪১) নাকি গায়েবের ইলম্ আছে যে, তারা তা লিখে রাখে? (৪২) নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? অবশেষে কাফেররা

هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٣﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِنْ يَرَوْا

হুমুল্ মাকীদূন্। ৪৩। আম্ লাহুম্ ইলা-হুন্ গাইরুল্লা-হ্; সুব্হা-না ল্লা-হি 'আম্মা ইয়ুশ্রিকূন্। ৪৪। অ ইঁ ইয়ারাও
নিজেরাই হবে প্রতারিত। (৪৩) নাকি আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন ইলাহ আছে? আল্লাহ শিরক মুক্ত। (৪৪) আকাশের

كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٥﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ

কিস্ফাম্ মিনাস্ সামা — য়ি সা-ক্বিত্বোয়াই ইয়াকূলূ সাহা-বুম্ মার্কূম্। ৪৫। ফাযার্হুম্ হাত্তা- ইয়ুলা-কূ ইয়াওমাহুমুল্
কোন খণ্ড পড়তে দেখলে বলবে যে, জমাট বাঁধা মেঘ। (৪৫) সুতরাং আপনি ততদিন তাদেরকে উপেক্ষা করান, বজ্রাঘাতে

الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّ

লাযী ফীহি ইয়ুছ্ 'আকূন্। ৪৬। ইয়াওমা লা-ইয়ুগ্নী 'আন্হুম্ কাইদু হুম্ শাইয়াঁও অলা হুম্ ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ৪৭। অ ইন্না
আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। (৪৬) সেদিন প্রতারণা তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (৪৭) এ ছাড়াও

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ

লিল্লাযীনা জোয়ালামূ 'আযা-বান্ দূনা যা-লিকা অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৪৮। অছ্বির্ লিহুক্মি রব্বিকা ফাইন্নাকা
জালিমদের জন্য আরো শাস্তি আছে, কিন্তু অনেকেই জানে না। (৪৮) রবের নির্দেশের জন্য ধৈর্য ধরুন, আপনি আমার দৃষ্টিতে

بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ☆

বিআ'ইয়ুনিনা-অসাব্বিহ্ বিহাম্দি রব্বিকা হীনা তাকূম্। ৪৯। অ মিনাল্লাইলি ফাসাব্বিহ্হু অইদ্বা-রন্ নুজূম্
আছেন, আপনি যখন নিদ্রা থেকে ওঠেন আপনার রবের প্রশংসা মহিমা করুন(৪৯) রাতে মহিমা করুন, আর তারা নক্ষত্র ডুবলে

ع ২ ২১ 4 রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৪ ঃ কোরাইশ নেতা আবু জাহেল বলেছিল, এ কোরআন ও দ্বীন সত্য হলে আল্লাহ আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুক। অথবা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করুক। যাতে আমরা এ দ্বীনের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। এভাবে কয়েকজন কোরাইশ নেতা বলেছিল, আমাদের উপর যদি আসমানের একখণ্ড ভেঙ্গেও পড়ে, তবু আমরা কোরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। এখন আর তাদেরকে উপদেশ দেয়ার সময় নেই। নির্ধারিত সময়ে শাস্তি আসলে দুনিয়াতেও শাস্তি প্রাপ্ত হবে এবং আখেরাতেও স্থায়ী শাস্তিতে আটক থাকবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দুনিয়ার শাস্তি তো বদর যুদ্ধে ভুগল। (ইবঃ কাঃ)

سُورَةُ النَّجْمِ

সূরা নাজ্‌ম্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬২
রুকূ ঃ ৩

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

১। অন্নাজ্‌মি ইযা-হাওয়া-। ২। মা-দ্বোয়াল্লা-ছোয়া-হিবুকুম্ অমা-গাওয়া-। ৩। অমা-ইয়ান্‌ত্বিক্বু 'আনিল্
(১) কসম নক্ষত্রসমূহের, যখন তা অস্ত যায়। (২) তোমাদের সাথী ভ্রষ্টনয়, আর বিপথগামীও নয়; (৩) আর সে মনগড়া কথা

الْهَوٰى ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥ ذُوْ مِرَّةٍ ۚ

হাওয়া-। ৪। ইন্ হুওয়া ইল্লা-ওয়াহ্‌ইয়ুঁই ইয়ূহা-। ৫। 'আল্লামাহূ শাদীদুল্ ক্বু-ওয়া-। ৬। যূ-মির্‌রাহ্;
বলে না; (৪) এটা তার কাছে আসা প্রত্যাদেশ, (৫) মহাশক্তি জিবরাঈল (আঃ) তাকে শিক্ষা দেয় (৬) মহাশক্তিধর,

فَاسْتَوٰى ۝٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ

ফাস্‌তাওয়া-। ৭। অহুওয়া বিল্‌উফুক্বিল্ 'আলা-।৮।ছুম্মা দানা-ফাতাদাল্লা-। ৯। ফাকা-না ক্ব-বা ক্বাওসাইনি আও
পূর্ণাঙ্গ, (৭) আর সে উর্ধ্ব দিগন্তে ছিল, (৮) পরে নিকটে আসল, আরও নিকটে, (৯) অনন্তর দু'ই ধনুক তদপেক্ষা আরও কম

أَدْنٰى ۝٩ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى ۝١٠ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى ۝١١

আদ্‌না-। ১০। ফাআওহা ~ ইলা-'আব্‌দিহী মা ~ আওহা-। ১১। মা-কাযাবাল্ ফুয়া-দু মা-রায়া-
ব্যবধান রইল, (১০)তখন আল্লাহ বান্দাহ্‌র কাছে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করলেন। (১১) যা দেখল তাকে মিথ্যা মনে করে নি।

أَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝١٤

১২। আফাতুমা-রূনাহূ 'আলা-মা-ইয়ারা-। ১৩। অলাক্বদ্ রায়া-হু নায্‌লাতান্ উখ্‌রা-। ১৪। 'ইন্‌দা সিদ্‌রতিল্ মুন্‌তাহা-।
(১২) সে যা দেখল তা নিয়ে কি তর্ক করবে? (১৩) সে আর একবারও দেখে ছিল, (১৪) প্রান্তের কুল বৃক্ষের কাছে,

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ۝١٥ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا

১৫। 'ইন্‌দাহা-জ্বান্নাতুল্ মা''ওয়া-। ১৬। ইয্ ইয়াগ্‌শাস্ সিদ্‌রতা মা-ইয়াগ্‌শা-। ১৭। মা-যা-গল্ বাছোয়ারু অমা-
(১৫) যার কাছে অবস্থিত আবাস-জান্নাত, (১৬) কুল আচ্ছাদন যোগ্য জিনিস দিয়ে আচ্ছাদিত, (১৭) তখন তার দৃষ্টিভ্রম ও লক্ষ্যচ্যুত

طَغٰى ۝١٧ لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝١٨ أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۝١٩

ত্বোয়াগা-। ১৮। লাক্বদ্ রয়া-মিন্ আ-ইয়া-তি রব্বিহিল্ কুব্‌র-। ১৯। আফারয়াইতুমুল্ লা-তা অল্ উ'য্‌যা-।
হয় নি। (১৮) সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছে, তোমরা কি ভেবেছ (১৯) লাত ও উয়যাকে ভেবে দেখেছ?

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ۝٢٠ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ۝٢١ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ

২০। অ মানা-তাছ্ ছা-লিছাতাল্ উখ্‌র-। ২১। আলাকুমুয্ যাকারু অলাহুল্ উন্‌ছা-। ২২। তিল্‌কা ইযান্ ক্বিস্‌মাতুন্
(২০) অন্য তৃতীয় মানাতকেও? (২১) তোমাদের জন্য কি পুত্র, তার জন্য কি কন্যা? (৬) (২২) এটা তো অযৌক্তিক

ضِيۡزٰى ﴿٢٢﴾ اِنۡ هِىَ اِلَّاۤ اَسۡمَآءٌ سَمَّيۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَاٰبَآؤُكُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا

দ্বীযা- ।২৩। ইন্ হিয়া ইল্লা ~ আস্মা — য়ুন্ সাম্মাইতুমূ হা ~ আন্তুম্ অআ-বা — য়ুকুম্ মা ~ আন্ যালা ল্লা-হু বিহা-

বন্টন। (২৩) এগুলো তো শুধু নাম, যা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন

مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى الۡاَنۡفُسُ ۚ وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمُ

মিন্ সুল্‌ত্বোয়া-ন্; ইঁ ইয়াত্তাবিউ'না ইল্লাজ্‌জোয়ান্না অমা-তাহ্‌ওয়াল্ আন্ফুস্সু অলাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ মির্ রব্বিহিমুল্

প্রমাণ প্রেরণ করেন নি। তারা তো অনুমান ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াত

الۡهُدٰى ﴿٢٣﴾ اَمۡ لِلۡاِنۡسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الۡاٰخِرَةُ وَالۡاُوۡلٰى ﴿٢٥﴾ وَكَمۡ مِّنۡ

হুদা- ।২৪। আম্ লিল্ ইন্সা-নি মা- তামান্না- ।২৫। ফালিল্লা-হিল্ আ-খিরতু অল্ ঊলা- ।২৬। অকাম্ মিম্

এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায় তা-ই কি সে পেয়ে থাকে? (২৫) অনন্তর ইহ-পরকাল আল্লাহরই। (২৬) আর আকাশে অসংখ্য

(রুকু ১/৫, ২৫)

مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِىۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ يَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ

মালাকিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি লা-তুগ্‌নী শাফা- 'আতুহুম্ শাইয়ান্ ইল্লা-মিম্ বা'দ্বি আইঁ ইয়া' যানা ল্লা-হু লিমাইঁ

ফেরেশ্‌তা মওজুদ রয়েছে, যাদের সুপারিশ কোন উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি

يَّشَآءُ وَيَرۡضٰى ﴿٢٦﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوۡنَ الۡمَلٰٓـئِكَةَ تَسۡمِيَةَ

ইয়াশা — য়ু অইয়ারদ্বোয়া-।২৭। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইয়ু"মিনূনা বিল্‌আ-খিরতি লাইয়ুসাম্মূ নাল্ মালা — য়িকাতা তাস্‌মিয়াতাল্

সন্তুষ্ট হন তাকে অনুমতি প্রদান করেন। (২৭) নিশ্চয়ই যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, ফেরেশ্‌তাদের নারীবাচক নাম

الۡاُنۡثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمۡ بِهٖ مِنۡ عِلۡمٍ ؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغۡنِىۡ

উন্‌ছা -।২৮। অমা-লাহুম্ বিহী মিন্ ই'ল্‌ম্; ইঁইয়াত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্ জোয়ান্না অইন্নাজ্ জোয়ান্না লা-ইয়ুগ্‌নী

রাখে। (২৮) আর এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে, আর নিশ্চয়ই সত্যের সামনে ধারণার

مِنَ الۡحَقِّ شَيۡـًٔا ﴿٢٨﴾ فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰى ۙ عَنۡ ذِكۡرِنَا وَلَمۡ يُرِدۡ اِلَّا الۡحَيٰوةَ

মিনাল্ হাক্ব্‌ক্বি শাইয়া-।২৯। ফাআ'রিদ্ব 'আম্মান্ তাওয়াল্লা-আন্ যিক্‌রিনা-অলাম্ ইয়ুরিদ্ ইল্লাল্ হা ইয়া-তাদ্

মূল্য নেই। (২৯) অতএব, আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন এমন ব্যক্তি থেকে, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করুন, সে

الدُّنۡيَا ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ۙ

দুন্‌ইয়া-।৩০। যা-লিকা মাব্‌লাগুহুম্ মিনাল্ ই'ল্‌ম্; ইন্না রব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বোয়াল্লা 'আন্ সাবীলিহী

তো পার্থিব জীবনই কামনা করে,(৩০) এটাই তাদের জ্ঞানের সীমা, নিশ্চয়ই তাদের রবই জানেন কে পথচ্যুত, তিনিই

আয়াত-২৩ঃ পবিত্র কোরআনের দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর মুখে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, মুশরিকরা যাদের উপাসনা করছে তারা উপাস্য নয়। আর আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করা উচিত নয়। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-২৪ ঃ এরূপ হয় না যে, মানুষের মন যা চায়, তাই সে লাভ করবে। যেমন মুশরিকরা আশা পোষণ করত যে, তাদের উপাস্যরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে, তাদের এ আশা পূর্ণ হবে না। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-২৬ ঃ মক্কার কাফের গোষ্ঠী তো পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তারা পার্থিব বিষয় ফেরেশতা বা দেব-দেবীর সুপারিশের আশা পোষণ করত এবং বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর মীমাংসাসমূহে তাদেরও হাত আছে। এরা সুপারিশত করে সন্তান দিতে পারে। সুস্থতা বিজয় ইত্যাদি সর্ব প্রকার উদ্দেশ্য সফল করিয়ে দিতে পারে। (তাফঃ হক্কানী)

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ

অহুওয়া আ'লামু বিমানিহ্ তাদা- । ৩১ । অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি লিয়াজ্ যিইয়াল্

অবগত আছেন কে পথপ্রাপ্ত। (৩১) আর যা কিছু আছে আকাশসমূহে এবং যা কিছু যমীনে সবই আল্লাহর যাতে তিনি,

الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣٢﴾ اَلَّذِيْنَ

লাযীনা আসা — য়ূ বিমা-'আমিলূ অইয়াজ্ যিইয়াল্লাযীনা আহ্সানূ বিল্‌হুস্‌না- । ৩২ । আল্লাযীনা

দুরাচারী তাদেরকে প্রদান করেন মন্দ প্রতিফল, আর যারা পুণ্যবান তাদেরকে প্রদান করেন উত্তম প্রতিদান। (৩২) যারা

يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ

ইয়াজ্ তানিবূনা কাবা — য়িরল্ ইছ্‌মি অল্'ফাওয়া-হিশা ইল্লাল্ লামাম্ ; ইন্না রব্বাকা ওয়া-সিউ'ল্ মাগ্‌ফিরাহ্; হুওয়া

সাধারণ পাপ ছাড়া মহাপাপ ও অশ্লীল কাজ করা হতে বিরত থাকে, নিশ্চয়ই আপনার রবের ক্ষমা বড়ই বিস্তৃত, তোমাদের

اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ فَلَا

আ'লামু বিকুম্ ইয্ আন্‌শায়াকুম্ মিনাল্ আরদ্বি অইয্ আন্তুম্ আজিন্নাতুন্ ফী বুত্বূনি উম্মাহা- তিকুম্ ফালা-

ব্যাপারে জানেন, যখন তোমাদেরকে মাটি হতে সৃজিয়েছেন আর যখন ভ্রূণ ছিলে মাতৃগর্ভে, নিজেদেরকে পবিত্র মনে

تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٣﴾ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ﴿٣٤﴾ وَاَعْطٰى

তুযাক্কূ ~ আন্‌ফুসাকুম্; হুওয়া 'আলামু বিমা নিত্তাক্বা- ।৩৩। আফারয়াইতাল্ লাযী তাওয়াল্লা- । ৩৪ । অআ'ত্বোয়া-

করো না, তিনিই জানেন কে মুত্তাকী। (৩৩) আপনি বিমুখ ব্যক্তিকে কি দেখেছেন? (৩৪) এবং সামান্যই দান করে,

قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿٣٥﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٦﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ

ক্বালীলাঁও অআক্‌দা- । ৩৫ । আ'ইন্দাহূ 'ইলমুল্ গইবি ফাহুওয়া ইয়ার- ।৩৬। আম্ লাম্ ইয়ুনাব্বা" বিমা-ফী ছুহুফি

পরে বন্ধ করে দেয়। (৩৫) তার কি অদৃশ্য তত্ত্ব আছে যে, দেখবে! (৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা মূসার কিতাবে

مُوْسٰى ﴿٣٧﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى ﴿٣٨﴾ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٩﴾ وَاَنْ لَّيْسَ

মূসা- । ৩৭ । অ ইব্‌র-হীমাল্ লাযী অফ্‌ফা ~ ।৩৮। আল্লা-তাযিরু ওয়া- যিরাতুঁও ওয়িয্‌রা উখ্‌রা- । ৩৯ । অআল্লাইসা

আছে, (৩৭) আর দায়িত্ব পূর্ণকারী ইব্রাহীমের। (৩৮) তা হল, কোন বোঝা বহনকারী। (৩৯) আর মানুষ কেউ কারো গুনাহ্

لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٤٠﴾ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤١﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى

লিল্‌ইন্‌সা-নি ইল্লা-মাসা'আ- ।৪০। অআন্না সা'ইয়াহূ সাওফা ইয়ুরা- ।৪১। ছুম্মা ইয়ুজ্ যা-হুল্ জ্বাযা — য়াল্ আওফা- ।

বহন করবে না, শুধু নিজের চেষ্টানুযায়ীই পাবে, (৪০) শ্রীঘ্রই তার কর্ম দেখান হবে, (৪১) সে তার পূর্ণ প্রতিফল পাবে,

﴿٤٢﴾ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٣﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٤﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ

৪২। অআন্না ইলা-রব্বিকাল্ মুন্‌তাহা- । ৪৩ । অআন্নাহূ হুওয়া আদ্বহাকা অআব্‌ক- ।৪৪। অআন্নাহূ হুওয়া আমা-তা

(৪২) আর সবকিছুর সমাপ্তি তোমার রবের কাছে, (৪৩) তিনিই হাঁসান, আর তিনিই কাঁদান, (৪৪) তিনিই মারেন, আর

এক চতুর্থাংশ

ع ২ ৭ ৬ রুকু

وَأَحْيَا ۝ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ۝ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ۝ وَأَنَّ

অ আহ্ইয়া-। ৪৫। অ আন্নাহূ খলাক্বায্ যাওজাইনিয্ যাকারা অল্উন্ছা-৪৬। মিন্ নুত্ব্ফাতিন্ ইযা-তুম্না-। ৪৭। অআন্না
তিনিই জীবন দেন, (৪৫) তিনি পুরুষ-নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, (৪৬) স্খলিত শুক্র বিন্দু হতে, (৪৭) আর পুনরায়

عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ۝ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ۝

'আলাইহিন্ নাশ্য়াতাল্ উখ্র-। ৪৮। অআন্নাহূ হুওয়া আগ্না-অআক্ব্না-। ৪৯। অআন্নাহূ হুওয়া রব্বুশ্ শি'রা-।
সৃষ্টি করাও তাঁরই দায়িত্ব, (৪৮) আর তিনিই ধনশালী করেন ও দান করেন, (৪৯) আর তিনিই শি'রা নামক তারার, রব,

۝ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ۝ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ۝ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ

৫০। অআন্নাহূ ~ আহ্লাকা 'আ-দা-নিল্ ঊলা-। ৫১। অছামূদা ফামা ~ আব্ক্বা-। ৫২। অক্বওমা নূহিম্ মিন্ ক্বব্লু;
(৫০) আর তিনিই আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, (৫১) এবং ছামূদ জাতীকেও, কাকেও ছাড়েন নি, (৫২) পূর্বে নূহের

إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۝ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ۝ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۝

ইন্নাহুম্ কা-নূ হুম্ আজ্লামা অআত্ব্গ-। ৫৩। অল্ মু'তাফিকাতা আহ্ওয়া-। ৫৪। ফাগাশ্শা-হা-মা-গাশ্শা-।
জাতিকেও; নিশ্চয়ই তারা জালিম ছিল, (৫৩) উৎপাটিত আবাসকে উল্টিয়েছেন, (৫৪) আচ্ছন্নকারীদের আচ্ছন্ন করল,

۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ۝ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ۝ أَزِفَتِ

৫৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকা তাতামা-রা-। ৫৬। হা-যা-নাযীরুম্ মিনান্ নুযুরিল্ ঊলা-। ৫৭। আযিফাতিল্
(৫৫) তুমি তোমার রবের কোন কোন দানে সন্দেহ করবে? (৫৬) ইনি পূর্ববতীদের ন্যায় সতর্ককারী, (৫৭) সেই আসন্ন বস্তু

الْآزِفَةُ ۝ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝

আ-যিফাহ্। ৫৮। লাইসা লাহা-মিন্ দূনিল্লা-হি কা-শিফাহ্; ৫৯। আফা মিন্ হা-যাল্ হাদীছি তা'জ্বাবূনা।
কেয়ামত সন্নিকটে। (৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউই তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) এতে কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছো?

সেজদা

۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۝ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝

৬০। অতাদ্বহাকূনা অলা তাব্কূনা। ৬১। অআন্তুম্ সা-মিদূন্। ৬২। ফাস্জু্দূ লিল্লা-হি ওয়া'বুদূ-
(৬০) তোমরা হাসছ, কাঁদছ না। (৬১) তোমরা তো আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন, (৬২) আল্লাহর সেজদা কর, ইবাদত কর।

রুকু ৩ | ৩০ | ৭ | সিজদাহ্-১২

সূরা ক্বমার্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৫
রুকূ ঃ ৩

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ

১। ইক্ব্তারবাতিস্ সা- 'আতু অন্শাক্ব্ক্বল্ ক্বমার্। ২। অ ইঁ-ইয়ারও আ-ইয়াতাই ইয়ু'রিদ্বূ অইয়াকূলূ সিহ্রুম্
(১) কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত, (২) আর কোন নিদর্শন দেখেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং বলে এটা তো চলমান

مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ

মুসতামির্। ৩। অকায্যাবূ অত্তাবাউ' ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্ অকুল্লু আম্‌রিম্ মুস্‌তাক্বির্। ৪। অলাক্বদ্ জ্বা — য়াহুম্ মিনাল্
যাদু (৩) মিথ্যারোপ করে, নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, প্রত্যেক বিষয়ই অটল। (৪) তাদের কাছে তা এমন, সুসংবাদ

الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ

আম্‌বা — য়ি মা-ফীহি মুয্‌দাজ্বার্। ৫। হিকমাতুম্ বা-লিগাতুন্ ফামা-তুগ্‌নিন্ নুযুর্। ৬। ফাতাওয়াল্লা 'আন্‌হুম্ ইয়াওমা ইয়াদ্'উদ্
এসেছে, যাতে রয়েছে সাবধানবাণী। (৫) পূর্ণ জ্ঞানও, কিন্তু তাদের কোন কাজে আসে নি। (৬) অনন্তর তাদেরকে বাদ দিন,

الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ

দা-'ই ইলা-শাইয়িন্ নুকুর্। ৭। খুশ্‌শা'আন্ আব্‌ছোয়া- রুহুম্ ইয়াখ্‌রুজূ্না মিনাল্ আজ্‌দা-ছি কাআন্নাহুম্ জ্বার-দুম্
যেদিন আহ্বানকারী ভয়াবহ বিষয়ের প্রতি ডাকবে, (৭) সেদিন তারা অবনত নেত্রে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত কবর হতে

مُنْتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ

মুন্‌তাশিরু। ৮। মুহ্‌ত্বি'ঈ'না ইলাদ্ দা-'ই; ইয়াক্বূলুল্ কা-ফিরূনা হা-যা- ইয়াওমুন্ 'আসির্; ৯। কায্‌যাবাত্
উঠবে, (৮) তারা ভীত হয়ে আহ্বায়কের দিকে আসবে। কাফেররা বলবে, এটা কঠিন দিন। (৯) পূর্বে নূহের কাওমকেও

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي

ক্বব্‌লাহুম্ ক্বওমু নূহিন্ ফাকায্‌যাবূ 'আব্‌দানা- অক্ব-লূ মাজ্‌নূ্নু নুওঁ অয্‌দুজ্বির্। ১০। ফাদা'আ রব্বাহূ ~ আন্নী
অস্বীকার করেছিল, তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যা বলল যে, সে উন্মাদ, তিরস্কৃত। (১০) অনন্তর সে স্বীয় রবকে ডাকল, আমি

مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ

মাগ্‌লূবুন্ ফান্‌তাছির্। ১১। ফাফাতাহ্‌না ~ আব্‌ওয়া-বাস্ সামা — য়ি বিমা — য়িম্ মুন্‌হামির্। ১২। অফাজ্‌জ্বারনাল্ আর্‌দ্বোয়া
অসহায়, সাহায্য করুন। (১১) অতঃপর আমি অধিক বর্ষণশীল পানি দ্বারা আকাশের-দ্বার খুলে দিলাম, (১২) আর আমি ভূমিতে

عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ

উ'ইয়ূনান্ ফাল্‌তাক্বাল্ মা — য়ু 'আলা ~ আম্‌রিন্ ক্বদ্ ক্বুদির্।১৩। অহামাল্‌না-হু 'আলা- যা-তি আল্‌ওয়া-হিঁও অদুসুর্।
ঝর্ণাসমূহ বহালাম, ফলে নির্দিষ্ট পানি জমা হল। (১৩) আর আমি তাকে তক্তা ও পেরেকের নৌকায় আরোহণ করলাম।

শানেনুযূলঃ আয়াত-১ঃ .একদিন রাতের বেলায় আবু জেহেল ও জনৈক ইহুদী নবী কারীম (ছঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ ! তোমার দাবীর সত্যতার ওপর হয় এমন কোন অলৌকিক কিছু দেখাও, নতুবা আমি তোমার সাথে অশোভনীয় আচরণে লিপ্ত হব। নবী কারীম (ছঃ) বললেন, কি অলৌকিক কাণ্ড দেখতে চাও? তখন সে তৎপরামর্শের জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইহুদীটির দিকে তাকাল। ইহুদী বলল, মুহাম্মদ একজন সুদক্ষ যাদুকর। কিন্তু যাদুর প্রতিক্রিয়া কেবল ভূ-পৃষ্ঠে চলে আকাশে চলে না। তাই তাঁকে বলল যেন চন্দ্র দু'ভাগে ভাগ করে দেখায়। তখন হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) শাহাদত আঙ্গুল চন্দ্রমুখী করে উত্থলনের সাথে সাথেই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে একভাগ জবলে আবু কোবাইস বরাবর, আর একভাগ কায়ীকা'আন বরাবর এসে পড়ল। আবু জেহেল বলল, আচ্ছা এখন উভয় খণ্ডকে একত্র করে দাও। অতঃপর দ্বিতীয়বার আঙ্গুলের ইশারায় অবিকল পূর্বেকার রূপেই চন্দ্র স্থির হয়ে গেল। আলৌকিক কাণ্ডে ইহুদী তো তৎক্ষণাৎই ঈমান আনল। কিন্তু আবু জেহেল বলল, "আমি এটা কখনও বিশ্বাস করি না, আমাদের চোখে যাদু করা হয়েছে, যদ্দ্বারা চাঁদের এ অবস্থা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমি বহিরাগতের নিকট জিজ্ঞাসা করব। মোটকথা প্রবাসীরা তারাও এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সংবাদ ও সাক্ষ্য প্রদান করল। এতদসত্তেও আবু জেহেল ঈমান আনল না।

تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ

১৪। তাজ্বরী বিআ'ইয়ুনিনা-জ্বাযা — য়াল্ লিমান্ কা-না কুফির্। ১৫। অলাক্বত তারাক্না-হা ~ আ-ইয়াতান্ ফাহাল্ মিম্

(১৪) সামনেইতা ভাসছিল, তা-ই প্রত্যাখ্যাতদের বদলা। (১৫) তাকে নিদর্শন রূপে রাখলাম, আছে কি কোন উপদেশ

مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

মুদ্দাকির্। ১৬। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্। ১৭। অলাক্বদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্

গ্রহণকারী ? (১৬) আমার শাস্তি ও ভীতি কিরূপ ছিল? (১৭) কোরআনকে উপদেশার্থে সহজ করেছি, কে আছে তা

مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا

মুদ্দাকির্। ৮। কায্যাবাত্ 'আ-দুন্ ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্। ১৯। ইন্না ~ আরসালনা- 'আলাইহিম্ রীহান্

গ্রহণের? (১৮) আদও প্রত্যাখ্যান করল, ফলে আমার শাস্তি ও ভীতি কেমন হল? (১৯) নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর

صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ

ছোয়ার্ছোয়ারন্ ফী ইয়াওমি নাহ্সিম্ মুস্তামির্। ২০ তান্যি'উন্না-সা কাআন্নাহুম্ 'আজ্বা-যু নাখ্লিম্

দুর্যোগের দিনে প্রচণ্ড ঝটিকা বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। (২০) সেই বায়ু মানুষকে এমনভাবে নির্মূল করেছিল যেন উৎপাটিত

مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

মুন্ক্বাই'র্। ২১। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্। ২২। অলাক্বদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুরআ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্

খেজুর বৃক্ষ। (২১) অতঃপর আমার শাস্তি ও ভীতি কেমন ছিল? (২২) আর সহজ করেছি, কোরআনকে উপদেশার্থে কে আছে তা

مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِىْ

ع ১ ২২ ৮ রুকু

মুদ্দাকির্। ২৩। কায্যাবাত্ ছামূদু বিন্নুযুর্ । ২৪। ফাক্বা-লূ ~ আবাশারাম্ মিন্না-ওয়া-হিদান্ নাত্তাবিউ'হূ ~ ইন্না ~ ইযাল্ লাফী

গ্রহণের? (২৩) ছামূদ সতর্ককারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করল। (২৪) বলল, আমাদেরই একজনকে কি মানব? যাতে বিভ্রান্ত

ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ

দ্বোয়ালা-লিঁও অসু'উর্। ২৫। আ উলক্বিয়ায্ যিক্রু 'আলাইহি মিম্ বাইনিনা-বাল্ হুওয়া কায্যা-বুন্ আশির্। ২৬। সাইয়া'লামূনা

ও উন্মাদ গণ্য হব। (২৫) তার প্রতিই কি ওহী নাযিল হল, বরং সে তো একজন মিথ্যাবাদী দাম্ভিক। (২৬) কাল জানবে,

غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

গদাম্ মানিল্ কায্যা-বুল্ আশির্। ২৭। ইন্না- মুরসিলুন্না-ক্বতি ফিত্নাতাল্ লাহুম্ ফারতাকিব্ হুম্ অছত্বোয়াবির্।

কে মিথ্যাবাদী দাম্ভিক। (২৭) নিশ্চয়ই এক উষ্ট্রী পাঠাব, তাদের পরীক্ষার জন্য, অতএব আপনি লক্ষ্য করুন ও ধৈর্য ধরুন।

﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ

২৮। অনাবিব'হুম্ আন্নাল্ মা — য়া ক্বিস্মাতুম্ বাইনাহুম্ কুল্লু শিরবিম্ মুহ্তাদ্বোয়ার্। ২৯। ফানা-দাও ছোয়া-হিবাহুম্

(২৮) আর পানি বণ্টন নীতি জানিয়ে দিন ও তাদের প্রত্যেকেই পালাক্রমে আসবে। (২৯) তারা সঙ্গীকে আহ্বান করল,

فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ۝٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝٣١ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً

ফাতা'আত্বোয়া- ফা'আক্বার্। ৩০। ফাকাইফা কা-না 'আযা-বী অনুযুর্। ৩১। ইন্না ~ আর্সাল্না-'আলাইহিম্ ছোয়াইহাতাঁও
সে তাকে হত্যা করল। (৩০) কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতি? (৩১) নিঃসন্দেহে আমি বিকট শব্দ প্রেরণ করলাম,

وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝٣٢ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

ওয়া-হিদাতান্ ফাকা-নূ কাহাশীমিল্ মুহতাজির্। ৩২। অলাক্বদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুর্আ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্
অতঃপর তারা খোয়াড়ের তৃণ খণ্ডের ন্যায় হয়ে গেল, (৩২) আর আমি সহজ করেছি কোরআনকে, উপদেশ গ্রহণের কে

مُّدَّكِرٍ ۝٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ۝٣٤ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ

মুদ্দাকির্। ৩৩। কায্যাবাত্ ক্বওমু লূত্বিম্ বিন্নুযুর্। ৩৪। ইন্না ~ আর্সাল্না- 'আলাইহিম্ হা-ছিবান্ ইল্লা ~ আ-লা লূত্ব;
আছে? (৩৩) লূত সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদের মিথ্যা বলেছিল। (৩৪) তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করলাম, লূত পরিবারকে

نَّجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۝٣٥ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ۝٣٦ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ

নাজ্জাইনা-হুম্ বিসাহার্। ৩৫। নি'মাতাম্ মিন্ ই'ন্দিনা-; কাযা-লিকা নাজ্যী; মান শাকার্। ৩৬। অলাক্বদ্ আন্যারাহুম্
রাতের শেষভাগে রক্ষা করলাম। (৩৫) আমার অনুগ্রহে কৃতজ্ঞদের প্রতিদান এভাবেই দিই। (৩৬) আযাবের ভয় দেখালে

بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ

বাত্ব্শাতানা- ফাতামা-রও বিন্নুযুর্। ৩৭। অলাক্বদ্ রা-ওয়াদূহু 'আন্ দোয়াইফিহী ফাত্বোয়ামাস্না ~ আ'ইয়ুনাহুম্
তারা পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দিল। (৩৭) তারা মেহমানদেরকে নিয়ে যেতে চাইল, তাই আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করলাম।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣٩ فَذُوْقُوْا

ফাযূক্বূ 'আযা-বী অনুযুর্। ৩৮। অলাক্বদ্ ছোয়াব্বাহাহুম্ বুক্রাতান্ 'আযা-বুম্ মুস্তাক্বির্। ৩৯। ফাযূক্বূ
এখন তোমরা শাস্তি ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন কর। (৩৮) আমি অতি প্রত্যূষেই তাদের উপর অবিরাম শাস্তি আঘাত হানল। (৩৯) অতঃপর শাস্তি

عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝٤٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝٤١ وَلَقَدْ جَآءَ

'আযা-বী অনুযুর্। ৪০। অলাক্বদ্ ইয়াস্সার্নাল্ কুর্আ-না লিয্যিক্রি ফাহাল্ মিম্ মুদ্দাকির্। ৪১। অলাক্বদ্ জ্বা — য়া
ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন কর। (৪০) আর আমি কোরআনকে সহজ করেছি, উপদেশ গ্রহণের কে আছে?(৪১) আর ফেরাউনীদের

২ রুকু ১৪ ৯

اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝٤١ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ *

আ-লা ফির্'আউনান্ নুযুর্। ৪২। কায্যাবূ বিআ-ইয়া- তিনা-কুল্লিহা-ফাআখায্না-হুম্ আখ্যা 'আযীযিম্ মুক্বতাদির্।
কাছেও সতর্ককারী আগমন করেছিল। (৪২) কিন্তু তারা যখন নিদর্শনাবলি অস্বীকার করল, তখন আমি কঠিন হাতে ধরলাম,

আয়াত-৩৯ ঃ বিভিন্ন সূরায় লূত জাতির অপকর্মের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সুন্দর ছেলেদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ায় অভ্যাস্ত ছিল। হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে দীর্ঘকাল বুঝালেন কিন্তু কেউই সৎ পথে আসল না। অতঃপর একদিন হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল ইস্রাফীল ফেরেশতা সুন্দর ছেলেদের আকৃতিতে হযরত লূত (আঃ) এর ঘরে মেহমানস্বরূপ আগমন করলে তারা খবর পেয়ে রাতারাতি এসে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকার চেষ্টা করলে জিব্রাঈল (আঃ) তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিলেন। সকাল হতে না হতেই উল্লেখিত ফেরেশতা তাদের বস্তিটি উল্টিয়ে দিল এবং প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল। (ইবঃ কাঃ)

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ

৪৩। আকুফ্‌ফা-রুকুম্ খইরুম্ মিন্ উলা — য়িকুম্ আম্ লাকুম্ বার — য়াতুন্ ফিয্‌যুবুর্। ৪৪। আম্ ইয়াক্বূলূনা নাহ্‌নু
(৪৩) তোমাদের যুগের কাফেররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, না কি গ্রন্থে মুক্তি লেখা আছে? (১) (৪৪) না কি তারা বলে,

جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

জ্বামীউ'ম্ মুন্‌তাছির্। ৪৫। সাইয়ুহ্ যামুল্ জ্বাম‌্উ' অ ইয়ুওয়াল্লূ নাদ্ দুবুর্। ৪৬। বালিস্ সা- 'আতু মাও ই'দুহুম্
আমরা দুর্ধর্ষ অপরাজেয়? (৪৫) শীঘ্রই এ দলটি পরাজিত হবে এবং পালায়ন করবে। (৪৬) বরং কেয়ামত তাদের

وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

অস্ সা-'আতু আদ্‌হা-ওয়া আমার্। ৪৭। ইন্নাল্ মুজ্‌রিমীনা ফী দ্বোয়ালা-লিঁও অসুউ'র্। ৪৮। ইয়াওমা ইয়ুস্‌হাবূনা
আযাবের প্রতিশ্রুতি, তা কতই না ভয়াবহ, আর তিক্ত। (৪৭) নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও নির্বোধ। (৪৮) ওই দিন তাদেরকে

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

ফিন্না-রি 'আলা-উজ্বূহিহিম্; যূক্বূ মাস্‌সা সাক্বর্। ৪৯। ইন্না-কুল্লা শাইয়িন্ খলাক্ব্‌না-হু বিক্বদার্।
উপুড় করে হেঁচড়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের মজা ভোগ কর, (৪৯) আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট মাপে।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن

৫০। অমা ~ আম্‌রুনা ~ ইল্লা-ওয়া-হিদাতুন্ কালাম্‌হিম্ বিল্‌বাছোয়ার্। ৫১। অলাক্বদ্ আহ্‌লাক্‌না ~ আশ্‌ইয়া- 'আকুম্ ফাহাল্ মিম্
(৫০) আমার নির্দেশ চোখের পলকেই কার্যকর হয়। (৫১) নিঃসন্দেহে আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের সমপন্থী দলকে,

مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ

মুদ্দাকির্। ৫২। অ কুল্লু শাইয়িন্ ফা'আলূহু ফিয্ যুবুর্। ৫৩। অকুল্লু ছোয়াগীরিঁও অকাবীরিম্ মুস্‌তাত্বোয়ার্।
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে কি? (৫২) আর তাদের সকল কার্য আমলনামায় আছে। (৫৩) তাতে ছোট-বড় সব কিছুই আছে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

৫৪। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না- তিঁও অনাহার্। ৫৫। ফী মাক্ব 'আদি ছিদ্‌ক্বিন্ ই'নদা মালীকিম্ মুক্ব্‌তাদির্।
(৫৪) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা জান্নাতে ও ঝর্ণাসমূহের পাশে থাকবে। (৫৫) সত্য নিকেতনে, মহাশক্তিধর রবের সমীপে।

ওয়াক্বফে লাযেম

৩ ع ১৫ ১০ রুকু

সূরা আর রাহ্‌মান্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৮
রুকূ ঃ ৩

الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

১। আর্‌রহমা-নু ২। 'আল্লামাল্ ক্বুরআ-ন্। ৩। খলাক্বল্ ইন্‌সা-না ৪। 'আল্লামাহুল্ বাইয়া-ন্। ৫। আশ্‌শামসু অল্‌ক্বামারু
(১) করুণাময়। (২) শিক্ষা দিলেন কুরআন। (৩) সৃষ্টি করলেন মানুষ। (৪) শিক্ষা দিলেন কথা বলতে। (৫) সূর্য ও চন্দ্র

بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

বিহুস্‌বা-নিঁও। ৬। অন্নাজ্‌মু অশ্‌শাজ্বারু ইয়াস্‌জুদা-ন্ । ৭। অস্‌সামা — য়া রফা'আহা-অওয়াদ্বোয়া'আল্

হিসাব অনুযায়ী কক্ষপথে আবর্তন করছে। (৬) তারকারাজি ও গাছসমূহ তাঁর অনুগত। (৭) আর আকাশসমূহকে সমুন্নত ও

الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

মীযা-ন্। ৮। আল্লা-তাত্ব্‌গও ফিল্ মীযা-ন্। ৯। অআক্বীমুল্ অয্‌না বিল্‌ক্বিস্‌ত্বি অলা-তুখ্‌সিরুল্

তুলাদণ্ডকে স্থাপন করেছেন। (৮) যেন মাপ দেয়ার সময় সীমাতিক্রম না কর। (৯) যেন যথাযথভাবে ওজন কর, ওযনে কম বেশি

الْمِيْزَانَ ۝٩ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ

মীযা-ন্। ১০। অল্ আর্‌দ্বোয়া অদ্বোয়া'আহা-লিল্‌আনা-ম্। ১১। ফীহা- ফা-কিহাতুঁও অ-ন্নাখ্‌লু যা-তুল্

না কর। (১০) আর আমিই যমীনকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করলাম। (১১) এতে রয়েছে ফলসমূহও খোশাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ

الْاَكْمَامِ ۝١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

আক্‌মা-ম্। ১২। অল্ হাব্বু যুল্'আছফি অর্‌রইহা-ন্। ১৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্।

রয়েছে। (১২) আর রয়েছে খোশাযুক্ত বীজ ও সুগন্ধ ফল। (১৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে?

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ

১৪। খলাক্বল্ ইন্‌সা-না মিন্ ছোয়াল্‌ছোয়া-লিন্ কাল্‌ফাখ্‌খ-রি। ১৫। অখলাক্বল্ জ্বা — ন্না মিম্ মা-রিজিম্ মিন্

(১৪) তিনি পোড়ামাটির অনুরূপ মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। (১৫) আর তিনিই সৃষ্টি করলেন জ্বিনকে খাঁটি আগুন

نَّارٍ ۝١٥ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٦ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝١٧

না-র্। ১৬। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্। ১৭। রব্বুল্ মাশ্‌রিক্বইনি অরব্বুল্ মাগ্‌রিবাইন্।

দিয়ে। (১৬) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের রব।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٨ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝١٩ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ

১৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবান্। ১৯। মারজ্বাল্ বাহ্‌রাইনি ইয়াল্‌তাক্বিয়া-ন্। ২০। বাইনাহুমা-বার্‌যাখুল্

(১৮) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (১৯) মিলিত দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মধ্যে

لَّا يَبْغِيٰنِ ۝٢٠ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢١ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝٢٢

লা-ইয়াব্‌গিয়া-ন্। ২১। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্। ২২। ইয়াখ্‌রুজু মিন্‌হুমাল্ লু''লুয়ু অল্ মারজ্বা-ন্।

আছে পর্দা, যা অনতিক্রম্য (২১) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (২২) তা হতে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়।

আয়াত-৫ ঃ সূর্য ও চন্দ্র এজন্য নেয়ামত যে, তাদের চলাচলের উপর দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম এবং মাসের গণনা নির্ভর করে। এ সমুদয় বস্তু নেয়ামত। আর বৃক্ষের সেজদা করার অর্থ বাধ্যতামূলক আনুগত্য। অর্থাৎ যাকে যেজন্য সৃষ্টি করেছেন তা পালন করা। এটিও নেয়ামত। (বঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ হযরত কাতাদাহ (রঃ) মীযান শব্দের তাফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার মূল লক্ষ্য ন্যায় বিচার। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যা দ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ পরিমাপ করা হয়; তা দু পাল্লা বিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ হোক। (মাঃ কোঃ)

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٣ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلٰمِ

২৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌। ২৪। অলাহুল্‌ জ্বাওয়া-রিল্‌ মুন্‌শা য়া-তু ফিল্‌বাহ্‌রি কাল্‌আ'লা-ম্‌।
(২৩) উভয়ে রবের কোন কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (২৪) তাঁরই আয়ত্তাধীন সমুদ্রে পর্বতসম জাহাজসমূহ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝٢٦ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ

২৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌। ২৬। কুল্লু মান্‌ 'আলাইহা-ফা-ন্‌। ২৭। অ ইয়াব্‌ক্বা-অজ্‌হু রব্বিকা
(২৫) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন দান অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল। (২৭) থাকবে শুধু রবের সত্তা

ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝٢٧ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٢٨ يَسْـَٔلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ

যুল্‌ জ্বালা-লি অল্‌ইক্‌র-ম্‌। ২৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা -তুকায্‌যিবা-ন্‌। ২৯। ইয়াস্‌য়ালুহূ মান্‌ ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি
যিনি সম্মানিত, মর্যাদাবান। (২৮) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (২৯) আসমান-যমীনের সকলেই

وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۝٢٩ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٠ سَنَفْرُغُ

অল্‌আরদ্ব; কুল্লা ইয়াওমিন্‌ হুওয়া ফী শা''ন্‌। ৩০। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌ । ৩১। সানাফ্‌রুগু
তাঁর কাছে চায়, তিনি সর্বদা কর্মেরত। (৩০) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (৩১) হে সম্প্রদায়দ্বয়,

لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝٣١ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٢ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ

লাকুম্‌ আইয়ুহাছ্‌ ছাক্বলা-ন্‌। ৩২। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌। ৩৩। ইয়া মা'শারল্‌ জ্বিন্নি অল্‌ ইন্‌সি ইনিস্‌
তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। (৩২) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানুষ,

اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ

তাত্বোয়া'তুম্‌ আন্‌ তান্‌ফুযূ মিন্‌ আক্ব্‌ত্বোয়া-রিস্‌ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরদ্বি ফান্‌ফুযূ; লা-তান্‌ফুযূনা
তোমরা যদি আসমানসমূহের-যমীনের সীমা হতে কোথাও বের হয়ে যেতে পার তবে যাও; শক্তি ছাড়া তোমরা বের হয়ে

اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝٣٣ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ

ইল্লা-বিসুল্‌ত্বোয়া-ন্‌। ৩৪। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌ ৩৫। ইয়ুরসালু 'আলাইকুমা-শুওয়া-জুম্‌ মিন্‌ না-রিঁও
যেতে তো পারবে না। (৩৪) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের উভয়ের উপর শিখা ও ধুঁয়া

وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝٣٥ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٦ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ

অনুহা-সুন্‌ ফালা-তান্‌তাছিরা-ন্‌। ৩৬। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌। ৩৭। ফাইযান্‌ শাক্ব্‌ক্বাতিস্‌ সামা — য়ু
আসবে, প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৩৬) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (৩৭) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝٣٧ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٣٨ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ

ফাকা-নাত্‌ অরদাতান্‌ কাদ্দিহা-ন্‌। ৩৮। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্‌। ৩৯। ফাইয়াওমাইযিল্লা-ইয়ুস্‌য়ালু
রক্তাক্ত চামড়ার ন্যায় লাল হবে।(৩৮) উভয়ে রবের কোন্‌ কোন্‌ দান অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন না মানুষ পাপ সম্পর্কে

অর্ধাংশ •

ع ১ ২৫ ১১ রুকু

عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ

'আন্ যাম্‌বিহী ~ ইন্‌সুঁও অলা-জ্বা — ন্ । ৪০। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৪১। ইয়ু'রফুল্ মুজ্ব্‌রিমূনা
জিজ্ঞাসিত হবে, আর না জিন্। (৪০) উভয়ে রবের কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪১) পাপীরা তাদের আকৃতি দ্বারাই

بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ

বিসীমা-হুম্ ফাইয়ু"খাযু বিন্নাওয়া-ছী অল্ আক্ব্‌দা-ম্। ৪২। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৪৩। হা-যিহী
চিহ্নিত হবে, কপাল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৪২) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই

جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾

জ্বাহান্নামু ল্লাতী ইয়ুকায্‌যিবু বিহাল্ মুজ্ব্‌রিমূন্। ৪৪। ইয়াত্বূফূনা বাইনাহা-অবাইনা হামীমিন্ আ-ন্।
সেই জাহান্নাম যার ব্যাপারে পাপীরা অবিশ্বাস করত। (৪৪) তারা দোযখের চতুর্দিকে ফুটন্ত পানিতে ছুটাছুটি করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ

৪৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৪৬। অ লিমান্ খ-ফা মাক্ব-মা রব্বিহী জ্বান্নাতা-ন্। ৪৭। ফাবিআইয়্যি
(৪৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪৬) যে রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে তার দুটি জান্নাত, (৪৭) উভয়ে

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا

আ-লা — য়ি রব্বিকুমা - তুকায্‌যিবা-ন। ৪৮। যাওয়াতা ~ আফ্‌না-ন্। ৪৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৫০। ফীহিমা-
রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয়টি শাখা সমৃদ্ধ। (৪৯) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫০)উদ্যানদ্বয়ে

عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾

'আইনা-নি তাজ্ব্‌রিয়া-ন্। ৫১। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৫২। ফীহিমা-মিন্ কুল্লি ফা-কিহাতিন্ যাওজ্বা-ন্।
প্রবাহিত দুই প্রস্রবণ; (৫১) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫২) উদ্যানদ্বয়ে প্রত্যেক ফল দু'রকমের;

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ

৫৩। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্। ৫৪। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা ফুরুশিম্ বাত্বোয়া — য়িনুহা-মিন্ ইস্‌তাব্‌রাক্ব্;
(৫৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা রেশমী বস্ত্রযুক্ত বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, জান্নাতের

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ

অজ্বানাল্ জ্বান্নাতাইনি দা-ন্। ৫৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৫৬। ফীহিন্না ক্বছিরা-তুত্ব্
ফল নিকটে ঝুলে থাকবে। (৫৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৫৬) সেথায় আছে বহু আনতনয়না

ওয়াকফে লাযেম　২ ع ২০ ১২ রুকু

আয়াত-৩৯ ঃ এটি এমন এক স্থান যেখানে তাদেরকে তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তবে পরে জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা এ অর্থ যে, অবগতির জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং ধমক দেয়া হিসাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা অর্থ এ যে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, তখন তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (জাঃ বয়াঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৬ ঃ একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হাশরের দিনের এবং হিসাব নিকাশের ও মিযানের এবং জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করলেন। অতঃপর যে শাস্তির জন্য ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাদের জন্য তৈরি রয়েছে তার কথা ভেবে তিনি ভিত হয়ে বলতে লাগলেন, "হায়, আমি যদি ঘাস হতাম, পশু আমাকে চরে খেত!" তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ত্বোয়ারফি লাম্ ইয়াত্ব্‌মিছ্‌হুন্না ইন্‌সুন্ ক্বব্‌লাহুম্ অলা-জ্বা — ন্। ৫৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্।
(রমনী) যাদেরকে কোন মানুষ ও জিন কখনও স্পর্শ করে নি, (৫৭) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?

﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَاءُ

৫৮। কাআন্নাহুন্নাল্ ইয়া-ক্বূতু অল্‌মারজ্বা-ন্। ৫৯। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৬০। হাল্ জ্বাযা — য়ুল্
(৫৮) তা যেন ইয়াকূত ও প্রবাল রত্ন। (৫৯) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৬০) নেক কাজের পুরস্কার

الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

ইহ্‌সা-নি ইল্লাল্ ইহ্‌সা-ন্। ৬১। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৬২। অমিন দূনিহিমা- জ্বান্নাতা-ন্।
উত্তমই হয়। (৬১) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৬২) ওই দুটি ছাড়াও আরও দুটি বাগান রয়েছে।

﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

৬৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকাযযিবান। ৬৪। মুদ্‌হা — ম্মাতা-ন্। ৬৫। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্।
(৬৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?(৬৪) উভয়টি সবুজ। (৬৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?

﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ

৬৬। ফীহিমা-আ'ইনা-নি নাদ্দোয়া-খতা-ন্। ৬৭। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৬৮। ফীহিমা ফা-কিহাতুঁও অনাখ্‌লুঁও
(৬৬) আরও রয়েছে দু'উথলিত ঝর্ণা। (৬৭) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? (৬৮) আছে ফল, খেজুর

وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

অরুম্মা-ন্। ৬৯। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-তুকায্‌যিবা-ন্। ৭০। ফীহিন্না খইর-তুন্ হিসা-ন্।৭১। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-
ও আনার। (৬৯) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?(৭০) সেখানে রয়েছে উত্তম চরিত্রের রূপসীরা (৭১) উভয়ে রবের

تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

তুকায্‌যিবা-ন্। ৭২। হূরুম্ মাক্বছূর তুন্ ফিল্ খিয়া-ম্।৭৩। ফাবিআইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা- তুকায্‌যিবা-ন্।
কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?(৭২) তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর।(৭৩) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে?

﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

৭৪। লাম্ ইয়াত্ব্‌মিছ্‌হুন্না ইন্‌সুন্ ক্বব্‌লাহুম্ অলা-জ্বা — ন্। ৭৫। ফাবি আইয়্যি আ-লা — য়ি রব্বিকুমা-
(৭৪) তাদেরকে কোন মানুষ কখনও স্পর্শ করেনি এবং কোন জিন কখনও স্পর্শ করেনি। (৭৫) উভয়ে রবের কোন্ কোন্ দান

تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ

তুকায্‌যিবা-ন্। ৭৬। মুত্তাকিয়ীনা 'আলা-রফ্‌রফিন্ খুদ্বরিঁও অ'আব্‌ক্বারিয়্যিন্ হিসা-ন্। ৭৭। ফাবিআইয়্যি
অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ গালিচা ও সুন্দর বিছানায় হেলান দিয়ে অবস্থান করবে (৭৭) উভয়ে রবের কোন্ কোন্

৩ ع ৩৩ ১৩ রুকু

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ

আ-লা — য়ি রব্বিকুমা তুকায্‌যিবা-ন্।৭৮। তাবা-রকাস্‌মু রব্বিকা যিল্ জ্বালা-লি অল্‌ইক্‌রা-ম্।
দান অস্বীকার করবে? (৭৮) কতই না বরকতময় তোমার রবের নাম যিনি মহত্ত্বের ও মহানুভবতার অধিপতি।

সূরা ওয়া-ক্বিয়াহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৯৬
রুকূ ঃ ৩

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ إِذَا

১। ইযা-অক্বা'আতিল্ ওয়া-ক্বি'আতু।২। লাইসা লিঅক্ব'আতিহা-কা-যিবাহ্।৩। খ-ফি দ্বোয়াতুর্ র-ফি'আহ।৪। ইযা-
(১) যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, (২) যাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই, (৩) তা পতন ও উত্থানকারী। (৪) যখন

رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝ وَكُنْتُمْ

রুজ্জাতিল্ আর্দ্বু রজ্জান্।৫। অবুস্‌সাতিল্ জ্বিবা-লু বাস্‌সা-।৬। ফাকা-নাত্ হাবা — য়াম্ মুম্‌বাছ্‌ছাঁও।৭। অকুন্‌তুম্
যমীন ভীষণভাবে প্রকম্পিত হবে, (৫) পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, (৬) অতঃপর বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা হবে, (৭) আর তোমরা

أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَأَصْحٰبُ

আয্‌ওয়া-জ্বান্ ছালা-ছাহ্।৮। ফাআছ্‌হা-বুল্ মাইমানাতি মা ~ আছ্‌হা-বুল্ মাইমানাহ্।৯। অআছ্‌হা-বুল্
তিনদলে বিভক্ত হবে, (৮) অনন্তর যারা ডানের দল, কতই না ভাগ্যবান তারা! (৯) আর যারা বামের

الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۝ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ

মাশ্‌য়ামাতি মা ~ আছ্‌হা-বুল্ মাশ্‌য়ামাহ্।১০। অস্‌সা-বিক্বূ নাস্ সা-বিক্বূন।১১। উলা — য়িকাল্ মুক্বর্‌রাবূন্।
দল, কতইনা নিকৃষ্ট তারা! (১০) অগ্রগামীরাই অগ্রগণ্য। (১১) তারাই আল্লাহর নিকটতম;

فِي جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ ۝ عَلٰى سُرُرٍ

১২। ফী জ্বান্না-তিন্ না'ঈম্।১৩। ছুল্লাতুম্ মিনাল্ আউয়্যালীন।১৪। অক্বালীলুম্ মিনাল্ আ-খিরীন্।১৫। 'আলা- সুরুরিম্
(১২) তারা অবস্থান করবে নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে; (১৩) পূর্ববর্তীদের বহুসংখ্যক, (১৪) আর পরবর্তীদের অল্পসংখ্যক; (১৫) আর

مَّوْضُوْنَةٍ ۝ مُّتَّكِـِٔيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

মাওদ্বূনাতিম্।১৬। মুত্তাকিয়ীনা 'আলাইহা-মুতাক্ব-বিলীন্।১৭। ইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ ওয়িল্‌দা-নুম্ মুখাল্লাদূন।
স্বর্ণখচিত পালঙ্ক থাকবে; (১৬) তারা মুখোমুখি এলিয়ে বসবে; (১৭) চিরকিশোররা তাদের চর্তুপার্শ্বে ঘোরাফেরা করবে।

নামকরণ ঃ ওয়াক্বি'আ-সংঘটনীয় মহাঘটনা; অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান। এ সূরার প্রথম আয়াতের 'ওয়া-ক্বি'আ শব্দ হতেই এর নামকরণ করা হয়েছে।
এ সূরার সর্বপ্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হল, এ বিশাল বিশ্বজগৎ ও নশ্বর পৃথিবী একদিন নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নতুন সৃষ্টিতে চিরস্থায়ী পরলোক প্রকাশিত হবে এবং যেদিন ঐ মহাঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলার অনন্ত মহিমার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন স্বরূপ, পুনরুত্থান, মহাবিচার, কর্মফল ও জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি অবশ্যই সুপ্রকাশিত হবে।

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا

১৮। বিআক্ওয়া-বিঁও অআবা-রীক্বা অকা''সিম্ মিম্ মা'ঈনিল্। ১৯। লা-ইয়ুছোয়াদ্দা'উনা 'আন্হা-অলা-
(১৮)পানপাত্র ও সুরাপূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে, (১৯) তাতে (সে পানীয়তে) না হবে তাদের মাথা পীড়া, আর না তারা অজ্ঞান

يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ

ইয়ুন্যিফূন।২০। অফা-কিহাতিম্ মিম্মা-ইয়াতাখাইয়্যারূন। ২১। অলাহ্মি ত্বোয়াইরিম্ মিম্মা-ইয়াশ্তাহূন।২২। অহূরুন্ 'ঈনুন্।
হবে, (২০) আর পছন্দময় নানা জাতীয় ফল থাকবে, (২১) আর পছন্দমত পাখির গোশ্ত, (২২) আর আনতনয়না হূর,

﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

২৩। কাআম্ছা-লিল্ লু''লুয়িল্ মাক্নূন্ । ২৪। জ্বাযা — য়াম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ২৫। লা-ইয়াস্মাউ'না ফীহা-লাগ্ওয়াঁও
(২৩) আচরণে সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়, (২৪) তাদের কাজের বিনিময় হিসেবে। (২৫) সেখানে না শুনতে পাবে কোন অসার

وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

অলা-তা''ছীমান্। ২৬। ইল্লা-ক্বীলান্ সালা-মান্ সালা-মা-। ২৭। অআছ্হা-বুল্ ইয়ামীনি মা ~ আছ্হা-বুল্ ইয়ামীন্।
বাক্য, আর না কোন অশালীন বাক্য, (২৬) বরং শুনবে 'সালাম' আওয়াজ, (২৭) আর যারা ডানের দল, তারা কতই না! ভাগ্যবান

﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

২৮। ফী সিদ্রিম্ মাখ্দ্বূ দিঁও। ২৯। অত্বোয়াল্হিম্ মান্দ্বূ দিঁও। ৩০। অজিল্লিম্ মাম্দূদিঁও। ৩১। অমা — য়িম্ মাস্কূবিঁও।
(২৮) তারা থাকবে কাঁটাহীন কুল বৃক্ষের, (২৯) সারিবদ্ধ কলা গাছের, (৩০) বিস্তৃত ছায়ায়, (৩১) সদা প্রবাহিত পানিতে,

﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا

৩২। অ ফা- কিহাতিন্ কাছীরাতিল্। ৩৩। লা-মাক্ত্বূ'আতিঁও অলা-মাম্নূ'আতিঁও । ৩৪। অফুরুশিম্ মারফূ'আহ্। ৩৫। ইন্না ~
(৩২) প্রচুর ফলমূলে,(৩৩) অশেষ ও অনিষিদ্ধ,(৩৪) আর থাকবে উচ্চ শয্যাদি, (৩৫) নিশ্চয়ই আমি হূরকে বিশেষভাবে

أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ

আন্শা''না-হুন্না ইন্শা — য়ান্। ৩৬। ফাজ্বা'আল্না-হুন্না আব্কা-রন্। ৩৭। উ'রুবান্ আত্র-বাল্ ৩৮। লিআছ্হা-বিল্ ইয়ামীন্। ৩৯। ছুল্লাতুম্
সৃষ্টি করেছি, (৩৬) তাদেরকে করেছি কুমারী, (৩৭) মনমাতানো, সমবয়স্কা, (৩৮) ডানের লোকদের জন্য। (৩৯) বহু

ع ১ ৩৮ ১৪ রুকু

مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ

মিনাল্ আউয়্যালীনা। ৪০। অছুল্লাতুম্ মিনাল্ আ-খিরীন্। ৪১। অআছ্হা-বুশ্ শিমা- লি মা ~ আছ্হা-বুশ্
সংখ্যক থাকবে পূর্ববর্তীদের থেকে, (৪০) আর বহু সংখ্যক থাকবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে, (৪১) আর যারা বামের দল,

الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾

শিমা-ল্। ৪২। ফী সামূমিঁও অহামীমিঁও। ৪৩। অজিল্লিম্ মিঁ ইয়াহ্মূমিল্। ৪৪। লা-বা-রিদিঁও অলা-কারীম্।
তারা কতই না হতভাগ্য, (৪২) তারা থাকবে গরম ও ফুটন্ত পানিতে, (৪৩) কালো ধূঁয়ার ছায়ায়, (৪৪) না ঠাণ্ডা, আর না আরাম,

٤٥ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ٤٦ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ٤٧ وَ

৪৫। ইন্নাহুম্ ক্বা-নূ ক্বব্লা যা-লিকা মুত্রাফীন্। ৪৬। অকা-নূ ইয়ুছিররূ-না 'আলাল্ হিন্‌ছিল্ 'আজীম্। ৪৭। অ
(৪৫) নিঃসন্দেহে তারা ইতোপূর্বে ভোগ বিলাসে ডুবে ছিল, (৪৬) আর সর্বদা তারা বড় পাপে লিপ্ত ছিল। (৪৭) আর আমাদের

كَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٨ أَوَ آبَاؤُنَا

কা-নূ ইয়াক্বূ লূনা আইযা-মিত্না-অকুন্না-তুরা-বাঁও অই'জোয়া-মান্ য়াইন্না-লামাব্‌উছূনা। ৪৮। আ ওয়া আ-বা — য়ু নাল্
এরূপ বলত যে যখন, আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, (এর পরও কি) আমরা পুনরায় উত্থিত হব কি? (৪৮) আর আমাদের পূর্ব

الْأَوَّلُونَ ٤٩ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ٥٠ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ

আওয়ালূন্। ৪৯। ক্বুল্ ইন্নাল্ আউয়্যালীনা অল্‌আ-খিরীনা ৫০। লামাজ্‌মূ'উ না ইলা-মীক্বা-তি ইয়াওমিম্
পুরুষদেরও কি ? (৪৯) আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরাও, (৫০) সকলেই সমবেত হবে এক নির্দিষ্ট

مَّعْلُومٍ ٥١ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ٥٢ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن

মা'লূম্। ৫১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ আইয়ুহাদ্দোয়া — লূনাল্ মুকায্‌যিবূন। ৫২। লাআ-কিলূনা মিন্ শাজ্বারিম্ মিন্
সময়ে। (৫১) তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে (বলা হবে) হে বিভ্রান্ত মিথ্যাবাদীর দল! (৫২) তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম

زَقُّومٍ ٥٣ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥٤ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ٥٥ فَشَارِبُونَ

যাক্ব্‌ক্বূমিন্ ৫৩। ফামা-লিয়ূনা মিন্‌হাল্ বুত্বূন্ । ৫৪। ফাশা-রিবূনা 'আলাইহি মিনাল্ হামীম্। ৫৫। ফাশা-রিবূনা
গাছের ফল। (৫৩) অনন্তর তা দিয়েই তোমাদের পেট পূর্ণ করতে হবে, (৫৪) ফুটন্ত পানি পান করবে, (৫৫) পিপাসার্ত উটের

شُرْبَ الْهِيمِ ٥٦ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ٥٧ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ *

শুর্‌বাল্ হীম্। ৫৬। হা-যা-নুযুলুহুম্ ইয়াওমাদ্দীন্। ৫৭। নাহ্‌নু খলাক্ব্‌না-কুম্ ফালাওলা তুছোয়াদ্দিক্বূন্।
ন্যায় তোমরা পান করবে, (৫৬) বিচার দিনে এটাই আপ্যায়ন।(৫৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম, বিশ্বাস কর না কেন ?

٥٨ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ٥٩ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٦٠ نَحْنُ قَدَّرْنَا

৫৮। আফারায়াইতুম্ মা তুম্‌নূন্। ৫৯। আআন্‌তুম্ তাখ্‌লুক্বূ নাহূ ~ আম্ নাহ্‌নুল 'খ-লিক্বূন্ । ৬০। নাহ্‌নু ক্বাদ্দার্‌না-
(৫৮) বীর্যপাত সম্পর্কে তোমরা কি ভেবেছ? (৫৯) তা কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না কি আমি সৃষ্টি করেছি? (৬০) আমিই তোমাদের মধ্যে

بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦١ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ

বাইনাকুমুল্ মাওতা অমা-নাহ্‌নু বিমাস্‌বূক্বীন। ৬১। 'আলা ~ আন্ নুবাদ্দিলা আম্‌ছা-লাকুম্ অনুন্‌শিয়াকুম্ আম্‌ছা-লাকুম্ অনুন্‌শিয়াকুম্
মৃত্যু নির্ধারণ করেছি, আর আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই (৬১) যে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে এমন আকৃতি দিতে পারি

আয়াত-৫৪ ঃ অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন খুব ক্ষুধাবোধ করবে তখন তাদেরকে যাক্কুম গাছের ফল আহার করতে দেয়া হবে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা এটি পেট ভরে খাবে, এতে তাদের পিপাসা অত্যাধিক বেড়ে যাবে। ফুটন্ত পানি সম্মুখে উপস্থিত করা হলে পিপাসার্ত উটের ন্যায় পান করে ফেলবে। কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তি হবে না। (বঃ কোঃ) আয়াত-৫৯ ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে একটা সহজ উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, প্রথমে তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে অস্তিত্বে এনেছি। তোমরা এ কথাটি কেন বুঝছ না যে, মৃত্যুর পর তোমরা যখন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে, তখন পুনরায় তোমাদেরকে অস্তিত্ব দেয়া অতি সহজ। (ইবঃ কাঃ)

فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٦١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٦٢ اَفَرَءَيْتُمْ

ফীমা-লা-তা'লামূন্। ৬২। অলাক্বদ্ 'আলিম্‌তুমুন্ নাশ্‌য়াতাল্ উলা-ফালাওলা- তাযাক্কারূন্। ৬৩। আফারায়াইতুম্

যা তোমরা অবগত নও। (৬২) আর প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে তো তোমরা জান, তবে কেন তোমরা চিন্তা কর না?(৬৩) বপন করা বীজ

مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝٦٣ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝٦٤ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا

মা-তাহ্‌রুছূন্। ৬৪। আআন্‌তুম্ তায্‌রউ'নাহূ ~ আম্ নাহ্‌নুয্ যা-রিউ'ন্। ৬৫। লাও নাশা — য়ু লাজ্বা'আল্‌না-হু হুত্বোয়া-মান্

সম্পর্কে ভেবেছ কি?(৬৪) তা কি তোমরা অঙ্কুরিত কর, না আমি তার উৎপন্নকারী?(৬৫) তাকে চূর্ণ করতে পারি, তখন

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝٦٥ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝٦٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝٦٧ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ

ফাজোয়াল্‌তুম্ তাফাক্কাহূন্। ৬৬। ইন্না-লামুগ্‌রমূন্। ৬৭। বাল্ নাহ্‌নু মাহ্‌রূমূন্। ৬৮। আফারয়াইতুমুল্ মা — য়াল্

তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। (৬৬) আমরাই সর্বহারা (৬৭) বরং আমরাই হতভাগা। (৬৮) পানী সম্পর্কে কি তোমরা

الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝٦٨ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝٦٩ لَوْ

লাযী তাশ্‌রবূন্। ৬৯। আআন্‌তুম্ আন্ যাল্‌তুমূহু মিনাল্ মুয্‌নি আম্ নাহ্‌নুল্ মুন্‌যিলূন্। ৭০। লাও

ভেবেছ যে পানি তোমরা পান করে থাক? (৬৯) তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ করাও, না আমি বর্ষণ করাই? (৭০) আমি

نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝٧٠ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ

নাশা — য়ু জ্বা'আল্‌না-হু উজ্বা-জ্বান্ ফালাওলা- তাশ্‌কুরূ ন্। ৭১। আফারয়াইতুমু ন্না-র ল্লাতী তূরূন্।

ইচ্ছা করলে লবণাক্ত করতে পারি, তবুও কেন শুকর কর না? (৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবেছ কি?

۝٧١ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝٧٢ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً

৭২। আ-আন্‌তুম্ আন্‌শা''তুম্ শাজ্বারতাহা ~ আম্ নাহ্‌নুল্ মুন্‌শিয়ূন্। ৭৩। নাহ্‌নু জ্বা'আল্‌না-হা তায্‌কিরতাঁও

(৭২) তোমরা কি তার গাছ সৃষ্টি কর, না কি আমি সৃষ্টি করি? (৭৩) তাকে স্মরণীয় এবং মরুচারীদের জন্য ভোগের

وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝٧٣ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝٧٤ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ

অমাতা-'আল্ লিল্‌মুক্ব্‌ওয়ীন্।৭৪। ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল্ 'আজীম্।৭৫। ফালা ~ উক্বসিমু বিমাওয়া-ক্বি'ইন্ নুজূ্‌মি।

উপকরণ আমিই করেছি। (৭৪) সুতরাং মহান রবের মহিমা ঘোষণা করুণ। (৭৫) আমি তারকার অস্তের কসম করছি,

۝٧٥ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۝٧٦ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۝٧٧ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ

৭৬। অইন্নাহু লাক্বাসামু ল্লাও তা'লামূনা 'আজীম। ৭৭। ইন্নাহূ লা কুর্ আ-নুন্ কারীমুন্। ৭৮। ফী কিতা-বিম্ মাক্‌নূনিল্।

(৭৬) যদি বুঝ, এটা এক বিরাট শপথ, যদি তোমরা জানতে, (৭৭) এটা সম্মানিত কুরআন, (৭৮) যা রক্ষিত গ্রন্থে,

۝٧٨ لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝٧٩ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٠ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ

৭৯। লা ইয়ামাস্সুহূ ~ ইল্লাল্ মুত্বোয়াহ্‌হারূন্। ৮০। তান্‌যীলুম্ মির্ রব্বিল্ 'আ-লামী ন্। ৮১। আফাবিহা-যাল্ হাদীছি

(৭৯) পবিত্ররা (ফেরেশতারা) ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করবে না,(৮০) বিশ্ব রবের পক্ষ হতে নাযিলকৃত (৮১) তবু কি একে

তিন চতুর্থাংশ

ع ২ ৩৬ ১৫ রুকু

أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

আন্তুম্ মুদ্হিনূনা। ৮২। অতাজ্ 'আলূনা রিয্ক্বকুম্ আন্নাকুম্ তুকায্যিবূন্। ৮৩। ফালাওলা ~ ইযা-বালাগতিল্
তোমরা তুচ্ছ ভাববে? (৮২) আর তোমরা ঠিক করেছ যে, মিথ্যা বলবে, (৮৩) প্রাণ কণ্ঠাগত হলে রোধ কর না

الْحُلْقُومَ ﴿٨٤﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا

হুল্ক্বূম্। ৮৪। অআন্তুম্ হীনায়িযিন্ তান্জুরূনা। ৮৫। অনাহ্নু আক্ব্রাবু ইলাইহি মিন্কুম্ অলা-কিল্লা-
কেন?(৮৪) আর তোমরা তো তখন তাকিয়ে থাক, (৮৫) আমিই তোমাদের চেয়ে তার অধিকতর নিকটতর, কিন্তু তোমরা

تُبْصِرُونَ ﴿٨٦﴾ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٧﴾ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তুব্ছিরূন্। ৮৬। ফালাওলা ~ ইন্ কুন্তুম্ গইর মাদীনীন। ৮৭। তারজ্বি'ঊনাহা ~ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্।
তা দেখ না; (৮৬) সুতরাং যদি হিসাব না হবারই হয় তবে ফিরাও না কেন?(৮৭) সত্যবাদী হলে ফিরিয়ে আন না কেন?

﴿٨٨﴾ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٩﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

৮৮। ফা আম্মা ~ ইন্ কা-না মিনাল্ মুক্বার্‌রবীন। ৮৯। ফারওহুঁও অরইহা-নুঁও অজ্বান্নাতু না'ঈম্।
(৮৮) অতঃপর যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের মধ্যে একজন হয়,(৮৯) তাকে বলা হবে আরাম, সুখ ও সুখ তো জান্নাতে আছে।

﴿٩٠﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

৯০। অ আম্মা ~ ইন্ কা-না মিন্ আছ্হা-বিল্ ইয়ামীন। ৯১। ফাসালা-মুল্ লাকা মিন্ আছ্হা-বিল্ ইয়ামীন্।
(৯০) কিন্তু যদি সে ডান দলের একজন হয়,(৯১) তাকে (বলা হবে) তোমার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে, হে ডান পন্থী!

﴿٩٢﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٣﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ وَتَصْلِيَةُ

৯২।অ আম্মা ~ ইন্ কা-না মিনাল্ মুকায্যিবীনাদ্দ্বোয়া — ল্লীন। ৯৩। ফা নুযুলুম্ মিন্ হামীমিঁও। ৯৪। অ তাছ্লিয়াতু
(৯২) যদি সে প্রত্যাখ্যানকারী, পথভ্রষ্ট হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে তপ্ত পানি, (৯৪) এবং জাহান্নামের

جَحِيمٍ ﴿٩٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٦﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

জ্বাহীম্। ৯৫। ইন্না হা-যা-লাহুওয়া হাক্ব্ক্বুল্ ইয়াক্বীন্। ৯৬। ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রব্বিকাল্ 'আজীম্।
দহন দিয়ে, (৯৫) নিঃসন্দেহে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। (৯৬) অতএব আপনি মহান রবের নামের মহিমা ঘোষণা করুন।

ع ৩ ২২ ১৬ রুকু

সূরা হাদীদ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ৪

﴿١﴾ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ

১। সাব্বাহা-লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২। লাহু মুল্কুস্
(১) আসমান-যমীনের সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে, তিনি মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (২) আসমানসমূহ ও

السموت والارض ۚ يحي ويميت ۚ وهو على كل شيء قدير ○ هو

সামা- ওয়া-তি অল্ আরদ্বি ইয়ুহ্য়ী অ ইয়ুমীতু অ হুওয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৩। হুওয়াল্
যমীনের মালিকানা তাঁর, তিনিই জীবন দান করেন, আর তিনিই মৃত্যু দান করেন, আর তিনিই সর্বশক্তিমান। (৩) তিনিই

الاول والاخر والظاهر والباطن ۚ وهو بكل شيء عليم ○ هو الذي

আউয়্যালু অল্ আ-খিরু অজ্জোয়া-হিরু অল্বা-ত্বিনু অহুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৪। হুওয়া ল্লাযী
সব সৃষ্ট জীবের প্রথমে আছেন, তিনি পরেও থাকবেন, প্রকাশ্য ও গুপ্ত; আর তিনিই সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। (৪) তিনিই

خلق السموت والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ط

খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্ ছুম্মাস্ তাওয়া -'আলাল্ 'আরশ্;
ছয়দিনে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হলেন; তিনি সব কিছুই অবগত আছেন,

يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج

ইয়া'লামু মা ইয়ালিজু ফিল্ আর্দ্বি অমা-ইয়াখ্রুজু মিন্হা-অমা-ইয়ান্যিলু মিনাস্ সামা — য়ি অমা-ইয়া'রুজু
যা যমীনে প্রবেশ করে আর যা যমীন থেকে বহির্গত হয়, আর যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় আর যা যমীন থেকে ওঠে;

فيها ط وهو معكم اين ما كنتم ط والله بما تعملون بصير ○ له ملك السموت

ফীহা-; অহুওয়া মা'আকুম্ আইনা মা-কুন্তুম্; অল্লা-হু বিমা-তা'মালুনা বাছীর্। ৫। লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি
তিনি সঙ্গে থাকেন তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন তিনি তোমাদের কর্ম দেখেন, (৫) আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা

والارض ط والى الله ترجع الامور ○ يولج اليل في النهار ويولج النهار

অল্ আর্দ্ব; অ ইলাল্লা-হি তুর্জ্বাউ'ল্ উমূর্। ৬। ইয়ূলিজু ল্লাইলা ফিন্নাহা-রি অইয়ু লিজু ন্ নাহা-রা
একমাত্র তাঁর, আর আল্লাহর দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে

في اليل ط وهو عليم بذات الصدور ○ امنوا بالله ورسوله وانفقوا

ফিল্ লাইল্; অহুওয়া 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্।৭। আ-মিনূ বিল্লা-হি অরাসূলিহী অ আন্ফিক্বূ
রাতে প্রবেশ করান, তিনি অন্তর্যামী। (৭) তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর যার উত্তরাধিকারী তিনি

مما جعلكم مستخلفين فيه ط فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير

মিম্মা-জ্বা'আলাকুম্ মুস্তাখ্লাফীনা ফীহ্; ফাল্লাযীনা আ-মানূ মিনকুম্ অআন্ফাক্বূ লাহুম্ আজ্রুন্ কাবীর্।
তোমাদের বানালেন তা হতে তোমরা ব্যয় কর, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও ব্যয়কারী তাদের জন্য রয়েছে মহা-প্রতিদান,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭ঃ এ আয়াতটি তাবুকের যুদ্ধের শানে অবতীর্ণ হয়। কেননা, এ যুদ্ধ ছিল একটি সুদীর্ঘ পথের যাত্রা এবং যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামও মুসলমানদের নিকট ছিল সামান্য; ফলে একে কষ্টসাধ্য যুদ্ধও বলা হত। এ কারণে বিত্তবান মুসলমানদেরকে এ জিহাদে চাঁদা দিতে উৎসাহিত করে এবং দুঃস্থ ও সরঞ্জামহীন মুসলমানদেরকে সাহায্য করার আদেশ দিয়ে এ আয়াতটি নাযিল করা হয়। আর হযরত ওছমান গণী (রাঃ) যেহেতু এ যুদ্ধে আর্থিক সহায়তায় পুরুভাগ গ্রহণ করেছিলেন তাই তার ফযীলত বর্ণনা পূর্বক এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

۝٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ

৮। অমা-লাকুম্ লা-তু''মিনূনা বিল্লা-হি অর্ রাসূলু ইয়াদ্'উকুম্ লিতু''মিনূ বিরব্বিকুম্ অক্বদ্

(৮) কি হল যে, তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস কর না? রাসূল তো রবকে বিশ্বাস করতে তোমাদেরকে ডাকেন, তিনি তো

أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝٩ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ

আখাযা মীছা-ক্বকুম্ ইন্ কুন্তুম্ মু''মিনীন্। ৯। হুওয়াল্লাযী ইয়ুনায্যিলু 'আলা-আব্দিহী ~ আ-ইয়া-তিম্

তোমাদের নিকট থেকে ওয়াদাও নিয়েছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।(৯) তিনি স্বীয় বান্দাহর প্রতি আয়াত অবতীর্ণ করেন,

بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

বাইয়িনা-তিল্ লিইয়ুখরিজাকুম্ মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্নূর; অইন্নাল্লা-হা বিকুম্ লারয়ূফুর রহীম্।

যেন তিনি তোমাদেরকে বের করে আনেন আধার হতে আলোতে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদাশয়, দয়ালু।

۝١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

১০। অমা-লাকুম্ আল্লা-তুন্ফিক্বূ ফী সাবীলিল্লা-হি অলিল্লা-হি মীরাছুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি;

(১০) তোমরা কেন ব্যয় করবে না আল্লাহর পথে? আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً

লা-ইয়াস্ তাওয়ী মিন্কুম্ মান্ আন্ফাক্বা মিন্ ক্বব্লিল্ ফাত্হি অক্ব- তাল্; উলা — য়িকা আ'জোয়ামু দারাজ্বাতাম্

মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয় পূর্বে আল্লাহর পথ ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা সমান নয়, বরং তারা মর্যাদায় তাদের থেকে

مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ

মিনাল্ লাযীনা আন্ফাক্বূ মিম্ বা'দু অক্ব-তালূ; অকুল্লাওঁ অআ'দাল্লা-হুল্ হুস্না-; অল্লা-হু

শ্রেষ্ঠ, তাদের অপেক্ষা যারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় ও সংগ্রাম করেছে। আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা প্রদান করেছেন।

১ ع ১০ ১৭ রুকু

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

বিমা-তা'মালূনা খবীর্। ১১। মান যাল্লাযী ইয়ুক্ব্রিদ্বুল্লা-হা ক্বরদ্বোয়ান্ হাসানান্ ফাইয়ুদ্বোয়া-ই'ফাহূ লাহূ অলাহূ —

আর আল্লাহ তোমাদের কর্মের খবর রাখেন, (১১) আল্লাহকে কে উত্তম ঋণ দেবে? পরে তিনি তা বহুগুণ প্রদান করবেন এবং

أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝١٢ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

আজ্বরুন্ কারীম্ ১২। ইয়াওমা তারাল্ মু''মিনীনা অল্মু'মিনা-তি ইয়াস্'আ- নূরুহুম্ বাইনা আইদীহিম্

তজ্জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। (১২) আপনি দেখতে পাবেন মু'মিন-নর-নারীকে, তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সম্মুখ দিকে

وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

অবিআইমা-নিহিম্ বুশ্র-কুমুল্ ইয়াওমা জ্বান্না-তুন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-;

ও তাদের ডান দিকে। আজ স্থায়ীভাবে তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑬ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا

যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ১৩। ইয়াওমা ইয়াকূলুল্ মুনা-ফিক্বূনা অল্ মুনা-ফিক্বা-তু লিল্লাযীনা আ-মানুন্
এটাই বড় সফলতা। (১৩) সে দিন মুনাফিক পুরুষ- মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ

জুরূনা- নাক্ব্তাবিস্ মিন্ নূরিকুম্ ক্বী লারজ্বি'উ অর — য়াকুম্ ফাল্তামিসূ নূরা-; ফাদ্বুরিবা
কর, যেন আমরাও তোমাদের আলো হতে আলো পাই; জবাবে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও, তারপর আলো

بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

বাইনাহুম্ বিসূরিল্লাহূ বা-ব্; বা-ত্বিনুহূ ফীহির্ রহ্মাতু অজোয়া-হিরুহূ মিন্ ক্বিবালিহিল্ 'আযা-ব্।
তালাশ কর অতঃপর এক দরজাযুক্ত প্রাচীর হবে তাদের উভয়ের মাঝে। ভিতরে থাকবে রহমত, বাইরের দিকে আযাব থাকবে।

⑭ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ

১৪। ইয়ুনা-দূনাহুম্ আলাম্ নাকুম্ মা'আকুম্; ক্বা-লূ বালা-অলা- কিন্নাকুম্ ফাতানতুম্ আন্ফুসাকুম্ অ
(১৪) তারা বলবে, তোমাদের সঙ্গে কি আমরা ছিলাম না? বলবে, হাঁ। তবে তোমরা নিজেরাই নিজদেরকে বিপদাপন্ন করলে।

تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ

তারব্বাছ্তুম্ অর্তাব্তুম্ অগর্রত্কুমুল্ আমা-নিয়্যু হাত্তা-জ্বা — য়া আমরুল্লা-হি অগর্রকুম্ বিল্লা-হিল্
তোমরা প্রতীক্ষা ও সন্দেহ করলে; দুরাশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করল, আল্লাহর নির্দেশ পর্যন্ত। এ সব আল্লাহ্ সম্পর্কে

الْغَرُوْرُ ⑮ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ

গরূর্।১৫। ফাল্ইয়াওমা লা- ইয়ু''খাযু মিন্কুম্ ফিদ্ইয়াতুঁও অলা-মিনাল্লাযীনা কাফারূ; মা''ওয়া-কুমুন্
তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। (১৫) আজ তোমাদের থেকে না মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে আর না কাফেরদের থেকে,

النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑯ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ

না-র্; হিয়া মাওলা-কুম্; অবি''সাল্ মাছীর্। ১৬। আলাম্ ইয়া''নি লিল্লাযীনা আ-মানূ ~ আন্ তাখ্শা'আ
আগুনই হবে তোমাদের বাসস্থান ও বন্ধু; তা কতই না নিকৃষ্টস্থান। (১৬) যারা মু'মিন তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য

قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

ক্বুলূবুহুম্ লিযিক্রিল্লা-হি অমা-নাযালা মিনাল্ হাক্ব্ক্বি অলা-ইয়াকূনূ কাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা
দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে বিগলিত হবার সময় কি আসে নি? তারা যেন পূর্বের কিতাবীদের মত

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑰ اِعْلَمُوْا

মিন্ ক্বব্লু ফাত্বোয়া-লা 'আলাইহিমুল্ আমাদু ফাক্বসাত্ কুলূবুহুম্; অকাছীরুম্ মিন্হুম্ ফা-সিকূন্। ১৭। ই'লামূ ~
না হয়, বহুকাল অতীত হওয়ায় তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকেই ফাসেক। (১৭) তোমরা অবগত

أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

আন্নাল্লা-হা ইয়ুহ্য়িল্ আর্দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-; ক্বদ্ বাইইয়ান্না-লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্।
আছে যে, আল্লাহই যমীনকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আমি তো তোমাদের নিকট এর বহু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করলাম, যাতে তোমরা বুঝ।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ ﴿١٨﴾

১৮। ইন্নাল্ মুছ্ছোয়াদ্দিক্বীনা অল্মুছ্ছোয়াদ্দিক্ব-তি অআক্ব্রদ্বুল্লা-হা ক্বরদ্বোয়ান্ হাসানাঁই ইয়ুদ্বোয়া-'আফু লাহুম্
(১৮) নিশ্চয়ই যারা দানশীল নর-নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে তাদেরকে বহুগুণ দেয়া হবে, আর

وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٩﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ

অলাহুম্ আজ্ব্রুন্ কারীম্। ৯। অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী ~ উলা — য়িকা হুমছ্ ছিদ্দীক্বূনা
মহা পুরস্কার। (১৯) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি এরূপ লোকই তাদের রবের নিকট সত্যবাদী ও

وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا

অশ্ শুহাদা — য়ু 'ইন্দা রব্বিহিম্; লাহুম্ আজ্ব্রুহুম্ অনূরুহুম্; অল্লাযীনা কাফারূ অকায্যাবূ
শহীদ। তাদের জন্য (বেহেশ্ত) তাদের বিশেষ পুরস্কার এবং (পুলসিরাতের উপর) বিশেষ আলো হবে। আর যারা কুফরী করেছে ও

بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٢٠﴾ اِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ

বিআ-ইয়া-তিনা ~ উলা — য়িকা আছ্হা- বুল্ জ্বাহীম্। ২০। 'ইলামূ ~ আন্নামাল্ হা ইয়া-তুদ্দুন্ইয়া- লা'ইবুঁও অলাহ্যুঁও
আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই জাহান্নামী হবে। (২০) তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো কেবল

وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ

অযীনাতুঁও অতাফা-খুরুম্ বাইনাকুম্ অতাকা-ছুরুন্ ফিল্ আম্ওয়া-লি অল্আওলাদ্; কামাছালি গইছিন্
খেল-তামাশা, এটা বাহ্যিক সৌন্দর্য, পরস্পর দম্ভ এবং ধন ও সন্তানের প্রতিযোগিতা মাত্র। যেমন বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপাদিত

أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۖ وَفِي

আ'জ্বাবাল্ কুফ্ফা-রা নাবা-তুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতার-হু মুছ্ফাররন্ ছুম্মা ইয়াকূনু হুত্বোয়া-মা-; অফিল্
ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ প্রদান করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে গিয়ে তা পরিণত হয় খড়ে। আর

الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۖ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

আ-খিরতি 'আযা-বুন্ শাদীদুঁও অমাগ্ফিরতুম্ মিনাল্লা-হি অরিদ্বওয়া-ন্; অমাল্ হা ইয়া-তুদ্ দুন্ইয়া ~
পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে, আর আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তোষ রয়েছে। আর পার্থিব জীবন তো নিচক ছলনাময় ও ভোগের

إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢١﴾ سَابِقُوْٓا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ

ইল্লা-মাতা- উ'ল্ গুরুর্। ২১। সা-বিক্বূ ~ ইলা- মাগ্ফিরতিম্ মির্ রব্বিকুম্ অজ্বান্নাতিন্ 'আর্দ্বুহা-কা'আর্দিস্
সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়; (২১) তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি, যার প্রশস্ততা আসমান ও

২ ع ৯ ১৮ রুকু

السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ

সামা — য়ি অল্‌আর্‌দ্বি উই'দ্দাত্ লিল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহ্; যা-লিকা ফাদ্বলু ল্লা-হি
যমীনের সমান, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী তাদের জন্য তা তৈরি করে রাখা হয়েছে, এটা আল্লাহর দান,

يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى

ইয়ু"তীহি মাইঁ ইয়াশা — য়ু অল্লা-হু যুল্‌ফাদ্বলিল্ 'আজীম্। ২২। মা ~ আছোয়া-বা মিম্ মুছীবাতিন্ ফিল্
তিনি স্বীয় অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করেন আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (২২) পৃথিবীতে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর

الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ

আর্‌দ্বি অলা-ফী ~ আন্‌ফুসিকুম্ ইল্লা-ফী কিতা-বিম্ মিন্ ক্বব্‌লি আন্ নাব্‌রয়াহা-; ইন্না যা-লিকা
যে বিপর্যয় অবতীর্ণ হয় তা আমি সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয়ই এটা খুবই সহজ

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ

'আলাল্লা-হি ইয়াসীর। ২৩। লিকাইলা-তা"সাও 'আলা-মা-ফা-তাকুম্ অলা-তাফ্‌রহূ বিমা ~ আ-তা-কুম্; অল্লা-হু
আল্লাহর পক্ষে।(২৩) যেন যা হারিয়েছ তাতে তোমরা বিমর্ষ না হও আর যা পেয়েছ তাতে তোমরা আনন্দ না কর। আর

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۨ ﴿٢٣﴾ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ

লা-ইয়ুহিব্বু কুল্লা-মুখ্‌তা-লিন্ ফাখূরি। ২৪। নিল্লাযীনা ইয়াব্‌খালূনা অইয়া"মুরূনান্ না-সা
আল্লাহ দাম্ভিক, গর্বিত ও ঔদ্ধত্য লোককে ভাল বাসেন না। (২৪) যারা কৃপণ ও অন্য মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়,

بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا

বিল্‌বুখ্‌ল; অ মাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গনিয়্যুল্ হামীদ্। ২৫। লাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না রুসুলানা-
আর যে ব্যক্তি সত্য দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জানা উচিত যে; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (২৫) নিশ্চয়ই আমি আমার

بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ

বিল্‌বাইয়্যিনা-তি অআন্‌যাল্‌না- মাআ'হুমুল্ কিতা-বা অল্‌মীযা-না লিইয়াক্বূমা ন্না-সু বিল্ ক্বিস্‌ত্বি অ
রাসূলদের প্রেরণ করেছি, প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যেন মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে

اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

আন্‌যাল্‌নাল্ হাদীদা ফীহি বা"সুন্ শাদীদুঁও অমানা-ফি'উ লিন্না-সি অলিইয়া'লামা ল্লা-হু মাইঁ ইয়ান্ ছুরুহূ
আর আমি লোহাও দিয়েছি, যাতে আছে মানুষের জন্য মহাশক্তি ও বহুকল্যাণ; এটা এ জন্য যে, প্রকাশ করে দিবেন যেন কে না দেখে

وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ

অরুসুলাহূ বিল্‌গইব; ইন্নাল্লা-হা ক্বাওওয়িয়ুন্ 'আযীয্। ২৬। অলাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না-নূহাঁও অইব্‌রা-হীমা
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, আল্লাহ শক্তিমান,পরাক্রমশীল। (২৬) আর আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে রাসূলরূপে

ع ৩ ১৯ রুকু

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

অজ্বা 'আল্‌না-ফী যুররিয়্যাতিহিমান্ নুবুওয়্যাতা অল্ কিতা-বা ফামিন্‌হুম্ মুহ্‌তাদিন্ অকাছীরুম্ মিন্‌হুম্
পাঠিয়েছি, তাদের বংশধরে নবুওয়াত ও কিতাব দিয়েছি। কিছু পথপ্রাপ্ত, অনেকেই পাপাচারী

فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

ফা-সিকূ্ন্। ২৭। ছুম্মা ক্বাফ্‌ফাইনা 'আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ বিরুসুলিনা-অক্বাফ্‌ফাইনা-বিঈ'সাব্‌নি মার্‌ইয়ামা
হয়েছে। (২৭) অতঃপর তাদের পিছনে ক্রমান্বয়ে রাসূল প্রেরণ করলাম, ঈসা ইবনে মরিয়মকেও দিলাম, আর তাকে ইঞ্জীল

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ

অআ-তাইনা-হুল্ ইন্‌জ্বীল অ জ্বা'আল্‌না-ফী ক্বু-লূ বিল্লাযীনা ত্তাবা'উহু রা"ফাতাঁও অরহ্‌মাহ্;
প্রদান করলাম, তার অনুসারীর অন্তরে সৃষ্টি করে দিলাম, দয়া ও অনুগ্রহ; আর সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছে,

وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا

অরহ্‌বা নিয়্যাতানিব্ তাদা'উ হা- মা- কাতাব্‌না-হা-'আলাইহিম্ ইল্লাব্ তিগা — য়া রিদ্বওয়া-নিল্লা-হি ফামা-র'আওহা-
আমি তাদেরকে এ বিধান প্রদান করি নি। আর এটাও তারা যথাযথভাবে রক্ষা করে চলে নি। আর তাদের মধ্যে যারা

حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ

হাক্ব্ ক্বা রি'আ-ইয়াতিহা-ফা'আ-তাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ মিন্‌হুম্ আজ্ব্ রহুম্ অকাছীরুম্ মিন্‌হুম্ ফা-সিক্বূন্।
ঈমান এনেছে আমি তাদেরকে তাদের (ওয়াকৃত) পুরস্কার প্রদান করেছি। আর তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল পাপাচারী।

﴿٢٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوا بِرَسُولِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ

২৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাক্বু-ল্লা-হা অআ-মিনূ বিরসূলিহী ইয়ু"তিকুম্ কিফ্‌লাইনি
(২৮) হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় দয়ায় দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান

مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُورٌ

মির্ রহমাতিহী অইয়াজ্ব্ 'আল্ লাকুম্ নূরান্ তাম্‌শূনা বিহী অইয়াগ্‌ফির্‌লাকুম্; অল্লা-হু গাফূরুর্
করবেন এবং আলো প্রদান করবেন যা দিয়ে চলবে; আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল,

رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ

রহীমুল্। ২৯। লিয়াল্লা-ইয়া'লামা আহ্‌লুল্ কিতা-বি আল্লা-ইয়াক্বু দিরূনা 'আলা-শাইয়িম্ মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি
দয়ালু। (২৯) এটা এজন্য যে, যেন যারা কিতাবের অনুসারী তারা উপলব্ধি করতে পারে আল্লাহর কোন অনুগ্রহের উপর

وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

অআন্নাল্ ফাদ্ব্‌লা বিয়াদি ল্লা-হি ইয়ু"তীহি মাইঁ ইয়াশা — য়ু; অল্লা -হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম্।
তাদের অধিকার নেই, আর এও (জানতে পারে) যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

৪ ع ৪ ২০ রুকু

সূরা মুজা-দালাহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ৩

পারা ২৮

① قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

১'। ক্বদ্ সামি'আল্লা-হু ক্বওলাল্লাতী তুজ়া-দিলুকা ফী যাওজ়িহা- অতাশ্‌তাকী ~ ইলাল্লা-হি

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন, যে আপনার সঙ্গে তার স্বামীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল, ও স্বীয় ব্যাথা-বেদনার

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ② اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ

'অল্লা-হু ইয়াস্‌মা'উ তাহা- য়ুরাকুমা-: ইন্নাল্লা-হা সামী'উম্ বাছীর্ ২। আল্লাযীনা ইয়ুজোয়া-হিরূনা মিন্‌কুম্

ফরিয়াদ করছিল আল্লাহর কাছে। আর আল্লাহ তাদের উভয়ের কথা শ্রবণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।(২) তোমাদের মধ্যে

مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ

মিন্ নিসা — য়িহিম্ মা-হুন্না উম্মাহা-তিহিম্; ইন্ উম্মাহা-তুহুম্ ইল্লা ল্লা — য়ী অলাদ্‌নাহুম্; অইন্নাহুম্

যারা স্ত্রীদের সঙ্গে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক, তারা তাদের মাতা নয়; কেবল তারাই তাদের মাতা যারা তাদের প্রসবকারিণী,

لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ③ وَالَّذِيْنَ

লাইয়াক্বূলূনা মুন্‌কারাম্ মিনাল্ ক্বওলি অযূর-; অইন্নাল্লা-হা লা 'আফুওয়্যুন্ গফূর্। ৩। অল্লাযীনা

আর নিশ্চয়ই তারা তো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল,(৩) আর যারা স্ত্রীর

يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ

ইয়ুজোয়া-হিরূনা মিন্ নিসা — য়িহিম্ ছুম্মা ইয়া'উদূনা লিমা- ক্ব-লূ ফাতাহ্‌রীরু রক্ববাতিম্ মিন্ ক্ববলি আইঁ

সঙ্গে যিহার করে এবং পরে তা প্রত্যাহার করে, তারা উভয়ে পরস্পর মিলিত হওয়ার পূর্বে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করবে।

يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ④ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

ইয়াতামা — স্ সা-; যা-লিকুম্ তূ'আজূনা বিহ্; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা খাবীর্। ৪। ফামাল্লাম্ ইয়াজ়িদ্

এ নির্দেশ থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সকল খবর রাখেন। (৪) অনন্তর যে এটা করতে

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ

ফাছিয়া-মু শাহ্‌রাইনি মুতাতা- বি'আইনি মিন্ ক্ববলি আইঁ ইয়াতামা — স্ সা-ফামাল্লাম্ ইয়াস্‌তাত্বি' ফাইত্ব্'আ-মু

পারবে না, সে পরস্পর মিলিত হওয়ার পূর্বে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে; কিন্তু যার এরও সমর্থ থাকবে না সে ষাটজন

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ ঃ তৎকালীন আরব দেশে কেউ যদি আপন স্ত্রীকে এরূপ বলত যে, "তুমি আমার মাতার স্থলে অথবা তোমার পিঠ আমার মাতা বা বোনের সমতুল্য।" এমতাবস্থায় সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরতরের জন্য বিচ্ছেদের সূচনা হয়ে যেত। একে ইসলামী পরিভাষায় 'যিহার' বলা হয়। একদা হযরত আউছ ইবনে ছামেত (রাঃ) তার পত্নী খাওয়ালাহ্ বিনতে ছালাবাহ্‌কে বলেছিলেন, "আমার মাতার পিঠ যেমন আমার ওপর হারাম তুমিও আমার বেলায় তেমন।" এ কথা বলার পর তাদের উভয়ের মধ্যে অনুশোচনা হল। হযরত খাওয়ালাহ্ (রাঃ) এ ব্যাপারে নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট ফতোয়া জানতে আসলেন। কারণ তখনও এরূপ উক্তির বেলায় আল্লাহর কোন আদেশ নাযীল হয়নি। এতে নবী কারীম (ছঃ)

سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَ

সিত্তীনা মিস্কীনা-; যা-লিকা লিতু''মিনূ বিল্লা-হি অরাসূলিহ্; অতিল্কা হুদূ'দুল্লা-হি অ

মিসকীন্ খাওয়াবে; এ নির্দেশ এ জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ; এটা আল্লাহর বিধান।

لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ

লিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুন্ আলীম্। ৫। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুহা — দ্দূ নাল্লা-হা অরসূলাহূ কুবিতূ কামা-কুবিতাল্

কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৫) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা এরূপ লাঞ্ছিত হবে যেমন

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্ অক্বাদ্ আনযাল্না ~ আ-ইয়া-তিম্ বাইয়্যিনা-ত্; অলিল্কা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন্।

হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। কেননা, আমি তো স্পষ্টভাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমাননাকর শাস্তি।

۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى

৬। ইয়াওমা ইয়াব্'আ ছুহুমু ল্লা-হু জ্বামী 'আন্ ফাইয়ুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা-'আমিলূ; আহ্ছোয়া-হুল্লা-হু অনাসূহ্; অল্লা-হু 'আলা-

(৬) সেদিন আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করে তাদের কৃতকর্ম জানাবেন, আল্লাহ তার হিসেব রেখেছেন; যা তারা ভুলেছে,

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۞ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَا

কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ৭। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব; মা-

আল্লাহ সব কিছুই দেখেন।(৭) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, যা কিছু আসমানে আছে আর যা কিছু যমীনে আছে তার সবই আল্লাহপাক

يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى

ইয়াকূনু মিন্ নাজ্ব ওয়া-ছালা-ছাতিন্ ইল্লা-হুওয়া রা-বি'উহুম্ অলা-খম্সাতিন্ ইল্লা-হুওয়া সা-দিসুহুম্ অলা ~ আদ্না-

জানেন, তিনজনের এমন কোন গোপন আলোচনা হয় না যেখানে তিনি (আল্লাহ) চতুর্থ না হন; আর না পাঁচজনের গোপন আলোচনা

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ

মিন্ যা-লিকা অলা ~ আক্ছার ইল্লা-হুওয়া মা'আহুম্ আইনা মা-কা-নূ ছুম্মা ইয়ুনাব্বিয়ুহুম্ বিমা- 'আমিলূ ইয়াওমাল্

হয় যার ষষ্ঠ তিনি নন; কম হোক বা বেশি হোক, তিনি সেখানে থাকেন। তারা যা করে, তা তিনি তাদেরকে পরকালে অবহিত

الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ

ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাল্লা-হা বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ৮। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা নুহূ 'আনিন্ নাজ্ব ওয়া ছুম্মা

করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। (৮) যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন?

রুকু ১

বললেন, "আমার ধারণা মতে, আপাতত তোমাদের উভয়ের মধ্যকার সম্মিলন ও সম্ভোগের কোন উপায় নেই।" এতে হযরত খাওয়ালাহ্ (রাঃ) স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, ঘর বরবাদ হবে, সন্তান-সন্তুতিরা অসহায় অবস্থায় ঘুরা ফিরা করবে, তাদের না কেউ কুশলী হবে আর না থাকবে কোন অভিভাবক, মনে হয়, আমি বৃদ্ধা হয়ে অকেজো হতে চলেছি, তাই আমার বর আমাকে ছুটি দেবার এই পন্থাই উদ্ভাবন করছেন। তখন এ আয়াতে কারীমা নাযীল হয়। শানেনযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ নবী কারীমের (ছঃ) মজলিসে এসে ইহুদীরা কানে কানে কথা বলত। মুসলিমদের প্রতি ব্যঙ্গ করত। এতে তাঁরা মনে কষ্ট পেতেন। "আস্সামু আলাইকুম" (তোমার মৃত্যু হোক) বলে নবী কারীম (ছঃ)কে অভিবাদন করত। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

ইয়া'উদূনা লিমা-নুহূ 'আন্হু অইয়াতানা-জ্বাওনা বিল্ইছ্মি অল্'উদ্ওয়া-নি অমা'ছিয়াতির্ রসূলি
তারা তাতে লিপ্ত হচ্ছে এবং পাপ, সীমালংঘণ ও রাসূলের বিরোধিতার গোপন পরামর্শ করে থাকে। আর তারা

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا

অইযা- জ্বা — য়ূকা হাইইয়াওকা বিমা-লাম্ ইয়ুহাইয়্যিকা বিহিল্লা-হু অইয়াকূ্লূনা ফী ~ আন্ফুসিহিম্ লাওলা
আপনার কাছে এসে এমন অভিবাদন করে যা দিয়ে আল্লাহ করেন নি। আর তারা মনে মনে বলে, আমাদের কথায় কেন

يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا

ইয়ু'আয্যিবুনাল্লা-হু বিমা- নাকূ্ল্; হাস্বুহুম্ জ্বাহান্নামু ইয়াছ্লাওনাহা-ফাবি''সাল্ মাছীর্। ৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল
আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন না ? জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট। তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস। (৯) হে লোকেরা

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ

লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-তানা জ্বাইতুম্ ফালা-তাতানা-জ্বাও বিল্ইছ্মি অল্'উদ্ওয়া-নি অমা'ছিয়াতির্ রসূলি
তোমরা যারা মু'মিন! তোমরা যখন গোপন কথা বল তখন পাপ কার্য, সীমালংঘণ ও রাসূলের বিরোধিতায় কানাকানি

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا

অতানা-জ্বাও বিল্বির্রি অত্তাক্ব্ ওয়া-; অত্তাক্বু ল্লা-হাল্লাযী ~ ইলাইহি তুহ্শারূন্। ১০। ইন্নামান্
করো না। কল্যাণ ও তাক্ওয়ার পরামর্শ করবে। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা যাবে। (১০) নিশ্চয়ই গোপন

النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا

নাজ্ব্ ওয়া-মিনাশ্ শাইত্বোয়া-নি লিইয়াহ্যুনাল্ লাযীনা আ-মানূ অলাইসা বিদ্বোয়া — র্রিহিম্ শাইয়ান্ ইল্লা-
কথা শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তা মু'মিনদেরকে বিপদে ফেলে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি

بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ

বিইয্নিল্লা-হ্ অ'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্। ১১। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-ক্বীলা
করতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহর ওপরই সর্ব ব্যাপারে মু'মিনরা নির্ভর করবে। (১১) হে মুমিনরা! যখন তোমাদেরকে বলা হয়

لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا

লাকুম্ তাফাস্সাহূ ফিল্ মাজ্বা-লিসি ফাফ্সাহূ ইয়াফ্সাহিল্লা-হু লাকুম্ অইযা-ক্বীলান্ শুযূ ফান্শুযূ
মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করে দাও; তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ স্থান প্রশস্ত করবেন তোমাদের জন্য। আর যখন

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

ইয়ার্ফাই' ল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ মিন্কুম্, অল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা দারাজ্বা-ত্; অল্লা-হু বিমা-
বলা হয়, উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেয়ো; তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন ও জ্ঞান প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ

তা'মালূনা খবীর্। ১২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা -না- জ্বাইতুমুর্ রাসূলা ফাক্বাদ্দিমূ বাইনা

আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম জানেন। (১২) হে মু'মিনরা! তোমরা যখন রাসূলের সঙ্গে গোপনে কথা বলার মনস্থ করবে

يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ

ইয়াদাই নাজ্ ওয়া-কুম্ ছদাক্বাহ্; যা-লিকা খইরুল্লাকুম্ অ আত্ব হার; ফাইল্লাম্ তাজ্বিদূ ফাইন্নাল্লা-হা

তখন তার পূর্বে ছাদ্‌কা করে নেবে । এটা তোমাদেরই কল্যাণ ও পবিত্র থাকার পরিশোধক। তোমরা অক্ষম হলে আল্লাহ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ

গফূরুর্ রহীম্। ১৩। আ আশ্‌ফাক্ব্ তুম্ আন্ তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাই নাজ্ ওয়া- কুম্ ছদাক্ব-ত্; ফাইয্ লাম্

অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কষ্ট পাও গোপন কথার পূর্বে কি ছাদ্‌কাকে ? যখন পারনি, আর

تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ

তাফ্'আলূ অতা-বাল্লা-হু 'আলাইকুম্ ফাআক্বীমুছ্ ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা অআত্বী 'উল্লা-হা অ

আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, তখন কায়েম কর নামায আর যাকাত প্রদান কর; আর আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।

২ ع ৭ ২ রুকু

رَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

রাসূলাহ্; অল্লা-হু খবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৪। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা তাওয়াল্লাও ক্বওমান্ গদ্বিবাল্

আর আল্লাহ তোমাদের সব কর্ম সম্যক অবগত। (১৪) যারা আল্লাহর অভিশপ্ত তাদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করেছে তাদরকে কি

اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ *

লা-হু 'আলাইহিম; মা-হুম্ মিন্‌কুম্ অলা-মিন্‌হুম্ অইয়াহ্‌লিফূনা 'আলাল্ কাযিবি অহুম্ ইয়া'লামূন্।

দেখেননি? তারা না পূর্ণভাবে আপনাদের দলভুক্ত, আর না তাদের দলভুক্ত। তারা জেনে শুনে মিথ্যা কথার উপর কসম করে ফেলে।

﴿١٥﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾ اِتَّخَذُوْٓا

১৫। আ'আদ্দা ল্লা-হু লাহুম্ 'আযা-বান্ শাদীদা-; ইন্নাহুম্ সা — য়া মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৬। ইত্তাখাযূ ~

(১৫) আল্লাহ এসব লোকদের জন্য কঠোর শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই তাদের কর্মসমূহ মন্দ। (১৬) তারা তাদের

শানেনুযূলঃ আয়াত-১২ ঃ কতিপয় লোক বিনা প্রয়োজনে নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট অবান্তর বিষয়ে প্রশ্ন করছিল। কপটচারীরা বহুবার মুসলমানদের ওপর নিজেদের সম্মান বৃদ্ধি এবং নবী কারীম ((ছঃ)-এর সাথে নৈকট্য প্রদর্শনের উদ্দেশে তাঁর নিকট এসে কানে কানে কথা বানিয়ে বলত। নবী কারীম (ছঃ) অধিক প্রশ্ন ও অনর্থক গল্প গুজবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া রসূলুল্লাহ (ছঃ) -এর দরবারে তাদের এ হেন কার্যকলাপ বে-আদবী ও অশিষ্টাচারেরই পরিচায়ক ছিল। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আয়াত-১৩ ঃ উপরের আয়াতটি নাযীল হওয়ার পর অসমর্থ লোকদের দুর্ভোগ বেড়ে গেল। অপরদিকে ছদকা প্রদানের আদেশের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়েছিল। তাই এ আদেশ রহিত করে এ আয়াতটি নাযীল হল।

আয়াত-১৪ ঃ কপটাচারণকারীদের কার্য-কলাপ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতটি নাযীল হয়। তারা ইহুদীদের নিকট গিয়ে মুসলমানদের গোপন কথা প্রকাশ করে দিত এবং তা যখন প্রকাশ পেত তখন তাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তারা নিজেদের মুসলমান হওয়ার ওপর শত সহস্র মিথ্যা শপথ করত। তাদের এ নেক্কারজনক উদ্দেশ্য ফাঁস করার জন্য এ আয়াতটি নাযীল হয়।

اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ

আইমা-নাহুম্ জুন্নাতান্ ফাছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা -হি ফালাহুম্ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ১৭। লান্ তুগ্নিয়া 'আন্হুম্
শপথকে ঢাল বানায়। এভাবে তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়। তাদের জন্য অপমানকর আযাব। (১৭) আল্লাহর সামনে

اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا

আম্ওয়া-লুহুম্ অলা ~ আওলাদুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইয়া-; উলা — য়িকা আছ্হা-বুন্ না-র্; হুম্ ফীহা-
তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে বিন্দুমাত্রও রক্ষা করতে পারবে না, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেথায় তারা

خٰلِدُوْنَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ

খ-লিদূন্। ১৮। ইয়াওমা ইয়াব্'আছুহুমু ল্লা-হু জ্বামী'আন্ ফাইয়াহ্লিফূনা লাহূ কামা-ইয়াহ্লিফূনা লাকুম্
অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন, অনন্তর সেদিন তারা সকলের সামনে মিথ্যা শপথ করবে,

وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٩﴾ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ

অইয়াহসাবূনা আন্নাহুম্ 'আলা শাইয়িন্ আলা ~ ইন্নাহুম্ হুমুল্ কা-যিবূন্ ১৯। ইস্তাহ্ওয়াযা 'আলাইহিমুশ্
যেমন এখন তোমাদের সমানে করে, তারা এরূপ ধারণা করবে যে, কিছু পাবে। সাবধান! তারা মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান

الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ

শাইত্বোয়া-নু ফাআন্সা-হুম্ যিক্রল্লা-হ্; উলা — য়িকা হিয্বুশ্ শাইত্বোয়া-ন্; 'আলা ~ ইন্না হিয্বাশ্
তাদের ওপর পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। অনন্তর সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল, ভালভাবে

الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ

শাইত্বোয়া-নি হুমুল্ খা-সিরূন্। ২০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়ুহা — দ্দূনাল্লা-হা অরসূলাহূ ~ উলা — য়িকা
জেনে রেখ শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২০) নিশ্চয়ই যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত

فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢١﴾ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ☆

ফিল্ আযাল্লীন্। ২১। কাতাবাল্লা-হু লাআগ্লিবান্না আনা অরুসুলী; ইন্নাল্লা-হা ক্বাও ওয়িইয়ুন্ 'আযীয্।
লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (২১) আর আল্লাহ সিদ্ধান্ত লিখেরেখেছেন যে, আমি ও আমার রাসূল জয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত।

﴿٢٢﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ

২২। লা-তাজ্বিদু ক্বাওমাইঁ ইয়ু"মিনূনা বিল্লা-হি অলইয়াওমিল্ আ-খিরি ইয়ুওয়া — দ্দূনা মান্ হা — দ্দাল্লা-হা
(২২) যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্বশীল দেখবেন না। যারা আল্লাহ ও তাঁর

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২২ ঃ বদরযুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ ওবাইদাহ, অপরদিকে কাফেরদের সেনা বাহিনীর মধ্যে ছিল তাঁর মুশরিক পিতা জররাহ। সে আপন পুত্র নিধনের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। হযরত আবূ ওবাইদাহ্ তা টের পেয়ে সুযোগ পাওয়া মাত্র পিতাকে হত্যা করে দিলেন। তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়।

অপর বর্ণনায় আছে –একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পিতা আবু কাহাফাহ্ তার কুফরী অবস্থায় নবী কারীম ((ছঃ)-এর প্রতি মানহানিকর উক্তি করল আবূ বকর (রাঃ) তার মুখে চপেটাঘাত করলেন। নবী কারীম (ছঃ) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তখন আমার হাতে তলওয়ার থাকলে এ অশ্লীল উক্তির জন্য তার মস্তক ছিন্ন করে দিতাম। তখন তাঁর প্রশংসায় আয়াতটি নাযীল হয়।

وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ

অরাসূলাহূ অলাও কা-নূ ~ আ-বা — য়াহুম্‌ আও আব্‌না — য়াহুম্‌ আও ইখ্‌ওয়া-নাহুম্‌ আও আশীরতাহুম্‌;

রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে ভালবাসেন না, যদিও তারা তাদের পিতা অথবা তাদের সন্তান বা তাদের ভাই বা তাদের

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ

উলা — য়িকা কাতাবা ফী ক্বু-লূ বিহিমুল্‌ ঈমা-না অ আইয়্যাদাহুম্‌ বিরূহিম্‌ মিন্‌হু অ ইয়ুদ্‌খিলুহুম্‌

পরিবারের লোক হয়। এসব লোকদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ় করে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে স্বীয় রূহ দ্বারা শক্তিশালী

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ

জান্না-তিন্‌ তাজ্‌রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল্‌ আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা-; রদ্বিয়াল্লা-হু আ'ন্‌হুম্‌ অ

করে দিয়েছেন। আর তিনি তাদেরকে এমন বেহেশ্‌তে দাখিল করবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা অনন্তকাল

رَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞

রাদ্বূ 'আন্‌হু উলা — য়িকা হিয্‌বুল্লা-হ্‌; আলা ~ ইন্না হিয্‌বাল্লা-হি হুমুল্‌ মুফ্‌লিহূন্‌

অবস্থান করবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও (আল্লাহ) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তারা আল্লাহর দল। জেনে রেখ নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই সফলকাম।

সূরা হাশ্‌র
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৪
রুকূ ঃ ৩

① سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ② هُوَ

১। সাব্বাহা-লিল্লা-হি মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্‌ আরদ্বি অহুওয়াল্‌ 'আযীযুল্‌ হাকীম্‌। ২। হুওয়াল্‌

(১) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই

الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ

লাযী ~ আখ্‌ রজাল্লাযীনা কাফারূ মিন্‌ আহ্‌লিল্‌ কিতা-বি মিন্‌ দিয়া-রিহিম্‌ লিআওয়্যালিল্‌ হাশ্‌র;

সেই আল্লাহ যিনি কিতাবী কাফেরদেরকে প্রথম সমাবেশেই আবাস হতে বহিস্কার করে দিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নি যে, তারা

مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ

মা-জোয়ানান্‌তুম্‌ আইঁ ইয়াখ্‌রুজূ, অজোয়ান্নূ ~ আন্নাহুম্‌ মা-নি'আতুহুম্‌ হুছূনুহুম্‌ মিনাল্লা-হি ফাআতা-হুমুল্লা-হু

বহিস্কৃত হবে। আর তারা ধারণা করে রেখেছিল যে, দুর্গসমূহ তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাবে। ধারণাতীতভাবেই তাদের উপর

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ

মিন্‌ হাইছু লাম্‌ ইয়াহ্‌তাসিবূ অক্বযাফা ফী ক্বু-লূ বিহিমুর্‌ রু'বা ইয়ুখরিবূনা বুইয়ূতাহুম্‌

আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হল। আর তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তারা নিজ হাতেই নিজেদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করল

রুকূ ৩/৯/৩

ওয়াক্‌ফে নবী (ছাঃ)

بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ

বিআইদীহিম্ অ আইদিল্ মু''মিনীনা ফা'তাবিরূ ইয়া ~ উলিল্ আব্ছোয়া-র্। ৩। অলাওলা ~ আন্

আর মু'মিনদের হাতেও উজাড় করে দিচ্ছিল। হে চক্ষুষ্মানরা! উপদেশ গ্রহণ কর। (৩) আর আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নির্বাসনের

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

কাতাবা ল্লা-হু 'আলাইহিমুল্ জ্বালা — য়া লা'আয্ যাবাহুম্ ফিদ্দুন্‌ইয়া-; অলাহুম্ ফিল্ 'আ-খিরতি 'আযা-বুন্‌না-র্।

সিদ্ধান্ত যদি লিখে না রাখতেন, তবে যমীনেই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন। আর তাদের জন্য পরকালে আগুনের শাস্তি তো আছেই।

﴿٤﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

৪। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ শা — ক্বুক্বুল্লা-হা অরসূলাহূ অমাই ইয়ুশা — ক্বিক্বি ল্লা-হা ফাইন্নাল্লা-হা শাদীদুল্ ই'ক্বা-ব্।

(৪) কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে; আর যে আল্লাহর বিরোধী হবে, তবে আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

﴿٥﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ

৫। মা-ক্বাত্বোয়া'তুম্ মিল্লীনাতিন্ আওতারক্‌তুমূহা-ক্বা — য়িমাতান্ 'আলা ~ উছূ লিহা-ফাবিইয্ নিল্লা-হি অ লিইয়ুখ্‌যিয়াল্

(৫) যে খেজুর বৃক্ষ তোমরা কেটেফেলেছ বা তাদের কাণ্ডের ওপর রেখেছ, তা তো আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছে, যেন তিনি

الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا

ফা-সিক্বীন্। ৬। অমা ~ আফা — য়াল্লা-হু 'আলা-রসূলিহী মিন্‌হুম্ ফামা ~ আওজ্বাফ্‌তুম্ 'আলাইহি মিন্ খাইলিঁও অলা-

পাপীদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৬) আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যে গনিমত দিয়েছেন, তা অর্জন করার জন্য তোমরা

رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧﴾ مَا

রিকা-বিঁও অলা-কিন্নাল্লা-হা ইয়ুসাল্লিত্বু রুসুলাহূ 'আলা-মাই ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৭। মা ~

না অশ্ব না উষ্ট্র লাগিয়েছ। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। (৭) গ্রামবাসীদের

أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَ

আফা — য়াল্লা-হু 'আলা- রসূলিহী মিন্ আহ্‌লিল্ ক্বু-রা-ফালিল্লা-হি অলির্‌রসূলি অলিযিল্ ক্বুর্‌বা- অল্

নিকট থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের নিকট আত্মীয়দের,

শানেনুযূলঃ সূরা হাশর ঃ মদীনা শরীফ হতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে বনী নযীর নামক একটি গোত্রের বাসস্থান ছিল। মুসলমানদের সাথে তাদের সন্ধি চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু তারা গোপনে কাফেরদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এমনকি একবার নবী করীম (ছঃ) একটি প্রাচীরের পাশে বসে আলাপ করতে ছিলেন, তারা প্রাচীরের উপর থেকে পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছাও করেছিল। সন্ধির বরখেলাফ কার্যে লিপ্ত থাকায় নবী কারীম (ছঃ) বদর যুদ্ধের ষষ্ঠ মাসে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করলেন। বনী নযির বহু মিনতি করাতে অবশেষে সিদ্ধান্ত হল যে, অস্ত্র ব্যতীত মাল-পত্রের মধ্যে যা উটের পিঠে বহন করতে পারে তা নিয়ে সিরিয়াতে গিয়ে বসবাস করবে। তারা বাধ্য হয়েই তা করল। এদের সম্বন্ধেই এ সূরাটি নাযীল হয়। অপর বর্ণনায় আছে- নবী কারীম (ছঃ) তাদের গৃহ ঘেরাও করলে তারা ভীত হয়ে পড়ে। অগত্যা, তারা আশ্রয় প্রার্থনা করলে হুযুর (ছঃ) তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেন এবং মাল-পত্র যা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে তা নিতে অনুমতি দেন। মুসলমানরা তাদের ঘর-বাড়ি ক্ষেত খামার সমস্ত কিছু করায়ত্ব করে নিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের ভূখণ্ড গণীমতের ন্যায় ভাগ করালেন না। নবী কারীম (ছঃ)এর ওপরই তার স্বাধিকার দিয়ে দিলেন। তাই নবী কারীম ((ছঃ) তার অধিকাংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করলেন। এ সূরায় এ ঘটণারই বর্ণনা রয়েছে।

ٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

ইয়াতা-মা-অল্ মাসা-কীনি অব্‌নিস্ সাবীলি কাই লা-ইয়াকূনা দূলাতাম্ বাইনাল্ আগ্‌নিয়া — য়ি মিন্‌কুম্;

এতীমদের, মিস্‌কীনদের ও মুসাফিরদের: যেন তা কেবল তোমাদের মধ্যে যারা ধনশালী তাদের কবলিত না হয়। আর রাসূল

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ

অমা ~ আ-তা-কুমুর্ রসূলু ফাখুযূহু অমা-নাহা-কুম্ 'আন্‌হু ফান্‌তাহূ অত্তাকু্ল্লা-হ্; ইন্না ল্লা-হা

তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর; এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর। আর আল্লাহকে ভয়কর।

شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٨ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَ

শাদী দুল্ 'ইক্ব-ব্। ৮। লিল্ ফুক্বারা — য়িল্ মুহাজ্বিরীনাল্ লাযীনা উখ্‌রিজ্বূ মিন্ দিয়া- রিহিম্ অ

নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠিন। (৮) এ সম্পদে হক রয়েছে সেই মুহাজিরদের, যাদেরকে তাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি ও

أَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ

আম্‌ওয়া-লিহিম্ ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনাল্লা-হি অ রিদ্বওয়া-নাওঁ অ ইয়ান্ ছুরূনা ল্লা-হা অ রসূলাহ্; উলা — য়িকা

ধন সম্পদ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা আল্লাহর্ দয়া ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে।

هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ۝٩ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ

হুমুছ্ ছোয়া-দিক্বূন্। ৯। অল্লাযীনা তাবাওয়্যায়ুদ্ দা-রা অল্‌ঈমা-না মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ ইয়ুহিব্বূনা মান্

তারাই সত্যবাদী।(৯) আর সেই সব লোকদেরও হক রয়েছে যারা পূর্ব থেকেই মদীনায় অবস্থান করছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, যারা

هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ

হা-জ্বারা ইলাইহিম্ অলা-ইয়াজ্বিদূনা ফী ছুদূরিহিম্ হা-জ্বাতাম্ মিম্মা ~ উতূ অইয়ু"ছিরূনা 'আলা ~

তাদের নিকট হিজরত করে আসে তাদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয় তাতে তারা অন্তরে কোন ঈর্ষা পোষণ

أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

আন্‌ফুসিহিম্ অ লাও কা-না বিহিম্ খাছোয়া-ছোয়াহ্; অমাইঁইয়ূক্বা শুহ্‌হা নাফসিহী ফাউলা — য়িকা হুমুল্

করে না; অভাবী হলেও তারা মুহাজিরকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। আর যারা কৃপণতা থেকে নিজদেরকে মুক্ত রেখেছে, এরাই

ٱلْمُفْلِحُونَ ۝١٠ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا

মুফ্‌লিহূন্ ।১০। অল্লাযীনা জ্বা — উ মিম্ বা'দিহিম্ ইয়াকূ্লূনা রব্বানাগ্ ফিরলানা-অলিইখ্‌ওয়া-নিনাল

প্রকৃত সফলতা লাভ করবে। (১০) আর যারা পরে এসেছে তারা বলে. হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের সেই

ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ

লাযীনা সাবাক্বূনা বিল্ ঈমা-নি অলা- তাজ্ব্ 'আল্ ফী ক্বু্লূবিনা-গিল্লাল্লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা ~ ইন্নাকা

ভাইদেরকেও ক্ষমা করুন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আমাদের অন্তরে মু'মিনদের জন্য হিংসা রেখো না। হে আমাদের রব!

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑪ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

রায়ূফুর রহীম্ ১১। আলাম্ তারা ইলাল্লাযীনা না-ফাক্বূ ইয়াক্বূলূনা লিইখ্‌ওয়া-নিহিমুল্লাযীনা কাফারূ
আপনি দয়াবান, করুণাময়। (১১) আপনি কি সেই মুনাফেকদের অবস্থা দেখেন নি? যারা কিতাবের অনুসারী, তারা তাদের কাফের

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا

মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি লায়িন্ উখ্‌রিজ্‌তুম্ লানাখ্‌রুজান্না মা'আকুম্ অলা-নুত্বী'উ ফীকুম্ আহাদান্ আবাদাঁও
ভাইদের বলত, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হব। তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মান্য করব না,

وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑫ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا

অইন্ ক্বূতিল্‌তুম্ লানান্ ছুরন্নাকুম্; অল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু ইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ১২। লায়িন্ উখ্‌রিজূ লা-
তোমরা যদি আক্রান্ত হও তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তারা একেবারেই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়,

يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ

ইয়াখ্‌রুজূনা মা'আহুম্ অলায়িন্ ক্বূতিলূ লা-ইয়ান্ ছুরূনাহুম্ অলায়িন্ নাছোয়ারূ হুম্ লাইয়ুওয়াল্লুন্নাল্
তবে এরা তাদের সাথে কখনও বের হবে না, আর যদি আক্রান্ত হয়, তবে তাদেরকে সাহায্যও করবে না, আর যদি সাহায্য

الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ⑬ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ

আদ্‌বা-রা ছুম্মা লা-ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্। ১৩। লা আন্‌তুম্ আশাদ্দু রহ্‌বাতান্ ফী ছুদূরিহিম্ মিনা ল্লা-হ্;
করতে যায়ও তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। পরে তারা আর কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) আল্লাহ অপেক্ষা তোমরাই তাদের

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ⑭ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ

যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্ লা-ইয়াফ্‌ক্বহূন্। ১৪। লা-ইয়ুক্বা-তিলূনাকুম্ জ্বামী'আন্ ইল্লা-ফী ক্বুরম্ মুহাছ্ছনাতিন্
অধিক ভয়ের কারণ, তা এজন্য যে, তারা নির্বোধ। (১৪) একত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, করলেও সুরক্ষিত গ্রামে

أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

আও মিওঁ অর — য়ি জ্বুদুর; বা"সুহুম্ বাইনাহুম্ শাদীদ্; তাহ্‌সাবুহুম্ জ্বামীয়াঁও অ ক্বুলূবুহুম্ শাত্তা-;
বা দূর্গের মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের মধ্যকার যুদ্ধই ভয়ানক। তাদের দেখে মনে হবে তারা সংঘবদ্ধ, কিন্তু আসলে তারা

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ⑮ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَ

যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বওমুল্লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ১৫। কামাছালিল্ লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্ ক্বরীবান্ যা-ক্বূ অ
বিভিন্ন মনের। কেননা, এরা সেই সব লোক যারা নির্বোধ। (১৫) এরা সাজাপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী সেইসব লোকদের ন্যায়ই, আর তাদের

রুকু ১/৪ • এক চতুর্থাংশ

আয়াত-১১ ঃ অত্র আয়াতে বনী নযীরদের বহিস্কৃত হওয়া ও বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর অধিকার সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। হুযূর (ছঃ) আল্লাহর নির্দেশানুরে তা ব্যয় করবেন। পরবর্তী খলীফাগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। (ইবঃ কাঃ)
আয়াত-১৩ ঃ অর্থাৎ হে মুসলমানরা! মুনাফিক, ইহুদী ও কাফিরদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় অপেক্ষা তোমাদের ভয় অধিক। এটি তাদের হীনবুদ্ধিতা। তাদের বুদ্ধি থাকলে বুঝত, আল্লাহই মুসলমানদেরকে আমার উপর বিজয়ী করেছেন। অতএব, তাঁকেই ভয় করা উচিত। (ফতঃ বয়াঃ)
আয়াত-১৪ঃ অর্থাৎ বনী নযীর গোত্র তাদের অযোগ্যতার কারণেই এমন শাস্তি পেয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, তারা মক্কার মুশরিকরা যারা বনী নযীর গোত্রের পূর্বে বদর যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে বনী কাইনুকা উদ্দেশ্য। (তাফঃ হক্কানী)

بَالَ اَمْرِهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٦﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج

বা- লা আম্‌রিহিম্‌ অলাহুম্‌ 'আযা-বুন্‌ আলীম্‌। ১৬। কামাছালিশ্‌ শাইত্বোয়া-নি ইয্‌ ক্ব-লা লিল্‌ইন্‌সা-নিক্‌ ফুর্‌
জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (১৬) (মুনাফেকদের) দৃষ্টান্ত শয়তানের মতই, যে মানুষকে বলে, কুফরী কর।

فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾ فَكَانَ

ফালাম্মা-কাফারা ক্ব-লা ইন্নী বারী — য়ুম্‌ মিন্‌কা ইন্নী ~ আখ-ফুল্লা-হা রব্বাল্‌ 'আ-লামীন্‌। ১৭। ফাকা-না
যদি কুফরী করে তবে বলে, আমি তোমা হতে সম্পর্ক মুক্ত। আমি বিশ্ব রব মহান আল্লাহকে ভয় করি। (১৭) অনন্তর উভয়ের

عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ يٰٓاَيُّهَا

'আক্বিবাতাহুমা ~ আন্নাহুমা-ফিন্না-রি খা-লিদাইনি ফীহা-; অযা-লিকা জ্বাযা — য়ুজ্‌ জোয়া-লিমীন্‌। ১৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্‌
পরিণাম চিরকাল অবস্থিতির স্থান জাহান্নাম। আর এটাই হল জালিমদের প্রাপ্য। (১৮) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ!

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ

লাযীনা আ-মানুত্তাক্বুল্লা-হা অল্‌ তান্‌জুর্‌ নাফ্‌সুম্‌ মা-ক্বাদ্দামাত্‌ লিগাদিন্‌ অত্তা ক্বুল্লা-হ্‌; ইন্নাল্লা-হা
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকে দেখুক, ভবিষ্যতের জন্য সে কি করেছে? আর আল্লাহকে ভয়কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ

خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط

খাবীরুম্‌ বিমা-তা'মালূন্‌। ১৯। অলা-তাকূনূ কাল্লাযীনা নাসুল্লা-হা ফাআন্‌সা-হুম্‌ আন্‌ফুসাহুম্‌;
তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (১৯) আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহ হতে উদাসীন হয়ে গিয়েছে

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط

উলা — য়িকা হুমুল্‌ ফা-সিক্বূ-ন্‌। ২০। লা-ইয়াস্‌তাওয়ী ~ আছ্‌হা-বুন্না-রি অ আছ্‌হা-বুল্‌ জ্বান্নাহ্‌;
তিনি তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারেই উদাসীন করে দিলেন। তারাই পাপাচারী। (২০) দোযখের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ

আছ্‌হা-বুল্‌ জ্বান্না-তি হুমুল্‌ ফা — য়িযূন্‌। ২১। লাও আন্‌যালনা- হা-যাল্‌ ক্বুর্‌আ-না 'আলা- জ্বাবালিল্‌ লারয়াইতাহূ
পরস্পর সমান নয়। যারা জান্নাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (২১) এ কোরআনকে যদি আমি কোন পাহাড়ের ওপর নাযীল

خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

খ-শি'আম্‌ মুতাছোয়াদ্দি'আম্‌ মিন্‌ খশ্‌ইয়াতি ল্লা-হ্‌; অতিল্‌কাল্‌ আম্‌ছা-লু নাদ্বরিবুহা-লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্‌
করতাম, তবে দেখতেন যে, তা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। মানুষের জন্যই এসব বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত প্রদান

يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج

ইয়াতাফাক্কারূন্‌। ২২। হুওয়াল্লা-হু ল্লাযী লা ~ ইলা-হা ইল্লা হুওয়া 'আ-লিমুল্‌ গইবি অশ্‌শাহা-দাতি
করে থাকি, যেন তারা গভীরভাবে চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই। গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবই তিনি

রুকু ২ / ৭ / ৫

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

হুওয়ার্ রহ্‌মা-নুর্ রহীম্ । ২৩ । হুওয়াল্লা-হুল্ লাযী লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া আল্ মালিকুল্ কুদ্দূসুস্
জানেন। তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়। (২৩) তিনিই আল্লাহ,তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই মালিক, তিনি পবিত্র,

السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا

সালা-মুল্ মু''মিনুল্ মুহাইমিনুল্ 'আযীযুল্ জ্বাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বির; সুবহা-নাল্লা-হি 'আম্মা-
তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তাদাতা, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রান্ত, তিনিই প্রবল, তিনিই মহান, আল্লাহই সর্ব প্রকার শিরক্ হতে

يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٤﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ

ইয়ুশ্‌রিকূন্ । ২৪ । হুওয়া ল্লা-হুল্ খ-লিক্বুল্ বা-রিয়ুল্ মুছোয়াওয়্যিরু লাহুল্ আস্‌মা — য়ুল হুস্‌না-;
পবিত্র মহান। (২৪) তিনি আল্লাহই, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই উদ্ভাবনকারী, তিনিই আকৃতিদাতা, আর তাঁরই জন্য উত্তম নামসমূহ রয়েছে;

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ইয়ুসাব্বিহু লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ ।
আসমান মণ্ডলী ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তার সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছে। তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

ع ৩ ৭ ৬ রুকু

সূরা মুম্‌তাহিনাহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৩
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযূ 'আদুওওয়ি অ 'আদুওয়্যাকুম্ আওলিয়া — য়া তুল্‌কূ্না
(১) হে মু'মিনরা! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের সাথে মিত্রতা কর,

اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ

ইলাইহিম্ বিল্‌মাওয়াদ্দাতি অক্বদ্ কাফারূ বিমা- জ্বা — য়াকুম্ মিনাল্ হাক্ব্ক্বি ইয়ুখ্‌রিজূ্নার্ রসূলা
কিন্তু তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা গোপন করে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে নির্বাসিত করেছে এ কারণে যে,

وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ

অইয়্যা-কুম্ আন্ তু''মিনূ বিল্লা-হি রব্বিকুম্; ইন্ কুন্‌তুম্ খারজ্তুম্ জ্বিহা-দান্ ফী সাবীলী অবতিগ — য়া
তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ। যদি তোমরা বের হয়ে থাকে,আমার পথে জিহাদ করার জন্য, আমার

مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ

মার্‌দ্বোয়া-তী তুসির্‌রূনা ইলাইহিম্ বিল্ মাওয়াদ্দাতি অআনা আ'লামু বিমা ~ আখ্‌ফাইতুম্ অমা ~ আ'লান্‌তুম্;
সন্তুষ্টি লাভের জন্য তবে কেন তাদেরকে তোমাদের বন্ধু বানাবে? আর তোমারা যা গোপন কর আর যা প্রকাশ্য কর তার সবই

وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿٢﴾ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ

অমাই ইয়াফ্'আল্‌হু মিন্‌কুম্ ফাক্বদ্ দ্বোয়াল্লা সাওয়া — য়াস্ সাবীল্। ২। ইঁইয়াছ্‌ক্বফূকুম্ ইয়াকূনূ লাকুম্
আমি-ই অবগত আছি। যে এরূপ করবে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। (২) যদি তোমাদের দুর্বল পায় তবে তারা

أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوٓءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

আ'দা — য়াঁও অইয়াব্‌সুতূ ~ ইলাইকুম্ আইদিয়াহুম্ অআল্‌সিনাতাহুম্ বিস্ সূ — য়ি অওয়াদ্দূ লাও তাক্‌ফুরূন্।
তোমাদের শত্রুতে পরিণত হবে। তাদের হাত ও রসনা দিয়ে তোমাদের ক্ষতি করবে। তারা চাইবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

﴿٣﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ

৩। লান্ তান্‌ফা'আকুম্ আর্‌হা-মুকুম্ অলা ~ আওলাদুকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াফ্‌ছিলু বাইনাকুম্; অল্লা-হু
(৩) তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান কেয়ামতে দিবসে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। তিনি ফয়সালা করে দিবেন।

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ

বিমা-তা'মালূনা বাছীর্। ৪। ক্বদ্ কা-নাত্ লাকুম্ উস্‌ওয়াতুন্ হাসানাতুন্ ফী ~ ইব্‌রা-হীমা অল্লাযীনা মা'আহূ
আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী ভালভাবে দেখেন। (৪) ইব্রাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম

إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ

ইয্ ক্বা-লূ লিক্বওমিহিম্ ইন্না বুরয়া — য়ু মিন্‌কুম্ অমিম্মা-তা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি কাফার্‌না-বিকুম্
আদর্শ রয়েছে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, আমরা তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া উপাস্য হতে মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

অবাদা বাইনানা- অবাইনাকুমুল্ 'আদা-ওয়াতু অল্ বাগ্‌দ্বোয়া — য়ু আবাদান্ হাত্তা- তু'মিনূ বিল্লা-হি অহ্‌দাহূ ~
মানি না, চিরদিন আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা থাকবে। যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করবে। তবে

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَىْءٍ

ইল্লা- ক্বওলা ইব্‌রা-হীমা লিআবীহি লাআস্ তাগ্‌ফিরন্না লাকা অমা ~ আম্‌লিকু লাকা মিনাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন;
তার বাপের জন্য ইব্রাহীমের উক্তি ছিল- আপনার জন্য ক্ষমা চাইব। এছাড়া আর কোন ক্ষমতা আমার নেই। হে আমাদের

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

রব্বানা-'আলাইকা তাওয়াক্কাল্‌না-অইলাইকা আনাব্‌না-অইলাইকাল্ মাছীর্। ৫। রব্বানা- লা- তাজ্‌'আল্‌না-
রব! আপনার উপরই ভরসা, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন ও আবাসস্থল। (৫) হে আমাদের রব! আমাদেরকে পীড়ন-

শানেনুযূল ঃ আয়াতঙ ১ ঃ কাফেরদের পক্ষ থেকে একের পর এক হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ হতে থাকলে নবী কারীম (ছঃ) ৮ম হিজরীতে মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এ বিষয় তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণে সম্পূর্ণ গোপন রাখলেন। বদরী সাহাবী, মুহাজির হযরত হাতেম ইবনে আবী বালতাআহ্ (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাই তিনি নবীজী (ছঃ)-এর এ সিদ্ধান্ত কাফেরদেরকে অবগত করানোর উদ্দেশ্যে সারাহ নামনী এক কাফের মহিলার মাধ্যমে কাফের সরদারের নিকট এ চিন্তা করে পত্র পাঠালেন যে, এর ফলে হয়ত তার পরিজনের উপর কাফেররা অত্যাচার করবে না। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٦ لَقَدْ كَانَ

ফিত্নাতাল্ লিল্লাযীনা কাফারূ অগ্ফির্লানা-রব্বানা -ইন্নাকা আন্তাল্ 'আযীযুল্ হাকীম্ । ৬ । লাক্বদ্ কা-না
পাত্র করবেন না কাফেরদের; হে আমাদের রব! আমাদেরকে মাপ করুন; আপনিই পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় । (৬) নিশ্চয়ই তাদের

لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ

লাকুম্ ফী হিম্ উস্ওয়াতুন্ হাসানাতুল্ লিমান্ কা-না ইয়ার্জুল্লা-হা অল্ ইয়াওমাল্ আ-খির; অমাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা-
মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, যে আল্লাহ ও পরকালের আকাঙ্খী । আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝٧ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ

ع ১ ৬ ৭ রুকু

ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ গানিইয়ুল্ হামীদ্ । ৭ । 'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়াজ্'আলা বাইনাকুম্ অবাইনাল্ লাযীনা
রাখুক আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত । (৭) হয়ত আল্লাহ তোমাদের ও শত্রুদের মাঝে তোমাদের বন্ধুত্ব কায়েম করে দেবেন ।

عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٨ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ

'আদাইতুম্ মিন্হুম্ মাওয়াদ্দাহ্; অল্লা-হু ক্বাদীর্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্ । ৮ । লা-ইয়ান্হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্
আল্লাহ মহা শক্তিমান, আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (৮) আল্লাহ সেই সব লোকদের সঙ্গে সদাচরণ ও সুবিচার

الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

লাযীনা লাম্ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ফিদ্দীনি অলাম্ ইয়ুখরিজূ কুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম্ আন্ তাবার্রূহুম্
করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কারও করে দেয় নি ।

وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

অতুক্ব্ সিতূ ~ ইলাইহিম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুক্ব্ সিত্বীন্ । ৯ । ইন্নামা-ইয়ান্হা-কুমুল্লা-হু 'আনিল্ লাযীনা
যারা সুবিচারক আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন । (৯) আল্লাহ তোমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে বারণ করেন কেবল ঐসব লোকদের

قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن

ক্বা-তালূকুম্ ফিদ্দীনি অ আখ্রাজূ কুম্ মিন্ দিয়া-রিকুম্ অজোয়া- হারূ 'আলা ~ ইখ্র-জিকুম্ আন্
সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে আর

تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝١٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তাওয়াল্লাওহুম্ অমাইঁ ইয়া তাওয়াল্লাহুম্ ফাউলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া-লিমূন্ । ১০ । ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~
বহিষ্কার করতে কাফের সাহায্য করেছে । আর যে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে-ই প্রকৃত জালিম । (১০) হে ঈমানদাররা!

إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ

ইযা-জ্বা — য়াকুমুল্ মু''মিনা-তু মুহা-জ্বির-তিন্ ফাম্তাহিনূহুন্ন; আল্লা-হু আ'লামু বিঈমা-নিহিন্না ফাইন্
যখন তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা দেশ ছেড়ে আসে তখন পরীক্ষা করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত ।

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ

'আলিম্ তুমূহুন্না মু''মিনা-তিন্ ফালা-তারজি'ঊ হুন্না ইলাল্ কুফ্ফা-র; লা-হুন্না হিল্লুল্লাহুম্ অলা-হুম্
যদি তোমরা বুঝ- যে তারা মু'মিনা, তবে কাফেরদের নিকট প্রেরণ করো না। না, এই নারীগণ ঐ কাফেরদের জন্য হালাল, আর না ঐ

يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ

ইয়াহিল্লূনা লাহুন্; অআ-তূহুম্ মা ~ আন্ফাক্বূ; অলা-জুনা-হা 'আলাইকুম্ আন্ তান্কিহূহুন্না
'কাফেররা এই নারীদের জন্য হালাল। তারা যা দিয়েছে তা ফেরত প্রদান কর। মোহর দিয়ে তাদেরকে যদি তোমরা বিয়ে কর, তবে তোমাদের

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ

ইযা ~ আ-তাইতুমূ হুন্না উজূরহুন্না; অলা-তুম্সিকূ বিই'ছোয়ামিল্ কাওয়া-ফিরি অস্য়ালূ মা ~ আন্ফাক্বতুম্
কোন দোষ নেই। কাফের নারীদেরকে দাম্পত্য জীবনে রেখো না। তোমারা যা ব্যয় করেছ তা তারা ফেরত নেবো আর

وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অল্ ইয়াস্য়ালূ মা ~ আন্ফাক্বূ; যা-লিকুম্ হুকমুল্লা-হ্ ইয়াহ্কুমু বাইনাকুম্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্।
কাফেররাও ফেরত নেবে তারা যা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর নিয়ম, তিনিই ফয়সালা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ ⑪

১১। অইন্ ফা-তাকুম্ শাইয়ুম্ মিন্ আয্ওয়া-জিকুম্ ইলাল্ কুফ্ফা-রি ফা'আ-ক্বাবতুম্ ফা'আ- তুল্লাযীনা যাহাবাত্
(১১) যদি তোমাদের কোন স্ত্রী কাফেরের কাছে চলে যায়, আর তোমাদেরও সুযোগ আসে, তবে যার স্ত্রীহাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে

أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑫ يَا أَيُّهَا

আয্ওয়া-জুহুম্ মিছ্লা মা ~ আন্ফাক্বূ; অত্তাকুল্লা হাল্লাযী ~ আন্তুম্ বিহী মু''মিনূন্। ১২। ইয়া ~ আইয়্যুহান্
তাকেও সে পরিমাণ প্রদান কর যে পরিমাণ সে তার জন্য ব্যয় করেছে। আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ। (১২) হে

النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

নাবিয়্যু ইযা-জ্বা — য়াকাল্ মু''মিনা-তু ইয়ুবা-ইয়ি'নাকা 'আলা ~ আল্লা-ইয়ুশ্রিক্না বিল্লা-হি শাইয়াঁও অলা-
নবী! মু'মিন নারীরা যখন আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে আসে যে, আল্লাহর সাথে তারা শরীক করবে না এবং চুরি

يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ

ইয়াস্রিক্ব্না অলা ইয়ায্নীনা অলা-ইয়াক্বতুল্না আওলা-দাহুন্না অলা-ইয়া''তীনা বিবুহ্তা-নি ইয়াফ্তারীনাহূ
করবে না, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আর জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে

بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ

বাইনা আইদীহিন্না অ আর্জুলিহিন্না অলা- ইয়া'ছীনাকা ফী মা'রূফিন্ ফাবা-য়িয়্'হুন্না অস্তাগ্ফির্ লাহুন্নাল্
রটাবে না, আর সৎকাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কাছে তাদের

اللهَ ۖ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

লা-হ্ ; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রহীম্। ১৩। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাতাঅল্লাও ক্বওমান্ গাদ্বিবাল্

জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনরা! তোমরা ওই সম্প্রদায়কে তোমাদের বন্ধু বানিও না যারা

اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

লাহু 'আলাইহিম্ ক্বদ্ ইয়ায়িসূ মিনাল্ আ-খিরতি কামা-ইয়ায়িসাল্ কুফ্ফা-রু মিন্ আছ্হা-বিল্ ক্বুবূ র্।

অভিশপ্ত আল্লাহর। তারা তো পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যেমন কাফেররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে রয়েছে।

রুকু ২ • মঞ্জিল ৭ — ع ৯/৮

সূরা ছোয়াফ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৪
রুকূ ঃ ২

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا

১। সাব্বাহা লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

(১) আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তার সব কিছুই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) হে

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا

লাযীনা আ-মানূ লিমা-তাক্বূলূনা মা-লা-তাফ্'আলূন্। ৩। কাবুরা মাক্ব্তান্ ই'ন্দাল্লা-হি আন্ তাক্বূলূ

মু'মিনরা! যা তোমরা করছ না, এমন কথা কেন বলছ? (৩) আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যাপার যে, তোমাদের এমন

مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

মা-লা- তাফ্'আলূন্। ৪। ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ লাযীনা ইয়ুক্ব-তিলূনা ফী সাবীলিহী ছোয়াফ্ফান্ কাআন্নাহুম্

কথা বলা যা তোমরা কর না। (৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সব লোকদেরকে ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে

بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ

বুন্ইয়া-নুম্ মার্ছূছ্। ৫। অইয্ ক্ব-লা মূসা- লিক্বওমিহী ইয়া-ক্বওমি লিমা-তু"যূনানী অক্বত্ তা'লামূনা

সুদৃঢ় সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। (৫) মূসা তার কাওমকে বলল, হে আমার কওম! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, তোমরা তো

أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

আন্নী রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম্; ফালাম্মা-যা-গূ ~ আযা-গল্লা-হু ক্বুলূবাহুম্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্দিল্

জান, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল? যখন বাঁকা হল, আল্লাহও তাদের অন্তরকে বাঁকা করলেন। আর আল্লাহ এরূপ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ ঃ যুদ্ধে আসার পূর্বে কিছু কিছু লোক যুদ্ধের আকাঙ্খা প্রকাশ করত। কিন্তু যখনই যুদ্ধের আদেশ নাযিল হল, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হতে লাগল। তখন আল্লাহ বলেন, এ কথায় আল্লাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট যে, কেউ মুখে যা প্রতিশ্রুতি দেয় সে অনুসারে কাজ করে না। ছহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মুখে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তদানুসারে আ'মল না করা, দৈনন্দিনের কথা-বার্তায় মিথ্যা বলা এবং আমানতে খেয়ানত করা এগুলো খাঁটি মুসলমানের চিহ্ন নয়। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪ঃ যে অট্টালিকার প্রাচীর সীসা ঢালা সে অট্টালিকা যেমন অপ্রতিরোধ্য তেমনি আল্লাহর পথে যিহাদকারীরা শত্রুর মোকাবেলায় তেমনি মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চাদপদ হয় না।

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٦﴾ وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ

ক্বওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ৬। অইয্ ক্ব-লা 'ঈসাব্নু মার্ইয়ামা ইয়াবানী ~ ইস্র — ঈলা ইন্নী রসূলুল্

পাপীদের হেদায়েতের পথ দেখান না। (৬) আর স্মরণ কর, যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা বলল, হে বনী ইস্রাঈল! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর

اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ

লা-হি ইলাইকুম্ মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা-বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত তাওর-তি অমুবাশ্শিরম্ বিরাসূলিঁই ইয়া"তী

প্রেরিত রাসূল হিসাবে তোমাদের নিকট এসেছি, আর আমার পূর্বে প্রেরিত তাওরাতের সমর্থক এবং আমি সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যিনি

مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾ وَ

মিম্ বা'দিস্মুহূ ~ আহ্মদ্; ফালাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ বিল্ বাইয়্যিনা-তি ক্ব-লূ হা-যা সিহ্রুম্ মুবীন্।৭। অ

আমার পরে আসবেন, এবং যাঁর নাম আহ্মাদ। অনন্তর যখন প্রমাণসহ আসল, বলল, এটা প্রকাশ্য যাদু। (৭) আর যে

مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ

মান্ আজ্লামু মিম্মানিফ্তার- 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা অহুওয়া ইয়ুদ্'আ ~ ইলাল্ ইস্লা-ম্; অল্লা-হু

ইসলামের প্রতি আহ্বানের পরও যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে ? আর আল্লাহ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨﴾ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ

লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৮। ইয়ুরীদূনা লিইয়ুত্ব্ ফিয়ূ নূরল্লা-হি বিআফ্ওয়া-হিহিম্ অল্লাহু

জালীমদেরকে হেদায়েতের পথ দেখান না। (৮) তারা আল্লাহর নূর ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার

مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٩﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ

মুতিম্মু নূরিহী অলাও কারিহাল্ কা-ফিরূন্। ৯। হুওয়াল্লাযী আর্সালা রাসূলাহূ বিল্ হুদা অদীনিল্

নূর পূর্ণ বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ রাসূল প্রেরণ করলেন,

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿١٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

হাক্ব্ কি্ব লিইয়ুজ্ হিরাহূ 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী অলাও কারিহাল্ মুশ্রিকূন্। ১০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা

যেন অন্য সকল দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (১০) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ!

ع ١ ٩ ৯ রুকু

اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿١١﴾ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

আ-মানূ হাল্ আদুল্লু কুম্ 'আলা- তিজ্বা-রতিন্ তুন্জ্বীকুম্ মিন্ 'আযা-বিন্ আলীম্। ১১। তু"মিনূনা বিল্লা-হি

এমন বাণিজ্যের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব, যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (১১) তোমরা ঈমান আনবে

وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

অরসূলিহী অতুজ্বা- হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি বিআম্ওয়া লিকুম্ অ আন্ফুসিকুম্; যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম্

আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন্। ১২। ইয়াগ্‌ফির লাকুম্ যুনূবাকুম্ অ ইয়ুদ্‌খিলকুম্ জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্
জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (১২) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, আর এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে

الْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَأُخْرَىٰ

আন্‌হা-রু অ মাসা-কিনা ত্বোয়াইয়িবাতান্ ফী জান্না-তি আদ্‌ন; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ 'আজীম্। ১৩। অউখ্‌রা-
নহরসমূহ প্রবাহিত, আর চিরস্থায়ী অবস্থানের জান্নাতে উত্তম আবাস, এটা মহা সাফল্য। (১৩) আর তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি

تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

তুহিব্বূনাহা-; নাছ্‌রুম্ মিনাল্লা-হি অফাত্‌হুন্ ক্বারীব; অবাশ্‌শিরিল্ মু'মিনীন্। ১৪। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ
অনুগ্রহ, তা হল আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়,(হে রাসূল আপনি) মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিন।(১৪) হে মু'মিনরা!

كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى

কূনূ ~ আন্‌ছোয়া-রল্লা-হি কামা-ক্বা-লা 'ঈসাব্‌নু মার্‌ইয়ামা লিল্ হাওয়া-রিয়্যীনা মান্ আন্‌ছোয়া-রী ~ ইলা
তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম হাওয়ারীদেরকে বলল, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী

اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

ল্লা-হ্; ক্বা-লাল্ হাওয়া-রিয়্যূনা নাহ্‌নু আন্‌ছোয়া-রুল্লা-হি ফাআমানাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্ বানী ~ ইস্‌র — য়ীলা
হবে? হাওয়ারীরা বলল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হব। বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে হতে একদল লোক ঈমান আনল,

وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ☆

অকাফারাত্ ত্বোয়া — য়িফাতুন্ ফাআইইয়াদ্‌নাল্ লাযীনা আ-মানূ 'আলা- 'আদুওওয়িহিম্ ফাআছ্‌বাহূ জোয়া-হিরীন্।
আর একদল লোক কাফের থেকে গেল। অতএব আমি শত্রুদের মোকাবেলায় ঈমানদারদেরকে সাহায্য করলাম, তারা বিজয়ী হল।

২ ع ৫ ১০ রুকু

সূরা জুমু'আহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ☆

১। ইয়ুসাব্বিহু লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্‌দ্বিল্ মালিকিল্ কুদ্দূসিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্।
(১) যা আকাশে আছে ও পৃথিবীতে আছে তার সমুদয় বস্তুই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে, যিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

২। হুওয়াল্লাযী বা'আছা ফিল্ উম্মিয়্যীনা রসূলাম্ মিন্‌হুম্ ইয়াত্‌লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিহী অ ইয়ুযাক্কীহিম্
(২) তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন, যে তাদেরকে আয়াত শ্রবণ করায়, তাদেরকে পবিত্র করে বাতিল

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢ وَ

অইয়ু'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা অল্‌হিক্‌মাতা অইন্ কা-নূ মিন্ ক্বব্‌লু লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীনি। ৩। অ

আকায়েদ ও মন্দ চরিত্র হতে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় ইতোপূর্বে এরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (৩) আর

اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٣ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ

আ-খরীনা মিনুহুম্ লাম্মা-ইয়াল্‌হাক্বূ বিহিম্; অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৪। যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি ইয়ু"তীহি

তাঁকে পাঠানো হয়েছে অন্যান্যদের জন্যও, যারা শামিল হয় নি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (৪) তা আল্লাহর অনুগ্রহ,

مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٤ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ

মাই ইয়াশা — য়্; অল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আজীম্। ৫। মাছালুল্লাযীনা হুম্মিলুত্তাওর-তা ছুম্মা লাম্

তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করে থাকেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।(৫) তওরাত অর্পণের পর যারা তদানুযায়ী আমল করেনি,

يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ

ইয়াহ্‌মিলূহা-কামাছালিল্ হিমা-রি ইয়াহ্‌মিলু আস্‌ফা-র-; বি'সা মাছালুল্ ক্বওমিল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিল্

তাদের অবস্থা ঐ গর্দভের অবস্থার ন্যায় যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করেছে। আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীর দৃষ্টান্ত কতই না

اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ

লা-হ্; অল্লা-হু লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ৬। কুল্ ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা হা-দূ ~ ইন্ যা'আম্‌তুম্

নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ জালিমদেরকে সৎ পথ দেখান না। (৬) আপনি তাদেরকে বলুন, হে ইহুদীরা! যদি তোমরা ধারণা কর যে,

اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٦ وَلَا

আন্নাকুম্ আওলিয়া — য়ু লিল্লা-হি মিন্ দূনিন্ না-সি ফাতামান্নাওয়ুল্ মাওতা ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৭। অলা

অন্যান্য মানুষের মধ্যে তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) আর তারা

يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٧ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ

ইয়াতামান্নাওনাহূ ~ আবাদাম্ বিমা-ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম্ অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিজ্‌জোয়া-লিমীন্। ৮। ক্বুল্ ইন্নাল্ মাওতাল

কখনই তা কামনা করবে না, তাদের কৃতকর্মের শাস্তির ভয়ের কারণে, আল্লাহ জালিমদেরকে চেনেন। (৮) বলুন, যে

الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

লাযী তাফিররূনা মিন্‌হু ফাইন্নাহূ; মুলা-ক্বীকুম্ ছুম্মা তুরদ্দূনা ইলা-'আ-লিমিল্-গইবি অশশাহা-দাতি

মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করতে চাও, তা একদিন তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, পরে অদৃশ্য-দৃশ্যের জ্ঞানীর

আয়াত-৩ ঃ এ কথা দ্বারা আরবী, আ'যমী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত উম্মতই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখনও যারা ইসলাম গ্রহণ বা জন্ম গ্রহণ করে নি, তারাও ইসলাম গ্রহণ করলে এ উম্মতের মধ্যে শামিল হবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-৪ ঃ অর্থাৎ তিনি রাসূল (ছঃ) কে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন এবং এ উম্মতকে এতো বড় মর্যাদাশীল রাসূল দান করলেন। অতএব, আল্লাহর এ অবদানের কারণে তিনি প্রশংসারযোগ্য। আর মুসলমানদেরও উচিত এই 'ইনাম ও অবদানের কদর করা এবং রাসূল (ছঃ) এর শিক্ষা-দীক্ষায় উপকৃত হতে বিন্দুমাত্রও অলসতা না করা। (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-৫ ঃ অর্থাৎ ইহুদীদের উপর তাওরাতের বোঝা রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। (ফাওঃ ওছঃ)

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٩ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلٰوةِ مِن

ফাইয়ুনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৯। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা-নূদিয়া লিছছলা-তি মিঁই
কাছে যাবেই, কৃতকর্ম অবগত করানো হবে।(৯) হে ঈমানদারা! জুমার দিনে যখন তোমাদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করা

ع ৮ ১১ রুকু

يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ইয়াওমিল্ জুমু'আতি ফাস্'আও ইলা- যিক্‌রিল্লা-হি অযারুল্ বাই'আ যা-লিকুম্ খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্তুম্ তা'লামূন্।
হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে প্রতি ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ কর; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

۝١٠ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانتَشِرُوا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

১০। ফাইযা- ক্বুদ্বিয়াতিছ্ ছলা-তু ফান্তাশিরূ ফিল্ আরদ্বি অবতাগূ মিন্ ফাদ্বলিল্লা-হি অয্‌কুরুল্
(১০) নামায শেষে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং এ সময় বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ

اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١١ وَإِذَا رَأَوْا تِجٰرَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوٓا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ

লা-হা কাছীরল্ লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্। ১১। অইযা রয়াও তিজ্বা- রতান্ আও লাহওয়া নিন্ ফাদ্দ্বূ ~ ইলাইহা-অতারকূকা
করবে, যেন সফল হও। (১১) আর যখন তারা ব্যবসা ও তামাশা দেখে তখন তারা, আপনাকে ছেড়ে সেদিকে ছুটে যায়।

قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجٰرَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ

ক্বা — য়িমা-; ক্বুল্ মা- 'ইন্‌দাল্লা-হি খইরুম্ মিনাল্লাহ্‌ওয়ি অমিনাত্তিজ্বা-রহ্; অল্লা-হু খইরুর্ র-যিক্বীন্।
বলুন, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া ও ব্যবসায়ের বস্তু হতে অনেক অনেক বেশি উত্তম; আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।

ع ২ 14 রুকু

সূরা মুনা-ফিক্বূন্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ২

۝١ إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ

১। ইযা-জ্বা — য়াকাল্ মুনা-ফিক্বূনা ক্বা-লূ নাশ্‌হাদু ইন্নাকা লারাসূ লুল্লা-হ্। অল্লা-হু ইয়া'লামু ইন্নাকা লারসূলুহ্;
(১) মুনাফেকরা আপনার কাছে এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই

ওয়াক্বফে লাযেম

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ لَكٰذِبُونَ ۝٢ اتَّخَذُوٓا أَيْمٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ

অল্লা-হু ইয়াশ্‌হাদু ইন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা লাকা-যিবূন্। ২। ইত্তাখাযূ ~ আইমা-নাহুম্ জুন্নাতান্ ফাছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল
আপনি রাসূল! আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফেকরা মিথ্যাবাদী। (২) তারা শপথকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর আল্লাহর পথে

اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٣ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ

লা-হ্; ইন্নাহুম্ সা — য়া মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ আ-মানূ ছুম্মা কাফারূ ফাতুবি'আ 'আলা-
বাঁধ সাধে। তাদের কর্ম কতই না নিকৃষ্ট। (৩) এটা এ কারণে যে, তারা ঈমান এনে কুফরী করেছে, ফলে তাদের অন্তরে

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿৪﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا

ক্বূলূবিহিম্ ফাহুম্ লা-ইয়াফ্ক্বাহূন্। ৪। অইযা-রায়াইতাহুম্ তু'জিবুকা আজ্‌সা-মুহুম্; অইঁ ইয়াক্বূলূ

মোহর মেরে দিয়েছেন। তারা বুঝে না। (৪) আর যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন সু-আকৃতিই মনে হবে; আর তারা যদি কথা বলতে

تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ

তাস্‌মা-লিক্বওলিহিম্; কায়ান্নাহুম্ খুশুবুম্ মুসান্নাদাহ্; ইয়াহ্‌সাবূনা কুল্লা ছোয়াইহাতিন্ 'আলাইহিম্; হুমুল্

থাকে আপনি তাদের কথা শ্রবণ করবেন। তারা যেন ঠেশ লাগান কাঠ। তারা প্রত্যেক শব্দকেই ভয় পায়। তারাই আপনার শত্রু,

الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿৫﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

আ'দুওয়ু ফাহ্‌যার্‌হুম্;ক্ব-তালাহুমুল্লা-হু আন্না- ইয়ু''ফাকূন্। ৫। অইযা-ক্বীলা লাহুম্ তা'আ-লাও

আপনি তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করুন! তারা কোথায় ফিরছে?(৫) যখন বলা হয়, আস। রাসূল

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

ইয়াস্‌তাগ্‌ফির্ লাকুম্ রসূলুল্লা-হি লাওঁয়্যাও রুয়ূসাহুম্ অরয়াইতাহুম্ ইয়াসুদ্দূনা অহুম্ মুস্‌তাক্‌বিরূন্।

তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবেন, তখন তারা মাথা ফিরায় এবং আপনি তাদের দেখবেন তারা অহংকারের সাথে ফিরে যায়।

﴿৬﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

৬। সাওয়া — য়ুন্ 'আলাইহিম্ আস্‌তাগ্‌ফার্‌তা লাহুম্ আম্ লাম্ তাস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুম্; লাইঁ ইয়াগ্‌ফিরল্লা-হু লাহুম্; ইন্নাল্লা-হা

(৬) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চান বা না চান, তাদের জন্য সবই সমান, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿৭﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ

লা-ইয়াহ্‌দিল্ ক্বওমাল্ ফা-সিক্বীন্। ৭। হুমুল্লাযীনা ইয়াক্বূলূনা লা-তুন্‌ফিক্বূ 'আলা-মান্ 'ইন্‌দা

পাপাচারীদেরকে হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে, আল্লাহর রাসূলের সাথে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয়

رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ

রাসূলিল্লা-হি হাত্তা ইয়ান্‌ফাদ্দ্বূ; অলিল্লা-হি খাযা — য়িনুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বি অলা-কিন্নাল্

করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সরে পড়ে। মূলতঃ আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডারসমূহ আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে কিন্তু

الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿৮﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ

মুনা-ফিক্বীনা লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূন্। ৮। ইয়াক্বূ লূনা লায়ির্ রাজ্বা'না ~ ইলাল্ মাদীনাতি লাইয়ুখ্‌রিজ্বান্নাল্ আ'আয্‌যু

মুনাফিক্‌রা তা বুঝে না। (৮) তারা এরূপই বলে যে, মদীনায় ফিরে আমরা দুর্বলদেরকে অবশ্যই সেখান থেকে বের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮ঃ কোন এক সফরে একজন মুহাজির ও একজন আনসার পরস্পর কলহরত হলে রাসূল(ছঃ) তাদেরকে মিলিয়ে দিলেন। মুনাফিকরা পিছনে বলল, আমরা তাদেরকে আমাদের শহরে স্থান না দিলে আমাদের সম্মুখীন কি করে হত? একজন অপরজনকে বলল, তোমরাই তো তাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছ। ফলে এরা রাসূল (ছঃ) এর নিকটে একত্রিত থাকে, খোজ-খবর নেয়া বন্ধ করে দিল, তারা ছড়িয়ে পড়বে, একজন বলে উঠল, এ সফর হতে মদীনা পৌছলে আমাদের অসম্মানীদেরকে মদীনা হতে বহিস্কার করে দিবে। জনৈক ছাহাবী এ কথাগুলো শুনে রাসূল (ছঃ) এর নিকট বলে দিলে, তিনি মুনাফিকদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা শপথ করে বলল, ছাহাবী আমাদের সাথে শত্রুতার কারণে মিথ্যা বলেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মুঃ কোঃ)

مِنْهَا الْاَذَلَّ ۭ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا

মিন্হাল্ আযাল্; অলিল্লা-হিল্ ই'য্যাতু অলিরসূলিহী অলিল্মু"মিনীনা অলা-কিন্নাল্ মুনা-ফিক্বীনা লা-

করে দেব। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা

১ ع ৮ ১৩ রুকু

يَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ

ইয়া'লামূন্। ৯। ইয়া ~ আইয়ু হাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তুল্হিকুম্। আমওয়া-লুকুম্ অলা ~ আওলা-দুকুম্ 'আন্

অবগত নয়। (৯) হে ঈমানদাররা! তোমাদেরকে যেন নিবৃত্ত করতে না পারে! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের

ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۗئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاَنْفِقُوْا

যিক্রিল্লা-হি অমাঁই ইয়াফ্'আল্ যা-লিকা ফাউলা — ইকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ১০। অআন্ফিক্বূ

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে। আর এরূপ যারা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১০) আমি তোমাদেরকে যা প্রদান

مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ

মিম্মা-রযাক্ব্না-কুম্ মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়া"তিয়া আহাদাকুমুল্ মাওতু ফাইয়াক্বূলা রব্বি

করছি তা থেকে তোমরা খরচ কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; নচেৎ সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে আরো

لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

লাওলা ~ আখ্খার্তানী ~ ইলা ~ আজ্বালিন্ ক্বরীবিন ফাআছ্ছোয়াদ্দাক্ব অআকুম্ মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্।

কিছু কালের জন্য অবকাশ প্রদান করলে আমি দান-খয়রাত করে দিতাম, আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

২ ع ৩ ১২ রুকু

﴿١١﴾ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

১১। অলাইঁ ইয়ুয়াখ্খিরল্লা-হু নাফ্সান্ ইযা-জ্বা — য়া আজ্বালুহা-; অল্লা-হু খবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্।

(১১) আর যখন নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে তখন আর আল্লাহ কাকেও অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের কর্ম জানেন।

সূরা তাগা-বুন্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۡ وَهُوَ عَلٰى

১। ইয়ুসাব্বিহু লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি লাহুল্ মুল্কু অলাহুল্ হাম্দু অহুওয়া 'আলা-

(১) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সবই আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করে। সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই, আর সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনি

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا

কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ২। হুওয়াল্ লাযী খলাক্বকুম্ ফামিনকুম্ কা-ফিরুঁও অমিনকুম্ মু"মিন্; অল্লা-হু বিমা-

সর্বশক্তিমান। (২) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের হল, কেউ মু'মিন হল। আল্লাহ

تعملون بصير ۝ خلق السموت والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم ج

তা'মালূনা বাছীর্। ৩। খলাক্বাস্ সামা- ওয়া- তি অল্ আরদ্বোয়া বিল্হাক্ব্ক্বি অছোয়াওয়্যারকুম্ ফাআহ্সানা ছুঅরকুম্
তোমাদের কার্যাবলী দেখেন। (৩) আসমানসমূহ ও যমীন তিনিই যথাযথভাবে সৃষ্টি করলেন, তোমাদেরকে উত্তম আকৃতি প্রদান

واليه المصير ۝ يعلم ما في السموت والارض ويعلم ما تسرون وما

অইলাইহিল্ মাছীর্। ৪। ইয়া'লামু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অ ইয়া'লামু মা-তুসিররূনা অমা-
করলেন, আর একদিন তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (৪) আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে তিনি জানেন, গোপন-প্রকাশ্য

تعلنون ط والله عليم بذات الصدور ۝ الم ياتكم نبؤا الذين كفروا من قبل ز

তু'লিনূন্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ৫। আলাম্ ইয়া''তিকুম্ নাবায়ুল্লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাবলু
জানেন। আল্লাহই অন্তর্যামী। (৫) তোমাদের নিকট কি পূর্বের কাফেরদের খবর আসে নি? নিজেদের খারাপ কর্মফল

فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ۝ ذلك بانه كانت تاتيهم

ফাযা-ক্বূ অবা-লা আম্রিহিম্ অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ৬। যা-লিকা বিআন্নাহূ কা-নাত্ তা''তীহিম্
ভুগেছে। যন্ত্রাদায়ক শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য। (৬) কেননা, রাসূলগণ স্পষ্ট আয়াতসহ আগমন করলে তারা বলত,

رسلهم بالبينت فقالوا ابشر يهدوننا ز فكفروا وتولوا واستغنى الله ط

রুসুলুহুম্ বিল্বাইয়্যিনা-তি ফাক্বা-লূ ~ আবাশারুঁই ইয়াহ্দূনানা- ফাকাফারূ অতাওয়াল্লাওঁ অস্তাগ্নাল্লা-হ্;
মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? তাই তারা কুফরী করল ও বিমুখ হল, এতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না।

والله غني حميد ۝ زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا ط قل بلى وربي لتبعثن

অল্লা-হু গনিইয়্যুন্ হামীদ্। ৭। যা'আমাল্লাযীনা কাফারূ ~ আল্লাঁই ইয়ুব্'আছূ; ক্বুল্ বালা- অরব্বী লাতুব্'আছুন্না
আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত। (৭) কাফেররা ধারণা করে যে, পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, নিশ্চয়, রবের শপথ! অবশ্যই

ثم لتنبؤن بما عملتم ط وذلك على الله يسير ۝ فامنوا بالله ورسوله

ছুম্মা লাতুনাব্বায়ুন্না বিমা-'আমিল্তুম্; অযা-লিকা 'আলাল্লা-হি ইয়াসীর্। ৮। ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরসূলিহী
পুনরুত্থিত হবে। পরে কর্মের খবর পাবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (৮) ঈমান আন আল্লাহ, রাসূল ও নাযীলকৃত

والنور الذي انزلنا ط والله بما تعملون خبير ۝ يوم يجمعكم ليوم الجمع

অন্নূ রিল্লাযী ~ আন্যাল্না-; অল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা খবীর্। ৯। ইয়াওমা ইয়াজ্ব্মা'উকুম্ লিইয়াওমিল্ জ্বাম্'ই
নূরের প্রতি। আল্লাহ কর্মের সব খবর রাখেন। (৯) যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন, তা লাভ-ক্ষতির দিন।

আয়াত-৩ ঃ কেননা, মানবজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে পরস্পর যেমন সুন্দর মিল রয়েছে, এমন সুন্দর মিল আর কোন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নেই। (বঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ এটি কিয়ামতের যথার্থতার ব্যাপারে তৃতীয় আয়াত। যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছঃ) কে শপথ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৮ ঃ এখানে নূর বলে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ হল, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকে দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং আখেরাতের সঠিক তথ্যাদি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী। (মাঃ কোঃ)

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ

যা-লিকা ইয়াওমুত্তাগ-বুন্; অমাইঁ ইয়ু'মিম্ বিল্লা-হি অইয়া'মাল্ ছোয়া-লিহাইঁ ইয়ুকাফ্ফির্ 'আন্হু সাইয়িয়া-তিহী অ
যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দিবেন; আর তাকে এমন

يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

ইয়ুদ্খিল্হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্ব্রী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা- লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; যা-লিকাল্ ফাওযুল্
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন , যার নিচ দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, এটাই মহা

الْعَظِيْمُ ﴿١٠﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ

'আজীম্। ১০। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ~ উলা — য়িকা আছ্হা-বুন্ না-রি খ-লিদীনা
সাফল্য। (১০) কাফের ও আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। কতই না

فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١١﴾ مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ

ফীহা-; অবি''সাল্ মাছীর্। ১১। মা ~ আছোয়া-বা মিম্ মুছীবাতিন্ ইল্লা-বিইয্নিল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়ু''মিম্
মন্দ তাদের এ প্রত্যাবর্তন স্থান। (১১) কোন বিপদই আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আসে না, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে,

১ ع ১০ ১৫ রুকূ

بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ

বিল্লা-হি ইয়াহ্দি ক্বল্বাহ্; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ১২। অআত্বী 'উল্লা-হা অআত্বী 'উর্ রসূলা
তিনি তার মনকে হেদায়াত দেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।(১২) আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে

• তিন চতুর্থাংশ

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٣﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ

ফাইন্ তাওয়াল্লাইতুম্ ফাইন্নামা-'আলা-রসূলিনাল্ বালাগুল্ মুবীন্। ১৩। আল্লাহু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হূ; অ 'আলাল্লা-হি
নেও, তবে রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার কর। (১৩) আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর আল্লাহর

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٤﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ

ফাল্ ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু'মিনূন্। ১৪। ইয়া ~ আইয়্যুহা ল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্না মিন্ আয্ওয়া-জ্বিকুম্ অআওলা-দিকুম্ 'আদুওয়্যাল্লাকুম্
ওপরই মু'মিনরা ভরসা করবে। (১৪) হে ঈমানদারেরা! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু,

فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥﴾ اِنَّمَاۤ

ফাহ্যারূ হুম্ অইন্ তা'ফূ অতাছ্ফাহূ অতাগ্ফিরূ ফাইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ১৫। ইন্নামা ~
সতর্ক থেকো। আর যদি তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা ও ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) নিশ্চয়ই তোমাদের ধন

اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আম্ওয়া লুকুম্ অআওলা-দুকুম্ ফিত্নাহ্; অল্লা-হু 'ইন্দাহূ ~ আজ্ব্রুন্ 'আজীম্। ১৬। ফাত্তাকুল্লা-হা মাস্তাত্বোয়া'তুম্
ও তোমাদের জন তোমাদের জন্য পরীক্ষামূলক, আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহা-পুরস্কার। (১৬) অতঃপর আল্লাহকে যতদূর সম্ভব

وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ

অস্‌মাউ' অআত্বী'উ অআন্‌ফিক্বূ খইরল্ লিআন্‌ফুসিকুম্; অ মাইঁ ইয়ূক্ব শুহ্‌হা নাফ্‌সিহী
ভয় কর; আর তাঁর নির্দেশাবলী শ্রবণ কর, মান ও আনুগত্য কর ও নিজের কল্যাণে জন্যই ব্যয় কর; যারা মনের কার্পণ্য মুক্ত,

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ

ফাউলা — য়িকা হুমুল্ মুফলিহূন্। ১৭। ইন্ তুক্ব্‌রিদ্বু ল্লা-হা ক্বার্‌দ্বোয়ান্ হাসানাইঁ ইয়ুদ্বোয়া-ই'ফ্‌হু লাকুম্ অ
এরূপ লোকেরাই আখেরাতে সফলতা লাভ করবে (১৭) আর তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদেরকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ও

يَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٨﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ইয়াগ্‌ফির্ লাকুম্; অল্লা-হু শাকূরুন্ হালীম্। ১৮। আ'লিমুল্ গইবি অশ্‌শাহা- দাতিল্ 'আযীযুল্ হাকীম্।
(তোমাদের গুনাহসমূহ) ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও পরম ধৈর্যশীল। (১৮) গুপ্ত ও প্রকাশ্য জানেন, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২ ع ৮ ১৬ রুকু

সূরা ত্বালাক্ব্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ইযা-ত্বোয়াল্লাক্বতুমুন্ নিসা — য়া ফাত্বোয়াল্লিক্বূ হুন্না লিই'দ্দাতিহিন্না অআহ্‌ছুল্ ই'দ্দাতা
(১) হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান করবে, তখন, তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, ইদ্দত গুনবে;

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

অত্তাক্বু ল্লা-হা রব্বাকুম্ লা-তুখ্‌রিজূ হুন্না মিম্ বুইয়ূতিহিন্না অলা-ইয়াখ্‌রুজ্‌না ইল্লা ~ আইঁ ইয়া"তীনা
তোমাদের রব-আল্লাহকে ভয় করবে, ঘর হতে তাদেরকে বের করবে না; তারাও যেন সেচ্ছায় বের না হয়; আর যদি তারা

بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাহ্; অতিল্‌কা হুদূদুল্লা-হ্; অমাইঁয়্যাতা'আদ্দা হুদূদাল্লা-হি ফাক্বাদ্ জোয়ালামা নাফ্‌সাহ্;
স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়, তবে তা আলাদা এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজের প্রতি

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿٢﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

লা-তাদ্‌রী লা 'আল্লা-হা ইয়ুহ্‌দিছু বা'দা যা-লিকা আম্‌র-। ২। ফাইযা- বালাগ্‌না আজ্বালাহুন্না ফাআম্‌সিকূ হুন্না
জুলুম করে; আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ অন্য কোন উপায় করে দিবেন। (২) অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হলে, তখন তাদেরকে

بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا

বিমা'রূফিন্ আওফা-রিক্বূহুন্না বিমা'রূফিঁও অআশ্‌হিদূ যাওয়াই 'আদ্‌লিম্ মিন্‌কুম্ অ আক্বীমুশ্
সদ্ভাবে রাখবে বা সদ্ভাবে ছেড়ে দিবে, আর তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রাখবে; আল্লাহর

الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ

শাহা-দাতা লিল্লা-হ্; যা-লিকুম্ ইয়ূ 'আজু বিহী মান্ কা-না ইয়ু''মিনূ বিল্লা-হি অলইয়াওমিল্ আ-খির্; অমাই
ওয়াস্তে সঠিক সাক্ষ্য দিবে। আর এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এটা দ্বারা উপদেশ পাচ্ছে,

يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ

ইয়াত্তাক্বি ল্লা-হা ইয়াজ্ব্ 'আল্ লাহূ মাখ্রজ্বা-। ৩। অইয়ারযুক্ব্ হু মিন্ হাইছু লা-ইয়াহ্তাসিব্; অমাই
যে আল্লাহকে ডরায়, তিনি তারপথ করে দেন, (৩) আর তাকে তখন ধারণাতীত উৎস হতে রিযিক দিবেন, যে আল্লাহতে

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

ইয়া তাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হি ফাহুওয়া হাস্বুহূ; ইন্নাল্লা-হা বা-লিগু আম্রিহ্; ক্বদ্ জ্বা'আলাল্লা-হু লিকুল্লি শাইয়িন্ ক্বদ্রা।
ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিজের ইচ্ছা পূরণকারী, প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন।

۝ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ

৪। অল্লা — য়ী ইয়াইস্না মিনাল্ মাহীদ্বি মিন্ নিসা — য়িকুম্ ইনির্ তাব্তুম্ ফা'ইদ্দাতুহুন্না ছালা-ছাতু
(৪) আর তোমাদের তালাক প্রদত্তা স্ত্রীদের হায়েয শেষ এবং শুরু হয়নি এমন সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিনমাস।

اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

আশ্হুরিঁও অল্লা — য়ী লাম্ ইয়াহিদ্বন্; অ উলা-তুল্ আহ্মা-লি আজ্বালুহুন্না আইঁ ইয়াদ্বোয়া'না হাম্লাহুন্;
আর এখনও যাদের ঋতুস্রাব শেষ হয়নি তাদের ইদ্দত তিনমাস। গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকদের ইদ্দত তাদের গর্ভ খালাস হয়ে যাওয়া।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ

অমাইঁইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজ্ব্ 'আল্ লাহূ মিন্ আম্রিহী ইয়ুস্র-। ৫। যা-লিকা আম্রুল্লা-হি আন্যালাহূ~ ইলাইকুম্; অমাই
যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার সব কাজের সহজ সমাধান দিয়ে থাকেন। (৫) এটা আল্লাহর অবতারিত বিধান, যে

يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

ইয়াত্তাক্বিল্লা-হা ইয়ুকাফ্ফির্ 'আন্হু সাইয়িয়া-তিহী অইয়ু'জিম্ লাহূ~ আজ্ব্র-। ৬। আস্কিনূ হুন্না মিন্ হাইছু সাকান্তুম্
আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন আর তাকে মুছবেন ও মহা পুরস্কার প্রদান করবেন। (৬) সামর্থ্য

مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ

মিঁও উজ্ব্ দিকুম্ অলাতুদ্বোয়া — র্রূহুন্না লিতুদ্বোয়াইয়িক্ব্ 'আলাইহিন্; অইন্ কুন্না উলা-তি হাম্লিন্
অনুযায়ী তোমাদের আবাসে তাদেরকে স্থান দিবে, তাদেরকে হয়রানির উদ্দেশ্যে কষ্ট দিও না, যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভের

আয়াত-৬ ঃ গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের বাসগৃহ ও খরচ পাওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলী (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ), ইবনে মাস্উদ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের মতে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে মোট সম্পদ হতে খরচ দেয়া হবে। আর ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীরা বলেন, তার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওনা অংশ হতে তার উপর ব্যয় করা হবে। এটিই সটিক মত। (ফতঃ বয়াঃ) ২। সন্তানের খরচ পিতার উপর। গর্ভে থাকাকালীন সময়ে মাতাকে পানাহার ও পরিধেয় দিবে। মাতা দুধপান করালে, অন্যে দুধপান করালে যা দিতে হয়, মাতাকেও তা দিতে হবে। মাতা দুধপান করাতে রাযী না হলে অন্যের দ্বারা দুধপান করাবে। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী গর্ভবতী না হলেও ই'দ্দত পর্যন্ত তাকে বাসগৃহ দিতে হবে। (মুঃ কোঃ)

فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ

ফাআন্ফিক্ব 'আলাইহিন্না হাত্তা-ইয়াদ্বোয়া'না হাম্লাহুন্না ফাইন্ আরদ্বোয়া'না লাকুম্ ফাআ-তূ হুন্না উজূরাহুন্না

সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাদের পানাহারের ব্যয়ভার বহন করবে। তারা যদি স্তন পান করায়, তবে তাদের প্রতিদান দিও। এ

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٧﴾ لِيُنفِقْ

অ"তামিরূ বাইনাকুম্ বিমা'রূফিন্ অইন্ তা'আ-সার্তুম্ ফাসাতুরদ্বি'উ লাহূ ~ উখ্রা- ।৭। লিইয়ুন্ফিক্ব্

ব্যাপারে পরস্পর সমঝোতা করো। যদি তোমরা অসুবিধায় পড় তবে অন্য ধাত্রীর দুধ পান করাবে। (৭) বিত্তবান ব্যক্তি তার

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

যূ সা'আতিম্ মিন্ সা'আতিহ্; অমান্ ক্বুদিরা 'আলাইহি রিয্ক্বুহূ ফাল্ইয়ুন্ফিক্ব্ মিম্মা ~ আ-তা-হু ল্লা-হ্; লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লা -হু

সামর্থানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে অসচ্ছল ব্যক্তি, সে আল্লাহর দান অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে

ع ১ ৭ ১৭ রুকু

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٨﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ

নাফ্সান্ ইল্লা-মা ~ আ-তা-হা-;সাইয়াজ্ব্'আলু ল্লা-হু বা'দা 'উস্রিন ইয়ুস্র-।৮। অকায়াইয়িম্ মিন্ ক্বার্ইয়াতিন্ 'আতাত্

আল্লাহপাক কাউকে কষ্ট প্রদান করেন না। অবশ্যই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেন। (৮) আর বহু জনপদ তাদের রব ও তাদের নিকট আগত রাসূলদের নির্দেশ

عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا

'আন্ আম্রি রব্বিহা- অরুসুলিহী ফাহা-সাব্না-হা- হিসা- বান্ শাদীদাঁও অ 'আয্যাব্না-হা-'আযা-বান্ নুক্র-।

পালনে অহংকার করেছিল, ফলে আমি তাদের (কার্যাবলীর) কঠোর হস্তে হিসেব গ্রহণ করেছি, কঠিন শাস্তিও প্রদান করেছি।

﴿٩﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿١٠﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

৯। ফাযা-ক্বত্ অবা-লা আম্রিহা- অকা-না 'আ-ক্বিবাতু আম্রিহা- খুস্র-।১০। আ'আদ্দাল্লা-হু লাহুম্ 'আযা-বান্

(৯) অনন্তর তাদের কর্মের শাস্তি ভুগিয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ছিল ক্ষতিই।(১০) আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি

পারা-২৮

شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا

শাদীদান্ ফাত্তাক্বু ল্লা-হা ইয়া ~ উলিল্ আল্বা-বি ল্লাযীনা আ-মানূ ; ক্বদ্ আন্যালাল্লা-হু ইলাইকুম্ যিক্র-।

প্রস্তুত করে রেখেছেন, হে জ্ঞানী মু'মিনরা! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের কাছে নাযীল করেছেন উপদেশ বাণী,

﴿١١﴾ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

১১। রসূলাই ইয়াত্লূ 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি মুবাইয়িনা-তিল্ লিইয়ুখ্রিজাল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্

(১১) এমন একজন রাসূল যিনি তোমাদেরকে (আল্লাহর) স্পষ্ট আয়াত শুনান, যেন তিনি যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম

الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ

ছোয়া-লিহা-তি মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূর; অমাইঁইয়ু"মিম্ বিল্লা-হি অইয়া'মাল্ ছোয়া-লিহাই ইয়ুদ্খিল্হু

করেছে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনেন; যে আল্লাহর উপর বিশ্বাসী এবং সৎকর্ম করে, তাকে প্রবেশ করাবেন

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا

জান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্ হা-রু খ-লিদীনা-ফীহা ~ আবাদা-; ক্বদ্ আহ্‌সানাল্লা-হু লাহূ রিয্‌ক্বা-।
চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে ঝরর্ণা ধারা প্রবাহিত। তথায় আল্লাহ অবশ্যই তাকে উত্তম রিযিক প্রদান করবেন।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ

১২। আল্লা-হুল্লাযী খলাক্ব সাব্'আ সামা-ওয়া-তিঁও অমিনাল্ আরদ্বি মিছ্‌লাহুন্; ইয়াতানায্‌যালুল্ আম্‌রু বাইনাহুন্না
(১২) আল্লাহ এমন যে, তিনি সাত আসমান ও অনুরূপ সাত যমীন সৃষ্টি করলেন, এ সবের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে তার

لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا

লিতা'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীরুঁও অআন্নাল্লা-হা ক্বদ্ আহা-ত্বোয়া বিকুল্লি শাইয়িন্ ই'ল্‌মা-।
বিধান, যেন তোমরা বুঝ, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

২ ع ৫ ১৮ রুকূ

সূরা তাহ্‌রীম্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২
রুকূ ঃ ২

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান্নাবিয়্যু লিমা-তুহার্‌রিমু মা ~ আহাল্লাল্লা-হু লাকা তাব্‌তাগী মার্‌দ্বোয়া-তা আয্‌ওয়া-জ্বিক্;
(১) হে নবী! আল্লাহ যে বস্তুকে আপনার জন্য বৈধ করেছেন, আপনি তা কেন (নিজের জন্য) হারাম করেন ? নিজের স্ত্রীদের সন্তোষ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ

অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ২। ক্বদ্ ফারাদ্বোয়াল্লা-হু লাকুম্ তাহিল্লাতা আইমা-নিকুম্ অল্লা-হু মাওলা-কুম্ অহুওয়াল্
লাভের জন্য, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২) আল্লাহ্ তোমাদের কসম থেকে-মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করলেন, তিনিই বন্ধু,

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝٢ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ

'আলী মুল্ হাকীম্। ৩। অইয্ আসার্‌রন্নাবিয়্যু ইলা-বা'দ্বি আয্‌ওয়া-জ্বিহী হাদীছান্ ফালাম্মা-নাব্বায়াত্ বিহী অ-
তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) আর নবী যখন তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন, অতঃপর যখন সে স্ত্রী অন্যকে

اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ

আজ্‌হারহুল্লা-হু 'আলাইহি 'আর্‌রফা বা'দ্বোয়াহূ অআ'রদ্বোয়া 'আম্ বা'দ্বিন্ ফালাম্মা-নাব্বায়াহা বিহী ক্বলাত্ মান্
তা বলে দিল এবং আল্লাহ তা নবীকে জানিয়েছিলেন, তিনি কিছু ব্যক্ত করলেন কিছু অব্যক্ত রাখলেন, স্ত্রীকে বললে সে বলল,

اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝٣ اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ

আম্‌বায়াকা হা-যা; ক্ব-লা নাব্বায়ানিয়াল্ 'আলীমুল্ খবীর্।৪।ইন্ তাতূ বা ~ ইলাল্লা-হি ফাক্বদ্ ছোয়াগাত্ কুলূবুকুমা-
কে জানাল? বললেন, সর্বজ্ঞ জ্ঞানীই জানালেন। (৪) তোমাদের উভয়ের মন বাঁকা হয়ে গিয়েছিল তাই উভয়ে তওবা কর,

وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ

অ ইন্ তাজোয়া-হার 'আলাইহি ফাইন্নাল্লা-হা হুওয়া মাওলা-হু অজ্বিবরীলু অছোয়া-লিহুল্ মু"মিনীনা অল্ মালা — য়িকাতু বা'দা
কিন্তু যদি তোমরা বিরোধিতায় থাক- তবে আল্লাহ্ই তাঁর বন্ধু এবং জিবরাঈল ও নেক্কার মু'মিনরা! অন্য ফেরেশতারাও তার

ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝৫ عَسٰى رَبُّهٗٓ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُّبْدِلَهٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ

যা-লিকা জোয়াহীর্। ৫। 'আসা- রব্বুহূ ~ ইন্ ত্বোয়াল্লাক্বকুন্না আঁই ইয়ুব্দি লাহূ ~ আয্ওয়া-জ্বান্ খইরাম্ মিন্কুন্না মুসলিমা -তিম্
সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে তাঁর রব আরও উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করবেন, যারা

مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّأَبْكَارًا ۝৬ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

মু"মিনা-তিন্ ক্বা-নিতা-তিন্ তা — য়িবা-তিন্ 'আ-বিদা-তিন্ সা — য়িহা-তিন্ ছাইয়িবা-তিঁও অ আব্কা-র-। ৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ
মুসলিমা, মু'মিনা, অনুগতা, তাওবাকারীনি, ইবাদাতকারীনি, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬) হে মু'মিনরা! জাহান্নামের

قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ

ক্বূ ~ আন্ফুসাকুম্ অআহ্লীকুম্ না-রঁও অক্বূ দুহান্ না-সু অল্হিজ্বা-রতু 'আলাইহা-মালা — য়িকাতুন্ গিলা-জুন্
আগুন থেকে নিজদেরকে ও স্বজনদেরকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন মানুষও পাথর, যেখানে নিয়োজিত আছে কঠোর, নির্মম,

شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝৭ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

শিদাদুল্লা-ইয়া'ছুনাল্লা-হা মা ~ আমারহুম্ অইয়াফ্'আলূনা মা-ইয়ু'মারূন্। ৭। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা কাফারূ
ও শক্তিশালী ফেরেশ্তারা, যারা আল্লাহর আদেশকে তৎক্ষণাৎ মান্য করে, কখনও অমান্য করে। (৭) হে কাফেররা!

১ ع ৭ ১৯ রুকু

لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ط إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝৮ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

লা-তা'তাযিরুল্ ইয়াওম্; ইন্নামা-তুজ্ যাওনা মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ
তোমরা আজ ওযর করো না, তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। (৮) হে মু'মিনরা! আল্লাহর

تُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

তূবূ ~ ইলাল্লা-হি তাওবাতান্নাছূহা-; 'আসা-রব্বুকুম্ আঁই ইয়ুকাফ্ফির 'আন্কুম্ সাইয়িয়া-তিকুম্ অইয়ুদ্খিলাকুম্
কাছে খাঁটিভাবে তওবা কর, আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন এবং এমন জান্নাতে

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ

জ্বান্না-তিন্ তাজ্ রি মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ইয়াওমা লা-ইয়ুখ্যিল্লা-হুন্ নাবিইয়া, অল্লাযীনা
দাখিল করবেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেদিন আল্লাহ নবীকে ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদেরকে লজ্জিত করবেন না,

اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا

আ-মানূ মা'আহূ নূরুহুম্ ইয়াস্'আ-বাইনা আইদীহিম্ অবিআইমা নিহিম্ ইয়াক্বূলূনা রব্বানা ~
তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডানে ছোটাছুটি করবে; তারা বলবে, হে আমাদের রব! নূরকে পূর্ণ করে দিন, আমাদেরকে

أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ

আত্‌মিম্ লানা-নূরানা- ওয়াগ্‌ফির্ লানা- ইন্নাকা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৯। ইয়া ~ আইয়্যুহান্নাবিয়্যু জ্বা-হিদিল্ কুফ্‌ফা-রা
ক্ষমা করে দিন, আপনি তো সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী! কাফেরের সাথে তরবারী[১] দ্বারা আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কথার দ্বারা

وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ ضَرَبَ اللَّهُ

অল্ মুনা-ফিক্বীনা অগ্‌লুজ্ 'আলাইহিম্; অমা"ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অবি"সাল্ মাছীর্। ১০। দ্বোয়ারবাল্লা-হু
যুদ্ধ কর, কঠোর হও। নিঃসন্দেহে তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম. সেটি কতই না নিকৃষ্ট স্থান! (১০) আল্লাহ কাফেরদের

مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ

মাছালাল্ লিল্লাযীনা কাফারুম্ রয়াতা নূহিঁও অম্‌রয়াতা লূত্; কা-নাতা তাহ্‌তা 'আব্‌দাইনি মিন্
জন্য নূহের স্ত্রীর এবং লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন[২], তারা দুজন আমার সৎ ব্যক্তিদের মধ্য হতে দু সৎ ব্যক্তির অধীনে ছিল;

عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ

ই'বাদিনা-ছোয়া-লিহাইনি ফাখানাতা-হুমা-ফালাম্ ইয়ুগ্‌নিয়া-'আন্‌হুমা-মিনাল্লা-হি শাইয়াঁও অক্বীলাদ্ খুলা ন্না-র
কিন্তু তারা উভয়েই তাদের হক নষ্ট করেছিল, ফলে নবীদ্বয় তাদের উভয়কে আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচাতে পারল না, বলা হল, জাহান্নামে

مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ

মা'আদ্ দা-খিলীন্। ১১। অদ্বোয়ারবাল্লা-হু মাছালাল্ লিল্লাযীনা আ-মানুম্ রয়াতা ফির'আউন্। ইয্
প্রবেশকারীদের সঙ্গে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। (১১) আর আল্লাহ মু'মিনদের জন্য উপমা দেন ফেরাউনের স্ত্রী

قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ

ক্বা-লাত্ রব্বিব্‌নি লী 'ইন্‌দাকা বাইতান্ ফিল্ জ্বান্নাতি অনাজ্জ্বিনী মিন্ ফির'আউনা অ 'আমালিহী
আছিয়ার অবস্থা সে বলল, হে রব! আপনার কাছে বেহেশ্‌তে আমার জন্য একখানা ঘর বানান[৩], আমাকে মুক্তি দিন

وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

অনাজ্জ্বিনী মিনাল্ ক্বওমিজ্ জোয়া-লিমীন। ১২। অমার্‌ইয়ামাব্‌নাতা 'ইম্‌র-নাল্ লাতী ~ আহ্‌ছোয়ানাত্ ফার্‌জ্বাহা-
ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম হতে, আমাকে জালিমদের হাত থেকে উদ্ধার করুন। (১২) আর মরিয়ম বিনতে ইমরানের অবস্থা

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ *

২ ৫ ২০ রুকু

ফানাফাখ্‌না- ফীহি মির্ রূহিনা- অছোয়াদ্দাক্বত্ বিকালিমা-তি রব্বিহা-অকুতুবিহী অকা-নাত্ মিনাল্ ক্ব-নিতীন্।
যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছে, অনন্তর আমি তাতে রূহ্ ফুঁকিয়েছি, রবের বাণী ও তাঁর কিতাবকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে. সে ছিল অনুগতা[৪]।

টীকা-(১)ঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ তরবারি দিয়ে আর মুনাফিকদের সাথে দলীল প্রমাণ ও সীমা নির্ধারণ করা দিয়ে হবে। (জাঃ বয়াঃ) ২। অর্থাৎ যেভাবে নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ) এর স্ত্রীরা নবীর সান্নিধ্যে থাকার পরও তাদের কোন উপকারে আসে নি। তেমনি কাফেররা মুসলমানদের সাথে থাকলেও তাদের কোন উপকার হবে না, যে পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমান না থাকবে। (৩) ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া হযরত মূসা (আঃ) কে লালন-পালন করেছিলেন এবং তাঁর সাহায্যকারিণী ছিলেন। ঈমানের কথা বলায় ফেরাউন তাঁকে হত্যা করলে তিনি শাহাদত বরণ করলেন। (৪) এ দৃষ্টান্তটি মুমিনদের সান্ত্বনার জন্য বর্ণনা করলেন যে, কাফেরদের মধ্যে যদি থাকেও তাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তারা কাফেরদের মুখাপেক্ষী না হয়। (ইবৃঃ কাঃ)

পারা ২৯

সূরা মুল্‌ক্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ২

١ تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٢ الَّذِيْ خَلَقَ

১। তাবা-রকাল্লাযী বিইয়াদিহিল্‌ মুল্‌কু অহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বদীরু। ২। নিল্লাযী খলাক্বল্‌
(১) বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর হস্তে নিহিত রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব। তিনি সর্বশক্তিমান। (২) যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করলেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٣ الَّذِيْ خَلَقَ

মাওতা অল্‌ হাইয়া-তা লিইয়াব্‌লুয়াকুম্‌ আইয়্যুকুম্‌ আহ্‌সানু 'আমালা-; অহুওয়াল্‌ 'আযীযুল্‌ গফূরু। ৩। আল্লাযী খলাক্ব
তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (৩)

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ

সাব্‌'আ সামা-ওয়া-তিন্‌ ত্বিবা-ক্ব-; মা-তার-ফী খল্‌ক্বির্‌ রহ্‌মানি মিন্‌ তাফা-ওয়ুত্‌; ফারজ্বিঈ'ল্‌ বাছোয়ার
যিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে. তুমি আল্লাহর এ সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না, সুতরাং তুমি পুনঃ

هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ٤ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

হাল্‌ তার-মিন্‌ ফুত্বূর্‌। ৪। ছুম্মার্‌ জ্বি'ইল্‌ বাছোয়ার কার্‌রতাইনি ইয়ান্‌ক্বলিব্‌ ইলাইকাল্‌ বাছোয়ারু খ-সিয়াঁও
দৃষ্টি ফেরাও, কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? (৪) বার বার দৃষ্টি ফেরিয়ে দেখ, সে দৃষ্টি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে

وَّهُوَ حَسِيْرٌ ٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

অহুওয়া হাসীর্‌। ৫। অলাক্বদ্‌ যাইয়্যান্নাস্‌ সামা — য়াদ্‌ দুন্‌ইয়া-বিমাছোয়া-বীহা অজ্বা'আল্‌নাহা-রুজূ মাল্‌ লিশ্‌শাইয়াত্বীনি
ফিরে আসবে। (৫) আর আমি নিকটতম আকাশকে প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানের দিকে

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ٦ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَ

অআ'তাদ্‌না-লাহুম্‌ 'আযা-বাস্‌ সা'ঈর্‌। ৬। অলিল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্‌ 'আযা-বু জ্বাহান্নাম্‌; অ
নিক্ষেপযোগ্য করেছি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (৬) রবের অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নামের

بِئْسَ الْمَصِيْرُ ٧ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ

বি'সাল্‌ মাছীর্‌। ৭। ইযা ~ উল্‌ক্বূ ফীহা- সামি'উ লাহা-শাহীক্বঁও অহিয়া তাফূর্‌। ৮। তাকা-দু তামাইয়্যাযু মিনাল্‌
আযাব. তা কতই না মন্দ স্থান! (৭) তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তারা বিকট শব্দ শুনবে, যা উথ্‌লাতে থাকবে। (৮) ক্রোধে যেন

আয়াত-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, 'সূরা মুল্‌ক' কবর আযাব হতে রক্ষা করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদীস উপহার দিব যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলল, হ্যাঁ দিন, তিনি বললেন, সূরা মুলক নিজে পড়, পরিবারের সকল ছেলে-মেয়েকে এবং প্রতিবেশিকেও শিখাও। কেননা এটি শাস্তি হতে নাজাত দিবে এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দিবে। আর এর পাঠকারী কবর আযাব হতে মুক্তি পাবে। রাসূল (ছঃ) বলেন, আমি ভালবাসি যে, আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে যেন এই সূরা থাকে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৫ ঃ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, তিন উদ্দেশে তারকারাজী সৃষ্টি করা হয়েছে (১) আসমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, (২) শয়তানদেরকে দূরীভূত করা, (৩) পথিকের দিক নির্দেশনার জন্য। (ইবঃ কাঃ)

الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٩﴾ قَالُوا بَلَىٰ

গাইজ্; কুল্লামা ~ উল্‌ক্বিয়া ফীহা- ফাওজুন্ সায়ালাহুম্ খাযানাতুহা ~ আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাযীর্। ৯। ক্ব-লূ বালা-
জাহান্নাম ফেটে পড়বে, নিক্ষিপ্ত দলকে রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সতর্ককারী আসে নি? (৯) তারা বলবে, নিশ্চয়

قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

ক্বদ্ জা — য়ানা নাযীরুন্ ফাকায্‌যাব্‌না-অক্বুল্‌না-মা-নায্‌যালাল্লা-হু মিন্ শাইয়িন্ ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-লিন্ কাবীর্।
সতর্ককারী এসেছে, কিন্তু আমরা মানি নি। বলেছি, আল্লাহ কিছুই নাযীল করেন নি, তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছ।

﴿١٠﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ

১০। অক্ব-লূ লাও কুন্না নাস্‌মা'উ আও না'ক্বিলু মা-কুন্না ফী ~ আছ্‌হা-বিস্ সা'ঈর্। ১১। ফা'তারাফূ বিযাম্‌বিহিম্
(১০) আর তারা বলবে, যদি কথা শুনতাম বা বুঝতাম, তবে আমরা জাহান্নামী হতাম না। (১১) অনন্তর তারা তাদের

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

ফাসুহ্‌ক্বল্ লিআছ্‌হা-বিস্ সা'ঈর্। ১২। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা রব্বাহুম্ বিল্‌গইবি লাহুম্ মাগ্‌ফিরতুঁও
অপরাধ স্বীকার করবে। ধিক্কার দোযখীদের প্রতি! (১২) নিশ্চয়ই যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা

وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٣﴾ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٤﴾ أَلَا

অআজ্‌রুন্ কাবীর্। ১৩। অআসিরর্রূ ক্বওলাকুম্ আওয়িজ্‌হারূ বিহ্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১৪। আলা-
ও মহাপুরস্কার। (১৩) আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল, তিনিই তো অন্তর্যামী। (১৪) তিনি কি

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٥﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا

ع ١٤ ١ রুকু

ইয়া'লামু মান্ খলাক্ব; অহুওয়াল্ লাত্বীফুল্ খবীর্। ১৫। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া যালূলান্
জানেন না, যিনি সৃষ্টি করলেন? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞাতা। (১৫) তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন ব্যবহারযোগ্য

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٦﴾ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

ফা ম্‌শূ ফী মানা-কিবিহা-অকুলূ মির্ রিয্‌ক্বিহ্; অইলাইহিন্ নুশূর্। ১৬। আ আমিন্‌তুম্ মান্ ফিস্ সামা — য়ি
তোমরা দিগন্তে বিচরণ কর, রিযিক্ খাও, তারই কাছে যাবে। (১৬) তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন

أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٧﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ

আইয়্যাখ্‌সিফা বিকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া ফা ইযা-হিয়া তামূর্। ১৭। আম্ আমিন্‌তুম্ মান্ ফিস্ সামা — য়ি আঁই ইয়ুর্‌সিলা
তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমি ধসাবেন না আর তা কাঁপবে; (১৭) না কি নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি কংকর

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٨﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

'আলাইকুম্ হা-ছিবা-; ফাসাতা'লামূনা কাইফা নাযীর্। ১৮। অলাক্বদ্ কায্‌যাবাল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্
বর্ষাবেন না? বুঝবে, সুতরাং শীঘ্রই কেমন সতর্ককারী ছিল! (১৮) আর পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে কেমন হয়েছিল

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا

ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ১৯। আওয়া লাম্ ইয়ারও ইলাত্ব্ ত্বোয়াইরি ফাওক্বহুম্ ছোয়া — ফ্ফা-তিঁও অইয়াক্ব্ বিদ্ব ন্; মা -
আমার শাস্তি! (১৯) তারা কি সেসব পাখির প্রতি তাকায় না যারা ডানা সম্প্রসারণকারী ও সংকোচনকারী ? দয়াময়

يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ

ইয়ুম্সিকুহুন্না ইল্লার্ রহ্মা-ন্; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ বাছীর্। ২০। আম্মান্ হা-যাল্ লাযী হুওয়া জু ন্দুল্ লাকুম্
আল্লাহই তাদের শূন্যে স্থির রাখেন, তিনি সর্বদ্রষ্টা। (২০) দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া আর কারো এমন সৈন্য আছে কি, যে

يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢١﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي

ইয়ান্ছুরুকুম্ মিন্ দূনির্ রহ্মা-ন্; ইনিল্ কা-ফিরূনা ইল্লা-ফী গুরূর্। ২১। আম্মান্ হা-যাল্ লাযী
তোমাদের সাহায্য করবে? নিশ্চয়ই কাফেররা বিভ্রান্তিতির মধ্যে আছে। (২১) তিনি যদি তোমাদের রিযিক্ বন্ধ করেন, তবে

يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢٢﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ

ইয়ারযুক্বুকুম্ ইন্ আম্সাকা রিয্কাহূ বাল্ লাজ্জ্ব ফী 'উতুর্বিও অনুফূর্। ২২। আফামাইঁ ইয়াম্শী মুকিব্বান, 'আলা-
কে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে? মূলতঃ এরা বিদ্রোহ ও ঘৃণায় মত্ত। (২২) আচ্ছা বলতো যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর

وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ

ওয়াজ্হিহী ~ আহ্দা ~ আম্মাইঁ ইয়াম্শী সাওয়িয়্যান্ 'আলা-ছির-তিম্ মুস্তাক্বীম্। ২৩। ক্বু্ল্ হুওয়াল্ লাযী ~ আন্ শায়াকুম্
দিয়ে চলে, সে কি সঠিক, না কি যে ব্যক্তি সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) আপনি বলে দিন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ

অজ্'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ অল্ আব্ছোয়া-র অল্ আফ্য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্কুরূন্। ২৪। ক্বু্ল্ হুওয়াল্ লাযী যারয়াকুম্
এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তকরণ দিয়েছেন, তোমরা কমই কৃতজ্ঞ। (২৪) আপনি বলে দিন, তিনি তোমাদেরকে যমীনে

فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

ফিল্ আরদ্বি অইলাইহি তুহ্শারূন্। ২৫। অইয়াকূ্লূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুনতুম ছোয়া-দিক্বীন।
ছড়ালেন, তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে, (২৫) আর তারা বলে এ প্রতিশ্রুতি কবে পুরণ হবে, যদি সত্যবাদী হও।

﴿٢٦﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ

২৬। ক্বুল ইন্নামাল্ ই'ল্মু ই'ন্দাল্লা-হি ইন্নামা ~ আনা নাযীরুম মুবীন। ২৭। ফালাম্মা- রায়াওহু যুল্ফাতান্ সী — য়াত্
(২৬) বলুন, এ জ্ঞান আল্লাহর কাছে, আমি তো সতর্ককারী মাত্র। (২৭) অনন্তর যখন তা নিকটবর্তী হতে দেখবে, তখন কাফেরদের

আয়াত-২১ঃ এটি মু'মিন ও কাফিরের উপমা। দুনিয়াতে মু'মিন সরল পথে চলে, আর কাফির বক্র পথে। পরকালেও মু'মিন সরল পথে বেহেশতে পৌঁছে যাবে, আর কাফির উপুড় হয়ে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে পড়বে। ছহীহ্ হাদীসে আছে, কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষকে মুখের উপর ভর দিয়ে কিভাবে উঠানো হবে? তিনি বলেন, যিনি তাদেরকে পা দ্বারা চালিয়েছেন তিনি মুখের উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-২৮ঃ এর অর্থ আমরা ঈমানের কারণে আল্লাহর আযাবকে ভয় করি এবং তাঁর রহমতের আশা রাখি। তোমরা বল তো দেখি, কুফুরীর কারণে তোমরা কি করবে? এ আয়াতে কাফিরদেরকে বড় ধমক প্রদান করা হয়েছে। (জাঃ বয়াঃ ও ফতঃ বয়াঃ)

وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

উজ্বুহুল্ লাযীনা কাফারূ অক্বীলা হা-যাল্ লাযী কুন্তুম্ বিহী তাদ্দা'উন্ । ২৮। ক্বুল্ আরয়াইতুম্

মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে; তাদেরকে বলা হবে, এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে। (২৮) আপনি বলে দিন, তোমরা এটা বলে দাও,

إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ

ইন্ আহ্লাকানিয়াল্লা-হু অমাম্ মা'ইয়া আও রহিমানা-ফামাইঁ ইয়ুজ্বীরুল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্

যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন বা দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ

أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ

আলীম্। ২৯। ক্বুল্ হুওয়ার্ রহ্মা-নু আ-মান্না- বিহী অ'আলাইহি তাওয়াক্কাল্না-ফাসাতা'লামূনা মান্ হুওয়া ফী দ্বোয়ালা-লিম্

শাস্তি হতে? (২৯) আপনি বলে দিন, তিনি পরম দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাঁর উপর ভরসা করি; শীঘ্রই তোমরা

مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ

মুবীন্। ৩০। ক্বুল্ আরায়াইতুম্ ইন্ আছ্বাহা মা — য়ুকুম্ গওরন্ ফামাইঁ ইয়া'তীকুম্ বিমা — য়িম্ মা'ঈন্।

জানবে কে স্পষ্ট ভ্রান্ত। (৩০) বলুন, পানি যদি ভূগর্ভে চলে যায়, তবে এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে পানি দিবে?

রুকূ ২

সূরা ক্বলম্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ২

ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ

১। নূ — ন্ অল্ক্বলামি অমা-ইয়াস্তুরূন্। ২। মা ~ আন্তা বিনি'মাতি রব্বিকা বিমাজ্নূন্। ৩। অইন্না লাকা

(১) নূন, কসম কলমের ও তাদের লেখার , (২) আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন। (৩) আর আপনার জন্য

لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ

লাআজ্বরন্ গইর মাম্নূন্। ৪। অইন্নাকা লা'আলা- খুলুক্বিন্ 'আজীম্। ৫। ফাসাতুব্ছিরু অইয়ুব্ছিরূন।

রয়েছে অফুরন্ত পুরুস্কার, (৪) আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।(৫) আপনি দেখবেনই এবং তারাও দেখবে,

بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

৬। বিআইয়িকুমুল্ মাফ্তূন্। ৭। ইন্না রব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বোয়াল্লা আ'ন্ সাবীলিহী অহুওয়া আ'লামু

(৬) তোমাদের মধ্যে কে অস্থির? (৭) নিশ্চয়ই আপনার রব ভালভাবে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত, আর কে

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ

বিল্মুহ্তাদীন্। ৮। ফালা-তুত্বি'ইল্ মুকায্যিবীন্। ৯। অদ্দূ লাও তুদ্হিনু ফাইয়ুদ্হিনূন্ ।১০। অলা-তুত্বি'

পথপ্রাপ্ত। (৮) মিথ্যাচারীদের মানবেন না, (৯) তারা চায়, আপনি নমনীয় হলে তারাও হবে। (১০) অনুসরণ করবেন না

كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١١﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١٢﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾ عُتُلٍّ

কুল্লা হাল্লা-ফিম্ মাহীনিন্। ১১। হাম্মা-যিম্ মাশ্শা — য়িম্ বিনামীম। ১২। মান্না-'ইল্ লিল্খইরি মু'তাদিন্ আছীম্। ১৩। 'উতুল্লিম্
কথায় কথায় শপথকারী লাঞ্ছিতের,(১১) নিন্দুক, চোগলখোর,(১২) কল্যাণে বাধাদানকারী, সীমালংঘণকারী পাপী,(১৩) রূঢ় স্বভাব,

بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٤﴾ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٥﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ

বা'দা যা-লিকা যানীমিন্। ১৪। আন্ কা-না যা-মা-লিঁও অবানীন্। ১৫। ইযা-তুত্লা-'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা-ক্ব-লা আসা-ত্বীরুল্
তা ছাড়া কুখ্যাত; (১৪) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী; (১৫) তার সামনে যখন আয়াত পড়া হয়, তখন বলে,

الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٧﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

আওয়্যালীন্। ১৬। সানাসিমুহূ 'আলাল্ খুরত্বূম্ । ১৭। ইন্না-বালাওনা-হুম্ কামা-বালাওনা ~ আছ্হা-বাল্ জ্বান্নাতি
এতো পূর্বেকার কথা, (১৬) তার নাকে দাগ লাগাব, (১৭) নিশ্চয়ই তাদেরকে পরীক্ষা করেছি বাগানবাসীদের মত যখন

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٨﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٩﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن

ইয্ আক্ব্সামূ লাইয়াছ্রিমুন্নাহা-মুছ্বিহীন্। ১৮। অলা-ইয়াস্তাছ্নূন্। ১৯। ফাত্বোয়া-ফা 'আলাইহা-ত্বোয়া — য়িফুম্ মির্
কসম করল যে, তারা প্রত্যূষে ফল পাড়বে, (১৮) ইনশাআল্লাহ বলে নেই, (১৯) বাগানে বিপর্যয় নামল আপনার রবের

رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢١﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢٢﴾ أَنِ اغْدُوا

রব্বিকা অহুম্ না — য়িমূন্। ২০। ফাআছ্বাহাত্ কাছ্ছোয়ারীম। ২১। ফাতানা-দাও মুছ্বিহীন। ২২। আনিগ্দূ
পক্ষ হতে, তারা ছিল ঘুমে। (২০) অতঃপর জ্বলে কৃষ্ণবর্ণ হল, (২১) ভোরে একে অন্যকে ডাকল। (২২) ফল আহরণ

عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٣﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٤﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا

'আলা হারছিকুম্ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-রিমীন্। ২৩। ফান্ত্বোয়ালাক্বূ অহুম্ ইয়াতাখ-ফাতূন। ২৪। আল্লা-ইয়াদ্খুলান্নাহাল্
করতে চাইলে বাগানে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল, চুপে চুপে কথা বলতে বলতে, (২৪) আজ যেন কোন মিসকীন

الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٥﴾ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ

ইয়াওমা 'আলাইকুম্ মিস্কীন। ২৫। অগদাও 'আলা-হারদিন্ ক্ব-দিরীন। ২৬। ফালাম্মা-রয়াওহা- ক্ব-লূ ~ ইন্না-লাদ্বোয়া — ল্লূন।
প্রবেশ না করে। (২৫) তারা প্রাতঃকালে শক্তি নিয়ে বের হল। (২৬) অতঃপর তা দেখে তারা বলল, আমরা দিশেহারা

﴿٢٧﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

২৭। বাল্ নাহ্নু মাহ্রূমূন্। ২৮। ক্ব-লা আওসাত্বু-হুম্ আলাম্ আক্বু-ল্ লাকুম্ লাওলা-তুসাব্বিহূন্।
(২৭) বরং আমরা ভাগ্যহারা বঞ্চিত। (২৮) শ্রেষ্ঠ লোকটি বলতে লাগল, আমি কি বলিনি, কেন মহিমা ঘোষণা কর না?

আয়াত-১৬ ঃ বলা হয় যে, কোরাইশদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা নামীয় একজন সরদার ছিল। তার মধ্যে উল্লেখিত এসব স্বভাব ছিল। নাকে দাগ দেয়ার অর্থ তার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১৮ঃ তারা পাঁচ ভাই ছিল। তাদের পিতা ফলের একটি বাগান রেখে গিয়েছিল। এর উৎপন্ন ফল ও শস্য দ্বারা তারা সুখেই ছিল। ফল কাটার দিন শহরের ফকীররা একত্রিত হত। তাদের পিতা সকলকে কিছু কিছু দান করত, এতে তাদের শস্যে বরকত হত। পরে ছেলেরা মনে করল, ফকীরকে না দিয়ে নিজেরাই ভোগ করবে। পরামর্শ করল, অতি প্রত্যুষে ফল ও শস্য কেটে ঘরে নিয়ে আসবে, ফকীররা গিয়ে কিছুই পাবে না। এমন কি তারা ইনশাআল্লাহ বলতেও ভুলে গিয়েছিল (মুঃ কোঃ)

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾

২৯। ক্বা-লূ সুব্‌হা-না রব্বিনা ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ৩০। ফাআক্ব্বালা বা'দ্বুহুম্ 'আলা- বা'দ্বি ইইয়াতালা-ওয়ামূন্।
(২৯) তারা বলল, আমরা রবের মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা জালিম ছিলাম। (৩০) তারা একে অন্যের দোষারোপ করছিল।

قَالُوا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسٰى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا

৩১। ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা ~ ইন্না-কুন্না-ত্বোয়া-গীন্। ৩২। 'আসা-রব্বুনা ~ আই ইয়ুব্‌দিলানা-খইরাম্ মিন্‌হা ~ ইন্না ~ ইলা-রব্বিনা-
(৩১) তারা বলল, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা সীমালংঘণকারী ছিলাম। (৩২) আশা যে, রব তার পরিবর্তে কল্যাণ দেবেন,

رٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ

র-গিবূন্। ৩৩। কাযা-লিকাল্ 'আযা-ব্; অলা'আযা-বুল্ আ-খিরতি আক্‌বার্। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ৩৪। ইন্না
আমরা রব মুখী হলাম। (৩৩) এ'ভাবেই শাস্তি হয়ে থাকে, পরকালের শাস্তি অতি গুরুতর যদি জানত! (৩৪) নিশ্চয়ই

لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

লিল্‌মুত্তাক্বীনা 'ইন্দা রব্বিহিম্ জান্না-তিন্ না'ঈম্। ৩৫। আফানাজ্ব্'আলুল্ মুস্‌লিমীনা কাল্‌মুজ্ব্ রিমীন্।
মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিলাসী জান্নাত। (৩৫) আমি কি মুসলিমকে দোষীদের সমতুল্য মনে করব?

مَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا

৩৬। মা-লাকুম্ কাইফা তাহ্‌কুমূন্। ৩৭। আম্ লাকুম্ কিতা-বুন্ ফীহি তাদ্‌রুসূন্। ৩৮। ইন্না লাকুম্ ফীহি লামা-
(৩৬) কি হল যে, কেমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ? (৩৭) নাকি তোমাদের কিতাব আছে যাতে পড়বে যে, (৩৮) তাতে তোমাদের

تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمٰنٌ عَلَيْنَا بٰلِغَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

তাখাইয়্যারূন। ৩৯। আম্ লাকুম্ আইমা-নুন্ 'আলাইনা-বা-লিগাতুন্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি ইন্না লাকুম্ লামা-তাহ্‌কুমূন্।
পছন্দনীয় আছে? (৩৯) নাকি আমি তোমাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছি কেয়ামত পর্যন্ত? তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তই তোমাদের জন্য।

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا

৪০। সাল্‌হুম্ আইয়ুহুম্ বিযা-লিকা যা'ঈম্। ৪১। আম্ লাহুম্ শুরাকা — য়ু ফাল্‌ইয়া'তূ বিশুরাকা — য়িহিম্ ইন্ কা-নূ
(৪০) জিজ্ঞাসা করুন, এতে নেতা কে? (৪১) না কি কোন দেব-দেবী আছে? তোমাদের উপাস্যদেরকে হাজির কর, যদি

صٰدِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

ছোয়া-দিক্বীন্। ৪২। ইয়াওমা ইয়ুক্‌শাফু 'আন্ সা-ক্বিঁও অইয়ুদ্'আওনা ইলাস্ সুজূ্দি ফালা-ইয়াস্‌তাত্বী'উন্।
তোমরা সত্যবাদী হও। (৪২) যে দিন পা খোলা হবে, সেজদার জন্য মানুষকে আহ্বান করা হবে, কিন্তু সক্ষম হবে না।

خٰشِعَةً أَبْصٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩। খ-শি'আতান্ আব্‌ছোয়া-রুহুম্ তার্‌হাক্বুহুম্ যিল্লাহ্; অক্বদ্ কা-নূ ইয়ুদ্'আওনা ইলাস্ সুজূ্দি অহুম্ সা-লিমূন্।
(৪৩) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, হীনতাচ্ছন্ন। অথচ তাদেরকে সেজদার প্রতি ডাকা হয়েছিল যখন তারা নিরাপদ ছিল।

১ রুকু ৩৩ ওয়াক্বফে লাযেম মো'আ-১৫

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। ফাযার্‌নী অমাইঁইয়ুকায্‌যিবু বিহা-যাল্ হাদীছ্; সানাস্‌তাদ্‌রিজু হুম্ মিন্ হাইছু লা-ইয়া'লামূন।
(৪৪) অতএব আমাকে ও এ বাণী অস্বীকারকারীকে আমার হস্তে ছেড়ে দিন; আমি তাদেরকে ধরব, তারা বুঝতেই পারবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ

৪৫। অউম্‌লী লাহুম্; ইন্না কাইদী মাতীন্। ৪৬। আম্ তাস্‌য়ালুহুম্ আজ্‌রান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্‌রামিম্
(৪৫) অবকাশ দিব, নিশ্চয়ই আমার কৌশল খুবই মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে প্রতিদান চান যে,

مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن

মুছ্‌ক্বলূন্। ৪৭। আম্ 'ইন্‌দা হুমুল্ গইবু ফাহুম্ ইয়াক্‌তুবূন্। ৪৮। ফাছ্‌বির্ লিহুক্‌মি রব্বিকা অলা-তাকুন্
তারা দায়গ্রস্ত? (৪৭) তাদের কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে? (৪৮) অতঃপর আপনার রবের নির্দেশের

كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ

কাছোয়া-হিবিল্ হূত্। ইয্ না-দা-অহুওয়া মাক্‌জূম্। ৪৯। লাওলা ~ আন্ তাদা-রকাহূ নি'মাতুম্
অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন। মৎস্য ওয়ালার মত হবেন না; যখন সে চিন্তায় কাতর হয়ে দোয়া করছিল। (৪৯) তার রবের করুণা

مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ

মির্ রব্বিহী লানুবিযা বিল্'আর — য়ি অহুওয়া মায্‌মূম্। ৫০। ফাজ্‌তাব-হু রব্বুহূ ফাজা'আলাহূ মিনাছ্
তার নিকট না পৌঁছলে লাঞ্ছিত হয়ে সে মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) পুনরায় তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং

الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا

ছোয়া-লিহীন্। ৫১। অইঁইয়াকা-দুল্ লাযীনা কাফারূ লাইয়ুয্‌লিকূনাকা বিআব্‌ছোয়া-রিহিম্ লাম্মা-সামি'উয্
নেকবান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (৫১) আর কাফেররা যখন কোরআন শুনে তখন মনে হয় যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা

الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

যিক্‌রা অইয়াকূলূনা ইন্নাহূ লামাজ্‌নূন্। ৫২। অমা- হুওয়া ইল্লা-যিকরুল্ লিল্'আ-লামীন্।
আপনাকে বিচ্যুত করতে চায়; আর বলে যে, এ ব্যক্তি উম্মাদ। (৫২) আর এটা (কোরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।

ওয়াক্বফে গোফরান • এক চতুর্থাংশ ওয়াক্বফে গোফরান ২ ع ১৯ ৪ রুকূ

সূরা হা-ক্বাক্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ২

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

১। আল্‌হা — ক্কাতু ২। মাল্‌হা — ক্কাহ্। ৩। অমা ~ আদ্‌র-কা মাল্‌হা — ক্কাহ্। ৪। কায্‌যাবাত্ ছামূদু অ'আ-দুম্ বিল্ ক্বা-রি'আহ্।
(১) সে ঘটনা, (২) কি সে ঘটনা? (৩) আপনি কি জানেন, সে ঘটনা কি? (৪) ছামূদ ও আদ-রা অস্বীকার করেছে মহাপ্রলয়কে।

٥ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٦ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

৫। ফাআম্মা- ছামূদু ফাউহ্লিকূ বিত্ব্ ত্বোয়া-গিয়াহ্। ৬। অআম্মা-'আদুন্ ফাউহ্লিকূ বিরীহিন্ ছোয়ার্ ছোয়ারিন্ 'আতিয়াহ্।
(৫) অতঃপর এক বিকট শব্দ দ্বারা ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে। (৬) আ'দ জাতিকে নিপাত করা হয়েছে প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে।

٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ

৭। সাখ্খরহা-'আলাইহিম্ সাব্'আ লাইয়া-লিঁও অছামানিয়াতা আইয়্যা-মিন্ হুসূমান্ ফাতারল্ ক্বওমা ফীহা-ছোয়ার্'আ
(৭) যা আল্লাহ তাদের ওপর একটানা সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত একাধারে ন্যাস্ত রেখেছিলেন, আর আপনি যদি দেখতেন, তবে

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ٩ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ

কায়ান্নাহুম্ আ'জ্বা-যু নাখ্লিন্ খা-ওয়িয়াহ্। ৮। ফাহাল্ তারা-লাহুম্ মিম্ বা-ক্বিয়াহ্। ৯। অজ্বা — য়া ফির্'আউনু
বুঝতেন যে, বিক্ষিপ্তভাবে ভূপাতিত খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ। (৮) অতঃপর তাদের কাকেও কি তুমি দেখতে পাও (৯) আর ফেরাউন,

وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً

অমান্ ক্ববলাহূ অল্ মু'তাফিকা-তু বিলখ-ত্বিয়াহ্। ১০। ফা'আছোয়াও রাসূলা রব্বিহিম্ ফাআখযাহুম্ আখ্যাতার্
ও তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপে লিপ্ত ছিল। (১০) তারা রবের প্রেরিত রাসূলকে অমান্য করলে রব তাদেরকে ধরলেন

رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ١٢ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً

রা-বিয়াহ্। ১১। ইন্না-লাম্মা ত্বোয়াগাল্ মা — য়ু হামাল্নাকুম্ ফিল্ জ্বা-রিয়াহ। ১২। লিনাজ্'আলাহা-লাকুম্ তায্কিরতাঁও
কঠোরভাবে। (১১) জলোচ্ছাসে তোমাদেরকে আমি নৌযানে আরোহণ করালাম, (১২) এটা আমি তোমাদের জন্য শিক্ষণীয়

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ١٣ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٤ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ

অ তা'ইইয়াহা ~ উযুনুঁও ওয়া 'ইয়াহ্। ১৩। ফাইযা-নুফিখ ফিছ্ ছূরি নাফ্খতুঁও ওয়া-হিদাহ। ১৪। অহুমিলাতিল্ আরদ্বু
বস্তু করেছি এবং সতর্ক কর্ণ তাকে স্মরণ রাখে। (১৩) অনন্তর যখন শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুৎকার দেয়া হবে, (১৪) আর ভূমি ও

وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٥ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١٦ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ

অল্ জ্বিবা-লু ফাদুক্কাতা- দাক্কাতাঁও ওয়া-হিদাও।১৫। ফাইয়াওমায়িযিঁও অক্বা'আতিল্ ওয়া-ক্বি'আতু। ১৬। অনশাক্ব্ ক্বাতিস্ সামা — য়ু
পর্বতসমূহকে উত্তোলিত করা হবে, অতঃপর উভয় একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (১৫) সেদিন ঘটনা ঘটবে। (১৬) আর আকাশ

فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ١٧ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

ফাহিয়া ইয়াওমায়িযিঁও ওয়া-হিইয়াতুঁও। ১৭। অল্মালাকু 'আলা ~ আরজ্বা — য়িহা; অইয়াহ্মিলু 'আরশা রব্বিকা ফাওক্বাহুম্
বিদীর্ণ হয়ে নরম হবে, (১৭) ফেরেশ্তারা তার পাশে পাশে অবস্থান করবে, এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের

আয়াত-১২ ঃ অর্থ এ কাজ যে আমি করলাম- মু'মিনদেরকে রক্ষা করলাম, আর কাফিরদেরকে ডুবালাম। এটি এজন্য করলাম, যেন তোমাদের জন্য উপদেশ এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে। (জাঃ বয়াঃ) ২। আ'তা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা প্রথম ফুঁৎকার উদ্দেশ্য, যাতে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। কাল্বী ও মাকাতেল (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় ফুঁৎকার উদ্দেশ্য। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত- ১৭ ঃ হাদীসে আছে, আ'রশ বহনকারী ফেরেশতা চারজন আছে। ক্বিয়ামত দিবসে আটজন একে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করা হবে। (বঃ কোঃ)
আয়াত-১৮ ঃ আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ক্বিয়ামতের মানুষ তিনবার আল্লাহর সম্মুখ উপস্থিত হবে। প্রথম উপস্থিতিতে বিতর্ক, দ্বিতীয় উপস্থিতিতে ওযর-আপত্তি পেশ হবে। তৃতীয় উপস্থিতে আ'মলনামা হাতে দেয়া হবে। (ফতঃ বয়াঃ)

يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ

ইয়াওমায়িযিন্ ছামা-নিইয়াহ্। ১৮। ইয়াওমায়িযিন্ তু'রদ্বূনা লা-তাখ্ফা-মিন্কুম্ খ-ফিইয়াহ্। ৯। ফাআম্মা-মান্ উতিয়া
ধারণ করবে। (১৮) সেদিন তোমরা উপস্থিত হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (১৯) সেদিন যাকে

كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

কিতা-বাহূ বিইয়ামীনিহী ফাইয়াকূলু হা — য়ুমুকু রায়ূ কিতা-বিইয়াহ্। ২০। ইন্নী জোয়ানান্তু আন্নী মুলা-ক্বিন্ হিসা-বিইয়াহ্
আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে লও আমলনামা পড়। (২০) জানতাম যে, আমি হিসাবের সম্মুখীন হবই।

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا

২১। ফাহুওয়া ফী 'ঈশাতির্ র-দ্বিইয়াহ্। ২২। ফী জান্নাতিন্ 'আ-লিয়াহ্। ২৩। ক্বুতূফুহা-দা-নিইয়াহ্। ২৪। কুলূ অশ্রাবূ হানী — য়াম্
(২১) সে সুখ-শান্তিতে থাকবে। (২২) উচ্চ জান্নাতে, (২৩) যার ফল নিকটেই থাকবে। (২৪) বলা হবে, খাও, পান

بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ

বিমা ~ আস্লাফ্তুম্ ফিল্ আইয়্যা-মিল্ খ-লিইয়াহ্। ২৫। অ আম্মা-মান্ উতিইয়া কিতা-বাহূ বিশিমা-লিহী ফাইয়াক্বূলু ইয়া-লাইতানী
কর তৃপ্তিতে, বিগত দিনের কর্মের বিনিময়ে। (২৫) আমলনামা যার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! কি ভাল হত,

لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ اَغْنٰى

লাম্ উতা কিতা-বিইয়াহ্। ২৬। অলাম্ আদ্রি মা-হিসা-বিইয়াহ্। ২৭। ইয়া-লাইতাহা- কা-নাতিল্ ক্ব-দ্বিয়াহ্। ২৮। মা ~ আগ্না
যদি আমি আমলনামা না পেতাম, (২৬) হিসাবটিই যদি না জানতাম! (২৭) হায়! মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হত! (২৮) ধন কোন

عَنِّىْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾

'আন্নী মা-লিইয়াহ্। ২৯। হালাকা 'আন্নী সুল্ত্বোয়-নিইয়াহ্। ৩০। খুযূহু ফাগুল্লূ হু। ৩১। ছুম্মাল্ জ্বাহীমা ছোয়াল্লূহু।
কাজেই আসে নি, (২৯) আমার ক্ষমতাও শেষ, (৩০) একে ধর, বেড়ী পরাও। (৩১) পরে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

৩২। ছুম্মা ফী সিল্সিলাতিন্ যার্'উহা সাব্'ঊনা যিরা-'আন্ ফাস্লুকূহ্। ৩৩। ইন্নাহূ কা-না লা-ইয়ু''মিনু বিল্লা-হিল্
(৩২) পরে সত্তর গজ দীর্ঘ একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখ। (৩৩) নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখত

الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾

'আজীম। ৩৪। অলা-ইয়াহুদ্দু 'আলা ত্বোয়া'আ- মিল্ মিস্কীন্। ৩৫। ফালাইসা লাহুল্ ইয়াওমা হা-হুনা-হামীমুঁও।
না। (৩৪) মিসকীনদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না। (৩৫) অতএব, আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই।

وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৬। অলা-ত্বোয়া'আ-মুন্ ইল্লা-মিন্ গিস্লীন্। ৩৭। লা-ইয়া''কুলুহূ ~ ইল্লাল্ খ-ত্বিয়ূন্। ৩৮। ফালা ~ উক্বসিমু বিমা-তুব্ছিরূন্।
(৩৬) এবং পুঁজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই, (৩৭) পাপীরাই তা আহার করবে। (৩৮)এমন বস্তুর কসম করছি; যা দেখ

ع ১ ৩৭ ৫ রুকু

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا

৩৯। অমা- লা-তুব্ছিরূন। ৪০। ইন্নাহূ লাক্বওলু রাসূলিন্ কারীম। ৪১। অমা-হুওয়া বিক্বওলি শা-ই'র্; ক্বলীলাম্

(৩৯) এবং যা দেখ না, (৪০) এটা মর্যাদাবান রাসূলের (ফেরেশ্তার) বাহিত বার্তা (৪১) না কবির রচনা, তোমরা খুব

مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ

মা-তু"মিনূন্। ৪২। অলা-বিক্বওলি কা-হিন্; ক্বলীলাম্ মা-তাযাক্কারূন্। ৪৩। তান্যীলুম্ মির্ রব্বিল্

কমই বিশ্বাস কর, (৪২) আর এটা না কোন গণকের কথা, তোমরা অতি অল্পই অনুধাবন করছ। (৪৩) এটা বিশ্ব- রবের পক্ষ

الْعٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

'আ-লামীন্। ৪৪। অলাও তাক্বওয়্যালা 'আলাইনা-বা'দ্বোয়াল্ আক্ব-ওয়ীল্। ৪৫। লাআখায্না-মিন্হু বিল্ইয়ামীন।

থেকে নাযিলকৃত। (৪৪) আর সে যদি আমার ওপর কিছু বানিয়ে বলত, (৪৫) তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِينَ

৪৬। ছুম্মা লাক্বত্বোয়া'না- মিন্হুল্ অতীন্। ৪৭। ফামা-মিন্কুম্ মিন্ আহাদিন্ 'আন্হু হা-জ্বিযীন্।

(৪৬) পরে তার হৃদপিণ্ডের শিরা কর্তন করে দিতাম, (৪৭) অতঃপর তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারতে না।

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ

৪৮। অইন্নাহূ লাতায্কিরতুল্ লিল্মুত্তাক্বীন্। ৪৯। অইন্না-লানা'লামু আন্না মিন্কুম্ মুকায্যাবীন্। ৫০। অইন্নাহূ

(৪৮) আর এটা মুত্তাকীদের জন্যই উপদেশ, (৪৯) আর আমি জানি, তোমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী আছে, (৫০) আর নিশ্চয়ই

لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

লাহাসরতুন্ 'আলাল্ কা-ফিরীন্। ৫১। অইন্নাহূ লাহাক্কুল্ ইয়াক্বীন্। ৫২। ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রব্বিকাল্ আ'জীম্।

এটা শোকের উৎস কাফেরদের কাছে, (৫১) এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব মহান রবের নামের মহিমা ঘোষণা কর।

রুকু ২ ১৫ ৬

সূরা মা'আ-রিজ্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত : ৪৪ রুকূ : ২

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِي

১।সায়ালা সা — য়িলুম্ বি 'আযা-বিওঁ ওয়া- ক্বিই'ল্। ২। লিল্ কা-ফিরীনা লাইসা লাহূ দা'ফি'উম্। ৩। মিনল্লা-হি যিল্

(১) এক প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করল, (২) কাফেরদের উপর যার কোন প্রতিরোধকারী নেই। (৩) মর্যাদাবান

আয়াত-২ঃ এ আবেদনকারী ছিল নযর নামক জনৈক কাফের। এ আবেদনের উদ্দেশ্য এটিই ছিল, যা কাফেররা করত এবং বলত, হে আল্লাহ! এ দ্বীন আপনার নিকট হতে আগত সঠিক দ্বীন হয়ে থাকলে আমাদের উপর আসমান হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন। অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের উপর নাযিল করুন। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-৪ ঃ দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কেউ আরোহণ করলে পঞ্চাশ হাজার বছরে এ দুরত্ব অতিক্রম করতে পারত। (জাঃ বয়াঃ) হুযূর (ছঃ) বলেন, এ দিনটি মু'মিনের জন্যে একটি ফরয নামায পড়বার সময়ের চেয়েও কম হবে। (তাফঃ মাযঃ)

الْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ

মা'আ-রিজ্ । ৪ । তা'রুজুল্ মালা — য়িকাতু অর্রূহু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন্ কা-না মিক্ব্দা-রুহূ খম্সীনা আল্ফা
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা পতিত হবে । (৪) ফেরেশ্তা ও রূহ আল্লাহর সমীপে উঠবে এমন দিনে, যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার

سَنَةٍ ۝٤ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُونُ

সানাহ্ । ৫ । ফাছ্বির্ ছোয়াব্রন্ জ্বামীলা- । ৬ । ইন্নাহুম্ ইয়ারওনাহূ বা'ঈদাঁও । ৭ । অনার-হু ক্বরীবা- । ৮ । ইয়াওমা তাকূনুস্
বছর । (৫) অতএব সুন্দরভাবে সবুর করুন । (৬) তারা তা সুদূর মনে করে । (৭) আমি দেখি নিকটবর্তী, (৮) সেদিন আকাশ

السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝

সামা — য়্যু কাল্ মুহ্লি । ৯ । অতাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ ইহ্নি । ১০ । অলা-ইয়াসয়ালু হামীমুন্ হামীমা- ।
গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে । (৯) আর পাহাড়সমূহ হবে জীর্ণ পশমের ন্যায় (১০) আর সেদিন বন্ধু বান্ধবকে প্রশ্ন করবে না,

۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝

১১ । ইয়ুবাছ্ছোয়ারূনাহুম্; ইয়াওয়াদ্দুল্ মুজ্ব্ রিমু লাও ইয়াফ্তাদী মিন্ 'আযা-বি ইয়াওমায়িযিম্ বিবানীহ ।
(১১) যদিও তারা একজন অন্যজনকে দেখবে, সেদিন পাপীরা শাস্তির মুখে স্বীয় সন্তানদেরকে প্রদান করতে চাইবে,

۝١١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝١٣ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

১২ । অছোয়া-হিবাতিহী অআখীহি । ১৩ । অফাছীলাতিহিল্লাতী তু'ওয়ীহি । ১৪ । অমান্ ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আন্ ছুম্মা
(১২) স্বীয় স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, (১৩) আর তার আশ্রয়দাতা আত্মীয়কে, (১৪) এবং যমীনের সবাইকে, যেন তাকে মুক্তি

يُنْجِيهِ ۝١٤ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝١٦ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝

ইয়ুন্জ্বীহ । ১৫ । কাল্লা-; ইন্নাহা- লাজোয়া- । ১৬ । নায্যা-'আতাল্লিশ্ শাওয়া । ১৭ । তাদ্'উ মান্ আদ্বার অতাওয়াল্লা- ।
দেয় । (১৫) কখনই না, তা অগ্নিশিখা, (১৬) যা চামড়া খসাবে । (১৭) তা পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ও বিমুখকে ডাকবে ।

۝١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝١٨ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝

১৮ । অজ্বামা 'আ ফাআও'আ- । ১৯ । ইন্নাল্ ইন্সা -না খুলিক্বা হালূ'আন্ । ২০ । ইযা-মাস্সাহুশ্ শার্রু জ্বাযূআঁও ।
(১৮) আর যে ধন জমা ও সংরক্ষণ করেছিল, (১৯) নিশ্চয়ই মানুষ দুর্বল হিসেবে সৃষ্ট । (২০) যখন বিপদে হতাশ হয়,

۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝٢٢ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

২১ । অইযা-মাস্সাহুল্ খইরু মানূ'আ- । ২২ । ইল্লাল্ মুছোয়াল্লীনা । ২৩ । ল্লাযীনা হুম্ 'আলা- ছলা-তিহিম্
(২১) আর যখন কল্যাণ আসে তখন কার্পণ্য করে, (২২) অবশ্য যারা মুছল্লী তারা ছাড়া, (২৩) যারা নিজেদের নামাযে সদা

دَائِمُونَ ۝٢٣ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝٢٥ وَالَّذِينَ

দা — য়িমূন । ২৪ । অল্লাযীনা ফী ~ আম্ওয়ালিহিম্ হাক্ব্ কুম্ মা'লূমুল্ । ২৫ । লিস্সা — য়িলি অল্ মাহ্রূম । ২৬ । অল্লাযীনা
কায়েম থাকে, (২৪) আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে, (২৫) প্রার্থী ও বঞ্চিত নির্বিশেষে সকলের জন্য, (২৬) আর যারা

১০৫

يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ إِنَّ

ইয়ুছোয়াদ্দিক্বূনা বিইয়াওমিদ্দীন্। ২৭। অল্লাযীনা হুম্ মিন্ 'আযা-বি রব্বিহিম্ মুশ্ফিক্বূন্। ২৮। ইন্না
কিয়ামত দিবসকে সত্য বলে জানে, (২৭) আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত, (২৮) বাস্তবিকই তাদের

عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ

'আযা-বা রব্বিহিম্ গইরু মা"মূন্। ২৯। অল্লাযীনা হুম্ লিফুরূজিহিম্ হাফিজূন্। ৩০। ইল্লা- 'আলা ~
রবের শাস্তি হতে নিরাপদ হওয়া যায় না, (২৯) আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহকে সংযত করে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী ও

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ

আয্ওয়া জিহিম্ আও মা-মালাকাত্ আইমা -নুহুম্ ফাইন্নাহুম্ গইরু মালূমীন্। ৩১। ফামানিব্তাগা-অরা ~ য়া যা- লিকা
মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া, কেননা, তাতে তারা নিন্দনীয় হবে না। (৩১) আর এ'ছাড়া যদি অন্যদেরকে কামনা করে,

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ

ফাউলা — য়িকা হুমুল্ 'আ-দূন্। ৩২। অল্লাযীনা হুম্ লিআ মা-না-তিহিম্ অ 'আহ্দিহিম্ রা-'উন। ৩৩। অল্লাযীনা
তবে তারাই সীমালংঘণকারী হবে, (৩২) আর যারা নিজেদের আমানত ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,(৩৩) আর যারা

هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي

হুম্ বিশাহা-দা-তিহিম্ ক্ব — য়িমূন্। ৩৪। অল্লাযীনা হুম্ 'আলা- ছলা-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন্। ৩৫। উলা — য়িকা ফী
তাদের সাক্ষ্যদানে অটল থাকে, (৩৪) এবং যারা তাদের নীজদের (ফরয) নামাযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে (৩৫) তারা সম্মানের

جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۝ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ

জান্না-তিম্ মুক্রামূন্। ৩৬। ফামা-লিল্লাযীনা কাফারূ ক্বিবালাকা মুহ্ত্বি'ঈন্। ৩৭। আ'নিল্ ইয়ামীনি অ'আনিশ্
সাথে জান্নাতে থাকবে, (৩৬) কাফেরদের কি হল, আপনার দিকে ছুটে আসছে? (১) (৩৭) ডান ও বাম দিক হতে

ع ১ ৩৫ ৭ রুকু

الشِّمَالِ عِزِينَ ۝ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝ كَلَّا ۖ إِنَّا

শিমা-লি 'ঈযীন্। ৩৮। আইয়াত্ব্ মা'উ কুল্লুম্ রিয়িম্ মিন্হুম্ আই ইয়ুদখলা জান্নাতা না'ঈমি। ৩৯। কাল্লা-; ইন্না-
দলে দলে, (৩৮) প্রত্যেকেই কি এ আকাঙ্খা করে যে, সে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করবে? (৩৯) না, তা কখনও

خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۝

খলাক্ব্না-হুম্ মিম্মা-ইয়া'লামূন। ৪০। ফালা ~ উক্বসিমু বিরব্বিল্ মাশা-রিক্বি অল্ মাগ-রিবি ইন্না-লাক্ব-দিরূন।
হবে না। যা দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে। (৪০) অতঃপর পূর্ব ও পশ্চিমের রবের কসম, আমি সামর্থবান,

আয়াত-৩৪ ঃ অর্থাৎ নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর এসবগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করে। এর দ্বারা নামাযের মর্যাদা ও তাকীদ উদ্দেশ্য। (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-৩৭ ঃ যেসব কাফির রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর সময়ে ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও ওহী এবং তাঁর মু'জিযাসমূহকে দেখত। এতদ্সত্বেও তারা পালিয়ে যেত, আল্লাহ তাদের এসব আচরণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। (ইবঃ কাঃ)
আয়াত-৪০ ঃ অর্থাৎ শুক্র বিন্দু হতে যা অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় হওয়ার কারণে নিতান্ত ঘৃণিত পদার্থ; তা কি কখন বেহেশতে প্রবেশ করার যোগ্য হতে পারে? হ্যাঁ যখন সেই অপবিত্র ও ঘৃণিত পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট মানুষ ঈমান আনয়নের দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়, তবেই সম্ভব। (মুঃ কোঃ)

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا

৪১। 'আলা ~ আন্ নুবাদ্দিলা খইরম্ মিন্হুম্ অমা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন্। ৪২। ফাযার্হুম্ ইয়াখূদ্বূ

(৪১) তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম মানুষ স্থায়ী করতে আমি সক্ষম। (৪২) অনন্তর তাদেরকে ত্যাগ করুন, তাদেরকে

وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ

অইয়াল্'আবূ হাত্তা-ইয়ুলা-ক্বূ ইয়াওমাহুমু ল্লাযী ইয়ূ'আদূনা। ৪৩। ইয়াওমা ইয়াখ্রুজূ না মিনাল্

আপনি বিতর্কে ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন, সতর্কিত দিনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত; (৪৩) সেদিন তারা

الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً

আজ্দা-ছি সিরা-'আন্ কায়ান্নাহুম্ ইলা-নুছুবিঁই ইয়ূফিদ্বূনা । ৪৪। খ-শি'আতান্

কবর হতে বের হয়ে দ্রুত ধাবিত হতে থাকবে, যেন তারা কোন লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।(৪৪) তাদের দৃষ্টি অবনমিত,

اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾ *

আব্ছোয়া-রুহুম্ তার্হাক্বুহুম্ যিল্লাহ্; যা-লিকাল্ ইয়াওমুল্ লাযী কা-নূ ইয়ূ'আদূন্।

থাকবে এবং অপমান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে; এটাই তাদের সেদিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

সূরা নূহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৮
রুকূ ঃ ২

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ

১। ইন্না ~ আর্সাল্না-নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ~ আন্ আন্যির্ ক্বওমাকা মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়া"তিয়াহুম্ 'আযা-বুন্

(১) নূহকে তার জাতির জনগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার জাতিকে ভয় প্রদর্শন কর, যন্ত্রনাময় শাস্তি আসার

اَلِيْمٌ ﴿١﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٣﴾ *

আলীম্। ২। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি ইন্নী লাকুম্ নাযীরুম্ মুবীন্। ৩। আনি'বুদুল্লা-হা অত্তাক্বূহু অআত্বী'উনি।

পূর্বে। (২) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি স্পষ্ট সতর্ককারী, (৩) আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর, আমাকে মান,

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ

৪। ইয়াগ্ফির্ লাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্ ওয়া ইয়ুয়াখ্খিরকুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মা-; ইন্না আজ্বালাল্লা-হি ইযা-জ্বা — য়া

(৪) তিনি তোমাদের অপরাধসমুহ ক্ষমা করে দিবেন, নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন, আল্লাহর সময় আসলে দেরী

لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ

লা-ইয়ুয়াখ্খর। লাও কুন্তুম্ তা'লামূন্। ৫। ক্বা-লা রব্বি ইন্নী দা'আওতু ক্বওমী লাইলাঁও অন্নাহা-র-। ৬। ফালাম্

হবে না, যদি তোমরা জানতে তবে কতই না উত্তম হত। (৫) বলল, হে রব! কাওমকে দিবা-নিশি ডাকলাম, (৬) আমার

ع ৯ ৮ ২ রুকু

ওয়াক্বফে গোফরান

يَزِدْهُمْ دُعَاءِيْ اِلَّا فِرَارًا (٧) وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ

ইয়াযিদ্হুম্ দু'আ — য়ী ~ ইল্লা-ফির-র-। ৭। অইন্নী কুল্লামা-দা'আওতুহুম্ লিতাগ্ফির লাহুম্ জ্বায়ালূ ~ আছোয়া-বি'আহুম্

আহ্বানে তাদের পলায়নকে বাড়িয়ে দিয়েছে। (৭) যখনই তাদেরকে আহ্বান করলাম যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন,

فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٨) ثُمَّ اِنِّيْ

ফী ~ আ-যা-নিহিম্ অস্তাগ্শাও ছিয়া-বাহুম্ অ আছোয়ারুরূ অস্তাক্বারুস্ তিক্বা-রা-। ৮। ছুম্মা ইন্নী

কিন্তু তারা কানে আঙ্গুল দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে, জিদ ধরে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। (৮) পরে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে

دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٩) ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا (١٠) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا

দা'আওতুহুম্ জ্বিহা-রন্। ৯। ছুম্মা ইন্নী ~ আ'লান্তু লাহুম্ অআস্রর্তু লাহুম্ ইস্র-রন্। ১০। ফাকুল্তুস্ তাগ্ফিরূ

উচ্চৈঃস্বরে ডেকেছি, (৯) পরে আমি প্রকাশ্যে বুঝিয়েছি, গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি, (১০) বললাম, তোমরা রবের

رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا (١١) يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا (١٢) وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ

রব্বাকুম্; ইন্নাহূ কা-না গাফ্ফা-রই। ১১। ইয়ুরসিলিস্ সামা — য়া 'আলাইকুম্ মিদ্রা-র-। ১২। অ ইয়ুম্দিদ্কুম্ বিআম্ওয়া-লিঁও

নিকট ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমাশীল, (১১) তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন, (১২) তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও

وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا (١٣) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا

অবানীনা অইয়ুজ্ 'আল্ লাকুম্ জ্বান্না-তিঁও অইয়াজ্ 'আল্ লাকুম্ আন্হা-র-। ১৩। মা-লাকুম্ লা-তারজূনা লিল্লা-হি ওয়াক্ব-র-।

সন্তান দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন, জান্নাত প্রদান করবেন এবং নহরসমূহ স্থাপন করবেন। (১৩) কি হল, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব চাও না?

(١٤) وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا (١٥) اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (١٦) وَّجَعَلَ

১৪। অক্বদ্ খলাক্বকুম্ আত্ব ওয়া-রা-। ১৫। আলাম তারও কাইফা খলাক্ব ল্লা-হু সাব্'আ সামাওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বঁও। ১৬। অজ্বা'আলাল্

(১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) দেখ না, তিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন? (১৬) আর চন্দ্রকে

الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٧) وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا

ক্বমার ফীহিন্না নূরাঁও অজ্বা'আলাশ্ শাম্সা সির-জ্বা-। ১৭। অল্লা-হু আম্বাতাকুম্ মিনাল্ আর্দ্বি নাবা-তান্।

তিনি স্থাপন করেছেন জ্যোতিরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে, (১৭) আর আল্লাহ তোমাদেরকে ভূমি হতে উদ্গত করেছেন।

(١٨) ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا (١٩) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا

১৮। ছুম্মা ইয়ু'ঈদুকুম্ ফীহা-অইয়ুখরিজু কুম্ ইখ্র-জ্বা-। ১৯। অল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বোয়া বিসা-ত্বোয়াল্।

(১৮) তাতেই আবার তোমাদেরকে নিবেন, আবার বের করবেন। (১৯) আর আল্লাহ যমীনকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করলেন

আয়াত-৭ ঃ কাপড় জড়িয়ে নিল। যেন তাঁর কথা আমাদের অন্তরে গ্রথিত না হয়ে যায়। কেননা, তারা তাঁর কথা শুনতে অনিচ্ছুকক ছিল। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১০ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি "ইসতিগফার" কে অর্থাৎ তওবাকে আবশ্যকীয় করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিপদ হতে তার নাজাতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন, প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন। আর এমন স্থান হতে তার রিযক পৌছায়ে থাকেন, যা সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই হয় না। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-১৭ ঃ তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উদ্ভূত করেন। কেননা, আদম (আঃ) এর সৃষ্টি মাটি হতে, তার পর মাটি হতে তরিতরকারী। তরিতরকারী হতে খাদ্যাদি। খাদ্যাদি হতে রক্ত, রক্ত হতে বীর্য, বীর্য হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (জাঃ বয়াঃ)

﴿٢٠﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢١﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ

২০। লিতাস্লুকূ মিন্হা-সুবুলান্ ফিজ্বা-জ্বা-। ২১। ক্ব-লা নূহুর্ রব্বি ইন্নাহুম্ 'আছোয়াওনী অত্তাবা'উ মাল্ লাম্

(২০) যেন তোমরা মুক্ত পথে চলতে পার। (২১) নূহ বলল, রব! তারা আমাকে মানে না, বরং তাকে মানে যার ধন ও

يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٢﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ

ইয়াযিদ্হু মা-লুহূ ওয়া অলাদুহূ ~ ইল্লা-খাসা-র-। ২২। অমাকারূ মাক্রন্ কুব্বা-র-। ২৩। অ ক্ব-লূ লা-তাযারুন্না আ-লিহাতাকুম্

সন্তান তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। (২২) আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, (২৩) আর বলেছে, কখনো দেব-দেবীকে

وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٤﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ

অলা-তাযারুন্না অদ্দাঁও অলা-সুওয়া- আঁও অলা-ইয়াগূছা অ ইয়া'উ ক্ব অনাস্র-। ২৪। অক্বদ আদ্বোয়াল্লূ কাছীরন্ অলা-তাযিদিজ্

ছেড়ো না, না'ওয়াদ্ ও সূয়া'কে, না'ইয়াগুছ্ ইয়া'উক' ও'নাসর'কে। (২৪) তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এসব

الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٥﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ

জোয়া-লিমীনা ইল্লা-দ্বোয়ালা-লা-। ২৫। মিম্মা-খাত্বী — য়া-তিহিম্ উগ্রিক্বূ ফাউদ্খিলূ না-রন্ ফালাম্ ইয়াজ্বিদূ লাহুম্ মিন্ দূনিল্

জালিমদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের পাপের জন্য তারা নিমজ্জিত হয়েছে, জাহান্নামে ঢুকেছে, আল্লাহ ছাড়া

اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٦﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٧﴾ إِنَّكَ إِن

লা-হি আন্ছোয়া-র-। ২৬। অক্ব-লা নূহুর্ রব্বি লা-তাযার্ 'আলাল্ আরদ্বি মিনাল্ কা-ফিরীনা দাইইয়া-র-।২৭। ইন্নাকা ইন্

কাকেও বন্ধু পায় নি। (২৬) আর নূহ বলল, হে আমার রব। যমীনে কোন কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। (২৭) যদি রাখেন,

تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٨﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

তাযার্হুম্ ইয়ুদ্বিল্লূ 'ইবা- দাকা অলা-ইয়ালিদূ ~ ইল্লা-ফা-জ্বিরন্ কাফ্ফা-র-। ২৮। রব্বিগ্ফির্লী অলিওয়া-লিদাইয়্যা

তবে আপনার বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, গুনাহগার ও কাফের জন্ম দিবে। (২৮) হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন,

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ★

অলিমান্ দাখলা বাইতিয়া মু'মিনাঁও অলিল্ মু'মিনীনা অল্ মু'মিনা-ত্; অলা-তাযিদিজ্ জোয়া-লিমীনা ইল্লা-তাবা-র-।

আমার পিতা-মাতাকে, আমার ঘরে প্রবেশকারী নর-নারী ঈমানদারদেরকে ক্ষমা করুন, জালিমদের জন্য শুধু ধ্বংস বাড়ান।

সূরা জ্বিন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ★

১। কুল্ ঊহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুস্ তামা'আ নাফারুম্ মিনাল্ জিন্নি ফাক্ব-লূ ~ ইন্না-সামি'না- কুর্ আ-নান্ 'আজ্বাবা-।

(১) আপনি বলে দিন, আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, একদল জিন শুনে বলেছে আমরা বিচিত্র কোরআন শুনেছি।

٢ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ

২। ইয়াহ্দী ~ ইলার্ রুশ্দি ফাআ-মান্না-বিহ্; অলান্ নুশ্রিকা বিরব্বিনা ~ আহাদাঁও। ৩। অআন্নাহূ তা'আ-লা-জ্বাদ্দু
(২) যা সঠিক পথ দেখায়, আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কাকেও রবের সাথে শরীক করব না। (৩) মর্যাদাবান

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝٣ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝٤

রব্বিনা-মাত্তাখাযা ছোয়া- হিবাতাঁও অলা-অলাদা-। ৪। অআন্নাহূ কা-না ইয়াকূ্লু সাফীহুনা-'আলাল্লা-হি শাত্বোয়াত্বোয়াঁও।
আমাদের রব, না স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, আর না সন্তান, (৪) আর নির্বোধরাই আল্লাহ সম্পর্কে সীমা বহির্ভূত কথা বলে।

٥ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ

৫। অআন্না-জোয়ানান্না ~ আল্লান্ তাকূ্লা লান্ ইন্সু অল্ জ্বিন্নু 'আলাল্লা-হি কাযিবাঁও। ৬। অআন্নাহূ কা-না রিজ্বা-লুম্
(৫) আর আমরা ভাবতাম মানুষ ও জিন্ জাতি কখনও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না।(৬) আর পুরুষ মানুষের মধ্যে কিছু লোক

مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ

মিনাল্ ইন্সি ইয়া'উযূনা বিরিজ্বা-লিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ফাযা-দূহুম্ রহাক্বাঁও। ৭। অআন্নাহুম্ জোয়ান্নূ কামা-জোয়ানান্তুম্
এমন ছিল যে, তারা পুরুষ জিনের কাছে আশ্রয় চাইত, ফলে তাদের গর্ব বৃদ্ধি পেল। (৭) তোমাদের মত তারাও ভাবতো.

اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ

আল্লাই ইয়াব্'আছাল্লা-হু আহাদাঁও। ৮। অআন্না-লামাস্ নাস্ সামা — য়া ফাওয়াজ্বাদ্না-হা-মুলিয়াত্ হারসান্ শাদীদাঁও অ
আল্লাহ কাকেও রাসূল পাঠাবেন না। (৮) আর আমরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য আসমানে গেলাম, কঠোর পাহারা ও অগ্নিশিখা

شُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا

শুহুবাঁ-। ৯। অআন্না-কুন্না-নাক্ব্উদু মিন্হা-মাক্বা-'ইদা লিস্সাম্'ই; ফামাই ইয়াস্তামি'ইল্ আ-না ইয়াজিদ্ লাহূ শিহা-বার
পেলাম। (৯) অথচ পূর্বে আমরা বিভিন্ন ঘাঁটিতে খবর শুনতে বসতাম, কিন্তু এখন খবর শ্রবণ করতে চাইলে সে তার জন্য

رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١٠

রাছোয়াদাঁও। ১০। অ আন্না-লা-নাদ্রী ~ আশার্রুন্ উরীদা বিমান্ ফিল্ আর্দ্বি আম্ আরা-দা বিহিম্ রব্বুহুম্ রশাদাঁও।
জলন্ত অগ্নি শিখা পায়। (১০) আর আমরা জানি না, দুনিয়াবাসীর অমঙ্গলই কাম্য, নাকি তাদের রব তাদের মঙ্গল চান?

١١ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ

১১। অআন্না-মিন্নাছ্ ছোয়া-লিহূনা অ মিন্না-দূনা যা-লিক; কুন্না ত্বোয়ারা — য়িক্ব ক্বিদাদাঁও। ১২। অআন্না-জোয়ানান্না ~ আল্ লান্
(১১) আর আমাদের কেউ সৎ ছিল, কেউ এর ব্যতিক্রম, আমরা বিভিন্ন রকমের। (১২) আর এখন বুঝেছি, যমীনে

আয়াত-১ঃ শানেনুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মক্কার কাফেরদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত যতই বুঝালেন মাত্র কয়েকজন ব্যতীত তারা ঈমান আনল না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মক্কার বাইরে তায়েফ গমন করে তথাকার লোকদের বুঝাতে যাওয়ায় ও অকৃতকার্য হয়ে ফিরবার পথে বর্তনে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন। নাসীবাইন এর নয়জন জ্বিন তাদের আসমানে আরোহণের পথ বন্ধ হওয়ার কারণের খোঁজে এসে কোরআন শুনে বুঝতে পারল। ফলে তারা ঈমান আনল এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে হেদায়েত করল। (তাফঃ হক্কানী)

আয়াত-৬ঃ ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জিন জাতি প্রথমে মানুষকে ভয় করত। পরে মানুষ তাদেরকে ভয় করতে লাগল। ফলে তারা মানুষের নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিতে লাগল। (ইবঃ কাঃ)

نَّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٣ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ

নু'জ্বিযা ল্লা-হা ফিল্ আর্দ্বি অলান্ নু'জ্বিযাহূ হারাবাঁও। ১৩। অআন্না-লাম্মা-সামি'নাল্ হুদা — আ-মান্না-বিহ্;
আমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পালাতেও পারব না। (১৩) আর আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন আমরা

فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٤ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا

ফামাঁই ইয়ু"মিম্ বিরব্বিহী ফালা- ইয়াখ-ফু বাখ্সাঁও অলা-রহাক্বাঁও। ১৪। অআন্না-মিন্নাল্ মুস্লিমূনা অমিন্নাল্
ঈমান আনলাম, যে স্বীয় রবকে বিশ্বাস করে, তার ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা থাকবে না। (১৪) আমাদের মধ্যে কতক মুসলিম

الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٥ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا

ক্ব-সিতূন্; ফামান্ আস্লামা ফাউলা — য়িকা তাহার্রও রশাদা-। ১৫। অআম্মাল্ ক্ব-সিতূনা ফাকা-নূ
এবং কতক সীমা লংঘনকারী; অতএব যারা মুসলিম, তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। (১৫) যারা সীমা লংঘনকারী তারা

لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٦ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝١٧ لِّنَفْتِنَهُمْ

লিজ্বাহান্নামা হাত্বোয়াবাঁও। ১৬। অআল্লাওয়িস্ তাক্ব-মূ 'আলাত্ব ত্বোয়ারীক্বাতি লাআস্ক্বাইনা-হুম্ মা — য়ান্ গাদাক্ব-। ১৭। লিনাফ্তিনাহুম্
দোযখের জ্বালানি। (১৬) আর তারা সত্যপথে কায়েম থাকলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করতাম, (১৭) যদ্দারা আমি তাদেরকে

فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٨ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ

ফীহ্; অমাঁই ইয়ু'রিদ্ব 'আন্ যিক্রি রব্বিহী ইয়াস্লুক্হু 'আযা-বান্ ছোয়া'আদাঁও। ১৮। অআন্নাল্ মাসা-জ্বিদা লিল্লা-হি
পরীক্ষা করতে পারি; আর তাদের রবের স্মরণ-বিমুখীকে তিনি দুঃসহ আযাবে প্রবেশ করাবেন। (১৮) আর মসজিদসমূহ

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝١٩ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ

ফালা-তাদ্'উ মা'আল্লা-হি আহাদাঁও। ১৯। অআন্নাহূ লাম্মা-ক্ব-মা 'আব্দুল্লা-হি ইয়াদ্'উহু কা-দূ ইয়াকূনূনা
আল্লাহরই, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। (১৯) আর যখন আল্লাহর বান্দাহ্ তাকে আহ্বান করল তখন তারা

عَلَيْهِ لِبَدًا ۝٢٠ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۝٢١ قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ

'আলাইহি লিবাদা-। ২০। ক্বুল্ ইন্নামা ~ আদ্'উ রব্বী অলা ~ উশ্রিকু বিহী ~ আহাদা-। ২১। ক্বুল্ ইন্নী লা ~ আমলিকু
তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুন, নিশ্চয়ই রবকে আমি ডাকি, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করি না, (২১) আপনি বলুন,

لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۝٢٢ قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ

লাকুম্ দ্বোয়ার্রাঁও অলা-রশাদা-। ২২। ক্বুল্ ইন্নী লাইঁ ইয়ুজ্বীরানী মিনাল্লা-হি আহাদুঁও অলান্ আজ্বিদা
তোমাদের লাভ-ক্ষতির মালিক আমি নই। (২২) আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহ হতে রক্ষা করার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া

مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝٢٣ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ

মিন্ দূনিহী মুল্তাহাদান্। ২৩। ইল্লা-বালা-গাম্ মিনাল্লা-হি অরিসা-লা-তিহ্; অমাঁই ইয়া'ছিল্লা-হা অরসূলাহূ ফাইন্না
আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। (২৩) কেবল আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছানই আমার দায়িত্ব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যদের

১ ع ১৯ ১১ রুকু

لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۝٢٤ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ

লাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-। ২৪। হাত্তা ~ ইযা-রয়াও মা-ইয়ূ'আদূনা ফাসাইয়া'লামূনা মান্‌
জন্য রয়েছে স্থায়ী জাহান্নামের আগুন। (২৪) যখন তারা প্রতিশ্রুত আযাব দর্শন করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, কার

اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ۝٢٥ قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ

আদ্ব'আফু না-সিরঁও অআক্বল্লু 'আদাদা-। ২৫। ক্বুল্‌ ইন্‌ আদ্‌রী ~ আক্বরীবুম্‌ মা- তূ'আদূনা আম্‌ ইয়াজ্ব্‌'আলু
সাহায্যকারী দুর্বল ও সংখ্যা কম (২৫) বলুন, আমি জানিনা প্রতিশ্রুত বিষয় নিকটে, না রব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ

لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ۝٢٦ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝٢٧ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى

লাহূ রব্বী ~ আমাদা-। ২৬। 'আ-লিমুল্‌ গইবি ফালা-ইয়ুজ্‌হিরু 'আলা-গইবিহী ~ আহাদান্‌। ২৭। ইল্লা-মানির্‌তাদ্বোয়া-
স্থির করবেন। (২৬) তিনি গায়েব সম্বন্ধে জানেন, তিনি কারো নিকট গায়েব প্রকাশ করেন না, (২৭) শুধুমাত্র তাঁর

مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝٢٨ لِّيَعْلَمَ

মির্‌ রাসূলিন্‌ ফাইন্নাহূ ইয়াস্‌লুকু মিম্‌ বাইনি ইয়াদাইহি অমিন্‌ খল্‌ফিহী রছোয়াদাল্‌। ২৮। লিইয়া'লামা
মনোনীত রাছুল ছাড়া। তখন তিনি রাসূলের সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করে রাখেন, (২৮) তারা তাদের রবের বাণী

اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝٢٨

আন্‌ ক্বদ্‌ আব্‌লাগূ রিস-লা-তি রব্বিহিম্‌ অআহা-তোয়া বিমা-লাদাইহিম্‌ অআহ্‌ছোয়া-কুল্লা শাইয়িন্‌ 'আদাদা-।
পৌঁছিয়েছেন কি না তা জানার জন্য; তিনি তাদের সব কিছু আয়ত্বে রেখেছেন, সব কিছুর সংখ্যা তিনি অবগত আছেন।

২ ৯ ১২ রুকু

সূরা মুয্‌যাম্মিল্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ২

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣ اَوْ زِدْ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্‌ মুয্‌যাম্মিলু। ২। ক্বুমিল্লাইলা ইল্লা-ক্বালীলান্‌ ৩। নিছ্‌ফাহূ ~ আওয়িনক্বুছ্‌ মিন্‌হু ক্বালীলা-। ৪। আওযিদ্‌
(১) হে চাদরাচ্ছাধিত! (২) সামান্য সময় ছাড়া রাত জাগরণ করুন, (৩) অর্ধ রাত বা কম, (৪) বা তদপেক্ষা কিছু বেশি:

শানেনুযূল ঃ সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ নবী কারীম (ছঃ)-এর ওপর ওহী আসার সময় অত্যন্ত ভারী অনুভুত হত। শীতকালেও তিনি ঘার্মাক্ত হয়ে যেতেন, মুখ বিবর্ণ হয়ে যেত। প্রথম প্রথম তাতে নবী কারীম (ছঃ) অত্যন্ত ভয় পেতেন। প্রথম যখন ওহী নাযীল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ভীত হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবীকে এ স্নেহপূর্ণ শব্দে আখ্যায়িত করেন। প্রথম প্রথম রাতের নামাযই ফরয ছিল, অবশ্য, রাত মধ্যভাগ হতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করার স্বাধিনতা ছিল। পরে রাতে নামাযে দাঁড়াবার অপরিহার্যতা রহিত হয়ে যায়।

বায়জাভী শরীফ, তফসীরে বাজ্জায ও তাবারানীর বর্ণনা হতে এটাই শানেনুযূল মনে হয় যে, দারুন্নদওয়াতে কুরাইশরা সমবেত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এখন মুহাম্মদ (ছঃ)-এর এমন কোন নাম সাব্যস্ত কর যা দিয়ে লোকদেরকে নিবৃত্ত রাখা যায়। নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট যখন এ সভার সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বিমর্ষিত হয়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসলেন এবং "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্‌যাম্মিল" সম্বোধনের বাণী শুনালেন। রাতে তাঁর করণীয় সম্পর্কে জানান দেয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে। যেহেতু তিনি চাদর মূড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, তাই তাঁকে 'হে চাদর আচচ্ছাদিত (ব্যাক্তি) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٥ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٦ اِنَّ نَاشِئَةَ

'আলাইহি অরত্তিলিল্ কুরআ-না তার্তীলা- । ৫ । ইন্না-সানুল্ক্বী 'আলাইকা ক্বওলান্ ছাক্বীলা- । ৬ । ইন্না না-শিয়াতাল
আর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কোরআন পড়ুন, (৫) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করব, (৬) নিশ্চয়ই রাত

الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٧ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٨ وَاذْكُرِ

লাইলি হিইয়া আশাদ্দু ওয়াত্ব্ য়াঁও ওআক্বওয়ামু ক্বীলা- । ৭ । ইন্না-লাকা ফিন্নাহা-রি সাব্হান্ ত্বোয়াওয়ীলা- । ৮ । অয্কুরিস্
জাগরণ কঠিন, তবে কথার উপযোগী । (৭) নিশ্চয় দিনের বেলা আপনার দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততা আছে । (৮) আর স্মরণ করুণ

اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٩ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ

মা রব্বিকা অতাবাত্তাল্ ইলাইহি তাব্তীলা- । ৯ । রব্বুল্ মাশ্রিক্বি অল্মাগ্রিবি লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ফাত্তাখিয্হু
আপনার রবের নাম, তাঁর দিকে মগ্ন হোন । (৯) পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাকেই গ্রহণ

وَكِيْلًا ۝١٠ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝١١ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ

অক্বীলা- । ১০ । ওয়াছ্বির্ 'আলা-মা-ইয়াকূ্লূনা ওয়াহ্জুর্ হুম্ হায্রন্ জ্বামীলা- । ১১ । অযার্নী অল্মুকায্যিবীনা
কর কার্য বিধায়করূপে, (১০)লোকের কথায় সবর করুন, সুন্দর ভাবে তাদেরকে পরিহার করুন, (১১) আর আমাকে ও

اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝١٢ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝١٣ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

উলিন্ না'মাতি অমাহ্হিল্হুম্ ক্বলীলা- । ১২ । ইন্না-লাদাইনা ~ আন্কা-লাঁও অজ্বাহীমাঁ- ।১৩ । অত্বোয়া'আ-মান্ যা-গুছ্ছোয়াতিঁও
বিলাসী মিথ্যাবাদীদেরকে ছেড়ে দিন ও একটু অবকাশ দিন । (১২) আমার কাছে শিকল ও আগুন আছে । (১৩) কণ্ঠরোধক

وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٤ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ☆

অ'আযা-বান্ আলীমা- । ১৪ । ইয়াওমা তার্জুফুল্ আর্দু অল্জ্বিবা-লু অকা-নাতিল্ জ্বিবা-লু কাছীবাম্ মাহীলা- ।
খাদ্য ও যন্ত্রনাদায়ক আযাব । (১৪) সেদিন যমীন ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে, পাহাড়গুলো বহমান বালুকাস্তুপের হবে ।

۝١٥ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ☆

১৫ । ইন্না ~ আর্সাল্ না ~ ইলাইকুম্ রসূলান্ শা-হিদান্ 'আলাইকুম্ কামা ~ আর্সাল্না ~ ইলা- ফির্'আ'উনা রসূলা- ।
(১৫) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে

۝١٦ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ

১৬ । ফা'আছোয়া- ফির্'আউনুর্ রসূলা ফাআখয্না-হু আখ্যাঁও অবীলা- । ১৭ । ফাকাইফা তাত্তাকূ্না ইন্ কাফারতুম্
(১৬) ফেরাউন রাসূলের আনুগত্য করে নি, তাকে কঠোরভাবে ধরলাম । (১৭) তোমরা সে দিন কিভাবে বাঁচবে, যদি

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝١٨ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۭ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝١٩ اِنَّ

ইয়াওমাইঁ ইয়াজ্ব 'আলুল্ ওয়িল্দা-না শীবা- । ১৮ । নিস্ সামা — য়্ মুন্ফাত্বিরুম্ বিহ্; কা-না ওয়া'দুহূ মাফ্'উলা- । ১৯ । ইন্না
কুফ্রী কর, যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে দেবে, (১৮) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তাঁর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী । (১৯) এটা

ع ١٩ ١٣ রুকু

هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْ

হা-যিহী তায্ কিরতুন্ ফামান্ শা — য়াত্তাখাযা ইলা-রব্বিহী সাবীলা-।২০। ইন্না রব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাক্বূমু
উপদেশ, সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ ধরুক। (২০) নিশ্চয়ই আপনার রব জানেন, নিশ্চয়ই আপনি রাতের প্রায় দু' তৃতীয়াংশ,

اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ

আদ্না-মিন্ ছুলুছায়িল্লাইলি অনিছ্ফাহূ অ ছুলুছাহূ অত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিনাল্লাযীনা মা'আক্; অল্লা-হু ইয়ুক্বদ্দিরুল্
অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশ জাগরণ করেন, আপনার সঙ্গীদের একদলও, আর আল্লাহই দিন ও রাতেরপরিমাণ নির্ধারণ করেন;

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ

লাইলা অন্নাহা-র্; 'আলিমা আল্লান্ তুহ্ছূহু ফাতা-বা 'আলাইকুম্ ফাক্ব্রায়ূ মা-তাইয়াস্সারা মিনাল্ ক্বুর্আ-ন্;
তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে সক্ষম নয় তাই তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, কোরআন থেকে যা সহজ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ

'আলিমা আন্ সাইয়াকূনু মিন্কুম্ মার্দ্বোয়া অআ-খরূনা ইয়াদ্বরিবূনা ফিল্ আর্দ্বি ইয়াব্তাগূনা মিন্
তা পড়, তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, আর কেউ কেউ আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের তালাশে যমীনে ভ্রমণ

فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۫ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا

ফাদ্বলিল্লা-হি অআ-খরূনা ইয়ুক্বা-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি ফাক্ব্রায়ূ মা-তাইয়াস্সার মিন্হু অআক্বীমুছ্
করবে, কেউ কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, অতএব কোরআনের যতটুকু পাঠ করা সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর; (ফরয)

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ

ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা অআক্ব্রিদ্বুল্লা-হা কার্দ্বোয়ান্ হাসানা-; অমা-তুক্বাদ্দিমূ লিআন্ফুসিকুম্ মিন্
নামায কায়েম কর, আর যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে কর্জে হাছানা প্রদান কর; আর নিজেদের কল্যাণের জন্য যাই করবে

২ ع ١ ١٤ রুকু

خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

খইরিন্ তাজিদূহু 'ইন্দাল্লা-হি হুওয়া খইরঁও অআ'জোয়ামা আজ্র-; অস্তাগ্ফিরুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্।
আল্লাহর নিকট পাবে, এটাই উত্তম ও মহা পুরস্কার; অতএব আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদ্দাচ্ছির্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৬
রুকূ ঃ ২

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ

১। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ মুদ্দাছ্ছিরু। ২। ক্বুম্ ফাআন্যির্। ৩। অরব্বাকা ফা কাব্বির্ ৪। অছিয়া-বাকা ফাত্বোয়াহ্হির্। ৫। অররুজ্য যা-
(১) হে বস্ত্রাবৃত! (২) উঠুন, সাবধান করুন, (৩) রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, (৪) বস্ত্র পাক রাখুন, (৫) নাপাক হতে দূরে

فَاهْجُرْ ۝٦ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٧ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٨ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٩ فَذَٰلِكَ

ফাহ্জুর্ ।৬। অলা- তাম্নুন্ তাস্তাক্ছিরু ।৭। অলিরব্বিকা ফাছ্বির্ ।৮। ফাইযা-নুক্বির ফিন্না-কূরি ।৯। ফাযা-লিকা
থাকুন, (৬) বেশির আশায় দান করবেন না; (৭) রবের জন্য সবর করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁ হবে, (৯) অনন্তর

يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝١٠ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١١ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا

ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াওমুন্ 'আসীরুন্ । ১০। 'আলাল্ কা-ফিরীনা গইরু ইয়াসীর্ । ১১। যার্নী অমান্ খলাক্বতু অহীদাঁও।
সে দিবসটি এক কঠিন দিন, (১০) কাফেরদের জন্য মোটেও সহজ নয়, (১১) ছেড়ে দাও আমাকে ও আমার সৃষ্টিকে :

۝١٢ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝١٣ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝١٤ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۝١٥ ثُمَّ

১২। অজ্বা'আল্তু লাহূ মা-লাম্ মাম্দূদাঁও। ১৩। অবানীনা শুহূদাঁও ১৪। অমাহ্হাত্তু লাহূ তাম্হীদান্। ১৫। ছুম্মা
(১২) আর তাকে বহু ধনসম্পদ দিয়েছি, (১৩) আরও দিয়েছি নিকটতম পুত্র, (১৪) তাকে জীবনোপকরণ দিয়েছি; (১৫) এরপরও

يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝١٦ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝١٧ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝١٨ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

ইয়াত্ব্মা'উ আন্ আযীদা ১৬। কাল্লা-; ইন্নাহূ কা-না লিআ-ইয়া-তিনা- 'আনীদা-। ১৭। সাউর্হিক্বুহূ ছোয়া'উদা-। ১৮। ইন্নাহূ ফাক্কার অক্বদ্দার।
চায় যেন আরও বাড়াই; (১৬) না, সে তো আয়াতের বিরোধী, (১৭) তাকে ক্রম শাস্তি দিব। (১৮) সে চিন্তা ও স্থির করল,

۝١٩ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٢٠ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٢١ ثُمَّ نَظَرَ ۝٢٢ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

১৯। ফাক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দার্। ২০। ছুম্মা ক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দার্। ২১। ছুম্মা নাজোয়ার ২২। ছুম্মা 'আবাসা ওয়াবাসার।
(১৯) ধ্বংস হোক! কিরূপে স্থির করল? (২০) আরও ধ্বংস, কিরূপে স্থির করল? (২১) আবার চাইল। (২২) কপাল কুঁচকিয়ে মুখ বাঁকা করল,

۝٢٣ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝٢٤ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۝٢٥ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

২৩। ছুম্মা আদ্বার ওয়াস্তাক্বার্ ।২৪। ফাক্বা-লা ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-সিহ্রুঁই ইয়ু"ছার্ ।২৫। ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-ক্বাওলুল্ বাশার্।
(২৩) পরে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং অহংকার করল। (২৪) অতঃপর বলল, এটা তো প্রাপ্ত যাদুই। (২৫) এতো মানুষেরই কথা।

۝٢٦ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝٢٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝٢٨ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝٢٩ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ

২৬। সাউছ্লীহি সাক্বার্ ।২৭। অমা ~ আদ্র-কা মা-সাক্বার্ ।২৮। লা তুবক্বী অলা -তাযার্ ।২৯। লাওয়্যা-হাতুল্লিল্বাশার্।
(২৬) সাকার এ ফেলব, (২৭) তুমি কি জান সাকার কি? (২৮) যা রাখে না, ছাড়েও না (১) (২৯) দেহ বিকৃতকারী।

۝٣٠ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٣١ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ

৩০। 'আলাইহা- তিস্'আতা আ'শার্ ৩১। অমা-জ্বা'আল্না ~ আছ্হা-বান্না-রি ইল্লা-মালা — য়িকাতাঁও অমা-জ্বা'আল্না-ই'দ্দাতাহুম্
(৩০) উনিশজন প্রহরী। (৩১) ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরা কাজে নিয়োজিত রাখলাম, আমি তাদের সংখ্যা এরূপ রেখেছি।

আয়াত-২৮ঃ দোযখীদের কোন অংশই জ্বলা হতে বাকী থাকবে না। জ্বালানোর পর সেই অবস্থায় ছেড়ে দিবে না' বরং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর সদা জ্বলতে থাকবে। (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-২৯ঃ দেহের চামড়া জ্বালিয়ে আকৃতি পরিবর্তন করে দিবে। (ফাওঃ ওছঃ)
আয়াত-৩০ঃ জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বাহিনীর সরদার হবেন উনিশ জন। তাদের মধ্যে বড় সরদারের নাম মালেক। শাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত উনিশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল, পাপীদেরকে শাস্তি দিবার জন্য উনিশ প্রকারের ফরযসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক ফরযের ব্যবস্থাপনা এক একজন ফেরেশতার নেতৃত্বে থাকবে। নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের শক্তি এতো বেশি যে, লক্ষ মানুষ একত্রে যা করতে অক্ষম, একজন ফেরেশতা তা করতে সক্ষম। তবে প্রত্যেক ফেরেশতার শক্তি তার দায়িত্বের আওতায় সীমাবদ্ধ। (ফাওঃ ওছঃ)

إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا

ইল্লা-ফিত্‌নাতাল্ লিল্লাযীনা কাফারূ লিইয়াস্ তাইক্বিনা ল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা অইয়াযদা-দাল্ লাযীনা আ-মানূ ~
আর আমি কাফেরদের পরীক্ষার জন্য যেন কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আর মুমিনদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় কিতাবের

إِيمَٰنًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِى

ঈমা-নাঁও অলা-ইয়ার্‌তা-বাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা অল্ মু"মিনূনা অলিইয়াকূ্‌লাল্ লাযীনা ফী
অনুসারীরা ও বিশ্ববাসীরা যেন সন্দেহ পোষণ না করে এবং এর ফলে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা ও কাফেররা বলতে

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

ক্বু-লূ বিহিম্ মারদ্বুঁও অল্ কা-ফিরূনা মা-যা ~ আরদাল্লা-হু বিহা-যা-মাছালা-; কাযা-লিকা ইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হু
আরম্ভ করল, আল্লাহ এ আশ্চর্য উপমা দিয়ে কি বুঝাতে চান? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং যাকে

مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ

মাঁই ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্‌দী মাঁই ইয়াশা — য়্; অমা-ইয়া'লামু জুনূদা রব্বিকা ইল্লা-হূঅ্ ; অমা-হিয়া ইল্লা- যিক্‌রা-
ইচ্ছা পথনির্দেশ করে থাকেন। আর আপনার রবের কাহিনী সম্পর্কে রব ছাড়া আর কেউ জানেনা. এটা মানুষের জন্য

لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾

ع ١ ٣١ ১৫ রুকু

লিল্‌বাশার্। ৩২। কাল্লা-অল্‌ক্বামার্। ৩৩। অল্লাইলি ইয্ আদ্‌বার্। ৩৪। অছ্‌ছুব্‌হি ইযা ~ আস্‌ফার্। ৩৫। ইন্নাহা- লাইহ্‌দাল্ কুবার্।
সতর্ক বাণী। (৩২) কখনও না, চন্দ্রের কসম, (৩৩) আর অতিক্রান্ত রাতের, (৩৪) আর উজ্জ্বল প্রভাতের, (৩৫) তা অন্যতম বিপদ,

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ

৩৬। নাযীরল্লিল্‌বাশার্ । ৩৭। লিমান্ শা — য়া মিনকুম্ আইঁ ইয়াতাক্বাদ্দামা আওইয়াতায়াখ্‌র্ । ৩৮। কুল্লু নাফ্‌সিম বিমা- কাসাবাত্
(৩৬) মানুষের জন্য অত্যন্ত ভীতি প্রদর্শক সতর্ককারী; (৩৭) তোমাদের অগ্রগামী বা পশ্চাদগামীদের জন্য। (৩৮) প্রত্যেকে আপন

رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَٰبَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

রহীনাহ্। ৩৯। ইল্লা ~ আছ্‌হাবাল্ ইয়ামীন্। ৪০। ফী জ্বান্না-ত; ইয়াতাসা — য়ালূন্। ৪১। 'আনিল্ মুজ্বরিমীনা।
কর্মের জন্য দায়ী, (৩৯) তবে ডানের লোক ছাড়া, (৪০) তারা উদ্যানে থাকবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (৪১) পাপীদের সম্পর্কে,

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

৪২। মা-সালাকাকুম্ ফী সাক্বর্। ৪৩। ক্বা-লূ লাম্ নাকু মিনাল্ মুছোয়াল্লীন্। ৪৪। অলাম্ নাকু নুত্বইমুল্ মিসকীন্।
(৪২) সাকারে কে ফেলেছে? (৪৩) তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, (৪৪) মিসকীনদেরও আহার করাতাম না,

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا

৪৫। অকুন্না-নাখূদ্বু মা'আল্ খ — য়িদ্বীন্। ৪৬। অকুন্না নুকায্‌যিবু বিইয়াওমিদ্দীন্। ৪৭। হাত্তা ~ আতা-নাল্
(৪৫) দোষান্বেষীদের সাথে রিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। (৪৬) আর কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। (৪৭) এমন কি মৃত্যু

الْيَقِينُ ﴿٤٨﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٩﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٥٠﴾ كَأَنَّهُمْ

ইয়াক্বীন্। ৪৮ । ফামা-তান্ ফা'উহুম্ শাফা-'আতুশ্ শা-ফি'ঈন্। ৪৯ । ফামা- লাহুম্ 'আনিত্তায্‌কিরতি মু'রিদ্বীন্। ৫০ । কায়ান্নাহুম্

এসে পড়ল।(৪৮) সুপারিশকারী তাদের উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, উপদেশ বিমুখ হয়। (৫০) যেন তারা

حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥١﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥٢﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ

হুমুরুম্ মুস্তান্‌ফিরাহ্। ৫১ । ফার্‌রাত্ মিন্ ক্বাস্ ওয়ারাহ্। ৫২ । বাল্ ইয়ুরীদু কুল্লু্ম্ রিয়িম্ মিন্‌হুম্ আইঁ ইয়ু"তা-

ভীত গাধা। (৫১) এবং যা সিংহের সম্মুখ হতে পালায়ন কর, (৫২) বরং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এ আশা করে যে, তাকে, একটি

صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٣﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٤﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٥﴾ فَمَن شَاءَ

ছুহুফাম্ মুনাশ্‌শারহ্। ৫৩ । কাল্লা-; বাল্ লা-ইয়াখ-ফূনাল্ আ-খিরাহ্। ৫৪ । কাল্লা ~ ইন্নাহূ তায্‌কিরাহ্। ৫৫ । ফামান্ শা — য়া

গ্রন্থ দেয়া হোক। (৫৩) কখনও না, তারা আখেরাতকে ভয় করে না।(৫৪) না, কোরআনই সকলের জন্য উপদেশবাণী।(৫৫) সুতরাং যার

ذَكَرَهُ ﴿٥٦﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ☆

যাকারহ্। ৫৬ । অমা-ইয়ায্‌কুরূনা ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হ্; হুওয়া আহ্‌লুত্ তাক্বওয়া অআহ্‌লুল্ মাগ্‌ফিরহ্।

ইচ্ছা যে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।(৫৬) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না ও তিনিই ভীতিপ্রদ, ক্ষমাশীল।

২ ع ২৫ ১৬ রুকু • তিন চতুর্থাংশ

সূরা ক্বিয়া-মাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪০
রুকূ ঃ ২

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ

১ । লা ~ উক্ব্‌সিমু বিইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি। ২ । অলা ~ উক্ব্‌সিমু বিন্নাফ্‌সিল্ লাওয়্যা-মাহ্। ৩ । আইয়াহ্‌সাবুল্

(১) কসম করছি কেয়ামত দিবসের, (২) আরও কসম করছি তিরস্কারকারীর। (৩) মানুষের কি ধারণা যে, আমি তার অস্থিসমূহ

الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ

ইন্‌সা-নু আল্লান্ নাজ্ব্‌মা'আ ই'জোয়া-মাহ্। ৪ । বালা-ক্ব-দিরীনা 'আলা ~ আন্ নুসাওয়্যিয়া বানা-নাহ্। ৫ । বাল্

কখনও একত্র করব না?(৪) অবশ্যই আমি একত্রিত করব, আমি আঙ্গুলের করকেও সংস্থাপন করতে সক্ষম। (৫) তবুও কোন কোন

يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ

ইয়ুরীদুল্ ইন্‌সা-নু লিইয়াফ্‌জু্‌রা আমা-মাহ্। ৬ । ইয়াস্‌য়ালু আইইয়া-না ইয়াওমুল্ ক্বিয়ামাহ্।৭ । ফাইযা-বারিক্বল্

মানুষ চায় যে, ভবিষ্যতেও সে পাপ কর্মে লিপ্ত হবে। (৬) সে প্রশ্ন করে, কখন আখেরাতের আগমন ঘটবে? (৭) অনন্তর যখন চক্ষু

আয়াত-৫৩ঃ কাফিরদের একদল হুযূর (ছঃ) কে বলল, আপনি যদি চান যে, আমরা আপনার অনুসরণকারী হই, তা হলে আপনি একটা বিশেষ কিতাব আসমান হতে অবতীর্ণ করায়ে দিন যা আমাদেরকে আপনার অনুসরণের নির্দেশ দান করবে। (কামালাইন)
আয়াত-২ঃ মানুষের মন প্রথমতঃ আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে, নেক্ কাজের প্রতি মোটেই আগ্রহ থাকে না। আত্মার এরূপ অবস্থায় তাকে নফ্‌সে আম্মারা বলে। তার পর প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলে, তথা মন্দ কাজের প্রতি গমন করলে বা কোন ভাল কাজ না করলে, আত্মা তাকে তিরস্কার করে। এ অবস্থায় তাকে "নফ্‌সে লাউওয়ামাহ" বলে। আর যখন নেক কাজের আগ্রম সুদৃঢ় হয় এবং মন্দ কাজের আগ্রহ দূরীভূত হয়, তখন এ অবস্থায় তাকে বলে "নফ্‌সে মুত্‌মাইন্নাহ"। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭ঃ অর্থাৎ মানুষের চক্ষু আলো দানে অপরাগ হয়ে যাবে। (মুঃ কোঃ)

الْبَصَرُ ﴿٨﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿١٠﴾ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ

বাছোয়ার্। ৮ । অখসাফাল্ ক্বমার্। ৯ । অজুমি'আশ্ শাম্‌সু অল্ ক্বমার্। ১০ । ইয়াক্বূলুল্ ইন্‌সা-নু ইয়াওমায়িযিন্
অন্ধকার হয়ে যাবে। (৮) চন্দ্র হবে জ্যোতিহীন। (৯) চাঁদ-সুরুজ একত্র করা হবে। (১০) সেদিন মানুষ বলবে, এখন পালায়ন

أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١١﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١٢﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٣﴾ يُنَبَّؤُا

আইনাল্ মাফার্। ১১ । কাল্লা-লা- অযার্। ১২ । ইলা-রব্বিকা ইয়াওমায়িযিনিল্ মুস্‌তাক্বার্। ১৩ । ইয়ুনাব্বায়ুল্
কোথায় করব? (১১) না, কোথাও জায়গা নেই। (১২) সেদিন আপনার রবের কাছেই ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষ জানবে

الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٤﴾ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْ

ইন্‌সা-নু ইয়াওমায়িযিম্ বিমা-ক্বাদ্দামা অআখ্‌খর্। ১৪ । বালিল্ ইন্‌সা-নু 'আলা-নাফ্‌সিহী বাছীরতুঁও। ১৫ । অলাও
কোথায় তার পূর্বাপর সকল কাজ সম্পর্কে। (১৪) বরং মানুষ নিজের সম্বন্ধে অবগত। (১৫) যদিও সে অজুহাত করে। (১৬) আর

أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٦﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٧﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ

আল্‌ক্বা-মা'আযীরহ্। ১৬ । লা-তুহার্‌রিক্ বিহী লিসা-নাকা লিতা'জ্বালা বিহ্। ১৭ । ইন্না 'আলাইনা- জ্বাম্'আহূ অ
(হে নবী আপনি) ওহী আয়ত্ব করতে আপনার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। (১৭) নিশ্চয়ই তা একত্রিত করা, পাঠ ও সংরক্ষণ

قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿٢٠﴾ كَلَّا بَلْ

ক্বুর্‌আ-নাহ্। ১৮ । ফাইযা-ক্বার'না-হু ফাত্তাবি' ক্বুর্‌আ-নাহ্। ১৯ । ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- বাইয়া-নাহ্। ২০ । কাল্লা-বাল্
করার দায়িত্ব আমার। (১৮) পড়ার সময় তার অনুসরণ করতে থাকুন। (১৯) ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (২০) না, তোমরা তো

تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢١﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٢﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ

তুহিব্বূনাল্ 'আ-জ্বিলাহ্। ২১ । অতাযারূনাল্ আ-খিরাহ্। ২২ । উজূহুঁই ইয়াওমায়িযিন্ না-দ্বিরাহ্। ২৩ । ইলা-
পার্থিব-জগৎকে ভালবাস। (২১) আখেরাতকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক চেহারা, উজ্জ্বল হবে। (২৩) রবের দিকে

رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٤﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٥﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٦﴾ كَلَّا إِذَا

রব্বিহা- না -জিরাহ্। ২৪ । অ উজূহুঁই ইয়াওমায়িযিম্ বা-সিরহ্। ২৫ । তাজুন্নু আইঁ ইয়ুফ্'আলা বিহা-ফা-ক্বিরহ্। ২৬ । কাল্লা ~ ইযা-
তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক চেহারা হবে বিবর্ণ। (২৫) এ কল্পনায় যে এক মহাবিপদাসন্ন, (২৬) কখনও এরূপ নয়,

بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٧﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ سكتة رَاقٍ ﴿٢٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٩﴾ وَالْتَفَّتِ

বালাগতিত্তারা-ক্বিইয়া। ২৭ । অক্বীলা মান্ রাক্বিঁও। ২৮ । অজোয়ান্না আন্নাহুল্ ফিরা-ক্বু। ২৯ । অল্ তাফ্‌ফাতিস্
যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়বে। (২৭) এবং বলবে, কোন রক্ষাকারী আছে কি? (২৮) আর তখন তার একান্ত ধারণা হবে, বিদায়ক্ষণ। (২৯) পা পায়ের

السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٣٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣١﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ وَلَٰكِن

সা-ক্বু বিস্‌সা-ক্বি। ৩০ । ইলা-রব্বিকা ইয়াওমায়িযিনিল্ মাসা-ক্ব। ৩১ । ফালা-ছোয়াদ্দাক্ব অলা-ছোয়াল্লা-। ৩২ । অলা-কিন্
সাথে জড়াবে। (৩০) সে দিন রবের নিকটেই সবকিছু যাবে। (৩১) অনন্তর না ঈমান আনল, আর না নামায। (৩২) বরং

ع ১ ৩০ ১৭ রুকু

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٤﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى

কায্‌যাবা অতাওয়াল্লা-। ৩৩। ছুম্মা যাহাবা ইলা ~ আহ্‌লিহী ইয়াতাম্মাত্তোয়া-। ৩৪। আওলা-লাকা ফাআওলা-।
প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়েছে। (৩৩) পরে দম্ভ ভরে পরিবারে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর, দুর্ভোগ!

﴿٣٥﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٦﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٧﴾ اَلَمْ

৩৫। ছুম্মা আওলা-লাকা ফাআওলা-। ৩৬। আইয়াহ্‌সাবুল্ ইন্‌সা-নু আই ইয়ুত্‌রাকা সুদা। ৩৭। আলাম্
(৩৫) আবার তোমাদের দুর্ভোগের উপর, দুর্ভোগ! (৩৬) মানুষ কি ভাবে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্খলিত

يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٩﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ

ইয়াকু নুত্ব্‌ফাতাম্ মিম্ মানিয়্যিঁই ইয়ুম্‌না-। ৩৮। ছুম্মা কা-না 'আলাক্বাতান্ ফাখলাক্ব ফাসাওয়া-। ৩৯। ফাজ্বা'আলা মিন্‌হুয্
শুক্রবিন্দু ছিল না?(৩৮) পরে সে জমাট রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল, তিনি তাকে মানব আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। (৩৯) অতঃপর

২ ع ১০ ১৮ রুকু

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٠﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى

যাওজ্বাইনিয্ যাকারা অল্ উন্‌ছা-। ৪০। আলাইসা যা-লিকা বিক্বা-দিরিন্ 'আলা ~ আই ইয়ুহ্‌য়িইয়াল্ মাওতা-।
তা হতে তিনি যুগল নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। (৪০) তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

সূরা দাহ্‌র
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩১
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا

১। হাল্ আতা- 'আলাল ইন্‌সা-নি হীনুম্ মিনাদ্ দাহ্‌রি লাম্ ইয়াকুন্ শাইয়াম্ মায্‌কূরা-। ২। ইন্না
(১) মানব ইতিহাসে এমন কিছু সময় অতিবাহিত, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) মানুষকে মিলিত বীর্য

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٣﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ

খলাক্বনাল্ ইন্‌সা-না মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ আম্‌শা-জ্বিন্ নাব্‌তালীহি ফাজ্বা'আল্‌না-হু সামী'আম্ বাছীর-। ৩। ইন্না-হাদাইনা-হুস্
হতে সৃষ্টি করেছি, তাকে পরীক্ষা করার জন্য আর এজন্য তাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছি ও দৃষ্টিসম্পন্ন করেছি। (৩) আমি তাকে পথ

السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٤﴾ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَاَغْلٰلًا

সাবীলা ইম্মা-শা-কিরঁও অইম্মা- কাফুর-। ৪। ইন্না ~ আ'তাদ্‌না-লিল্‌কা-ফিরীনা সালা-সিলা অআগ্‌লা-লাঁও
প্রদর্শন করিয়েছি, হয় কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ। (৪) নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞদের জন্য শৃঙ্খল, বেড়ী ও অগ্নি প্রস্তুত করে

وَّسَعِيْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿٦﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ

অসা'ঈর-। ৫। ইন্নাল্ আব্‌র-র ইয়াশ্‌রবূনা মিন্ কা"সিন্ কা-না মিযা-জুহা- কাফূর-। ৬। 'আইনাই ইয়াশ্‌রবু
রেখেছি। (৫) নিশ্চয়ই পুণ্যবানেরা এমন পানিয় পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে, (৬) এমন নহর যা হতে

بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٧﴾ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ

বিহা-'ইবা-দুল্লা-হি ইয়ুফাজ্জিরূনাহা- তাফ্‌জ্বীর-। ৭। ইয়ুফূনা বিন্নায্‌রি অইয়াখ-ফূনা ইয়াওমান্ কা-না শারুরুহূ

আল্লাহর বান্দাহ্‌রা পান করবে, তা তারা যথেষ্ট প্রবাহিত করবে। (৭) তারা দায়িত্ব পূর্ণ করে; ব্যাপক অনিষ্টের দিনকে

مُسْتَطِيْرًا ﴿٨﴾ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿٩﴾ اِنَّمَا

মুস্‌তাত্বীর-। ৮। অইয়ুত্ব্‌'ইমূনা ত্বোয়া'আ-মা 'আলা-হুব্বিহী মিস্‌কীনাঁও অইয়াতীমাঁও অআসীর-। ৯। ইন্নামা-

ভয় করে (৮) খাদ্যের প্রতি মোহ থাকা সত্বেও খাদ্য দান করবে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে। (৯) আল্লাহর সন্তুষ্টির

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿١٠﴾ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا

নুত্ব্‌'ইমুকুম্ লিঅজ্‌হি ল্লা-হি লা-নুরীদু মিন্‌কুম্ জ্বাযা — য়াঁও অলা-শুকূর-। ১০। ইন্না-নাখ-ফু মির্ রব্বিনা-ইয়াওমান্

জন্য খাওয়াই, তোমাদের হতে এরজন্য না প্রতিদান চাই, আর না কৃতজ্ঞতা। (১০) আমরা রবের পক্ষ হতে কঠিন, তিক্ত

عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿١١﴾ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١٢﴾ وَ

'আবূসান্ ক্বম্‌ত্বোয়ারীর-। ১১। ফওয়াক্ব-হুমুল্লা-হু শার্‌র যা-লিকাল্ ইয়াওমি অলাক্ব্ ক্ব-হুম্ নাদ্ব্‌রাতাঁও অসুরূর-। ১২। অ

দিনের ভয় করছি। (১১) আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট হতে এবং খুশী ও আনন্দ দিবেন। (১২) আর ধৈর্যের

جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٣﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ

জ্বাযা-হুম্ বিমা- ছোয়াবারূ জ্বান্নাতাঁও অহারীরম্। ১৩। মুত্তাকিয়ীনা ফীহা-'আলাল্ আর — য়িকি লা-ইয়ারওনা

বদলা প্রদান করবেন জান্নাত ও রেশম। (১৩) সেখানে তারা পালঙ্কে হেলান দিয়ে থাকবে, তথায় তারা না দেখতে পাবে

فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٤﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٥﴾ وَ

ফীহা-শাম্‌সাঁও অলা-যাম্‌হারীর-। ১৪। অদা-নিয়াতান্ 'আলাইহিম্ জিলা-লুহা- অযুল্লিলাত্ কুত্বূফুহা-তায্‌লীলা-। ১৫। অ

গরম, আর না দেখবে কঠিন ঠাণ্ডা। (১৪) আর তাদের সাথে ছায়া থাকবে, ফল-মূল তাদের করায়ত্ব থাকবে। (১৫) আর

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٦﴾ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ

ইয়ুত্বোয়া-ফু 'আলাইহিম্ বিআ-নিয়াতিম্ মিন্ ফিদ্দ্বোয়াতিঁও অ আকওয়া- বিন্ কা-নাত্ ক্বাওয়ারীরা। ১৬। ক্বাওয়ারীরা মিন্ ফিদ্দ্বোয়াতিন্

তাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হবে রূপা দ্বারা নির্মিত কাঁচের পান পাত্রে। (১৬) রূপার তৈরি কাঁচপাত্র পূর্ণকারীরা

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٧﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿١٨﴾ عَيْنًا فِيْهَا

ক্বদ্দারূহা তাক্ব্‌দীরা-। ১৭। অ ইয়ুস্‌ক্বওনা ফীহা-কা''সান্ কা-না মিযা-জুহা- যান্‌জ্বাবীলা-। ১৮। 'আইনান্ ফীহা-

যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। (১৭) সেথায় তাদেরকে পান করানো হবে আদ্রক মিশ্রিত পানীয়। (১৮) এমন ঝর্ণা যার নাম

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ অত্র আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জনৈক ইহুদীর মজুরী করে বিনিময়ে কিছু জোয়ার পেয়েছিলেন, তার এক তৃতীয়াংশ পেষণী বাবদ দিয়ে অবশিষ্টাংশতে তিনটি রুটি বানালেন, তা খাওয়ার পূর্বেই এক দীনহীন লোক এসে খাদ্য চাইল। তিনি তাকে একটি রুটি দিয়ে অব্যবহিত পরেই আসল এক অনাথ শিশু এবং ভিক্ষা চাইল। তিনি তাকে দ্বিতীয়টিও দিয়ে দিলেন, অতঃপর একজন মুশরিক কয়েদী এতে তার ক্ষুধার যাতনার কথা প্রকাশ করল, তখন তিনি তৃতীয় রুটিটিও তাকে দিয়ে দিলেন, আর নিজে অভুক্ত অবস্থায় রাত যাপন করলেন, হযরত আবুদ্দারাদাহ্ সম্বন্ধেও আয়াতটি নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তিনিও চারটি নিয়ে ইফতার করতে বসলে, উক্তরূপ তিন ব্যক্তিকে তিনটি রুটি দিয়েছিলেন এবং নিজে পরিবারসহ একটি রুটিতে রাত কাটালেন।

تسمى سلسبيلا ﴿١٩﴾ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم

তুসাম্মা সাল্‌সাবীলা-। ১৯। অইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্‌ ওয়িল্‌দা-নুম্‌ মুখাল্লাদূনা ইযা-রায়াইতাহুম্‌ হাসিব্‌তাহুম্‌
সালসাবীল' (১৯) আর তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা, হে শ্রোতারা! তাদেরকে দেখলে মনে হবে যেন

لؤلؤا منثورا ﴿٢٠﴾ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ﴿٢١﴾ عاليهم

লু"লুয়াম্‌ মান্‌ছূরা-। ২০। অইযা-রয়াইতা ছাম্মা রয়াইতা না'ঈমাঁও অমুল্‌কান্‌ কাবীর-। ২১। 'আ-লিয়াহুম্‌
বিক্ষিপ্ত মুক্তা। (২০) আর যখনই তুমি তাদের দিকে তাকাবে, দেখতে পাবে বিরাট নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য। (২১) তাদের

ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

ছিয়া-বু সুন্‌দুসিন্‌ খুদ্বরুঁও অইস্‌তাব্‌রক্বুঁ ও অহুল্লূ ~ আসা-ওয়ির মিন্‌ ফিদ্বদ্বোয়াতিন্‌ অসাক্ব-হুম্‌
(বেহেশতীদের) ওপর মিহিন সবুজ ও স্থূল রেশমের সাদা পোশাক হবে, আর তাদেরকে রৌপ্য কংকনসমূহ পরানো হবে, তাদের রব

ربهم شرابا طهورا ﴿٢٢﴾ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا

রব্বুহুম্‌ শার-বান্‌ তোয়াহূর-। ২২। ইন্না হা-যা-কা-না লাকুম্‌ জ্বাযা — য়াঁও অকা-না সা'ইয়ুকুম্‌ মাশ্‌কূরা-।
তাদেরকে বিশুদ্ধ পবিত্র পানি পান করাবেন। (২২) বলবে, এটাই তোমাদের চেষ্টার স্বীকৃতি প্রতিদান, তোমাদের চেষ্টা গৃহিত হয়েছে।

﴿٢٣﴾ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ﴿٢٤﴾ فاصبر لحكم ربك ولا تطع

২৩। ইন্না-নাহ্‌নু নায্‌যাল্‌না 'আলাইকাল্‌ ক্বুর্‌আ-না তান্‌যীলা-। ২৪। ফাছবির লিহুকমি রব্বিকা অলা-তুত্বি'
২৩। নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযীল করেছি। (২৪) অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধরুন

منهم آثما أو كفورا ﴿٢٥﴾ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ﴿٢٦﴾ ومن الليل

মিন্‌হুম্‌ আ-ছিমান্‌ আও কাফূর-। ২৫। অয্‌কুরিস্‌মা রব্বিকা বুক্‌রাতাঁও অআছীলা-। ২৬। অমিনাল্লাইলি
এবং পাপীও কাফেরকে অনুসরণ করো না।(২৫) আর সকাল-সন্ধ্যায় আপনার রবের নাম স্মরণ করতে থাকুন। (২৬) আর রাতের

فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ﴿٢٧﴾ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون

ফাস্‌জুদ লাহূ অসাব্বিহ্‌হু লাইলান্‌ ত্বোয়াওয়ীলা-। ২৭। ইন্না হা ~ উলা — য়ি ইয়ুহিব্বূনাল্‌ 'আ-জ্বিলাতা অইয়াযারূনা
কিয়দাংশেও তাঁকে সেজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ অংশে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) তারা দুনিয়াকে ভালবাসে, পরবর্তী

وراءهم يوما ثقيلا ﴿٢٨﴾ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا

অরা — য়াহুম্‌ ইয়াওমান্‌ ছাক্বীলা-। ২৮। নাহ্‌নু খলাক্ব্‌না-হুম্‌ অশাদাদ্‌না ~ আস্‌রহুম্‌; অ ইযা-শি"না-
এক কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে বলে।(২৮) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমিই তাদের গঠনকে দৃঢ় করলাম, আর আমি ইচ্ছা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২০ঃ একদা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর দরবারে এসে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর দেহ মোবারকে শর্য্যার চাটাই পাতার ছাপ দেখা যাচ্ছে, এতদর্শনে হযরত ওমর (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শত্রু কিছরা-কায়ছার পারস্য-রূমের কাফের রাজা বাদশাহ্‌রা এত আরাম আয়াশে বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করছে, আর আল্লাহর মাহ্‌বুব একটি চাটাইতে শয়ন করছেন যার উপর কোন চাদর পর্যন্ত নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদেরকে সমস্ত কিছু পৃথিবীতে দিয়ে দেয়া হোক আর আমাদেরকে আল্লাহপাক পরকালে চিরস্থায়ী অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ দান করুক। তখন, এর সমর্থনে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

১ ع ২২ ১৯ রুকু

بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝٢٩ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ

বাদ্দাল্না ~ আম্ছা-লাহুম্ তাব্দীলা-। ২৯। ইন্না হ-যিহী তায্কিরতুন্ ফামান্ শা — য়াত্তাখাযা ইলা-রব্বিহী
করলে তাদের স্থলে আদ জাতির অনুররূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠা করে দিব। (২৯) নিশ্চয়ই এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা

سَبِيلًا ۝٣٠ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ

সাবীলা-।৩০। অমা-তাশা — য়ূনা ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হু; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীমা-।
সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আর যখন আল্লাহ চাইবেন তখন তোমরাও চাইবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

۝٣١ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ع

৩১। ইয়ুদ্খিলু মাইঁ ইয়াশা — য়ু ফী রহ্মাতিহ্;অজ্জোয়া-লিমীনা আ'আদ্দা লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-।
(৩১) যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, আর জালিমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

২ ع ৯ ২০ রুকু

সূরা মুর্সালা-ত্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫০
রুকূ ঃ ২

۝١ وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ۝٢ فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا ۝٣ وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا ۝٤ فَٱلْفَٰرِقَٰتِ

১। অল্মুর্সালা-তি উর্ফান্। ২। ফাল্ 'আ-ছিফা-তি 'আছ্ফান্। ৩। অন্না-শির-তি নাশ্রান্। ৪। ফাল্ ফা-রিক্ব-তি
(১) সেসব বায়ুর কসম যা উপকারার্থে প্রেরিত হয়, (২) আর প্রবল জঞ্ঝাবায়ুর, (৩) আর প্রলয়ংকরী ঝড়ের, (৪) আর সেই বায়ুর

فَرْقًا ۝٥ فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا ۝٦ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۝٧ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ

ফার্ক্বন্ ৫। ফাল্মুল্ক্বিয়া-তি যিক্রন্। ৬। 'উয্রন্ আও নুয্রন্। ৭। ইন্নামা-তূ'আদূনা লাওয়া-ক্বি'।
যা মেঘসমূহকে পৃথক করে দেয়, (৫) আর যিকির নিক্ষেপকারীর (৬) অনুশোচনার কিংবা ভয়ের, (৭) নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী,

۝٨ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ۝٩ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝١٠ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ

৮। ফাইযান্ নুজূমু তুমিসাত্। ৯। অইযাস্ সামা — য়ু ফুরিজাত্ । ১০। অইযাল্ জ্বিবা-লু নুসিফাত্
(৮) আর যখন তারকাসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে, (৯) আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (১০) আর যখন পাহাড়সমূহ উড়িয়ে বেড়াবে,

۝١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ۝١٢ لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۝١٤ وَمَآ أَدْرَىٰكَ

১১। অইযার্ রুসুলু উক্ব্ক্বিতাত্ । ১২। লি আইয়্যি ইয়াওমিন্ উজ্জিলাত্। ১৩। লিইয়াওমিল্ ফাছ্ল্। ১৪। অমা ~ আদ্র-কা
(১১) যখন রাসূলরা সমবেত হবে, (১২) কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত? (১৩) বিচার দিবসের জন্য, (১৪) আপনি কি জানেন,

আয়াত-২৮ঃ অর্থাৎ আমি যখন চাই, তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের ন্যায় অন্য লোক সৃষ্টি করতে পারি। অথবা এই অর্থও হতে পারে যে, হে রাসূল! তাদের পরিবর্তে আপনার জন্য অন্য মানুষ সৃষ্টি করতে পারি। যেমন উতবার স্থলে তার ছেলে হোযাইফা (রাঃ) কে এবং ওয়ালিদের স্থলে তার ছেলে খালেদ (রাঃ) কে দ্বীনের সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। (তাফঃ হক্কানী)

আয়াত-৩০ঃ অর্থাৎ আমি সব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করে সন্দেহ দূরীভূত করে দিয়েছি। বুঝতে বাধা সৃষ্টিকারী সকল বাঁধা নিরসন করে দেয়া হয়েছে। বাকী আছে শুধু বান্দাহর ইচ্ছা। কিন্তু আল্লাহ এর ইচ্ছা ছাড়া কেউই এ পথে চলতে পারে না। শুধু বান্দাহর ইচ্ছায় না কোন কল্যাণ সাধিত হয়, আর না অকল্যাণ দূরীভূত হয়।

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝١٥ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٦ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٧ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ

মা-ইয়াওমুল্ ফাছ্‌ল্। ১৫। অইলুঁই ইয়াওমায়ি যিল্লিল্ মুকায্‌যিবীন্। ১৬। আলাম্ নুহ্‌লিকিল্ আওয়্যালীন্। ১৭। ছুম্মা নুত্‌বি'উহুমুল্
বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যাচারীদের দুর্ভোগ। (১৬) আমি কি পূর্ব্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করি নি? (১৭) পরবর্তীদেরকে অনুগামী

الْاٰخِرِيْنَ ۝١٨ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝١٩ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٠ اَلَمْ

আ-খিরীন্। ১৮। কাযা-লিকা নাফ্'আলু বিল্‌মুজ্‌রিমীন্। ১৯। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ২০। আলাম্
করে দিব। (১৮) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) আর সেদিন মিথ্যাচারীদের দুর্ভোগ। (২০) তোমাদেরকে

نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٢١ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝٢٢ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ

নাখ্ লুক্‌কুম্ মিম্ মা — য়িম্ মাহীনিন্। ২১। ফাজ্বা'আল্‌না-হু ফী ক্বর-রিম্ মাকীনিন্। ২২। ইলা-ক্বদারিম্ মা'লূমিন্
কি আমি তুচ্ছ পানি দিয়ে সৃষ্টি করি নি? (২১) অতঃপর ওকে আমি নিরাপদ স্থানে রেখেছি। (২২) এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝٢٣ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٤ اَلَمْ نَجْعَلِ

২৩। ফাক্বদার্‌না-ফানি'মাল্ ক্বা-দিরূন্। ২৪। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন্। ২৫। আলাম্ নাজ্ব্'আলিল্
(২৩) পরিমিত করলাম, কত নিপুণ স্রষ্টা! (২৪) সেদিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ (২৫) যমীনকে কি ধারণকারীরূপে

الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝٢٥ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝٢٦ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ

আরদ্বোয়া কিফা-তান্ ২৬। আহ্‌ইয়া — য়াঁও অ আম্‌ওয়া-তাঁও ২৭। অজ্বা'আল্‌না-ফীহা-রওয়া-সিয়া শা-মিখাতিঁও অআস্‌ক্বাইনা-কুম্
আমি তোমাদের জন্য বানাই নি? । (২৬) জীবিত ও মৃতদের? (২৭) আর আমি তাতে দৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা রেখেছি, সুপেয় পানি

مَّآءً فُرَاتًا ۝٢٧ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٨ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ

মা — য়ান্ ফুর-তা-। ২৮। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ২৯। ইন্‌ত্বোয়ালিক্বূ ~ ইলা-মা-কুন্‌তুম্ বিহী তুকায্‌যিবূন্।
দিয়েছি পান করতে। (২৮) সেদিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ। (২৯) বলা হবে, যাকে অমান্য করতে, সেদিকে চল।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝٣٠ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ۚ

৩০। ইন্‌ত্বোয়ালিক্বূ ~ ইলা-জিল্লিন্ যী ছালা-ছি শু'আবিল্। ৩১। লা -জোয়ালীলিওঁ অলা-ইয়ুগ্‌নী মিনাল্ লাহাব্।
(৩০) (তাদেরকে বলা হবে) ধাবিত হও তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। (১) (৩১) না শীতল, না আগুন থেকে রক্ষা করে।

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝٣٢ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝٣٣ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۚ

৩২। ইন্নাহা-তার্‌মী বিশারারিন্ কাল্ ক্বছ্‌র্। ৩৩। কাআন্নাহূ জিমা-লাতুন্ ছুফ্‌র্। ৩৪। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্।
(৩২) দালান সদৃশ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (৩৩) পীত বর্ণ উষ্ট্রীতুল্য। (৩৪) সেদিন মিথ্যাচারীদের দারুণ দুর্ভোগ।

আয়াত-২৯ ঃ অর্থাৎ সেদিন মিথ্যাবদীদেরকে বলা হবে, তোমরা সে বস্তুর দিকে চল, যাকে তোমরা দুনিয়াতে অবিশ্বাস করছিলে। (জাঃ বয়াঃ) ২। এ ছায়ার দ্বারা সে ছায়া উদ্দেশ্য যা দোযখ হতে বের হবে। এর অধিক পরিমাণে হওয়ার কারণে উপরে উঠে ফেটে তিন খণ্ডে বিভক্ত হবে। হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত কাফেররা এর দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় থাকবে।
আয়াত-৩৩ঃ অর্থাৎ অট্টালিকার সাথে উপমা দেয়াটা যদি উচ্চতার কারণে হয়ে থাকে, তবে উটের সাথে উপমা দেয়া হবে বৃহদাকারের কারণে। আর উপমা বৃহদাকারের কারণে দেয়া হয়ে থাকে, পীতবর্ণ উষ্ট্রসমূহ এর অর্থ এই হবে, যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রথম অবস্থায় আকারে অট্টালিকার ন্যায় বড় থাকে পরে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে উষ্ট্রাকারে যমীনে পতিত হয়। (ফাওঃ ওছঃ)

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৫। হা-যা-ইয়াওমু লা-ইয়ান্‌তিক্বূ্না। ৩৬। অলা-ইয়ু"যানু লাহুম্ ফাইয়া'তাযিরূন্। ৩৭। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্।
(৩৫) এ দিনে কথা বলতে পারবে না। (৩৬) ওযর পেশের অনুমতিও দেয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিথ্যাচারীদের দারুণ দুর্ভোগ।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾

৩৮। হা-যা-ইয়াওমুল্ ফাছ্‌লি জামা'নাকুম্ অল্ আউয়্যালীন্। ৩৯। ফাইন্ কা-না লাকুম্ কাইদুন্ ফাকীদূন্।
(৩৮) এটাই বিচার দিন, তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে জড় করব। (৩৯) ষড়যন্ত্র থাকলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার কর।

ع ৪০ ১ ২১ রুকু

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا

৪০। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৪১। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জিলা-লিঁও অউ'ইয়ূনিঁও। ৪২। অফাওয়া-কিহা মিম্মা-
(৪০) আর বড়ই দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাচারীদের জন্য। (৪১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা ছায়া ও ঝর্ণায় থাকবে, (৪২) তাদের কাংক্ষিত ফল

يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى

ইয়াশ্‌তাহূন্। ৪৩। কুলূ অশ্‌রাবূ হানী — য়াম্ বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৪৪। ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্
মূলের মধ্যে, (৪৩) বলা হবে, তোমাদের কর্মের বিনিময়ে তৃপ্তিতে খাও, পান কর। (৪৪) আমি এভাবেই পুণ্যবানদের

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ

মুহ্‌সিনীন্। ৪৫। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৪৬। কুলূ অতামাত্তা'উ ক্বালীলান্ ইন্নাকুম
প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৪৫) সেদিন বড়ই দুর্ভোগ মিথ্যাচারীদের, (৪৬) আরো কিছু দিন খাও, উপভোগ কর, তোমরা

مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا

মুজ্‌রিমূন্ । ৪৭। ওয়াইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৪৮। অইযা-ক্বীলা লাহুমুর্‌কা'উ লা-
অপরাধী। (৪৭) সেদিন যারা পাপী তাদের দারুণ দুর্ভোগ। (৪৮) আর তাদেরকে যখন রুকূ'র কথা বলা হয়, তখন তারা

ع ১০ ২ ২২ রুকু

لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

ইয়ার্‌কা'উন্। ৪৯। ওয়াইলুঁই, ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৫০। ফাবিআইয়্যি হাদীছিম্ বা'দাহূ ইয়ু"মিনূন্।
রুকূ করে না(নামায পড়ে না)।(৪৯) সেদিন পাপীদের বড়ই দুর্ভোগ। (৫০) আর কোরআন ছাড়া কিসে ঈমান আনবে।

আয়াত-৩৬ ঃ অর্থাৎ তোফা ভোগের এ দুনিয়ায় কিছু দিন খাওয়া-দাওয়া করে নাও এবং আরাম-আয়েশে দিনাতীপাত করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে তোমাদেরকে কঠোর আযাব উপভোগ করতে হবে। পয়গাম্বরদের মাধ্যমে এ কথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকেই বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব নির্ধারিত রয়েছে। (আবু হাইয়্যান)

আয়াত-৪৬ঃ অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা উত্তম পরিপূর্ণ এবং কার্যকর বর্ণনা আর কিসের হতে পারে। আর এ মিথ্যাবাদীরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে তার কিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? কোরআনের পর অন্য আসমানী কিতাব আসবে কি? (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-৪৮ঃ মুফাচ্ছিরীনে কেরাম এ আয়াতের তাফসীরে রুকূ'র অর্থ দুভাবে করেছেন, রুকূ'র আভিধানিক অর্থ মস্তক অবনত করা, কোন নির্দেশ মাথা নত করে মেনে নেয়া, আর পারিভাষিক অর্থ নামাযের মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাথা নত করা। এ উভয় অর্থই এ আয়াতে প্রযোজ্য হতে পারে বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। আভিধানিক অর্থ যদি প্রযোজ্য হয় তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, "তাদেরকে যখন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা তা অবনত মস্তক মেনে নেয় না, এ অর্থই অধিকাংশ তাফসীরকার প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যদি পারিভাষিক অর্থ মতে অর্থ করা যায়, তাহলে অর্থ হবে, রুকূ; কিন্তু এখানে রুকূ বলতে পূর্ণ নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ "তাদেরকে যখন নামায ক্বায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা নামায ক্বায়েম করে না। এ অর্থকেও অনেক মুফাচ্ছির অনুমোদন করেছেন। (অতএব যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানে না বা নামায কায়েমে করে না, তারা চরিত্রে মিথ্যাবাদী।) আর কেয়ামত দিবসে মিথ্যাবাদীদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য, অনন্তর তারা কোরআনের প্রতি ঈমান না আনলে আর কোন জিনিসের প্রতি ঈমান আনবে?- বলে আল্লাহ পাক প্রশ্ন রেখেছেন, আজ পর্যন্ত তার জবাব নেই।

পারা ৩০

সূরা নাবা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪০
রুকূ ঃ ২

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۞١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۞٢ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۞٣ كَلَّا

১। 'আম্মা ইয়াতাসা — য়ালূন্। ২। 'আনিন্নাবায়িল্ 'আজীমি ৩। ল্লাযী হুম্ ফীহি মুখ্‌তালিফূন্। ৪। কাল্লা-
(১) কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে? (২) সেই বিরাট বিষয়ের, (৩) যাতে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল। (৪) না,

سَيَعْلَمُوْنَ ۞٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۞٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۞٦ وَّالْجِبَالَ

সাইয়া'লামূন্। ৫। ছুম্মা কাল্লা সাইয়া'লামূন্। ৬। আলাম্ নাজ্ব্'আলিল্ আর্‌দ্বোয়া মিহা-দাঁও ৭। অল্ জ্বিবা-লা
শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) আবারও বলি, শীঘ্রই জানতে পারবে। (৬) ভূমিকে কি বিছানা সদৃশ করিনি? (৭) পাহাড়কে

اَوْتَادًا ۞٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۞٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۞١٠

আওতা-দাঁও ৮। অখলাক্ব্‌না-কুম্ আয্‌ওয়া-জ্বাঁও। ৯। অ জ্বা'আল্‌না-নাওমাকুম্ সুবা-তাঁও ১০। অজ্বা'আল্‌নাল্ লাইলা লিবা-সাঁও
পেরেক স্বরূপ? (৮) তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছি। (৯) নিদ্রাকে বিশ্রাম। (১০) আর রাতকে করেছি আবরণ,

۞١١ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞١٢ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞١٣ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا

১১। অ জ্বা'আল্‌নান্ নাহা-র মা'আ-শা-। ১২। অবানাইনা-ফাওক্বাকুম্ সাব্'আন্ শিদা-দাঁও ১৩। অ জ্বা'আল্‌না- সিরা-জ্বাঁও
(১১) আর দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময়। (১২) আর তোমাদের উপরে সপ্তাকাশ সৃজেছি, (১৩) আর উজ্জ্বল প্রদীপ

وَّهَّاجًا ۞١٤ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۞١٥ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا

অহ্‌হা-জ্বাঁও। ১৪। অআন্‌যাল্‌না-মিনাল্ মু'ছির-তি মা — য়ান্ ছাজ্জ্বা-জ্বাল্ ১৫। লিনুখ্‌রিজ্বা বিহী হাব্বাঁও অনাবা-তাঁও
সৃষ্টি করেছি। (১৪) আর আমি পানিপূর্ণ মেঘসমূহ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। (১৫) তা হতে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করি,

۞١٦ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۞١٧ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۞١٨ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ

১৬। অজ্বান্না-তিন্ আল্‌ফা-ফা-। ১৭। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাছ্‌লি কা-না মীক্ব-তাঁই। ১৮। ইয়াওমা ইয়ুন্‌ফাখু ফিছ্ ছূরি
(১৬) এবং ঘন উদ্যানসমূহ। (১৭) নিশ্চয়ই বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে,

فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۞١٩ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۞٢٠ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ

ফাতা"তূনা আফ্‌ওয়া-জ্বাঁও। ১৯। অ ফুতিহাতিস্ সামা — য়ু ফাকা-নাত্ আব্‌ওয়া-বাঁও। ২০। অসুইয়িরতিল্ জ্বিবা-লু
তোমরা দলে দলে আসবে, (১৯) আকাশ উন্মুক্ত করা হবে. বহু দ্বার হবে। (২০) আর পাহাড়সমূহ চালিত করা হবে,

আয়াত-৭ ঃ যেহেতু তারা কিয়ামতকে সুদূর ও অসম্ভব মনে করত। সেইজন্যই সামনে এর সম্ভাব্যতা ও বিশুদ্ধতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, একে অসম্ভব মনে করা আমার শক্তিমত্তাকে অস্বীকার করারই শামিল। আয়াত-১৩ঃ অর্থাৎ পর্বতরাজিকে যমীনের জন্য পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করেন। যেন যমীন স্থির থাকে। যিনি এসব করার শক্তি রাখেন, তিনিই পুনরায় জীবনও দান কেন করতে পারবেন না (জাঃ বয়াঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১৬ ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) কেয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কাফেররা তা শুনে ঠাট্টার সুরে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ কি বলতেছে, তোমরা কি মনে কর, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে?" এ প্রেক্ষিতে আয়াত কয়টি নাযীল হয়।

فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢١﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢٢﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٣﴾ لَّابِثِينَ فِيهَآ

ফাকা-নাত্ সার-বা-। ২১। ইন্না জ্বাহান্নামা কা-নাত্ মির্ছোয়া দাল্।২২। লিত্ত্বোয়া-গীনা মাআ-বাল্ ২৩। লা-বিছীনা ফীহা ~
তা হয়ে যাবে মরীচিকা। (২১) নিশ্চয়ই দোযখ ওঁৎ পেতে রয়েছে। (২২) অবাধ্যদের ঠিকানা। (২৩) সেখানে যুগ যুগ ধরে

أَحْقَابًا ﴿٢٤﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٦﴾ جَزَآءً

আহ্ক্ব-বা। ২৪। লা-ইয়াযূক্বূনা ফীহা ~ বার্দাঁও অলা-শার-বান্। ২৫। ইল্লা-হামীমাঁও অগস্সা-ক্বন্ ২৬। জ্বাযা — য়াঁও
অবস্থান করবে। (২৪) সেখানে তারা না ঠাণ্ডা পাবে, আর না পাবে পানীয়। (২৫) শুধু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। (২৬) এটাই

وِفَاقًا ﴿٢٧﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٨﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٩﴾ وَكُلَّ

ওয়িফা-ক্ব।২৭। ইন্নাহুম্ কা-নূ লা-ইয়ারজুূনা হিসা-বাঁও। ২৮। অকায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-কিয্যা-বা। ২৯। অ কুল্লা
তাদের উপযুক্ত পাওনা; (২৭) নিশ্চয়ই তারা হিসেবের ভয় করত না। (২৮) আর আমরা আয়াত অস্বীকার করত। (২৯) আর আমি

شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٣٠﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣١﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

১ ع ৩০ ১ রুকু

শাইয়িন্ আহ্ছোয়াইনা-হু কিতা-বান্। ৩০। ফাযূক্বূ ফালান্ নাযীদা কুম্ ইল্লা-'আযা-বা-। ৩১। ইন্না লিল্মুত্তাক্বীনা মাফা-যা-
সব কিছু লিখে রেখেছি। (৩০) ভোগ কর কৃতকর্মের স্বাধ, আযাবই বাড়াব। (৩১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য,

﴿٣٢﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٤﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٥﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا

৩২। হাদা — য়িকা অআ'না-বাঁও। ৩৩। অ কাওয়া-'ইবা আত্রবাঁও। ৩৪। অকা"সান্ দ্বিহা-ক্ব-। ৩৫। লা-ইয়াস্মা'উনা ফীহা-
(৩২) উদ্যানসমূহ, বিভিন্ন আঙ্গুর, (৩৩) আর সমবয়স্কা তরুণীরা, (৩৪) আর শরাবে পূর্ণ পানপাত্র থাকবে। (৩৫) তারা শুনবে না।

لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٦﴾ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٧﴾ رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

লাগ্ওয়াঁও অলা-কিয্যা-বা-। ৩৬। জ্বাযা — য়াম্ মির্ রব্বিকা 'আত্বোয়া — য়ান্ হিসা-বার্। ৩৭। রব্বিস্ সামা-ওয়া-তি অল্আরদ্বি
কোন অসার ও মিথ্যা কথা। (৩৬) এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট দান ও পুরস্কার। (৩৭) তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী

وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٨﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَآئِكَةُ

অমা-বাইনাহুমার রহ্মা-নি লা-ইয়াম্লিকূনা মিন্হু খিত্বোয়া-বা-। ৩৮। ইয়াওমা ইয়াকূমুর্ রূহু অল্মালা — য়িকাতু
ও মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, দয়ালু। তারা তাঁর কাছে চাইতে পারবে না। (৩৮) সেদিন রূহ (জিবরাঈল) ও ফেরেশ্তারা

صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٩﴾ ذَٰلِكَ

ছোয়াফ্ফাল্ লা-ইয়াতাকাল্লামূনা ইল্লা-মান্ আযিনা লাহুর্ রহ্মা-নু অক্ব-লা ছওয়া-বা-। ৩৯। যা-লিকাল্
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, দয়াময়ের অনুমতি ছাড়া তারা কেউই কথা বলতে পারবে না, আর যথার্থ বলবে। (৩৯) সেদিন সুনিশ্চিত দিন;

الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٤٠﴾ إِنَّآ أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا

ইয়াওমুল্ হাক্ব্ক্বু ফামান্ শা — য়াত্ তাখাযা ইলা রব্বিহী মায়া বা।৪০। ইন্না ~ আন্যারনা-কুম্ 'আযা-বান্ ক্বারীবাঁই
যে আকাঙ্খা করে, সে তার রবের শরণাপন্ন হোক।(৪০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাবের ভয় প্রদর্শন

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ★

ইয়াওমা ইয়ানজুরুল্ মারয়ু মা-ক্বদ্দামাত্ ইয়াদা-হু অইয়াকূ্লুল্ কা-ফিরু ইয়া-লাইতানী কুন্তু তুর-বা-।

করলাম, সে দিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্বচক্ষে দর্শন করতে পাবে; আর কাফেররা তখন বলবে, হায়, আমরা যদি মাটি হতাম।

সূরা না-যি'আ-ত্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৬
রুকূ ঃ ২

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ

১। অন্না-যি'আ-তি গারক্বঁও। ২। অন্না-শিত্বোয়া-তি নাশ্ত্বোয়াঁও। ৩। অস্সা-বিহা-তি সাব্হান্। ৪। ফাস্সা-বিক্ব-তি

(১) কলম সঝোরে উৎপাটনকারীদের : (২) আর আলতোভাবে বন্ধনমুক্তকারীদের; (৩) ও তীব্র সাঁতারুদের; (৪) আর

سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ

সাব্ক্বান্। ৫। ফাল্মুদাব্বির-তি আম্র-। ৬। ইয়াওমা তারজুফুর্ র-জ্বিফাতু ৭। তাত্বা'উহার্ র-দিফাতু; ৮। কূলূবুঁই

অগ্রগামীদের, (৫) আর কার্য তদারককারীদের। (৬) সে দিন ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, (৭) আর একটি ধ্বনি আসবে। (৮) সেদিন

يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي

ইয়াও মায়িযিঁও ওয়া- জ্বিফাতুন্। ৯। আব্ছোয়া-রুহা-খ-শি'আহ্। ১০। ইয়াকূ্লূনা আইন্না- লামারদূদূনা ফিল্

অনেক হৃদয় ভীত সন্ত্রস্ত হবে, (৯) তাদের দৃষ্টি ভয়ে অবনত থাকবে। (১০) তারা বলবে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায়

الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَاِنَّمَا

হা-ফিরহ্। ১১। আইযা-কুন্না-ই'জোয়া-মান্ নাখিরহ্। ১২। ক্ব-লূ তিল্কা ইযান্ কার্রতুন্ খ-সিরহ্। ১৩। ফাইন্নামা-

ফিরবই ? (১১) গলিত অস্থি হওয়ার পরও অস্থিতে পরিণত হব? (১২) বলে, তবে তো এটা অত্যন্ত সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। (১৩) তা তো

هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ★

হিয়া যাজ্ব্রতুঁও ওয়া-হিদাতুন্। ১৪। ফা ইযা-হুম্ বিস্সা-হিরহ্। ১৫। হাল্ আতা-কা হাদীছু মূসা-

একটি বিকট আওয়াজ হবে। (১৪) ফলে তৎক্ষণাৎ সকলে ময়দানে আসবে। (১৫) আপনার কাছে মূসার কথা কি এসেছে?

۝١٥ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ★

১৬। ইয্ না-দা-হু রব্বুহু বিল্ওয়া-দিল্ মুক্বাদ্দাসি তু্ওয়া-। ১৭। ইয্হাব্ ইলা- ফির 'আউনা ইন্নাহূ ত্বগা-।

(১৬) যখন তার রব তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করে বলেছিল, (১৭) ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘনকারী।

শানেনুযূল ঃ সূরা নাযিআত ঃ গোঁড়া কাফেররা স্বীয় বিবেককে আল্লাহর বাণীসমূহের প্রতি কোন চিন্তা ভাবনাও রাখছে না। অথচ তাদেরকে পরকালের এবং আল্লাহর প্রবল প্রতাপের কথা পুনঃপুন শুনানো হচ্ছিল। এর পরও তাদের উপেক্ষার কারণে এ সূরা নাযীল করে পূর্ণ তাকীদ সহকারে আল্লাহ্ তাঁর কথা প্রমাণ করেন। আয়াত-১২ ঃ অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা ঠাট্টাচ্ছলে বলত, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হব। (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-১৫ঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে সান্ত্বনা প্রদান করেন। আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মিথ্যারোপে দুঃখিত হবেন না। এরাও পরিণামে এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে ফিরআউন আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল।

١٨ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰٓ أَنْ تَزَكّٰى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشٰى ٢٠ فَأَرٰىهُ

১৮। ফাকুল্ হাল্ লাকা ইলা ~ আন্ তাযাক্কা-। ১৯। অআহ্দিয়াকা ইলা-রব্বিকা ফাতাখ্শা-। ২০। ফাআর-হুল্

(১৮) বলুন, পবিত্র হওয়ার ইচ্ছা আছে কি? (১৯) আর আমি তোমাকে রবের পথে চালাব, যেন ভয় কর। (২০) তাকে বড়

الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ٢١ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ٢٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعٰى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادٰى

আ-ইয়াতাল্ কুব্রা-। ২১। ফাকায্যাবা অ'আছোয়া-। ২২। ছুম্মা আদ্বার ইয়াস্'আ-। ২৩। ফাহাশার ফানা-দা-।

নিদর্শন দেখাল, (২১) সে মানে নি, অস্বীকার করল। (২২) পরে ফিরে গিয়ে ষড়যন্ত্র করল। (২৩) সে লোকদের একত্র করে ঘোষণা করল,

٢٤ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى ٢٥ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْأُوْلٰى ٢٦ إِنَّ

২৪। ফাক্বা-লা আনা রব্বুকুমুল্ আ'লা-। ২৫। ফাআখাযাহুল্লা-হু নাকা-লাল্ আ-খিরতি অল্ উলা-। ২৬। ইন্না

(২৪) অতঃপর বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব। (২৫) অনন্তর আল্লাহ্ তাকে ইহ-পরকালে আযাব দেন, (২৬) এতে

ع ১ ২৬ ৩ রুকু

فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ٢٧ ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ٢٨ رَفَعَ

ফী যা-লিকা লা-'ইব্রতাল্ লিমাই ইয়াখ্শা-। ২৭। আআন্তুম্ আশাদ্দু খল্ক্বান্ আমিস্ সামা — য়্; বানা-হা-। ২৮। রফা'আ

আছে তার জন্য শিক্ষা, যে ভয় করে। (২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা শক্ত, না আকাশ? তিনিই তা বানালেন। (২৮) সুউচ্চ

سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ٢٩ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰىهَا ٣٠ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ

সাম্কাহা-ফাসাওয়্যা-হা-। ২৯। অআগ্ত্বোয়াশা লাইলাহা-অআখ্রজা দ্বুহা-হা-। ৩০। অল্ আর্দ্বোয়া বা'দা যা-লিকা

ও সুবিন্যস্ত করলেন। (২৯) আর রাতকে অন্ধকার আর দিনকে আলোকজ্বল করলেন। (৩০) আর পরে যমীনকে বিস্তৃত

دَحٰىهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ٣٢ وَالْجِبَالَ أَرْسٰىهَا ٣٣ مَتَاعًا لَّكُمْ

দাহা-হা। ৩১। আখ্রজা মিন্হা-মা — য়াহা-অমার্'আ-হা-। ৩২। অল্জিবা-লা আর্সা-হা-। ৩৩। মাতা'আল্লাকুম্

করলেন। (৩১) তা হতে বের করলেন পানি ও তৃণসমূহ। (৩২) আর পাহাড়কে দৃঢ়ভাবে বসালেন। (৩৩) তোমাদের ও

وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٤ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا

অলিআন্'আ-মিকুম্। ৩৪। ফাইযা-জ্বা — য়াতিত্ ত্বোয়া — ম্মাতুল্ কুব্র-। ৩৫। ইয়াওমা ইয়াতাযাক্কারুল্ ইন্সা-নু মা-

তোমাদের গবাদি পশুগুলোর উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাবিপদ আসবে, (৩৫) সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ

سَعٰى ٣٦ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ٣٨ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ

সা'আ-।৩৬। অবুর্রিযাতিল্ জ্বাহীমু লিমাই ইয়ার-। ৩৭। ফাআম্মা-মান্ ত্বোয়াগ-। ৩৮। অআ-ছারল্ হা-ইয়া-তাদ্

করবে, (৩৬) আর দর্শকের জন্য দোযখ উন্মুক্ত হবে। (৩৭) অনন্তর যে অবাধ্য হয়, (৩৮) এবং পার্থিব জীবনের প্রতি গুরুত্ব

الدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ٤٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

দুন্ইয়া-। ৩৯। ফাইন্নাল্ জ্বাহীমা হিয়াল্ মা"ওয়া-। ৪০। অআম্মা-মান্ খ-ফা মাক্বা-মা রব্বিহী

প্রদান করে। (৩৯) অতঃপর জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল। (৪০) আর যে স্বীয় রবের মাকামকে ভয় করে আর

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤٢﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

অনাহান্ নাফ্সা 'আনিল্ হাওয়া-। ৪১। ফাইন্নাল্ জ্বান্নাতা হিয়াল্ মা"ওয়া-। ৪২। ইয়াস্য়ালূনাকা 'আনিস্ সা- 'আতি
স্বীয় আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে। (৪১) জান্নাতই হবে তার বাসস্থান। (৪২) আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে তারা প্রশ্ন

أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٣﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿٤٤﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٥﴾ إِنَّمَا أَنْتَ

আইয়্যা-না মুর্সা-হা-; ৪৩। ফীমা আন্তা মিন্ যিক্র-হা-। ৪৪। ইলা-রব্বিকা মুন্তাহা-হা-। ৪৫। ইন্নামা ~ আন্তা
করে, তা কবে সংঘটিত হবে? (৪৩) এর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) রবের কাছেই মূল জ্ঞান, (৪৫) তাকেই সতর্ক

مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٦﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

মুন্যিরু মাই ইয়াখ্শা-হা-।৪৬। কায়ান্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারওনাহা-লাম্ ইয়াল্বাছূ ~ ইল্লা 'আশিইয়াতান্ আও দ্বুহা-হা-।
করুন যে ভয় রাখে। (৪৬) যেদিন তা দেখবে সে দিন তার মনে হবে; তারা যেন দুনিয়ায় এক সন্ধ্যা বা এক সকাল ছিল।

২ ع ২০ 4 রুকু

সূরা 'আবাসা
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪২
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٢﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴿٣﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿٤﴾ أَوْ

১। 'আবাসা অতাওয়াল্লা ~। ২। আন্ জ্বা — য়াহুল্ আ'মা-। ৩। অমা-ইয়ুদ্রীকা লা'আল্লাহূ ইয়ায্যাক্কা ~। ৪। আও
(১) বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, (২) অন্ধ আসার কারণে। (৩) আপনি কি জানেন হয়ত সে শুদ্ধ হত, (৪) অর্থ

يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٥﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ﴿٦﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ

ইয়্যাক্কারু ফাতান্ফা'আহুয্ যিক্র-। ৫। আম্মা-মানিস্ তাগ্না-। ৬। ফাআন্তা লাহূ তাছোয়াদ্দা-।
বা উপদেশ গ্রহণ করত, উপকৃত হত। (৫) যে বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে, (৬) অতঃপর আপনি তাতে মনোযোগ প্রদান করলেন।

﴿٧﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٨﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٩﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ

৭। অমা-'আলাইকা আল্লা-ইয়য্যাক্কা-। ৮। অআম্মা-মান্ জ্বা — য়াকা ইয়াস্'আ-। ৯। অহুওয়া ইয়াখ্শা-।
(৭) আর সে যদি শুদ্ধ না হয় তবে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। (৮) আর যে আপনার নিকট আগমন করল, (৯) আর ভীত হয়ে,

﴿١٠﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١١﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿١٣﴾ فِي صُحُفٍ

১০। ফাআন্তা 'আন্হু তালাহ্হা-।১১। কাল্লা ~ ইন্নাহা-তায্কিরহ্। ১২। ফামান্ শা — য়া যাকারহ্। ১৩। ফী ছুহুফিম্
(১০) অতঃপর আপনি অনীহা দেখালেন। (১১) না, এটা উপদেশবাণী। (১২) যার ইচ্ছা গ্রহণ করুক। (১৩) যা আছে

مُكَرَّمَةٍ ﴿١٤﴾ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٥﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٦﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾ قُتِلَ الْإِنْسَانُ

মুকার্রমাতিম্ ১৪। মার্ফূ 'আতিম্ মুত্বোয়াহ্হারাতিম্ ১৫। বিআইদী সাফারতিন্ ১৬। কির-মিম্ বাররহ্। ১৭। কুতিলাল্ ইন্সা-নু
সুলিপিসমূহে। (১৪) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র, (১৫) লেখকদের হাতে, (১৬) যারা সম্মানিত নেক্কার। (১৭) মানুষ বিনাশ হোক!

مَآ اَكْفَرَهٗ ۝١٨ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٩ مِنْ نُّطْفَةٍ ۭ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝٢٠ ثُمَّ السَّبِيْلَ

মা ~ আক্ফারহ্। ১৮। মিন্ আইয়্যি শাইয়িন্ খলাক্বহ্। ১৯। মিন্ নুত্ব্ ফাহ্; খলাক্বহূ ফাক্বদ্দারহূ ২০। ছুম্মাস্ সাবীলা
সে অমান্যকারী। (১৮) কোথা হতে তাকে সৃষ্টি করলেন? (১৯) বীর্য হতে, সৃষ্টি করে পরিমিত করলেন। (২০) পরে তাকে

يَسَّرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝٢٢ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝٢٣ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ *

ইয়াস্সারহূ ২১। ছুম্মা আমা-তাহূ ফাআক্ব্ বারহূ ২২। ছুম্মা ইযা-শা — য়া আন্শারহ্। ২৩। কাল্লা-লাম্মা-ইয়াক্ব্ দ্বি মা ~ আমারহ্।
সহজ পথ দিলেন। (২১) পরে মারেন ও কবরস্থ করেন। (২২) ইচ্ছামত উঠাবেন। (২৩) না, সে নির্দেশ পূর্ণ করে নি।

۝٢٤ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝٢٥ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٦ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ

২৪। ফাল্ইয়ান্জুরিল্ ইন্সা-নু ইলা-ত্বোয়া'আ-মিহী ~। ২৫। আন্না- ছোয়াবাব্নাল্ মা — য়া ছোয়াব্বান্ ২৬। ছুম্মা শাক্বক্ব্ নাল্ আর্দ্বোয়া
(২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। (২৬) পরে সুন্দরভাবে ভূমিকে বিদীর্ণ

شَقًّا ۝٢٧ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝٢٨ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝٢٩ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝٣٠ وَّحَدَآئِقَ

শাক্ব্ ক্বান্ ২৭। ফাআম্বাত্না-ফীহা-হাব্বাবাঁও ।২৮। অ 'ইনাবাঁও অক্বদ্বাঁও ২৯। অ যাইতূ নাঁও অনাখ্লাঁও। ৩০। অহাদা — য়িক্ব
করি। (২৭) অতঃপর তাতে শস্য উৎপন্ন করি (২৮) আঙ্গুর ও শাক, (২৯) আর যাইতুন ও খেজুর, (৩০) ঘন বৃক্ষদিপূর্ণ

غُلْبًا ۝٣١ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝٣٢ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝٣٣ فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝٣٤ يَوْمَ

গুল্বাঁও ।৩১। অফা-কিহাতাঁও অআব্বাম্ ।৩২। মাতা- 'আল্লাকুম্ অলিআন্'আ-মিকুম্ ৩৩। ফাইযা-জা — য়াতিছ্ ছোয়া — খ্খাহ্ ।৩৪। ইয়াওমা
উদ্যান, (৩১) আর নানাবিধ ফল ও ঘাস। (৩২) তোমাদের ও জন্তুর জন্য। (৩৩) যেদিন ধ্বনি আসবে, (৩৪) সেদিন মানুষ

يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝٣٥ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝٣٦ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝٣٧ لِكُلِّ امْرِئٍ

ইয়াফির্রুল্ মার্য়ু মিন্ আখীহি। ৩৫। অউম্মিহী অআবীহি। ৩৬। অছোয়া-হিবাতিহী অবানীহ্। ৩৭। লিকুল্লিম্রিয়িম্
পলায়ন করবে তার ভাই হতে, (৩৫) আর মা ও পিতা হতে, (৩৬) আর স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। (৩৭) সেদিন এমন

مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝٣٨ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٩ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٤٠ وَ

মিন্হুম্ ইয়াওমায়িযিন্ শা'নুঁই ইয়ুগ্নীহ্। ৩৮। উজ্ হুঁই ইয়াওমায়িযিম্ মুস্ফিরতুন্ ৩৯। দ্বোয়া-হিকাতুম্ মুস্তাব্শিরহ্ ৪০। অ
অবস্থা হবে যা তাকে ব্যস্ত রাখবে। অনেকের চেহারা হবে উজ্জ্বল। (৩৯) হাস্যময় ও প্রফুল্ল হবে, (৪০) আর কতিপয়

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤١ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝٤٢ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ *

উজ্ হুঁই ইয়াওমায়িযিন্ 'আলাইহা- গাবারতুন্। ৪১। তার্হাক্ব্ হা-ক্বাতারহ্ ৪২। উলা — য়িকা হুমুল্ কাফারতুল্ ফাজারহ্।
লোকের চেহারা হবে মলিন। (৪১) তাদের অনেকের চেহারা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হবে। (৪২) তারাই অবিশ্বাসী ও অপরাধী।

১ ع ৪২ ৫ রুকু

শানেনুযূল ঃ একদা রাসূল (ছঃ) উপস্থিত কাফের সরদারদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এমন সময় অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম্ উপস্থিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চান। এতে আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪১ ঃ (সূরা ঃ নাযিয়াত) মক্কার কাফেররা বারংবার ঠাট্টা-বিদ্রুপচ্ছলে নবী করীম (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করত, তোমার কথিত সে কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তখন আল্লাহপাক এ আয়াতটি নাযীল করেন।

সূরা তাক্ওয়ীর্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ১

(١) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (٢) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٣) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

১। ইযাশ্ শাম্‌সু কুওওয়িয়িরত্ ২। অইযান্নু জু্ মুন্ কাদারত্ ৩। অ ইযাল্ জ্বিবা-লু সুইয়িয়িরত্

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে, (২) আর যখন তারকাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হবে, (৩) আর যখন পর্বত চলমান হবে,

(٤) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٥) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٦) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

৪। অ ইযাল্ ই'শা-রু 'উত্ব্ ত্বি'লাত্। ৫। অ ইযাল্ উহূশু হুশিরত্। ৬। অ ইযাল্ বিহা-রু সুজ্জ্বিরত্।

(৪) আর যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে,(৫) বন্য পশু একত্র করা হবে, (৬) সমুদ্র উত্তেজিত হবে,

(٧) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٨) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٩) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

৭। অ ইযান্নু ফূসু যুওওয়িজ্বাত্। ৮। অইযাল্ মাওয়ূদাতু সুয়িলাত্। ৯। বিআইয়্যি যাম্বিন্ ক্বু তিলাত্।

(৭) যখন প্রাণ পুন ঃ সংযোজন করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, (৯) কোন দোষে নিহত হল?

(١٠) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

১০। অইযাছ্ ছুহুফু নুশিরাত্। ১১। অইযাস্ সামা — য়ু কুশিত্বোয়াত্ ১২।অ ইযাল্ জ্বাহীমু সু'ইয়ি'রত্।

(১০) আর যখন আমলনামা সমূহ খুলে দেয়া হবে, (১১) আর আকাশ উন্মোচিত হবে, (১২) আর যখন দোযখ জ্বলবে,

(١٣) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٥) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

১৩। অইযাল্ জ্বান্নাতু উয্‌লিফাত্।১৪। 'আলিমাত্ নাফ্‌সুম্ মা ~ আহ্‌দ্বোয়ারত্। ১৫। ফালা ~ উক্ব্‌সিমু বিল্ খুন্নাসিল্

(১৩) আর জান্নাত নিকটবর্তী হবে.(১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানবে. সেকি এনেছে [১]। (১৫) কসম পশ্চাতী তারকার।

(١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٧) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٨) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ

১৬। জ্বাওয়া রিল্ কুন্নাসি। ১৭। অল্লাইলি ইযা- 'আস্'আসা। ১৮। অছ্ ছুব্‌হি ইযা-তানাফ্‌ফাসা ১৯। ইন্নাহূ লাক্বওলু

(১৬) যা উদয় হয় অস্ত যায়, (১৭) ঐ রাতেরও, যখন তা শেষ হয়, (১৮) আর ভোরের, যখন তা শুরু হয়, (১৯) নিশ্চয়ই তা

رَسُولٍ كَرِيمٍ (٢٠) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢١) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢٢) وَمَا

রসূলিন্ ক্বারীমিন্। ২০। যী ক্বু ওয়্যাতিন্ 'ইন্দা যিল্'আরশি মাকীনিম্। ২১। মুত্বোয়া-'ইন্ ছুম্মা-আমীন্। ২২। অমা -

সম্মানিত রাসূলের বাণী, (২০) যে শক্তিশালী ও আরশের রবের কাছে মর্যাদাবান, (২১) অনুগত, বিশ্বস্ত। (২২) আর

আয়াত-৬ ঃ প্রথম হতে ছয় নং আয়াত পর্যন্ত এ ছয়টি ঘটনা প্রথম যে ফুৎকার দেবে তখন দুনিয়ার আবাদ অবস্থায় ঘটবে। পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী আরবদের নিকট খুব মূল্যবান সম্পদ রূপে গণ্য হয়। কিন্তু ফুৎকারের ফলে সৃষ্ট আতঙ্কের কারণে কেউ এ প্রিয় বস্তুর দিকে ফিরেও তাকাবে না। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে প্রথম বাষ্প, পরে আগুনে পরিণত হয়ে যাবে, তারপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। (বঃ কোঃ)

আয়াত-১৪ ঃ টীকাঃ (১) ৭ হতে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত ঘটনাগুলো দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে ঘটবে। (বঃ কোঃ) আয়াত-১৬ ঃ টীকা ঃ (২) চন্দ্র-সূর্য ব্যতীত আসমানে পাঁচটি নক্ষত্র আছে। যথা- যুহল , মুশ্‌তারী, মরীহ, যোহরা ও আতারেদ। এগুলো কখনও পশ্চিম হতে পূর্ব পর্যন্ত সোজা চলে, কখনও থেমে থেমে বিপরীত দিকে চলে, কখনও চলতে চলতে সূর্যের নিকটে এসে কয়েক দিন পর্যন্ত অদৃশ্য থাকে। (মুঃ কোঃ)

صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

ছোয়া-হিবুকুম্ বিমাজ্‌নূ ন্। ২৩। অলাক্বদ্ রয়া-হু বিল্ উফুক্বিল্ মুবীন্। ২৪। অমা-হুওয়া 'আলাল্ গইবি
তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়,(২৩) আর তিনি তাঁকে (ফেরেশতা) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন, (২৪) আর সে গায়েবের বিষয়ে

بِضَنِيْنٍ ﴿٢٥﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٦﴾ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

বিদ্বোয়ানীন্ ২৫। অমা-হুওয়া বিক্বওলি শাইত্বোয়া-নির্ রজীমিন্ ২৬। ফাআইনা তায্‌হাবূন্। ২৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা-যিক্‌রুল্ লিল্ 'আ-লামীনা
কৃপণ নয়। (২৫) আর তা অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়। (২৬) অতএব কোথায় যাচ্ছ? (২৭) তা উপদেশ বিশ্ববাসীর জন্য,

﴿٢٨﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

২৮। লিমান্ শা — য়া মিন্‌কুম্ আইঁ ইয়াস্‌তাক্বীম্। ২৯। অমা-তাশা — য়ূনা ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হু রব্বুল্ 'আ-লামীন্।
(২৮) তার জন্য, যে সরল পথে চলতে ইচ্ছা করে। (২৯) আর প্রত্যাশায় কিছু হয় না, বিশ্ব রব যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।

১ ع ২৯ ৬ রুকু

সূরা ইন্‌ফিত্বোয়া-র্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٣﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ

১। ইযাস্ সামা — য়ুন্ ফাত্বোয়ারত্। ২। অইযাল্ কাওয়া- কিবুন্ তাছারত্। ৩। অইযাল্ বিহা-রু
(১) যখন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হবে, (২) আর যখন নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে, (৩) আর যখন সমুদ্রসমূহ

فُجِّرَتْ ﴿٤﴾ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٥﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ

ফুজ্জিরাত্। ৪। অইযাল্ কু্‌বূরু বু'ছিরত্। ৫। 'আলিমাত্ নাফ্‌সুম্ মা-ক্বদ্দামাত্ ওয়াআখ্‌খারত্
উথলাবে, (৪) আর যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে, (৫) প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে তার আগের ও পরের সব কর্মসমূহ,

﴿٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٧﴾ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ

৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ ইন্‌সা-নু মা-গর্‌রকা বিরব্বিকাল্ কারীমিল্। ৭। ল্লাযী খলাক্বকা ফাসাওয়া-কা
(৬) হে মানুষ, মহান রব থেকে কিসে তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে? (৭) যিনি সৃষ্টি করেছেন সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ

فَعَدَلَكَ ﴿٨﴾ فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٩﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿١٠﴾ وَاِنَّ

ফা'আদালাকা ৮। ফী ~ আইয়ি ছূরতিম্ মা-শা — য়া রাক্কাবাক্। ৯। কাল্লা- বাল্ তুকায্‌যিবূনা বিদ্দীনি ১০। অ ইন্না
করে। (৮) যে আকৃতিতে চেয়েছেন সে আকৃতি দিয়েছেন। (৯) না, তোমরা পরকালকে অস্বীকার করছ, (১০) আর নিশ্চয়ই

عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١١﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١٢﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ

'আলাইকুম্ লাহা-ফিজীনা ১১। কির-মান্ কা-তিবীনা। ১২। ইয়া'লামূনা মা-তাফ্'আলূন্। ১৩। ইন্নাল্ আব্‌র-র লাফী
তোমাদের জন্য সংরক্ষক রয়েছে, (১১) তারা সম্মানিত লেখক, (১২) যারা তোমাদের কৃতকর্মসমূহ অবগত আছে। (১৩) পুণ্যাত্মারা

نَعِيمٍ ﴿١٤﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٥﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٦﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا

নাঈ'ম্। ১৪। অইন্নাল্ ফুজ্‌জা- র লাফী জ্বাহীম্। ১৫। ইয়াছ্‌লাওনাহা-ইয়াওমাদ্দীন্। ১৬। অমা-হুম্ 'আন্‌হা-

থাকবে সুখে. (১৪) আর অপরাধীরা জাহান্নামে থাকবে (১৫) তারা আখেরাতে তাতে প্রবেশ করবে, (১৬) তথা হতে তারা

بِغَائِبِينَ ﴿١٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ

বিগ — য়িবীন্ ১৭। অমা ~ আদ্‌র-কা মা- ইয়াওমুদ্দীনি ১৮। ছুম্মা মা ~ আদ্‌র-কা মা-ইয়াওমুদ

কখনও পালাতে পারবে না, (১৭) আর তোমার কি জানা আছে পরকাল কি ? (১৮) আবারও বলছি তোমার কি জানা আছে পরকাল

الدِّينِ ﴿١٩﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

দীন্-। ১৯। ইয়াওমা লা-তাম্‌লিকু নাফ্‌সুল্ লিনাফ্‌সিন্ শাইয়া-; অল্ আম্‌রু ইয়াওমায়িযিলিল্লা-হ্-।

কি ? (১৯) সে দিন এমন একদিন যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, সে দিনের সব কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।

সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৬
রুকূ ঃ ১

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا

১। অইলুল্ লিল্ মুত্বোয়াফ্‌ফিফীনা ২। ল্লাযীনা ইযাক্ তা-লূ 'আলান্না-সি ইয়াস্‌তাওফূন্। ৩। অ ইযা-

(১) ধ্বংস ঠকবাজদের , (২) যারা মানুষের নিকট হতে যখন গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাপে গ্রহণ করে,(৩) আর যখন

كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

কা-লূহুম্ আও অযানূ হুম্ ইয়ুখ্‌সিরূন্। ৪। আলা-ইয়াজুন্নু উলা — য়িকা আন্নাহুম্ মাবউ'ছূনা।

মেপে ওজন করে প্রদান করত তখন কম প্রদান করত। (৪) তাদের কি বিশ্বাস নেই যে, তারা পুনরুত্থিত হবে,

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

৫। লিইয়াওমিন্ আজীমিঁই। ৬। ইয়াওমা ইয়াকূমুন্না-সু লিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৭। কাল্লা ~ ইন্না কিতা-বাল্

(৫) মহাদিবসে? (৬) যে দিন সব মানুষ বিশ্ব রবের সামনে দাঁড়াবে। (৭) না, কখনও নয় পাপীদের আমলনামা কারাগারে

الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ

ফুজ্জা-রি লাফী সিজ্জীন্। ৮। অমা ~ আদ্‌র-কা মা-সিজ্জীন্। ৯। কিতা-বুম্ মারকূম্। ১০। অই লুঁই

রয়েছে। (৮) আর আপনার কি জানা আছে কারাগার কি জিনিস? (৯) তা একটি লিখিত কিতাব। (১০) আর সে দিন দারুণ

আয়াত-৬ ঃ অর্থাৎ ওজনে কম-বেশিকারীদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ও জাহান্নামীরা রক্তপুঁজ বিশিষ্ট দুর্গন্ধময় স্থানে অবস্থান করবে। তার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরূপে বর্ণনা করেন– শুনে লও! পাঁচটি বিষয়ের জন্য পাঁচ ধরনের শাস্তি নির্ধারিত আছে। (১) যে জাতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে জাতির উপর তাদের শত্রুকে প্রবল করা হয়। (২) যে জাতি আল্লাহ্‌র হুকুম আহকামকে প্রবৃত্তির মুকাবেলায় পরিত্যাগ করে তারা অভাব অনটনে পতিত হয়। (৩) যে জাতির মধ্যে জেনা ও বলৎকারের আধিক্য হয় তারা মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়। (৪) যে জাতি ওজনে কম-বেশ করে তারা দুর্ভিক্ষ এবং বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-ফসলের উৎপাদন হ্রাসে পতিত হয়। (৫) যে জাতি যাকাত প্রদান এবং এতীম মিসকীনের হক আদায় হতে বিরত থাকে তাদের প্রতি বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়।

১ ع ১৯ ৭ রুকু • এক চতুর্থাংশ

يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ

ইয়াওমায়িযিল্ লিল্মুকাযিবীনা। ১১। ল্লাযীনা ইয়ুকায্যিবূনা বিইয়াওমিদ্দীন্। ১২। অমা-ইয়ুকায্যিবু বিহী ~
দুর্ভোগ হবে মিথ্যাচারীদের, (১১) যারা অস্বীকার করে প্রতিফল দিবসকে। (১২) আর যারা সীমালংঘণকারী পাপী তারাই তা

اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٣﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾ كَلَّا

ইল্লা-কুল্লু মু'তাদিন্ আছীমিন্। ১৩। ইযা-তুত্লা 'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল্ আওয়্যালীন্। ১৪। কাল্লা-
স্বীকার করে না।(১৩) যখন আমার আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে পঠিত হয় তখন তারা বলে, এটা পূর্বেকার ইতিকথা। (১৪) না, বরং

بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٥﴾ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

বাল্ র-না 'আলা-ক্বু-লূ বিহিম্ মা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ১৫। কাল্লা ~ ইন্নাহুম্ 'আররব্বিহিম্ ইয়াওমায়িযিল্
তাদের (মন্দ) কর্মসমূহই তাদের অন্তরে মরীচা জমিয়েছে। (১৫) না, কখনই নয় তারা সে দিন তাদের রবের দর্শন

لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ

লামাহ্জূ্বূন্। ১৬। ছুম্মা ইন্নাহুম্ লাছোয়া-লুল্ জ্বাহীম্। ১৭। ছুম্মা ইয়ুক্ব-লু হা-যাল্ লাযী
হতে আড়ালে থাকবে। (১৬) পরে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) বলা হবে, (এটাই সেই দোযখ) একেই তো তোমরা

كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٨﴾ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٩﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا

কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন্। ১৮। কাল্লা ~ ইন্না-কিতা-বাল্ আব্রা-রি লাফী ই'ল্লিয়্যীন্। ১৯। অমা ~ আদ্রা-কা মা-
অস্বীকার করতে (১৮) না, অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা থাকবে উচ্চ মর্যাদায়। (১৯) আর উচ্চ মর্যাদা কি, আপনি

عِلِّيُّوْنَ ﴿٢٠﴾ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢١﴾ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ

ঈ'ল্লিইয়ূন্। ২০। কিতা-বুম্ মারক্বূমুঁই। ২১। ইয়াশ্হাদুহুল্ মুক্বার্রবূন্। ২২। ইন্নাল্ আব্র-র লাফী না'ঈমিন্
কি তা জানেন? (২০) তা চিহ্নিত মহরযুক্ত কিতাব, (২১) ফেরেশতারা তা দেখে। (২২) নিশ্চয়ই পুণ্যবানরা সানন্দে থাকবে

﴿٢٣﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٤﴾ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٥﴾ يُسْقَوْنَ

২৩। 'আলাল্ আর — য়িকি ইয়ান্জুরূনা। ২৪। তা'রিফু ফী উজূ হিহিম্ নাদ্ব্রতান্ না'ঈম্। ২৫। ইয়ুস্ক্বওনা
(২৩) তারা সুসজ্জিত আসনের উপর বসে তাকাবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য দেখবেন। (২৫) মুখবন্ধ

مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٦﴾ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

মির্ রহীক্বিম্ মাখ্তূমিন্ ২৬। খিতা-মুহূ মিস্ক্; অফী যা-লিকা ফাল্ইয়াতানা-ফাসিল্ মুতানা-ফিসূন্।
বিশুদ্ধ শরাব তারা পান করবে। (২৬) উপরে কস্তুরি লাগান এ ব্যাপারে প্রতিযোগীতাকারীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।

﴿٢٧﴾ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٨﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

২৭। অমিযা-জুহূ মিন্ তাসনীমিন্। ২৮। 'আইনাই ইয়াশ্রবু বিহাল্ মুক্বার্রবূন্। ২৯। ইন্নাল্লাযীনা আজ্রমূ
(২৭) আর তাতে 'তাস্নীম' মিশ্রিত থাকবে। (২৮) তা এমন এক ঝর্ণা, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে। (২৯) নিশ্চয়ই পাপীরা

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا

কা-নূ মিনাল্লাযীনা আ-মানূ ইয়াদ্বহাকূন্। ৩০। অইযা-মার্‌রূ বিহিম্ ইয়াতাগ-মাযূন্। ৩১। অইযান্

দুনিয়াতে মু'মিনদের নিয়ে উপহাস করত। (৩০) আর যখন পার্শ্ব অতিক্রম করত তখন চোখ টিপত। (৩১) আর যখন তারা

انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ

ক্বলাবূ ~ ইলা ~ আহ্‌লিহিমুন্ ক্বলাবূ ফাকিহীন্। ৩২। অ ইযা- রয়াওহুম্ ক্ব-লূ ~ ইন্না হা ~ যুলা — য়ি

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করত তখন আপনজনদের হাসি-ঠাট্টা করত। (৩২) আর যখন তাদেরকে দেখত, তখন বলত নিশ্চয়ই

لَضَالُّونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٤﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ

লাদ্বোয়া — ল্লূনা। ৩৩। অমা ~ উর্‌সিলূ 'আলাইহিম্ হা-ফিজীন্। ৩৪। ফাল্‌ইয়াওমা ল্লাযীনা আ-মানূ মিনাল্ কুফ্‌ফা-রি

এরা পথভ্রষ্ট। (৩৩) আর এদেরকে তো সেই মুসলমানদের উপর তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করা হয় নি। (৩৪) অনন্তর আজ মু'মিনরা কাফেরদের

يَضْحَكُونَ ﴿٣٥﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٦﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *

ইয়াদ্বহাকূ না। ৩৫। 'আলাল্ আর — য়িকি ইয়ান্‌জুরূন্। ৩৬। হাল্ সুওয়িবাল্ কুফ্‌ফা-রু মা-কা-নূ ইয়াফ্'আলূন্।

উপহাস করতে থাকবে। (৩৫) সুসজ্জিত আসনের উপর বসে দেখছে। (৩৬) বাস্তবিকই কাফেররা সমুচিৎ কর্মফল পেয়েছে?

১ ع ৩৬ ৮ রুকু

সূরা ইন্‌শিক্বা-ক্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৫
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿٢﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ *

১। ইযাস্ সামা — য়ুন্ শাক্ব্ ক্বত্। ২। অআযিনাত্ লিরব্বিহা-অহুক্ব্ ক্বত্ ৩। অইযাল্ আরদ্বু মুদ্দাত্।

(১) যখন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হবে, (২) আর স্বীয় রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তাই যথার্থ, (৩) ভূমিকে করা হবে বিস্তৃত,

﴿٤﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٥﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا

৪। অআল্‌ক্বত্ মা-ফীহা-অতাখল্লাত্। ৫। অআযিনাত্ লিরব্বিহা-অহুক্ব্ ক্বত্। ৬। ইয়া ~ আইয়ুহাল্

(৪) আর ভূমি তার অভ্যন্তরস্ত সব ঢেলে দিবে ও শূন্য হবে। (৫) স্বীয় রবের নির্দেশ পালন করবে, তাই যথার্থ। (৬) হে মানুষ!

الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٧﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ

ইন্‌সা-নু ইন্নাকা কা-দিহুন্ ইলা-রব্বিকা কাদ্‌হান্ ফামুলাক্বীহ্। ৭। ফা আম্মা-মান্ উতিয়া কিতা-বাহূ

তুমি তোমার রবের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, অতঃপর তার সাক্ষাত লাভ করবে। (৭) অতঃপর যার আমলনামা

بِيَمِينِهِ ﴿٨﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٩﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا *

বিইয়ামীনিহী। ৮। ফাসাওফা ইয়ুহা-সাবু হিসা-বাই ইয়াসীরন। ৯। অ ইয়ান্‌ক্বলিবু ইলা — আহ্‌লিহী মাস্‌রূর-

তার ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) অনন্তর সে সহজ হিসাবমুখী হবে। (৯) আর স্বজনদের কাছে সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করবে।

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَ

১০। অ আম্মা-মান ঊতিয়া কিতা-বাহূ অর — য়া জোয়াহ্ রিহী। ১১। ফাসাওফা ইয়াদ্ উ' ছুবূরও। ১২। অ

(১০) আর যার আমলনামা পেছন দিক হতে দেয়া হবে। (১১) সে তো ধ্বংসই কামনা করবে। (১২) এবং

يَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾

ইয়াছ্লা-সা'ঈরা-। ১৩। ইন্নাহূ কা-না ফী ~ আহ্লিহী মাস্রূরা-। ১৪। ইন্নাহূ জোয়ান্না আল্লাইঁ ইয়াহূর্।

সে জাহান্নামের আগুনে ঢুকবে,(১৩) সে তো স্বজনদের কাছে খুশীতে ছিল।(১৪) সে মনে করত, ফিরে যাবে না;

بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ

১৫। বালা ~ ইন্না রব্বাহূ কা-না বিহী বাছীরা-। ১৬। ফালা ~ উক্ব্ সিমু বিশ্শাফাক্বি ১৭। অল্লাইলি

(১৫) নিশ্চয়ই; রব তার উপর স্ববিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। (১৬) আমি কসম করছি সূর্যাস্তকালীন পশ্চিমাকাশের (১৭) আর রাতের

وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا

অমা-অসাক্ব। ১৮। অল্ক্বামারি ইযাত্তাসাক্ব। ১৯। লাতারকাবুন্না ত্বোয়াবাক্বন্ 'আন্ ত্বোয়াবাক্ব্। ২০। ফামা-

ও আচ্ছাদিত বস্তুর, (১৮) এবং চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়। (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থার দিকে অগ্রসর হবে।(২০) সুতরাং তাদের কি

সেজদা

لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ

লাহুম্ লা-ইয়ু''মিনূনা। ২১। অইযা-ক্বুরিয়া 'আলাইহিমুল্ ক্বুরআ-নু লা-ইয়াস্জু্দূন্। ২২। বালিল্লাযীনা

হল যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) আর যখন তাদের সম্মুখে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না? (২২) বরং কাফেররা

كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ

কাফারূ ইয়ুকায্যিবূন্। ২৩। অল্লা-হু আ'লামু বিমা-ইয়ু'ঊন্। ২৪। ফাবাশ্শির্হুম্ বি'আযা-বিন্

বিশ্বাস করে না। (২৩) আর তাদের সঞ্চয় সম্বন্ধে আল্লাহ সবকিছু অবগত আছেন। (২৪) অনন্তর তাদেরকে কঠিন আযাবের

أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ﴿٢٥﴾

আলীমিন্। ২৫। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ আজ্রুন্ গইরু মাম্নূন্।

সুসংবাদ প্রদান করুন, (২৫) তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

রুকূ ১ ২৫ ৯ | পারা ৩০ — মোতানাক্বা-১৭ | সিজদাহ-১৫

সূরা বুরূজ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২২
রুকূ ঃ ১

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ

১। অস্সামা — য়ি-যা-তিল্ বুরূজ্বি ২। অল্ইয়াওমিল্ মাও'ঊদি। ৩। অশা-হিদিঁও অমাশ্হূদ্। ৪। ক্বু্তিলা

(১) কসম গ্রহ-নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশসমূহের, (২) আর কসম প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) দ্রষ্টার ও দৃষ্টেরও (৪) অগ্নিকুণ্ডের

أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ

আছ্হা-বুল্ উখ্দূদি। ৫। ন্না-রি যা-তিল্ অক্বূদি ৬। ইয্‌হুম্ 'আলাইহা-ক্বু'উ'দুঁও।
অধিপতিরা ধ্বংস হয়েছিল, (২) (৫) প্রচুর পরিমান ইন্দনযুক্ত জ্বলন্ত আগুন বিশিষ্ট, (৬) যখন তারা তার পাশে বসা ছিল,

۝٦ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا

৭। অহুম্ 'আলা-মা-ইয়াফ্'আলূনা বিল্‌মু''মিনীনা শুহূদ্। ৮। অমা-নাক্বমূ মিন্‌হুম্ ইল্লা ~
(৭) আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল সেসব বিষয় দর্শন করছিল। (৮) আর তাদের অপরাধ ছিল তারা

أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

আঁই ইয়ু''মিনূ বিল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হামীদি। ৯। ল্লাযী লাহূ মুল্‌কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্ব;
পরাক্রান্ত প্রশংসনীয় আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। (৯) তিনি এমন যে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর,

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

অল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ শাহীদ্। ১০। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল্ মু''মিনীনা অল্‌মু''মিনা-তি
আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন। (১০) নিশ্চয়ই যারা মু'মিন নারীও মু'মিন পুরুষকে নিপীড়ন করেছে,

ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ

ছুম্মা লাম্ ইয়াতূবূ ফালাহুম্ 'আযা-বু জ্বাহান্নামাঅলাহুম্ 'আযা-বুল্ হারীক্ব। ১১। ইন্নাল্লাযীনা
অতঃপর তওবা করে নি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব, ওতে রয়েছে দহন যন্ত্রণা। (১১) অবশ্যই যারা ঈমান

اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ জ্বান্না-তুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-র্; যা-লিকাল্ ফাওযুল্
এনেছে ও নেককাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, এটাই তাদের জন্য

الْكَبِيرُ ۝١١ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٣ وَهُوَ

কাবীর্। ১২। ইন্না বাত্ব্‌শা রব্বিকা লাশাদীদ্। ১৩। ইন্নাহূ হুওয়া ইয়ুব্‌দিয়ু অইয়ু'ঈদ্। ১৪। অহুওয়াল্
মহা সাফল্য। (১২) নিশ্চয়ই রবের পাকড়াও বড় কঠিন। (১৩) নিশ্চয়ই তিনিই সৃষ্টি করবেন, পুনঃ সৃষ্টি করবেন, (১৪) আর তিনি

الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝١٥ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝١٦ هَلْ أَتٰكَ

গফূরুল্ ওয়াদূদু ১৫। যুল্ 'আর্‌শিল্ মাজ্বীদু ১৬। ফা'আ'লুল্ লিমা- ইয়ুরীদ্। ১৭। হাল্ আতা-কা
অতীব ক্ষমাশীল, অত্যন্ত প্রেমময়।(১৫) আরশের মালিক, সম্মানিত। (১৬) অতঃপর যা ইচ্ছা করেন, (১৭) আপনার কাছে কি

শানেনুযূলঃ সূরা বুরূজ ঃ মক্কায় যখন দীনের নূরের প্রভায় শতাব্দীর অন্ধ কুসংস্কার দুরিভূত হতে লাগল। তখন তা মক্কার কুরাইশদের নিকট তা দুর্বিসহ হয়ে উঠল। তারা নবী কারীম (ছঃ) কে নির্যাতন করা শুরু করেছিল। তদুপরি গরীব নিঃস্ব মুসলমানদের প্রতিও নির্যাতনের মাত্র বাড়িয়ে দিল। মারপিট গালিগালাজ ছাড়াও তাদেরকে বেঁধে তপ্ত রৌদ্রে নিক্ষেপ এবং তদুপরি শরীরের চাবুক মারা, পেটে তীর উৎকীর্ণ করে দেয়া এবং নারীদেরকে লাঞ্ছিত ও উলঙ্গ করা ইত্যাদি অপকর্ম নিজেদের প্রতিমা পূজার পক্ষ সমর্থন ও সংরক্ষণ মনে করত। অসহায় মুসলমানরা নবী করীম (ছঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করলে তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন, শীঘ্রই এদের প্রতাপ নস্যাৎ করা হবে। এসব কাফেররা আর অধিক পরিমাণ বিদ্রূপ করছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ

হাদীছুল্ জুনূ দি ১৮। ফির'আউনা অছামূদ্। ১৯। বালিল্লাযীনা কাফারূ ফী তাক্যীবিঁও

সৈন্যদের খবর পৌছেছে ? (১৮) ফেরাউন ও ছামূদের? (১৯) বরং কাফেররা (কোরআনের প্রতি) লিপ্ত রয়েছে মিথ্যায়;

ع ২২ ১০ রুকু

﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

২০। অল্লা-হু মিওঁ অরা ~ য়িহিম্ মুহীত্ব। ২১। বাল্ হুওয়া কুর্আ-নুম্ মাজীদুন্ ২২। ফী লাওহিম্ মাহ্ফূজ্

(২০) আর আল্লাহ তাদেরকে সব দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন, (২১) বরং সেই কোরআন সম্মানিত, (২২) সুরক্ষিত ফলকে।

সূরা ত্বোয়া-রিক্ব্ মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ **বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ১৭ রুকূ ঃ ১

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ

১। অস্সামা — য়ি অত্বত্বোয়া-রিক্বি। ২। অমা ~ আদ্র-ক্ব মাত্বোয়া-রিকুন্। ৩। নাজ্মুছ্ ছাক্বিবু ৪। ইন্ কুল্লু

(১) কসম আকাশ ও রাতে যা প্রকাশিত হয়, (২) আর আপনি কি জানেন ত্বরিক কি? (৩) তা উজ্জ্বল তারকা, (৪) নিশ্চয়ই

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ

নাফ্সিল্লাম্মা-'আলাইহা- হা-ফিজ্। ৫। ফাল্ইয়ান্জুরিল্ ইন্সা-নু মিম্মা-খুলিক্ব্। ৬। খুলিক্ব মিম্ মা — য়িন্

সকল প্রাণেরই সংরক্ষক আছে। (৫) অতএব, মানুষের লক্ষ্য করা উচিৎ কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে! (৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে

دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ

দা-ফিক্বিঁও ৭। ইয়াখ্রুজু মিম্ বাইনিছ্ ছুল্বি অত্তার — য়িব্। ৮। ইন্নাহূ 'আলা-রজ্'ইহী লাক্ব-দির্। ৯। ইয়াওমা

স্ববেগে নির্গত পানি হতে। (৭) যা পিঠ ও বুকের মধ্য হতে নির্গত হয়। (৮) তিনি তাকে পুনঃ সৃষ্টিতে সক্ষম। (৯) যে দিন

تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

তুব্লাস্ সার — য়িরু। ১০। ফামা-লাহূ মিন্ কুওয়াতিঁও অলা-না-ছির্। ১১। অস্সামা — য়ি যা-তির্ রাজ্'ই

সকলের গোপন তত্ত্ব পরীক্ষিত হবে, (১০) সে দিন না থাকবে শক্তি, আর না থাকবে সহায়ক। (১১) কসম বৃষ্টিওয়ালা আকাশের,

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ

১২। অল্ আরদ্বি যা-তিছ্ ছোয়াদ্'ই'। ১৩। ইন্নাহূ লাক্বওলুন্ ফাছ্লুঁও। ১৪। অমা-হুওয়া বিল্হায্ল্। ১৫। ইন্নাহুম্

(১২) আর বিদীর্ণ যমীনের, (১৩) নিশ্চয়ই তা (কোরআন) ফয়সালাকারী বাণী। (১৪) আর তা কোন নিরর্থক বস্তু নয়। (১৫) নিশ্চয়ই

ع ১৭ ১১ রুকু

يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

ইয়াকীদূনা কাইদাঁও। ১৬। অআকীদু কাইদা-। ১৭। ফামাহ্হিলিল্ কা-ফিরীনা আম্হিল্হুম্ রুওয়াইদা-।

তারা ষড়যন্ত্র করে, (১৬) আর আমিও নানা কৌশল করি। (১৭) সুতরাং আপনি কাফেরদেরকে সুযোগ দিন, কিছু অবকাশ দিন।

সূরা আ'লা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

সَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣

১। সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল্ আ'লা। ২। ল্লাযী খলাক্ব ফাসাওয়্যা-। ৩। অল্লাযী ক্বদ্দার ফাহাদা-।

(১) আপনি মহান রবের নামের মহিমা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করে ভারসাম্যপূর্ণ করেন, (৩) আর পরিমিত করেন, পথ দেখান,

وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَاۤءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ۝٦

৪। অল্লাযী ~ আখ্‌রজাল্ মার্'আ-। ৫। ফাজা'আলাহূ গুছা — য়ান্ আহ্‌ওয়া-। ৬। সানুক্ব্‌রিয়ুকা ফালা-তান্‌সা ~

(৪) আর যিনি তৃণ উৎপন্ন করেন, (৫) তারপর তাকে কালো আবর্জনা পরিণত করেন, (৬) আপনাকে পড়াব, ভুলবেন না,

اِلَّا مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ

৭। ইল্লা-মা-শা — য়াল্লা-হ্; ইন্নাহূ ইয়া'লামুল্ জ্বাহ্‌র অমা- ইয়াখ্‌ফা-। ৮। অনুইয়াস্‌সিরুকা লিল্‌ইয়ুস্‌র-। ৯। ফাযাক্‌কির্

(৭) তবে যা আল্লাহ চান, তিনি বাহ্যিক ও গুপ্ত তত্ত্ব জানেন। (৮) আমি সহজ পথ গ্রহণে আপনাকে সাহায্য করব।(৯) উপদেশ

اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِىْ

ইন্ নাফা'আতিয্ যিক্‌র-। ১০। সাইয়ায্‌যাক্কারু মাঁই ইয়াখ্‌শা- ১১। অইয়াতাজ্বান্নাবুহাল্ আশ্‌ক্বা ১২। ল্লাযী

ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দিন, (১০) যে ভয় করে, উপদেশ নিবে, (১১) সে উপেক্ষা করে যে হতভাগা, (১২) সে মহা

يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَ

ইয়াছ্‌লা ন্না-রল্ কুব্‌র-। ১৩। ছুম্মা লা-ইয়ামূতু ফীহা-অলা-ইয়াহ্‌ইয়া-। ১৪। ক্বদ্ আফ্‌লাহা মান্ তাযাক্কা-। ১৫। অ

আগুনে প্রবেশ করবে, (১৩) সেখানে না মরবে, আর না বাঁচবে। (১৪) সফলকাম পবিত্রতা অর্জনকারী। (১৫) এবং

ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ

যাকারস্‌মা রব্বিহী ফাছোয়াল্লা-। ১৬। বাল্ তু'ছিরূনাল্ হা-ইয়া-তাদ্দুন্‌ইয়া-। ১৭। অল্ আ-খিরতু খাইরুঁও ওয়া

যে রবের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। (১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ! (১৭) পরকাল

اَبْقٰى ۝١٧ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

আব্‌ক্বা- ।১৮। ইন্না হা-যা-লাফিছ্ ছুহুফিল্ উলা-। ১৯। ছুহুফি ইব্‌রা-হীমা অমূসা-।

(দুনিয়ার তুলনায়) বহুগুণে শ্রেয় ও স্থায়ী। (১৮) নিশ্চয়ই এটা পূর্বের গ্রন্থসমূহে আছে, (১৯) ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

ع ১ ১৯ ১২ রুকু

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৬ ঃ হুযূর (ছঃ) এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কায় জিবরাঈল (আঃ) যখন অহী নিয়ে আসতেন তিনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে পাঠ করা আরম্ভ করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন যে, আপনি বিস্মৃতি হবেন না। আয়াত-৮ঃ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ এ নয় যে, উপদেশ ফলপ্রসু হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিবেন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়, বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাকেও এরূপ বল যে, যদি তুমি মানুষ হও তাহলে তোমাকে কাজ করতে হবে। এ স্থানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়, বরং কাজটি যে অপরিহার্য তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য হল, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, এ কথা নিশ্চিত। কাজেই এ উপকারী উপদেশ কখনও পরিত্যাগ করবে না।

সূরা গা-শিয়াহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৬
রুকূ ঃ ১

١ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ٢ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

১। হাল্ আতা-কা হাদীছুল্ গ-শিয়াহ্। ২। উজ্বূ হুঁই ইয়াওমায়িযিন্ খ-শি'আতুন্। ৩। 'আ-মিলাতুন্ না-ছিবাতুন্।
(১) আপনার নিকট কি পরকালের বার্তা পৌঁছেছে? (২) সেদিন বহু চেহারা থাকবে অবনত, (৩) শ্রান্ত ক্লান্ত হবে,

٤ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ٥ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ٦ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ

৪। তাছ্‌লা-না-রন্ হা-মিয়াতান্। ৫। তুস্‌ক্বা-মিন্ 'আইনিন্ আ-নিয়াহ্। ৬। লাইসা লাহুম্ ত্বোয়া'আ-মুন্ ইল্লা-মিন্ দ্বোয়ারীই'
(৪) (তারা) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে, (৫) তারা ফুটন্ত ঝর্ণা হতে পানি পান করাবে, (৬) তাদের খাদ্য হবে কাঁটাযুক্ত গুলঝাড়,

٧ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ٨ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ٩ لِّسَعْيِهَا

৭। ল্লা-ইয়ুস্‌মিনু অলা-ইয়ুগ্‌নী মিন্ জূ'ইন্। ৮। উজ্বূ হুঁই ইয়াওমায়িযিন্ না-'ইমাতুল্। ৯। লিসা'য়িহা-
(৭) না হবে পুষ্ট, আর না ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। (৮) সেদিন বহুমুখমণ্ডল হার্ষোৎফুল্ল হবে, (৯) নিজের সে কাজের বিনিময়ে

رَاضِيَةٌ ١٠ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ١٢ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ١٣ فِيْهَا

র-দ্বিয়াতুন্। ১০। ফী জ্বান্নাতিন্ 'আ-লিয়াতি। ১১। ল্লা-তাস্‌মা'উ ফীহা-লা-গিয়াহ্।১২। ফীহা-'আইনুন্ জ্বা-রিয়াহ্। ১৩। ফীহা-
সন্তুষ্ট, (১০) উন্নত জান্নাতে থাকবে, (১১) সেখানে নিরর্থক কথা শুনবে না, (১২) ওতে প্রবাহিত ঝর্ণা থাকবে (১৩) সেখানে,

سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ١٤ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ١٥ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ١٦ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ

ছুরুরুম্ মারফূ 'আতুঁও। ১৪। অ আক্‌ওয়া-বুম্ মাওদ্বূ'আতুঁও। ১৫। অনামা-রিক্বু মাছ্ ফূফাতুঁও।১৬। অযারা বিয়্যু মাবছূছাহ্।
থাকবে উন্নতমানের শয্যা। (১৪) আর সদা-প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ রয়েছে, (১৫) সারিসারি সাজানো বালিশ, (১৬) মূল্যবান গালিচা।

١٧ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٨ وَاِلَى السَّمَاۗءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

১৭। আফালা- ইয়ানজুরূনা ইলাল্ ইবিলি কাইফা খুলিক্বত্ ১৮। অইলাস্ সামা — য়ি কাইফা রুফি'আত্।
(১৭) এরা কি উটের দিকে তাকায় না, কিভাবে তা সৃষ্ট? (১৮) আর আকাশের প্রতি কিভাবে তা উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

١٩ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٢٠ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٢١ فَذَكِّرْ

১৯। অইলাল্ জ্বিবা-লি কাইফা নুছিবাত্। ২০। অইলাল্ আরদ্বি কাইফা সুত্বিহাত্ ২১। ফা যাক্‌কির্;
(১৯) পাহাড়ের প্রতি, কিভাবে তা স্থাপিত করা হয়েছে? (২০) যমীনের প্রতি, কিভাবে তা বিছানো? (২১) উপদেশ দিন,

আয়াত-২ ঃ আবৃতকারী অর্থাৎ কিয়ামত (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-৩ ঃ আবূ ইমরান যওফী (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমর (রাঃ) একদা একজন খৃষ্টান দরবেশের গির্জা অতিক্রমকালে দরবেশকে ডেকে বলল, হে দরবেশ! সে তাঁর প্রতি তাকাল। আবূ ইমরান বলেন, ওমর (রাঃ) তার প্রতি দৃষ্টি করতেই কাঁদতে লাগলেন। কেউ বলল, হে আমীরুল মু'মেনীন, আপনি তাকে দেখা মাত্রই কেন কাঁদলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ এর বাণী "বিপদগ্রস্থ এবং বিপদ ভোগান্তির কারণে কাতর হবে" মনে পড়ল, এটিই আমাকে কাঁদাল। (ইব্ঃ কাঃ) আয়াত-১৩ ঃ বহু পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের মতে সে আসনের মালিক তার উপর বসতে ইচ্ছা করলে তা নীচু হয়ে যাবে, পরে উঁচু হয়ে যাবে। (জাঃ বয়াঃ)
আয়াত-১৪ঃ "আকাওয়াব" সে সব পান পাত্রকে বলা হয়েছে যেগুলোর হাতল ও নালী থাকে না। (ফতঃ বয়াঃ)

إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ

ইন্নামা ~ আন্‌তা মুযাক্কির্। ২২। লাস্‌তা 'আলাইহিম্ বিমুসাইত্বিরিন্। ২৩। ইল্লা-মান্ তাওয়াল্লা-অকাফার। ২৪। ফাইয়ু'আয্‌যিবুহুল্
আপনি উপদেশকারীই; (২২) তাদের ওপর কর্মবিধায়ক নন, (২৩) বিমুখ ও কুফরী করলে (২৪) আল্লাহ তাকে প্রদান

اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

লা-হুল্ 'আযা-বাল্ আক্‌বার্। ২৫। ইন্না ইলাইনা ~ ইইয়া-বাহুম্ ২৬। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- হিসা-বাহুম্
করবেন মহাশাস্তি।(২৫) নিশ্চয়ই তারা আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে,(২৬) অতঃপর তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর।

১ রুকু ১৩ ২৬ ● প্রথমাংশ

সূরা ফাজ্‌র
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ১

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِي

১। অল্ ফাজ্‌রি ২। অলাইয়া-লিন্ 'আশ্‌রিঁও।৩। অশ্‌শাফ্'ই অল্‌ওয়াত্‌রি। ৪। অল্লাইলি ইযা-ইয়াস্‌র্। ৫। হাল্ ফী
(১) কসম ফজরের সময়ের, (২) আর কসম দশ রাতের, (৩) আর কসম জোড়-বেজোড়ের, (৪) আর কসম অবসানমুখী রাতের, (৫) আর তাতে

ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ

যা-লিকা ক্বাসামুল্লিযী হিজ্‌র্। ৬। আলাম্‌তার কাইফা ফা'আলা রব্বুকা বি'আ-দিন্ ৭। ইরামা যা-তিল্
জ্ঞানীর জন্য শপথ আছে কি? (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে, আপনার রব আদজাতীর সঙ্গে কি করেছেন। (৭) ইরাম

الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا

'ইমা-দি ৮। ল্লাতী লাম্ ইয়ুখ্‌লাক্ব্ মিছ্‌লুহা- ফিল্ বিলা-দি। ৯। অছামূদা ল্লাযীনা জ্বা-বুছ্
জাতীর সঙ্গে, যাদের দেহাকৃতি স্তম্ভের মত শক্ত ও লম্বা ছিল (৮) কোন দেশে তার সদৃশ্য সৃষ্টি নেই, (৯) আর ছামূদকে? যারা

الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

ছোয়াখ্‌রা বিল্‌ওয়া-দি। ১০। অ ফির্'আউনা যিল্ আওতা-দি। ১১। ল্লাযীনা ত্বোয়াগাও ফিল্ বিলা-দি
উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করত, (১০) আর বহু সৈন্য শিবিরের অধিকারী ফিরাউনকে? (১১) যারা ছিল দেশে সীমা লংঘণকারী,

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ

১২। ফা আক্‌ছারূ ফী হাল্ ফাসা-দা। ১৩। ফাছোয়াব্বা 'আলাইহিম্ রব্বুকা সাওত্বোয়া- 'আযা-বিন্। ১৪। ইন্না রব্বাকা
(১২) অতঃপর সেখানে ফাসাদ বাড়িয়েছিল, (১৩) অতঃপর আপনার রব তাদের প্রতি শাস্তির আঘাত হানলেন, (১৪) নিশ্চয়ই

لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ

লাবিল্ মিরছোয়া-দ্। ১৫। ফাআম্মাল্ ইন্‌সা-নু ইযা-মাব্‌তালা-হু রব্বুহূ ফাআক্‌রমাহূ অনা'আমাহূ ফাইয়াক্বূ লু
আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, (১৫) অতঃপর মানুষ তো এরূপ যে, রব মানুষকে পরীক্ষা করে সম্মান ও নেয়ামত প্রদান করলে বলে,

رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ﴿١٦﴾ وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ★

রব্বী ~ আক্‌রমান্। ১৬। আম্মা ~ ইযা-মাব্‌তালা-হু ফাক্বদার 'আলাইহি রিয্‌ক্বহূ ফাইয়াক্বূলু রব্বী ~ আহা-নান্।
রব আমাকে সম্মানিত করলেন।(১৬) আর পরীক্ষা করে রিযিক সংকীর্ণ করলে বলে, আমার রব আমাকে হীন করলেন।

﴿١٧﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٩﴾ وَتَاْكُلُوْنَ

১৭। কাল্লা-বাল্ লা-তুক্‌রিমূনাল্ ইয়াতীমা। ১৮। অলা-তাহা — দ্দূনা 'আলা-ত্বোয়া'আ-মিল্ মিস্‌কীনি। ১৯। অতা''কুলূ নাত্
(১৭) না, তোমরা এতিমকে সম্মান কর না, (১৮) আর মিসকীনের খাদ্যদানে তোমরা উৎসাহিত কর না, (১৯) আর তোমরা

التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿٢٠﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢١﴾ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ

তুরা-ছা আক্‌লাল্লাম্মাঁও। ২০। অতুহিব্বূনাল্ মা-লা হুব্বান্ জাম্মা-। ২১। কাল্লা ~ ইযা-দুক্কাতিল্ আর্‌দ্বু
উত্তরাধিকারীদের সম্পদ আত্মসাৎ কর। (২০) এবং তোমরা তোমাদের সম্পদকে বেশি ভালবাস। (২১) কখনও নয়, যখন যমীন

دَكًّا دَكًّا ﴿٢٢﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ

দাক্কান্ দাক্কঁও। ২২। অজ্বা — য়া রব্বুকা অল্ মালাকু ছোয়াফ্‌ফান্ ছোয়াফ্‌ফা-। ২৩। অজ্বী — য়া ইয়াওমায়িযিম্
ভেঙ্গে চুরে চূর্ণ- বিচূর্ণ করা হবে, (২২) আর যখন আপনার রব আসবেন, ফেরেশ্‌তারা সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত থাকবে (২৩) আর

بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٤﴾ يَقُوْلُ

বিজ্বাহান্নামা ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াতাযাক্‌কারুল্ ইন্‌সা-নু অ আন্না-লাহুয্ যিক্‌র-। ২৪। ইয়াক্বূলু
সেদিন জাহান্নাম আনীত হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তখন এ স্মরণ তার কি উপকারে আসবে ? (২৪) সে বলবে, হায়!

يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ﴿٢٥﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾ وَّ

ইয়া-লাইতানী ক্বদ্দাম্‌তু লিহাইয়া-তী-। ২৫। ফা ইয়াওমায়িযিল্লা-ইয়ু'আয্‌যিবু 'আযা-বাহূ ~ আহাদুঁও। ২৬। অ
আর যদি আমার এ জীবনের জন্য পূর্বে কিছু পাঠাতাম? (২৫) সে দিন তাঁর শাস্তির ন্যায় শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, (২৬) আর

لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٧﴾ يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٨﴾ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ

লা-ইয়ুছিক্বু অছা-ক্বাহূ ~ আহাদ্। ২৭। ইয়া ~ আইইয়াতুহান্নাফ্‌সুল্ মুত্বমায়িন্নাতু। ২৮। রজ্বি'ঈ ~ ইলা-রব্বিকি
তাঁর বন্ধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না,(২৭) (আল্লাহর অনুগতদের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা!(২৮) তুমি তোমরা রবের কাছে

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٩﴾ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٣٠﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ★

র-দ্বিয়াতাম্ মার্‌দ্বিয়্যাহ্। ২৯। ফাদ্‌খুলী ফী ই'বা-দী। ৩০। অদ্‌খুলী জ্বান্নাতী।
ফিরে আস সন্তুষ্ট ও তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে। (২৯) অতঃপর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাহ্‌দের শামিল হও, (৩০) আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

১ ع ৩০ 14 রুকু

আয়াত-১৮ঃ আল্লাহ বলেন, তোমরা দরিদ্রকে খাবার দানে না নিজে উৎসাহিত হও আর না অন্যকে উৎসাহিত কর। অথচ দরিদ্রদেরকে খাবার দান করা জ্ঞানী ও ধার্মিক সকলেরই নিকট মানিত একটি সৎকাজ। এটির বিপরীত দুর্ভাগা নির্বোধরা বলে থাকে, যখন আল্লাহই তাকে দেন নি এবং তিনি যখন এতিমের পিতাকে মৃত্যু দিলেন, তখন আমরা কেন তাকে খাদ্য দিব এবং এতিমের উপর দয়া করব। (তাফঃ হক্কানী) আয়াত-২২ঃ হাশরের ময়দানে আল্লাহর আগমন তাঁর গুণাবলী সমূহের একটি গুণ। পূর্ববর্তী নেককারদের মাযহাব এটিই। এটির উপর বিশ্বাস করা কর্তব্য। আয়াত-২৩ঃ 'তাজকার' শব্দের অর্থ বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফের সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করণীয় ছিল, আর সে কি করেছে। কিন্তু এ বুঝে আসাই তখন নিষ্ফল হবে। কেননা, পরকাল কর্মজগত নয়; বরং কর্মফল প্রদানের জগত। (মাঃ কোঃ)

সূরা বালাদ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ১

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ (١) وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣)

১। লা ~ উক্ব্‌সিমু বিহা-যাল্ বালাদি। ২। অআন্‌তা হিল্লুম্ বিহা-যাল্ বালাদি। ৩। অওয়া-লিদিঁও অমা-অলাদা
(১) আমি এ শহরের (মক্কা) কসম করছি,(২) আর এ নগরীতে আপনার জন্য যুদ্ধকরা হালাল হবে (৩) কসম জন্মদাতার ও সন্তানের,

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ (٤) أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ

৪। লাক্বাদ্ খলাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না ফী কাবাদ্। ৫। আ ইয়াহ্‌সাবু আল্লাইঁ ইয়াক্ব্‌দিরা 'আলাইহি
(৪) আর আমি মানুষকে অত্যন্ত শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, (৫) সে কি মনে করে যে, কখনও কেউ তার ওপর ক্ষমতাশীল

أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا (٦) أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ

আহাদ্। ৬। ইয়াক্বূ লু আহ্‌লাকতু মা-লা লুবাদা-। ৭। আইয়াহ্‌সাবু আল্লাম্ ইয়ারাহূ ~ আহাদ্। ৮। আলাম্
হবে না? (৬) বলে আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি,(৭) সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখে নি? (৮) আমি কি

نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا ٱقْتَحَمَ

নাজ্‌'আল্ লাহূ 'আইনাইনি। ৯। অলিসা নাওঁ অশাফাতাইনি। ১০। অহাদাইনা-হু ন্নাজ্‌দাইন্। ১১। ফালাক্ব তাহামাল্
তার দুটি চোখ সৃষ্টি করি নি? (৯) আর জিহ্বা ও দু ঠোঁট? (১০) আমি কি তাকে দুটি পথ দেখাই নি? (১১) সে তো দুর্গম

ٱلْعَقَبَةَ (١١) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى

আ'ক্ববাহ্। ১২। অমা ~ আদ্‌র-কা মাল্ 'আক্ববাহ্। ১৩। ফাক্কু রক্ববাতিন্। ১৪। আও ইত্ব্‌'আ-মুন্ ফী ইয়াওমিন্ যী
ঘাঁটি অবলম্বন করে নি। (১২) আপনি কি দুর্গম ঘাটি চিনেন? (১৩) তা হলে কোন দাস মুক্তি, (১৪) বা দুর্ভিক্ষের দিনে

مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ

মাস্‌গাবাতিঁই। ১৫। ইয়াতীমান্ যা-মাক্ব্‌রবাতিন্। ১৬। আও মিস্‌কীনান্ যা-মাত্‌রবাহ্। ১৭। ছুম্মা কা-না মিনাল্লাযীনা
খাদ্য প্রদান করা,(১৫) এতিম স্বজনকে, (১৬) অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে। (১৭) তদ্‌পুরি এ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, যারা

ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ (١٧) أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (١٨)

আ-মানূ অতাওয়া ছোয়াও বিছ্‌ছোয়াব্‌রি অতাওয়া ছোয়াওবিল্ মার্‌হামাহ্। ১৮। উলা — য়িকা আছ্‌হ্বাবুল্ মাইমানাহ্।
ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আর যারা পরস্পরকে ধৈর্য ও দয়া-মায়ার উপদেশ প্রদান করে। (১৮) তারাই ডানপন্থী।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ (٢٠)

১৯। অল্লাযীনা কাফারূ বিআ-ইয়া-তিনা-হুম্ আছ্‌হা-বুল্ মাশ্‌য়ামাহ্। ২০। 'আলাইহিম না-রুম্ মু"ছোয়াদাহ্।
(১৯) আর যারা আমার আয়াত প্রত্যাখ্যান করে তারাই বামপন্থী হতভাগা। (২০) তারা আগুনে পরিবেষ্টিত হবে।

ওয়াক্‌ফে লাযেম

১ ع ২০ ১৫ রুকু

সূরা শাম্‌স্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৫
রুকূ ঃ ১

① وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ② وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ③ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ④ وَ

১। অশ্‌ শাম্‌সি অ দুহা-হা-। ২। অল্‌ ক্বামারি ইযা-তালা-হা-। ৩। অন্নাহা-রি ইযা-জাল্লা-হা-। ৪। অল

(১) শপথ সূর্য ও তার কিরণের, (২) আর সূর্যের পশ্চাতে আসা চন্দ্রেরও শপথ (৩) আর সূর্যকে প্রকাশকারী দিবসেরও (৪) আর

الَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ⑤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ⑥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ⑦ وَنَفْسٍ

লাইলি-ইযা ইয়াগ্‌শা-হা-। ৫। অস্‌সামা — য়ি অমা-বানা-হা-। ৬। অল্‌ আর্‌দ্বি অমা-ত্বোয়াহা-হা-। ৭। অ নাফ্‌সিঁও

সূর্য আচ্ছাদনকারী রাতেরও, (৫) আর আকাশ ও তার নির্মাতার, (৬) আর পৃথিবীর ও সংস্থাপনকারীর, (৭) আর মানবের

وَّمَا سَوّٰىهَا ⑧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ⑨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ⑩ وَقَدْ

অমা-সাওয়্যা-হা-। ৮। ফায়াল্‌হামাহা-ফুজূরহা- অতাক্বওয়া-হা-। ৯। ক্বদ্‌ আফ্‌লাহা-মান্‌ যাক্কা-হা-। ১০। অক্বদ্‌

ও সুবিন্যস্তকারীর, (৮) যিনি তাকে পাপ-পুণ্যের জ্ঞান দিলেন, (৯) সে সফলকাম, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল, (১০) আর সেই

خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ⑪ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ⑫ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ⑬

খ-বা মান্‌ দাস্‌সা-হা-। ১১। ক্বায্‌যাবাত্‌ ছামূদু বিত্বোয়াগ্‌ওয়া-হা ~। ১২। ইযিম্‌ বা'আছা আশ্‌ক্ব-হা-

ব্যর্থ, যে পাপাচারে কুলুষিত হয়েছে। (১১) ছামূদ নিজের দুষ্টামীর কারণে অবাধ্য হয়ে অস্বীকার করেছিল.(১২) দুষ্ট ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ⑭ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۵

১৩। ফাক্বা-লা লাহুম্‌ রসূলুল্লা-হি না-ক্বতাল্লা-হি অসুক্ব্‌ইয়া-হা-। ১৪। ফাকায্‌যাবূহু ফা'আক্বরূহা-

(১৩) অনন্তর আল্লাহর রাসূল তাদেরকে আল্লাহর উষ্ট্রী ও তার পানের ব্যাপারে বলল। (১৪) অনন্তর তারা তা মানল না,

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ⑮ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ع

ফাদাম্‌দামা 'আলাইহিম্‌ রব্বুহুম্‌ বিযাম্‌বিহিম্‌ ফাসাওয়্যা-হা-। ১৫। অলা-ইয়াখা-ফু 'উক্ব্‌বা-হা।

বরং তাকে বদ করল তাদের পাপের কারণে রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলেন। (১৫) আর পরিণতির ভয় তাঁর নেই।

১ ع ১৫ ১৬ রুকু

সূরা লাইল্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২১
রুকূ ঃ ১

① وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ② وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ③ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

১। অল্লাইলি ইযা-ইয়াগ্‌শা-। ২। অন্নাহা-রি ইযা-তাজাল্লা-। ৩। অমা-খলাক্বায্‌ যাকার

(১) শপথ রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে, (২) আর আলোক উদ্ভাসিত দিনের শপথ, (৩) আর শপথ যিনি সৃষ্টি করেছেন

وَالْاُنْثٰىٓ ۝٤ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٥ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٦ وَصَدَّقَ

অল্‌উন্‌সা-। ৪। ইন্না সা'ইয়াকুম্‌ লাশাত্তা-। ৫। ফাআম্মা মান্‌ আ'ত্বোয়া-অত্তাক্বা-। ৬। অ ছোয়াদ্দাক্বা
নর-নারী তাঁর (৪) নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা ভিন্ন প্রকৃতির (৫) অনন্তর যে দান করে, মুত্তাকী হয়, (৬) আর যা কল্যাণ

بِالْحُسْنٰى ۝٧ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٨ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى

বিল্‌হুস্‌না-। ৭। ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্‌ইয়ুস্‌র-। ৮। অআম্মা-মাম্‌ বাখিলা অস্‌তাগ্‌না-।
তা সত্য বলে বিশ্বাস করে, (৭) অতঃপর তাকে সহজ পথে চলতে দিব। (৮) আর যে কৃপণ এবং নিজেকে বেপরোয়া মনে করে,

۝٩ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝١٠ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١١ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗ

৯। অ কায্‌যাবা বিল্‌হুস্‌না-। ১০। ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্‌ 'উসরা। ১১। অমা-ইয়ুগ্‌নী 'আন্‌হু মা-লুহূ ~
(৯) উত্তমকে বর্জন করে, (১০) আমি তাকে কঠোর পথে চলতে দিব। (১১) যখন ধ্বংসে পতিত হবে, তখন তার সম্পদ

اِذَا تَرَدّٰى ۝١٢ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٣ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى

ইযা-তারাদ্দা-। ১২। ইন্না 'আলাইনা- লাল্‌হুদা-। ১৩। অইন্না লানা- লাল্‌আ-খিরতা অল্‌ উলা-।
তার কোন কাজে আসবে না। (১২) নিশ্চয়ই আমার দায়িত্ব পথ নির্দেশ করা, (১৩) আর আমিই ইহ-পরকালের মালিক।

۝١٤ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٥ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٦ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

১৪। ফাআন্‌যারতুকুম্‌ না-রান্‌ তালাজ্‌জোয়া-। ১৫। লা-ইয়াছ্‌লা-হা ~ ইল্লাল্‌ আশ্‌ক্বা। ১৬। ল্লাযী কায্‌যাবা অতাওয়াল্লা-।
(১৪) অনন্তর আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নির সতর্ক করেছি।(১৫) তাতে কেবল তারাই প্রবেশ করবে যারা নিতান্ত হতভাগ্য।

۝١٧ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٨ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٩ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ

১৭। অসাইয়ুজান্নাবুহাল্‌ আত্‌ক্বা। ১৮। ল্লাযী ইয়ু"তী মা-লাহূ ইয়াতাযাক্কা-। ১৯। অমা-লিআহাদিন্‌ 'ইন্‌দাহূ
(১৬) আর যে মান্য করে না; বিমুখ।(১৭) মুত্তাকীকে রাখা হবে দূরে। (১৮) আত্মশুদ্ধিতে যে সম্পদ দান করে।(১৯) আর কারও

مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰىٓ ۝٢٠ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢١ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

মিন্‌ নি'মাতিন্‌ তুজ্‌যা ~। ২০। ইল্লাব্‌তিগা — য়া অজ্‌হি রব্বিহিল্‌ 'আলা-। ২১। অলাসাওফা ইয়ার্‌দ্বোয়া-।
অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়। (২০) কেবল তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে। (২১) আর সে সন্তোষ পাবেই।

ع ১ / ২১ / ১৭ রুকু

শানেনুযূল ঃ মক্কার গোত্রপতিদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং উমাইয়া ইবনে খলফ এ দু জন ছিলেন অত্যধিক সম্পদশালী। কিন্তু উভয়ে ছিল পরস্পর বিপরীতমুখী। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন মুসলমান এবং নবীদের পরবর্তী স্থানে অন্যান্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বীয় শ্রম-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গকারী। আর উমাইয়া ইবনে খলফ একেতো ছিল কাফের তদুপরি ছিল কৃপণ ও বে-আদব। হযরত বেলাল (রাঃ) এ বদ ব্যক্তিরই ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন। এ কারণে উমাইয়া তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করত। হযরত আবুবকর (রাঃ) এটা জানতে পেরে তাঁর গোলাম নিছতাছ রুমী এবং তৎসঙ্গে চল্লিশ আওকিয়া অর্থাৎ চারশত বিশ তোলা চাঁদির বিনিময়ে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। এভাবে আরও সাতটি গোলাম বাঁদীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। একদিন হযরত আবু আকবর (রাঃ) কম্বলাচ্ছিদিত হয়ে বসে আছেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওই কম্বল জড়ানো গরীব লোকটিকে আল্লাহ সালাম দিয়েছেন, যিনি স্বীয় সমুদয় সম্পদ আপনার প্রতি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এটাও জানতে চেয়েছেন যে, তিনি এ নিঃস্ব অবস্থায়ও কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, না অন্তরে কোন দুঃখভাব বহন করছেন? রাসূল (ছঃ) যখন এ সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছালেন, তখন তিনি ভাবাবেগে বলতে লাগলেন, আমি আপন পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট আছি, সন্তুষ্ট আছি। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

সূরা দ্বুহা-
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

وَالضُّحٰى (১) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى (২) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى (৩) وَلَلْاٰخِرَةُ

১। অদ্দ্বুহা-। ২। অল্লাইলি ইযা- সাজা-। ৩। মা অদ্দা'আকা রব্বুকা অমা- ক্বলা-। ৪। অলাল্ আ-খিরাতু

(১) কসম পূর্বাহ্নের, (২) আর রাতে যখন তা নিস্তব্ধ হয়, (৩) রব আপনাকে না ত্যাগ করেছেন, না শত্রুতা করেছেন। (৪) আর

خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (৪) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (৫) اَلَمْ يَجِدْكَ

খাইরুল্লাকা মিনাল্ উলা-। ৫। অলাসাওফা ইয়ু'ত্বীকা রব্বুকা ফাতারদ্বোয়া-। ৬। আলাম্ ইয়াজিদ্‌কা

আপনার জন্য পরকাল ইহকাল হতে উত্তম। (৫) রব আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি

يَتِيْمًا فَاٰوٰى (৬) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى (৭) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى (৮)

ইয়াতীমান্ ফাআ-ওয়া-। ৭। অওয়াজাদাকা দ্বোয়া — ল্লান্ ফাহাদা-। ৮। অওয়াজাদাকা 'আ — য়িলান্ ফাআগ্‌না-।

আপনাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেন নি? (৭) অজানা পেলেন, পরে পথ দেখালেন (৮) নিঃস্ব পেয়ে সম্পদশালী করলেন।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ (৯) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ (১০) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (১১)

১ ع ১১ ১৪ রুকু

৯। ফাআম্মাল্ ইয়াতীমা ফালা-তাক্ব্‌হার্। ১০। অআম্মাস্ সা — য়িলা ফালা-তান্‌হার্। ১১। অ আম্মা - বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিছ্।

(৯) সুতরাং এতিমকে ধমক দেবেন না। (১০) প্রার্থীকে ধিক্কার দেবেন না।(১১) রবের নেয়ামতের কথা জানিয়ে দিন।

সূরা আলাম্ নাশ্‌রাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (১) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (২) الَّذِىْٓ اَنْقَضَ

১। আলাম্ নাশ্‌রাহ্ লাকা ছোয়াদ্‌রাকা। ২। অওয়াদ্বোয়া'না- 'আন্‌কা ওয়িয্‌রাকা। ৩। ল্লাযী ~ আন্‌ক্বাদ্বোয়া

(১) আমি কি আপনার কল্যাণে আপনার বক্ষ প্রসারিত করি নি? (২) আর আপনার বোঝা অপসারিত করেছি, (৩) যা ছিল

ظَهْرَكَ (৩) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (৪) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (৫) اِنَّ مَعَ

জোয়াহ্‌রকা। ৪। অরাফা'না-লাকা যিক্‌রক্। ৫। ফাইন্না মা'আল্ উ'স্‌রি ইয়ুস্‌রান্। ৬। ইন্না মা'আল্

আপনার জন্য কষ্টদায়ক। (৪) আর আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি। (৫) অনন্তর নিশ্চয়ই দুঃখের সাথে রয়েছে স্বস্তি, (৬) অবশ্যই দুঃখের

শানেনুযূল ঃ সূরা দ্বুহা ঃ হুযূর (ছঃ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন দুই তিন রাত ইবাদতের জন্য উঠতে পারেন নি। জনৈক কাফির স্ত্রীলোক তাঁকে বলল, আপনার খোদা আপনাকে ত্যাগ করেছে, ঘটনাক্রমে তখন কিছুদিন ওহী অবতরণও বন্ধ ছিল। কাফিররা বলতে লাগল, মুহাম্মদের খোদা মুহাম্মদকে ত্যাগ করেছে, এ প্রসঙ্গেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কোঃ)
সূরা ইন শিরাহ ঃ আয়াত-৬ ঃ রাসূল (ছঃ) -এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। ছয় মাস বয়সে মাতাও দুনিয়া হতে বিদায় নেন। তারপর আট বছর বয়স পর্যন্ত স্নেহশীল দাদা আবদুল মুত্তালিবের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হতে থাকেন। অবশেষে বাহ্যিক প্রতিপালনের সৌভাগ্য তাঁর চাচা আবূ তালিবের ভাগ্যে আসে। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাহায্য সহানুভূতিতে কোন ত্রুটি করেন নি।

১ ع ৮ ১৯ রুকু

الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٨ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

উ'স্‌রি ইয়ুস্‌র-। ৭। ফাইযা-ফারাগ্‌তা ফান্‌ছোয়াব্। ৮। অইলা-রব্বিকা ফার্‌গব্।

সাথে রয়েছে স্বস্তি (৭) অতঃপর আপনি অবসর পেলেই সাধনা করবেন। (৮) আর আপনার রবের প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

সূরা ত্বীন্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

۝١ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝٢ وَطُورِ سِينِينَ ۝٣ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

১। অত্তীনি অয্‌যাইতূনি। ২। অতূ্‌রি সীনীনা। ৩। অহা-যাল্ বালাদিল্ আমীন।

(১) আর কসম তানজীন ও যাইতুনের, (২) আর শপথ সিনাইয়ে অবস্থিত তূরের (৩) আর এ নিরাপদ শহরের শপথ

۝٤ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٥ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ

৪। লাক্বদ্ খলাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না ফী আহ্‌সানি তাক্বওয়ীম্। ৫। ছুম্মা রদাদ্‌না-হু আস্‌ফালা

(৪) নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দেই হীন থেকে হীনতম

سَافِلِينَ ۝٦ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ

সা-ফিলীন। ৬। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফালাহুম্ আজ্‌রুন্ গইরু

অবস্থায় (৬) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা ব্যতীত, তাদের জন্য রয়েছে এমন শুভফল যা কখনও

১ ع ৮ ২০ রুকু

مَمْنُونٍ ۝٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝٨ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

মাম্‌নূন্। ৭। ফামা- ইয়ুকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্দীন্। ৮। আলাইসাল্লা-হু বিআহ্‌কামিল্ হা-কিমীন্।

নিঃশেষ হবার নয়। (৭) এরপর কোন বস্তু কর্মফল সম্পর্কে তোমাকে অবিশ্বাসী করছে ? (৮) আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সূরা 'আলাক্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

۝١ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٣ اقْرَأْ وَ

১। ইক্বরা'' বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খলাক্ব্। ২। খলাকাল্ ইন্‌সা-না মিন্ 'আলাক্। ৩। ইক্বর'' অ

(১) পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছেন, (৩) পড়ুন,

সূরা তীন্ ঃ আয়াত-৫ ঃ অর্থাৎ যৌবনের সেই অনুপম সুশ্রী ও সবল সুঠাম দেহ অসুন্দর ও দুর্বল হিসাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। এটি পুনঃ জীবিত হওয়ার সত্যতার পক্ষে একটি নিদর্শন। চিন্তা করলে যা বুঝা যায়। এ অর্থও হতে পারে, আমি মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব সে সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যে পর্যন্ত তার মানবতা পূর্ণ স্বভাব বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ স্বীয় স্রষ্টাকে স্বীকার করে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা। কিন্তু স্বীয় স্রষ্টা ও পালনকর্তার ব্যাপারে কুফুরীর পন্থা অবলম্বন করলে পশু অপেক্ষাও অধঃপতিত হয়ে জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অবশ্য যারা স্বভাব চরিত্রে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে যত্নবান হয় এবং সৎকর্ম পরায়ণ হয় তারা যথাযথভাবে সৃষ্টির সেরা জাতি হিসাবে থাকবে।

رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّاۤ اِنَّ

রব্বুকাল্ আকরমু। ৪। ল্লাযী 'আল্লামা বিল্‌ক্বালামি। ৫। 'আল্লামাল্ ইন্‌সা-না মা-লাম্ ইয়া'লাম্। ৬। কাল্লা ~ ইন্নাল্

আপনার রব সম্মানিত। (৪) যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন, (৫) মানুষকে শিখালেন তার অজানাকে (১) (৬) না, মানুষই

الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰۤی ﴿٦﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰی ﴿٧﴾ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرُّجْعٰی ﴿٨﴾

ইন্‌সা-না লাইয়াত্ব্‌গ ~। ৭। আর্‌রয়াহুস্ তাগ্‌না-। ৮। ইন্না ইলা- রব্বিকার্ রুজ্‌'আ-।

সীমালংঘণকারী। (৭) তা এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখে। (৮) নিশ্চয়ই রবের কাছে সকলকে ফিরতে হবে।

اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی ﴿٩﴾ عَبْدًا اِذَا صَلّٰی ﴿١٠﴾ اَرَءَیْتَ اِنْ كَانَ

৯। আরয়াইতাল্লাযী ইয়ান্‌হা-। ১০। 'আব্‌দান্ ইযা-ছোয়াল্লা-। ১১। আরয়াইতা ইন্ কা-না

(৯) তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা প্রদান করে? (১০) আমার এক বান্দাকে, যখন নামায পড়ে। (১১) দেখেছ কি, যদি

عَلَی الْهُدٰۤی ﴿١١﴾ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی ﴿١٢﴾ اَرَءَیْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰی ﴿١٣﴾ اَلَمْ یَعْلَمْ

'আলাল্ হুদা ~। ১২। আও আমার বিত্তাক্ব্‌ওয়া-। ১৩। আরয়াইতা ইন্‌কায্‌যাবা অতাওয়াল্লা-। ১৪। আলাম্ ইয়া'লাম্

সুপথে থাকে, (১২) বা তাক্‌ওয়ার আদেশ দেয়,(১৩) দেখেছ কি মিথ্যারোপকারীকে ও যে মুখ ফিরায়? (১৪) সে কি জানে

بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ یَنْتَهِ ۙ۬ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِیَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

বিআন্নাল্লা-হা ইয়ার-। ১৫। কাল্লা-লায়িল্লাম্ ইয়ান্‌তাহি লানাস্‌ফা'আম্ বিন্না-ছিয়াতি ১৬। না-ছিয়াতিন্ কা-যিবাতিন্ খত্বিয়াহ্।

না যে, আল্লাহ দেখেন?(১৫) না, বিরত না হলে কপালের কেশগুচ্ছ ধরে টেনে নিব.(১৬) মিথ্যাবাদী, অপরাধীর কপাল।

সেজদা

فَلْیَدْعُ نَادِیَهٗ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾

১৭। ফাল্ ইয়াদ্'উ না-দিয়াহূ। ১৮। সানাদ্'উয্ যাবা-নিয়াতা। ১৯। কাল্লা-; লা তুত্বি'হু অস্‌জুদ্ ওয়াক্ব্‌তারিব্।

(১৭) সে শহচরদের ডাকুক। (১৮) আমি জাহান্নামের প্রহরী ডাকব। (১৯) না, তার কথা শুনবেন না, সেজদা করুন, নিকটে আসুন।

রুকূ ১ / ১৯ / ২১ — সিজ্‌দাহ্-১৪

সূরা ক্বাদ্‌র

মক্কাবতীর্ণ

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾

১। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল্ ক্বদ্‌র্। ২। অমা ~ আদ্‌র-কা মা-লাইলাতুল্ ক্বদ্‌র্।

(১) নিশ্চয়ই আমি এটা (কোরআন) কদর-রাতে নাযীল করলাম। (২) আর আপনি কি জানেন, মহিমান্বিত রাত কি?

শানেনুযূল ঃ সূরা কদর ঃ ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)- থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করে নি। মুসলমানরা একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা নাযিল হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাতের ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদ লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে পার করে দেয়। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ সুরা নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন। (মাযহারী)

﴿٣﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٤﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ

৩। লাইলাতুল্ ক্বদ্‌রি খাইরুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌র্ । ৪। তানায্‌যালুল্ মালা — য়িকাতু অর্‌রূহু

(৩) কদর (মহিমান্বিত) রাত, হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) সে রাতে প্রত্যেক বরকত পূর্ণ বিষয় নিয়ে ফেরেশতা ও

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٥﴾ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ফীহা- বিইয্‌নি রব্বিহিম্ মিন্ কুল্লি আম্‌র্। ৫। সালা-মুন্ হিয়া হাত্তা- মাত্ব্‌লাই'ল্ ফাজ্‌র্।

রূহ (জিব্রাঈল) (দুনিয়াতে) অবতীর্ণ হয়, স্বীয় রবের নির্দেশে। (৫) সে রাতে সম্পূর্ণ শান্তি, ফজর পর্যন্ত বিরাজিত থাকে।

সূরা বাইয়্যিনাহ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتّٰى

১। লাম্ ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি অল্ মুশ্‌রিকীনা মুনফাক্কীনা হাত্তা-

(১) কিতাবীদের মধ্যকার কাফেররা ও মুশরিকরা কিছুতেই কুফরী করা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি, যতক্ষণ না তাদের

تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٢﴾ رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٣﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٤﴾ وَمَا

তা"তিয়াহুমুল্ বাইয়্যিনাতু ।২। রসূলুম্ মিনাল্লা-হি ইয়াত্‌লূ ছুহুফাম্ মুত্বোয়াহ্‌হারতান্। ৩। ফীহা-কুতুবুন্ ক্বাইয়িমাহ্ ৪। অ মা-

নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে। (২) আল্লাহ হতে রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে। (৩) তাতে রয়েছে সঠিক বিধান। (৪) আর

تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٥﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

তাফার্‌রাক্বাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা ইল্লা- মিম্ বা'দি মা-জ্বা — য়াত্‌হুমুল্ বাইয়িনাহ্। ৫। অমা-

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হল। (৫) অথচ তারা

لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ

উমিরূ ~ ইল্লা-লিইয়া'বুদুল্লা-হা মুখ্‌লিছীনা লাহুদ্দীনা হুনাফা — য়া অইয়ুক্বীমুছ্ ছলা-তা অইয়ু'তুয্ যাকা-তা অযা-লিকা

আদিষ্ট হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করতে। নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে এটাই

دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

দীনুল্ ক্বাইয়িমাহ্। ৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি অলমুশ্‌রিকীনা ফী না-রি জ্বাহান্নামা

সঠিক দ্বীন। (৬) নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে ও মুশরিকরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এস্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবু বকর ওয়াররাক বলেনঃ এ রাতকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ হল, আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য ছিল না, সে এ রাতে তওবা ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিতও হয়ে যায়। কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাদেরকে লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে ইসরাফিল, মীকাঈল, আজরাঈল ও জিবরাঈল (আঃ)। ফেরেশতাকে এসকল কাজ সোপর্দ করা হয়। (কুরতুবী)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

খ-লিদীনা ফীহা-; উলা — য়িকা হুম্ শার্‌রুল্ বারিয়্যাহ্। ৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি
অবস্থান করবে, তারাই অধম সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম। (৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারাই

اُولٰۗىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَاۗؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

উলা — য়িকাহুম্ খইরুল্ বারিয়্যাহ্। ৮। জ্বাযা — য়ুহুম্ 'ইন্দা রব্বিহিম্ জান্না-তু 'আদ্‌নিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্
সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের রবের কাছেই রয়েছে তাদের প্রতিদান, অনন্তকাল বসবাসের জন্য জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ٭

আন্‌হা-রু খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; রদ্বিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম্ অরদ্বূ 'আন্‌হু; যা-লিকা লিমান্ খশিয়া রব্বাহ্।
থাকবে নহরসমূহ। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট; এটা তার জন্য, যে নিজ রবকে ভয় করে।

১ ع ৮ ২৩ রুকু

সূরা যিলযা-ল্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

۝١ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝٢ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٣ وَقَالَ

১। ইযা-যুল্‌যিলাতিল্ আরদ্বু যিল্‌যা-লাহা-। ২। অআখ্‌রজাতিল্ আরদ্বু আছ্‌ক্ব-লাহা-। ৩। অক্ব-লাল্
(১) পৃথিবীকে যখন ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হবে, (২) যখন ভূমি তার বোঝা বের করে দিবে, (৩) আর তখন লোকেরা

الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٤ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٥ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ٭

ইনসা-নু মা- লাহা-। ৪। ইয়াওমায়িযিন্ তুহাদ্দিছু আখ্‌বা-রহা-। ৫। বিআন্না রব্বাকা আওহা-লাহা-।
বলবে, তার কি হল? (৪) সে দিন তার সকল খবর বলবে। (৫) তা একারণে যে, তার রব তাকে এরূপ আদেশই দিবেন।

۝٦ يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ڏ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٧ فَمَنْ يَّعْمَلْ

৬। ইয়াওমায়িযিঁই ইয়াছ্‌দুরু ন্না-সু আশ্‌তা-তাল্ লিইয়ুরাও আ'মা-লাহুম্। ৭। ফামাইঁ ইয়া'মাল্
(৬) মানুষ সে দিন দলে দলে বিভক্ত হয়ে বের হবে, যাতে নিজের আমলের প্রতিফলন দেখতে পায়। (৭) অতঃপর অণু

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٨ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ٭

মিছ্‌ক্ব-লা যার্‌রতিন্ খইরঁই ইয়ারহ্। ৮। অমাইঁ ইয়া'মাল্ মিছ্‌ক্ব-লা যার্‌রতিন্ শার্‌রইঁ ইয়ারহ্
পরিমাণ নেক আমলকারীও তা আবলোকন করতে পারবে, (৮) আর অণু পরিমাণ বদ কাজ করলেও তা দেখতে পাবে।

১ ع ৮ ২৪ রুকু

আয়াত-২ ঃ কিয়ামতের পূর্বে যমীনের অভ্যন্তরস্ত সমুদয় ধন-সম্পদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি যমীন উদগিরণ করে দিবে।
আয়াত-৩ ঃ অর্থাৎ মানুষ জীবিত হওয়ার এবং ভুকম্পনের এসব নিদর্শন দেখার পর, অথবা তাদের আত্মা ঠিক ভুকম্পনের সময় আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলবে, এ যমীনের কি হল যে, এ তো জোরে প্রকম্পিত হতে লাগল। আর নিজ অভ্যন্তরের সমুদয় বস্তু নিক্ষেপ করে দিল। (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-৬ ঃ অর্থাৎ সে দিন মানুষ নিজ নিজ সমাধি হতে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ হয়ে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। একদল মদ্য পায়ীদের, একদল চোরদের, একদল জালিমদের, এভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অথবা মানুষ হিসাব-নিকাশান্তে কোন দল জান্নামের অধিবাসী এবং কোন দল জান্নাতবাসী হয়ে দোযখে ও বেহেস্তে প্রত্যাবর্তন করবে। (ফাওঃ ওছঃ)

সূরা 'আ-দিয়াত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٣﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٤﴾ فَاَثَرْنَ

১। অল্ 'আ- দিয়া-তি দ্বোয়াব্‌হান্ ২। ফাল্ মূরিয়া-তি ক্বাদ্‌হান্ ৩। ফাল্‌মুগীর-তি ছুব্‌হান্ ৪। ফাআছার্‌না-
(১) কসম সেই অশ্বের যখন সে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ায়, (২) পরে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়, (৩) প্রভাতকালে আক্রমণ করে, (৪) তখন

بِهٖ نَقْعًا ﴿٥﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٦﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٧﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى

বিহী নাক্ব'আ'ন্। ৫। ফাওয়াসাত্বনা বিহী জ্বাম্'আন্। ৬। ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লিরব্বিহী লাকানূদ্। ৭। অইন্নাহূ 'আলা-
তা ধূলি উড়ায়, (৫) অতঃপর শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের অকৃতজ্ঞ। (৭) আর নিশ্চয়ই

ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٨﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٩﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا

যা-লিকা লাশাহীদ্। ৮। অইন্নাহূ লিহুব্বিল্ খইরি লাশাদীদ্। ৯। আফালা- ইয়া'লামু ইযা-বু'ছিরা মা-
এটা তার নিজেরই জানা। (৮) আর সে ধন সম্পদকে বেশি বেশি ভালবাসে। (৯) তার কি সেই সময়টি জানা নেই, যখন কবরবাসী

১ ع ১১ ২৫ রুকু

فِى الْقُبُوْرِ ﴿١٠﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ★

ফিল্ ক্বুবুরি ১০। অহুছ্‌ছিলা মা-ফিছ্ ছুদূরি ।১১। ইন্না রব্বাহুম্ বিহিম্ ইয়াওমায়িযিল লাখবীর্।
উত্থিত হবে? (১০) অন্তরে যা আছে তা প্রকাশিত হবে? (১১) তাদের ব্যাপারে তাদের রব সে দিন ভালভাবে জানবেন।

সূরা ক্বা-রি'আহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

﴿١﴾ اَلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٤﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ

১। আল্‌ক্বা-রি'আতু ২। মাল্‌ক্বা-রি'আহ্। ৩। অমা ~ আদ্‌র-কা মাল্‌ক্বা-রি'আহ্। ৪। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্না-সু
(১) মহা প্রলয়, (২) সেই মহা প্রলয় কি? (৩) আপনি কি জানেন সে মহা প্রলয় সম্পর্কে ?(৪) সেদিন লোকেরা সব ইতস্তত:

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ﴿٥﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ﴿٦﴾ فَاَمَّا

কাল্‌ফার শিল্ মাব্‌ছূছি। ৫। অতাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ ই'হ্‌নিল্ মান্‌ফূশ্। ৬। ফাআম্মা-
বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের ন্যায় হয়ে যাবে, (৫) আর পাহাড়সমূহ ধূনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় হয়ে যাবে, (৬) অতঃপর যার

আয়াত-৫ ঃ এটা অশ্বের কসম নয়; বরং অশ্বারোহীর শপথ। কারণ, বান্দাহর কোন আ'মল এ হতে বড় হতে পারে, যে আমলে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ অর্থাৎ মানুষ তার অকৃতজ্ঞতার উপর নিজ অবস্থার ভাষায় নিজেই সাক্ষী। (জাঃ বয়াঃ)
আয়াত-১ ঃ 'কারিয়াহ' শব্দের অর্থ করাঘাতকারী শব্দ বলে কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়কে বুঝানো হয়েছে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৫ ঃ অর্থাৎ সে দিন মানুষ হীনতা ও অস্থিরতা এবং সিঙ্গায় ফুক দানকারীর প্রতি দ্রুত ধাবিত হওয়ার দিক দিয়ে এরূপ হবে যেরূপ পতঙ্গ আগুনের প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-১১ ঃ হুযূর (ছঃ) বললেন, মানব সন্তান যে আগুন জ্বালায়ে থাকে, তার নরকাগ্নির ৭০ ভাগের একভাগ। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, সে আগুন এ আগুন হতে উনসত্তর গুণ বেশি তেজস্বী। (ইবঃ কাঃ)

مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ

মান্ ছাক্বু-লাত্ মাওয়া-যীনুহূ ।৭। ফাহুওয়া ফী ঈ'শাতির্ রা-দ্বিয়াহ্ ৮। অআম্মা- মান্ খাফ্ফাত্

(ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে,(৭) অতঃপর সে তো সন্তোসজনক জীবন লাভ করবে,(৮) আর যার (ঈমানের) পাল্লা হাল্কা

مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

মাওয়া-যীনুহূ। ৯। ফাউম্মুহূ হা-ওয়িয়াহ্। ১০। অমা ~ আদ্‌রা-কা মা-হিয়াহ্ ১১। না-রুন্ হা-মিয়াহ্।

হবে। (৯) অনন্তর তার বাসস্থান হবে হাবিয়ায় (১০) আপনি কি জানেন তা (হাবিয়া) কি? (১১) তা হল, এক উত্তপ্ত অগ্নি।

১ ع ১১ ২৬ রুকু

সূরা তাকা-ছুর্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮ রুকূ ঃ ১

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ

১। আল্‌হা-কুমু্ত্তাকা-ছুরু ২। হাত্তা-যুরতুমুল্ মাক্বা-বির্। ৩। কাল্লা-সাওফা তা'লামূনা ৪। ছুম্মা

(১) তোমাদেরকে প্রাচুর্যের লালসা ভুলিয়ে রাখে। (২) কবরে যাওয়া পর্যন্ত। (৩) না, শীঘ্রই তোমরা জানবে। (৪) আবারও

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ

কাল্লা-সাওফা তা'লামূন্। ৫। কাল্লা-লাও তা'লামূনা ই'ল্‌মাল্ ইয়াক্বীন্। ৬। লাতারায়ুন্নাল্ জ্বাহীমা

বলছি, না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কখনই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে;

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

৭। ছুম্মা লাতারায়ুন্নাহা-'আইনাল্ ইয়াক্বীন। ৮। ছুম্মা লাতুস্‌য়ালুন্না ইয়াওমায়িযিন্ 'আনিন্নাঈ'ম্।

(৭) তারপর, তোমরা তা চাক্ষুষ দর্শন করবে। (৮) পরে সেদিন তোমরা অবশ্যই নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

১ ع ৮ ২৭ রুকু

সূরা 'আছ্‌র্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩ রুকূ ঃ ১

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১। অল্ 'আছ্‌রি ২। ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌রিন্ ৩। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ

(১) কালের শপথ, (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, (৩) ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে,

শানেনুযূল ঃ সূরা তাকাছুর ঃ কুরাইশ বংশে দুটি গোত্র ছিল। একটি বনু আবদে মানাফ যাদের মধ্যে নবী করীম (ছঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অপর গোত্র হল বনু ছাহামের যাদের সরদার ছিল আছ ইবনে ওয়ায়েল। একদিন এ গোত্রদ্বয় পরস্পরের সাথে গর্ব করে একে অপরকে বলতে লাগল, আমরা ধন-সম্পদ ও জনসংখ্যায় তোমাদের অপেক্ষা অধিক। অবশেষে পরিসংখ্যান করে দেখা গেল বনু আবদে মানাফ সংখ্যাগরিষ্ঠ। তখন বনু ছাহাম গোত্রপতি বলল, আমাদের গোত্র বাহাদুর বিধায় সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় যুদ্ধে তাদের জীবনবসান হয়, তাই তাদেরও পরিসংখ্যান করতে হবে। অতঃপর তাদের সমাধি স্থলে গিয়ে জীবিত ও মৃত সকলের আদমশুমারী হল। তখন বনু ছাহামই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বৃথা কর্ম-কাণ্ডের দুর্ণাম করে এ সূরাটি নাযীল করেন।

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ওয়া 'আমিলুছ্ ছোয়া -লিহা-তি অতাওয়া- ছোয়াও বিল্ হাক্ব্ কি অ তাওয়া-ছোয়াওবিছ্ ছোয়াব্র্।

নেক কাজ করে, এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ প্রদান করতে থাকে ও একে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করে।

সূরা হুমাযাহ্ মক্কাবতীর্ণ

আয়াত ঃ ৯ রুকূ ঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢

১। অইলুল্লি কুল্লি হুমাযা-তি ল্লুমাযাতি। ২। নিল্লাযী জ্বামা'আ মা-লাওঁ অ'আদ্দাদাহূ।

(১) ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির যে, সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে। (২) যে অধিক লোভে অর্থ জমায় এবং বারবার গণনা করে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝٤

৩। ইয়াহ্সাবু আন্না মা- লাহূ ~ আখ্লাদাহ্। ৪। কাল্লা-লাইয়ুম্বাযান্না ফিল্ হুত্বোয়ামাহ্।

(৩) সে মনে করে যে, সম্পদ তার নিকট চিরকাল থাকবে। (৪) কখনও নয় সে অবশ্যই হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِىْ تَطَّلِعُ

৫। অমা-আদ্রা-কা মাল্ হুত্বোয়ামাহ্ ৬। না-রুল্লা-হিল্ মূক্বদাতু ৭। ল্লাতী তাত্ত্বোয়ালিউ'

(৫) আর আপনি কি জানেন, হুতামা কি? (৬) তা (হুতামা) আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন। (৭) যা (শরীর স্পর্শ করামাত্র) অন্তর

عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

'আলাল্ আফ্য়িদাহ্। ৮। ইন্নাহা- 'আলাইহিম্ মু'ছোয়াদাতুন্ ৯। ফী 'আমাদিম্ মুমাদ্দাহ্

পর্যন্ত গ্রাস করবে,। (৮) নিশ্চয়ই তা (সে আগুন) তাদের ওপর পরিবেষ্টিত করে দেয়া হবে, (৯) উঁচু উঁচু স্তম্ভসমূহে

সূরা ফীল্ মক্কাবতীর্ণ

আয়াত ঃ ৫ রুকূ ঃ ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ

১। আলাম্ তার কাইফা ফা'আলা রব্বুকা বিআছ্হা-বিল্ ফীল্। ২। আলাম্ ইয়াজ্ব্'আল্

(১) আপনি কি দেখেন নি, আপনার রব হস্তী বাহিনীর সাথে কি ব্যবহার করলেন (কা'বা গৃহের ধ্বংসের ব্যাপারে)? (২) তিনি কি তাদের

শানেনুযূল ঃ সূরা ফিল ঃ আবিসিনিয়া রাজার প্রতিনিধি 'আবরাহা' কাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইয়ামেনের বিখ্যাত 'সানআ' শহরে নিজ খৃঃ ধর্মের নামে বহু অর্থ ব্যয়ে এক সুন্দর গির্জা নির্মাণ করলে আরবের কোরাইশরা এতে খুবই ব্যথিত হল। জনৈক আরব রাগান্বিত হয়ে নূতন কাবাতে পায়খানা করে দিল। ঘটনাক্রমে আগুন লাগিয়ে তা ভস্মীভূত হয়ে গেল; 'আবরাহা' ক্রোধান্বিত হয়ে বিশাল সৈন্য বাহিনী ও হস্তী দল নিয়ে কাবা গৃহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে হরম সীমায় ওয়াদি মুহাস্সাব্ নামক স্থানে পৌঁছলে সমুদ্র হতে সবুজ ও হলুদ রং এর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল নামক এক প্রকার ছোট ছোট পাখী মুখেও থাবায় প্রস্তর খণ্ড নিয়ে আবরাহা বাহিনীর উপর বর্ষণ করতে লাগল। খোদায়ী শক্তিতে প্রস্তরখণ্ডগুলো যার উপর পড়ত, এক দিকে ঢুকে অপরদিকে বের হয়ে যেত। এতে প্রায় সকলই নিহত হল। (ফাওঃ ওছঃ)

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِم

কাইদাহুম্ ফী তাদ্বলীলিঁও ৩। অ আর্‌সালা 'আলাইহিম্ ত্বোয়াইরন্ আবা-বীলা- ৪। তারমীহিম্

কৌশলকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেন নি? (৩) আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি প্রেরণ করলেন। (৪) যারা তাদের

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

বিহিজ্বা-রতিম্ মিন্ সিজ্জীলিন্ ৫। ফাজ্বা'আলাহুম্ কা'আছ্‌ফিম্ মা''কূল্।

উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করেছিল (৫) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষণকৃত ঘাসের ন্যায় করে দিলেন।

১ ع ৫ ৩০ রুকু

সূরা কুরাইশ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا

১। লিঈলা-ফি কু্‌রইশিন্। ২। ঈলা-ফিহিম্ রিহ্‌লাতাশ্ শিতা — য়ি অছ্‌ছোয়াইফ্। ৩। ফাল্‌ইয়া'বুদূ

(১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, (২) শীত ও গ্রীষ্মকালে সফরের অভ্যাসে, (৩) সুতরাং তাদের উচিত এ

رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

রব্বাহা-যাল্ বাইতি ৪। ল্লাযী আত্ব'আমাহুম্ মিন্ জু্ ইঁও ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাওফ্।

ঘরের (কা'বা) রবের ইবাদত করা, (৪) যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দান করেছেন, ভয়-ভীতি হতে নিরাপদে রেখেছেন।

১ ع ৪ ৩১ রুকু

সূরা মা-উন্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭
রুকূ ঃ ১

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا

১। আরয়াইতাল্লাযী- ইয়ুকায্‌যিবু বিদ্দীন্। ২। ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উ'ল্ ইয়াতীমা ৩। অলা-

(১) আপনি কি দেখেছেন, সেই ব্যক্তিকে যে দ্বীনকে মিথ্যা মনে করে? (২) সে তো ঐ ব্যক্তি যে, এতিমকে ধাক্কা দেয়। (৩) এবং

يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن

ইয়াহুদ্দু 'আলা-তোয়া'আ- মিল্ মিসকীন্। ৪। ফাওয়াইলুল্লিল্ মুছোয়াল্লীনা। ৫। ল্লাযীনাহুম্ 'আন্

মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না। (৪) অনন্তর ঐ নামায আদায়কারীর ধ্বংস, (৫) যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে

আয়াত-৪ঃ হুযুর (ছঃ) এর বংশের দ্বাদশ পুরুষ ছিলেন নযর ইবনে কেনানাহ। তাঁর বংশধররা হলেন কোরাইশ। তারা সকলে মক্কাতেই বসবাস করতেন। আরববাসীরা হজ্জে আগমন করলে তাঁকে মক্কার খাদেম হিসাবে দেখতেন। কোরাইশরাও তাঁর বাড়িতে গেলে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দিতেন, এটিই তাঁর জীবিকার উপকরণ ছিল। শীতকালে ইয়ামেন এবং গরমকালে সিরিয়া ভ্রমণ করত। হরমের সম্মানার্থে কোরাশদের নিকট চোর-ডাকাত আসত না। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৫ঃ অর্থাৎ নামায কাযা করে অথবা জেনে শুনে শেষ সময়ে আদায় করে। (মুঃ কোঃ)
আয়াত-৭ঃ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিষ যথাঃ সুঁচ, পাতিল, বাটি ও ডোল ইত্যাদি চাইলে দেয় না। আর এক অর্থ যাকাত দেয় না। নামাযে উদাসীনতার সাথে যাকাত দেয় না অর্থটার মিল আছে বিধায় মাওলানা থানভী (রঃ) এ অর্থই লিখেছেন। (বঃ কোঃ)

صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٦ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝٧ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ٭

ছলা-তিহিম্ সা-হূন্ । ৬ । আল্লাযীনা হুম্ ইয়ুরা — য়ূনা ৭ । অইয়াম্ না'উনাল্ মা-'উন্ ।

উদাসীন, (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে থাকে, (৭) সাধারণ জিনিস অন্যকে দান করা থেকে বিরত থাকে।

১ ع ৭ ৩২ রুকু

সূরা কাওছার্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩ রুকূ ঃ ১

۝١ إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝٢ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٭

১ । ইন্না ~ আ'ত্বোয়াইনা-কাল্ কাওছার্ । ২ । ফাছোয়াল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্‌হার্ ।

(১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউছার প্রদান করলাম ।(২) অতএব আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন ও কোরবানী করুন।

۝٣ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٭

৩ । ইন্না শা ~ নিয়াকা হুওয়াল্ আব্‌তার্ ।

(৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ।

১ ع ৩ ৩৩ রুকু

সূরা কা-ফিরূন্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬ রুকূ ঃ ১

۝١ قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝٢ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٣ وَلَآ أَنْتُمْ

১ । ক্বুল্ ইয়া ~ আইয়ুহাল্ কা-ফিরূনা । ২ । লা ~ আ'বুদু মা তা'বুদূনা । ৩ । অলা ~ আন্‌তুম্

(১) (আপনি) বলে দিন, হে কাফেররা! (২) আমি তার গোলামী করি না, যার গোলামী তোমরা কর। (৩) তোমরাও তার

عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٤ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٥ وَلَآ أَنْتُمْ

'আ-বিদূনা মা ~ আ'বুদ্ । ৪ । অলা ~ আনা 'আ-বিদুম্ মা-'আবাততুম্ । ৫ । অলা ~ আন্‌তুম্

গোলাম নও, যাঁর গোলামী আমি করি। (৪) আমি গোলাম নই তার, যার গোলামী তোমরা কর। (৫) তোমরাও তার

عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٦ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ٭

'আ-বিদূনা মা ~ আ'বুদ্ । ৬ । লাকুম্ দীনুকুম্ অলিয়াদীন্ ।

গোলাম নও, যার গোলামী আমি করি। (৬) তোমাদের কাজের পরিণাম ফল তোমাদের, আমার কাজের পরিণাম ফল আমার।

১ ع ৬ ৩৪ রুকু

শানেনুযূল ঃ সূরা কাফিরূন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ হুযুর (ছঃ)-এর কাছে এসে বললঃ যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব। (কুরতবী) তিবরানীর রিওয়ায়তে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে হুযুর (ছঃ)-কে এ প্রস্তাব করল যে, আমরা আপনাকে এত বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব যে, এতে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। এটাও না মানলে, এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। তাদের এ আপোসমূলক কথার জবাবে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (মাযহারী)

সূরা নাছ্‌র্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ

১। ইযা-জ্বা — য়া নাছ্‌রুল্লা-হি অল্‌ফাত্‌হু ২। অরয়াইতান্না-সা ইয়াদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্

(১) (হে মুহাম্মদ!) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছবে, (২) আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে

اللّٰهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

লা-হি আফ্‌ওয়া-জ্বা-। ৩। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা অস্‌তাগ্‌ফিরহু; ইন্নাহূ কা-না তাওয়্যা-বা-।

প্রবেশ করতে দেখবেন,(৩) তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ মহিমা বর্ণনা করুন, ক্ষমা চান, তিনিই তাওবা কবূলকারী।

সূরা লাহাব্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ① مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ② سَيَصْلٰى

১। তাব্বাত্ ইয়াদা ~ আবী লাহাবিঁও অতাব্। ২। মা ~ আগ্‌না-'আন্‌হু মা-লুহূ অমা-কাসাব্ ৩। সাইয়াছ্‌লা-

(১) ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের দুই হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। (২) তার ধন ও উপার্জন কোন কাজে আসবে না।(৩) শীঘ্রই

نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③ وَّامْرَأَتُهُ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

না-রন্ যা-তা লাহাবিঁও। ৪। অম্‌রয়াতুহূ; হাম্মা-লাতাল্ হাত্বোয়াব্। ৫। ফী জ্বীদিহা-হাব্‌লুম্ মিম্ মাসাদ্।

সে অগ্নির লেলিহান শিখায় জ্বলবে।(৪) তার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠ বহনকারিণী। (৫) তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

সূরা ইখ্‌লা-ছ্‌
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ① اللّٰهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ ۙ

১। কুল্ হুওয়াল্লা-হু আহাদ্। ২। আল্লা-হুচ্ছমাদ্। ৩। লাম্ ইয়ালিদ্

(১) (হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক, (২) আল্লাহ কারোমুখাপেক্ষী নন, (৩) তিনি কাউকে জন্মও দেন নি,

শানেনুযূল ঃ সূরা লাহাব ঃ আবু ল্যাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর চাচা। কুফ্‌রীর কারণে সে রাসূল (ছঃ) এর ঘোর শত্রু ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) একদা আল্লাহর নির্দেশে আত্মীয়দেরকে সাফা পাহাড়ে সমবেত করে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিল। আবু লাহাব ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, তোমার সর্বনাশ হোক এজন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছ ? এ প্রসঙ্গে এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়। তার স্ত্রী উম্মে জামীলও রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করত। এ সূরাতে তারও নিন্দাবাদ করা হয়। এ সূরার ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের সাত দিন পরে আবু লাহাব প্লেগ রোগে আক্রান্ত হল। সংক্রামক রোগ বিধায় ঘরের লোকেরাও ভয়ে অন্যত্র রেখে আসল, তার মৃত্যুর তিন দিন পর গর্ত করে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হল। (তাফঃ মাহঃ, বঃ কোঃ)

ওয়াকুফুন্নবী (ছাঃ) ১
রুকূ ৩৫
রুকূ ৩৬

وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অলাম্ ইয়ূলাদ্। ৪। অলাম্ ইয়া কুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ্।
আর তিনি জন্ম প্রাপ্তও নন। (৪) আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।

১ ৪ ৩৭ রুকু

সূরা ফালাক্ব মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫ রুকূ ঃ ১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

১। ক্বুল্ আ'উযু বিরব্বিল্ ফালাক্বি। ২। মিন্ শার্‌রি মা-খলাক্ব। ৩। অমিন্ শার্‌রি গ-সিক্বিন্ ইযা-
(১) (হে মুহাম্মদ!) আপন বলে দিন, আশ্রয় চাই উষার রবের, (২) তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে, (৩) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট

وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অক্বাব্। ৪। অমিন্ শার্‌রি ন্নাফ্ফা-ছা-তি ফিল্ 'উক্বাদ্। ৫। অমিন্ শার্‌রি হা-সিদিন্ ইযা-হাসাদ্।
হতে যখন তা হয় গভীর ,(৪) আর গিরায় ফুঁ দান কারিণীর অনিষ্ট হতে, (৫) আর হিংসাকারীর হিংসার অনিষ্ট হতে।

১ ৫ ৩৮ রুকু

সূরা না-স্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬ রুকূ ঃ ১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

১। ক্বুল্ আ'উযু বিরব্বিন্না-স্। ২। মালিকিন্না-স্ । ৩। ইলা-হি ন্না-স্
(১) বলুন, আশ্রয় চাই মানুষের রবের (২) মানুষের মালিকের (৩) মানুষের ইলাহের

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ

৪। মিন্ শার্‌রিল ওয়াস্ ওয়া-সিল্ খান্না-সি ৫। ল্লাযী ইউওয়াস্‌ওয়িসু
(৪) তার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে ,(৫) আর যে মানুষের মনে

فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

ফী ছুদূরিন্না-স্। ৬। মিনাল্ জ্বিন্নাতি অন্না-স্।
কুমন্ত্রণা প্রদান করে, (৬) জিন হোক, আর মানুষ হোক।

১ ৬ ৩৯ রুকু

শানেনুযূল ঃ সূরা না-স ও ফালাক্ব ঃ বোখারী, মুসলিম ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, লবীদ নামক জনৈক ইহুদী তার কন্যাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি প্রায় এক বছর পর্যন্ত কিছুটা কষ্ট অনুভব করেন। কিন্তু তিন দিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে ফালাক ও নাস এ সুরাদ্বয় অবতীর্ণ করেন। যাদুকারিণীরা রাসুল (ছঃ) এর আঁচড়ানো চুল ও চিরুনীর দাঁতের উপর যাদু-মন্ত্র পড়ে ১১টি গিরা দিয়েছিল। সূরা দুটিতেও ১১টি আয়াত আছে। একটি আয়াত পাঠে একটি গিরা খুলে যেত। এভাবে ১১টি আয়াত পাঠান্তে ১১টি গিরা খুলে গেল। আর হুযূর (ছঃ) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। আয়াত-৬ঃ 'খান্না-স' সে শয়তান, যার অভ্যাস হল, আল্লাহকে স্মরণকারলে সে দূরে সরে যায়। আর বান্দাহ গাফেল হলে সে এসে কু-প্ররোচনা দেয়। (বুখারী)

কোরআন খতম যেভাবে করতে হয়।

সূরা-নাস পর্যন্ত খতম করে পুনরায় সূরা ফাতিহা ও الم থেকে المفلحون পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর নিম্নের দোয়া পড়বে।

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ★ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ★ وَنَحْنُ عَلٰى

ছদাক্বল্লা-হুল্ ‘আলিয়্যুল ‘আযীম্। অছদাক্ব রসূলুহুন্ নাবিয়্যীল্ কারীম্। অনাহ্নু ‘আলা-

মহান মহীয়ান আল্লাহর বাণী সত্য। তাঁর প্রেরিত রাসূলদের প্রদত্ত বাণী সত্য। এবং আমরা এর অন্যতম

ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ★ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

যা-লিকা মিনাশ্ শা-হিদীন্। রব্বানা-তাক্বব্বাল্ মিন্না-ইন্নাকা আন্তাস্ সামী‘উল্ ‘আলীম্।

সাক্ষ্য প্রদানকারী। হে আমাদের রব আমাদের দোয়া কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ حَلَاوَةً وَّبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ

আল্লা-হুম্মার্ যুক্ব্না- বিকুল্লি হার্ফিম্ মিনাল্ কু্রআ-নি হালা-ওয়াতাওঁ ওয়া বিকুল্লি জুয্য়িম্ মিনাল্ কু্রআ-নি

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে কোরআন শরীফের প্রতিটি হরফের স্বাদ দান করুন এবং কোরআনের প্রতিটি অংশের

جَزَاءً ★ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْاَلِفِ اُلْفَةً وَّبِالْبَاءِ بَرَكَةً وَّبِالتَّاءِ

জাযা — আ। আল্লা-হুম্মার্ যুক্ব্না বিল্ আলিফি উল্ফাতাওঁ অ বিল্ বা — য়ি বারকাতাওঁ অ বিত্ তা — য়ি

বদলে পুরস্কার প্রদান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আলিফের বিনিময়ে আসক্তি বা এর বিনিময়ে বরকত ‘তা’ এর বিনিময়ে

تَوْبَةً وَّبِالثَّاءِ ثَوَابًا وَّبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَّبِالْحَاءِ حِكْمَةً وَّبِالْخَاءِ خَيْرًا

তাওবাতাওঁ অ বিছ্ ছা-য়ি ছাওয়াবাঁও অ বিল্জ্বীমি জ্বামা-লাওঁ অ বিল্ হা — য়ি হিক্মাতাওঁ ওয়া বিল্ খ — য়ি খইরওঁ

তওবা ‘ছা’-এর বিনিময়ে ছওয়াব, ‘জীম’-এর বিনিময়ে সৌন্দর্য, ‘হা’-এর বিনিময়ে হেকমত, ‘খ’-এর বিনিময়ে কল্যাণ

وَّبِالدَّالِ دَلِيْلًا وَّبِالذَّالِ ذَكَاءً وَّبِالرَّاءِ رَحْمَةً وَّبِالزَّاءِ زَكٰوةً وَّبِالسِّيْنِ

ওয়া বিদ্ দা-লি দালীলাওঁ অবিয্যা-লি যাকা — আওঁ অ বির্র — য়ি রহ্মাতাওঁ অ বিয্ যা — য়ি যাকা-তাওঁ অ বিস্ সীনি

‘দাল’-এর বিনিময়ে দলিল (প্রমাণ), ‘যাল’-এর বিনিময়ে ধীশক্তি, ‘র’-এর বিনিময়ে রহমত, ‘যা’-এর বিনিময়ে পবিত্রতা, ‘সীন’- এর বিনিময়

سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَّبِالصَّادِ صِدْقًا وَّبِالضَّادِ ضِيَاءً وَّبِالطَّاءِ طَرَاوَةً

সা‘আ-দাতাওঁ অ বিশ্ শীনি শিফা — আঁও অ বিছ্ ছোয়া-দি ছিদ্ক্বাওঁ অ বিদ্ দ্বোয়া — য়ি দ্বিয়া-আওঁ অ বিত্ব্ ত্বোয়া-য়ি ত্বরা-ওয়াতাও

সৌভাগ্য, ‘শীন’-এর বিনিময়ে আরোগ্য, ‘ছোয়াদ’-এর বিনিময়ে সত্যনিষ্ঠা, ‘দ্বোয়াদ’-এর বিনিময়ে আলো, ‘ত্বোয়া’-এর বিনিময়ে

وَّبِالظَّاءِ ظَفَرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَّبِالْغَيْنِ غِنًى وَّبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَّبِالْقَافِ

অ বিজ্জোয়ায়ি — জফারাওঁ অবিল্ আইনি ‘ইল্মাওঁ অ বিল্ গাইনি গিনাওঁ অ বিল্ ফা — য়ি ফালা-হাওঁ ওয়া বিল্ ক্ব-ফি

শীতলতা, ‘জোয়া’-এর বিনিময়ে সাফল্যতা, ‘আইন’-এর বিনিময়ে ইলম, ‘গাইন’-এর বিনিময়ে ঐশ্বর্য, ‘ফা’-এর বিনিময়ে বিজয়, ‘ক্বাফ’-এর

قُرْبَةً وَّبِالْكَافِ كَرَامَةً وَّبِاللَّامِ لُطْفًا وَّبِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَّبِالنُّوْنِ نُوْرًا

কু্রবাতাওঁ অ বিল্ কা-ফি কার-মাতাওঁ অ বিল্ লা-মি লূত্ব্ ফাওঁ ওয়া বিল্ মীমি মাও‘ইযোয়াতাও অ বিন্ নূনি নূরাওঁ

বিনিময়ে সান্নিধ্য, ‘কাফ’-এর বিনিময়ে সম্মান, ‘লাম’-এর বিনিময়ে নম্রতা, ‘মীম’-এর বিনিময়ে সদুপদেশ, ‘নূন’-এর

وَبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَّبِالْهَاءِ هِدَايَةً وَّبِالْيَاءِ يَقِيْنًا اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا

অ বিল্ ওয়া-য়ি ওয়াসীলাতাওঁ অ বিল্ হা — য়ি হিদাইয়াতাওঁ অ বিল্ ইয়া — য়ি ইয়াক্বীনা-। আল্লা-হুম্মান্ ফা'না

বিনিময়ে নূর, 'ওয়াও'-এর বিনিময়ে বন্ধুত্ব, 'হা'-এর বিনিময়ে হেফাযত এবং 'ইয়া'-এর বিনিময়ে একীন দান করুন। হে আল্লাহ!

بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ * وَارْفَعْنَا بِالْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

বিল্ ক্বুরআ-নিল্ 'আযীম। ওয়ার্‌ফা'না- বিল্‌আ-ইয়া-তি ওয়ায্ যিক্‌রিল্ হাকীম।

এ মহান কোরআনের দ্বারা আমাদেরকে লাভবান করে দিন এবং কোরআনের আয়াতরাশি ও বিজ্ঞানময়।

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ * اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ

আল্লা-হুম্মা আ-নিস্ ওয়াহ্‌শাতী ফী ক্বব্‌রী, আল্লা-হুম্মার্ হাম্‌নী বিল্ ক্বুরআ-নিল 'আযীম্,

হে আল্লাহ্! আমার কবরের ভয়ভীতি দূর করুন। হে আল্লাহ! এ মহান কোরআনের দ্বারা আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। এবং

وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً * اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ

ওয়াজ্‌'আলহু লী ইমা-মাওঁ ওয়ানূরাওঁ ওয়া হুদাওঁ ওয়া রহ্‌মাতান্। আল্লা-হুম্মা যাক্কির্‌নী মিন্‌হু

এ কোরআনকে আমার জন্য পথ প্রদর্শক ও আলো, সৎপথ ও রহমতস্বরূপ করুন। হে আল্লাহ! আমাকে স্মরণ করার তাওফিক

مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّيْلِ

মা-নাসীতু ওয়া'আল্লিম্‌নী মিনহু মা-জাহিল্‌তু ওয়ার্‌যুক্ব্‌নী তিলাওয়াতাহূ--- আ-না--- -য়াল্লাইলি

দিন। যা ভুল করেছি এবং যা আমার অজানা রয়েছে তা অবগত করিয়ে দিন এবং এ কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্তকে

وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

ওয়া আ-নায়ান্নাহা-রি ওয়াজ্‌'আল্‌হু- লী হুজ্জাতাইঁ ইয়া-রব্বাল্ 'আ-লামীন্।

দিবা-রাত্রি সর্বদা আমার আহার্য করুন এবং আমার জন্য তা দলিল হিসাবে গণ্য করুন, হে সারা জাহানের প্রতিপালক।